হোমিওপ্যাথিক

# নবঔষধাবলী

অর্থাৎ

নূতন ঔষধের বিবরণ, লক্ষণ ও আময়িক

প্রয়োগাদি সম্বলিত

# ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

তৃতীয় সংস্করণ।

৺ হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

A

**MANUAL**

OF

# MATERIA MEDICA

AND

**SPECIAL THERAPEUTICS**

of the

**NEW REMEDIES**

**IN BENGALI.**

**Published by**

**CHARU BRATA ROY.**

**LAHIRI & CO.**

*55 College Street, Calcutta.*

হোমিওপ্যাথিক

# নবঔষধাবলী

অর্থাৎ

নূতন ঔষধের বিবরণ, লক্ষণ ও আময়িক

প্রয়োগাদি সম্বলিত

# ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

তৃতীয় সংস্করণ।

---

৺ হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

**MANUAL**
**OF**

# MATERIA MEDICA

**AND**

**SPECIAL THERAPEUTICS**

**of the**

## NEW REMEDIES.

**IN BENGALI.**

---

**DACCA**

JAROATULI—JANHABI-PRESS.

*Printed by Bhupati Mohan Dey.*

1914.

---



মূল্য তিনখণ্ড একত্রে ৮৲ টাকা।

## তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

নবঔষধাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এসংস্করণে পুস্তকের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় ডাঃ হানসেনের "রেয়ার রেমিডিস" নামক পুস্তকের অনুবাদ "বিরল ঔষধাবলী" নামে এবারও নবঔষধাবলীর পরিশিষ্ট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া গ্রন্থখানিকে "ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকার" তৃতীয় খণ্ড স্বরূপ প্রকাশ করিলাম। আশাকরি, এইরূপ সংযোজন ও পরিবর্দ্ধনে বঙ্গীয় চিকিৎসক, ছাত্র ও গৃহস্থের সকল অভাব বিদূরিত হইবে। পূর্ব্ব সংস্করণে ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকার মূল্য ৭৷৷০ টাকা ছিল। এ সংস্করণে ২৲ টাকা মূল্যের এই গ্রন্থ উহার সহিত সংযোজিত হইলেও গ্রাহক বর্গের সুবিধার নিমিত্ত সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৯৷৷০ টাকা স্থলে ৮৲ টাকা মাত্র ধার্য্য করা গেল। এখন হইতে নবঔষধাবলী আর পৃথক বিক্রীত হইবে না। ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকার পরিশিষ্ট স্বরূপ উহারই ৩য় খণ্ডরূপে একত্র বিক্রীত হইবে। আশা করি এই পরিবর্ত্তনে পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও গ্রাহক বর্গের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে।

হোমিওপ্যাথিপ্রচার কার্য্যালয়
নবাবপুর, ঢাকা।
জ্যৈষ্ঠ। ১৩২১।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

## দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

নবঔষধাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এসংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের ঔষধগুলি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত, পরিমার্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেক গুলি নূতন ঔষধ নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় শত পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাঃ হানসেনের "রেয়ার রেমিডিস" নামক পুস্তকের অনুবাদ "বিরল ঔষধাবলী" নামে এবার নবঔষধাবলীর পরিশিষ্ট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। তাঁহার পুস্তকের যে ঔষধ গুলি নবঔষধাবলীতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহা অবশ্যই পরিশিষ্টে আর পুনরুল্লেখিত হয় নাই। হানসেন চারিবৎসর পরিশ্রম করিয়া অনেক গুলি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পড়িয়া এই ঔষধ গুলি সঙ্কলন করিয়াছেন এবং ডাঃ কাউপার থোয়েটের বিখ্যাত ভৈষজ্য-তত্ত্বের পরিশিষ্টরূপে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিশ্রমের ফল নবঔষধাবলীর পরিশিষ্টরূপে বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। ভরসা করি, এই সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে নবঔধাবলী এবার পাঠক দিগের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে।

প্রণেতা।

বৈশাখ। ১৩১২।

# নবঔষধাবলীর সূচীপত্র।

# হোমিওপ্যাথিক
# নবঔষধাবলী

## অকজেলিকম এসিডম—অকজেলিক এসিড।

ঔষধার্থে অকজেলিক এসিডের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় অকজেলিক এসিডের প্রবল ক্রিয়া দর্শে, ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রভাবে গতিশক্তি-বিধায়ক স্নায়ু-কেন্দ্রের পক্ষাঘাত জন্মে এবং কখন কখন মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় মধ্য-দণ্ডের ( এক্সিস ) ক্রিয়া-শক্তি বিধ্বংস হইয়া সহসা জীবন বিনষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা বক্ষঃস্থলের পেশীর বিশিষ্টরূপ আক্ষিপ্ত অবস্থা, অঙ্গের স্তব্ধতা, এবং স্পর্শ-জ্ঞানের বিলোপ, স্নায়ু-শূল ও পক্ষাঘাতের লক্ষণও উৎপন্ন হয়। অকজেলিক এসিডের ক্রিয়ায় শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া প্রদাহিত অবস্থা জন্মে, এবং বৃহৎ মাত্রায়, ইহার উপদাহ-জনক বিদ্যমানতা নিবন্ধন, অন্ন-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

পৃষ্ঠবংশের রোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। কটি ও কুচকীতে দুর্ব্বলতা ও অবশতা, জঙ্ঘার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ, এবং পৃষ্ঠে অবশতা সহকারে পৃষ্ঠবংশের কোমলতা। সমগ্র পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র প্রাদাহিক বেদনা সহকারে পৃষ্ঠবংশীয় মিনিঞ্জাইটিস। অঙ্গের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রবল সঞ্চরমান বেদনা, শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও অবশতা, এবং এই ঔষধের লক্ষণ সংযুক্ত লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রদাহ জনিত পক্ষাঘাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্তব্ধতা; শ্বাস-কৃচ্ছ্রের আবেশ।—এই সকল রোগে ইহার ব্যবহার হয়। এই ঔষধের পৃষ্ঠবংশের তরুণ লক্ষণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্কন্ধাস্থির সন্ধিস্থানের নিম্ন হইতে কটি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা বিশিষ্ট পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-শূল। বাম ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে তীব্র সঞ্চরমান বেদনা, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, সবলে নির্গত প্রশ্বাস; পৃষ্ঠের অবশতা ও দুর্ব্বলতা—জঙ্ঘার শীতলতা ও শক্তিশূন্যতা, ইত্যাদি লক্ষণে

হৃৎশূল রোগে এই ঔষধের ফলদায়কতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাত্রিতে শয়নান্তে হৃৎকম্প। বাম ফুসফুসের ভূমিদেশে রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহের অবস্থিতি। রেতঃবাহী নাড়ীর স্নায়ু-শূল; চিড়িক-মারা বেদনা। পৃষ্ঠবংশের লক্ষণ সংযুক্ত রজোহীনতা। দেহ-শাখার বিশেষ লক্ষণ বিশিষ্ট অক্জেলিউরিয়া। আমবাতিক গাউট, মিষ্টদ্রব্য আহারে বেদনার বৃদ্ধি। কফি পানের অব্যবহিত পরেই অতিসার। রক্তাতিসার। আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ। আমাশয়-শূল। রাত্রিতে বিবর্দ্ধিত কাস, তৎসহ বিবমিষা ও পৃষ্ঠে বেদনা (রডক)। উদর-বেদনা সহকারে গলাজ্বালা (মুর)। হৃৎপিণ্ডের বিশৃঙ্খলাসহ স্নায়বীয় স্বর-নাশ (এফোনিয়া)।—এই সকল রোগেও অকজেলিক এসিডের প্রয়োগ হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনোভাব সমবেত করিতে শক্তির খর্ব্বতা। অতিশয় উল্লাসিততা, চিন্তা ও কার্য্যের দ্রুততরতা (কফি)। রোগিণী বেদনার বিষয় চিন্তা করিলেই উহার প্রত্যাবৃত্তি (ব্যারা)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, শয়ন করিলে আন্দোলন অনুভব। মস্তকে শূন্যতা অনুভব; মূর্চ্ছাকল্পতা অনুভব, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত রক্ত সরিয়া পড়িয়াছে। কপালে ও মস্তকের শিখর-দেশে অনুগ্র, ভারাক্রান্ত শিরঃপীড়া। প্রতিকর্ণের পশ্চাতে পেঁচ আঁটার ন্যায় মস্তকে আকুঞ্চন।

চক্ষু।—পড়িবার সময় অক্ষরের অপরিচ্ছন্নতা। শিরোঘূর্ণন ও ঘর্ম্ম সহকারে অন্ধকার দর্শন (আধার দেখা)। দুই চক্ষু-কোটরেই বেদনা; বামেরটায় আধিক্য।

নাসিকা।—হাঁচি; জলবৎ শর্দ্দী। ০ নাকের দক্ষিণ পার্শ্বের আরক্ত, চিক্কণ স্ফীততা, নাসাগ্রে উহার আরম্ভ (বেল); তৎসহকারে নাসিকার উদ্ভেদ।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর ও সীস বর্ণ মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে উত্তাপ অনুভব। পূর্ণতা অনুভব; মুখমণ্ডলের অধিকতর আরক্ততা। শীতল ঘর্ম্মে আচ্ছন্নতা (ট্যাবে, ভিরে)।

মুখ-মধ্য।—মাড়ি হইতে রক্ত-পাত ও উহার স্থানে স্থানে বেদনা। মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। জিহ্বার স্ফীততা, অনুভবাধিক্য, আরক্ততা, শুষ্কতা, জ্বালা; শুভ্রবর্ণ গাঢ় লেপ সহকারে স্ফীততা। মুখে অম্ল আস্বাদ (ক্যাল্ক, ম্যাগ-কা, নক্স)। প্রচুর লালা-স্রাব (* আইও, * মার্ক, * নাই-এসি)।

গল-মধ্য।—গলার মধ্যে ও আমাশয়ে জ্বালা। গলায় হাঁজিয়া ও চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব; গাঢ় শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গিলিতে আয়াস ও যাতনা।

আমাশয়।—ক্ষুধার বৃদ্ধি; স্বাদাভাব সহ ক্ষুধার অবর্ত্তমানতা। শিরোঘূর্ণন, ক্ষুধাশূন্যতা, বিবমিষা ও উদর-বেদনা সহকারে পিপাসা। বুকজ্বালা; সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য। শূন্য বা অম্ল উদ্গার; প্রতিবার আহারের পরে স্বাদশূন্য বাতোদ্গার।

বারংবার হিক্কা (ইগে, হাইও)। বিবমিষা ও বারবার বমন। শূন্যোদরতা অনুভব, তজ্জন্য আহার করার আবশ্যকতা। আমাশয়-গহ্বরে প্রবল প্রচাপনী বেদনা। আমাশয়-গহ্বরে জ্বালা (আর্স, * কলচি, মার্ক-কর)। আমাশয়ে স্পর্শ-দ্বেষ; যৎসামান্য স্পর্শে দারুণ বেদনার উৎপত্তি।

উদর।—যকৃতে সূচী-বেধন; গভীর শ্বাসগ্রহণে উহার উপশম। বাম কুক্ষিতে ক্রমাগত ক্ষতবৎ বেদনা; সূচী বেধন। নাভীর নিকটে উদর-বেদনা (কলোস); আয়াসে বায়ু নিঃসরণ। উদরে জ্বালা ও বেদনা।

মল।—অবিশ্রান্ত অনিচ্ছায় মল নিঃসরণ। মলিন, কাদা কাদা, প্রভূত মল; আম ও রক্তময় মল। ০ কফি পান করিবামাত্র অতিসার। ০ শয়ন করিলে অতিসারের প্রত্যাবৃত্তি। সরলান্ত্রে প্রচাপন ও কুন্থন। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্র-যন্ত্র।—বৃক্কক-প্রদেশে বেদনা। খড়ের ন্যায় জরদ রং, পরিষ্কার, প্রচুর, পুনঃ পুনঃ পরিত্যক্ত মূত্র; অক্সজেলিউরিয়া। বিদাহী বিন্দুর ন্যায় মূত্র-মার্গে জ্বালা। মূত্রত্যাগ-কালে লিঙ্গমণিতে বেদনা।

জননেন্দ্রিয়।—সম্ভোগ-লিপ্সার অতিশয় আধিক্য। অশ্লীল স্বপ্ন সহকারে রাত্রিতে স্বপ্ন দোষ। অণ্ডকোষ ভারী ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়; শুক্রবাহী নাড়ীতে সঞ্চরমান বেদনা (ক্লিম, স্পঞ্জ)।

শ্বাস-যন্ত্র।—কথা বলিবার সময় স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মানুভব। প্রবল পরিশ্রমে অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশ। স্বরযন্ত্রে আকুঞ্চনী বেদনা, ও হাঁস ফাঁস সহকারে শ্বাস-কষ্ট; দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে যাতনার আতিশয্য; ০ হৃৎশূল। আক্ষিপ্ত শ্বাস। মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছন্দতা সহকারে হ্রস্ব, দ্রুত শ্বাসের আবেশ। বাম ফুসফুসে ও হৃৎপিণ্ডে সঞ্চরমান তীব্র বেদনা, উদরোর্দ্ধ পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ; ০ হৃৎশূল। বক্ষঃস্থলে অতীব্র, ভারী, ক্ষতবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে সঞ্চরমান বেদনা। হৃৎপিণ্ডের অবিরত ফরফর ও স্পন্দন। নাড়ীত দ্রুততার আধিক্য, প্রায় অপ্রাপ্যতা, তৎসহ গাত্রের শীতলতা ও আঠা আঠা ঘর্ম্মাদি (* ট্যাবে, * ভিরে)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—উভয় স্কন্ধাস্থির মধ্যে স্কন্ধাস্থির সূক্ষ্মাগ্রের নিম্নে, মাজা পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা; ঘৃষ্টবৎ অনুভব, বাম স্কন্ধাস্থির অগ্রভাগের নীচে উহার আধিক্য, তৎসহ শুব্ধতা। বক্ষঃস্থল হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সূচী-বেধ। পৃষ্ঠে তরুণ বেদনা, ক্রমশঃ উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ, ও অতিশয় যাতনা; অবস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া শান্তি লাভের চেষ্টা। কটিতে ও কুচকীতে দুর্ব্বলতা, পদদ্বয় পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; শরীর ধারণে পৃষ্ঠের অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্য অনুভূত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক প্রকার অদ্ভুত অবশতা অনুভব। ০ আমবাতিক

গাউট রোগে বেদনা, মিষ্টদ্রব্য আহারে উহার * বৃদ্ধি। ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ হইতে হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবশতা। বাহুদ্বয়ে সুতীব্র, শস্ত্র-কর্ত্তনবৎ বেদনা; ০ হৃৎশূল; দক্ষিণ মণিবন্ধে মচকিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; উহা প্রসারণের প্রবৃত্তি; কিছু ধরিতে পারা যায় না। হস্তদ্বয় ভারী; ও মৃতবৎ শীতল; অনুভূত হয়। হস্তাঙ্গুলী ও নখের সীস-বর্ণ; অঙ্গুলীর আকস্মিক আকর্ষণ। নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের নীলাক্ততা, শীতলতা, ও প্রায় সম্যক অচলতা। উরুতে অবশতা ও সুড়সুড়ি অথবা কণ্টক-বেধন। নিম্নাঙ্গের পঙ্গুতা ও স্তব্ধতা। নিম্নাঙ্গের অবশতা ও শ্রান্তি, সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে কষ্ট। বাম জানুর বহির্দ্দিকের কণ্ডরায় প্রবল সঙ্কোচনী বেদনা।

দেহ।—প্রায় পক্ষাঘাতের অনুরূপ এক প্রকার বিশেষ অবশতা। থাকিয়া থাকিয়া লক্ষণ সকলের প্রত্যাবৃত্তি; কতিপয় ঘটিকা বা এক দিবস বিরাম। * সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা। কেবল কয়েক সেকেণ্ড্ কাল উহার অবস্থিতি, * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ, কল্পকালস্থায়ী সূচী-বেধের ন্যায়, উৎক্ষেপবৎ বেদনা।

ত্বক।—ক্ষৌরকালে ঘর্ষণ জনিত উত্তপ্ততার ন্যায় অনুভব। ত্বকে গোলাকার তালির ন্যায় বিচিত্র চিহ্ন।

নিদ্রা।—জৃম্ভণ; দিবাভাগে নিদ্রালুতা। রাত্রিতে হৃৎকম্প সহকারে জাগরণ।

জ্বর।—হাঁচি সংযুক্ত শীত। আরক্ত বদন সহ কম্পকর শীত। পৃষ্ঠবংশের উপরে কীট-চারণার ন্যায় শীত। প্রত্যেকবার উত্তাপ। ঘর্ম্ম সহকারে তাপাবেশ। শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম।

উপচয়।—রোগের লক্ষণ ও বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে উহার প্রত্যাবৃত্তি (ব্যারা); চিনি, কফি, ও সুরা সেবনে বৃদ্ধি।

উপশম।—বিমুক্ত বায়ুতে উপশম (* পলস)।

সমগুণ।—আর্স, মার্ক-কর।

# অরম আর্সিনিওসম—আর্সিনিয়েট অব গোল্ড।

আর্সেনিক ও অরম মিশ্রিত এই নূতন ঔষধের ৩দ হইতে ৬দ পর্য্যন্ত বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। * নিম্নলিখিত রোগে ইহা ব্যবহার্য্য। মৃত্যুভয় সংযুক্ত আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদ অর্থাৎ গভীর বিষাদ বশতঃ আত্মহত্যা করিবার প্রবল প্রবৃত্তি অথচ মরিতে অতিশয় ভয় ও উৎকণ্ঠা লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। উপদংশজনিত পুরাতন শিরঃপীড়া, অস্থিপূতি (নিক্রোসিস), অস্থিবেষ্টপ্রদাহ (পেরিঅষ্টাইটিস), পূতিনস্য (ওজিনা) প্রভৃতি রোগে অরম জ্ঞাপক যন্ত্রণাপ্রদ অস্থিবেদনা ও আর্সেনিক সূচক তীব্র স্নায়বীয়

বেদনা সমবেত থাকিলে এবং আইওডাইড অব পোটাস বিফল হইলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। মুখমণ্ডল, নাসিকা, ও জরায়ুর কর্কট রোগ (ক্যানসার) এবং অন্ত্রপথের ম্যালিগনান্ট (দূষিত) রোগ এতদ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। এপ্রকার অনেকগুলি পুরাতন রোগ আছে যাহাতে অরম ও আর্সেনিক উভয় ঔষধের লক্ষণই প্রকাশ পায় এবং ইহাদের কোনটী ব্যবহার করিতে হইবে চিকিৎসক তাহা ঠিক করিতে পারেন না। এই সকল রোগে এই মিশ্র-ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ডাঃ ম্যাসার্ট ইহা ক্যানসার ও যক্ষ্মারোগে ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইটালী ও আমেরিকার চিকিৎসকগণ গণ্ডমালা জনিত লুপস্ প্রভৃতি রোগে ইহার বিলক্ষণ উপকারীতা স্বীকার করেন। এই ঔষধের ক্রিয়ায় প্রথমে আমাশয় ও অন্ত্রের সঙ্কোচন ক্রিয়া উত্তেজিত হইয়া আচূষণ-ক্রিয়ার অতিশয় সত্বরতা জন্মে এবং ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়, তৎপরে পরিপোষণ-ক্রিয়ার উৎকর্ষ জন্মিয়া নানাপ্রকার এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগে ফল দর্শে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারজনিত রোগেও ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করেন। ইহার তৃতীয় দশমিক হইতে ষষ্ঠ দশমিকক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

# অরিএট সোডিক্লোরিডম—ক্লোরাইড অব গোল্ড ও সোডিয়ম।

ঔষধার্থে স্বর্ণের যে সকল প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে ক্লোরাইড অব গোল্ড ও সোডিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। বিষমাত্রায় এতদ্দ্বারা প্রবল আমাশয়ান্ত্র-প্রদাহ ও তৎসহ খল্লী, আক্ষেপিক কম্পন, অনিদ্রা, কামোন্মাদ, অচৈতন্য, ও অন্যান্য গুরুতর লক্ষণ উৎপন্ন হয়। **মল-কৃচ্ছ্র।**—অতিমাত্রায় ইহাতে আমাশয়োর্দ্ধদেশে বেদনা, বিবমিষা, ক্ষুধাহীনতা, ও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। এই কোষ্ঠরোধে অন্ত্রের গ্রন্থি হইতে আমস্রাব লক্ষণ থাকে। অতএব অন্ত্রের আমস্রাব সম্বলিত কোষ্ঠবদ্ধতায় হাইড্রাষ্টিয়ার ন্যায় এই ঔষধও উপকারী। **অগ্নিমান্দ্য।**-বিষাদ; মৃত্যুর ইচ্ছা; আরক্ত চিক্কণ জিহ্বা; আহারান্তে আমাশয়ের বামপার্শ্বে জ্বালাকর আকৃষ্টবৎ চাপক বেদনা; আহারান্তে অতিসার; এই সকল লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় অগ্নিমান্দ্যে এই স্বর্ণ ফলপ্রদ। **উপদংশ।**—পারদ অপব্যবহারের পর, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় নাসিকার অস্থি আক্রান্ত, কিংবা গলায় ক্ষত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। **জননেন্দ্রিয়ের রোগ।**—স্বর্ণের মুখ্যক্রিয়া বশতঃ গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের রক্তসঞ্চয় জনিত উপদাহ জন্মে ও ঐ উপদাহ অপ্রবল জরায়ুপ্রদাহ, ডিম্বাশয়প্রদাহ, অকালে প্রভূত রজস্রাব, অভ্যস্ত গর্ভস্রাব, কামোন্মাদ এবং জরায়ুর ক্ষত প্রভৃতিতে পরিণত হয়, অতএব এই সকল রোগে ইহার ষষ্ঠক্রমের বিচূর্ণ ও তদূর্দ্ধক্রম ব্যবহার করা যায়। স্বর্ণের গৌণক্রিয়ায় দৌর্ব্বল্যজনিত রজোলোপ, স্বল্প ও বিলম্বিত রজ,

সঙ্গম-প্রবৃত্তির ক্ষীণতা, ডিম্বাশয়ের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ বন্ধ্যাত্ব, ডিম্বাশয়িক শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি নিম্নক্রমে অর্থাৎ প্রথম শততমিক হইতে তৃতীয় শততমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া এই সকল পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি কামোদ্দীপনা, ডিম্বাশয়-প্রদাহ, আমাশয় ও অন্ত্রের উপদাহ, এবং আত্মহত্যার প্রবৃত্তি লক্ষণাপন্ন সূতিকোন্মাদ রোগে ও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। পুরুষেও স্বর্ণ এতৎসদৃশ লক্ষণ জন্মায় এবং মুখ্যতঃ ( অত্যন্ত অল্প মাত্রায় ) ইহা রক্তাধিক্যজনিত জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায়, স্বপ্নাবস্থায় শুক্রস্রাবে, ও প্রবল লিঙ্গোদ্রেকান্বিতে ব্যবহৃত হয়। গৌণতঃ অধিক মাত্রায় (২দ হইতে ৩দ. প্রত্যহ তিনবার ) সঙ্গমশক্তির ক্ষীণতা ; দিবাভাগে শুক্রস্রাব অথবা রাত্রিকালে স্বপ্ন ব্যতীত, ক্ষীণ উদ্রেকে রেতঃপাত ; ক্ষীণ উদ্রেক বশতঃ সংসর্গে অসামর্থ্য ; জননেন্দ্রিয়ের উপদাহিতা, ও সঙ্গমকালে শীঘ্র শুক্রনিঃসরণ প্রভৃতি আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ইহার ক্রিয়া ব্রোমাইড অব পোটাসিয়মের ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। ব্রোমাইড অব পোটাস যখন অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক তখন ইহা অল্পমাত্রায়, এবং পোটাস যখন অল্পমাত্রায় তখন এই স্বর্ণ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। ইহার এক গ্রেণ, এক আউন্স পরিস্রুত জলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচবিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করা যায়। বিষাদ আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদ ; অবসাদবায়ু, ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ, এইগুলি গৌণফল। অতএব এই সকল রোগে নিম্নক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হওয়াই উচিত। মুখ্যতঃ ইহাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মে সুতরাং তৃতীয় ক্রমের নিম্নের ক্রম ব্যবহার করিলে রোগের লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়। পুরাতন বৃক্ক পীড়াজনিত কোন কোন শোথ রোগেও মিউরিয়েট অব গোল্ড ব্যবহারে মূত্র-বৃদ্ধি হইয়া সত্বর শোথ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

# অরিগেনম ভলগেয়ার—ওয়াইল্ড মার্জোরাম

এই উদ্ভিদ ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় জন্মে। সত্ব বৃক্ষের অরিষ্ট বা তৈলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—জননেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ নারীদিগের জনন-যন্ত্রে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে ও তদ্দ্বারা কাম-প্রবৃত্তির উদ্রেক জন্মে। অনন্তর অতিরিক্ত কামোত্তেজনার পরিণাম স্বরূপ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয়।

অধিকার।—অশ্লীল চিন্তা ও অশ্লীল স্বপ্ন ; এবং * বিবর্দ্ধিত সম্ভোগ-লিপ্সা ও সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উপদাহ জনিত গুল্মবায়ু রোগে ও শ্বেতপ্রদরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কামোন্মাদ।—ফরাসিস চিকিৎসক ডাঃ গালাসার্ডিন এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে ইহার বিষ-ক্রিয়ায় যুবতীদিগের কাম-প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হয়। স্ত্রীলোকের কামোন্মাদে এই ঔষধের তৃতীয় ক্রম বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ গালাসার্ডিন এতদ্দ্বারা আটজন স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ আরোগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্বেতপ্রদরাদি।—কৃত্রিম মৈথুন-প্রবৃত্তি, ও জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ সংযুক্ত শ্বেতপ্রদরও এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ডাঃ গালাসার্ডিন ইহার ৩দ ক্রম, এবং ডাঃ এমোরি ইহার ৩০ ক্রম ব্যবহারে এই প্রকার কতকগুলি রোগিণীকে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন। একজন যুবতী অন্যান্য বিষয়ে সুস্থ সত্বেও প্রতিদিন কৃত্রিম মৈথুন করিত। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সে এই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিত না। অরিগেনম তৃতীয়ক্রম ব্যবহারে সে আরোগ্য লাভ করে। চল্লিশ বৎসর বয়স্কা একজন কুমারীর শ্বেত প্রদর ও মণিপুর-কণ্ডূয়ন সহকারে সঙ্গমেন্দ্রিয়ের উপদাহ ডাঃ এমোরি এই ঔষধের তৃতীয় ক্রম ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গমেন্দ্রিয়ের উপদাহসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর ছিল। তৎপূর্ব্বে কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাহার প্রবল কামোত্তেজনা এবং তজ্জন্য উৎকণ্ঠা ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিরক্তি জন্মিয়াছিল। ডাঃ এমোরি এই ঔষধ প্রয়োগে এই রোগিণীকেও আরোগ্য করিয়াছিলেন। একজন বিধবার ইন্দ্রিয়-সুখ লালসার উদ্দীপনা বশতঃ শরীর ও মনের অতিশয় অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল, অরিগেনম ত্রিংশক্রম সেবনে তাহা নিবারিত হয়। ডাওসকোরাইডিস বলেন যে এতদ্দ্বারা বন্ধ্যাত্ব, শ্বেত প্রদর, ও জরায়ুর বাতাধ্মান আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়।

গুল্মবায়ু।—ডাঃ বেইস বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের উপদাহজনিত অনির্দ্দিষ্ট স্নায়বীয় রোগে এতদ্দ্বারা সুন্দর ফলদর্শে। কামপ্রবৃত্তিজনিত স্বপ্ন ও গুল্মবায়ু এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—রোগিণীর প্রশান্তভাব চিন্তাপূর্ণতা, বিষাদ, নিরাশ-চিত্ততা; বাতায়ন হইতে পড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি; সর্ব্বদা কেবল হাঁটিবার ইচ্ছা; বিশ্রামে অসমর্থতা। সকল বিষয়েই বিরক্তি জন্মে; মরিতে ইচ্ছা হয়; জীবনে বিরক্তি বোধ হয়; কিছুতেই প্রমোদ জন্মে না। স্থিরভাবে চিন্তা করিতে পারা যায় না। মস্তকে অতিশয় উত্তাপসহ মনে কামজ কল্পনার উদয়। বারবার নিদ্রাভঙ্গসহ কামভাববিষয়ক * স্বপ্ন ; ও কম্পিত হইয়া জাগরণ। একদিন বিমর্ষতা ও দুর্ব্বলতা, অন্যদিন প্রফুল্লতা। অপ্রফুল্লতা ও তৎপরে উদ্যম প্রকৃতি ( মেজাজ ) ( কফীর বিপরীত )। * সঙ্গমেন্দ্রিয়ের উপদাহ সহকারে অশ্লীল

মনোভাব। গভীর বিষাদ, রোগিণী মনে করে যে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। সুপ্তি হইতে জাগরণকালে ভূত নিকটে আসিতেছে বলিয়া চিৎকার। যেন নরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে এপ্রকার ধারণা। অর্দ্ধ উন্মত্তবৎ অনুভব; (জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ সংযুক্ত কোন যুবতীর) আত্মহত্যা বিষয়ক চিন্তা। মস্তক।—মস্তকে অতিশয় উত্তাপ; যখন সেই উত্তাপ বৃদ্ধি পায় তখন মাথা অনিচ্ছায় একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ঘূর্ণিত হয়। সম্ভোগ-লালসা সহ শঙ্খদ্বয়ে শিরঃপীড়া। শয্যায় শয়ন করিতে যাইবার সময় শিরোঘূর্ণন। প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্র।—রাত্রিতে বারংবার মূত্র-বেগ, তন্নিমিত্ত জাগ্রৎ হইতে হয়। * বিবর্দ্ধিত সঙ্গম-প্রবৃত্তি। * অশ্লীল কল্পনা ও স্বপ্ন। স্তনের উপরে ও নিকটে কণ্ডূয়ন। দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকাদিগের হস্ত-মৈথুন প্রবৃত্তি। মানসিক দুর্ব্বলতা সহ হস্ত-মৈথুন। শ্বেত প্রদর ও মণিপুর কণ্ডূয়ন সহ সঙ্গমে-ন্দ্রিয়ের উপদাহ। ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার আতিশয্যবশতঃ অস্থিরতা ও অশান্তি। শ্বেতপ্রদর, বন্ধ্যাত্ব, ও জরায়ুর বাতাধ্মান। পরিপাক-যন্ত্র।—ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অতিশয় পিপাসা, এবং আমাশয় ও অন্ত্রে বেদনা। দেহ।—বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত ও পদে সঞ্চরমান আমবাতিক বেদনা। গাত্রে উজ্জ্বল আরক্ত উদ্ভেদ, এবং জঙ্ঘা ও উদরের চর্ম্মে দাগ।

সমগুণ।—ক্যাল্ক, ক্যান-ইণ্ড, কোলিন, হেলোন, প্লাট, ভেলের, হিডিওমা।

## অসমিয়ম—অসমিক এসিড।

অসমিয়ম একপ্রকার ধূসরবর্ণ ধাতু। ঔষধার্থে এই রূঢ় পদার্থের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

* ক্রিয়া।—মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া শ্বাস-পথে ও বৃক্কের উপর অসমিয়মের প্রধান ক্রিয়া দর্শিয়া প্রবল উপদাহ ও প্রদাহের উৎপত্তি হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—তরুণ-স্বরযন্ত্র-প্রদাহ, বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, ও হুপশব্দ-কাশে; বায়ু-পথে উপদাহ, আক্ষেপিক কাস, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা এবং শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে নিষ্ফল ও অতিশয় চেষ্টা, ইত্যাদি লক্ষণে, অসমিয়ম উপকারী। অশ্রুস্রাব সংযুক্ত অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগের স্নায়ু-শূলে ইহার ব্যবহার আছে। এলেন উল্লেখ করিয়াছেন যে এই ঔষধে বাস্তবিকই গ্লকোমা রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে; রামধনু সদৃশ বিচিত্রবর্ণ দর্শন ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে উগ্র বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—রুক্ষতা, কোপনতা, অধীরতা। মনে মনে মানসিক দুর্ব্বলতার জ্ঞান। শব্দের অযথাস্থানে প্রয়োগ (ডল, প্লম)। কার্য্যে অপ্রবৃত্তি। মস্তক।—অতীব্র ও শিরোগৌরব সংযুক্ত শিরঃপীড়া। চক্ষু।—অক্ষি-কোটরে সুতীব্র বেদনা, অক্ষিপুটের

আক্ষেপিক সংরুদ্ধতা। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; কুজ্ঝটিকায় দেখার ন্যায় অক্ষরগুলি একত্র ধাবিত দৃষ্ট হয় ( * সাইক্লে, ফস, * জেল )। অধিক অশ্রুপাত সহকারে চক্ষে জ্বালাকর বেদনা। দীপ-শিখা নিলাভ হরিৎ অথবা পীতবর্ণ মণ্ডলে ( * ফস ); কিম্বা রামধনুর ন্যায় অঙ্গুরীয়কে পরিবেষ্টিত দৃষ্ট হয়, দূর হইতে দেখিলে সেই শিখা ধূলি বা ধূমে আবৃত দেখায় কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে টুন্ টুন্ শব্দ। সায়াহ্নে প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে, অনন্তর বাম কর্ণে বেদনা। নাসিকা।—হাঁচি সংযুক্ত শর্দ্দি ( এক, আর্জ্জ, ইউফর )। নাসিকায় জ্বালাকর উপদাহ। নাসারন্ধ্রে শীতল বায়ু ভাল লাগেনা ( হাইড্রাস, সোরি )। ঘ্রাণশক্তির হ্রাস। মুখ-মধ্য।—হনুতে বেদনা; চর্ব্বণ পেশীতে বেদনা। জিহ্বার লেপাচ্ছন্নতা; উহার প্রান্তভাগের বন্ধুরতা; মধ্যভাগে লোহিত রেখা। অধিক লালা-নিঃসরণ। মুখে রক্তের আস্বাদ; ধাতব আস্বাদ ( * ইস্কি, কক্, * মার্ক, নাজা )। আমাশয়।—উদ্গার; বিবমিষা; বমন। আমাশয়-গহ্বরে অনুগ্র বেদনা ও গুরুত্ব সহকারে গা-বমি-বমি করা ও অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা। উদর।—উদরের স্ফীততা ও অনুভবাধিক্য; অতিশয় কূজন। মল ও মলদ্বার।—মলত্যাগকালে ও তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা ( আর্স, ক্যাম্ব, * আইরিস, মার্ক )। অতিসার। কোষ্ঠবদ্ধ। মূত্র-যন্ত্র।—সাগুলালমূত্র ( * মার্ক-কর, ফস, ফাইটো, * প্লম )। উগ্র-গন্ধ; মলিন-কপিশ ও স্বল্প মূত্র ( প্লম )। উজ্জ্বল-লোহিত অধঃপতিত পদার্থ। ০ ব্রাইটস ডিজিজ। জননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষে ও শুক্রবাহী নাড়ী গুচ্ছে বেদনা ( * ক্লিম, স্পঞ্জ )। উপস্থের প্রবল উদ্গম। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে তুড়তুড়ি, উপদাহ বশতঃ কাসের উদ্রেক; যাতনা; জ্বালা; অবদরণ ( রস, * রুম )। বায়ু-পথে প্রভূত শ্লেষ্মা-নিস্রব ( * এণ্ট টার্ট, * ইপি, * ফস, * ষ্টাম )। রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা, উহা অনায়াসে স্খলিত হয় না, গিলিয়া ফেলিতে হয় ( কালী বাই )। কণ্ঠনালীতে জ্বালাকর উপদাহ। কাস ও প্রতিশ্যায় সহকারে স্বরযন্ত্রে স্বরভঙ্গ ও বেদনা। গান করিলে ও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে স্বরভঙ্গের আধিক্য। আক্ষেপিক কাসের আবেশ ( কোরাল, ফস )। কাসিবার সময় বুকাস্থির নীচে বেদনা, বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে উহার সম্প্রসারণ, তৎসহ জ্বালাকর স্পর্শ-দ্বেষ, বোধ হয় যেন সর্ব্বত্র অবদরণ জন্মিয়াছে; অনেক্ষণ কাসিতে কাসিতে দলা-দলা, হরিদ্রাবর্ণ দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ। পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে ও নিতম্বে প্রচাপনী বেদনা। দেহ।—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। অঙ্গে কর্ত্তন ও চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা। ত্বক্।—হাতের পিঠে লাল লাল দাগ। প্রকোষ্ঠে, হস্তে ও গণ্ডে অপর্য্যাপ্ত উদ্ভেদ। বাহুদ্বয়ে লোহিত-কপিশ অপচ্যমান পীড়কা, ও উহার শল্ক-পাত। লোহিতবর্ণ মণ্ডল পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাগ্র ফোস্কা। কীট-চারণার ন্যায় কণ্ডূয়ন।

সমগুণ।—আর্স, ম্যাঙ্গ, সেলেন।

# আরেণিয়া ডায়েডেমা—ডায়েডেম স্পাইডার। ৮

আয়েডেম স্পাইডার একপ্রকার মাকড়সা। এই মাকড়সা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় জন্মে। ইহা দেখিতে অণ্ডাকার। ইহার পৃষ্ঠদেশে একটী দীর্ঘ রেখা আছে। সেই রেখাতে পীত ও শুভ্রবর্ণ বিন্দু ও অপর তিনটী রেখা দৃষ্ট হয়। ইহার জাল গোলাকার এবং উহাতে লঘিমা ও দ্রাঘিমা রেখা আছে বলিয়া ইহাকে জিওগ্রাফিক্যাল স্পাইডার অর্থাৎ ভৌগলিক-উর্ণলাভ বলে। সমগ্র কীট কয়েক মাস পর্য্যন্ত এলকোহলে ভিজাইয়া রাখিয়া ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে একটী জীবিত মাকড়সা একশত বিন্দু য়্যাবসোলিউট এলকোহলে দশ বার দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ইহার মূল অরিষ্ট, অথবা একশত গ্রেণ দুগ্ধ শর্করার সহিত একটী জীবিত মাকড়সা খল করিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ু মণ্ডলে ও রক্তে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ক্যাটালেপ্সি।—এই উর্ণনাভের দংশনে শীতলতা জন্মে সুতরাং শীত-প্রধান নানাবিধ রোগে ডাঃ ভনগ্রভল ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাদের আর্দ্রতা সহ্য হয়না তাহাদের পক্ষেই ইহা উপযোগী। একজন স্ত্রীলোকের ক্যাটালেপ্সি ও পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়াদি ছিল, আর্দ্র ঋতুতে ও স্নান করিলে তাহার অসুখ বৃদ্ধি পাইত। তাহার হাত পা শীতল ছিল এবং সে সর্ব্বদা শীত শীত অনুভব করিত, আরেণিয়া ব্যবহারে অল্পসময়ের মধ্যে এই রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। প্লীহা।—আর একজন পুরুষের বিবর্দ্ধিত প্লীহা ও জ্বর ছিল, রোগী সর্ব্বদাই শীতানুভব করিত, সে আর্দ্র স্থানে থাকিত, এবং বৃষ্টি হইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইত, আরেণিয়া দ্বিতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ক্লোরোসিস।—গ্রভল বলেন যে কোন কোন রোগীর ক্লোরোসিস রোগে এই ঔষধ অমোঘ। তাঁহার মতে রোগীর "অবিরত শীতানুভব" লক্ষণে অনেক রোগেই এই ঔষধ উপযোগী। নিউমোনিয়া, ব্রণশোথ প্রভৃতিতেও তিনি ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিষমজ্বর।—একজন রোগীর পর্য্যায় জ্বর ছিল। অপরাহ্ন সাত ঘটিকার সময় শীত উপস্থিত হইয়া আটকা পর্য্যন্ত থাকিত, দাহ বা ঘর্ম্ম হইত না। তিন দিবসে ইহাকে ৮০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়ান হয়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না। তৎপরে আরেণিয়া ২দ, ৫ বিন্দু মাত্রায় প্রতিঘণ্টায় প্রয়োগ করাতে রোগী আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে আরেণিয়ার সমস্ত লক্ষণ আর্দ্র ঋতুতে ও আর্দ্রস্থানে বাসে বিবর্দ্ধিত হয়। পুরাতন সবিরাম জ্বরেই এই কথার যাথার্থ্য বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। আরেণিয়াজ্ঞাপক কারণ রোগী রৌদ্রের দিনে ভাল থাকে, বৃষ্টির দিনে পীড়িত হয়। আর্দ্র দিবসে সে শীত শীত অনুভব করে, তৎপরে অত্যল্প তাপ প্রকাশ পায়, অথবা একেবারেই উত্তাপ

উপস্থিত হয় না। এই শীত একদিন পর একদিন, সাতদিন অন্তর; কিম্বা অন্য কোন নির্দ্ধারিত কালের পর ঠিক একই সময় প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর, রোগীর প্লীহার বিবর্দ্ধন, ও রক্তস্রাব-লক্ষণও বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার পুরাতন সবিরাম জ্বরে পূর্ব্বে কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকুক বা না থাকুক আরেণিয়া সেবনে সুন্দর ফল দর্শে। জ্বরের পর্য্যায়শীলতা লক্ষণে সিঙ্কোনাও কুনাইনের সহিত আরেণিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অনূপ-স্থানে বাস বশতঃ জ্বরে ও প্লীহার স্ফীততাদি লক্ষণে এই দুই ঔষধের ও ব্যবহার আছে। ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে জ্বরের উপস্থিতি লক্ষণে সিড্রণও আরেণিয়ার সমগুণ বটে। কিন্তু গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানের জ্বরেই সিড্রণ উপকারী। শীত প্রধান ও আর্দ্র স্থানের জ্বরে আরেণিয়া ফলপ্রদ। অপর, আরেণিয়ার জ্বরে শীতেরই প্রধান্য থাকে, তাপ যৎসামান্য থাকে, অথবা একেবারেই থাকে না। কিন্তু সিড্রণের জ্বরে মস্তকে রক্তসঞ্চয়, মুখমণ্ডলে পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, গাত্রে শুষ্ক উত্তাপ এবং তৎসহকারে নাড়ীর পূর্ণতা ও দ্রুততা থাকে। অতিসার।—আরেণিয়া দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির রোগীদিগের অতিসার ও আরোগ্য হয়। অতিশয় অন্ত্র-কূজন সহকারে জলবৎ মল নিঃসরণ; অস্থির নিদ্রা; মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশী স্নায়ুর বিকার জন্য জাগরণান্তে শরীরের কোন কোন অংশ স্ফীত অনুভব, যথা বাহু বা হাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিশয় বৃহত্তর বোধ এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। অস্থি-রোগ।—অস্থি-রোগেও আরেণিয়ার প্রয়োগ হয়। গুল্‌ফাস্থির রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ, বা কেরিজ বশতঃ অস্থিতে বেধন বা খননবৎ বেদনা জন্মিলে এবং রোগীর নিকট অস্থি তুষারবৎ শীতল বোধ হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। শিরঃপীড়া।—একজন স্ত্রীলোকের পুরাতন শিরঃপীড়া ছিল। মাথা ধরিবার পূর্ব্বে তাহার চক্ষুর সম্মুখে আলোকের রেখা দৃষ্ট ও ভ্রমি হইত, তজ্জন্য তাহাকে শুইয়া থাকিতে হইত। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডলে অতিশয় উত্তাপ, শ্রান্তি, ও দুর্ব্বলতা জন্মিত। এই শিরঃপীড়া একদিন থাকিত। আরেণিয়া ষষ্ঠক্রম সেবনে ইহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। দন্ত-শূল।—এক ব্যক্তির উপরের কর্ত্তন-দন্তে নখ-ভেদ ও প্রচাপনের ন্যায় বেদনা ছিল। সেই বেদনা প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ নয়টার সময় উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ণ সাতটা পর্য্যন্ত থাকিত, বেদনার বিরামের পর এক প্রকার অনুভবাধিক্য ও বায়ুগ্রহণে শীতানুভব অবশিষ্ট থাকিত। নক্সভমিকা সেবনে কোন ফল দর্শেনা অবশেষে এই রোগীকে একটী আরেণিয়া নামক মাকড়সায় দংশন করে সেই অবধি তাহার দন্ত-বেদনা ক্রমে ক্রমে সারিয়া যায়। এই বিবরণ উল্লেখক চিকিৎসক বলেন যে মাড়ি ও গাল যেন স্ফীত হইয়াছে এই প্রকার অনুভব বিশিষ্ট দন্তশূল তিনি আরেণিয়া ষষ্ঠক্রম ব্যবহারে অনেক বার আরোগ্য করিয়াছেন। ফ্যারিংটন বলেন যে আর্দ্র ঋতুতে ও শয়ন করিবামাত্র বিবর্দ্ধিত দন্ত-বেদনায় এই ঔষধ উপকারী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক**।—জড়তা; বিশৃঙ্খলা। শিরঃপীড়া,—কপালাদিতে অতীব্র, প্রচাপনবৎ, নির্দ্ধারিত সময়ে সমাগত বেদনা। **চক্ষু**।—চক্ষে উত্তাপ ও কম্পনবৎ অনুভব। **কর্ণ**।—কর্ণে বেদনা ও চাপ। **নাসিকা**।—প্রতিশ্যায়; রক্তপাত। **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ও আরক্ততা। **স্নায়ুমণ্ডল**।—স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা; প্রচাপন ও নখাঘাতের ন্যায় বেদনা। স্পন্দন; আক্ষেপ; অবশতা। **রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র**।—রক্ত-সঞ্চলনের বিমন্দ-গতি; রক্তস্রাবের প্রবণতা। শীতলতার প্রাধান্য; ও অস্থি-বেদনা সংযুক্ত জ্বর। **শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরযন্ত্রে সূচী-বেধবৎ যাতনা। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। **মুখ-মধ্য**।—শীতলতা অনুভব; দন্তবেদনা; জিহ্বায় গাঢ় লেপ। অবিরত অতিশয় পিপাসা। **উদর**।—অতিশয় গুরুত্ব; আধ্মান; পেটকামড়ানি; নির্দ্ধারিত সময়ে সমাগত উদর-বেদনা। **মল**।—পাতলা, তরল, উৎসেচিত; বেদনাসংযুক্ত মল। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—যথাকালের অতিরিক্ত পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব। **নিদ্রা**।—অস্থির নিদ্রা; বার বার জাগরণ; কাল্পনিক স্বপ্ন। **দেহ ও অঙ্গ**।—দীর্ঘাস্থিতে খননবৎ অতীব্র বেদনা সহকারে আলস্য ও শ্রান্তি। বাহুর পেশীতে হেঁচকা টানের ন্যায় বেদনা; হাতের আঙ্গুলের অবশতা; জঙ্ঘার শ্রান্তি ও বেদনা। **উপচয়**।—সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। **উপশম**।—বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। **উপযোগিতা**।—আর্দ্র বায়ুতে অতিশয় অনুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

**সমগুণ**।—সিঙ্কোনা, কুইনাইন, সিড্রন; ভিরাট, পলস, লাই, ল্যাক, আর্স।

# আর্কশিয়ম ল্যাপপা—বার্ডক।

এই বৃক্ষ দুই প্রকার। এক প্রকারের পত্র বড়, আর এক প্রকারের পত্র ক্ষুদ্র। এই বড় পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রায় সকল দেশেই জন্মে। ইহার মূল ও বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

এই ঔষধ বহুকাল হইতে 'রক্তশোধক, স্বরূপ গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ডাঃ বার্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ক্রমাগত ইহার ক্বাথ বা পাক ব্যবহারে দুর্দ্দম্য চর্ম্মরোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, এজন্য তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এতদ্দ্বারা কতক গুলি দারুণক বা টিনিয়া ক্যাপেটিস রোগ আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল রোগীর মস্তক সম্যকরূপে ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ চিপ্‌টিকায়

আবৃত, হইয়াছিল এবং চুলের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; পীড়কা মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সলফ, আইরিস, মার্ক, গ্রাফ, লাইকো ব্যবহারে কোন উপকার দর্শিয়াছিল না, অবশেষে বার্ডকের মৃদুফাণ্ট প্রয়োগে আরোগ্য লাভ হয়। এই ঔষধে ক্রস্টাল্যাক্টিয়া নামক রোগও আরোগ্য-হইয়াছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে আদ্র দুর্গন্ধ পীড়কায় ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ চিপিটিকা জন্মিলে, বিশেষতঃ গ্রন্থি স্ফীত হইলে, এমন কি কক্ষ-গ্রন্থি পাকিলেও এই ঔষধ উপযোগী। বাতেও ব্রাইওনিয়ার সহিত আর্কশিয়ম ল্যাপ্পার তুলনা হইতে পারে। এই ঔষধেও নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধিপায় এরূপ পেশীর স্পর্শ-দ্বেষ ও মৃদু বেদনা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমাগত ইহা ব্যবহার করিয়া প্রাচীন বিসর্প একেবারে সারিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হেল বলেন যে যাহাদের বারবার স্ফোটক হয় এই ঔষধ সেবনে তাহাদের স্ফোটক-প্রবতা দূর হইয়া থাকে। অঞ্জনী, অক্ষিপুটের ক্ষত, কক্ষতলের দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, ও কক্ষতলের ব্রণশোথেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। শোথ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে ও কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করিতে বলেন।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক।**—*মস্তক, মুখমণ্ডল ও গ্রীবার উদ্ভেদ। টিনিয়া ক্যাপেটিস বা দারুণক। ক্রস্টাল্যাক্টিয়া, নানাপ্রকার পামা। অনেক বৎসরের পুরাতন বিসর্প। বালকদিগের মস্তকে রসস্রাবী দুর্গন্ধি পীড়কা। **মুখমণ্ডল ও চক্ষু।**—মুখমণ্ডল ও চক্ষুর পাতায় স্ফোটক। চক্ষুর পাতার প্রান্তদেশে অঞ্জনী, ও ক্ষত। **মূত্রযন্ত্র।**—*বারবার অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব। মূত্রত্যাগের পর মূত্রাশয়ে বেদনা। সামান্য বৃক্ক পীড়াজনিত শোথ। **দেহ।**—কক্ষ-গ্রন্থি স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি। সর্ব্বশরীরে বেদনা বিশিষ্ট ও বিলম্বে আরোগ্যশীল স্ফোটক। করতলে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম।

**সমগুণ।**—আইরিস, লাইকো, ক্যাল্ক, ফাইটো, গ্রাফ, হিপার, সলফ, ভাইওলা-ট্রিক।

---

## আর্টিমিসিয়া ভলগারিস।

আর্টিমিসিয়া ভলগারিস কম্পোজিটী জাতীয় উদ্ভিদ। অপস্মার রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। প্রবল চিত্ত-বিকার, বিশেষতঃ ভয় বশতঃ রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে পুনঃ পুনঃ একের পর অপর আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল আক্ষেপের বিরতি থাকিলে; এবং সাধারণতঃ রোগাবেশের পর নিদ্রা জন্মিলে আর্টিমিসিয়া ব্যবহৃত হয়। পেটিম্যাল বা মৃদু অপস্মারেও ইহার কতকটা উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এইজাতীয় অন্যান্য ঔষধের ন্যায় চক্ষেও আর্টিমিসিয়ার ক্রিয়া দর্শে। "রঞ্জিত আলোকে শিরোঘূর্ণনের উৎপত্তি" ইহার একটি লক্ষণ। চিত্রিত কাচের জানালার নিকট বসিলে রোগীর মাথা

ঘোরে। চক্ষু ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলে উহাতে বেদনা, ও দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; এবং চক্ষু মর্দ্দনে ক্ষণকাল সেই অপরিচ্ছন্নতার শান্তি আর্টিমিসিয়ার আর একটী চক্ষু-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে চক্ষু-রোগেও এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। কৃমিজনিত আক্ষেপে সিনার ন্যায় আর্টিমিসিয়ারও ব্যবহার আছে। তরুণ হাইড্রোসিফেলস রোগে বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত, দক্ষিণ পার্শ্বের আক্ষেপ; শিশুর নিদ্রিত বা স্বপ্নবৎ অবস্থা অথচ সম্পূর্ণ জাগ্রত্ না হইয়া অধিক পরিমাণ জল পান; গাত্রের শীতলতা, অনিচ্ছায় (অসাড়ে) মল নিঃসরণ;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল আর্টিমিসিয়া ব্যবহারের বিধিদেন।

আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনম।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে সহসা উপস্থিত পৃষ্ঠবংশের প্রদাহে ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার পুরাতন প্রদাহে এই ঔষধ উপযোগী। পৃষ্ঠে সহসা অবিরাম বেদনা ও নড়িলে চড়িলে উহার শান্তি; এবং অবশতা ও পক্ষাঘাত ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ) বাত-গ্রস্ত রোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে মণিবন্ধ ও গুল্ফ-সন্ধির প্রদাহও স্ফীততা; সন্ধিগুলির স্তব্ধতা ও উহাতে কণ্টকবেধবৎ যাতনাঅনুভব; গাউটরোগের বিলোপ জনিত পীড়া;—এই সকল লক্ষণে সন্ধিবাতে আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনম ব্যবস্থেয়।

# আর্সেনিয়েট অব আয়রণ।

সলফেট অব আয়রণ দ্রবে আর্সেনিয়েট অব পোটাস দ্রব মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রথমে শুভ্র থাকে, কিন্তু বাতাস লাগিলে হরিদ্বর্ণ হয়। এই চূর্ণের স্বাদ-গন্ধ নাই। ইহা জলে দ্রব হয় না, কিন্তু মিউরিএটিক এসিডে সহজে দ্রবীভূত হয়। ষষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

একজন ক্ষীণরক্ত পাণ্ডুবর্ণ বালিকার কোরিয়া রোগ ছিল তাহাকে এলোপ্যাথি মতে সাইট্রেট অব আয়রণ ও কুইনাইন, ফাউলার্স সলিউশন, টিচার ফেরিমিউরেটিস ও অন্যান্য ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল। ডাঃ হেল এই রোগিণীর তখনও আয়রণ ও আর্সেনিক জ্ঞাপক লক্ষণ দৃষ্টে পর্য্যায়ক্রমে এই দুই ঔষধ ব্যবহার না করিয়া আর্সেনিয়েট অব আয়রণের দ্বিতীয় দশমিকক্রমের বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় প্রয়োগ করেন। তাহাতে সে সত্বর আরোগ্য লাভ করে। এই মিশ্র-ঔষধ পরীক্ষিত হয় নাই। পরীক্ষার বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। আর্সেনিক ও আয়রণের রাসায়নিক সংমিলনে গুণান্তর উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ঐ দুই ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই মিশ্র-ঔষধ ব্যবহার করিলেই হইলেই পারে। লৌহের রক্তক্ষীণতা ও আর্সেনিকের স্নায়ুমণ্ডলের

লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন ও এতদ্দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হন। তিনি আমাশয়ের বা অন্ত্রের রোগে ইহা কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যে এই সকল রোগে কেবল আর্সেনিক, অথবা আর্সেনাইট অব কপার ইহা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। কিন্তু তিনি বলেন যে ক্ষীণরক্ত ব্যক্তিদিগের চর্ম্মরোগে এই ঔষধ তিনি সুব্যবস্থেয় মনে করেন।

## আর্সিনিয়েট অব ষ্ট্রিকনিয়া। ×

শরীরের তরল বিধানে, গ্রন্থিল যন্ত্রে, ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে আর্সেনিকের প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে। স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-গুচ্ছে অর্থাৎ গতি-জনন ও পরিপোষণস্নায়ুতে ষ্ট্রিকনিয়ার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং এই উভয় ঔষধজ্ঞাপক রোগীর লক্ষণে আর্সিনিয়েট অব ষ্ট্রিকনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ পরীক্ষিত হয় নাই। ষষ্ঠ শততম ক্রম পর্য্যন্ত ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

একজন বালকের পুরাতন অতিসার রোগ ছিল। অতিসারের লক্ষণগুলি সকলই আর্সে-নিকের সদৃশ ছিল বটে কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার নক্সভমিকা বা ষ্ট্রিকনিয়াজ্ঞাপক মূত্রাশয়, সরলান্ত্র ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ছিল। আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া অতিসারের লক্ষণ আরোগ্যান্তে তৎপরে পক্ষাঘাতের জন্য নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবার সময় ছিলনা। কারণ, রোগীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন ছিল। এজন্য ডাঃ হেল তাহাকে একেবারেই আর্সেনিয়েট অব ষ্ট্রিকনিয়া চতুর্থক্রম, একগ্রেণ মাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করেন এবং উহাতে রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করে এইপ্রকার জটিল রোগেই ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। যে সকল রোগে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিমণ্ডল, ও পরিপোষণ-যন্ত্রমণ্ডলের বৈলক্ষণ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলও প্রগাঢ়রূপে আক্রান্ত হয় অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত, পুরাতন ক্ষত, শীর্ণকর রোগ; অপিচ ওলাউঠা, টাইফসজ্বর, ও সাংঘাতিক রক্তাতিসার প্রভৃতিতে তিনি এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন।

## আর্সিনিয়েট অব এণ্টিমণি। ×

এণ্টিমণি ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে এই ঔষধ উৎপন্ন হয়। হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থ ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মস্তকে রক্তসঞ্চয়। কপালে বেদনা। শঙ্খস্থলে গৌরব। সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি অনুভব। দুর্ব্বলতা অনুভব। অক্ষি-গহ্বরে বেদনা। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ। মুখমণ্ডলের

স্ফীততা। ক্ষুধাহীনতা। বিবমিষা। বেদনাশূন্য সামান্য অতিসার। নাড়ীর ৯০ বার স্পন্দন। বক্ষণীয় স্নায়ুতে সঞ্চরণশীল বেদনা। * হৃদ্রোগজনিত ও কাসি সংযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র। ৩ ফুসফুসে বায়ুর সম্প্রবেশজনিত অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র। * হৃৎপিণ্ডের অতিশয় পুরাতন দুর্ব্বলতা—এই সকল আর্সিনিয়েট অব এণ্টিমণির লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায়, আনুষঙ্গিক শ্বাস-কষ্ট, শ্বাস, কাস, ও শীর্ণতা লক্ষণে তিনি এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করেন। ইহার দ্বিতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ প্রত্যহ তিনবার ব্যবহারে উপকার দর্শে।

---

# ইউকালিপ্টস গ্লবিউলস-ফিভার-ট্রী।

মার্টেসী জাতীয় ইউকালিপ্টস গ্লবিউলস নামক বৃহৎ বৃক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও ট্যাস্মেনিয়ার অরণ্যে জন্মে। যে স্থানে এই বৃক্ষ থাকে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থলে ম্যালেরিয়া জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। নিম্ন, সজল, ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশে ইউকালিপ্টস বৃক্ষ রোপণ করিলে উহার অস্বাস্থ্যকরতা নষ্ট হয়। যে সকল জলাদিতে ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু আছে ইউকালিপ্টস সংযোগে তাহা পরিশোধিত হয়। যে জলাশয়ের ধারে এই বৃক্ষ জন্মে বা যাহার জলে ইহার পত্র পতিত হয় তাহার জলপান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ প্রতিষিদ্ধ হয়। ইংরাজীতে ইহাকে ফিভার-ট্রী, বা জ্বর-তরু বলে। ইহার সরস পত্র বা শুষ্ক পত্রের সূক্ষ্ম চূর্ণের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রম ডাইলুট এলকোহল, এবং অন্যান্য ক্রম এলকোহল সহকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার তৈল এর্থাৎ এসেন্সকে ইউকালিপ্টল বলে। ইহা আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে।

ক্রিয়া।—পরিপাক-যন্ত্রে ইউকালিপ্টসের ক্রিয়া দর্শিয়া অজীর্ণ জন্মিয়া অনন্তর অতিসারের উৎপত্তি হয়, সকল প্রকার শারীরিক নিঃস্রবেই ইউকালিপ্টসের প্রধান উপাদান ইউকালিপ্টোল নামক একপ্রকার তৈলের গন্ধ থাকে। অপর, ইউকালিপ্টস হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত, ধমনীর অশিথিলতা মন্দীভূত, এবং একপ্রকার সজ্বর অবস্থা উৎপাদিত করে। ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম বা স্বল্প-বিরাম-জ্বরের সহিত এই জ্বরের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঈদৃশ জ্বরেই হোমিওপ্যাথি মতে ইউকালিপ্টস ব্যবহৃত হয় ও অতিশয় উপকার করে।

অধিকার।—সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে; ম্যালেরিয়া জনিত বিষাক্ততায়, কুইনাইন বিফল হইবার পরে; ও অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত শারীরিক বিকৃতিতে; প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগ জনিত শ্বাসে, এবং ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ু ও উহার শাখায় ধমন্যর্ব্বুদের প্রচাপে, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপশম জন্মায় নাসিকার পুরাতন ও তরুণ প্রতিশ্যায়; হুপ-শব্দ-কাস; ফুসফুসের গ্যাংগ্রীণ; প্রচুর

নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ব্রঙ্কাইটিস, এই সকল রোগেও ইহার প্রয়োগ হয়। রক্তাতিসার; অতিসার; শ্বেতপ্রদর; ক্ষত; পূযোৎপন্ন অভিঘাত; স্নায়ুশূল; আমবাত; টাইফয়েড জ্বর; প্রভৃতিতেও কখন কখন ইউকালিপ্টস ব্যবস্থা করা যায়। ইহার পচন-নিবারক গুণ আছে বলিয়া জরায়ুর প্রতিশ্যায়; ওজিনা, ক্যান্সার, গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি রোগে অতিশয় দুর্গন্ধ লক্ষণে ইউকালিপ্টসের স্থানিক প্রয়োগ হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—সকল প্রকার পর্য্যায়জ্বরে; জ্বরসহকারে প্লীহা বা যকৃতের রোগ থাকিলে; ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থলের জ্বরে উদরের বিশৃঙ্খলা ও রোগীর শীর্ণতা থাকিলে; এবং প্রচ্ছন্ন জ্বরে, অর্থাৎ জ্বরের অবধারিত সময়ে জ্বর না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মস্তিষ্কের প্রবল উপসর্গ উপস্থিত হইলে ইউকালিপ্টস ব্যবহৃত হয়। সবিরাম ও স্বল্পবিরামজ্বরে অধিকমাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিয়াও জ্বর আরোগ্য না হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ঐকাহিক ও দ্ব্যহিক জ্বর; দীর্ঘকালস্থায়ী ক্রুর ম্যালেরিয়া জ্বর; জ্বরের সকল অবস্থায় শিরোঘূর্ণন ও শরীর-বেদনা; প্রথমে প্লীহার স্ফীততা ও বেদনা, অনন্তর ক্রমে ক্রমে উহার দৃঢ়তা;—এই সকল লক্ষণে ইউকালিপ্টস উপযোগী। কুইনাইন অপেক্ষা ইহাতে শতকরা অধিক রোগী আরোগ্য লাভ করে বলিয়া উল্লিখত আছে। এই ঔষধের সবিরাম জ্বরসম্ভূত পাণ্ডু এবং ম্যালেরিয়াজনিত নৈশঘর্ম্মও নিবারিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় ইহা জ্বরের প্রচলিত ঔষধ।

প্রতিশ্যায় বা ক্যাটার।—ইউকালিপ্টসের প্রতিশ্যায়-বিনাশক গুণ আছে। অতএব বায়ু-নলী-ভুজ, গর্ভাশয় ও মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়ে এবং প্রমেহ ও লালামেহাদি মূত্রমার্গের প্রতিশ্যায়ে এই ঔষধে সুন্দর উপকার দর্শে। ডাঃ সার-জন-রোজ-কর ম্যাক বলেন যে জরায়ুর সামান্য প্রতিশ্যায়ে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই। তিনি ইহার আভ্যন্তরিক ও পিচকারীরূপে বাহ্যপ্রয়োগ ব্যবস্থা করেন। প্রভূত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট বায়ুনলীভুজপ্রদাহে এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মাস্রাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার উৎকর্ষ জন্মে। এই সকল রোগে ডাঃ করম্যাক ইউকালিপ্টসের এক ড্রাম অরিষ্ট দুই আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন দুইবার সেবন করাইয়া থাকেন। ডাঃ উষ্টার বলেন যে মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় কেবল এই ঔষধ ব্যবহারেই আরোগ্য হয়। আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকাশে (ষ্ট্রিকচার) এতদ্দ্বারা অতি সত্বর উপশম জন্মে। অনেকগুলি তরুণ প্রমেহের রোগী একমাত্র এই ঔষধ সেবনেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

পূতিক্ষতাদি।—ইউকালিপ্টস সংক্রমণ-প্রতিষেধক, দুর্গন্ধহারক, ও পচন-নিবারক। এজন্য ওজিনা; জিহ্বা, গল-মধ্য, ও জরায়ুর ক্যানসার; এবং গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি রোগের আস্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা সত্বর দুর্গন্ধ নিবারিত ও যাতনা প্রশমিত হয়। ইহার দুর্গন্ধ সংহরণ গুণ অতীব প্রসিদ্ধ। ডাঃ করম্যাক জরায়ুর

রোগে ইউকালিপ্টসের এক হইতে চারিড্রাম অরিষ্ট, আট আউন্স ঈষদুষ্ণ জলে মিশাইয়া পিচকারী ব্যবহার করেন। রোগ-ভেদে ইহার কুলি ও ব্যবহৃত হয়। ক্ষত ও সদ্যব্রণেও ইউকালিপ্টসের স্থানিক প্রয়োগ পরমোপকারী। কেহ লিণ্টের পরিবর্ত্তে এই বৃক্ষের পত্রদ্বারা ক্ষতে পটী বাঁধিয়া থাকেন। আমাশয়ের ক্ষতে ও ইহা ব্যবহৃত হয়। ডিপথিরিয়া, স্কার্লেটিনা, ফুসফুসের গ্যাংগ্রীণ, রক্তাতিসার প্রভৃতিতেও পূতি-গন্ধ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

দন্ত-শূল।—দন্তের স্নায়ুতে তুলায় করিয়া ইউকালিপ্টসের তৈল ইউকালিপ্টোল সংলগ্ন করিয়া দিলে দন্তের বেদনার শান্তি জন্মে।

অতিসার।—পাতলা জলবৎ অতিসারে মলস্রাবের পূর্ব্বে অন্ত্রের নিম্নাংশে তীব্র বেদনা লক্ষণে ইউকালিপ্টস ফলপ্রদ।

অন্যান্য রোগ।—মুখমণ্ডলের সবিরাম বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার কুড়ি হইতে ত্রিশ বিন্দু মাদার টিংচার একবাটী তপ্তজলে ঢালিয়া দিয়া শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া দিলে উহা নিশ্বসনে নিদ্রা হয়; যক্ষ্মার কাস ও উপশমিত হইয়া থাকে। ইউকালিপ্টসের পত্র চর্ব্বণ করিলে রক্তস্রাবী দন্ত-মূলের দৃঢ়তা ও শ্বাসের সুগন্ধ জন্মে। দ্রুত, ক্ষুদ্রনাড়ী সহবর্ত্তী শ্বাস-হ্রস্বতা এই ঔষধে আরোগ্য হয়। হৃদ্রোগজনিত শ্বাসে ইহার পত্রের ধুমপানে সুন্দর উপকার দর্শে রক্তস্রাব রোধার্থে ইহার জলমিশ্রিত তৈল বা ফাণ্ট ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ইউকালিপ্টস উপকার করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—সাধারণ মানসিক উত্তেজনা। অবিরত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা। মত্ততার ন্যায় অনুভব। ভ্রমি।

মস্তক।—* ০ স্নায়বীয় শিরোবেদনা, ও অন্যান্য প্রকার অপর্য্যায় শিরোবেদনা। রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের রক্তসঞ্চয়জনিত শিরঃপীড়া, ও তৎপরে প্রকৃত জ্বর। মস্তকের পূর্ণতা সংযুক্ত মৃদু, গৌরববিশিষ্ট, সম্মুখকপালের শিরঃপীড়া। ০ নীরক্ত ব্যক্তিদের শিরঃপীড়া (এই ঔষধে বেদনার শান্তি ও নিদ্রা জন্মে)।

চক্ষু।—চক্ষে উত্তাপ, জ্বালা, ও কটকট অনুভব। চক্ষুর পাতার গুরুত্ব অনুভব। ০ প্রতিশ্যায় ও প্রমেহ জনিত অভিষ্যন্দ।

মুখমণ্ডল।—রক্তসঞ্চিত আকৃতিবিশিষ্ট আরক্ত মুখমণ্ডল।

নাসিকা।—নাসিকা অবরুদ্ধবৎ অনুভব। নাসা-সেতুর অনুপ্রস্থে আকৃষ্টতা, বোধহয় যেন নাসিকা হইতে রক্তপাত হইবে। পাতলা জলবৎ প্রতিশ্যায়। ০ নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্যায়, দুর্গন্ধ ও পূযময় স্রাব নিঃসরণ।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—* পিপাসা সহকারে গল-কোষ ও গলনলী পর্য্যন্ত সম্প্র-

সারিত জ্বালা অনুভব। * অত্যন্ত লালাস্রাব। গল-মধ্যে পূর্ণানুভব; গিলিতে গলায় স্পর্শ-দ্বেষ। শুভ্র, গাঢ়, ফেনিল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। সর্ব্বদা যেন গলায় শ্লেষ্মা রহিয়াছে এরূপ অনুভব। গলা শিথিলিত ও পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয়।

আমাশয়।—তীব্র-গন্ধ উদ্গার। ইউকালীপ্টস সেবনের পর কতিপয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উহার অস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার। ধীরে ধীরে পরিপাক; উদ্গার ও স্ফীততা। ক্ষুধার উৎকর্ষ। অতিরিক্ত পানাহারের ন্যায় পূর্ণতা অনুভব। আমাশয়ের মগ্নতা বা ক্ষীণতা অনুভব। আমাশয় প্রদেশে ও অন্ত্রে স্পর্শ-দ্বেষ ও জ্বালা অনুভব, তৎসহ সরলান্ত্রে অতিশয় উত্তাপ, অনন্তর কুন্থন ও আম নিঃসরণ এবং অতিশয় অবসন্নতা। অবশেষে অন্ত্র হইতে প্রবল বিরেচন ও রক্তস্রাব। উদরোর্দ্ধ ও নাভী প্রদেশে জ্বালা অনুভব এবং তৎসহকারে যন্ত্রণাপ্রদ পিপাসা, শিরোঘূর্ণন, অন্ধকার-দর্শন; মস্তকে পূর্ণতা অনুভব ও সম্মুখ কপালে মন্দ মন্দ শিরঃপীড়া।

উদর।—উদরোর্দ্ধভাগে গুরুত্ব অনুভব। নাভী-প্রদেশে অসুখ-জনক চাপ ও পূর্ণতা অনুভব। অন্ত্রের উর্দ্ধভাগে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা, তৎপরে সমুদয় অন্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া উহার প্রসারণ। যেন অতিসার জন্মিবে অন্ত্রে এরূপ অনুভব। (পশুদিগের প্লীহার আকুঞ্চন ও কাঠিন্য, উপরিভাগে দানার উৎপত্তি; এবং সমগ্র প্লীহার আয়তনের হ্রাস)।

মল।—* সরলান্ত্রে উত্তাপ, কুন্থন, আম নিঃসরণ, ও অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত রক্তাতিসার; অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব সহ প্রবল বিরেচন। অল্প-কালস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধ। * পাতলা জলবৎ অতিসার, বিরেচনের পূর্ব্বে অন্ত্রের নিম্নাংশে তীব্র অবিরাম বেদনা। সন্নিপাত-লক্ষণাপন্ন অতিসার ও রক্তাতিসার। আম ও রক্তস্রাবী পুরাতন অতিসার।

মূত্র।-অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ। রাত্রিতে ও দিবসে মূত্রাধিক্য। মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়। মূত্র-নাশ। মূত্রাশয়ের নিঃসারণী-শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়াছে এপ্রকার অনুভব।

জননেন্দ্রিয়।—স্ত্রী-মূত্রমার্গের মুখের চারিদিকে ক্ষত। তরুণ উপদংশ-ক্ষত। ঔপদংশিক প্রমেহ। বিদাহী, দুর্গন্ধি শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বেতপ্রদর। মূত্রমার্গের আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকাশ (ষ্ট্রিকচার)।

বক্ষঃস্থল।—বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ। শ্বাসের গতির দ্রুততা। হৃদ্রোগজনিত শ্বাস, (এই ঔষধে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের শান্তি জন্মে)। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে উদরের বৃহদ্ধমনীর প্রবল স্পন্দন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—উর্দ্ধাঙ্গে ও নিম্নাঙ্গে প্রথমে কণ্টক-বেধবৎ অনুভব, তৎপরে বাহুতে ও জঙ্ঘায় বেদনা, একপ্রকার স্তব্ধতা ও শ্রান্তি অনুভব, এবং উহার শিরায় পূর্ণতানুভব।

ত্বক্‌।—শিরা-প্রসারণজনিত ক্ষত। দুর্গন্ধি দূষিত স্রাব-নিঃসরণশীল নালী-ক্ষত। পূযস্রাবী সদ্যব্রণ; (গ্যাংগ্রীণ প্রতিরোধ করে)। চর্ম্মে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; গ্রন্থিল স্ফীততা; এবং দূষিত, নিস্তেজ ক্ষত। পদের মধ্যভাগ ও হস্তের মধ্যভাগের সন্ধিস্থানে গ্রন্থিল স্ফীততা।

দেহ।—আমবাতিক বেদনা, উৎক্ষেপণ, ছেদন, সূচী বেধনবৎ বেদনা, রাত্রিতে-উহার আতিশয্য, তৎপরে শরীরের নানাস্থানে স্ফীততা; স্তনাগ্রের নিম্নে একটু দক্ষিণ পার্শ্বে, একস্থানে বাদামের ন্যায় স্ফীততা, এবং উহাতে সূচীবেধনবৎ সঞ্চরমান বেদনা।

জ্বর।—স্বল্প-বিরামজ্বর; কম্পজ্বর। গুটিকারোগজনিত প্রভূত ঘর্ম্মসম্বলিত বিলেপী-জ্বর। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক দ্বৈকালীন দ্ব্যাহিক সবিরামজ্বর। কুইনাইনজনিত ধাতু-দোষ। টাইফয়েডজ্বর।

সমগুণ।—এবসিন্থ, আর্স, ব্যাপ্ট, চায়না, সিড্রন, কার্ব্বলিক এসিড, সোডি-সলফাইট, কর্ণস, কোপেভা, কিউবেব।

# ইউক্কা ফিলেমেণ্টোসা।

ইউক্কা আমাশয়িক ও আন্ত্রিক লক্ষণাপেক্ষা পৈত্তিক লক্ষণের প্রাধান্য জন্মায়। সম্মুখ কপালে বা শঙ্খ স্থলে শিরঃপীড়া, বারম্বার মুখ-রাগ, পীত বা মলিনবর্ণ মুখমণ্ডল, পীত বা পীতাভ শুভ্র জিহ্বা, ও উহাতে দন্তের চিহ্ন, যকৃতের কেন্দ্রস্থানে মৃদু বেদনা, ক্ষুধা-মান্দ্য, উদরের স্ফীততা ও স্পর্শ-দ্বেষ, উদর-বেদনা, বারম্বার বায়ুনিঃসরণ সহকারে কুন্থন, ঘনঘন জলবৎ বা পীতাভ কপিশবর্ণ মল-স্রাব ইউক্কার লক্ষণ। এতদ্দ্বারা ত্বকের অরুণিমার ন্যায় লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। দুইজন পরীক্ষাকারীর মেঢ্রমুণ্ডের আবরণ-চর্ম্মের জ্বালা ও স্ফীততা এবং মূত্রদ্বারের আরক্ততাও জন্মিয়াছিল। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে যকৃতের ঊর্দ্ধভাগ দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত বেদনা; মুখের বিরসতা, অধিক পিত্তমিশ্রিত আতিসারিক মল; মলপথে অধিক বায়ু নিঃসরণ লক্ষণান্বিত পিত্ত-প্রকোপে ইউক্কা অতি প্রশংসিত ঔষধ। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে মলস্রাবের বারাধিক্য; নিদ্রাহইতে জাগিবা-মাত্র মল-প্রবৃত্তি; মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে অন্ত্রের নিম্নাংশে তীব্র বেদনা সহকারে পীতবর্ণ মল; কোমল কপিশ মল ও তৎপরে কুন্থন; মলত্যাগান্তে পেটকামড়ানি, ও সম্মুখের দিকে অবনত হইলে উহার উপশম; অবিরত মল-প্রবৃত্তি; পাতলা, পীতাভ কপিশ্ প্রভূত মল, ও মলত্যাগান্তে মলদ্বারের টাটানি; * মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রবল কুন্থন, কিন্তু একবার মলত্যাগ আরম্ভ হইলে জলের ন্যায় সবেগে মলস্রাব;—এই সকল লক্ষণে অতি-সারে এই ঔষধ ফলপ্রদ। যকৃদ্রোগ; লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ; ও প্রমেহ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

# ইউনিমস এট্রোপারপিউরিয়স—ওয়াহূ।

ইউনিমস একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ইহা আমেরিকা ও ইউরোপ উভয় মহাদেশেই জন্মে। ইউরোপজাত ইউনিমসকে ইউনিমস ইউরোপিয়স কহে। ইউনিমসের বীর্য্যকে ইউনিমিন বলে। ইউনিমসের বল্কলের অরিষ্ট, এবং ইউনিমিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বেদনা।—কটি হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত তাড়িৎ বেগে বেদনার গতি বিশিষ্ট কটি-বেদনা; এবং কপালে অবিরত বেদনা, ও চক্ষুমুদিত করিবার ন্যায় চক্ষুর উপর প্রচাপন লক্ষণাপন্ন শিরোবেদনায় ইউনিমস ইউরোপিয়স ব্যবহৃত হয়। ব্রাইটসডিজিজ।—অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন প্রাতিশ্যায়িক ও আমবাতিক অসুখ, অর্দ্ধ-শিরোবেদনা; শিরোবেদনার যতই তীব্রতা মূত্রে ততই অল্বুমেনের (অণ্ডলাস) আধিক্য; বিমর্ষতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। যকৃদ্রোগ। এই সকল লক্ষণান্বিত ব্রাইটসডিজিজ নামক বৃক্ক-রোগে ইউনিমস এট্রোপার-পিউরিয়স ফলপ্রদ। ডাঃ হলকোম প্রচ্ছন্ন ব্রাইসডিজিজে ইউনিমিন প্রথম শততম ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া দুইজন রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ হেল বৃক্ক-রোগের সংস্রব সন্দেহ করিয়া ইউনিমিন ব্যবহারে পৃষ্ঠ, কটি, যকৃৎ ও প্লীহা প্রদেশের বেদনা আরোগ্য করিয়া-ছেন। তাঁহার চিকিৎসিত রোগীর মূত্রে অণ্ডলাস প্রকাশ পাইয়াছিল না। যকৃদ্রোগ।—ইউনিমিন যকৃতের ক্রিয়ার উত্তেজনা জন্মায়। অতএব যকৃতের ক্রিয়া-বিকার জনিত অধিক পিত্ত-নিঃস্রবে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ও স্বল্প পিত্ত-নিঃস্রবে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। অতিসার।—ইউনিমিনের লক্ষণে কলারা মর্ব্বস ও কলারা ইনফাণ্টমের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাঃ হেল বলেন যে যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বশতঃ উৎপন্ন শিশুদিগের গ্রীষ্মকালের অতিসারে হরিৎ, পীত, বা জলপাইয়ের বর্ণ মলস্রাব, উদর-বেদনা, বিবমিষা, পিত্ত-বমন অথবা পিত্তমিশ্রিত ভুক্তদ্রব্য বমন, অল্প অল্প জ্বর, ক্ষুধাহীনতা, অজীর্ণ, বিশেষতঃ দুগ্ধের অপরিপাক, অবসন্নতা, সুপ্তি, ও বদনের পাণ্ডু, পীত, বা মৃদ্বর্ণ; এই সকল লক্ষণে ইউনিমিন ৩দ হইতে ৬দ বিচূর্ণ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা উপকার দর্শে। উচ্চক্রমেও উপকার হইতে পারে, কিন্তু তিনি এখনও উহার ব্যবহার করেন নাই। এক এক বারের বমন-বিরেচন এক এক রঙ্গের হইলে সাধারণতঃ পলসেটিলাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিত্তস্রাবের বৈষম্যেই মলের এরূপ বর্ণ-বৈষম্য ঘটে মনে করিয়া ডাঃ হেল ইউ-নিমিন ৩দ বিচূর্ণ ব্যবহারে শিশুদিগের এইপ্রকার অতিসারে পলসেটিলা অপেক্ষা অধিক সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতি অল্প বয়স্ক শিশুদিগকে ৩দ, এবং একটু অধিক বয়স্ক শিশুদিগকে ২দ ক্রমের বিচূর্ণ তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা মলের বর্ণ ও গাঢ়তা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সবিরাম জ্বর।—

সবিরাম জ্বরে অস্বাভাবিক তীব্র পিত্তস্রাবের আধিক্য বশতঃ পৈত্তিক বমন ও বিরেচন থাকিলে ইউনিমিন প্রথমদশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দুই ঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণমাত্রায় ব্যবহার করিলে জিহ্বা পরিষ্কার ও পিত্ত-স্রাব স্বাভাবিক হইয়া উঠে। তৎপরে কুইনাইন, আর্সেনিক প্রভৃতি জ্বরের সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। হানসেন বলেন যে পিত্ত-প্রকোপে ও পৈত্তিক জ্বরে ইউনিমিন অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। অগ্নিমান্দ্য।—যকৃদ্দোষ জনিত অগ্নিমান্দ্যে ও ইউনিমিন উপকারী। পিত্ত শীলা।—পিত্ত-স্রাব বিবর্দ্ধিত করিয়া এই ঔষধ পিত্ত-শিলায় উপকার দর্শায়। সাণ্ডিলাল মূত্র।—যকৃতের লক্ষণ ও প্রগাঢ় বর্ণের স্বল্পমূত্র লক্ষণে ইউনিমিন ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তিষ্ক।—সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলে একপ্রকার দুর্ব্বলতা অনুভব। পরীক্ষাকারিণীর এরূপ অনুভব যেন তিনি আকৃষ্ট হইয়া গৃহের মধ্যভাগ হইতে উপরে উত্থিত হইতেছেন এবং হাঁটিবার সময় পা ফেলিতে আয়াস হইতেছে; কিন্তু দৃঢ়রূপে দাঁড়াইতে পারিতেছেন। বসিবার ও হাঁটিবার সময় উবুড় করিয়া ফেলিবার ন্যায় অনুভব। মস্তকের উর্দ্ধাংশের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিয়া একপ্রকার অনুগ্র গৌরববং বেদনা। মস্তকের বৃহত্ত ও অপরিচ্ছন্নতা অনুভব। আমাশয় ও অন্ত্র।—আমাশয়ে ভয়ানক বিবমিষা, এবং বদনে ঘর্ম্ম ও উত্তাপ, তৎসহকারে পৃষ্ঠের উপর এবং বাহুর পৃষ্ঠভাগে পর্য্যায়ক্রমে শীত; (ভিনিগারে এই লক্ষণ দূরীভূত হইয়াছিল)। অতিবিরেচন, তৎসহকারে অতীব বিবমিষা, অতিশয় পেটকামড়ানি, অবসন্নতা, ও শীতল ঘর্ম্ম। প্রভূত, প্রবল, ও অতিশয় বায়ুনিঃসরণসংযুক্ত বিরেচন। ০ সামান্য বিসূচিকা, ও শিশু-বিসূচিকা,। (?)। ০ অতিশয় উদর-বেদনাসংযুক্ত অতিসার। (?) জ্বর।—০ সবিরাম জ্বর। (?)।

# ইউফরবিয়ম—উল্‌ফ্‌স্‌ মিল্ক।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় এই উদ্ভিদ মরোক্কো দেশে জন্মে। ইহার আঠার চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ক্রোটন, জ্যাট্রোফা; ও অন্যান্য অতি বিরেচক ঔষধের অনুরূপ পরিপাক-পথে ইউফরবিয়মেরও ক্রিয়া দর্শে, এবং বমন, বিরেচন, ও ওলাউঠার ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কেও ইহার ক্রিয়ায় প্রবল রক্ত-সঞ্চয় জন্মে, ও তৎসহকারে তরুণ উন্মাদের লক্ষণ উপস্থিত হয়। ডাঃ হেম্পেল ইউফরবিমের মাস্তিষ্ক লক্ষণ অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করেন। অন্যান্য লক্ষণের সহিত ইউফরবিয়মের মাস্তিষ্ক লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে তিনি কখনও ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন না। তিনি বলেন যে

যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া উপক্রুত না হয়, মস্তিষ্কের উপদাহের কোন নিদর্শন না থাকে, মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয়ের, অথবা প্রলাপের কোন লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমাশয় ও অন্ত্রের উপদাহে সদৃশমতে ইউফরবিয়ম উপযোগী প্রতিপন্ন না হইতে ও পারে। ইউফর-বিয়ম শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রবল উপদাহ ও প্রদাহ উৎপন্ন করে। চর্ম্মে ইহার ক্রিয়াবশতঃ পামা ও বিসর্পাকার উপদাহ জন্মে।

অধিকার।—আমাশয়ান্ত্রের উপদাহ; আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ; অব্যাপক ওলাউঠা, ও ওলাউঠার অতিসারে; বিশেষতঃ এই সকল রোগ সহকারে মস্তিষ্কের উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয়, প্রলাপ, এমন কি তরুণ উন্মাদ থাকিলে ইউফরবিয়ম ফলপ্রদ। শিরোবেদনা, অধিক হাঁচি, অশ্রুস্রাব, বিদাহী প্রতিশ্যায়, খক্ খক্ কাস, লক্ষণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে এই ঔষধ উপকারী। দপদপ ও উৎক্ষেপ সংযুক্ত পেঁচ আটার মত দাঁত-বেদনা। বিসর্পজনিত প্রবল প্রদাহ। পচ্যমান ও পামাজ উদ্ভেদ। পুরাতন নিস্তেজ ক্ষত। গ্যাংগ্রীণ—এই সকল রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়। ক্যান্সার রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়, এবং এতদ্দ্বারা এপিথেলিওমা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অস্থি-রোগ।—অস্থির কেরিজ ও অন্যান্য রোগে, অস্থিতে জ্বালা লক্ষণে ইউফর-বিয়ম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে পারদ অপব্যবহৃত অস্থিরোগেই জ্বালাকর বেদনা লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। কোষ্ঠবদ্ধ।—অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা জনিত কোষ্ঠ-বদ্ধে কঠিন মল আয়াসে নির্গত হইলে; অথবা পূর্ব্বে সরলান্ত্র কণ্ডূয়িত হইয়া শিরিষের ন্যায় মল নিঃসৃত হইলে ইউফরবিয়ম ব্যবহার্য্য। কোথ (গ্যাংগ্রীণ)।—প্রদাহ ও স্ফীততা, তৎপরে নিস্তেজ গ্যাংগ্রীণ; শীত ও কম্প; বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীণ। গৃধ্রসী।—বিদারণ, হুল-বেধন, ও প্রচাপনবৎ বেদনা, নড়িলে চড়িলে উপশম ও সুস্থির থাকিলে বৃদ্ধি; পক্ষাঘাতবৎ অনুভব, ও আসন হইতে উত্থানে কষ্ট ইউফরবিয়মের লক্ষণ। উন্মাদ।—অল্পকালস্থায়ী উন্মাদের আবেশ; ঘোড়ায় লাঙ্গুলেরদিকে ফিরিয়া উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি; আপনার খেয়াল জানিয়া একাকী ও নীরব থাকিবার ইচ্ছা লক্ষণে ডাঃ হেম্পেল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। বিদগ্ধ-দৃষ্টি।—ছানিরোগে দৃষ্টি অর্থাৎ মুকুর (লেন্স) দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। দন্ত-বেদনা।—দন্তের ভঙ্গুরতায় ইউফর-বিয়ম বিশেষ উপযোগী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। দন্তের অবিরাম সূচী-বেধন বা রন্ধ্র করণবৎ বেদনা সহকারে গালের বিসর্পের ন্যায় স্ফীততা, অথবা খণ্ডে খণ্ডে দন্ত ভাঙ্গিয়া পড়া লক্ষণে ইউফরবিয়ম ব্যবহার্য্য। ক্ষত।—পুরাতন, নিস্তেজ ক্ষত; ক্ষতের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ; স্পর্শজ্ঞান পরিশূন্য ক্ষত; ক্ষতে কর্ত্তন ও বিদারণবৎ বেদনা;—এই সকল লক্ষণে ইউফরবিয়ম ব্যবস্থেয়। কৃমি।—কখনও ক্ষুধাহীনতা, কখনও অতিক্ষুধা; লেপাবৃত

জিহ্বা, অল্প অল্প জ্বর ; দুর্গন্ধি নিশ্বাস ; আমাশয়ের স্ফীততা ; কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার ; শীর্ণতা, খিটখিটে স্বভাব, ও নিদ্রাহীনতা লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিষাদ ; উৎকণ্ঠা ; আশঙ্কা। মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয় ( * বেল ), এবং অনিয়মিত দ্রুত-গতি নাড়ী সহকারে ০ * তরুণ উন্মাদ (* বেল, * হাইও, * ওপি, * ষ্ট্রাম )। মস্তক।—বিমুক্ত বায়ুতে দণ্ডায়মান বা বিচরণ কালে প্রবল শিরোঘূর্ণন। প্রবল প্রচাপক শিরঃপীড়া। চক্ষু।—অশ্রুপাত সহ চক্ষু কামড়ানি। আলোকাসহ্যতা ( * এক, * বেল, * মার্ক, * সল )। কর্ণ।—কর্ণে টুন্‌টুন্ শব্দ, হাঁচি দিবার সময়ও ঐরূপ শব্দ। নাসিকা। —পুনঃ পুনঃ হাঁচি ; তরল প্রতিশ্যায়। মুখমণ্ডল।—* পীতবর্ণ রস-পূর্ণ, মটরের ন্যায় বড় স্ফোট সংযুক্ত, বিসর্পজনিত, গণ্ডস্থলের প্রদাহিত স্ফীততা। মুখ-মধ্য।—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে, ছিন্ন হওয়ার ন্যায় উৎক্ষেপণ সহকারে * পেঁচে মোচড়ানের মত দাঁত-বেদনা। অত্যন্ত লালা সঞ্চয় ( * সিঙ্ক, * আইও, মার্ক )। গল-মধ্য।—আমাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত গলা-জ্বালা ( * আর্স, ক্যান্থ, ক্যাপ্স, মার্ক-কর )। আমাশয়।—শীতল পানীয় দ্রব্যের পিপাসা ( * এক, * আর্স, * ব্রাই, )। উদগার ; বারংবার হিক্কা। বিবমিষা ও বমন আমাশয়ে জ্বালা ( * আর্স, * ক্যান্থ, * ক্যাপ্স, * মার্ক-কর )। আমাশয়ে আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও মোচড়ানি। উদর।—নিমগ্ন উদর। উদরে অতিশয় কূজন, তৎপরে বায়ু নিঃসরণ ( * এলো, * কলো, * লাই )। প্রবল আক্ষেপিক আধ্মান-শূল ( * কলো )। মল।—প্রচুর বিরেচন ও বমন। আতিসারিক, রক্তাতিসারিক, অন্তরুৎসেচিত, পাতলা, জলবৎ, প্রভৃত মল ; লেহবৎ, ঈষৎ পীৎবর্ণ, কাদাকাদা মল ( * বেল, ক্যাল্ক, * হিপ, পড )। কোষ্ঠবদ্ধ। শ্বাস-যন্ত্র।—গলার অভ্যন্তরে অথবা বক্ষস্থলে তুড়তুড়ি সহকারে শুষ্ক খক্‌খক্ কাস। আয়াসিত শ্বাস। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে সূচীবেধনবৎ যাতনা। নাড়ী।—ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, দ্রুত নাড়ী। দেহ।—কুচকী ও ঊরুর অস্থিতে রাত্রিতে জ্বালাকর বেদনা। মূর্চ্ছা প্রবণতা। ত্বক্।—* বিসর্পজনিত প্রদাহ ; * ঈষৎ পীতবর্ণ রসপূর্ণ বড় বড় ফোস্কা। নির্দ্ধারিত সীমাবিশিষ্ট অর্দ্ধ মণ্ডলাকার প্রবল প্রদাহ। পচ্যমান উদ্ভেদ, একজিমা, গ্যাংগ্রীণ ( * আর্স, * ল্যাক )। ত্বকের বিদাহী জ্বালাকর কণ্ডূয়ন। জ্বর।—সর্ব্বশরীরে শীত ও কম্প। উত্তপ্ত, শুষ্ক গাত্র ( * এক, * বেল )। শীতল ঘর্ম্ম। ( * ক্যাম্ফ, * ভিরে-এল )।

সমগুণ।—আর্স, ক্যাম্ফ, ক্রো টিগ, জ্যাট্রোফা, কলচি, ইলে, ভিরে-এল।

# প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

যে সকল নূতন ঔষধ আমার কৃত ভৈষজ্যতত্ত্বের পঞ্চম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অথচ সময়ে সময়ে চিকিৎসা কার্য্যে যাহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য সেই সকল ঔষধের ক্রিয়া, আময়িক প্রয়োগ ও লক্ষণাদি ডাঃ হেল, ফ্যারিংটন, লিলিয়েন্থাল, মার্সী প্রভৃতি চিকিৎসকদিগের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে যথাসাধ্য সঙ্কলন পূর্ব্বক এই "নবঔষধাবলী" প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকে পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত দুই চারিটী পুরাতন ঔষধও আছে। ডাঃ হেলের গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করি নাই। হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থী বাঙ্গলা ভাষাবিদ্ পাঠকের পক্ষে যাহা বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে করিয়াছি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণ, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের কথঞ্চিৎ উপকার এবং এই রোগ-শোক-দারিদ্র্য সঙ্কুল বঙ্গদেশে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার সমধিক প্রচার হইলেই পরিশ্রম সফল হয়।

কেহ কেহ নূতন ঔষধগুলির তত পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা অল্প কয়েকটী ঔষধ দ্বারাই সমস্ত চিকিৎসা কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু রোগের বহুল আকার প্রকার ও রোগীর বিবিধ প্রকৃতি; এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ের গুরুতর দায়িত্ব; এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের ভৈষজ্য-জ্ঞানের যতই বাহুল্য থাকে,—অস্ত্রাগার যতই পূর্ণ থাকে ততই মঙ্গল, ততই শত-শীর্ষ রোগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম-শক্তির আধিক্য জন্মে। অতএব নূতন ঔষধগুলি উপেক্ষা করা উচিত নহে। ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে রোগীর সহিত যে ঔষধের সম-মতে ঠিক সাদৃশ্য আছে তাহা প্রতিনিয়ত বা কদাচিৎ, প্রতিদিন বা বর্ষান্তে একবার ব্যবহৃত হইলেও তাহাই সেই রোগীর প্রকৃত ঔষধ। সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য কোন ঔষধ উপযোগী নহে। সে ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন সে রোগ সম্পূর্ণরূপে বধ্য নহে।

নূতন ঔষধগুলির মধ্যে কতকগুলি অসম্যক পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত ঔষধও আছে। কিন্তু উহাদের চিকিৎসা সিদ্ধ ফলবত্তা সুনিশ্চিত। এজন্য ডাঃ হেল তাঁহার গ্রন্থে ঐ সকল ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। "তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে" মহর্ষি চরকের এই মহাবাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে। যে ঔষধে রোগের আরোগ্য জন্মিবে তাহা প্রকৃত ঔষধ বলিয়া চিরদিনই সমাদৃত হইবে। হেল বলেন যে, যে ঔষধে যে কোন সম্প্রদায়ের চিকিৎসক দ্বারা রোগ আরোগ্য হউক না কেন, কেবল সম-মতেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। সম-মত সার্ব্বভৌমিক। সম-মতই চিকিৎসার একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম। উত্তর কালে এই সকল অপরীক্ষিত ঔষধ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিক্রমে সম্যকরূপে পরীক্ষিত হইলেই উহাদের সদৃশ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পরীক্ষিত হইলেই উহাদের সদৃশ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তাঁহার বাক্যের যথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। বাস্তবিক অনেকগুলি ঔষধ সম্বন্ধেই এরূপ হইয়াছে।

ডাঃ হেল লেখেন যে মাত্রা হোমিওপ্যাথি নহে। রোগের ও ঔষধের সাদৃশ্যই

হোমিওপ্যাথি। দ্বিশত ক্রমই হউক বা মূল ঔষধই হউক, যে পরিমাণ ঔষধে নিরুপদ্রবে রোগীর রোগ আরোগ্য হয় তাহাই তাহার পক্ষে যথোপযুক্ত মাত্রা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে এক সময়ে হানিমানও কোন উৎকট রোগে ভিরেট্রমের মূলের চূর্ণ চারিগ্রেণ মাত্রায় চারিমাত্রা ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব এলোপ্যাথি বা অন্যবিধ চিকিৎসায় অধিক মাত্রায় কেবল এক ঔষধে কোন রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে ডাঃ হেল উহা হোমিওপ্যাথির মূলসূত্রানুসারেই আরোগ্য হইয়াছে মনে করেন। তিনি বলেন যে এলোপ্যাথি চিকিৎসায় যে স্থলে রোগের উপচয়ের আশঙ্কায় কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয় না সে স্থলে সেই রোগের সহিত সেই ঔষধের মুখ্য-সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে; এবং যে স্থলে স্থূল-মাত্রায় কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যথা, পক্ষাঘাতে নক্সভমিকা, জরায়ুর স্তব্ধতায় আর্গট বা কলোফাইলম ব্যবস্থা করিয়া রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় সে স্থলে সেই রোগের সহিত সেই ঔষধের গৌণ-সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। এজন্য অনেক সময় পরীক্ষা না করিয়াও কেবল এলোপ্যাথিক চিকিৎসার আরোগ্যাদির বিবরণ দেখিয়া প্রকৃত ঔষধের হোমিওপ্যাথিক সাদৃশ্য নিরূপিত হয়। এবং এই প্রকারে উপলব্ধ মুখ্য-সাদৃশ্যে-উচ্চক্রম ও গৌণ সাদৃশ্যে নিম্ন ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। ইহাই ডাঃ হেলের উদ্ভাবিত মাত্রাবিষয়ক বিশেষ নিয়ম। তাঁহার ও অন্যান্যের মাত্রাবিষয়ক মত, এবং তৎসম্বন্ধে ডাঃ ডনহামের সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা মৎপ্রণীত ভৈষজ্যতত্ত্বের মাত্রা ও ক্রম নামক খণ্ডে সংক্ষেপে উল্লেখিত আছে। পাঠক তাহা পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। "নবঔষধাবলী" প্রধানতঃ ডাঃ হেলের গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত, সুতরাং ইহার স্থানে স্থানে তাঁহার উদ্ভাবিত এই মুখ্য-সাদৃশ্য এবং মাত্রাবিষয়ক নিয়মের কথার উল্লেখ আছে। এজন্যই এস্থলে উহা বিবৃত হইল।

এই পুস্তকে যে সকল সঙ্কেতাদি ব্যবহৃত হইয়াছে অভিনব শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার্থে এস্থলে তাহা ব্যাখ্যাত হইল। **উচ্চারণ।**—বাঙ্গালা অক্ষরে যে সকল ইংরেজী শব্দ লিখিত হইয়াছে সেই সকল শব্দের বা শব্দাংশের অন্ত্য অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইবে। **চিহ্ন।**—যে সকল লক্ষণ ঔষধ-পরীক্ষায় প্রকাশিত ও চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে * এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল লক্ষণ কেবল চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে ০ এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। (?) এই চিহ্ন অধিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাসূচক ও অনিশ্চিয়তা জ্ঞাপক।

ভৈষজ্য-তত্ত্বের পরিশিষ্ট স্বরূপ "নবঔষধাবলী" সাদরে পাঠকের করে সমর্পিত হইল। ভরসা করি ভৈষজ্যতত্ত্বের ন্যায় ইহাও তাঁহার নিকট অনাদৃত হইবে না।

সন ১৩০২। ২৬ আষাঢ়।

# ইউফরবিয়া করোলেটা—মিল্ক উইড।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। ইহার সরল মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ইউফরবিয়া করোলেটা পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক বিধান-তন্তুতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ওলাউঠার ন্যায় অবস্থা জন্মায়। ইহার ক্রিয়ায় প্রধানতঃ নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়ঃ—* আকস্মিক প্রবল বমন, প্রথমে ভুক্তদ্রব্য ও আমাশয়ে অন্যান্য যে পদার্থ থাকে তাহা, অনন্তর শ্লেষ্মামিশ্রিত জল, এবং অন্নাম্বু সদৃশ পরিষ্কৃত তরল পদার্থ বমিত হয়, অব্যবহিত পরেই জবলৎ অধিক বিরেচন জন্মে, অতিসার ও বমন অল্পক্ষণ পরে পরে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, তৎসহকারে অন্ত্রের যন্ত্রণাপূর্ণ আক্ষেপ, *অতিশয় উৎকণ্ঠা, এবং মৃত্যুবৎ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা থাকে ( আর্স, ভিরে-এল্ব )।

অধিকার।—এই ঔষধে অব্যাপক ওলাউঠায়, বিশেষতঃ শিশু বিসূচিকায় উপকার দর্শে। আমাশয়ে নখরদ্বারা ছিন্ন করার ন্যায় যাতনা, ও শরীরের শীতল ঘর্ম্ম সংযুক্ত উৎকট বমন-বেগ ও বমনও এতদ্দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অগ্নিমান্দ্য।—ক্লান্তি, বিবমিষা, বমন ও তৎসহ শীতল হস্তপদ লক্ষণে ডাঃ মার্সী এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সামুদ্রিক বিবমিষা।—এই রোগে ইউফরবিয়া করোলেটা সম্পূর্ণ সম-মত সঙ্গত। ইহার ৩দ বা ৬দ ক্রম ব্যবস্থেয়। কৃমি।—বাল্যকালের কৃমি-লক্ষণে ইহার মূলের ছালের ১দ বিচূর্ণ অথবা ইউফরবিনের ৩দ বিচূর্ণ এক হইতে দুইগ্রেণ মাত্রায় শয়ন সময়ে সেবন বিশেষ ফলপ্রদ। আমাশয়-প্রদাহ।—ভয়-প্রাপ্তি, অথবা অধিক পরিমাণে বরফ বা ফলাদি আহার জন্য আকস্মিক বিবমিষা, বমন, জলবৎ বিরেচন, ও আমাশয়ে শূন্যতা বা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব; দুর্ব্বলতা, মন্দ-গতি দুর্ব্বল নাড়ী; শীতল গাত্র; শীতল হস্ত-পদ; দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম; জঙ্ঘা ও পদের আক্ষেপ;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ হেল গলার অভ্যন্তরে ও আমাশয়ে জ্বালা লক্ষণাপন্ন কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ওলাউঠা।—ওলাউঠায় ও শিশু-বিসূচিকায়ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ডাঃ হেল ইহার তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়া অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে ইউফরবিয়া করোলেটা জ্যাট্রোফার ন্যায় বমন, বিরেচন ও সর্ব্বশরীরে শীতল ঘর্ম্ম উৎপাদন করে এবং ওলাউঠায় ব্যবহৃত হয়। রোগীর মরিতে প্রবৃত্তি ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রক্তাতিসার।—ইউফরবিয়ার বিষ-ক্রিয়ায় জলবৎ অতিসার শেষ হইলে পরে উদর বেদনা সংযুক্ত অন্ত্র-প্রদাহ; ও সকুন্থনে আম-রক্ত নিঃসরণ লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব এই ঔষধসূচক বমন-বিরেচনের পরে রক্তাতিসার

( ডিসেণ্ট্রি ) জন্মিলে অথবা ওলাউঠা বা বাল-বিসূচিকা রক্তাতিসারে পরিণত হইলে ইউফরবিয়া করোলেটা প্রয়োগে উপকার দর্শে। গ্রীষ্মাতিসার ( সমার ডায়ারিয়া ) ।—কোন কোন প্রকার বহুব্যাপক গ্রীষ্মাতিসারের পূর্ব্বে বালক বা যুবকের গাত্রে ত্বকের আরক্ততা সহকারে জলপূর্ণ ফোষ্কার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। এই উদ্ভেদ সহসা বসিয়া গিয়া ওলাউঠার ন্যায় বিরেচন প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থায় ক্রোটন টিগলিয়মের ন্যায় এই ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোৎপন্ন উদ্ভেদ শীতপিত্তের ন্যায় হইলে এপিস বা আর্সেনিক; এবং অপচামান পীড়কার ন্যায় হইলে পলসেটিলা বা ডলকামারা উপযোগী। আমাশয়ান্ত্রের উপদাহ।—আমাশয়ান্ত্রের একপ্রকার বিশেষ উপদাহ জন্মে, তাহাতে অতি অল্পমাত্র শর্দ্দি লাগিলে অথবা আহারের একটু ত্রুটি হইলে জল বা ভুক্তান্ন বমন এবং অজীর্ণ দ্রব্য ও জল বিরেচন হয়, তৎপরে উদরের স্ফীততা ও কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। এই রোগেও ইউফরবিয়ম ব্যবস্থেয়। রোগ একেবারে নির্ম্মূল করিতে হইলে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

অতিশয় বিবমিষা, প্রভূত বমন, তৎপরে মস্তময় জলবৎ অতিসার, উদর-বেদনা, অতিশয় অবসাদন, শীতল ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, খল্লী প্রভৃতি ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূর্চ্ছাকল্পতা সহ মস্তকঘূর্ণন; কর্ণনাদ সহ অতিশয় শিরোঘূর্ণন; মানসিক উৎকণ্ঠা সহ মৃত্যুবৎ অনুভব; বিবমিষা সহ মুখ ও জিহ্বায় জ্বালা; * আকস্মিক বিবমিষা, তৎপরে সহসা প্রবল বমন ও তণ্ডুলাম্বুবৎ বিরেচন, তৎসহকারে আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব; * অন্ত্রের বেদনাবিশিষ্ট আক্ষেপ সহকারে অন্ত্র হইতে শরীর-ক্ষয়কর প্রভূত বিরেচন; অতিসার সহকারে দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম; অতিসার ও বমন সহ জঙ্ঘা ও পদের আক্ষেপ; * দুর্দ্দম্য অতিসার, অন্ত্রের ও আমাশয়ের তরুণপ্রদাহ;—এই গুলি ইউফরবিয়া করোলেটার প্রধান-লক্ষণ।

সমগুণ।—আর্স, ক্যাম্ফ, সিকেলি, ভিরেট-এল্‌ব্‌।

# ইণ্ডিগো—নীল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় নিম্নলিখিত রোগে ইণ্ডিগোর ব্যবহার দৃষ্ট হয়-যথা,—ক্রিমি।—সূত্রক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ অপ্রফুল্ল বালকবালিকাদিগের পক্ষে ইণ্ডিগো উপকারী। ক্রিমি হইতে আক্ষেপ জন্মিলে ইণ্ডিগো উহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন লেখেন যে ক্রিমির উপদাহের প্রতিক্ষিপ্ততা বশতঃ অপস্মার সদৃশ আক্ষেপে ইণ্ডিগো ব্যবহৃত হয়। রোগী নিরোৎসাহ, বিমর্ষ, বা ভীরু প্রকৃতির না হইলে এই ঔষধে কোন উপকার দর্শে না। রোগীর প্রচণ্ডতা বা উত্তেজনা থাকিলে নক্সভমিকা বা বিউফো উপযোগী। মলদ্বারের দুর্দ্দম্য কণ্ডূয়ন বশতঃ বালকের নিদ্রা হইতে জাগরণ লক্ষণেও ইণ্ডিগো ফলপ্রদ। কাস।

—শুষ্ককাস, সর্ব্বদা তৎসহকারে নাসিকা হইতে রক্তপাত, প্রবল কাস, কাসিতে কাসিতে বমন; সায়াহ্নে ও শয্যায় শয়নান্তে শ্বাস-রোধক কাস; সূত্রকৃমি; ইণ্ডিগোর লক্ষণ। **রক্তস্রাব**।—শুষ্ককাস সহকারে নাসিকা হইতে রক্তপাত। **অপস্মার**।—রোগীর ভীরু ও * বিষণ্ণ প্রকৃতি: জীবনে বিরক্তি, অতিশয় বিষাদ অনুভব; * উদর হইতে মস্তকে উত্তাপাবেশ, তৎসহ কপালের চারিদিকে যেন কোন দৃঢ় বন্ধন বাঁধা রহিয়াছে এরূপ বোধ; ভ্রমি সহকারে অপস্মারের আক্রমণের আরম্ভ; সমগ্র মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাৎ হইতে সম্মুখদিকে তরঙ্গবৎ আন্দোলন অনুভব; উদরের গ্রন্থিল স্নায়ু-গুচ্ছ হইতে অথবা শীত বা ভয় হইতে অপস্মারের উৎপত্তি; ইণ্ডিগোর প্রয়োগ-লক্ষণ। অপস্মারগ্রস্ত-দিগের বিষাদ-বায়ু (মেলানকোলিয়া) রোগেও এই সকল লক্ষণে ইণ্ডিগো উপযোগী। **অন্যান্য রোগ**।—মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায়, প্রমেহের পরবর্ত্তী মূত্র-মার্গের সংবৃত্তির সম্ভাবনা (টেষ্ট)। * ঋতু-কালে স্তনে জ্বালা (গরেন্সি)। * মাথা যেন বরফে জমিয়া গিয়াছে এরূপ অনুভব ও ক্ষুধাহীনতা সহকারে শিরঃপীড়া।

**বিশেষ লক্ষণ**।—রোগীর নিরুৎসাহিতা, বিমর্ষতা, বা ভীরুতা। মস্তিষ্ক যেন কেন্দ্র-স্থানে প্রসারিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব। জিহ্বায় ধাতব আস্বাদ, ও গল-কোষে আকুঞ্চন অনুভব। বাম জানু-সন্ধির উপর চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত ছেদনকর বেদনা, বাম গুল্ফ-সন্ধিতে এক অঙ্গুলী বিস্তৃতি পর্য্যন্ত সেই বেদনার প্রসারণ, সায়াহ্নে উপবেশনে উহার উপস্থিতি, উঠিয়া হাঁটিলে বিরতি, বিশ্রামে আবার প্রত্যাবৃত্তি। মূত্রে শ্লেষ্মার বিদ্যমানতা সহকারে মূত্রাশয়ের উপদাহ।

---

## ইনান্থি ক্রোকেটা—ড্রপ ওয়াটার। ^

অম্বেলিফেরি জাতীয় ইনান্থি ক্রোকেটা বা ওয়াটার-হেমলক নামক উদ্ভিদ ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স ও স্পেইনের-সজল স্থানে জন্মে। আমেরিকায় ইহাকে ওনান্থি ক্রোকেটা বলে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার প্রবল ক্রিয়া দর্শিয়া অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ, এবং মেডলা-অবলঙ্গেটা ও উহার সমীপবর্ত্তী স্নায়বীয় বিধান-তন্তুর প্রদাহ ও কোমলতা জন্মে। যদিও ইথুসা, সিকিউটা, কোনায়ম ও ইনান্থি সমজাতীয় বিষ, ও ইনান্থিই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র, তথাপি রোগ-চিকিৎসায় ইহা তত ব্যবহৃত হয় না।

**আময়িক প্রয়োগ**।—এলেন উল্লেখ করিয়াছেন যে এই ঔষধে অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সাতমাস গর্ভবতী একজন স্ত্রীলোকের; দৃষ্টতঃ হামাদি উদ্ভেদ প্রকাশের পূর্ব্বে একজন বালকের; এবং ঋতুকালে বিবর্দ্ধিত আর একজন স্ত্রীলোকের অপস্মার; ইনান্থি প্রয়োগে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে

প্রকৃত অপস্মারে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শেনা। তবে বালক ও গর্ভবতীদিগের অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপে এই ঔষধ ( ৩ ক্রমে ) উপকার দর্শে। বক্ষঃস্থলের নিম্নতর ভাগে ঘড় ঘড় গন্ধ, ও গাঢ়, ফেণিল নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট গল-কণ্ডূয়নকর কাসও এতদ্দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—মদিরা-মত্তবৎ প্রচণ্ড প্রলাপ ( * ) বেল, ক্যাস্থ * ষ্ট্রাম ) ; উন্মাদ। অকস্মাৎ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্যতা ( * বেল * ওপি ) ) **মস্তক**।—পতন ; এবং বিবমিষা, বমন, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ সহকারে প্রবল শিরোঘূর্ণন। মস্তকে প্রবল বেদনা। বাক্‌রোধ, অচৈতন্য ; বদনের স্ফীততা ও সীস-বর্ণ ; প্রসারিত কনীনিকা ; আয়াসিত শ্বাস ; আকুঞ্চিত অঙ্গ ; এবং হনুস্তম্ভ সহকারে সংন্যাস রোগ ( * বেল )। আক্ষেপের পর তন্দ্রা-দোষ ( কোমা )। **চক্ষু**।—* কনীনিকা প্রসারিত ( * বেল, * হাইও, ওপি, * ষ্ট্রাম ) ; চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে ও অভ্যন্তর দিকে ঘূর্ণিত। **নাসিকা**।—নাসিকা হইতে রক্তপাত। **মুখমণ্ডল**।—* মুখমণ্ডলের পেশীর দ্রুত আক্ষেপিক স্পন্দন ( * এগে ; * বেল, সিকু, নক্স, ইগে )। * সীস-বর্ণ ও * স্ফীত, পাণ্ডুর ও শীতল ; মৃতবৎ বিকট ; ব্যাকুলিত, মুখমণ্ডল। হনু-স্তম্ভ ; হনুদ্বয়ের সুদৃঢ় সংরুদ্ধতা ( এবসিন্থ, সিকু, ইগে, হাইও, লরো, নাজা, * নক্স )। মুখমণ্ডলে মুখে ফেণা নিঃসরণ ( সিকু, কুপ, হাইও, লরো ) ; রক্তাক্ত শ্লেষ্মা। মুখ শুষ্ক ও ঝলসান ; বাক্‌শূন্য। **গল-মধ্য**।—গলায় প্রবল আকুঞ্চন ও জ্বালা। **আমাশয়**।—হিক্কা, বুকজ্বালা। বিবমিষা ও বমন। **উদর**।—উদর-বেদনা সহ উদরের অধিক স্ফীততা। **মল**।—অনিচ্ছায় নির্গত মল ; অতিসার। **শ্বাস-যন্ত্র**।—আক্ষেপিক শ্বাস-ক্রিয়া ; আয়াসিত, দ্রুত, সশব্দ, হ্রস্ব ; সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস ও আক্ষেপিক কাস দ্বারা প্রতিহত ; এবং প্রায় অবিজ্ঞেয় ; শ্বাস। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা। ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, অনিয়মিত, প্রায় অপ্রাপ্য, নাড়ী। **দেহ**।—* অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ,। * ভয়ঙ্কর আক্ষেপ, তৎপরে তন্দ্রা-দোষ বা গভীর নিদ্রা। শিরোঘূর্ণন, উন্মাদ, বিবমিষা, বমন, অচৈতন্য, হাস্যবৎ মুখ-বিকৃতি, ঊর্দ্ধোত্থিত অক্ষি-গোলক, ও প্রসারিত কনীনিকা, সহকারে * আক্ষেপ ( এবসিন্থ, বেল, সিকু )। স্ফীত, আকস্মিক আক্ষেপ, হনুস্তম্ভ, জিহ্বা দংশন ; তৎপর সম্পূর্ণ চৈতন্যশূন্যতা। স্ফীত ; সীসবর্ণ মুখমণ্ডল ; মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তাক্ত ফেণা নিঃসরণ ; আক্ষেপিক শ্বাস ; অচৈতন্য ; ক্ষীণ নাড়ী ; ও অবসন্নতা, সহকারে আক্ষেপ। **জ্বর**।—অত্যন্ত শীতলতা ; শারীরিক উত্তাপের বিলুপ্তি। প্রভূত ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ। **উপচয়**।—জলে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি।

**সমগুণ**।—এগে, * সিকু, ষ্ট্রাম, হাইড্রোসা-এসি।

# ইরিওডিক্টন কালিফর্ণিকম—ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা।

এই পরম সুন্দর বৃক্ষ কালীফর্ণিয়ায় জন্মে। তথায় ইয়াকে ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা বা পবিত্র তরু বলে। ইহার পত্র হইতে ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্বরযন্ত্রে ও বায়ুনলীতেই ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। গ্রিণ্ডিলিয়ার সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। গ্রিণ্ডিলিয়ার ন্যায় ইয়ার্ব্বাও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে শ্লেষ্মাস্রাব জন্মায়, তবে প্রভেদ এই যে গ্রিণ্ডিলিয়ায় যেরূপ শ্বাস রোগের ন্যায় অধিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টায় সেরূপ দেখা যায় না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অবিরত, উপদাহকর কাস, এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় অনুভবাধিক্য সূচক বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দ্বেষ ও অবদরণাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বায়ুনলীভুজপ্রদাহ।—গ্রিণ্ডিলিয়ার ন্যায় প্রাদাহিক ক্রিয়ায় ইয়ার্ব্বাও মুখ্যতঃ সম-মত সঙ্গত, সুতরাং তরুণ বায়ুনলীভুজপ্রদাহ ও স্বরযন্ত্র-প্রদাহে ইহা ডাঃ হেলের মতে মধ্যক্রমে উপযোগী। ডাঃ মার্সি ৩শ ও ৬দ ক্রমের উল্লেখ করেন। জ্বরের উপদাহের যতই আধিক্য, বেদনার যতই তীব্রতা ও কাসের যতই পরিশুষ্কতা থাকিবে ততই উচ্চক্রমে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তরুণ রোগ পুরাতনে পরিণত হইলে এবং স্বরের অতিশয় ক্ষীণতা, প্রভূত পূযাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দ্বেষ, ও খল্লী, ক্ষুধাহীনতা, ও শীর্ণতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে উপযুক্ত মাত্রায় ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টায় সুন্দর ফল দর্শে। ডাঃ পিজের পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুসেই (বায়ুবাহীনলে) ইয়ার্ব্বার অধিকতর ক্রিয়া জন্মে। বায়ুনলীভুজপ্রদাহের ন্যায় নাসিকার তরুণ ও পুরাতন প্রতিশ্যায়েও এই ঔষধে উপকার করে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার নিম্নতম ক্রম ব্যবহার করিয়া কতকগুলি পূযাক্ত শ্লেষ্মাস্রাবী পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের রোগী ও হুপ-শব্দ-কাস আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে বায়ুনলী আক্রান্ত হইলে ও ফুসফুসের ক্ষয়রোগে তিনি এই ঔষধের মাদার টিঙ্কার ত্রিশ ফোঁটা দশ আউন্স উত্তপ্ত জলে মিশাইয়া রোগীকে আঘ্রাণ করিতে দেন; অথবা ইহার দুই একটী পত্র একপাত্র তপ্ত জলে ভিজাইয়া রোগীর শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া দেন। শ্বাস (আজমা)।—আয়াসে নিঃসারিত নিষ্ঠীবন ও অতিশয় অবসাদন লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল শ্বাস রোগে ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা ব্যবস্থা করেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে নিষ্ঠীবন নিঃসরণে উপশম লক্ষণে শ্বাস-রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা।—যক্ষ্মারোগেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে ব্রঙ্কিয়াল থাইসিস রোগে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বায়ুনলীর প্রতিশ্যায় জন্মিয়া অবশেষে উহা যক্ষ্মায় পরিণত হইলে এবং তাহাতে জ্বর; নৈশঘর্ম্ম; শরীরের শীর্ণতা; শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ শ্বাস-রোগের ন্যায় শ্বাস থাকিলেও আহার সহ্য না হইলে ইয়ার্ব্বা স্যাণ্টা যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—ঈষৎ মত্ততার স্থায় শিরোঘূর্ণন। মস্তকের গৌরব ও জড়তা। মস্তকের সকল দিকে বাহিরের দিকে প্রচাপন অনুভব, উপমস্তিষ্কে উহার আধিক্য। তীব্র শিরোবেদনা। সম্মুখদিকে অল্প অল্প শিরঃপীড়া। থাকিয়া থাকিয়া, অথবা সহসা বামে বা দক্ষিণে মস্তক ফিরাইলে দক্ষিণ কর্ণে সুতীব্র বেদনা। বাহ্যকর্ণে সঞ্চরমান বেদনা। মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ। * নাসিকা হইতে শর্দ্দিজনিত পীতাভ হরিদ্বর্ণ স্রাব নিঃসরণ। নাসিকার প্রতিশ্যায় ও হাঁচি। গল-মধ্য।—গল-কোষে ও গলমধ্যে জ্বালা অনুভব। * নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্র হইতে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লেহবৎ শ্লেষ্মাস্রাব। নসিকার পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্রের পরিশুষ্কতা। উক্ত রন্ধ্রদ্বয়ের উপদাহ, নীচেরদিকে গলার অভ্যন্তরে আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অবিরত খক্‌খক্ কাস, গলকোষের কথঞ্চিৎ উপদাহ। আমাশয়।—আমাশয়ে একঘণ্টাস্থায়ী দারুণ বিবমিষা। কিঞ্চিৎ মাত্র আহারগ্রহণে তরল মলস্রাব, ও তৎসহ বিবমিষা, তৎপরে উদরের পূর্ণতানুভব। আমাশয় ও অন্ত্রের অতিশয় প্রসারণ অনুভব, কিন্তু বাস্তবিক কোনপ্রকার স্ফীততা লক্ষিত হয় না। হৃদ্‌প্রদেশে গৌরব অনুভব। উদর।—উদরের অতিশয় স্ফীততা অনুভব, ছত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। মলদ্বার ও সরলান্ত্রের অতিশয় অসুখকর শিথিলতা—গুদভ্রংশ। জনন-যন্ত্র।—প্রধানতঃ বাম অণ্ডে স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব, উহার উপর চাপ সহ্য হয় না, এবং উহাতে স্পর্শ-দ্বেষ বশতঃ নড়িতে চড়িতে আশঙ্কা জন্মে, অধিক প্রচাপনে উপশম পড়ে। শ্বাস-যন্ত্র।—* হাঁসফাঁস স্বর; শ্বাসরোগের লক্ষণ। স্বর-যন্ত্রের আকুঞ্চন; বুক্কাস্থির ঊর্দ্ধাংশে কণ্ঠনলীতে কিছু যেন প্রচাপিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব। স্বর-যন্ত্রের আকুঞ্চন ও পরিশোষ। স্বর-যন্ত্র ও কণ্ঠনলীর উপদাহ। বাতাতপের পরিবর্ত্তনে, ও স্বররজ্জুর ব্যবহারে স্বর-যন্ত্র ও কণ্ঠনলীর অনুভবাধিক্য, এবং তজ্জন্য কাসাবেশের উদ্রেক। শুভ্র শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। ০ বায়ুনলীর তরুণ ও পুরাতন প্রতিশ্যায়। বক্ষঃস্থল।—বুকাস্থির পশ্চাতে অবিরত গৌরব অনুভব। বক্ষঃস্থলে গুরু ভার স্থাপিতবৎ অনুভব। বক্ষঃস্থলের গৌরব, উহার উপশমার্থে সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন। অল্পক্ষণ পরে পরে, অথবা সহসা অবস্থান পরিবর্ত্তনে দক্ষিণ ফুসফুসে তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ড।— হৃদগ্রপ্রদেশে অল্প অল্প বেদনা। এক প্রকার বিশেষ স্নায়বীয় অনুভবাধিক্য সহকারে নাড়ীর বেগের দশ স্পন্দনের আধিক্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—বাম প্রকোষ্ঠে বেদনা। জঙ্ঘা ব্যবহারে আয়াস সহকারে বাম জানুতে উগ্র বেদনা। ত্বক্।—গাত্রে আরক্ত উদ্ভেদ, ও চারি পাঁচদিন পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। জ্বর।—ঈষৎ জ্বর। গণ্ডদ্বয়ের আরক্ত রাগ ও জ্বালা। নিদ্রা।—নিদ্রাকালে গোঁ গোঁ করা। রাত্রিতে কোঁ কোঁ করা।

সমগুণ।—গ্রিণ্ডিলিয়া, ফস, হিপার, রুমেক্স, কষ্টিকম, ষ্টাণম, কোপেবা, ড্রসিরা।

# ইরেকথাইটিস হাইরেসিফোলিয়ম—ফায়ারউইড।

আর্দ্র অরণ্যে অথবা দগ্ধ ভূমিতে এই উদ্ভিদ সমুৎপন্ন হয়। ইহা হইতে ইরিজারণ বা টর্পেণ্টাইনের ন্যায় একপ্রকার তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঔষধার্থে এই তৈল হইতে ক্রম এবং সমগ্র উদ্ভিদ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় শরীরস্থ প্রধান প্রধান যন্ত্রে ধামনিক রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা বেলেডোনা ও চায়নার ন্যায়, অথবা রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী শিরঃপীড়ার ন্যায় শিরঃপীড়া জন্মে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইরেক-থাইটিসের উপদাহকারিণী ( ইরিট্যাণ্ট সদৃশ ) ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও প্রমেহ রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

রক্তস্রাব।—নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাবে এই ঔষধ অমোঘ। মুখ, ফুসফুস, অন্ত্র, জরায়ু, ও বৃক্ক হইতে ঐ প্রকার রক্তপাতেও ইহা তদ্রূপ ফলপ্রদ। ইরেক-থাইটিস, ইরিজারণ ও টর্পেণ্টাইন এই তিন ঔষধেরই মুখ্য রক্তস্রাবের সহিত রক্ত-সঞ্চলনের উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় বৃহৎ মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করা বিহিত নহে। তৃতীয় দশমিক ক্রমের নিম্নে ইহা ব্যবস্থা করা নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ত্রয়ের গৌণ-ক্রিয়ায় যে শৈরিক রক্তস্রাব উৎপাদিত হয় তাহার প্রকৃতি অন্য প্রকার; উহার সহিত রক্তবহা নাড়ীর নিশ্চেষ্টতা ও শিথিলতা বর্ত্তমান থাকে, রক্ত মলিনবর্ণ ও রক্ততন্তু পরিশূন্য থাকে, এবং উহার নিম্নে একপ্রকার ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ অধঃক্ষেপ নিপতিত হয়। টাইফয়েড জ্বর, ব্রাইটাখ্য রোগ, ও জীবনীশক্তি নিস্তেজকর অন্যান্য রোগে এই প্রকারের রক্তস্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। শৈরিক রক্তস্রাবে ১দ ক্রম বা মূল অরিষ্ট এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে।

অগ্নিমান্দ্য।—ইরেকথাইটিস আমাশয়ে জ্বালা, খল্লী; বিবমিষা, বমন; প্রভৃত পীতবর্ণ প্রাতে বিবর্দ্ধিত অতিসার ও তৎসহ উদরে খল্লী জন্মায়। এই ঔষধে এক ব্যক্তির উষ্ণ রুটী ও কফি সেবনের পরবর্ত্তী উদ্গার ও বুকজ্বালা আরোগ্য পাইয়াছিল।

রক্তাতিসার।—বিশুদ্ধ রক্তপাত, জ্বর, ও উদর বেদনাদি লক্ষণান্বিত ডিসেণ্টারি রোগে একোনাইট বা ইপিকাক সহকারে পর্য্যায়ক্রমে ইরেকথাইটিস প্রয়োগ করিলে সত্বর রোগ প্রতিরুদ্ধ হয়।

রজোরোগ।—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রজঃস্রাবে ইরেকথাইটিস ক্যালকেরিয়া ও সিনিসিওর সমকক্ষ। ডাঃ হেল মাসের শেষভাগে ক্যালকেরিয়া বা সিনিসিও, এবং ঋতুকালে ইরেকথাইটিস বা ইরিজারণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রমেহ।—প্রমেহ ও লালা-মেহ ( গনোরিয়া ও গ্লীট ) রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। কোপেভা ও কিউবেব হইতে ইহার প্রভেদ এই যে এতদজ্ঞাপক স্রাব সর্ব্বদাই স্বল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়। ইহার প্রদাহের সহিত ক্যান্থেরিস ও টর্পেণ্টাইনের প্রদাহের অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং ইহার লক্ষণেও অতিশয় যাতনা, ও স্বল্প রক্তাক্ত স্রাব নিঃসরণ বিদ্যমান থাকে। প্রমেহের ভোগকালে বা স্রাবাবরোধ বশতঃ অণ্ড-প্রদাহ জন্মিলে পলসেটিলা বা ক্লিমেটিসের ন্যায় এই ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, প্রত্যেক বস্তু যেন উপরে, নীচে ও পার্শ্বে যায়। সম্মুখ কপালে অতীব্র শিরঃপীড়া। শিরোবেদনা, তৎসহ শঙ্খদ্বয়ের ধমনীর দপদপ, এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠের অনুপ্রস্থে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপের প্রধাবন; সেই উত্তাপানুভবের সহসা শীতানুভবে পরিণতি, এবং বিবমিষা সহকারে মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠে তদ্রূপ গতি।

নাসিকা।—* নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তপাত।

মুখ-মধ্য।—* দন্ত-মূল হইতে রক্তপাত ও দন্তের শিথিলতা।

আমাশয়।—আমাশয়ে জ্বালা ও উদরে খল্লী সহকারে উদ্গার। যেন বিবমিষা জন্মিবে আমাশয়ে এরূপ একপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। আমাশয়ে জ্বালা সহকারে বমন, তৎপরে কাঠবমি। শীতল জল পানান্তে আমাশয় যেন দ্রবীভূত হইবে আমাশয়ে এরূপ অনুভব। শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়াসহ বিবমিষা। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। রক্তাক্ত শ্লেষ্মা বমন; ০ বিশুদ্ধ রক্ত বমন। ০ উষ্ণ রুটি বা কফি সেবনের পর উদ্গার ও বুকজ্বালা।

উদর ও মল।—পনর মিনিট অন্তে এক একবার নাভী-প্রদেশে খল্লী। কোষ্ঠবদ্ধ, তৎপরে প্রভূত অতিসার। পীতবর্ণ প্রভূত পুরীষময় অতিসার, তৎপূর্ব্বে প্রাতে উদর বেদনা, এবং তৎপরে দুই তিন দিন কোষ্ঠবদ্ধ। ০ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ( টাইফসজ্বরে )। ০ অর্শের বলি হইতে অতিশয় রক্তস্রাব। ০ আমরক্ত রোগে প্রায় বিশুদ্ধ রক্তপাত। শূল সহকারে রক্তের রেখাঙ্কিত অল্প অল্প আম নিঃসরণ।

জনন-যন্ত্র।—( স্ত্রী )। * জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব ও প্রভূত রজঃ-স্রাব। ০ প্রভূত অকাল রজঃ। ( পুং )।—উপস্থের উত্তেজনা ও উদ্রেক এবং নগ্নতা ও লজ্জা বিষয়ক স্বপ্ন। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে স্বপ্ন ও রেতঃপাত সহকারে লিঙ্গোদ্রেক। * মূত্রদ্বারে অল্প অল্প জ্বালা, ও অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব। * দক্ষিণ অণ্ডের স্ফীততা, অবিরাম বেদনা, স্পর্শ-দ্বেষ।

মূত্র-যন্ত্র।—* স্বল্প যন্ত্রণাপ্রদ, জ্বালাকর ও রক্তাক্ত মূত্র; মূত্রত্যাগান্তে মূত্র-মার্গ হইতে রক্ত ক্ষরিত হয়। * মলিন, স্বল্প ও রক্তবিমিশ্রিত মূত্র। * বৃক্ক ও মূত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব। মূত্রে অধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মার অণু ভাসমান। মূত্রের

আক্ষেপিক গুরুত্ব ১০·২৪; প্রতিক্রিয়া অম্ল; পরিমাণ প্রতিদিন ৪০ আউন্স। অবস্থিতির পর মূত্রের দুগ্ধবৎ আকৃতি। ৪২ আউন্স হইতে ৩৩ আউন্স পর্য্যন্ত মূত্রের পরিমাণের হ্রাস।

**শ্বাস-যন্ত্র।**—শ্লেষ্মা ও পূয মিশ্রিত নিষ্ঠীবন (প্রায় রক্তাক্ত) বিশিষ্ট কাস।

**পৃষ্ঠ ও শাখা।**—কটিতে অবিরাম বেদনা। নিম্নাঙ্গে বেদনা।

**দেহ।**—* সর্ব্বাঙ্গীন রক্ত-সঞ্চলনের উত্তেজনা সহকারে প্রবল ধামনিক রক্তস্রাব।

**বিশেষ লক্ষণ।**—* নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্ত-পাত। মুখ, ফুসফুস, অন্ত্র, জরায়ু ও বৃকক হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের রক্তস্রাব, এবং তৎসহকারে রক্তসঞ্চলনের উত্তেজনা।

**সমগুণ।**—এসেরম, কিউবেবা, কোপেভা, ইরিজারণ, মিলিফোলিয়ম, স্যাবিনা, ট্রিলিয়ম, টেরিবিন্থিনা।

# ইরিঞ্জিয়ম একোয়াটিকম—বঃটন স্নেকরূট।

অম্বেলীফেরী জাতীয় এই শাক আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—সঙ্গমেন্দ্রিয়ের উপরই ইরিঞ্জিয়মের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা সম্ভোগ-প্রবৃত্তির অবসাদ ও সঙ্গম-শক্তির লাঘব জন্মে। অপর শ্বাস-পথ, ও মূত্রপথের শৈল্মিক ঝিল্লীতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া উপদাহ ও শ্লেষ্মাস্রাবী ঈষৎপ্রদাহ জন্মায়।

**আময়িক প্রয়োগ।**—শুক্র-দৌর্ব্বল্যেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়; দিবসে ও রাত্রিতে উপস্থের উত্থান ব্যতীত অনিচ্ছায় শুক্রপাতে; কৃত্রিম মৈথুনের পরে; এবং সামান্য কারণে প্রষ্টেটিক রসের নিঃসরণে; ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অপর, নিম্নোক্ত লক্ষণে মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়ে ও বায়ু-নলী-ভুজের প্রতিশ্যায়েও ইহার ব্যবহার আছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মূত্রযন্ত্র।**—বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, ও অল্প অল্প মূত্রস্রাব, এবং মূত্র-মার্গে জ্বালা ও টাটানি (* ক্যান-স্যাট, * ক্যান্থ)। **জনন-যন্ত্র।**—সঙ্গম-লিপ্সার বিলুপ্তি, অনন্তর অশ্লীল স্বপ্ন, * ও শুক্রপাত সহকারে উহার উত্তেজনা; * যৎসামান্য কারণে মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির রস নিঃসরণ। **শ্বাসযন্ত্র।**—গাঢ়, রজ্জুবৎ, অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ, অল্প অল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে হ্রস্ব কাস।

# ইলাটেরিয়ম—স্কোয়ার্টিং কিউকম্বার।

ইলাটেরিয়ম কিউকারবিটেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা গ্রীস ও ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে জন্মে। ইহার অপক্ব বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইলাটেরিয়মের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। তাহাতে নাসিকা, গল-নলী, আমাশয় অথবা অন্ত্র যে স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী দ্বারা প্রথমে ইহা আশোষিত হয় তথা হইতেই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলবৎ মস্তু নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাশয়ান্ত্র-প্রণালীতেই ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং প্রবল বমন ও অতিসার জন্মে। বমনে আমাশয়িক নিঃস্রব নিঃসৃত ও অতিসারে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক নির্গত হয়, অর্থাৎ দীর্ঘ কাল ইহার ক্রিয়া হইতে থাকিলে এক প্রকার আমাশয়ান্ত্র-প্রদাহের উৎপত্তি হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—ওলাউঠার অতিসারে মল-লক্ষণদৃষ্টে ইলাটেরিয়মের ব্যবহার হয়। বৃক্কক-মূলক শোথে; হৃদ্বেষ্টের শোথে; এবং উগ্র সবিরাম জ্বর ও এই ঔষধের সম-লক্ষণ বিশিষ্ট পাণ্ডুরোগে; ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সায়েটিকায়ও ইলাটেরিয়ম ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

আমাশয়।—বিবমিষা; অতিশয় দুর্ব্বলতা সহকারে জলবৎ পদার্থ, অথবা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ পৈত্তিক পদার্থ বমন। উদর।—অন্ত্রে কর্ত্তন ও মোচড়ানবৎ বেদনা। মল।—* প্রভূত তরল মল (আর্স, সিঙ্ক, ভিরা-এল্ব); * জলবৎ; ফেণিল, অথবা জল-পাইয়ের ন্যায় সবুজ বর্ণ মল (ক্রোট-টিগ, গ্রাট, * সিকে)। নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্ক্ষণ-স্নায়ুর গতি-পথে পায়ের উপরি ভাগ ও পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত চিড়িক-মারা বেদনা, অধিকন্তু মৃদু অবিরাম বেদনা।

সমগুণ।—কলচি, কলোসি, ক্রোট-টিগ, গ্রাট, সিকে, ভিরাট।

---

# ইলাপ্স।

ইলাপ্স কোরেলিনস এক প্রকার বিষধর সর্প। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশে এই সর্প জন্মে। ইহার গাত্রে প্রবালের ন্যায় শল্ক আছে বলিয়া ইহাকে কোরাল-স্নেক বা প্রবাল-সর্প বলে। ইলাপ্সের বিষ হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চক্ষু, কর্ণ, ও ফুসফুসেই ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা দৃষ্টিক্ষীণতা, কর্ণহইতে পীতমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ, তরল, ও রক্তাক্ত স্রাব নিঃসরণ ও আংশিক বধিরতা জন্মে। পানীয় দ্রব্যে আমাশয় শীতল বোধ হয়। ইলাপ্সের ক্রিয়ায় বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। প্রাতে উহাতে এমনই তীব্র বেদনা থাকে যে রোগী শয্যা হইতে

উঠিতে পারে না। ফুসফুসের উভয় শিখরই রোগাক্রান্ত হয়। পানান্তে বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভূত হয়। কাসের সহিত বুকে তীব্র বেদনা থাকে, দক্ষিণ শিখরেই উহার আতিশয্য অনুভূত হয়, কাসিবার সময় উহা যেন ছিঁড়িয়া গেল এরূপ বোধ হইতে থাকে, এবং কাল রক্ত নিষ্ঠীবিত হয়। হৃৎপিণ্ড যেন পেষিত হইতেছে ইলাপ্স এরূপ অনুভবও জন্মায়। সাধারণতঃ ইহার ষষ্ঠ ও দ্বাদশ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

দৃষ্টি-হীনতা :—সকল বস্তুই, রাত্রিতেও শুভ্র দর্শন; চক্ষুর সম্মুখে ধূসর আচ্ছাদন দর্শন; মাথা নোয়াইলে মস্তকে রক্ত-উত্থান এবং শিরোঘূর্ণন ও নাসা-মূলে যাতনা; আলোক ও অন্ধকারে প্রভেদ করিতে অশক্তি। হৃদ্দাহ (কার্ডিয়ালজিয়া)।—শীতল পানীয় আমাশয়ে বরফবৎ শীতল অনুভব; আহারান্তে আমাশয়ে ভার-বোধ; আমাশয়-গহ্বরে শূন্যতানুভব, ও উপুর হইয়া শয়নে উহার শান্তি; কোষ্ঠবদ্ধ; কোন সাংঘাতিক রোগাক্রমণের আশঙ্কা, মিষ্টীকৃত ঘোল পানের আকাঙ্ক্ষা। প্রতিশ্যায়। —নাসিকা ও গল-নলীর পুরাতন প্রদাহ। নাসিকা ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ; অত্যল্পমাত্র বায়ু-প্রবাহে প্রতিশ্যায়ের আক্রমণ; নাসিকা হইতে শাদা, জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ; গলার আকুঞ্চন ও তজ্জন্য পেয় দ্রব্যের প্রতিরোধ; প্রাতে জিহ্বার স্ফীততা ও ঈষৎ শুভ্রবর্ণ; গিলিবার সময় কর্ণ পর্য্যন্ত যাতনায় প্রসারণ; পুনঃ পুনঃ শিরো-বেদনা, (বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে); আহারন্তে অন্ননালীতে একখণ্ড স্পঞ্জ অব-স্থিতির ন্যায় অবরোধ অনুভব। বাল-রোগ।—শিশুদিগের শর্দ্দি; অত্যল্প মাত্র বাতাস লাগিলে শর্দ্দির আক্রমণ, নাসিকা হইতে শ্বেতবর্ণ জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। কাস।— যক্ষ্মাকাস। কাল রক্ত নিষ্ঠীবন, ও হৃদ্প্রদেশে ছিন্নতা অনুভব সহ কাস; প্রায় অবিরত কাস, তৎসহ ফুসফুসের অভ্যন্তর দিয়া বিশেষতঃ দক্ষিণ বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে ভয়ঙ্কর ছিন্নবৎ বেদনা। শিরোবেদনা :—যেন সমস্ত রক্ত মস্তকে একত্র হইয়াছে মস্তকের এপ্রকার পূর্ণতা; হস্তের শীতলতা সহ সংন্যাস রোগের আশঙ্কা; মস্তকের মধ্যস্থলে প্রবল বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতেছে, তৎসহ বিবমিষা ও তজ্জন্য মস্তক স্থির রাখিতে অপার-গতা। প্রথমে এক পার্শ্বে তৎপরে অন্য পার্শ্বে কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা। শ্রুতি-দোষ।— গিলিবার সময় কর্ণে কড়কড় শব্দ; যেন কর্ণকুহরে একটা মক্ষিকা অবরুদ্ধ রহিয়াছে কর্ণে সর্ব্বদা এরূপ গুণ্‌গুণ্ ধ্বনি; শ্রুতি-বিভ্রম, সিস ও ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ। কর্ণ-বেদনা।— হরিতাভ পীত বা জলবৎ স্রাব; কর্ণে অতিশয় কণ্ডুয়ন; শুষ্ক শ্লেষ্মা-খণ্ডে নাসারন্ধ্রের অবরোধ ও তজ্জন্য রোগীর হা করিয়া নিদ্রা যাওয়া। জ্বর।—অপরাহ্ন ৭ টার সময় শীত অনন্তর অতিশয় তাপ, পরিশেষে অল্প অল্প ঘর্ম্ম; সমস্ত রাত্রি শ্বাস-কষ্ট ও মৃত ব্যক্তিদিগকে স্বপ্নে দেখা। এই সকল রোগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল ইলাপ্স ব্যবহারের বিধি

দিন। ডাঃ মার্সী বলেন যে যক্ষ্মারোগের নৈশঘর্ম্ম, ও ক্ষয়কর অতিসারে এই ঔষধে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। হিচম্যান যক্ষ্মার কাসে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ফ্যারিংটনও ব্রঙ্কোরোগে কখন কখন ইলাপ্সের অতিশয় উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

প্রথমে বাম অনন্তর দক্ষিণ চক্ষে প্রবল শিরঃপীড়া, এবং কপাল হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ। অন্ধতা, দুর্গন্ধ, পীতাভ হরিদ্বর্ণ, রক্তাক্তস্রাব, এবং কর্ণ-নাদ সহ বধিরতা। গলাধঃকরণে নাসিকা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা। পুরাতন কর্ণ-স্রাব। প্রতিশ্যায়ে কাল কর্ণ-মল (খইল)। * কর্ণে গড় গড় ও কড় কড় শব্দ সহকারে রাত্রিতে সহসা বধিরতার আক্রমণ। নাসা-রন্ধ্রের ঊর্দ্ধভাগে অবরুদ্ধতা, নাসিকায় মন্দ গন্ধ, গলকোষ (ফ্যারিংস) চিপিটিকাযুক্ত, শুষ্ক ও বিদারিত অথবা শুষ্ক হরিতাভ পীতবর্ণ ঝিল্লীদ্বারা আবৃত। নাসিকা হইতে রক্তপাত। পুরাতন পুতিনস্য (ওজিনা) ও নাসিকার প্রতিশ্যায় (বালক-বালিকাদিগেরও), শুষ্ক শ্লেষ্মার গোঁজদ্বারা সতত নাসিকার অবরুদ্ধতা, নাসা-মূলে বেদনা (লাইকো)। শীতল জল পানের পর আমাশয়ে অতিশয় শীতলতা অনুভবের অবশিষ্টতা (কলচি, ল্যাক)। কালরক্ত উত্তোলনসহ কাস (যক্ষ্মায়ও), * ফুসফুস যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এরূপ ভয়ঙ্কর বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের শিখরে। পানান্তে বক্ষঃস্থলের শীতলতা (কলচি, ল্যাক)। বরফের ন্যায় শীতল পা।

---

# ইস্কিউলস্ গ্লাব্রা—বক্‌আই।

এই বৃহৎ বৃক্ষ মার্কিণখণ্ডে ওহিও নদীর কূলে জন্মে। ইহার শুষ্ক ফলের বিচূর্ণ এবং ডাইলিউট এলকোহল সহকারে বল্কল ও সমগ্র ফলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ফলেই অধিক বিষ-গুণ অবস্থিতি করে।

ক্রিয়া।—ইহা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপদাহকর; এতদ্দ্বারা অন্ত্র-প্রণালী, ও সম্ভবতঃ যকৃৎ আক্রান্ত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অর্শ।—অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট মলিন বেগুণি রঙ্গের বহির্ব্বলি অর্শে কোষ্ঠবদ্ধ, শিরোঘূর্ণন, ত্রিকদেশ ও নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক বলেন যে এই ফল শরীরে ধারণ করিলেও ইহার আরোগ্যকর গুণ শরীরে শোষিত হইয়া অর্শ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। সিরিব্রো স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস (মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় ঝিল্লীর প্রদাহ) রোগেও গ্রীবাস্তম্ভ, শিরোঘূর্ণন, বমন, টংকার, আধ্মান, ও

অচৈতন্য বা তন্দ্রাদোষ লক্ষণে ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলেন। পৃষ্ঠবংশের রোগে দৃষ্টি-শক্তির লাঘব সহকারে জঙ্ঘার আংশিক পক্ষাঘাত।

সাধারণতঃ ইহার প্রথম তিন ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনের বিশৃঙ্খলা ও তৎসহ সর্ব্বদা শিরোঘূর্ণন, এবং তৎপরে সাধারণতঃ অচৈতন্য ও তন্দ্রাদোষ। মস্তক।—দোলায়মান গতি ও অচৈতন্য সহ শিরোঘূর্ণন। মস্তকের পূর্ণতা ও গুরুতা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বাক্যের জড়তা, বিবমিষা ও বমন সহ শিরোঘূর্ণন। চক্ষু।—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বা বিলোপ। চক্ষুর স্থিরতা ও ভাবশূন্যতা। মুখ-মধ্য।—জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্যের জড়তা। আমাশয় ও উদর।—আমাশয় ও উদরের অতিশয় আধ্মান। আহারের অরুচি সহ বিবমিষা, আমাশয়ে খালধরার ন্যায় বেদনা সহ বমন। মল ও মলদ্বার।—* দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ; কঠীন গ্রন্থিল মল। * পৃষ্ঠের খঞ্জতা ও দুর্ব্বলতা সহ মলিন বেগুণিরঙ্গের অর্শবলি। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—(আক্ষেপিক) গ্রীবাস্তম্ভ। পশ্চাদ্দিকে বক্রকর টঙ্কার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—পৃষ্ঠের অতিশয় খঞ্জতা ও দুর্ব্বলতা। জন্তুদিগের পশ্চাৎ পদের পক্ষাঘাত। আক্ষেপিক আকুঞ্চন সহ নিম্নাঙ্গের কম্পন। নিদ্রা।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলা সহ অচৈতন্য, তৎপরে তন্দ্রাদোষ। দেহ।—আক্ষেপ ও তৎপরে পক্ষাঘাত।

বিশেষ লক্ষণ—মদিরা-মত্ততার ন্যায় আন্দোলিত গতি সহকারে শিরোঘূর্ণন। বিশৃঙ্খল সুপ্তি। মস্তকের গৌরব। বাক্যের স্থূলত্ব। আমাশয়ে খল্লী। অতিশয় দুর্ব্বলতা। কম্পন ও জঙ্ঘা-সঙ্কোচন করিবার প্রবল প্রবণতা।

সমগুণ।—ইস্কিউ-হিপো, এলোজ, কোলিন, ককিউ, ইগ্নে, নক্স-ভম, জিম-ক্লাড।

---

# একেলাইফা ইণ্ডিকা—মুক্তাঝুরী।

এই গুল্ম ভারতবর্ষে জন্মে। এলকোহল সহকারে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা একেলাইফার বিষমগুণ।

ক্রিয়া।—কেবল শ্বাস-যন্ত্রেই ইহার ক্রিয়া দর্শে, এবং * শুষ্ককাস ও তৎপরে রক্তনিষ্ঠীবন জন্মে।

শুষ্ক কাস তৎপরে রক্তনিষ্ঠীবন। রক্তকাস, প্রাতে পরিষ্কার রক্ত সন্ধ্যাকালে দলাদলা মলিন রক্তস্রাব; রাত্রিতে প্রবল কাশের আবেশ। স্বরভঙ্গসহ রক্তকাস। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। ক্ষয়রোগগ্রস্তা রোগিণীর কখনও গাঢ় কখনও জলবৎ শ্বেতপ্রদর। এইগুলি একেলাইফার লক্ষণ।

আময়িক প্রয়োগ।—এই ঔষধে রক্ত-কাস আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে প্রাতে বিশুদ্ধ রক্ত, ও সায়াহ্নে মলিন সংযত রক্ত-পিণ্ড নিষ্ঠীবন একেলাইফার প্রয়োগ-লক্ষণ। কলিকাতার ডাঃ টনিয়ার ইহার অরিষ্ট দশবিন্দু মাত্রায় পান করাতে প্রবল শুষ্ককাসের আক্রমণ ও তৎপরে রক্ত নিষ্ঠীবন প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তিনি এই প্রকার অবস্থায় এই ঔষধ সদৃশ মতে ব্যবহার করিয়া কয়েকজন রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ হলকোম ও টমাস বলেন যে ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায়। প্রাতে বিশুদ্ধ রক্ত ও সন্ধ্যাকালে মলিত সংযত রক্তস্রাব ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে প্রাতে বিশুদ্ধ ও সন্ধ্যাকালে মলিন সংযত রক্তস্রাব; নিষ্ঠীবন পরিশূন্য কাস; ও বক্ষ-দাহ-পূর্ব্ব ধামনিক রক্তস্রাব লক্ষণে ফুসফুসের রক্তস্রাবে একেলাইফা উপযোগী। ডাঃ ফ্যারিংটন শুষ্ককাসের আবেশের পরবর্ত্তী রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ হেল লেখেন যে গুটিকা জনিত ফুসফুসের রক্তস্রাবে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী নহে। কিন্তু লিলিয়েন্থাল বাম ফুসফুসের শিখরদেশে গুটিকা সঞ্চয়; প্রাতে উজ্জ্বল লোহিত ও সন্ধ্যাকালে মলিন রক্তস্রাব; রাত্রিতে কাসের অত্যন্ত প্রাবল্য, বক্ষঃস্থলে অবিরাম তীব্রবেদনা, ও অঙ্গুলীর আঘাতে অতীব্র শব্দ; এবং ক্রমাগত শীর্ণতা প্রাপ্তি লক্ষণে যক্ষ্মারোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ইহার ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশক্রম ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সমগুণ।—একন, আর্ণ, হেমে, ইপি, মিলি, ফস।

# এক্টিয়া স্পিকেটা—বেনবেরি

এক্টিয়া স্পিকেটা রেণনকিউলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই তৃণ ইউরোপ ও এসিয়ার অরণ্যে জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—এক্টিয়া স্পিকেটার ক্রিয়ায় প্রধানতঃ আমবাতের ন্যায় একপ্রকার অবস্থা জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতেই এই ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আমবাতিক গ্রন্থিবাতেই এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আমাশয়ের অম্লত্ব বিদ্যমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—*প্রচণ্ড প্রলাপ (* বেল, ক্যান্থ, * ষ্ট্রাম)। মুখমণ্ডল।—* মুখমণ্ডলে আমবাতের ন্যায় বেদনা (একন)। আমাশয়।—* অম্ল বমন (ক্যাল্ক, আইরিস, ইপি, নক্স, পড)। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—* যৎসামান্য শ্রান্তির পরে সন্ধির স্ফীততা। * হস্তদ্বয়ে পক্ষাঘাতের দুর্ব্বলতার ন্যায় বেদনা। * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত (* কল, লিড)।

মণিবন্ধে অথবা অঙ্গুলী-সন্ধিতে বেদনা; স্পর্শে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ, দারুণ বেদনা, রাত্রিতে উহার আতিশয্য। নিম্নাঙ্গের স্ফীততা, বেদনা, ও দুর্ব্বলতা। উরুদ্বয় উত্তোলন সময়ে উহার কম্পন। জানুদ্বয়ে অতিশয় শ্রান্তি অনুভব। দেহ।—আহারান্তে, বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণান্তে, অথবা অধিক-কথা বলিলে অতিশয় অবসাদ ও দুর্ব্বলতা। * ছেদন ও আকর্ষনবৎ বেদনা।

সমগুণ।—একন, কল, সিমি, লিডম।

## এগেভ এমেরিকানা—এমেরিকান এলো।

এই উদ্ভিদ এমেরিকার মেক্সিকো, ফ্লোরিডা প্রভৃতি দেশে জন্মে। ইহা দেখিতে মুসব্বর জাতীয় বৃক্ষের অনুরূপ। ইহার মূলে ও পত্রে এক প্রকার সুমিষ্ট রস আছে। উহা ঘনীভূত করিয়া চিনি, ও অন্তরুৎসেচিত করিয়া সুরা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার অন্তরুৎসিক্ত রসপানে মত্ততা জন্মে। এগেভের সদ্য রস মূত্রকর, মৃদুবিরেচক, ও রজ-নিঃসারক বলিয়া উল্লেখিত আছে। এপর্য্যন্ত ইহার ভর্জ্জিত পত্রের রসই ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ এগেভের সরস পত্র ও মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগেভ লেবুর রস, সাইট্রিক এসিড, কালী ক্লোর, ও ন্যাট্রম-মিউরের সমগুণ। সেনাদিগের পাণ্ডুর ও ম্লান মুখাকৃতি লক্ষণাপন্ন স্কার্ভি রোগে এই ঔষধ আরোগ্যকর। দন্ত-মূলের স্ফীততা ও রক্তপাত; জঙ্ঘায় মলিন, বেগুণি রঙ্গের দাগ, সেইগুলির স্ফীততা, ব্যথিততা, ও প্রস্তরবৎ কঠিনতা; নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও ক্ষীণতা, এবং মলের আবদ্ধতা লক্ষণে স্কার্ভি (শীতাদ) রোগগ্রস্ত এগারজন রোগী লেবুর রস বিফলান্তে এই ঔষধ সেবন করিয়া সত্বর উপকার লাভ করিয়াছিল। প্রমেহের যাতনাসংযুক্ত লিঙ্গোত্থানেও ইহার ব্যবহার হয়।

---

## এঙ্গুষ্টুরা।

এঙ্গুষ্টুরা তিক্ত গন্ধদ্রব্যের অন্তর্গত এবং বল্য বলিয়া অভিহিত। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার অন্যান্য গুণও আছে। এতদ্দ্বারা পেশীর ও সন্ধিস্থানের আকৃষ্টতা, অশিথিলতা, ও স্তব্ধতা জন্মে এবং উহাতে আঘাতান্তিক বেদনার ন্যায় এক প্রকার ঘৃষ্টবৎ বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ থাকে। এই অশিথিলতা শঙ্খ ও হনুর পেশীতেই সমধিক অনুভূত হইয়া হনুস্তম্ভের আভাস প্রকাশ পায়। এঙ্গুষ্টুরা অস্থিও আক্রমণ করে এবং অপর আর একটী রুটেসী জাতীয় ঔষধ রূটা গ্রেবিওলেন্সের সহিত এবিষয়ে ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অস্থি-বেষ্টের উপঘাতেই সাধারণতঃ রূটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পেশীর প্রচ্ছন্ন সঙ্কোচন সম্বলিত

অস্থির উপঘাতে এঙ্গুষ্টুরা অধিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। এঙ্গুষ্টুরা ভিরার ক্রিয়া যে অস্থিতে জন্মে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দীর্ঘাস্থি আক্রান্ত হইলেই ডাঃ ইজিডি এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন। ডাঃ করগুারফার ইহার দ্বিতীয় শততমিক ক্রম ব্যবহারে একজন রোগীর নিম্ন হনুর নিক্রোসিস রোগ সম্যকরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। সামান্য কারণে কোপনতা (কেরিজ রোগসহ); কফি সেবনের আকাঙ্ক্ষা; কোমল মল সহকারে সরলান্ত্রের আবেগ (কুন্থন); মূত্র-বেগ ও প্রভূত মূত্র-নিঃসরণ; পেশীর প্রচ্ছন্ন সঙ্কোচন সম্বলিত অস্থি বেষ্টের উপঘাত এইগুলি এঙ্গুষ্টুরার চিকিৎসা-সিদ্ধ বিশেষ লক্ষণ। আর একপ্রকার এঙ্গুষ্টুরা আছে তাহাতে এঙ্গুষ্টুরা ফল্‌সা বা কৃত্রিম এঙ্গুষ্টুরা বলে। ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় না।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ভ্রমি।—প্রবাহিত জল পার হইবার বা খালের ধারে বেড়াইবার সময় পতনের আশঙ্কাজনক ভ্রমি; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ভ্রমির উৎপত্তি। মূত্র-রোগ।—মূত্রাশয়ের আবেগ ও তৎপরে অধিক পরিমাণ শুভ্র মূত্র নিঃসরণ; মূত্রত্যাগের পর আবেগ; বারবার মূত্রত্যাগের প্রয়োজন, অথচ এক এক বার কয়েকবিন্দু মলিন পীতবর্ণ মূত্র মাত্র নিঃসরণ ও তজ্জন্য জ্বালা; কমলারঙ্গের মূত্র ও সত্বর উহার আবিলতা। হুপশব্দ কাস।—প্রাতে কণ্ঠনলীর নিম্নভাগের একপ্রকার উপদাহ বশতঃ প্রবল কাসের উদ্রেক, দিবাভাগে পীতবর্ণ অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; স্বরযন্ত্রে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ স্বরভঙ্গ; সবিরাম আক্ষেপিক নিশ্বাস, অতিশয় শ্বাস-কষ্ট। ধনুস্তম্ভ।—পৃষ্ঠের পেশীর আক্ষেপসহ ধনুস্তম্ভ ও হনুস্তম্ভ; গ্রীবা ও স্কন্ধাস্থির স্তব্ধতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তব্ধতা ও প্রসারণ; বৈদ্যুতিক প্রকম্পনের ন্যায় পৃষ্ঠে স্পন্দন ও উৎক্ষেপ, আক্ষেপিক স্পন্দন; স্পর্শ, শব্দ, বা ঈষদুষ্ণ জল পানে উদ্রিক্ত ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ; আক্ষেপকালে আয়াসিত শ্বাস; গোঁগোঁ শব্দ ও অক্ষি-নিমীলন; বদনের পেশীর আকৃষ্টতা, পান-প্রবৃত্তি পরিশূন্য পিপাসা; দ্রুত, আক্ষিপ্ত, ও সবিরাম নাড়ী। পক্ষাঘাত।—পক্ষাঘাত, অস্থির মজ্জার স্তব্ধতার ন্যায় সর্ব্ব শরীরের দুর্ব্বলতা; পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা ও প্রসারণী পেশীর পীড়া; পৃষ্ঠে তাড়িৎ প্রকম্পের ন্যায় স্পন্দন ও স্পর্শ, শব্দ বা ঈষদুষ্ণ জলপানে উদ্রিক্ত ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ; পীড়াক্রান্ত স্থান স্পর্শে রোগের আধিক্য; পক্ষাঘাত সংযুক্ত বাত। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রদাহ।—পৃষ্ঠে তাড়িৎ প্রকম্পনের ন্যায় স্পন্দন ও উৎক্ষেপ; মুখমণ্ডলের পেশীর অশিথিলতা; হনুস্তম্ভ অস্থি-রোগ।—অস্থি-ক্ষত; অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট ক্ষত, উহার অস্থি আক্রমণ ও অস্থির মজ্জা পর্য্যন্ত প্রবেশ, খণ্ড খণ্ড অস্থি পতন; অধিক কফি পায়ী ও কফি পানের অতিরিক্ত ইচ্ছা বিশিষ্ট, এবং সামান্য কারণে সহজে ক্রোধোদ্রিক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দীর্ঘাস্থির কেরিজ (এলেন) নিম্ন-হনুর নিক্রোসিস (ফ্যারিংটন)। হৃদ্‌শূল।—

আক্ষেপিক শ্বাস; অবিরত বক্ষঃস্থলের সঞ্চলন-গতি; উৎকণ্ঠা ও হৃৎকম্প; বুকাস্থি ও পৃষ্ঠে কর্ত্তনবৎ আকস্মিক যাতনা; সায়াহ্নে শয়নে হৃদ-প্রদেশে আকুঞ্চন অনুভব, উঠিয়া বসিলে উহার হ্রাস। এই সকল রোগে ডাঃ লিলিএন্থাল এঙ্গুষ্টুরা ব্যবহারের বিধি দেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

হনুদ্বয় উদ্ঘাটিত করিবার সময় কপাল প্রান্তের পেশীতে কষিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। * মুখমণ্ডলের পেশীতে আকর্ষণ। * চর্ব্বণ-পেশীতে বেদনা, বোধ হয় যেন অতিরিক্ত চর্ব্বণ করিতে করিতে উহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বসিয়া থাকিলে অথবা নিদ্রাকালে প্রবল হৃৎকম্প, তৎসহকারে হৃৎপিণ্ড যেন আকুঞ্চিত হইয়াছে এরূপ যাতনা অনুভব ( ক্র্যাম্প )। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্ন হইতে স্তন-বৃন্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা। * স্কন্ধাস্থি দ্বয়ের মধ্যস্থানে ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে, তাড়িতাঘাতের অনুরূপ, আকর্ষণবৎ স্তব্ধ ( ষ্টিফ্ ) বেদনা। বাম উরুর মধ্যে ও কট্যস্থির উপরের প্রান্তে অত্যন্ত যাতনাপূর্ণ উৎক্ষেপণবৎ সূচী বেধন, এবং কেবল উপবেশন-কালে উহার অনুভব।

# এনোথিরা বাইএনিস।

এনোথিরা বাইএনিসকে ইংরেজীতে ইভনিং প্রিমরোজ বলে। এই পুষ্পবৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। তথায় ইহা ওনোথিরা উচ্চারিত হয়। সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার ক্রিয়া এক্ষণও সুনিশ্চিত হয় নাই। পুরাতন অতিসার; * শিশু-বিসূচিকা; এবং অবসাদজনক, প্রায় অনিচ্ছায় নিঃসৃত, জলবৎ * গ্রীষ্মকালীয় অতিসারের চিকিৎসায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

অতিসারেই প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে অবসাদকর, জলবৎ অতিসারে এনোথিরা অমূল্য ঔষধ। ইহাতে ট্যানিক এসিড আছে এজন্য ইহার ক্রিয়া সঙ্কোচক স্বরূপ দর্শে বলিয়া যে উল্লেখিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। এনোথিরা বাস্তবিক সম-মতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কেননা এতদ্দ্বারা অতিসার উৎপন্ন ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। চেষ্টা ব্যতীত মলস্রাব ও তৎসহকারে স্নায়বীয় অবসাদ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে টাইফয়েড জ্বরের পরবর্ত্তী অবসাদকর জলবৎ অতিসার; বালক দিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসার; প্রতি গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রত্যাবৃত্ত পুরাতন অতিসার; অতিশয় নিরাশিতা, পাণ্ডুরতা, ও শীর্ণতা সংযুক্ত প্রসবান্তিক অতিসার; এবং স্নায়বীয় অতিসারে এনোথিরা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ডাউগ্লাস বালক দিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসারে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। প্রত্যেকবার মলস্রাবের পরে ইহার মাদার টিঞ্চার এক এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া তিনি দুই তিন দিবসে এই রোগ

আরোগ্য করিয়া থাকেন। অন্যান্য প্রকার অতিসারে, অপাচিত ভুক্তদ্রব্য বিমিশ্রিত অতিসারে এবং রক্তাতিসারেও ইহা ফলপ্রদ। টাইফয়েড জ্বরের জলবৎ অতিসারে, পেয়ারাথ্য গ্রন্থির ক্ষতে প্রগাঢ় সুপ্তি বা তন্দ্রা-দোষ সত্বেও এই ঔষধের মাদার টিঞ্চার পাঁচ বিন্দু মাত্রায় দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর ব্যবহারে উপকার দর্শে।

---

## এন্থ্রাসাইনঃম।

এন্থ্রাসাইনঃম রোগজ ঔষধ। এন্থ্রাক্স অর্থাৎ কার্ব্বঙ্কলের বিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

কার্ব্বঙ্কল, দুষিত ক্ষত এবং * ক্ষত, পচলা ও-অসহ্য জ্বালাসংযুক্ত রোগে এন্থ্রাসাইনঃম ব্যবহৃত হয়। যখন আর্সেনিক বা অন্য কোন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে কার্ব্বঙ্কল কিংবা দুষিত ক্ষতের জ্বালাকর বেদনার নিবারণ হয়না, তখন ইহা ব্যবহার্য্য। রক্ত-স্রাব; মুখ-বিবর, নাসিকা, মল-দ্বার বা মূত্র-দ্বার হইতে রক্ত-ক্ষরণ; কাল, গাঢ়, আলকাতরার মত, শীঘ্র শীঘ্র বিসমাসিত (ক্লোট) রক্ত। সেপ্টিক ফিভার, শীঘ্র শক্তি-ক্ষয়, নাড়ীর নিমগ্নতা, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা (পাইরো)। গ্যাংগ্রীণ সংযুক্ত ক্ষত; দুষিত প্রকৃতির অঙ্গুল-হারা, কার্ব্বঙ্কল, এরিসিপেলাস। দুষিত আঙ্গুল-হারা; পচলা ও ভয়ানক জ্বালাকর বেদনা (আর্স, কার্ব্ব-এসি, ল্যাক)। সাংঘাতিক দুষিত ব্রণ, * কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ফোস্কা, চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু। কার্ব্বঙ্কল। * ভয়ঙ্কর জ্বালাকর বেদনা; রসানির ন্যায় দুরিত পূয নিঃসরণ। মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ জনিত ক্ষত, বিশেষতঃ উহার গ্যাংগ্রীন জন্মিবার অভিমুখতা; দূষিত পূযজ জ্বর (সেপ্টিক ফিভার), সুস্পষ্ট অবসন্নতা (আর্স, পাইরো)। সন্দিগ্ধ কীটের হুল-বেধ। স্ফীততার বর্ণের পরিবর্ত্তন, এবং আঘাত-স্থল হইতে লসিকাবাহী নাড়ীর গতি-পথে লাল লাল রেখার উৎপত্তি (ল্যাক, পাইরো)। পূয বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ রক্তে শোষিত হইয়া জ্বালাকর বেদনা ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন প্রদাহ (আর্স, পাইরো)। গো, মেষ, ও অশ্বের বহুব্যাপক প্লীহা রোগ। পচাজ্বরের বা মৃত-দেহ-ব্যবচ্ছেদগৃহের দুর্গন্ধ আঘ্রাণের মন্দফল; দুর্গন্ধি নিশ্বসনে বিষাক্ততা (পাইরো)।—উপরোক্তস্থলে এন্থ্রাসাইনঃমের প্রয়োগ হয়।

হেরিং বলেন কার্ব্বঙ্কলকে শস্ত্র-চিকিৎসার রোগ বলা ঠিক নহে। উহা কাটিয়া দেওয়ায় প্রায়ই অপকার হয়। কার্ব্বঙ্কল কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, প্রকৃত চিকিৎসায় একটী রোগীও নষ্ট হয় নাই।

**সম্বন্ধ।**—(১) পূয-দুষিত অবস্থায় আর্স, কার্ব্ব-এসি, ল্যাক, সিকেলি, পাইরোর সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) ক্যান্সার, কার্ব্বঙ্কল অথবা এরিসিপেলাসের ভয়ানক বেদনায় যখন আর্স বা এন্থ্রা দ্বারা উপশম জন্মেনা তখন ইউফরবিয়মের সহিত এই ঔষধ তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

# এপোসাইনম এণ্ড্রোসেমিফোলিয়ম—বিটাররূট।

এই বৃক্ষ আমেরিকায় ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। কুসুম উদ্গমের পর আগষ্ট মাসে সমগ্র সরস বৃক্ষ বা মূল হইতে ডাইলুট এলকোহল সহকারে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পেশী ও সন্ধিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং সম্ভবতঃ তন্তুর বিধানেও (সেরস টিসু) এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষুদ্রাংশের পেশী ও তন্তুময় বিধানে এই এপোসাইনমের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া ডাঃ হেল লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া দুই জন "রুমেটিক গাউট" গ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, দুই জনই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ডাঃ হেনেরির পরীক্ষানুসারে সন্ধির তরুণ বেদনার সহিত থল্লী, পৈত্তিক মল, ও দন্তে চলিষ্ণু বেদনা এই ঔষধি প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। ইহার মূল অরিষ্ট এক এক বিন্দু মাত্রায় সেবন করিলে কৃমি নিঃসারিত হয়। শোথেও ইহার ব্যবহার আছে, কিন্তু শোথরোগে এপোসাইনম ক্যানেবিনমই সমধিক ফলপ্রদ। অতিশয় স্তব্ধতা সংযুক্ত তরুণ বাত। সন্ধির স্ফীততা ও পিত্ত বমন সংযুক্ত পুরাতন সন্ধি-বাত। সাধারণ আমবাতিক বেদনা।—এই সকল স্থলেও এই ঔষধ উপকারী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—* পিত্ত, আমবাত, ও রক্তসঞ্চয়জনিত শিরঃপীড়া। * আমবাতিক বা স্নায়বীয় অর্দ্ধ-শিরঃশূল। নাসিকা।—নাসারন্ধ্রের অতিশয় কণ্ডূয়ন ও উপদাহ সহ তীব্র হাঁচি। মুখমণ্ডল ও দন্ত।—মুখমণ্ডল ও শরীর স্ফীত অনুভব। মুখমণ্ডল ও শরীরের প্রবল কণ্ডূয়ন। মুখমণ্ডলের কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; মুখমণ্ডলের স্পন্দন। বামপার্শ্বে নিম্ন-হনুর সমস্ত দন্তে বেদনা। আমাশয়।—জিহ্বায় শুভ্র লেপ। প্রবল শিরঃপীড়া সহ অত্যন্ত বিবমিষা। উদ্গার সহ অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল বমন। বিবর্দ্ধিত ক্ষুধা। উদর।—অবিরত বিবমিষা ও বমন সহ অতিসার। সন্ধ্যাকালে ঈষৎ উদর-বেদনা সহ কপিশবর্ণ কোমল প্রচুর মলস্রাব। কৃমি নিঃসরণ। অগ্নিমান্দ্য। মূত্রযন্ত্র।—অতিশয় মূত্রাধিক্য (মুখ্যফল)। শিরঃপীড়া সহ স্বল্প মূত্র (গৌণফল)। মূত্রত্যাগ-কালে মূত্রমার্গে জ্বালা অনুভব। মূত্ররোধজনিত তন্দ্রা-দোষ। হৃদ্রোগজনিত শোথ। জননযন্ত্র।—পুরুষাঙ্গের প্রান্তে তুড়তুড়ি অনুভব। লিঙ্গমুণ্ডে উপদংশ ক্ষত। (স্ত্রী) প্রসববেদনার ন্যায় বিরামশীল বেদনা। রজ-শূল, ও গর্ভস্রাবের উপক্রম এবং তৎসহ প্রভূত মূত্রস্রাব। শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজপ্রদাহ ও অন্যান্য ফুসফুসীয় রোগে কফ নিঃসারক। বায়ুনলীভুজের উপদাহ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—তরুণ বাত, প্রদাহ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সন্ধিতে নিবদ্ধ, অতিশয় বেদনা ও স্ফীততা। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সন্ধির তরুণ বাত। অঙ্গে, বিশেষতঃ পায়ে বেদনা। চর্ম্ম।—গাত্রের শীতলতা সহ সারারাত্রি প্রভৃত ঘর্ম্ম। নিদ্রা। প্রচুর ঘর্ম্ম সহ অতিশয় নিদ্রালুতা। জ্বর।—হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়া ; দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী।

সমগুণ।—একন, এসক্লি-টিউ, এসি-বেঞ্জ, কলোফা, কলচি, সিমিসি, আইরিস, পডো।

## এপোমর্ফাইনম।

অহিফেণের বীর্য্য মর্ফাইন হইতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহযোগে এপোমর্ফাইন নামক উপক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—এপোমর্ফাইনম বমন জন্মায়। বমনোৎপাদনে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। * "বমন-প্রবৃত্তি। * পূর্ব্ববর্ত্তী বিবমিষা ব্যতীত বমন ; * অনায়াসে বমন ; জলপান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জল বমন ; দুগ্ধ বমন।" এই কয়েকটী এপোমর্ফাইনের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ।

আময়িক প্রয়োগ।—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত বমনেই হোমিওপ্যাথিমতে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। বিধান-বিকার জনিত রোগ সহকারে বা তদ্ব্যতীত ভুক্ত দ্রব্য বমন ; গর্ভ গর্ভাশয়ের স্থান-চ্যুতি; কিম্বা গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়ের অন্য কোন প্রকার উপদাহ বশতঃ বমন। সামুদ্রিক বিবমিষা।—এই সকল বমনে এপোমর্ফাইনম ব্যবস্থেয়। ইহার বমন-কারক গুণও মনে রাখা কর্ত্তব্য। বিষাক্ত হইলে যখন সত্বর বমন করান আবশ্যক হয় তখন হাইপোডার্মিক পিচকারী দ্বারা এপোমর্ফাইন ত্বকের নীচে প্রবিষ্ট করিতে হয়। প্রাপ্তবয়স্কের শরীরে এক গ্রেণের দশমাংশ প্রবেশ করাইলেই পাঁচ হইতে পনর মিনিটের মধ্যে বমন হয়। কিন্তু ওপিয়ম দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয় না।

সমগুণ।—কুপ, ইপি, স্যাঙ্গ, ভিরেট-এ, জিঙ্ক।

## এবসিন্থিয়ম—ওয়ারম উড।

আর্টিমিসিয়া এবসিন্থিয়ম কম্পোজিটি জাতীয় উদ্ভিদ। এই গুল্ম ইউরোপে জন্মে। ইহার সরস তরুণ পল্লব হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

পানীয়রূপে যাঁহারা এবসিন্থিয়ম ব্যবহার করেন ইহার অপব্যবহার বশতঃ তাঁহাদের অপকার হয়। প্রথমতঃ এবসিন্থিয়মের ক্রিয়ায় চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে, তৎপরে সত্বর নানাপ্রকার কুলক্ষণ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে একপ্রকার ভয়ঙ্কর প্রলাপ জন্মে। প্রলাপকালে রোগীকে বিচরণ করিতে হয়। সিনা, ক্যামোমিলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর সকল ঔষধেই এই বিচরণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলে এবসিন্থিয়মের বিশেষ প্রভাব প্রকাশ পায়। তজ্জন্য অপস্মার প্রকৃতির লক্ষণ, পেশীর কম্পন, প্রবল ও অপ্রবল আক্ষেপ, মুখে ফেণোদ্গম, এবং অনিচ্ছায় মল ও শুক্র নিঃসরণ জন্মে। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায়, বিশেষতঃ মেডলা অবলঙ্গেটা প্রদেশে রক্তসঞ্চয় জন্মিয়া অবাস্তব দৃষ্টি ও প্রলাপ উপস্থিত হয়। গৌণতঃ এতদ্দ্বারা পরিপোষণ যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে, এজন্য প্রথমে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপাক-শক্তির আধিক্য হয়, রক্তসঞ্চালনের দ্রুততা জন্মে, এবং কিয়ৎ পরিমানে শারীরিক নিঃস্রব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে উহার বিপরীত অবস্থা জন্মে, জীর্ণশক্তি কমিয়া যায় ও উহার আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহার ক্রিয়া এলকোহলের অনুরূপ, কিন্তু পুরাতন ফল তদপেক্ষা সমধিক গুরুতর।

আময়িক প্রয়োগ।—মস্তিষ্ক, মেডলা, ও পৃষ্ঠবংশের রক্ত-সঞ্চয়, ভয়ঙ্কর প্রলাপ; টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় বশতঃ নিদ্রাশূন্যতা; প্রতিশ্যায় জনিত শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ বিবর্দ্ধিত যকৃৎ বা প্লীহা; বায়ুজন্য উদর-বেদনা ( বাত-শূল ); * বালকদিগের অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ; * অপস্মার সদৃশ আক্ষেপ; অগ্নিমান্দ্য; ক্লোরোসিস; সায়েটিকা।—এইসকল রোগে এবসিন্থিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবসিন্থিয়মের রোগী যন্ত্রনায় হাঁটিয়া বেড়ায় ও নানাপ্রকার কল্পিত দৃশ্য দর্শন করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—আশু সংঘটিত ঘটনাও স্মরন থাকেনা। উন্মত্ততা; জড়বুদ্ধিতা পশুত্ব। গুপ্তহত্যার আতঙ্ক। বিভীষিকা-দর্শন ( ওপি ) ও ভয়ঙ্কর অবাস্তব দৃষ্টি ( এনা, ক্যান-ইণ্ড, * হাইও, * ষ্ট্রাম )। পর্য্যায়ক্রমে সুপ্তি ও বিপজ্জনক প্রচণ্ডতা। ০ আক্ষেপ সহকারে অচৈতন্য ( সিকু )। মস্তক।—উঠিলে পর অথবা পশ্চাদ্দিকে পতনোক্রম সহ শিরো-ঘূর্ণন। শিরঃপীড়া সহকারে মস্তকের বিশৃঙ্খলা। মস্তিস্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় রক্তসঞ্চয়।

চক্ষু।—চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের কৈশিকা-নাড়ীর রক্ত-পূর্ণতা। বাহিরের ঝিল্লীর পীতবর্ণ। চক্ষুর প্রদীপ্ততা। চক্ষুতে বেদনা ও কণ্ডূয়ন। চক্ষুর পাতা ভারী বোধ হয় ( কষ্ট, কোন, ন্যাট-কা )। চক্ষুর তারাদ্বয় অসমভাবে প্রসারিত। কর্ণ।—০ শিরঃপীড়ার পরে কর্ণ হইতে স্রাব নিঃসরণ। মুখমণ্ডল।—বুদ্ধিশূন্যমুখাকৃতি। মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন ( * একন, * বেল )। ০ অপস্মারে মুখভঙ্গি করা ও মুখে ফেণা বাহির করা। মুখ-মধ্য।—হনু দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ( ইগ্নে, সিকু, হাইও, নক্স-ভম )। অপস্মারে জিহ্বা দংশন; স্থূল, বহির্গত জিহ্বা; প্রায় কথা বলিতে পারা যায় না; জিহ্বার কম্পন, জিহ্বা পক্ষাঘাতিতবৎ দেখায়। আমাশয়।—ক্ষুধাহীনতা; খাদ্য দ্রব্যে অরুচি। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে ভারী হইয়া থাকে, বোধ হয় যেন জীর্ণ হইবে না ( আর্স, * ব্রাই সিষ্ট, কলচি, * নক্স-ভম, পল )। আমাশয় শীতল ও ভারাক্রান্ত বোধ হয়। উদ্গার, বিবমিষা; তিক্ত শ্লেষ্মা বমন। পিত্ত-কোষ প্রদেশে যেন বিবমিষা এরূপ অনুভব। আমাশয়ের অস্বচ্ছন্দতা ও উপদাহিতা

অনুভব। উদর।—যকৃৎ ও প্লীহা স্ফীতবৎ অনুভূত হয়। কটির চারিদিকে ও উদরে স্ফীততা। উদরে অত্যন্ত বায়ু-সঞ্চয় ( * কার্ব্বো, সিক্ষ, * লাই, সল )। মূত্র-যন্ত্র।—অবিরত মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি। গাঢ় কমলা-বর্ণ, উগ্র-গন্ধ, ( বেঞ্জ-এসি ), অশ্ব-মূত্র সদৃশ ( ষ্টাট-আ, নাই-এসি, ); সাণ্ডলাল; মূত্র। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে চিড়িকমাড়া বেদনা ( এপিস )। ০ * হরিৎ পাণ্ডু ( ক্লোরোসিস ) ( * ফির, হেলন )। হৃৎপিণ্ড।—পৃষ্ঠের দিকে অনুভূত হৃৎপিণ্ডের কম্প। স্কন্ধাস্থি প্রদেশে হৃৎপিণ্ডের আঘাত শুনিতে পারা যায়। দেহ।—প্রদদ্বয় অতিশয় শীতল। অপস্মারের আবেশের ন্যায় পতন, অচৈতন্য, মুখের বিকৃতি, অঙ্গের আক্ষেপ, মুখে রক্তাক্ত ফেণা, ও জিহ্বা দংশন ( সিকু ); তৎপরে অতিশয় দৌর্ব্বল্য। শীঘ্র শীঘ্র ক্রমাগত উপস্থিত অপস্মারের আক্রমণ উত্তেজিত, অভ্যন্তরদিকে ধনুকের ন্যায় বক্র টঙ্কার; দন্তে দন্তে ঘর্ষণ; অনন্তর সুপ্তি ( নক্স-ভম, ওপি )। ০ * আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পক্ষাঘাত। গৃধ্রসী। উপযোগিতা।—যুবক-যুবতীদিগের পক্ষে উপযোগী।

সমগুণ।—আর্টি-ভল, এব্রোট, এলকোহল, বেল, ক্যাম, হাইও, ষ্ট্রাম।

---

## এবিস ক্যানেডেন্সিস—হেমলক প্রুস।

কনিফেরি জাতীয় এই চিরহরিৎ বৃক্ষ আমেরিকার অরণ্যে জন্মে। ইহার সরস বল্কল ও অপরিস্ফুট কলিকা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া প্রধানতঃ আমাশয়ের প্রতিশ্যায়ের ন্যায় অবস্থা জন্মে।

অধিকার।—* অগ্নি-মান্দ্য। অজীর্ণ জনিত জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব। কন্দ। এই সকল রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ক্যাটার অব্ দি ষ্টমাক বা আমাশয়ের শ্লেষ্মাধিক্য জনিত অজীর্ণ রোগে মস্তকের লঘুতা অনুভব, উদরোর্দ্ধ দেশে চর্ব্বণবৎ যাতনা, ক্ষুধা ও শ্রান্তি অনুভব, তীব্র ক্ষুধা, কিন্তু ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিলে আমাশয়ের স্ফীততা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ডাঃ গ্যালে ও ডাঃ বেকৃউইথ্ অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ ফ্যারিংটন সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণের অপ্রাচুর্য্যজনিত কন্দরোগেও ইহা ব্যবহারের বিধি দেন। এবিস নাইগ্রার নির্য্যাসের অরিষ্টেরও প্রায় এইপ্রকার গুণ। ডাঃ স্মিথ এবিস নাইগ্রার আঠা চর্ব্বণ করিতে তাহার বোধ হইয়াছিল যেন আমাশয়ে একটা কঠিন সিদ্ধ ডিম্ব অজীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। ডাঃ এলেন এইরূপ লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্যে এবিস নাইগ্রা ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শকট হইতে পতিত হইয়া এক ব্যক্তির রক্তবমন জন্মে, তাহার সর্ব্বদা বোধ হইত যেন গলনলীতে কিছু লাগিয়া রহিয়াছে।

আর্ণিকা সেবনে তাহার রক্ত-বমন নিবারিত, এবং এবিস নাইগ্রা ( ৩দ ) দ্বারা ঐ প্রকার অনুভব দুরীকৃত হইয়াছিল। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে অগ্নিমান্দ্য রোগে আমাশয়ের উর্দ্ধমুখে যেন কোন অপাচ্য শক্ত বস্তু লাগিয়া রহিয়াছে রোগীর এই প্রকার অনুভব এবিস নাইগ্রার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। অগ্নিমান্দ্যের আনুষঙ্গিক অপ্রফুল্লতা ও কোষ্ঠবদ্ধাদিও বিদ্যমান থাকে। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব, অপরাহ্নে আহারের স্পৃহা, রাত্রিতে অতিশয় ক্ষুধা ও অনিদ্রা; সন্তৃপ্ত ভোজনের পর যাতনা, কিন্তু কোন বিশেষ খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগে অগ্নিমান্দ্যের অনুপশম; অম্ল উদ্গার ও বারবার বমন; আমাশয়ে অপরিপাচিত, শক্ত-সিদ্ধ অণ্ডাবস্থানের ন্যায় অনুভব; আমাশয়-গহ্বরের ঠিক উপরে অবিরত যন্ত্রণাপ্রদ আকুঞ্চন, যেন অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্যের শক্ত পিণ্ড তথায় অবস্থিত রহিয়াছে এরূপ অনুভব;—অগ্নিমান্দ্যে এই সকল এবিস নাইগ্রার লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—কোপনতা ও সহজে বিরক্তি ( ক্যাম, নক্স )। **মস্তক**।—মস্তকের লঘুতা, মত্ততার ন্যায় অনুভব ( কক, নক্স-ম, নক্স-ভ, ওপি ), মস্তকের আন্দোলন, বোধ হয় যেন মস্তকের শিখরদেশে রক্ত-সঞ্চিত হইয়াছে ( বেল )। **আমাশয়**।—মুখের শুষ্কতা ( আর্স, ব্রাই, * নক্স-ম )। * উদরোর্দ্ধে চর্ব্বণ, ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব ( হাইড, ইগ্নে, ফস, * পলস সিপি, সলফ )। * মাংস ( * ম্যাগ-কা ), আচার ( * হিপ ) ও অন্যান্য স্থূল খাদ্যদ্রব্যের স্পৃহা। পরিপাক করিবার শক্তি অপেক্ষা অধিক আহারের প্রবৃত্তি ( ব্রাই, ভির, * লাই, মার্ক, * সিনা )। অন্ত্রে বিবমিষা অনুভব। আমাশয় ও উদরোর্দ্ধ দেশের প্রসারণ; ও জ্বালা ( * আর্স, * কলচি, ক্যাম্ফ, ফস, ভিরেট )। **উদর**।—আহারান্তে অতিশয় ক্ষুধা সহ অন্ত্র-কূজন ( * লাই, * সিঙ্ক ) স্পর্শে যকৃদ্দেশ শক্ত বোধ হয়। **মলদ্বার ও মল**।—সরলান্ত্রে জ্বালা ( * আর্স, ক্যাম্ফ, * আইরিস, মার্ক )। কোষ্ঠবদ্ধ। **মূত্র-যন্ত্র**।—দিনরাত্রে বার বার মূত্রত্যাগ; শুষ্ক তৃণের বর্ণ মূত্র। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—জরায়ু কোমল ও দুর্ব্বল বোধ হয়। জরায়ুর গাত্রে ক্ষতবৎ বোধ হয়; চাপ দিলে উহার শান্তি জন্মে। **শ্বাস যন্ত্র**।—আয়াসিত শ্বাস ( একন, আর্স )। **হৃৎপিণ্ড**।—আয়াসিত হৃৎ-ক্রিয়া। আমাশয়ের স্ফীততা সহ হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়া। **পৃষ্ঠ**।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির পশ্চাতে বেদনা ( * চেলি, পডো )। ত্রিকদেশে দুর্ব্বলতা অনুভব। স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে শীতল জলের ন্যায় অনুভব। **দেহ**।—হস্তদ্বয় শীতল ও কুঞ্চিত; ত্বক্ শীতল ও আঠা আঠা। হাঁটু উপরের দিকে টানিয়া শয়ন। অতিশয় অবসন্নতা, সর্ব্বদা কেবল শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা। **নিদ্রা**।—জৃম্ভণ, তন্দ্রালুতা; রাত্রিতে অতিশয় অস্থিরতা, এপাশ-ওপাশ করা ( * একন )। **জ্বর**।—পৃষ্ঠের নিম্নে শীত ( ক্যাপ্স, ল্যাক )। রক্ত যেন বরফের জলে পরিণত হইতেছে, এরূপ শীত ও কম্প।

**সমগুণ**।—ইস্কি, কোপে, নক্স-ভম, ইগ্নে, টেরে।

# এবিস নাইগ্রা—ব্লাক স্প্রুস।

কনিফেরি জাতীয় এই বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। ইহার আঠা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—আমাশয়ের শৈষ্মিক ঝিল্লীতেই বিশিষ্টরূপে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য জীর্ণশক্তির বিশৃঙ্খলা ও তদনুরূপ লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—* অগ্নিমান্দ্য।—অজীর্ণ জনিত উপদ্রব। এবং চা অথবা তামাক সেবন জনিত অগ্নিমান্দ্য রোগে এবিস নাইগ্রার প্রয়োগ হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ

মন।—* অতিশয় অপ্রফুল্লতা ও বিষণ্ণতা। স্নায়বীয়তা, চিন্তা বা অধ্যয়ন করিতে পারা যায় না। মস্তক।—শিরোঘূর্ণন। মস্তক ভাল বোধ হয় না। মৃদু মৃদু শিরো-বেদনা। আরক্ত গণ্ডদ্বয় সহ উত্তপ্ত মস্তক। কর্ণ।—বাম কর্ণের বহির্দ্বারে বেদনা। গলমধ্য।—গলায় অবরোধ অনুভব। গল-নলীর নীচের প্রান্তের দিকে যেন কিছু লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভব। ( উপরের প্রান্তে, ল্যাক-এসি ) আমাশয়।—রাত্রিতে ক্ষুধিত ও জাগ্রত। * প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব; কিন্তু মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। * পরিতৃপ্ত ভোজনের পর যাতনা। যেন সকলই গ্রন্থিবদ্ধ হইয়াছে আমাশয়ে অবিরত এরূপ একপ্রকার যাতনা অনুভব, দুর্ব্বল হইলে উহার আতিশয্য। * আমাশয়ে যেন একটা সিদ্ধ শক্ত ডিম্ব অজীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে এরূপ অনুভব। মল।—* কোষ্ঠবদ্ধ। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—বিলম্বিত বা বিলুপ্ত ঋতু। হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের গুরু, ধীর স্পন্দন; তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। দেহ।—সহজে বেদম হইয়া পড়া। শ্বাস-কৃচ্ছ্র। কটিতে বেদনা ( বেল, কল, সিমি, পল, ক্রিয়ো )। অস্থিতে আমবাতের বেদনা ও অবিরাম বেদনা। একবার উত্তাপ একবার শীত। নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা, রাত্রিতে কুস্বপ্ন সহ জাগ্রততা ও অস্থিরতা।

সমগুণ।—ব্রাই, ক্যাম ইগে, নক্স-ভম, ল্যাক্ট-এসি।

# এব্রোটেনম—সাদারণ উড।

কম্পোজিটী জাতীয় এই গুল্ম দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে। ইহার সরস পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়

ক্রিয়া।—পরিপোষণ-যন্ত্রমণ্ডলে এব্রোটেনমের প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া পরি পোষণ-ক্রিয়ার অতিশয় অবসাদন জন্মে, এবং উপক্রত পরিপাক-ক্রিয়া, অতিশয় শীর্ণতা ও শরীর-ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। *এজন্য শিশুদিগের শরীরক্ষয় ( মারাসমাস ) রোগের চিকিৎসায়ই প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তান্তব ও মাস্তব বিধান-তন্তুতেও

ইহার ক্রিয়া দর্শে। স্নায়ুমণ্ডলে ইহার মুখ্য ক্রিয়া দর্শিয়া স্নায়ুর রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয় এবং স্নায়বীয় বেদনা সংযুক্ত স্পর্শ-জ্ঞান-পরিশূন্যতা ও পক্ষাঘাত জন্মে। এই স্নায়বীয় বেদনায় অতিশয় অস্থিরতা জন্মায় এবং নড়িলে চড়িলে বেদনার উপশম পড়ে।

আময়িক প্রয়োগ।—* শিশুদিগের শরীর-ক্ষয় রোগ; কুপোষণ বশতঃ শীর্ণতা জনক রোগ; আমবাত, বিশেষতঃ প্রাদাহিক আমবাত, (স্ফীততার পূর্ব্বে); গ্রন্থি-বাত; গ্যাষ্ট্রালজিয়া; গ্যাষ্ট্রালজিয়ার বিলোপ বশতঃ মন্দফল; শিশুদিগের কুরণ্ড; ক্লোরোসিস; স্ফোটক; এই সকল রোগে এব্রোটেনম ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ব্যাকুলতা, অপ্রসন্নতা, বুদ্ধির জড়তা। শিশুর অপ্রফুল্লতা, ক্ষণরাগিতা। মস্তক।—মাথা তুলিয়া রাখিতে পারা যায়না (হ্যাট-মিউ, ভিরাট-এল্ব)। মস্তকের কেশাবৃত ভাগে ক্ষত; ও কণ্ডূয়ন। মস্তকের অবিরাম বেদনা ও পূর্ণতা। কর্ণ।—কর্ণে মধুমক্ষিকার ন্যায় গুণ্ গুণ্ শব্দ; দক্ষিণ কর্ণ হইতে বাতাস নিঃসরণ। চক্ষু।—০ চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, নিস্তেজ দৃষ্টি। নাসিকা।—নাসিকার শুষ্কতা; ০ বালকদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাত। মুখমণ্ডল।—০ বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিততা (ব্যারা)। শীর্ণতা সহ বয়োব্রণ (সল)। মুখ-মধ্য।—আঠা আঠা, অম্ল আস্বাদ। জিহ্বায় ঘা। মুখ-বিবরের উত্তপ্ততা ও শুষ্কতা। আমাশয়।—চর্ব্বণকর ক্ষুধা; অতিক্ষুধা, অথচ শরীরের শীর্ণতা-প্রাপ্তি। অম্লত্বের ন্যায় জ্বালা। ০ আমাশয় যেন ঝুলিতেছে অথবা জলে সাঁতার দিতেছে এরূপ অনুভব, তৎসহ শীতলতা। কর্ত্তন, চর্ব্বণ, ও জ্বলনবৎ বেদনা, রাত্রিতে উহার আধিক্য। উদর।—উদরের অতিশয় স্ফীততা। ০ উদরের নানাস্থানে শক্ত শক্ত পিণ্ড। অন্ত্রে দুর্ব্বলতা ও নিমগ্নতা অনুভব। মল।—০ ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাচিত অবস্থায় নিঃসরণ। ০ সহসা অতিসার প্রশমিত হওয়াতে আমবাত। কোষ্ঠবদ্ধ। ০ পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ। (এণ্ট-ক্রুড)। স্পর্শে বা মলত্যাগকালে জ্বালা সহ বলিনির্গমনশীল অর্শ। জননেন্দ্রিয়।—(পুং) ০ বালকদিগের কুরণ্ড, বিশেষতঃ আরক্ত জ্বরের পরে। (স্ত্রী) বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে চিড়িক-মারা বেদনা। ০ নবজাত সন্তানের নাভী হইতে রক্ত ও রস ক্ষরণ। শ্বাস-যন্ত্র।—শীতল বায়ুতে এক প্রকার অবদরণ অনুভবের উৎপত্তি (হাইড)। উত্তপ্ত বায়ু নিঃশ্বসনের ন্যায় অনুভব। শ্বাসকৃচ্ছ্র, ০ ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহের পরে রোগাক্রান্ত-পার্শ্বে, বিমুক্তভাবে শ্বাস-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক, প্রচাপন-অনুভব সদৃশ, অবশেষের বিদ্যমানতা। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—আমবাতে বক্ষঃস্থলের অনুপ্রস্থে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র ও উগ্র বেদনা। ০ হৃৎপিণ্ডে আমবাতের স্থান-বিকল্প। দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র নাড়ী। পৃষ্ঠ।—ত্রিকস্থানে বেদনা। কটিদেশে, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত, গুরু বেদনা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—সঞ্চালনে অসামর্থ্য। দেহ-শাখার দুর্ব্বলতা। ০ শরীরের, বিশেষতঃ জঙ্ঘাদ্বয়ের শীর্ণতা। পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের স্পর্শ-দ্বেষ ও পঙ্গুতা; প্রাতে উহার আতিশয্য (রস)। হস্তাঙ্গুলীতে অবশতা অনুভব (কোন, ফস, সিকে)। **দেহ**।—দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতা অনুভব; উত্তেজিত হইলে কম্পন। গ্রীবা ও পৃষ্ঠে, বক্ষঃস্থলে ও হস্ত-পদে আমবাতের বেদনা। সর্ব্বশরীরের পঙ্গুতা ও স্পর্শ-দ্বেষ। **নিদ্রা**।—অস্থির নিদ্রা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। **জ্বর**।—০ আমবাতের আক্রমন কালে তীব্র জ্বর। ০ ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে শীত সহ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য-জনক বিলেপী জ্বর; শরীর-ক্ষয়। **চর্ম্ম**।—০ চর্ম্ম লোলিত; শিথিল হইয়া ঝুলিয়া থাকে; ক্ষয়। ০ স্ফোটক (হিপার সলফারের পর)। **উপযোগিতা**।—শিশুদিগের পক্ষে সবিশেষ, ও বালকদিগের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

**সমগুণ**।—এগার, ব্যারা, ব্রাই, কোন, সিমি, জেল, ফস, রস, জিঙ্ক।

# এমিল নাইট্রাইট—নাইট্রাইট অব এমিল।

এমিল নাইট্রাইট ঈষৎ পীতবর্ণ, তৈলময়, অতিশয় উদ্বায়ী, অত্যন্ত দাহ্য, জল অপেক্ষা লঘু একপ্রকার তরল পদার্থ। নাইট্রিক এসিড সহকারে এমিলিক এলকোহল (ফিউসেল অয়েল) মৃদু তাপে উত্তপ্ত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। শততমিক পদ্ধতিতে এলকোহল সহযোগে ইহার ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার কয়েক বিন্দু এক একবার আঘ্রাণ দ্বারা প্রয়োজিত হয়।

**ক্রিয়া**।—নাইট্রাইট অব এমিলের সহিত হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের অন্য কোন ঔষধের বিশেষ সাদৃশ্য বা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। তবে গ্লনয়েন ও বেলেডোনার সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। গ্লনয়েনের ন্যায় এতদ্বারা ধমনীর শিথিলতা জন্মে ও সেই শিথিলতা রক্ত সঞ্চয়ের ন্যায় দেখায়। কিন্তু গ্লনয়েন জনিত রক্তসঞ্চয় প্রবল ও সবেগ, এবং সর্ব্বদাই উহাতে বেদনানুভব বিদ্যমান থাকে। মস্তিষ্কের ধমনীতে প্রবল বেগে রক্তের গতি বশতঃ এমিল জনিত রক্তসঞ্চয় জন্মেনা, কেবল ঐ সমস্ত রক্তবহা নাড়ীর শিথিলতা নিবন্ধন উহা মৃদুভাবে রক্তপূর্ণ হয়। এমিলের ক্রিয়ায় প্রায়ই মস্তকে বেদনা জন্মে না, তবে ইহার ক্রিয়ার আতিশয্য বশতঃ কথন কথন শিরোবেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমিল জনিত মস্তকের রক্তপূর্ণতা ক্ষণস্থায়ী, বেলেডোনার ন্যায় স্থায়ী নহে। এমিলের ক্রিয়া প্রায়ই দুই তিন মিনিটের অধিক থাকে না। এবং ইহার ক্রিয়া অতি সত্বর প্রকাশ পায়। আঘ্রাণ, পান, ত্বকের নিম্নে বস্তিপ্রয়োগ যে কোন প্রকারে কেন এমিল ব্যবহার করা যাউকনা, ত্রিশ বা চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মুখমণ্ডলের আরক্তরাগ; এবং মস্তক, মুখমণ্ডল ও গ্রীবায় ঘর্ম্মের সূচনা জন্মে। অনধিক পরিমাণে অর্থাৎ কয়েক বিন্দুমাত্রায় এমিল অঘ্রাণ করিলে মস্তকের পূর্ণতা ও প্রসারণ

অনুভব, পরিশেষে উহার তীব্র বেদনায় পরিণতি, তৎপরে মুখমণ্ডলের অতিশয় আরক্ত-রাগ; গভীর, আয়াস-সাধ্য শ্বাস, এবং অত্যন্ত দ্রুত ও প্রবল হৃদ্‌ক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল লক্ষণ এত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় যে এইগুলি সমস্তই এক সময়ে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কখন কখন হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ অন্যান্য লক্ষণের পূর্ব্বেই স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নাইট্রাইট অব এমিলের বিষক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকলের পক্ষাঘাত ও অতিশয় প্রসারণ জন্মে সুতরাং ক্ষণকাল হৃৎপিণ্ডের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠে। তৎপরে আরও এমিল আঘ্রাণ করিলে হৃৎপিণ্ডে বেগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পরিশেষে একেবারেই উহার শক্তি বিলুপ্ত হয়। ডাঃ উড বলেন যে ইহার বিষক্রিয়ায় প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ও ঐচ্ছিক গতির যে হ্রস্বতা জন্মে তাহা পৃষ্ঠবংশ-মূলক। এমিল দ্বারা পৃষ্ঠবংশের গতিজনন-স্নায়ুমূলের প্রবল অবসাদ উৎপন্ন হয়। স্নায়ু ও পেশীতেও অতি অল্প পরিমাণে এই প্রকার ক্রিয়া জন্মে। জ্ঞানজনন-স্নায়ু ও স্নায়ুমূলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মৃত্যুর আসন্নকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিদ্যমান থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আনন্দাদির মন্দফল।—হৃৎপিণ্ডের শক্তির সাক্ষাৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতীত যে সকল স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর প্রসারণ, ও শরীরের উপরিভাগের আরক্ত রাগ ও উত্তপ্ততা উৎপন্ন হয় তাহাতেই এমিল সমমতানুসারে মুখ্যতঃ প্রয়োজ্য। সুতরাং আনন্দ, ভয়, শোকাদি মনোভাব জনিত শারীরিক বিকারে, সহসা মুখের আরক্তরাগ, ধমনীর প্রসারণ, নাড়ীর দ্রুততা এবং হৃদস্পন্দনের আধিক্য লক্ষণে এমিল উপযোগী।

হৃদ্রোগ।—হৃৎশূল হৃৎপিণ্ডের পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ জন্মে, এমিল সেই পেশীর শিথিলতা জন্মাইয়া এই রোগে উপকার করে। রোগের আবেশকালে ইহার আঘ্রাণ লইলে শীঘ্রই যাতনার বিরাম পড়ে। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য ক্রিয়া-বিকার জনিত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। নাইট্রাইট অব এমিলের ক্রিয়ায় ভেসোমোটর স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মে। সুতরাং মস্তক-বক্ষাদি শরীরের নানাস্থানে রক্ত-সঞ্চয়ে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। ইহার বিষ-ক্রিয়ায় মুখমণ্ডল আরক্ত ও স্ফীত এবং শ্বাস অতিশয় আয়াসিত হয়। হৃৎ-স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠে বটে কিন্তু উহার বলের লাঘব জন্মে। হৃৎপিণ্ডে একপ্রকার আকুঞ্চন অনুভূত হয়। তজ্জন্য রোগীকে উঠিয়া বসিতে হয়। সাধারণতঃ মূত্রে অল্প পরিমাণে অণ্ডলাল মিশ্রিত থাকে। রোগীর এতই অনুভবাধিক্য জন্মে যে সামান্য কারণে, এমনকি দ্বার উদঘাটনে পর্য্যন্ত তাহার মুখ-রাগ উৎপন্ন হয়। এজন্য হৃদ্বৃদ্ধি; শ্বাস-কাস; মূর্চ্ছা; ও অন্যান্য অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের যাতনা, হৃৎ-ক্রিয়ার গোলযোগ, এবং গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের প্রবল স্পন্দন লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ হয়।

শ্বাসকাস।—এই রোগেও এমিল উপকারী। এতদ্দ্বারা সত্বর শ্বাসকষ্ট নিবারিত, ও উহার পুনরাক্রমণ নিবৃত্ত হয়। শ্বাস-রোধের আশঙ্কা বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাসে; ও ব্রাইট-রোগের শ্বাস-কৃচ্ছ্রে, এমিল উপশমপ্রদ।

আক্ষেপ।—ডাঃ স্যাণ্ডারসন বলেন যে এই ঔষধে আক্ষেপ শিথিল করে। ডাঃ এনষ্টি আমাশয়ের আক্ষেপে ইহা ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হুপশব্দ কাসেও কেহ কেহ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ডাঃ বিচার্ডসন বলেন যে তিনি ষ্ট্রিকনিয়া দ্বারা বিষাক্ত ভেকের আক্ষেপ এমিল প্রয়োগে নিবারণ করিয়াছেন। অতএব ষ্ট্রিকনিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে ও ধনুষ্টঙ্কার রোগে তিনি এমিল আঘ্রাণ বা চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। অপস্মার রোগেও এমিল প্রয়োজিত হইয়া থাকে ও উপকার করে। রোগের পূর্ব্বসূচনা উপস্থিত হইবা মাত্র এই ঔষধ আঘ্রাণ করিলে আবেশ নিবারিত হয়। ডাঃ ক্রিচটন বলেন যে যে সকল অপস্মারে ক্রমাগত আক্ষেপ ও এক আবেশের অব্যবহিত পরেই আবার আবেশ উপস্থিত হয় অর্থাৎ ষ্টেটস এপিলেপ্টিকস রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেল কয়েক জন অপস্মারগ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধ দুই হইতে পাঁচ বিন্দু মাত্রায় গঁদের মণ্ড সহকারে দিনে তিনবার প্রয়োগ করিয়া ঘন ঘন রোগাক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। অপস্মার যখন ঘন ঘন উপস্থিত হয় তখনই এই ঔষধ উপকারী। তিন সপ্তাহ বা একমাস বিরামের পর রোগ উপস্থিত হইলে এই প্রকারে এমিল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি বলেন যে কোন কোন রোগীর পক্ষে ইহা, পূর্ণমাত্রায় ( ২০-৩০ গ্রেণ ) ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, কাহারও পক্ষে ব্রোমাইড অব পটাসিয়ম ইহা অপেক্ষা উপকারী। কোন কোন রোগীর, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এই ঔষধ সেবনে শিরোঘূর্ণন ও উত্তাপাদি অসুখকর লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব প্রথম প্রথম শয়নাবস্থায় ও অল্প মাত্রায় ইহা ব্যবহার করা উচিত।

স্ত্রী-রোগ।—রজোনিবৃত্তি কালে স্ত্রীলোকদিগের যে শরীরের নানাস্থানে এক প্রকার উত্তাপ ও জ্বালাদি জন্মে তাহাতে এমিল অতিশয় উপকারী। ডাঃ হেল একবিন্দু মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহার কাহার এক বিন্দুর তৃতীয় বা ত্রিংশ অংশ পর্য্যন্তও সহ্য হয় না। অতএব তিনি একড্রাম রেক্টিফায়েড স্পিরিটে দুই বিন্দু মিশ্রিত করিয়া উহার তিন হইতে পাঁচবিন্দু চিনিতে করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার, এবং উত্তাপাবেশ ( ফ্লশিং ) উপস্থিত হইবামাত্র আর এক বার ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ এই ঔষধে সত্বফল দর্শে। কখন কখন এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করান আবশ্যক হয়। রোগীর ঔষধ অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন যে রজোনিবৃত্তিকালে মুখ-রাগ ও শিরোবেদনাসহ; অপর হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ সংযুক্ত; ঋতু-বৈষম্য ও জরায়ুর রক্তস্রাবাদিতে এমিল ব্যবহৃত হয়।

**বিষম জ্বর।**—ইন্দোরের ডাঃ সণ্ডার্স এমিল অতিশয় ঘর্ম্মকর বলিয়া জ্বরে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি ২ ফোঁটা এমিল, ২ ফোঁটা ধনিয়ার তৈলের সহিত অথবা কেবল ২ ফোঁটা এমিল একখণ্ড ক্ষুদ্র লিণ্টে করিয়া আঘ্রাণ করিতে দেন। ৫। ৭ মিনিট আঘ্রাণ করিতে করিতে রোগীর শ্বাস ও নাড়ী দ্রুত ও গাত্র উষ্ণ হইয়া উঠে। শরীর উষ্ণ হইলে ঔষধ আঘ্রাণ স্থগিত রাখিতে হয়। তৎপরে প্রভূত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। কাহার কাহার উষ্ণ বা ঘর্ম্মাবস্থা ব্যতীতও জ্বর বিরাম পড়ে। এই প্রকারে কেবল এমিল ব্যবহারেই জ্বরের পুনরাক্রমণও নিবারিত হয়। কখন কখন কুইনাইন ব্যবস্থা করাও আবশ্যক হয়।

**অন্যান্য রোগ।**—অর্কাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মিতে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। এমিল আঘ্রাণে বা সেবনে সামুদ্রিক বিবমিষার নিবৃত্তি হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে অক্ষিগহ্বরের স্নায়ুশূলে প্রথমদশমিক শক্তির নাইট্রাইট অব এমিল দশবিন্দু রুমালে করিয়া আঘ্রাণ করিলে সত্বর বেদনা নিবারিত হয়। পুনরায় বেদনা উপস্থিত হইলে দুই আউন্স পরিস্রুত জলে এই ঔষধের পাঁচবিন্দু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর বেদনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করা আবশ্যক হয়।

নাইট্রাইট অব এমিলের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রোগীর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব কাহার কি পরিমাণ সহ্য হইবে তাহা সুবিজ্ঞ চিকিৎসক স্বয়ং নিরূপণ করিয়া লইবেন। বাতাসাদি লাগিলে ইহার গুণ নষ্ট হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—যেন কিছু ঘটিবে এরূপ উৎকণ্ঠা; বিমল বায়ু সেবন আবশ্যক হয়। **মস্তক**—বামদিকে বিবর্দ্ধিত শিরঃপীড়া। * মস্তকে অতিশয় পূর্ণতা অনুভব সহকারে মস্তকে উত্তাপ দপদপ। * মস্তকে ও কর্ণে আঘাত, দপদপ, ও বিদারণবৎ অনুভব, তৎসহ গলা ও হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন ( * বেল, * হাইও; ষ্ট্রাম )। শঙ্খদ্বয়ে অশিথিলতা অনুভব সহকারে দৃশ্যমান স্পন্দন বিশিষ্ট দপদপ ( গ্লন )। কিছু যেন উপরের দিকে প্রধাবিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব, এবং মস্তক-শিখরে দপদপ। **চক্ষু।**—* ০ একদৃষ্টি বিশিষ্ট, বহির্ম্মুখ চক্ষু ( * বেল, হাইও, ওপি )। ০ বহিরাগত অক্ষি-গোলক বিশিষ্ট গলগণ্ড। ( অক্ষি-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দর্শনে ) অক্ষিমণ্ডলের শিরা বিবর্দ্ধিত, স্ফীত ও কোঁকড়ান; ধমনী স্বাভাবিক। **কর্ণ।**—* কর্ণে অতিশয় দপদপ। **মুখমণ্ডল।**—* মুখরাগ; মুখমণ্ডলের আরক্ততা, অনন্তর স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডুরতা ( গ্লন )। মুখরাগ, তৎপরে মুখমণ্ডলের শিরার স্ফীততা। মুখমণ্ডলের অতিশয় উত্তাপ ও আরক্ততা, রক্ত যেন চর্ম্মের অভ্যন্তর দিয়া বাহির হইবে এরূপ অনুভব ( * বেল )। **গল-মধ্য।**—* কণ্ঠনালীর প্রত্যেক পার্শ্বে, গলার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের পাশাপাশী গলায় অবরোধ অনুভব ( * বেল, * ষ্ট্রাম )। * গল-বন্ধ অতিরিক্ত কষা বোধ ও উহা ঢিলা করিয়া দিবার ইচ্ছা।

**শ্বাস-যন্ত্র।**—* গলার আকুঞ্চন অনুভব বক্ষস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠ-নালীতে শ্বাস-কৃচ্ছ্র, ও শ্বাস-কাসের ন্যায় অনুভব জন্মায়, তৎসহ উদ্গার তুলিতে ইচ্ছা হয়। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—* হৃদগ্র প্রদেশে অতিশয় উৎকণ্ঠা। * কোন কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের স্পন্দনের অতিশয় সুস্পষ্টতা ( * একন, * বেল, * ভিরেট-ভি )। * হৃৎপিণ্ডের অতিশয় গৌরব এবং হৃৎক্রিয়ার গোলযোগ ( * একন )। * হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে অবিরাম বেদনা ও আকুঞ্চন ( ক্যাক্ট, গ্নিলি )। পরিবর্ত্তন শীল, অসম, উৎক্ষেপযুক্ত নাড়ী। ০ অতিশয় যন্ত্রণাযুক্ত হৃৎশূল। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্লান্তি অনুভব। * হস্তদ্বয়ের কম্পন। **দেহ।**—* সমগ্র শরীরে দুর্ব্বলতা, ও শিথিলতা অনুভব। * সাধারণতঃ সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম্ম।

**সমগুণ।**—একন, * বেল, ক্যাক্ট, * গ্লন।

# এরম ড্রেকোনাইটম।

এরেসী জাতীয় সকল প্রকার মূলেই এক প্রকার তীব্র বিষাক্ত পদার্থ আছে। এরো-রুট ও এই জাতীয় উদ্ভিদ। বিষাক্ত অংশ বিদূরিত করিয়াই বাণিজ্যের এরোরুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরক ড্রেকোনাইটম, এরম ট্রিফাইলম ও এরম কুইনেটম এই তিন প্রকার এরমের বিষলক্ষণে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ডাঃ হার্টের পরীক্ষায় এরমড্রেকোনাইটম এবং ক্যালেডিয়মের ক্রিয়ায় ও সাদৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয় পদার্থেই জননে-ন্দ্রিয়ের কণ্ডূয়ন ও অসামর্থ্য ; শীতপিত্ত ও অন্যান্য প্রকার উদ্ভেদ ( সম্ভবতঃ স্নায়বীয় কারণ জনিত ); এবং স্বরযন্ত্র-প্রদাহ উৎপন্ন ও আরোগ্য হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে ড্রেকোনাইটমও এরম ট্রিফাইলমের ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন করে, কিন্তু ড্রেকোনাইটমের ক্রিয়া ট্রিফাইলমের অপেক্ষা শ্বাস-যন্ত্রের নিম্নাংশেই জন্মে। ট্রিফাইলম স্বারযন্ত্রিক কাস জন্মায়। ড্রেকোনাইটমের ক্রিয়া কণ্ঠনলী ও শ্বাস-নলীতে জন্মে এবং উহাতে শ্বাস-নলীর এক প্রকার প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হয় এবং প্রথমতঃ জ্বালাকর জলবৎ স্রাব, অনন্তর পুয বা পুয ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব পীতাভ পুযাক্ত নিষ্ঠীবন, তৎসহ অতিশয় জ্বালা ও অবদরণ, এবং প্রবল প্রদাহের অন্যান্য লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার মূলের অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ হার্ট অপ্রবৃদ্ধ বা পুরাতন স্বারযন্ত্রিক রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। একজন রোগীর সর্দ্দি লাগিয়া রাত্রে শ্বাস-কাসের আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল। লোবেলিয়া ও টার্টার এমেটিক সেবনে কোন উপকার না হওয়াতে এরম ড্রেকোনাইটম প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ কয়েক মাত্রা ব্যবহারে রোগের আক্রমণ নিবৃত্ত হয়। তিন

বৎসর বয়সের একটী বালকের ক্রুপের ন্যায় কাস, স্বরভঙ্গ, গলা-বেদনা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, স্বারযন্ত্রিক প্রশ্বাস, বায়ু-পথের অতিশয় স্ফীততা ও শ্বাসরোধের আশঙ্কা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়াছিল। এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রমের একমাত্রা সেবনে কুড়ি মিনিটের মধ্যে রোগের উপশম জন্মে, তিন মাত্রা সেবনের পর শিশু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ঘুমায়। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ও অন্যান্য চিকিৎসকগণও এইপ্রকার অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ডাঃ হার্ট বলেন যে তাঁহার নিজের বার বৎসর যাবৎ পুরাতন মুষ্ক-কণ্ডূয়ন রোগ ছিল, এই ঔষধ সেবনে তাহা আরোগ্য হয়। কর্ণরোগেও এই ঔষধে উপকার দর্শিতে পারে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে চিড়িক-মারা বেদনা। এই বেদনা ক্ষণকাল থাকে বটে কিন্তু বারে বারে উপস্থিত হয়, এবং যখন বেদনা না থাকে তখন কর্ণের মধ্যভাগে একপ্রকার পূর্ণতানুভব ও সামান্য বেদনা থাকে। কর্ণে একপ্রকার উষ্ণতা ও পূর্ণতা অনুভব। বামকর্ণ-নলে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—* গলার মধ্যে শুষ্কতা ও যাতনা অনুভব, অবদরণ ও পূর্ণতা অনুভব, এই অনুভব বাস্তবিক কষ্টপ্রদ নহে কিন্তু বিরক্তিকর। * খক্ খক্ কাস; *স্বরভঙ্গ; কতকটা গাঢ় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। গিলিয়া ও কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিবার অবিরত প্রবৃত্তি। * গল-মধ্যে অবদরণ ও স্পর্শাসহ্যতা। * গলায় অবিরত অবদরণ। * অবিরত কাস, প্রাতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ। মুখে বিস্বাদ। একপ্রকার মলিন, পচা আস্বাদ আঠাবৎ শ্লেষ্মাদ্বারা জিহ্বা ও মুখের আচ্ছন্নতা। গাঢ়, পীতাভ শুভ্র পূযময় নিষ্ঠীবন। প্রবল কাস। গলার অবদরণ ও পূযময় নিষ্ঠীবন। স্বরযন্ত্র।—* স্বরযন্ত্রে বিবর্দ্ধিত বেদনা, এবং কাসিবার অতিশয় প্রবৃত্তি। * প্রায় দুইপ্রহর রাত্রির সময় অতিশয় শ্বাসকষ্ট, শীঘ্র উহার বিরতি, তৎপরে স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ। * কখন কখন বক্ষঃস্থলে অতিশয় বেদনা সহকারে শ্বাস-কষ্টের আবেশ ও তৎসহ সর্ব্বদা স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা-নিঃস্রব। স্বরযন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে গাঢ়, ভারী, পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ পূয নিষ্ঠীবন। বহুব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সময় ক্রুপের ন্যায় কাস, স্বরভঙ্গ ও গলার অবদরণ। আমাশয়।—বাতাধ্মানবশতঃ অন্ত্রে বেদনা। আমাশয়-গহ্বরে শূন্যতা অনুভব। উদরে বেদনা ও সরলান্ত্রে জ্বালা সহকারে অন্ত্র হইতে পিত্তময় মল নিঃসরণ। মূত্র-যন্ত্র।—দুর্নিবার মূত্র-প্রবৃত্তি, মূত্রের পরিমাণের স্বল্পতা, বর্ণের অতিশয় আরক্ততা, মূত্রত্যাগে মূত্রমার্গে জ্বালা ও যন্ত্রণা। (মুখ্য লক্ষণ)। দিবাভাগে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূত্রপ্রবৃত্তি; স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা চারি পাঁচগুণ মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি। মূত্রমার্গের মুখে, বিশেষতঃ মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও সামান্য যাতনা। (গৌণ লক্ষণ)। জননেন্দ্রিয়।—ঔষধ পরীক্ষাকালে সঙ্গমপ্রবৃত্তির অতিশয়

হ্রস্বতা ও অভাব, উপস্থের শিথিলতা ও কোমলতা। পুরাতন মুষ্ক-কণ্ডূয়ন। **শ্বাসযন্ত্র।**—রাত্রির প্রথমাংশে সুনিদ্রা, কিন্তু * প্রায় দুই প্রহর রাত্রির সময় এক প্রকার শ্বাসকাসের আক্রমণের ন্যায় অতিশয় শ্বাসকষ্ট সহকারে জাগরণ, এবং শীঘ্র উহার বিরতি। * বক্ষঃস্থলে অতিশয় বেদনা, এবং স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনলীতে অধিক শ্লেষ্মাস্রাব সহ সময়ে সময়ে শ্বাস-কষ্টের আবেশ। হৃদগ্রপ্রদেশে ও বামবাহুতে সামান্য বেদনা, হস্ত ও মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ এবং হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়া। পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠবংশানুক্রমে, বিশেষতঃ স্কন্ধাস্থি দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ও কটিদেশে বেদনা; কটির অনুপ্রস্থে অতিশয় দুর্ব্বলতা; অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—হস্তাঙ্গুলীতে রক্তের গতিরোধের ন্যায় ঝিন ঝিন বা অল্প অল্প হুলবেধ অনুভব। পায়ের অঙ্গুলীতে রক্তের চলাচল অবরোধের ন্যায় ঝিন ঝিন বা হুলবেধবৎ অনুভব। হস্তের তালুতে অস্বাভাবিক উত্তাপ। পদতল-জ্বালা।

**সমগুণ।**—এরম, এইলান্থ আর্জ্জ, বেল, কষ্ট, কার্ব্বো, ইরিঞ্জ, হিপার, ইত্যাদি।

# এরেলিয়া রেসিমোসা—এমেরিকান স্পাইকনর্ড।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের বনভূমিতে এরেলিয়েসী জাতীয় এই উদ্ভিদ জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—নিউমোগাষ্ট্রীক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া শ্বাস-যন্ত্রে এরেলিয়ার প্রধান ক্রিয়া দর্শে এবং সেই ক্রিয়ার শ্বাস কাস বা ওষধিগন্ধজ জ্বরের (হে-ফিভার) অনুরূপ শ্বাস-রোধের আক্রমণ উপস্থিত হয়।

অধিকার।—শ্বাস-কাস, ওষধিগন্ধজ জ্বর, ও শ্বাস-রোধক প্রতিশ্যায়েই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় এবং উপকার করে। রজকৃচ্ছ্র, শ্বেতপ্রদর, প্রসবান্তিক স্রাবের বিলোপ প্রভৃতিতেও গৃহৌষধ স্বরূপ ইহার ফাণ্টের ব্যবহার হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আমেরিকায় সকল প্রকার কাসেই এরেলিয়া গৃহৌষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এজন্য নিউইয়র্কের ডাঃ জোন্স নিজ শরীরে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বাসকাস রোগ ছিল। এই ঔষধ সেবনে তাঁহার সচরাচর যে প্রকার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত সেরূপ না হইয়া হে-ফিভারের ন্যায় আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি হে-ফিভার, তরল শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাসকাস, এবং কোন কোন প্রকার শ্বাস-রোধক কাসে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন। এতদ্দ্বারা সুস্থ শরীরে শ্বাসকাস উৎপন্ন না হইলেও শ্বাসকাসগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শ্বাসের আক্রমণে উপকার দর্শে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার দশবিন্দু মাত্রায় মাদার টিংচার প্রতি ঘণ্টায় এক একবার ব্যবহার করিয়া

শ্বাসকাসের অনেকটা উপশম জন্মাইয়াছেন। বালকদিগের পক্ষে দ্বিতীয় দশমিক ক্রম উপযোগী। শ্বাস-রোধক প্রতিশ্যায়ের বার্ষিক আক্রমণ, বাতাস-অসহ্যতা, সামান্য বায়ুপ্রবাহে হাঁচির উদ্রেক এবং নাসারন্ধ্র হইতে অধিক পরিমাণ জলবৎ তীব্র স্রাব নিঃসরণ। দুই প্রহর রাত্রির সময় শ্বাসকষ্টসহ জাগরণ, শয়নে অসমর্থতা, ও নাসা হইতে পূর্ব্ববৎ স্রাব নিঃসরণ। হাঁটুতে কনুই রাখিয়া সম্মুখে অবনত হইয়া থাকিলে শ্বাসের উপশম। প্রশ্বাস অপেক্ষা নিঃশ্বাসে অধিক আয়াস। প্রতিশ্যায়ের বিরতির পর ফুসফুস আক্রমণ ও শুষ্ক, কণ্ঠকুজনবিশিষ্ট কাস, এবং পীতবর্ণ, সূত্রবৎ খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা নিঃসরণ; এই সকল লক্ষণাপন্ন হে-এজমা রোগে ডাঃ জোন্স এরেলিয়া দশবিন্দু মাত্রায় দিনে তিনবার প্রয়োগ করিয়া তিন দিবসে রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ হাঁচি, শ্বাস-হ্রস্বতা, বায়ু যৎসামান্য শীতল হইলেই অসুখানুভব লক্ষণে প্রতিশ্যায়েও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। বাধকবেদনা, শ্বেতপ্রদর, এবং অবরুদ্ধ প্রসবান্তিকস্রাবে এরেলিয়ার ফার্ণ্ট সেবনে উপকার দর্শে। বিদাহী, দুর্গন্ধ স্রাব, জরায়ুতে নিম্নাভিমুখে প্রচাপনবৎ বেদনা; স্নায়ুমণ্ডলের ক্ষীণ অবস্থা, ও অতিশয় দুর্ব্বলতা লক্ষণে জরায়ুর পুরাতন শ্বেতপ্রদরে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। কলপেপার বলেন যে এরেলিয়া মূত্র বৃদ্ধি করে এবং বৃক্ক-শিলার বেদনার শান্তি করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**নাসিকা।**—বিদাহী শ্লেষ্মার গতি বশতঃ নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্রের টাটানি (আর্স, এরম, এম-কার্ব্ব, সেপা), তৎসহ নাসা-পক্ষে বিদারণবৎ একপ্রকার স্পর্শ-দ্বেষ। **শ্বাসযন্ত্র।**—শুষ্ক, হাঁসফাঁস শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস; শ্বাস-রোধের উপক্রম অনুভব; নিঃশ্বাস গ্রহণকালে হিস্‌হিস্ শব্দের আধিক্য; উঠিয়া বসা আবশ্যক হয় (আর্স, ষ্টাম্ব); ওষধিগন্ধজ জ্বর। ০ রাত্রিতে আক্ষেপিক কাস, প্রথম নিদ্রার পরে জাগিতে হয়, কাসের জন্য আবার ঘুমাইতে পারা যায় না; গলা তিড়তিড় করিয়া কাস জন্মে, উহার সহিত বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন থাকে; উঠিয়া বসিয়া সবলে কাসিতে হয়; কখন কখন গলায় যেন শল্য রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব বশতঃ কাস উৎপন্ন হয়। শ্বাস-কাসের চরমে স্বল্প নিষ্ঠীবন; অনন্তর উহার বৃদ্ধি এবং উষ্ণ ও লবণাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ। সমগ্র বুকাস্থির নীচে (* রুমেক্স) ও প্রতি ফুসফুসে অবদরণ, জ্বালা, ও যন্ত্রণা অনুভব। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—০ নিম্নাভিমুখে আবেগ ও বেদনা সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

**সমগুণ।**—এণ্ট-টা, আর্স, ইপি, আইও, সাম্বু।

# এলিট্রিস ফেরিনোসা—কলিকরূট।

হিমেডোরেসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ঔপদাহক স্বরূপ এলিট্রিসের ক্রিয়া দর্শে এবং বস্তি-গহ্বরস্থ যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, অনন্তর সর্ব্বাংশের, বিশেষতঃ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পেশীর দুর্ব্বলতা জন্মে।

আময়িক প্রয়োগ।—জরায়ুর পেশীর দুর্ব্বলতা; হরিৎপাণ্ডুগ্রস্তা কামিনীদিগের নিরক্ততা জনিত দুর্ব্বলতা; সর্ব্বাঙ্গীন নীরক্ততা সহ পেশীর দুর্ব্বলতা জনিত কন্দ; জরায়ুর অন্তর্ব্বেষ্টের প্রদাহ; শ্বেতপ্রদর; জরায়ুর পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অভ্যস্ত গর্ভস্রাব বা বন্ধ্যাত্ব;—এই সকল রোগে এলিট্রিস ফলপ্রদ। ডাঃ হেল বলেন যে এলিট্রিস গর্ভাশয়স্থ যন্ত্রের চায়না। ডাঃ হেরিং বলেন যে দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ অথবা পরিপোষণের দোষে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের, যে দুর্ব্বলতা জন্মে, অথচ কোন যান্ত্রিক রোগ থাকেনা, সেই দুর্ব্বলতায়ই এই ঔষধ অত্যন্ত সুপ্রযুজ্য। পরিপাক-ক্রিয়ার ধীরতা ও আধ্মান লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্য; এবং গর্ভাবস্থার বমনেও ইহা উপকারী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।—মস্তকে জড়তা, গুরুতা, ও বিশৃঙ্খলা অনুভব সহ শ্রান্তি, এবং মনঃসংযম করিতে অসামর্থ্য; মনের শক্তি ও তেজের দুর্ব্বলতা। প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা সংকারে যথাকালের পূর্ব্বে প্রভূত রজঃস্রাব।

সমগুণ।—এলো, কল, সিক্ক, ক্রোক, হাইড্রাস, ফির, লিলি।

# এলষ্টোনিয়া কনষ্ট্রিক্টা—বিটার বার্ক।

এপোসাইনেসি জাতীয় এই গুল্ম বা বৃক্ষ নিউ সাউথ ওয়েল্স ও কুইন্সল্যাণ্ডে জন্মে। এলষ্টোনিয়া স্কলারিস ইহার নামান্তর। সেই স্থানের আদিম নিবাসীরা ইহাকে "কুইনাইন বার্ক" বলিয়া থাকে। ইহার উপক্ষারকে এলষ্টোনিন বলে। এলষ্টোনিয়ার বল্কল হইতে অরিষ্ট ও উপক্ষার হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—এতদ্দ্বারা ভেসো-মোটর স্নায়ুর ক্রিয়া স্তম্ভিত হয় এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; এবং অতিসার সংযুক্ত অম্লগ্র জ্বর জন্মে। তৎপরে আরও ইহা সেবন করিলে কম্প, সাধারণতঃ শীতল ঘর্ম্ম, বিরেচন, শিরোঘূর্ণন, ও সবিরাম জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিকার।—রোগান্তিক দৌর্ব্বল্য। জ্বর। অতিসার। রক্তাতিসার। অগ্নিমান্দ্য।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**দুর্ব্বলতা**।—অষ্ট্রেলিয়ার ডাঃ ক্যাথকার্ট এই ঔষধ পরীক্ষা ও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সকল প্রকার তরুণ রোগের পরবর্ত্তী দৌর্ব্বল্যে এবং প্রসব, স্তন্যদান ও অতিসারাদির পরবর্ত্তী দৌর্ব্বল্যে তিনি চায়না অপেক্ষা এলষ্টোনিয়া অধিক ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন। অতএব যে সকল রোগী অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে চায়না সুব্যবস্থেয় নয় বলিয়া এলষ্টোনিয়া ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। **অতিসার**।—গ্রীষ্মপ্রধানদেশে গ্রীষ্মকালীন অতিসারে বিরেচনের সহিত অপাচিত ভুক্তদ্রব্য নির্গত হইলে এমন কি বিরেচন রক্তাঙ্কিত থাকিলে ও ডাঃ ক্যাথকার্ট এই ঔষধ অব্যর্থ মনে করেন। **রক্তাতিসার**।—ম্যালেরিয়া জনিত, অথবা পচা উদ্ভিদাদি মিশ্রিত দুষিত জলপান বশতঃ আমরক্ত রোগেও তিনি ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। **অগ্নিমান্দ্য**।—ক্ষুধা-হীনতাদি লক্ষণাপন্ন সামান্য অগ্নিমান্দ্য রোগেও এই ঔষধে উপকার দর্শে। **জ্বর**।—ডাঃ ক্যাথকার্ট বলেন যে তরুণ রোগের পরবর্ত্তী অনুগ্র জ্বরে, পুরাতন সবিরাম জ্বরে, অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহৃত আবদ্ধ জ্বরে, ও ছদ্ম জ্বরে অর্থাৎ একদিন জ্বর, তৎপরদিন ঠিক সেই সময় আমরক্ত বিরেচনে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। এমন কি এই সকল রোগে ইহা কুইনাইন, বার্ব্বেরিণম, বা চিনি অয়ডিন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জ্বরে ইহার মাদার টিংচার ( মাতৃকারিষ্ট ) অপেক্ষাকৃত একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক করে। মৃদু কাথই প্রশস্ত। অন্যান্য রোগে রোগের পরাক্রম ও রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে মূল অরিষ্ট হইতে দুই দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত একবিন্দু হইতে পাঁচ বিন্দুমাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক করে। অত্যন্ত তিক্ত ও বিস্বাদ বিধায় এলষ্টোনিয়া প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে অতিসার জ্বরাদিতে এলষ্টোনিয়ার চায়নার সহিত সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইহার লক্ষণে চায়নার ন্যায় উপদাহিতা ( ইরিটেবিলিটি ) থাকে না।

# এষ্টিরিয়াস রুবেন্স—ষ্টার-ফিস।

মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া ক্রিয়া-বিকারের অনেক গুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু বিধান-তন্তুর কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন জন্মে না। গুল্মবায়ু ও স্নায়ুশূলের লক্ষণেরই সমধিক প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, এবং এই সকল অবস্থায় ও কোরিয়া ও অপস্মার রোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সন্ন্যাস রোগের পূর্ব্বরূপ স্বরূপ মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয়েও ইহার ব্যবহার হয়। ইহার ক্রিয়ায় শিরা-প্রধান স্থানে উপদাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই উপদাহ কখনও প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হয় না।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।—মাবক-ধাতু-দোষ, শিথিল লসিকা-প্রধান শারীরিক প্রকৃতি, কোপন স্বভাব। কোনপ্রকার চিত্ত-বিকারে, বিশেষতঃ প্রতিবাদে সহজে উত্তেজনার উৎপত্তি (এনা, কোনা)। উত্তপ্ত বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ন্যায় মস্তকে উত্তাপ। মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়। সংন্যাস রোগে বদনের আরক্ততা, নাড়ীর দৃঢ়তা, পূর্ণতা, ও দ্রুততা। স্তনের তরুণ ক্যান্সার, * ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা; স্তনে আকর্ষণী বেদনা; ঋতুর পূর্ব্বে যেরূপ হয় স্তনের সেইরূপ স্ফীততা ও প্রসারিততা; স্তনদ্বয় ভিতরের দিকে আকৃষ্ট অনুভূত হয়। স্তনে একটী সীসবর্ণ মিশ্রিত আরক্ত চিহ্নের প্রকাশ, উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া স্রাব নিঃসরণ; ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্তনাক্রমণ, উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ; উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুর সমুন্নত ও বিপর্য্যস্ত তলদেশ ঈষৎ লোহিত ক্ষতাঙ্কুরে আবৃত। চলনের অদৃঢ়তা; পেশীর ইচ্ছার অনায়ত্ততা (এলম, জেল)। অপস্মার রোগের আবেশ উপস্থিত হইবার চারি পাঁচ দিবস পূর্ব্বে সর্ব্বশরীরে স্পন্দন। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ; নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি; জলপাইয়ের আকৃতি শক্ত শক্ত গোলার ন্যায় মল। অতিসার; জলবৎ, কপিশবর্ণ, প্রবল ধারায় নির্গত মল (ক্রোট, গ্রাট, জ্যাট্র, থুজা)। নারীদিগের সম্ভোগলিপ্সার বৃদ্ধি (লিলি)।

সমগুণ।—মিউরেক্স, সিপিয়া।

## এস্পারেগস—এস্পারেগস অফিসিনেলিজ।

সিলিএসী জাতীয় এই উদ্ভিদ উদ্যানে উপ্ত হয়। ইহার তরুণ অঙ্কুরের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া বৃক্ককে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে, তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের গৌণ রোগ জন্মে। এই দুই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার হইতেই সেই সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অধিক নিঃস্রব-নিঃসরণ বিশিষ্ট প্রাতিশ্যায়িক অবস্থার উৎপত্তি হয়। নাসা-পথে, বায়ুনলী-পথে, মূত্রাশয়েই এই শেষোক্ত ক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—বৃক্ককের রোগ হইতে উৎপন্ন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার জনিত উপদ্রবে, আমবাতে, ও অন্যান্য রোগে; এবং অধিক শ্লেষ্মা ও পূযস্রাবী মূত্রাশয়-প্রদাহে এই ঔষধে ফলপ্রদ। আমবাতে ও বৃক্ক-রোগ জনিত শোথে এস্পারেগস সুপথ্য।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলা; শিরোঘূর্ণন। কপালে গৌরব। শঙ্খদ্বয়ে অবিরাম বেদনা, প্রচাপনে উহার আধিক্য। চক্ষু।—চক্ষুতে সূচী-বেধ ও তুড়তুড়ি। নাসিকা।—বারংবার হাঁচি। ঈষৎ শুভ্র, পাতলা, তরল, দ্রবীভূত স্রাব নিঃসরণ সহকারে মস্তকের ও

নাসিকার প্রবল প্রতিশ্যায়। মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রমার্গে কর্ত্তনবৎ যাতনা ও জ্বালা। বিবর্দ্ধিত মূত্র নিঃস্রব সহকারে পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ (এস্কি-টিউ, ফস-এসি)। মূত্রমার্গের মুখে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ যাতনা সহকারে বারংবার মূত্রত্যাগ। মূত্রের উগ্র ও বিরক্তিকর গন্ধ (এসাফ, বেঞ্জ-এসি, নাই-এসি)। খড়ের বর্ণ; ঘোলা, শাদা পশমের ন্যায় তলানি বিশিষ্ট, মূত্র। ফসফেটস ও ইউরেট অব-এমোনিয়া পূর্ণ স্বল্প মূত্র (০ বৃক্ক-রোগ জনিত শোথে)। ০ মূত্র সহকারে অল্প পরিমাণে শিলারেণু নিঃসরণ। শ্বাস-যন্ত্র।—তুড়তুড়ি ও কাসিবার প্রবৃত্তি। অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট যন্ত্রণাপ্রদ কাস (* ষ্টান)। নড়িলে চড়িলে, অথবা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে আয়াসিত শ্বাস (একন, * আর্স, ক্যাক্ক-কা); শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয় (* আর্স)। বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন, ও সূচী-বেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—* বক্ষস্থলে গৌরব সহ হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া (* ডিজি, ন্যাট-মিউ)। নাড়ীর ঈষৎ বিবর্দ্ধিত বেগ; ক্ষীণতা। দেহ।—পৃষ্ঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমবাতের বেদনা (* একন, * ব্রাই, * রসটক্স)। সন্ধিস্থানে লিথিক এসিডের সঞ্চয়। ০ অতিশয় ক্লান্তি এবং শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি।

সমগুণ।—এপোসা-ক্যান, কনভ্যাল, ডিজি, পারিস, স্কুইলা।

---

# এসক্লিপিয়াস কর্ণিউটাই—এসক্লিপিয়াস সাইরিএকা।

এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ইউনাইটেড ষ্টেটসে রাস্তার ধারে জন্মে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া যকৃতে এস্ক্লিপিয়াসের গৌণক্রিয়া দর্শে, তাহাতে মস্ত ও শ্লেষ্মা ক্ষরিত এবং ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় রক্ত-সঞ্চয়েরও প্রবণতা জন্মে, মস্তিষ্কে ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়েই উহা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

অধিকার।—ঘর্ম্ম বিলুপ্তির পর প্রভূত মূত্রস্রাব লক্ষণাপন্ন রক্তসঞ্চয়িত ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়া। অতিসার। গর্ভবতীদিগের ইউরিমিয়া। স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী শোথ। বৃক্কের রোগজনিত শোথ। হৃদ্রোগজনিত শোথ। সহসা ঘর্ম্মরোধ বশতঃ শোথ। প্রমেহ ও লালামেহ। বৃহৎ সন্ধির বাত। ইনফ্লুয়েঞ্জা। ব্রঙ্কাইটিস।—লক্ষণের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকিলে এই সকল রোগে এস্ক্লিপিয়াস ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শিরঃপীড়া।—ডাঃ হেল বলেন যে ঘর্ম্ম-বা মূত্র-রোধজনিত ও জ্বরসংযুক্ত রক্ত-সঞ্চয়বিশিষ্ট শিরঃপীড়ায়; এবং ঘর্ম্মশূন্য ত্বক্, ক্ষীণ নাড়ী, শীতলগাত্র, শিরঃপীড়ান্তে ঘর্ম্ম বা প্রভূত মূত্রস্রাব লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ উপকারী। শেষোক্ত

শিরঃপীড়ায় ইহা ইগ্নেশিয়া, পলসেটিলা, অথবা জেলসিমিনমের সমকক্ষ। **অতিসার।**—কপিশ বা পীতবর্ণ মল, বিবমিষা ও বমন এবং এক শঙ্খ দেশ হইতে অন্য শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত যেন কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ হইতেছে এরূপ শিরঃপীড়া সংযুক্ত অতিসারে এই ঔষধ ফলপ্রদ **কোষ্ঠবদ্ধ।**—১০ হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় ইহার অরিষ্ট দিনে তিনবার ব্যবহারে কোষ্টবদ্ধ আরোগ্য হইয়াছে। **মূত্র-রোগ।**—মূত্রের সহিত যে সমস্ত অতরল পদার্থ নির্গত হয় কলচিকমের ন্যায় সিল্ক-উইড দ্বারাও তাহা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ ছয় দিবসে ১৩২ গ্রেণ বাড়ে। অতএব যে সকল রোগে এই অতরল পদার্থ সম্যকরূপে নিঃসৃত হয়না সেই সকল রোগে অর্থাৎ গর্ভাবস্থা বা অন্য কোন কারণ জনিত ইউরিমিয়ায় ( মূত্রনাশ-বিকার ) এসক্লিপিয়াস স‌ইরিএকা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ মার্সী বলেন যে মূত্রযন্ত্রে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং কি মূত্র-বৃদ্ধি, কি মূত্রহ্রাস উভয় প্রকার মূত্র-রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়। **শোথ।**—আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথ, ও বৃককের পীড়াজনিত শোথে এই ঔষধ আরোগ্যকর। অতিমাত্রায় এতদ্দ্বারা ছয়দিবসে মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক ৩৫ আউন্স হইতে ১৩৫ আউন্স হইয়াছিল, অতএব গৌণতঃ ইহাতে মূত্রনিঃস্রব অবরুদ্ধ হয়। ফলতঃ ইহার ফাণ্ট ও অরিষ্ট ব্যবহারে অনেকগুলি রোগীর বৃক্ক-রোগজনিত শোথ আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ হেল হৃদ্রোগ জনিত শোথেও এই ঔষধের উপশমকারিতা স্বীকার করেন। সহসা ঘর্ম্মরোধজনিত তরুণ শোথে এবং অন্যান্য সকলপ্রকার শোথেই ইহা উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। **রজঃ-শূল।**—বাধক বেদনায়, ও আশঙ্কিত গর্ভস্রাবের বিরামশীল বেদনায়; ত্রিকদেশ হইতে নিম্নোদরে প্রচাপন, ও স্বল্পস্রাব লক্ষণে এই ঔষধ সমমতে ব্যবস্থেয়। **আমবাত।**—অনেক চিকিৎসক এতদ্দারা বাতরোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ লী বলেন যে ইহা সিমিসিফুগার সমকক্ষ। ডাঃ প্যাটি বলেন যে ছয়জন রোগীর তরুণ আমবাত এই ঔষধে গড়ে আটদিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়াছিল। ইহাদের বৃহৎ সন্ধিতে প্রদাহ, অতিশয় বেদনা ও স্ফীততা ছিল। এতদ্দ্বারা বেদনার বিলক্ষণ শান্তি জন্মে। ডাঃ হেল বলেন যে কলচিকম ও সিমিসিফুগা বিফল হইলে বাতে এই ঔষধ অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহার নিম্নক্রম সম্ভবতঃ অধিক উপযোগী। **কৃমি।**—শুভ্র জিহ্বা; প্রবল শিরোবেদনাসহ অত্যন্ত বিবমিষা, মূত্রাধিক্য ও মল-প্রবৃত্তি, বিবর্দ্ধিত ক্ষুধা; উপস্থের অন্ত্যভাগে সুড়সুড়ি অনুভব; এবং সূত্র-কৃমি;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন; চক্ষুর্দ্বয়ের ব্যবধান স্থানে প্রবল শিরোবেদনা। কপালের অনুপ্রস্থে আকুঞ্চন অনুভব। ঘর্ম্ম-লোপ, অথবা শরীরে অকর্ম্মণ্য পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ ০ শিরঃপীড়া। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, তৎপরে ঘর্ম্ম বা অধিক মূত্রস্রাব ( জেল )। ( বমনান্তে )

যেন কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র এক শঙ্খস্থান হইতে অপর শঙ্খস্থান পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইতেছে এরূপ অনুভব। **মুখমধ্য**।—শুভ্রবর্ণ লেপে জিহ্বা আচ্ছন্ন। **গল-মধ্য**।—গল-কোষে ভুড়ভুড়ি অনুভব। **আমাশয়**।—অত্যন্ত বিবমিষা; প্রবল বমন ও বমনোদ্যম। **মল**।—বিবর্দ্ধিত পিত্তস্রাব ( আইরিস, পড )। ঈষৎ মল-প্রবৃত্তি। বিবমিষা ও বমন সহকারে ( * ইপি, আইরিস ), ও মলদ্বারের অবদরণ সহকারে ( * আর্স, সলফ ) অতিসার। নরম, তরল, ঈষৎ পীতবর্ণ, কতকটা পেট কামড়ানি সংযুক্ত, প্রভূত মল। **মূত্র-যন্ত্র**। মূত্রত্যাগে জ্বালা। বিবর্দ্ধিত মূত্রপ্রবাহ ( ইউপেট, ফস-এসি )। অল্প আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মূত্র। মূত্রে অতরল পদার্থের বৃদ্ধি। ( ব্রাই, কলচি, সিমিসি )। **জননেন্দ্রিয়**।—( পুং ) উপস্থের শেষভাগে সুড়সুড়ি অনুভব। ( স্ত্রী ) ( শোথ বা গর্ভাবস্থায় ) ০ সবিরাম কুন্থনসংযুক্ত, প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা। ( শোথে ) ঋতু বিলোপ। **শ্বাস-যন্ত্র**।—বায়ু-নলীর নিঃস্রবের আধিক্য ( * এন্ট-টার্ট, * ইপি, * ফস, * ষ্টান )। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লাঘব; নাড়ীর মন্দগতি ( * ডিজি, * ক্যান-ইণ্ড, * ওপি )। বমনান্তে নাড়ীর ক্ষীণতা ( * এন্ট-টার্ট )। **নিদ্রা**।—তন্দ্রালুতা; নিদ্রালুতা; রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা। **জ্বর**।—বমনান্তে শরীরের শীতলতা। ঘর্ম্মস্রাব; প্রভূত ঘর্ম্ম।

**সমগুণ**।—* এস্ক্লি-টিউ, এপোসা, ব্রাই, কলচি।

# এসক্লিপিয়াস টিউবরোসা— প্লুরিসি রূট।

ইউনাইটেড ষ্টেটস ও ক্যানেডার শুষ্ক ক্ষেত্রে এই উদ্ভিদ পাওয়া যায়। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাস-যন্ত্রের ও অন্ত্র-প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রধানতঃ এস্ক্লিপিয়াস টিউবরোসার ক্রিয়া দর্শে; অপর, মস্তস্রাবী বিধান-তন্তুতে বিশেষতঃ ফুসফুস-বেষ্টে, ও স্নেহস্রাবী ঝিল্লীতে, এবং পেশীতে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের পেশীতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই সকল বিধান-তন্তুতে ইহা অপ্রবল প্রকৃতির এক প্রকার উপদাহ ও প্রদাহ জন্মায়।

**অধিকার**।—প্লুরোডিনিয়া, আমবাতিক জ্বর, আমবাতিক হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ, কটিবাত, ও অন্যান্য আমবাতিক উপদ্রবেই প্রধানতঃ এই ঔষধের ব্যবহার হয়। ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ, বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ, শিশুদিগের কৈশিক বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ, শর্দ্দি জ্বর, এবং শর্দ্দিজনিত ও পিত্তজনিত অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ বা প্লুরিসি।**—আমেরিকায় এই ঔষধ, সাধারণ লোকেরা প্লুরিসি ও প্লুরিডিনিয়া রোগে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা ইহার ফাণ্ট সেবন করায়। ঘর্ম্ম হইলেই বেদনার নিবৃত্তি জন্মে, এজন্যই ইহাকে প্লুরিসি-রুট বলে। বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস রোগও এই প্রকারে চিকিৎসিত ও আরোগ্য হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সমমতানুসারেও এই সকল রোগে এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি অনুৎকট প্লুরিসি ও ইণ্টারকষ্টেল রিউমেটিজম ( পশুর্কা-মধ্য-পেশীর বাত ) রোগ এই ঔষধের প্রথম দশমিক ক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে বাম ফুসফুসের ভূমিদেশে নিঃশ্বাসে বেদনানুভব, শুষ্ক ও আক্ষেপিক কাস, এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন ফুসফুস-বেষ্টের উপসর্গে এসক্লিপিয়াস উপশমপ্রদ ; এবং দক্ষিণপার্শ্বের তরুণ বেদনা ফুসফুস-বেষ্টে অবস্থিতবৎ বোধ হইলেও ইহা উপকারী। **বালরোগ।**—বালকদিগের বক্ষঃস্থলের ও অন্ত্রের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। এই সকল রোগে এই ঔষধ ইপিকাকের সমতুল্য। বালকদিগের শর্দ্দি ও কাসে, শ্লেষ্মাদ্বারা নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা বশতঃ শ্বাস কষ্টে, প্রতিশ্যায় জনিত ক্রুপের ন্যায় কাসে এবং শ্বাসরোধকর প্রতিশ্যায়ে এসক্লিপিয়াস উপকারী। এই সমস্ত রোগে আনু-ষঙ্গিক জ্বরের তত তীব্রতা থাকে না, গাত্রত্বক উত্তপ্ত, কিন্তু আর্দ্র থাকে। শর্দ্দিজ্বরে বক্ষঃস্থল ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী যুগপৎ আক্রান্ত হইলে অর্থাৎ আঠা আঠা সবুজবর্ণ মলস্রাব থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **শ্বাস।**—বৃদ্ধদিগের শ্বাস ও প্রতিশ্যায় জনিত রোগেও ইহা ফলপ্রদ। তাড়াতাড়ি নিশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা, তৎপরে গৌরবানুভব ; আহারান্তে ও ধূমপানান্তে অতিশয় শ্বাসাভাব ( বেদম হওয়া ) ; হৃদ্প্রদেশে কণ্টক-বেধ বা আকুঞ্চনবৎ বেদনা ; আক্ষেপিক শ্বাসরোগে এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। **পেরিকার্ডাইটিস বা হৃদ্বেষ্টপ্রদাহ।**—ডাঃ হেল এই ঔষধ আমবাতিক হৃদ্বেষ্টপ্রদাহে হৃদ্প্রদেশে চিমটি-কাটার ন্যায় বেদনা, বামস্কন্ধ পর্য্যন্ত সেই বেদনার সম্প্রসারণ, হৃৎস্পন্দ, হৃদ্প্রদেশে সঙ্কোচন অনুভব ও উহার উপরে স্পর্শদ্বেষ, এবং উত্তপ্ত ও আর্দ্র ত্বকবিশিষ্ট জ্বরলক্ষণে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছিলেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে বাতরোগে এই ঔষধ ব্রাইওনিয়া, সিমিসিফুগা, ও কলচিকমের সমগুণ ; এবং হৃৎপিণ্ডের মৃদু আমবাতিক পীড়ায় উপকারী। **রক্তাতিসার।**—প্রতিশ্যায়জনিত আমরক্তরোগে সর্ব্বাঙ্গে আম-বাতিক বেদনা থাকিলে এসক্লিপিয়াস প্রয়োগে সত্বর ফল দর্শে। ইহার মাদার টিংচার বা ১দ ক্রম ব্যবহৃত হয়। **অতিসার।**—ডাঃ মার্টিন বলেন যে এক ব্যক্তির উদরের নিম্নদেশে বেদনা ছিল, এই বেদনা কখন কখন এত প্রবল হইত যে রোগী হাঁটিতে বা গাড়ীতে বেড়াইতে পারিত না। তাহার প্রতিদিন পাঁচ ছয়বার দাস্ত হইত। সময়ে

সময়ে এই বেদনা রাত্রি দুই তিনটার সময় অতিশয় উগ্রভাবে উপস্থিত হইত এবং তখন সহসা মলস্রাব হইত। তৎপরে উদরে এমন স্পর্শদ্বেষ থাকিয়া যাইত যে রোগী হাঁটিতে পারিত না। তামাকের অপব্যবহারে এই সকল লক্ষণ জন্মিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। এই ঔষধের পাঁচ ফোঁটা অরিষ্ট এক আউন্স জলে মিশাইয়া একবার সেবন করাতে পঁচিশ বৎসরের এই অসুখ একেবারে আরোগ্য হইয়াছিল। বেদনাবিশিষ্ট, অতিশয় উগ্র গন্ধ বা নষ্ট অণ্ডের ন্যায় তরল মল, মলস্রাবকালে অন্ত্র যেন বাহির হইয়া পড়িবে এপ্রকার অনুভব; কাল আঠাআঠা মল, মলে চর্ব্বির ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ চিহ্ন, এবং উদরের অভ্যন্তর দিয়া যেন অগ্নির প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে এরূপ অনুভব লক্ষণাপন্ন অতিসারে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা ব্যবস্থা করেন। গণ্ডমালা।—গুটিকা রোগ উৎপন্ন হইবার প্রবল সম্ভাবনা: শরীরের নানাস্থানে তীব্র বেদনা, ও পেশীর স্পর্শ-দ্বেষ, বেদনার স্থান-বিকল্পতা, শক্তির লাঘব, পরিপাক-শক্তি ও সমীকরণ-শক্তির ক্ষীণতা; গ্রীবার গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ; সর্ব্বশরীরে অপচ্যমান ও পচ্যমান পীড়কা;—এই সকল লক্ষণে গণ্ডমালা-দোষে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলত্ব, জড়ত্ব, ও গুরুত্ব; মস্তক ঘূর্ণন। কপালে ও মস্তক-শিখরে অতীব্র শিড়ঃপীড়া, নড়িলে চড়িলে উহার উপচয় এবং শয়ন করিলে উপশম। কাসিবার সময় কপালে বেদনা (ব্রাই)। নাসিকা।—অধিক হাঁচি সংযুক্ত তরল সর্দ্দি (একন)। ফোঁৎ করিলে বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তপাত। নাসিকার কণ্ডূয়ন (* সলফ)। মুখ-মধ্য।—দৃঢ় পীতবর্ণ আবরণে জিহ্বার আচ্ছন্নতা। মুখে পচা আস্বাদ (আর্ণ, মার্ক, * পল); রক্তের আস্বাদ। গল মধ্য।—গলার ঈষৎ আকুঞ্চন ও স্বরযন্ত্রে কণ্টক-বেধবৎ যাতনা। আমাশয়।—বিবমিষা, ও বমন-চেষ্টা। আমাশয়ের স্নায়বীয় বেদনা; চাপক বেদনা; ভার (আর্স, * ব্রাই * নক্স-ভম, * পল); এবং জ্বালা (* আর্স, * কলচি)। উদর।—অস্বচ্ছন্দতা, অথবা তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা সহকারে অন্ত্র-কূজন। আধ্মান জনিত উদর-বেদনা (এলো, কার্ব্বো-ভে, কলোস, লাই)। প্রচাপনে উদরে অতীব্র বেদনা। মল।—দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ (* আর্ণ, * এলো, * ব্রাই, * কার্ব্বো-ভে, * গ্রাফ)। * পূর্ব্বাহ্ণ এগারটার সময় নরম, দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ, তৎপূর্ব্বে অন্ত্র-কূজন। রক্তাতিসারিক; অণ্ডের শ্বেতাংশের ন্যায়; পীতবর্ণ; হরিদ্বর্ণ; আঠা আঠা; পচা অণ্ডের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট (ক্যাল্ক, * ক্যাম); মল। মূত্র-যন্ত্র।—মলিন লোহিত, চূড়ান্ত (উপাদান) পরিপূরিত (স্যাটুরেটেড), সহজে বিগলিত, মূত্র। শ্বাস-যন্ত্র।—* গলার আকুঞ্চন সহ শুষ্ক কাস; উহাতে কপালে ও উদরে বেদনা জন্মে, শুষ্ক, খক্ খক্ কাস। * শ্বাসে বেদনা, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের ভূমিদেশে। শ্বাস-কাসের আবেশের ন্যায় (আর্স), শ্বাসের যাতনা ও আয়াস। * বাম

স্তনাগ্র হইতে নীচের দিকে সঞ্চারিত তীব্র বেদনা, তৎসহ ঘাড়ের বাম পার্শের স্তব্ধতা। * বুকাস্থির পশ্চাতে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণে, অথবা বাহুদ্বয় সঞ্চালনে উহার আতিশয্য। * পঞ্জরাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে, বুকাস্থির সমীপে প্রচাপনে বেদনা, সেই বেদনার দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারণ। * সম্মুখদিকে অবনত হইলে বক্ষঃস্থলের বেদনার শান্তি। * শুষ্ক খক্ খক্ কাস, ও স্বল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে, দক্ষিণ পার্শ্বে, ফুসফুস-বেষ্টে তরুণ বেদনা ( একন, * ব্রাই )। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ডে আকুঞ্চনী বেদনা। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা (একন, ক্যাক্টি, * ব্রাই, কালী-কার্ব্ব, স্পিজি ) নাড়ীর ঈষৎ বেগ-বৃদ্ধি। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—পৃষ্ঠে ও স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা। ত্রিকস্থানের নিকট কটিতে তীব্র বেদনা; কটি-বাত। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—সমস্ত সন্ধিতেই আমবাতের বেদনা ( একন, ব্রাই, রস )। দক্ষিণ স্কন্ধে তীব্র, চিড়িক-মারা বেদনা। বাম স্কন্ধে বেদনা, বাম বক্ষঃ হইতে উহার সঞ্চারণ; **দেহ**।—দীর্ঘকাল রোগভোগের ন্যায় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। **জ্বর**।—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা। শীতল পা সহকারে শীত, উচ্চ তাপ, তৎসহ উত্তপ্ত ঘর্ম্ম। **ত্বক**।—সকল শরীরে, বিশেষতঃ বাহু, জঙ্ঘা, ও মুখমণ্ডলে জলপূর্ণ, অপচ্যমান, ও পচ্যমান উদ্ভেদ, কণ্ডূয়ন ( * সলফ )। **নিদ্রা**।—তন্দ্রালুতা, অস্থির, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা বিরক্তিকর স্বপ্ন।

সমগুণ।—একন, আর্স, এস্কি-কণি, ব্রাই, সিগি, কলোস।

# ওপনশিয়া ভলগারিস—প্রিক্‌লিপিয়ার।

ক্যাক্টস জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস দলের বা সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। নিউইয়র্ক নগরের ডাঃ বার্ডিক ওপনশিয়ার দলের অরিষ্ট আঘ্রাণ করিয়া এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরীক্ষায় চক্ষুর পক্ষ্মরেখায় আকুঞ্চন অনুভব সহকারে চক্ষুর পাতার প্রান্তে জ্বালা ও টাটানি; * আমাশয় হইতে অন্ত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত বিবমিষা, ও অতিসার উৎপত্তির ন্যায় অনুভব; * উদরের নিম্ন তৃতীয়াংশে অবদরণ ও বিবমিষা এবং অন্ত্রগুলি উদরের নিম্নাংশে অবস্থিতবৎ অনুভব; ০ মলিন আঠা আঠা, অবদরণকর, অবসাদজনক, বিবমিষা সংযুক্ত এবং আমাশয় ও অন্ত্রে থল্লীবিশিষ্ট অতিসরে; পর্য্যায়ক্রমে আমাশয় ও অন্ত্রের বিবমিষা; নিম্নান্ত্রের আধেয়গুলি অতিশয় বিদাহী অনুভব; আমাশয়ে অতীব্র বেদনা, এবং থল্লীর সূচনাবৎ অনুভব সহকারে বিবমিষা; শীতলতা ও অবসন্নতা অনুভব;—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই আংশিক পরীক্ষা লক্ষণ দৃষ্টে ডাঃ হেল মনে করেন যে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এবং সম্ভবতঃ উদরের স্নায়ুতে ওপনশিয়ার ক্রিয়া দর্শে। তিনি বলেন যে অত্যন্ত বিবমিষা বিশিষ্ট অতিসার

এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে শিশুদিগের অতিসারে উদরের নিম্নাংশ রোগের মূলস্থান হইতে এই ঔষধে উপকার দর্শে। যুবকদিগের রোগে আমাশয় হইতে অন্ত্র পর্য্যন্ত বিবমিষা ও নিম্নোদরে অন্ত্রগুলি অবস্থিতবৎ অনুভব, অপিচ যেন অতিসার জন্মিবে এপ্রকার অনুভব এই ঔষধের লক্ষণ।

# ওলিয়ম ক্যাজুপটী—ক্যাজুপট অয়েল।

ক্যাজুপট অয়েল মলক্কা দ্বীপস্থ একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্রের তৈল। এই বৃক্ষের বল্কল অতিশয় শুভ্র বলিয়া সেই দ্বীপবাসীরা ইহাকে মেলেলিউকা ক্যাজুপটী অর্থাৎ শ্বেত তরু বলে। ইহার পত্র চোঁয়াইয়া এই তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্যাজুপট অয়েল অতিশয় তরল ও স্বচ্ছ; ইহার আস্বাদ সুগন্ধি ও উত্তপ্ত; মুখে দিলে কিয়ৎকাল পরে মুখে এক প্রকার শীতলতা অনুভূত হয়। ইহার গন্ধের সহিত টর্পেণ্টাইন, ক্যাম্ফর, পেপারমিণ্ট ও গোলাপফুলের সমবেত গন্ধের সাদৃশ্য আছে। ক্যাজুপট অয়েল এলকোহলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে বিচূর্ণ; অরিষ্ট; ও ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**স্নায়বীয় রোগ।**—এই ঔষধে স্নায়বীয় শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, স্নায়বীয় বমন, নিগীরণ-কৃচ্ছ্র, গল-নলীর আক্ষেপিক সংবৃতি, হিক্কা, আধ্মান-শূল রজোবিলোপ, অপস্মার, গুল্মবায়ু, পক্ষাঘাত ( সম্ভবতঃ গুল্মবায়ুজনিত ), এবং অন্যান্য স্নায়বীয় রোগ আরোগ্য হইয়াছে। শিরোঘূর্ণন, গলনলীর আকুঞ্চন, বমন, গুল্মবায়ুর লক্ষণ ক্যাজুপট অয়েলের প্রধান পরীক্ষা-লক্ষণ। **হিক্কা।**—ডাঃ হেল একবার আক্ষেপিক হিক্কায় প্রথম দশমিক শক্তির ক্যাজুপট অয়েল পাঁচবিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হিক্কার শান্তি জন্মিয়াছিল। **গল-রোধ।**—একজন রোগীর প্রতিনিয়ত "গল-রোধ অনুভব" লক্ষণ ইহার কয়েক মাত্রা সেবনে দূরীকৃত হইয়াছিল। **আধ্মান।**—ডাঃ মার্টিন বলেন যে টাইফয়েড জ্বরের উদরাধ্মানে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। **বাহ্য-প্রয়োগ।**—ডাঃ মার্সী বলেন যে চিলব্লেন রোগে প্রাতে ও রাত্রিতে এই তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। ডাঃ হেল উল্লেখ করিয়াছেন যে রুগ্নস্থানে কয়েকবিন্দু মর্দ্দনে এতদ্দ্বারা শিরঃপীড়া উপশমিত হয়; ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের দন্ত-গহ্বরে ইহা লাগাইলে দন্ত-বেদনার শান্তি জন্মে; এবং বাদামের তৈলের সহিত মিশাইয়া তুলায় করিয়া কানে দিলে বধিরতা আরোগ্য হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—কোন বিষয় চিন্তা করিতে অসমর্থতা; ধীরে ধীরে ভাবোদয়; ধীরে ধীরে ও অতিশয় গর্ব্বিত ভাবে বিচরণের ইচ্ছা; একাকী বিচরণের প্রবৃত্তি। **মস্তক।**—সমস্ত মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া পূর্ণতা ও জড়তা অনুভব। সেই অনুভবের ক্রমে ক্রমে

সরিয়া যাইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিতি; অধিক পরিমাণ বিয়ার মদিরা পানে যেরূপ অনুভূত হয় তদ্রূপ অনুভব ও বিচরণ; সোজা হইয়া হাঁটিতে পারা যায় বটে, কিন্তু দৃঢ়রূপে পদবিক্ষেপ করিতে পারা যায় না। হাঁটিবার সময় শিরোঘূর্ণন অনুভব। **বদন, নয়ন ও কর্ণ।**—চক্ষের গৌরব অনুভব, কিন্তু নিদ্রালুতা অনুভূত হয় না। চক্ষু অতিশয় প্রভাশূন্য দৃষ্ট হয়; উপরের অক্ষিপুট স্থূল ও ভারী অনুভূত হয়। মুখমণ্ডলে বন্ধুরতা অনুভব; চর্ম্মে চিম্‌টি কাটিলে কষ্ট অনুভূত হয় না। বধিরতা। **মুখ-মধ্য, গল-মধ্য ও আমাশয়।**—মুখে ও গলনলীতে একপ্রকার শীতলতা অনুভব। আমাশয় পর্য্যন্ত গলা-জ্বালা। অত্যন্ত কাসি ও গল-রোধ; তৎপরে অধিক পরিমাণে লালাস্রাব। অবিরত নিষ্ঠীবন-প্রবৃত্তি ও কাসিয়া অধিক পরিমাণ, দুশ্ছেদ্য, শুভ্র শ্লেষ্মা উত্তোলন। জিহ্বা দ্বারা যেন মুখ প্রপূরিত হইবে এপ্রকার অনুভব। গলনলীতে পক্ষাঘাতবৎ অনুভব। গল-নলীর স্ফীততা ও আকুঞ্চন অনুভব। ক্ষারাক্ত জল পানের ন্যায় মুখের আস্বাদ ও গলনলীর অনুভব। গলনলী যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং গিলিবার স্থান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে এপ্রকার অনুভব। উত্তম ক্ষুধা, যাহা তাহা খাইতে পারা যায়, কিন্তু খাইবার সময় প্রকৃতিস্থ বোধ হয় না। আহার যেন অজ্ঞাতসারে যন্ত্রবৎ নিষ্পন্ন হইতেছে এরূপ অনুভব। ○ স্নায়বীয় বমন, অথবা গুল্মবায়ুগ্রস্তদিগের বমন। ○ স্নায়বীয় নিগীরণ-কৃচ্ছ্র; অথবা গল-নলীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন। ○ আক্ষেপিক হিক্কা। আসন হইতে উত্থানে যেন বমন হইবে এরূপ অনুভব। কিছু কামড়াইবার সময় দ্বিমূল দন্তে ও উহার চতুর্দ্দিকে বেদনা। **অন্ত্র।**—আধ্মান শূল বিশেষতঃ শীতলতা জনিত, অথবা চর্ম্ম বা শরীর-শাখার গাউট রোগ সম্ভূত কিম্বা অন্য কোন প্রকার প্রবাহ বসিয়া গিয়া সমুৎপন্ন আধ্মান-শূল। ○ সহসা ঘর্ম্মাবরোধ বশতঃ ওলাউঠার ন্যায় অতিসার। সরলান্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্তবৎ অনুভব। **জননেন্দ্রিয়।**—অতিশয় সম্ভোগ-লিপ্সা সহকারে উপস্থের উদ্রেক। রেতঃস্রাব পরিশূন্য অশ্লীল স্বপ্ন।—○ শীতলতা বা ঘর্ম্মাবরোধ বশতঃ ঋতুর বিরতি বা লাঘব এবং তৎসহকারে বেদনা। **পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—বাহু তুলিতে চেষ্টা সত্ত্বেও যেন নীচে পড়িয়া যাইবে এপ্রকার অনুভব। বাম মণিবন্ধের অস্থিতে খঞ্জতা অনুভব। বাহুদ্বয় ঝুলায়মান ভিজা কাষ্ঠের ন্যায় অনুভব। বাহুদ্বয় এরূপ ভারী বোধ হয় যে সমগ্র জোর দিয়া উহাদিগকে তুলিতে হয়। বাহুদ্বয় ছাড়িয়া দিলে যেন কম্পিত হইবে এরূপ অনুভব। সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে দক্ষিণ নিতম্বদেশের মধ্যদিয়া সূচীবেধবৎ বেদনা। উরুর বাহিরের পার্শ্বে এবং প্রকোষ্ঠ ও হস্তের পৃষ্ঠভাগে স্পর্শ-জ্ঞানের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব। উরুর অভ্যন্তর দিকে ও হস্তের তলভাগে চিমটি কাটিলে অতিশয় অনুভবাধিক্য। হাঁটিবার সময় জানুর অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব। প্রায় সমস্ত রাত্রি জানুর বেদনা। **দেহ।**—সমস্ত শরীর একটু বৃহত্তর বোধ হয়। ○ অপস্মার; পক্ষাঘাত; পুরাতন বাত, গুল্মবায়ু; শোথ। ○ স্নায়বীয় শ্বাস-কষ্ট। আমাশয়ে উত্তাপ; নাড়ীর দ্রুততা ও ঘর্ম্ম। সর্ব্বশরীরের কম্পন। বারবার জৃম্ভণ ও

অঙ্গমর্দ্দ। যেন কোন কঠিন রোগের আক্রমণ হইতে বিমুক্তি জন্মিতেছে এরূপ অনুভব। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে একপ্রকার অবশতা অনুভব। গাত্রে হামের ন্যায় পীড়কা। সর্দ্দি লাগার ন্যায় স্বর-ভঙ্গ। উভয় ফুসফুসের উর্দ্ধাংশের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র বেদনা।

**সমগুণ**।—ককিউ, এনাক, ক্যাম্ফার, ভেলের, পলস।

# ওলিয়ম জেকরিস এসেলাই-কডলিভার অয়েল।

কডলিভার অয়েলকে ওলিয়ম মরহুইও বলে। গ্যাডস মরহুয়া ও অন্যান্য গ্যাডস জাতীয় মৎস্যের যকৃৎ হইতে এই তৈল প্রস্তুত হয়। এই মৎস্য আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে বিস্তর জন্মে। সম্পূর্ণ পরিষ্কার, পীতবর্ণ, গাঢ়, অবিকৃত এবং মৎস্যগন্ধ বিশিষ্ট তৈলই উৎকৃষ্ট। কপিশ ও কৃষ্ণবর্ণ তৈল বিকৃত, ও বিবমিষাজনক সুতরাং অব্যবহার্য্য। কডলিভার অয়েল বিমিশ্রি পদার্থ। ডাঃ জর্গ বলেন যে ইহাতে গ্লিসিরিণ; ওলিয়িক, ম্যাগেরিক, বিউটিরিক ও এসিটিক এসিড; এবং আইওডিন, ব্রোমিন, ফসফরাস ও ফসফরিক এসিড আছে। ইহার দ্বিসহস্রভাগ তৈল একভাগ, অথবা একশত গ্রেণ তৈলে চারিশত ভাগের একভাগ আইওডিন আছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে আইওডিনের মিশ্র পদার্থের মধ্যে কডলিভার অয়েল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কডলিভার অয়েল বিশুদ্ধাকারে; বিচূর্ণাকারে; এবং অরিষ্টাকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। একড্রাম তৈল এক আউন্স উগ্র এলকোহলে মিশ্রিত করিয়া ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ও সেই অরিষ্ট হইতে ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধ-শর্করা সহযোগে সাধারণ নিয়মানুসারে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—পরিপোষণ-স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যন্তর দিয়া অন্ন-পথে, রক্তে ও ত্বকে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

**অধিকার**।—১। কডলিভার অয়েল সেবনে রক্তের উপাদানের উৎকর্ষ জন্মে; পাণ্ডুবর্ণ, হীনরক্ত রোগীদিগের এতৎসেবনে রক্তের আতিশয্য জন্মে। ২। শরীরের যেরূপ অবস্থায় দুর্ব্বলতা সহকারে কোষ (সেল) বর্দ্ধনের প্রবল্য থাকে এবং অসম্যক বিকশিত বিধ্বংশশীল কোষময় ক্ষরিত পদার্থ (একজু-ডেশন) উৎপন্ন হয়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ৩। গণ্ডমালা ধাতুদোষে অর্থাৎ লসিকাগ্রন্থির বিবর্দ্ধন-প্রবণতায়; উহাদের কোষময় উপাদানের বাহুল্যে এবং পণিরবৎ পদার্থ উৎপাদনে, ধীরে ধীরে মেদাপকর্ষ সাধনে; অথবা প্রভূত রস সহকারে সত্বর মেদের পরিবর্ত্তনে, ও তজ্জন্য পূয ও ব্রণশোথের সমুৎপত্তিতে এই ঔষধ উপযোগী। ৪। বায়ু-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোষাধিক্য বশতঃ সামান্য কারণে প্রতিশ্যায়ের উৎপত্তি; অনন্তর তদ্দ্বারা ফুসফুসের অগ্রভাগ আক্রমণ ও ক্ষয়রোগ উৎপাদনে কডলিভার অয়েল সুপ্রয়োজ্য। ৫। দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, ও রক্তহীনতা বিমিশ্রিত

প্রায় সমস্ত রোগে ; ৬। সন্ধির পুরাতন প্রদাহ, অস্থি-ক্ষত, অস্থি-পুতি, ব্রণশোথ প্রভৃতিতে ; ও গণ্ডমালাজনিত অস্থিরোগে ; ৭। পাণ্ডুরতা, শীর্ণতা, রক্তহীনতা প্রভৃতি সংযুক্ত পরিপোষণ-দোষে, বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে ; ৮। ভগ্নদেহ, বিকৃতধাতু ব্যক্তিদিগের পুরাতন বাতে ; এবং ৯। শীর্ণকায়, হীনরক্ত, ক্ষীণ দেহ-তাপ ব্যক্তিদিগের স্নায়ুশূল, গৃধ্রুশী, কটিশূল প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগে কডলিভার অয়েল ব্যবস্থেয়।

কডলিভার অয়েলে আইওডিন, ব্রোমিন, ফসফরাস, ফসফরিক এসিড, ও ক্যাল-কেরিয়া প্রভৃতি সোরা-বিষ বিনাশক ঔষধ দ্রব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উচ্চক্রমের ন্যায় অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে বলিয়া এই তৈল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলির আরোগ্যা-ধিকারের অন্তর্গত কতকগুলি পুরাতন রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এলোপ্যাথেরা বলেন যে কডলিভার অয়েলে যে ঔষধ দ্রব্য আছে তাহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহাতে কোন ক্রিয়া দর্শেনা, কেবল তৈলাংশেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। একথা ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, নির্ব্বিশেষে কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিলে রোগী পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয় না। বাস্তবিক রুগ্ন শরীর-যন্ত্র, তৈল ও কড-অয়েলের উপাদান স্বরূপ ঔষধ দ্রব্যগুলির প্রয়োগোপযোগী না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত সদৃশতানুসারে ঔষধ ব্যবহৃত না হইতে পারিলে এতদ্দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় না। রোগীর লক্ষণসমষ্টি কেবল আইওডিন জ্ঞাপক, অথবা আইওডিন ও কডলিভার অয়েলের অন্যান্য উপাদান জ্ঞাপক হইলে কডলিভার অয়েল ব্যবস্থা করা যায়। ১। কেবল 'শীর্ণতা'ই কডলিভার অয়েল প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ নহে। তবে আইওডিন ও ফসফরাস সূচক শীর্ণতার ন্যায় শীর্ণতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ বটে। ২। রক্তহীনতা ( এনিমিয়া ) অর্থাৎ রক্তের লোহিত কণার স্বল্পতা কডলিভার অয়েল প্রয়োগের অপর একটী প্রধান লক্ষণ। শোণিত-ক্ষয় সম্ভূত; হরিৎপাণ্ডুজনিত, শোথসংযুক্ত ; অথবা শীর্ণতা পরিশূন্য এনিমিয়ায় এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শেনা। লিউকোসাইথিমিয়া অর্থাৎ রক্তের শ্বেত-কণার আধিক্য ও লোহিতকণার ন্যূনতায় এই ঔষধে কোন উপকার জন্মে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব রক্তস্রাব, কর্কট রোগ, বৃক্ককের রোগ, অথবা হরিৎপাণ্ডুজনিত এনিমিয়ায় কডলিভার অয়েল উপযোগী নহে। ৩। ( ১ ) উপযুক্ত পরিপোষণের অভাব ; ( ২ ) যকৃদ্রোগ, আমাশয় বা অন্ত্রের রোগ, বিশেষতঃ মধ্যান্ত্রের রোগ প্রভৃতি কারণে আহার সুস্থ শোণিতে পরিবর্ত্তিত হইবার প্রতিবন্ধকতা ; ও ( ৩ ) গণ্ডমালা, গুটীকাদি বশতঃ রক্তদুষ্টতাজনিত এনিমিয়ায় কডলিভার অয়েল উপকারী। বহুদিন কডলিভার অয়েল সেবন করিলে রক্তের লোহিত কণা বিবর্দ্ধিত হয়। ( ৪ ) গণ্ডমালা ধাতুদোষ বশতঃ শারীরিক ক্রিয়া নিষ্পাদনী শক্তির ক্ষীণতা সহকারে যখন শরীরে কোষ বিবর্দ্ধনের প্রবণতা জন্মে, অথবা অসম্যক্ বিকসিত কোষ বিশিষ্ট ক্ষরিত পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, তখনও কডলিভার অয়েল ফলপ্রদ। এই কোষ ( সেল ) বিবর্দ্ধন হইতেই গণ্ডমালা ও গুটিকা রোগ

জন্মে। ডাঃ বার বলেন যে গণ্ডমালা রোগে যদি পরিপাক-শক্তির ক্ষীণতা, আহার ধারণে আমাশয়ের অপ্রবৃত্তি, এবং বার বার আতিসারিক মলস্রাব; অধিকন্তু পরিপোষণের ক্ষীণতা, শরীরের শীর্ণতা, ও শারীরিক রসের স্বল্পতা থাকে, তবে কডলিভার অয়েল সেবনে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে। ক্ষুধা ভাল, পরিপাক-শক্তি নিয়মিত, ও শরীর স্থূলত্ব প্রবণ থাকিলে এই তৈলে অপকার করে। (৫) বায়ু-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে কোষবর্দ্ধনের প্রাবল্য জন্মিলে সামান্য কারণে ঘন ঘন সর্দ্দি লাগে, অনন্তর ফুসফুসে বহুসংখ্যক কোষ জন্মিয়া যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। বাহিক লসিকাগ্রন্থি অপেক্ষা আভ্যন্তরিক লসিকাগ্রন্থির রোগেই কডলিভার অয়েল অধিকতর উপকারী। যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ গুটিকা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে রোগীর যদি দুর্ব্বলতা, পাণ্ডুরতা, ও অল্প অল্প নীরক্ততা থাকে এবং অন্য কোন স্থানিক রোগ ব্যতীত সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি লাগে তবে কডলিভার অয়েল ব্যবস্থা করা যায়। কারণ, অতি মাত্রায় কডলিভার অয়েল সেবন যৎসামান্য কারণে প্রতিশ্যায়-প্রবণতা জন্মে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**পুরাতন প্রতিশ্যায়।**—নাসিকা, স্বরযন্ত্র, বা বায়ুনলী অথবা অন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে কডলিভার অয়েল উপকারী। হিপার সলফার, হাইড্রাষ্টিস, কোপেভা ও অন্যান্য ঔষধ সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়াও রোগীর যখন শ্লেষ্মা নিঃসরণ নিবারিত হয় না, অধিকন্তু রোগী হীনরক্ত ও ক্ষীণদেহ হইয়া পড়ে, তাহার সহজে সর্দ্দি লাগে, এবং সে মনে করে যে কয়েকদিন পরে পরে এইরূপ সর্দ্দি না লাগিলে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে তখন কডলিভার অয়েল অমোঘ।

**পুরাতন বাত।**—দরিদ্রতা বশতঃ এক গৃহে বহুলোকের বাস, বায়ু ও আলোক সেবনের স্বল্পতা, ক্ষীণ বা গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু, এবং কুল-দোষ নিবন্ধন বাতরোগ-সম্ভব ব্যক্তিদিগের পেশীর ও তন্তু পুরাতন বাতে কডলিভার অয়েল উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে পুরাতন বাতেই কডলিভার অয়েল প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই প্রকার বাতের প্রারম্ভাবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মৃদু মৃদু বেদনা, ক্রমশঃ সেই বেদনার পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ জন্মে এবং দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তব্ধতা বা দৃঢ়তা উৎপাদিত হয়। ইহাতে কোন প্রকার প্রদাহ-লক্ষণ বিদ্যমান থাকেনা, কিন্তু আরক্ততা পরিশূন্য রসপূর্ণ স্ফীততা এবং অবশেষে পক্ষাঘাতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আর একপ্রকার তান্তব বাত আর্দ্র বা শীতল স্থানে বহুদিন বাস করিলে উৎপন্ন হয়। ইহা কেবল সন্ধিস্থলে নিবদ্ধ থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে রোগীর শারীরিক বলের ও পরিপোষণ-শক্তির ক্ষীণতা জন্মায়। ডাঃ মুলার বলেন যে এই দুই প্রকার বাতেই কডলিভার অয়েল ফলপ্রদ। সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধই অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে

রোগের লক্ষণ বিবর্দ্ধিত হয়। অধিক মাত্রায় কডলিভার অয়েল ব্যবহারেও সেইরূপ বাতের বেদনা প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে সত্বর রোগ আরোগ্য হয়।

**গণ্ডমালা।**—গণ্ডমালা রোগে কডলিভার অয়েলের উপযোগীতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ণ-গ্রন্থি, গল-গ্রন্থি, হনু-নিম্নগ্রন্থি, গ্রীবা-গ্রন্থি, কক্ষ-গ্রন্থি, বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থির গণ্ডমালাজনিত বিবর্দ্ধনে এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শেনা। তবে এই সকল গ্রন্থির স্ফীততার সহিত অস্থিক্ষত বিদ্যমান থাকিলে তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু গ্রন্থির স্ফীততা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। অস্থি-ক্ষত ও গণ্ডমালা সম্ভূত অস্থি-প্রদাহ কডলিভার অয়েল সেবনে সুন্দর আরোগ্য হয়। ইহা ব্যবহার করিলে স্ফীততা, কোমলতা, সমীপবর্ত্তী কোমলাংশের ক্ষত, বাহ্য-ব্রণ, বিলেপীস্রব ও শীর্ণতা সকলই দূরীকৃত হয়। রোগ যতই পুরাতন ও নিস্তেজ থাকে ততই কডলিভার অয়েলে অধিক উপকার দর্শে। এবং সর্ব্বাঙ্গীন রোগ বিমুক্তির পূর্ব্বেই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ জন্মে। দীর্ঘাস্থির উপাস্থিবৎ বিবর্দ্ধনের ক্ষতেই এই তৈল অতিশয় উপকারী। কিন্তু এই সকল অস্থির স্তম্ভাকার বা চেপ্টা অংশের ক্ষতে ইহা তত ফলপ্রদ নহে। অস্থিপুতি (নিক্রোসিস) ও কশেরুকার ক্ষতেও এই ঔষধের উপকারিতা সুনিশ্চিত নহে। বঙ্ক্ষণ-সন্ধি-রোগও এতদ্দ্বারা অনেকগুলি আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু স্নেহস্রাবী ঝিল্লীতে রোগের কারণ বিদ্যমান না থাকিয়া অস্থিতে রোগের কারণ থাকিলেই ই। সমধিক ফলপ্রদ। সন্ধির পীড়া অপেক্ষা উহার চারিদিকস্থ নাড়ীব্রণ ও ব্রণশোথে কডলিভার অয়েল অধিকতর উপযোগী। বঙ্ক্ষণ-সন্ধির বাত অপেক্ষা গুল্ফ-সন্ধির বাতেই এতদ্দ্বারা অধিক উপকার দর্শে। রেকাইটিস রোগেও ইহার আশ্চর্য্য আরোগ্যকর শক্তি দৃষ্ট হয়। অস্থির সম্যক বিকাশ, করোটীর বিবর্দ্ধন, ব্রহ্মরন্ধ্রের অসংযোজন, বিলম্বে বা অকালে দন্তোৎপত্তি, যকৃৎবিবর্দ্ধন ও উদরের শোথ লক্ষণে ডাঃ ট্রস্থ বালকদিগের রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলোপধায়ক দেখিতে পাইয়াছেন। কখন কখন চারি পাঁচ দিবস চিকিৎসার পরেই অঙ্গবেদনা স্থগিত এবং এক পক্ষ অতীত হইলে কোমল অস্থি অনেকটা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। যুবকদিগের অস্থি-কোমলতায়ও কডলিভার অয়েলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। অস্থির ক্ষতে ও কোমলতায়ই যে ইহা কেবল উপকারী এমন নহে, কিন্তু গ্রন্থির ক্ষতেও এই ঔষধ উপকারী। যদিও এতদ্দ্বারা স্ফীতগ্রন্থি আরোগ্য না হউক, কিন্তু গণ্ডমালাজনিত গ্রন্থির ব্রণশোথ ও ক্ষতে, অথবা অবদীর্ণপ্রান্ত নিস্তেজ ক্ষতে, কিম্বা চর্ম্ম ও পেশীর নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারিত ক্ষতে কডলিভার অয়েল নিশ্চয়ই আরোগ্য-প্রবর্ত্তক। কোলড য়্যাবসেস অর্থাৎ অপচামান নিস্তেজ ব্রণশোথে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক। সহজে রক্তস্রাবী (ফস) পরদাসংযুক্ত পূয বিশিষ্ট নালীঘায়ও ইহা ফলপ্রদ।

**মধ্যান্ত্রক্ষয়।**—মধ্যান্ত্রক্ষয় রোগ এই ঔষধে প্রায়ই উপশমিত এবং কখন কখন

আরোগ্য হয়। বৃহৎ স্ফীত-উদর, বিবর্দ্ধিত-যকৃৎ ও স্ফীত মধ্যান্ত্র গ্রন্থিবিশিষ্ট পাণ্ডুর, বিকৃত ধাতু এবং অতি শীর্ণ বালকদিগের এই রোগে কডলিভার অয়েল পনর বিন্দুর অনধিক মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন ও কিয়ৎপরিমাণে উদরে মর্দ্দন করিলে আরোগ্য লাভ হয়। কিন্তু গ্রন্থিগুলি অতিশয় বিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িলে ও গুটিকাগ্রস্ত হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শেনা।

চর্ম্মরোগ।—গণ্ডমালাগ্রস্ত বা বিকৃতধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চর্ম্মরোগে এই ঔষধে উপকার জন্মে। একজিমা, হার্পিজ, ইম্পিটাইগো ও গণ্ডমালাজনিত ক্ষত প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রদাহ-লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে উচ্চক্রমে ব্যবহার না করিলে অপকার দর্শে। লুপস্‌রোগেও কডলিভার অয়েল ফলপ্রদ। ইকথিওসিস রোগে এতদ্দ্বারা সত্বর উপকার হয়। ক্ষুদ্র মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও রুগ্ন স্থানে তৈল মর্দ্দন করা বিহিত।

যক্ষ্মা।—যক্ষ্মা রোগে এলোপ্যাথি মতে কডলিভার অয়েলের বিস্তর অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া হোমিওপ্যাথেরা ইহার তত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এই রোগের সহিত যখন ইহার উপাদানগুলির সমগতানুযায়ী সাদৃশ্য আছে, অপিচ এই তৈলের অতিশয় পরিপোষণ-শক্তি আছে তখন অপব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সুব্যবহৃত হইতে ক্ষতি কি? ডাঃ বার বলেন যে কডলিভার অয়েলে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় আইওডিন থাকাতে যক্ষ্মারোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। এই তৈল সেবনে যে সকল রোগীর ক্ষুধা ও পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবস্থেয় নহে। তিনি প্রাতঃকালে একড্রাম পরিমাণে কেবল এক এক মাত্রা ব্যবস্থা করিতে বিধি দেন। এবং এতৎসহকারে অন্য কোন ঔষধ দিতে নিষেধ করেন। ডাঃ হেল বলেন যে প্রতিদিন এক একটী বৃহৎমাত্রা অপেক্ষা তিনবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করা ভাল। ডাঃ মেহফার বলেন যে, গণ্ডমালা ও গুটিকা রোগে কডলিভার অয়েল অতিশয় উপযোগী। কিন্তু ইহার অপব্যবহারে বিস্তর রোগীর অপকার হয়। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীর শরীরের ক্ষীণতা, ত্বকের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা, নাড়ীর দ্রুততা, স্নায়ুমণ্ডলের অতিশয় উত্তেজনশীলতা, এবং মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের আধিক্য লক্ষণে কডলিভার অয়েল উপযোগী। গণ্ডমালাগ্রস্ত যে সকল রোগীর শরীর মেদাধিক, স্ফীত, ও শ্লেষ্মা প্রধান; নাসিকা ও উপরের ওষ্ঠ স্থূল থাকে এবং যাহাদের হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের মন্দতা, স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনশীলতার অল্পতা, ও মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের নিম্নতা থাকে তাহাদের পক্ষে কডলিভার অয়েল উপযোগী নহে। এপ্রকার রোগীদিগের এই তৈল ব্যবহারে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না।

স্নায়বীয় রোগ।—ডাঃ এনষ্ট বলেন যে পুরাতন আক্ষেপিক রোগে অর্থাৎ বেপথু, সামান্য অপস্মার, পারদ-বিকম্প, ও তাণ্ডব রোগে রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ কডলিভার অয়েল প্রয়োগের উপযোগী হইলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। উন্মাদ, মস্তিষ্কের অবসন্নতা,

পৃষ্ঠবংশের অবসন্নতা, ও স্নায়ুশূল প্রভৃতিতেও কডলিভার অয়েল জ্ঞাপক জীবনিশক্তির ক্ষীণতার বিদ্যমানতায় এই তৈল উপকারী।

**অতিসার।**—ডাঃ হলকোম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতজনিত একজন পুরাতন অতিসারের রোগীকে একড্রাম মাত্রায় কডলিভার অয়েল সেবন করাইয়া উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ হেল বলেন যে, প্রদাহপরিশূন্য অতিসারে এই তৈল অব্যবস্থেয় নহে। তিনি অতিশয় শীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও পরিপোষণ-ক্রিয়ার স্বল্পতা বিশিষ্ট কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর পুরাতন অতিসারে, আর্সেনিক, নাইট্রিক এসিড, ও ফসফরাস ব্যবহারে কোন ফলপ্রাপ্ত না হইয়া কডলিভার অয়েল সেবন করাইয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

এলোপ্যাথেরা এই ঔষধ সাধারণতঃ দুইড্রাম হইতে চারিড্রাম মাত্রায় দিবসে তিনবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কখন কখন ইহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মাত্রাও ব্যবস্থা করেন। এরূপ অধিক মাত্রায় কডলিভার অয়েল প্রয়োগে অনেক সময় রোগ বিবর্দ্ধিত ও অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হয়। কডলিভার অয়েল সেবনে রক্তের লোহিত কণা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অতিমাত্রায় এতদ্দ্বারা এই লোহিত কণার অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বিবর্দ্ধন জন্মে ও ফুসফুসাদিতে রক্ত সঞ্চিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে কোন কোন জন্তুকে কেবল কডলিভার অয়েল সেবন করাইয়া রাখিলে কৃত্রিম ফুসফুস-প্রদাহ উৎপন্ন হয়। অপর, কডলিভার অয়েলের অপব্যবহারে রক্তকাস, প্রদাহ, জ্বর ও অন্যান্য অনেক অসুখকর লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগীর রোগ আরোগ্য বা আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত না হইয়া শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। যদি সদৃশ মতানুসারে কডলিভার অয়েল সুব্যবস্থেয় হয়, তবে প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে একড্রাম পরিমাণে দিনে তিনবারই সর্ব্বোচ্চমাত্রা। রোগের সহিত এই ঔষধের উপাদানগুলির সৌসাদৃশ্য থাকিলে কোন কোন রোগীর পক্ষে অতি অল্প মাত্রায়ই এতদ্দ্বারা সুফল দর্শে। এরূপ অবস্থায় কয়েক বিন্দু বিশুদ্ধ তৈল অথবা নিম্নক্রম ব্যবস্থেয়। ডাঃ নিডহার্ড নয় আউন্স এলকোহলের সহিত এক আউন্স তৈল সংযোগ করিয়া কডলিভার অয়েলের এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করেন এবং ইহাই বিন্দুমাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল কপিশবর্ণ তৈলের বিচূর্ণ শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ রূপ মনে করেন। কারণ, ভৈষজ্য-গুণ বিশিষ্ট উপাদানগুলি কপিশবর্ণ তৈলেই অধিক অবস্থিতি করে। শিশুদিগের শরীর-ক্ষয় রোগে তিনি ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিকক্রমে উত্তম ফল দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষেও পনর বিন্দুর অধিক ও প্রতিদিন তিন বারের অধিক এই তৈল ব্যবস্থেয় নহে। এইরূপ অল্পমাত্রায় ইহাতে আমাশয়ের উপদাহ জন্মে না। কিন্তু কোন কোন রোগীর আমাশয়ে আদত তৈল একেবারেই সহ্য হয় না, তাহাদের পক্ষে বিচূর্ণ বা ক্রম ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তাহাতে কোন উপকার না দর্শে, এবং কডলিভার অয়েল সেই রোগের প্রকৃত সদৃশ ঔষধ হয়, তবে উহা গাত্রে মর্দ্দন করিলেও উপকার জন্মে। ডাঃ পলক ও ক্লেঙ্ক সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পশুদিগের রোম ছেদন করিয়া,

গাত্রে প্রতিদিন কডলিভার অয়েল মর্দ্দন করিলে আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র শরীরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শিশুদিগের পক্ষে এই মর্দ্দন প্রক্রিয়ায় বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ডাঃ হেল বলেন যে পাঁচ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক দিগের শীর্ণতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ সেবনে এবং উদর ও আমাশয়ের উপর আদত তৈল মর্দ্দনে; এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের রোগে কেবল মর্দ্দনে তিনি অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ পড়ে যে তিনি প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদিগের দ্বারা দুরারোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত কয়েকজন শিশুকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কয়েক মাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণে কডলিভার অয়েল মর্দ্দন করাইয়া সম্যকরূপে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তৈল সহ্য না হইলে অল্পমাত্র বিয়ার বা পোর্টার মদিরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করার রীতি আছে। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে লেবুর রস চুষিলে একড্রাম পরিমাণে তৈল সহ্য হয়। আহারের পরেই সাধারণতঃ কডলিভার অয়েল প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু ডাঃ হেল বলেন যে আহার করিতে বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সেবন করিলে ক্ষুদ্র মাত্রায় ইহা ভাল সহ্য হইয়া থাকে। তাঁহার মতে এই তৈল ব্যবহার কালীন যদি অন্য কোন লক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তৈল ব্যবহার রহিত না করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ সেই সেই লক্ষণোপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। জ্বর, পৈত্তিক লেপাবৃত জিহ্বা, অথবা আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে কডলিভার অয়েল সেবন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রাদাহিক অতিসার না হইয়া অন্য প্রকার অতিসার থাকিলে ইহা অব্যবস্থেয় নহে। পক্ষান্তরে কোন কোন প্রকার উৎকট অতিসার এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—বিরক্তচিত্ততা। উত্তমপুরুষের কথা প্রথম পুরুষে বলা। ক্ষিপ্ততার ন্যায় অনুভব।

**মস্তক।**—কপালে, ও মূর্দ্ধাদেশে অবিরাম মৃদু বেদনা। ভ্রমি, সকল বস্তু কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। পূর্ব্বাহ্নে বমন ও অবিরত বমনচেষ্টা সহকারে শিরঃপীড়া। বাম হইতে দক্ষিণ শঙ্খ পর্য্যন্ত অবিরাম বেদনা। ০ শুষ্ক প্রতিশ্যায় ও হাঁচি। ০ তরল প্রতিশ্যায়, স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলে অবদরণ অনুভব। ০ বিবমিষা সহ পশ্চাৎ কপাল হইতে সম্মুখ কপাল পর্য্যন্ত বেদনা। ০ কাসান্তে বিদারণকর শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে। দক্ষিণ ভ্রূর অভ্যন্তরাংশে, বোধ হয় যেন অস্থিবেষ্টের মধ্যে, ০ অবিরাম বেদনা।

**চক্ষু।**—বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণ কালে অশ্রুস্রাব, বাম চক্ষে উষ্ণার আধিক্য। চক্ষুর উপরে গুরুত্ব, চক্ষুর পাতা এত ভারী বোধ হয় যে উহা প্রায় তুলিতে পারা যায় না; অক্ষিপুটের স্ফীততা। শীতাবস্থায় চক্ষু মুদিত করিবার প্রবৃত্তি সহকারে চক্ষুর সম্মুখে

কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকার দর্শন। ০ দক্ষিণ চক্ষু ব্যবহার কালীন উহাতে বেদনা ০ গণ্ডমালা-জনিত অভিষ্যন্দ ( অপথ্যালমিয়া )।

কর্ণ।—০ কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ। ০ বাম কর্ণের বধিরতা, এবং দক্ষিণ কর্ণের ব্রণ।

নাসিকা।—০ শুষ্ক প্রতিশ্যায়, কাস ও হাঁচি। ০ রজোবিলোপ সহকারে অবশীর্ণ অবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। পুরাতন প্রতিশ্যায় এবং পূতিনস্য।

মুখমণ্ডল।—আরক্ত মুখমণ্ডল; মুখমণ্ডলে জ্বালা। হনু ও উপরের ওষ্ঠে সূক্ষ্ম ও হ্রস্ব কেশোৎপত্তি।

মুখ-মধ্য।—পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। মুখের শুষ্কতা অনুভব; অবিরত পিপাসা। জিহ্বায় স্পর্শ-দ্বেষ।

গল-মধ্য।—গলার অভ্যন্তরে স্পর্শ-দ্বেষ। আহারান্তে গল-গহ্বরের কণ্ডূয়ন, ও কাস। * অতিশয় স্বর-ভঙ্গ ( পুরাতন )। ০ সন্ধ্যাকালে অল্প অল্প স্বরভঙ্গ, পরদিন উহার বৃদ্ধি। ০ শয়ন-কালে গল-রোধ ও প্রচাপনবৎ অনুভব। ০ পুরাতন গলা-ব্যথা, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনে উহার উপশম।

স্বাদ ও ক্ষুধা।—ক্ষুধাহীনতা, দুগ্ধের স্বাদ পাওয়া যায় না। পিপাসা সহকারে বিবমিষা, এবং ক্ষুধাহীনতা। বমন ও তৎসহ তিক্ত ও অম্ল আস্বাদ।

আমাশয় ও উদর।—আমাশয়ে অতিশয় বিবমিষা। আমাশয়-গহ্বরে গুরুত্ব ও প্রচাপন। আমাশয় প্রদেশে উত্তাপ। আমাশয়ে প্রচাপিত ও আকর্ষিতবৎ বেদনা। আমাশয়ে বেদনা সহকারে অম্লবমন, ও বিরেচন। শীতভোগান্তে পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, তৎসহ তিক্ত ও অম্ল আস্বাদ। যকৃৎপ্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ ও গুরুত্ব, প্রচাপনে বা পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি। প্লীহাপ্রদেশে আঘাতবৎ বেদনা, তৎসহ পার্শ্বে কুন্থনের ন্যায় বেদনা। প্লীহাপ্রদেশে উৎক্ষেপণ, বা আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাসক্রিয়া বা কাসিবার সময় উহার বৃদ্ধি। নাভি প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা। ০ মধ্যান্ত্র-ক্ষয়-রোগ।

মল ও মলদ্বার।—মলের অল্পাধিক আধিক্য। রাত্রিতে ও প্রত্যূষে অতিসার। হস্ত পদের জ্বালা, কখন কখন পদের শীতলতা সহকারে কোষ্ঠ বদ্ধতা।

মূত্রযন্ত্র।—ঈষৎ লোহিতমূত্র, ও রক্তবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট প্রভূত মূত্র। বৃক্ক-প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ। মূত্রমার্গ হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

জনন-যন্ত্র।—০ পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা সহকারে জরায়ু হইতে পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ। ০ ০ শর্দ্দি লাগিয়া রজোরোধ। ০ অকাল বা প্রভূত রজঃ। ০ উভয় ডিম্বাশয়ে স্পর্শ-দ্বেষ; রজ-শূল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুরুষের মূত্রমার্গ হইতে জ্বালা সহকারে শ্লেষ্মা-স্রাব।

শ্বাস-যন্ত্র।—হৃৎপিণ্ডের গুরু স্পন্দন সহকারে শ্বাস-হ্রস্বতা। ক্রমাগত বর্দ্ধনশীল শ্বাসকাস। দক্ষিণপার্শ্বে, স্কন্ধাস্থির উপরে ও নিম্নে, শ্বাসরোধকর বেদনা। কাস ও

শ্বাসকৃচ্ছতা সহকারে বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা। স্কন্ধাস্থির শিখরে বেদনা। বামপার্শ্বে কয়েক মিনিটস্থায়ী তীব্র সূচীবেধ। বক্ষঃস্থলে প্রচাপন ও উত্তাপ। দক্ষিণপার্শ্বে দীর্ঘনিঃশ্বাসগ্রহণকালীন, সারাদিনব্যাপী সূচীবেধ। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে, ও বক্ষঃস্থলের পেশীতে আমবাতিক বেদনা। হৃৎপিণ্ডের আকস্মিক সূচীবেধ। ব্যাকুলতাপূর্ণ হৃৎকম্প। * কাস সহকারে বক্ষঃস্থলে ও আমাশয়ে স্পর্শ-দ্বেষ। প্রাতে কঠিন কাসের আবেশ সহ বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা। বাম বক্ষে পৃষ্ঠপর্য্যন্ত সম্প্রসারিত অবদরণ অনুভব। শুষ্ক থকথক কাস। সারারাত্রি কাস, হৃৎকম্প। বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধাংশের মধ্যভাগে কণ্ডূয়নকর কাস, তৎসহ হৃৎকম্প। পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। লবণাস্বাদ, দুশ্ছেদ্য, হরিতাভ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। প্রাতে দুশ্ছেদ্য পাতলা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। কঠিন কাস সহকারে গাঢ় শুভ্র শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। পার্শ্ব বেদনা সহ শুভ্র নিষ্ঠীবন, পার্শ্ব অভ্যন্তর দিকে অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। রক্ত নিষ্ঠীবন। ০০ কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধাংশে বেদনা। ০০ দিবা-রাত্রি উদ্গারসহ প্রবল কাস। ০০ কাস সহকারে বাম বক্ষের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালাকর উত্তাপ। ০ উভয় ফুসফুসের ঊর্দ্ধ খণ্ডের প্রদাহ। ০ ঈষৎ পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট তরল কাস। ০ বাহু উত্তোলনে সূচীবেধ সহ কাস। ০ বক্ষে ও পৃষ্ঠে দুর্ব্বলতা; বামদিকে অধিক। ০ রক্তকাস বা ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। ০ স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবিরাম বেদনা, ও কুক্কুর-রববৎ কাস সহকারে বক্ষঃস্থলের কেন্দ্রস্থানে স্পর্শ দ্বেষ। * বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্থানে স্থানে তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা। * বক্ষঃস্থলের কোন অংশে এক ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালাকর বেদনা। * পৃষ্ঠের নিম্নদিয়া শীতের অবতরণ, স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলের স্পর্শ দ্বেষ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—সর্ব্বশরীরে, পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষ। ত্রিকদেশে দুর্ব্বলতা ও অবিরাম মৃদু বেদনা, প্রচাপনে উহার উপশম। পরিশ্রমান্তে বৃক্ক-প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ। ০ পৃষ্ঠ হইতে বক্ষঃপর্য্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষ। পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে তীব্র, গুরু, অবিরাম বেদনা। ০ পৃষ্ঠবংশের উপদাহ, ও স্পর্শে স্পর্শ-দ্বেষ। ০ ত্রিকদেশে একপ্রকার ফরফর অনুভব, উহার ক্রমে ক্রমে মস্তক-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থান। উঠিবার সময় উদর ও বক্ষ আক্রমণ, তজ্জন্য হাত পা নাড়িতে অসমর্থতা।

জ্বর।—উত্তাপাবেশ। সমগ্র শরীরে জ্বর ও উত্তাপ। অতিশয় দ্রুতনাড়ী, ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন। অতি পিপাসা; অবিরত পিপাসা। চারিদিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শীত, তৎসহ অম্ল বমন ও অতিসার। হৃৎপিণ্ডে রক্তের আবেগ সহকারে সর্ব্বশরীরে কীট-চারণার ন্যায় অনুভব। চারিবার প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যেকবার দুই ঘণ্টা পরে পরে উপস্থিত, দুই ঘণ্টা অবস্থিত, দ্ব্যহিক বিষমজ্বর; পৃষ্ঠের নিম্নে ও উদরের চারিদিকে শীতের গতি। রাত্রিতে দুই ঘণ্টাব্যাপী জ্বর, তৎপরে প্রবল ঘর্ম্ম; প্রধানতঃ ঊর্দ্ধাঙ্গে। আরক্ত মুখমণ্ডল সহ উত্তাপাবেশ, আমাশয়ে উত্তাপ, পদাঙ্গুলীর প্রান্ত পর্য্যন্ত

জ্বরের উত্তাপ; আট দশ ঘণ্টা উহার অবস্থিতি। প্রতিরাত্রে, অথবা সর্ব্বদা ঘর্ম্ম। প্লীহার আঘাতবৎ বেদনাসহ শীত ও বিলেপীজ্বর। পূর্ব্বাহ্ন তিনটার সময় এক ঘটিকাস্থায়ী শীত, তৎপরে দাহ; নাড়ীর স্পন্দন ১০০ হইতে ১২০ বার। যক্ষ্মার প্রলেপক জ্বর। সন্ধ্যাকালে শীত, তৎপরে দাহ ও হৃৎকম্প। শয়নকালে শীত, তৎপরে জ্বর, বক্ষঃস্থলে প্রচাপন ও উত্তাপ। * সন্ধ্যার প্রাক্কালে করতলের দাহ সংযুক্ত জ্বর। ০ সারাদিন শীতল ঘর্ম্ম।

**ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—প্রধানতঃ রাত্রিকালে করতলে জ্বালাকর উত্তাপ। হস্তের শুষ্কতা, ও চক্ষুপরি গুরুত্ব। ০ কফোণি ও জানুসন্ধিতে ক্রমাগত অবিরাম বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ।

**নিম্নাঙ্গ।**—শীতল পদ। পদে স্পর্শ-দ্বেষ; বাম উরুতে ব্রণশোথ। ০ বামপদে আমবাতিক বেদনা। জানুর শ্বেতবর্ণ স্ফীততা; গণ্ডমালা জনিত বঙ্ক্ষণ-রোগ।

**নিদ্রা।**—জ্বর ও উত্তেজনা জনিত নিদ্রাশূন্যতা ও সুস্পষ্ট স্বপ্ন। স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্পনিদ্রালুতা, ও তৎসহ নৈশঘর্ম্ম। সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা সহ রাত্রি তিনটার পরে নিদ্রা-হীনতা। ০ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে গৃহে দ্রব্যাদি দর্শন।

**চর্ম্ম।**—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফোটক। বাম উরুতে ব্রণশোথ। ত্বকের আর-ক্তা; লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ; অপচ্যমান ও ফোস্কার অনুরূপ উদ্ভেদ; ক্ষত হইতে বিমুক্তভাবে স্রাব নিঃসরণ।

**দেহ।**—সর্ব্বাঙ্গীন আলস্য ও অবসন্নতা। অতিশয় স্নায়বীয় উপদাহ সংযুক্ত অস্বচ্ছ-ন্দতা। উত্তপ্ত বায়ু-অসহ্যতা।

**বিশেষ লক্ষণ।**—পৃষ্ঠের নিম্নে ও উদরের চারিদিকে শীতের গতি এবং স্বরভঙ্গ ও বুকে বেদনা। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে, এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে বেদনার গতি। পরিশ্রমের পর উভয় পার্শ্বে, প্রধানতঃ বাম পার্শ্বে, অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত, বেদনার বৃদ্ধি। দক্ষিণ হইতে বামদিকে, তথা হইতে অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠপর্য্যন্ত বেদনার গতি। শয়নকালে, হাস্য করিলে, অথবা বায়ুপ্রবাহে কাসের বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে উপচয়। শীর্ণতা। সমগ্র শরীরের আলস্য। গলকণ্ডূয়নকর খক্‌খক্ কাস, বিশেষতঃ রাত্রিতে, কাসের শুষ্কতা বা আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। * বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্থানে স্থানে সূচী-বেধনবৎ বেদনা। বক্ষঃস্থলের স্থান বিশেষে জ্বালাকর বেদনা। ক্ষুধাপরিশূন্যতা। প্রাতে মূত্রমার্গ হইতে জ্বালা সহকারে শ্লেষ্মা-নিঃসরণ। হস্তদ্বয়ের শুষ্কতা। * করতল-জ্বালা সহকারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জ্বর।

**সমগুণ।**—আর্স, ব্রোম, ক্যাল্ক, সিষ্টস, আইওড, ফস, স্পঞ্জ, সল্ফ।

## ওলিয়ম রিসিনি—ক্যাষ্টর অয়েল—এরণ্ড তৈল।

এরণ্ডবীজ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক যে তৈল বাহির করা যায় তাহাকে ক্যাষ্টর অয়েল বলে। ক্যাষ্টর অয়েল বিরেচক। বিরেচনার্থে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সতত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বালকের পক্ষে এক হইতে চারি ড্রাম; এবং পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ হইতে এক আউন্স মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন। অধিক মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করিলে অন্ত্রের আচ্ছাদনঝিল্লী উপদাহিত হইয়া বিবমিষা, পেটকামড়ানি, পাতলা পুরীষময় বা শ্লেহবৎ বিরেচন জন্মে। তৎপরেও ইহা প্রয়োগ করিতে থাকিলে (বিশেষতঃ বালকদিগের) আমরক্তময় মল ও কুন্থন সংযুক্ত রক্তাতিসার (ডিসেন্ট্রি) উৎপন্ন হয়। এলোপ্যাথিমতে ক্যাষ্টর অয়েলের অপব্যবহারে লক্ষণানুসারে ব্রাইওনিয়া ও নক্সভমিকা এই দুইটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে ওলিয়ম রিসিনি কেবল আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে। সদৃশমতে ব্যবহারার্থে ক্যাষ্টর অয়েলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**আময়িক প্রয়োগ।**—রক্তাতিসার।—অনেকানেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় বারংবার ক্ষুদ্র মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করিয়া যে এই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন, অতিমাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল অন্ত্রের উপদাহ জন্মায় বলিয়াই হোমিওপ্যাথিক নিয়মে এতদ্দ্বারা রক্তাতিসার আরোগ্য হয়। কোন কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও মৃদু প্রকৃতির রক্তাতিসারে অথবা আমস্রাবী তরুণ অন্ত্র-প্রদাহে, দশ হইতে পনর বিন্দু মাত্রায় কয়েক ঘণ্টা পরে পরে এই তৈল ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতিসার।—বালকদিগের অতিসারে পুরীষময়, বা শ্লেহবৎ, অথবা আম ও রক্তময় মল, কিম্বা এই সকল প্রকার মলের সংমিশ্রণ; জ্বর, পিপাসা ও অধিক বেদনার অভাব; কেবল অল্প অল্প পেটকামড়ানি ও কুন্থন;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ডাঃ হেল একভাগ ক্যাষ্টর অয়েল নয়ভাগ শুগার-অব-মিল্কের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া দশ গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহারে সুন্দর ফল প্রাপ্ত হন।

**প্রধান প্রধান লক্ষণ।**—* বালক বা বয়স্কদিগের পীতবর্ণ, অর্দ্ধ তরল, শ্লেহবৎ, বিশেষ একপ্রকার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অল্প অল্প পেট কামড়ানি সংযুক্ত অতিসার। * বারম্বার মল-প্রবৃত্তি ও বিফল মল বেগ, অথবা অল্প অল্প আম ও রক্ত সহকারে কঠিন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, গোলাকার মল নিঃসরণ (রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থা)। ০ বালকদিগের গ্রীষ্ম কালীয় অতিসার। ০ অজীর্ণ দন্তোদ্গম, অথবা সর্দ্দি বশতঃ অতিসার ০ দুর্দ্দম্য পুরাতন অতিসার।

# ওলিয়ম স্যাণ্টেলম — স্যাণ্ডেলউড অয়েল— চন্দনের তৈল।

চন্দন বৃক্ষ ভারতবর্ষ, সিংহল, ও চীনদেশে জন্মে। শ্বেত, রক্ত, পীত ভেদে চন্দনকাষ্ঠ তিন প্রকার। শ্রীখণ্ড বা শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ হইতেই সাধারণতঃ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই তৈলকে এতদ্দেশে চুয়া বলে। চন্দন কাষ্ঠের সারভাগ ও মূল চোঁয়াইয়া ইহা নিঃসারিত করে। প্রাচ্য চিকিৎসকেরা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর, বিশেষতঃ শ্বাস-যন্ত্র ও মূত্র যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগে ইহা অতিশয় উপকারী মনে করেন। প্রমেহ রোগে গাভীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চন্দনের তৈলের ব্যবহার আছে। এলোপ্যাথেরাও দারুচিনির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১৫। ২০ বিন্দু মাত্রায় প্রমেহ রোগে এই তৈল ব্যবস্থা করেন। হোমিওপ্যাথিমতে চন্দনের তৈল পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ডাঃ হেল ইহার চিচূর্ণ বা দ্রবক্রম (ডাইলিউশন) প্রস্তুত করিয়া প্রমেহ রোগে বিস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে চন্দনের তৈল প্রমেহ রোগে প্রায় অমোঘ, এবং অনেক সময় কোপেবা, কিউবেব, ইরিজারণ, টর্পেণ্টাইন প্রভৃতি ইহার সমগুণ ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। <u>ডাঃ হেল বেদনাশূন্য, গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ, অধিক পরিমাণে নিঃসৃত স্রাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন।</u> জেলসিমিনম, ক্যান্থেরিস, বা ক্যানেবিস ব্যবহারে প্রদাহ, বেদনা, ও জ্বালা হ্রাস পড়িলে তিনি ইহার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে জেলসিমিনমও ক্যানেবিস সেবনে প্রদাহের তরুণতার হ্রাস পড়িলে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে সাধারণতঃ এতদ্দ্বারা নয় দশ দিবসে প্রমেহ রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। তিনি ইহার প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ দশ গ্রেণ মাত্রায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মূত্রে শুভ্রবর্ণ অধঃক্ষেপ লক্ষণাপন্ন মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়েও তিনি ইহা উপকারী মনে করেন। এলোপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের একজন আধুনিক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে অধিক মাত্রায় চন্দনের তৈল সেবনে গুরুতর বৃক্ক-রোগের আনুষঙ্গিক তীব্র কটি-বেদনার ন্যায় কটি ও পৃষ্ঠবেদনা জন্মে। ডাঃ হেল এই আভাসের উপর নির্ভর করিয়া বৃক্কের অনির্দ্দিষ্ট রোগগ্রস্ত কয়েক জন রোগীকে, অন্যান্য ঔষধে বিশেষ ফল না দর্শাতে ওলিয়ম স্যাণ্টেলম ২দ বিচূর্ণ সেবন করিতে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের কটি বেদনা লক্ষণ তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি আশা করেন যে শ্লেষ্মাস্রাবী পুরাতন কাসে, স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর প্রতিশ্যায়ে, এবং সম্ভবতঃ জরায়ুর ও যোনির কোন কোন প্রকার স্রাব নিঃসরণে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। ডাঃ হানসেন তাঁহার গ্রন্থে চন্দনের তৈলের নিম্নলিখিত বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—তরুণ প্রমেহ, জ্বালাকর ও টাটানিয়া (টাটানে) বেদনা, ঘন ঘন মূত্র-প্রবৃত্তি, মূত্র পথের মুখের স্ফীততা ও আরক্ততা, বেদনাবিশিষ্ট লিঙ্গোদ্গম, মুণ্ডাবরক-ত্বকের জলে স্ফীতবৎ স্ফীততা। গাঢ়, ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা শ্লেষ্মা পূযময় স্রাব। মূলাধারের গভীর স্থানে বেদনা, মূত্রের ধারা ক্ষুদ্র ও

থাকিয়া থাকিয়া নিঃসারিত, মূত্রমার্গের প্রতিকূলে যেন একটা গোলা প্রচাপিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব, নড়িলে চড়িলে বেদনার হ্রাস, খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি। লিঙ্গোদ্গম ক্ষীণ।

# কক্কস ক্যাক্টাই—কোচিলিন।

হেমিপ্টারা জাতীয় কোচিলিন আমেরিকাজাত এক প্রকার কীট। ঔষধার্থে শুষ্ক কীট হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া বৃক্কক, পরিপাক পথ ও শ্বাস-পথে কক্কসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। সেই ক্রিয়ায় আক্রান্ত স্থানের উপদাহ, প্রদাহ এবং রজ্জুবৎ শ্লেষ্মার অতিশয় নিঃস্রব জন্মে। গল-গহ্বর ও স্বরযন্ত্রই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

**অধিকার।**—স্বরযন্ত্র প্রদাহ, বায়ুনলী-ভুজের প্রতিশ্যায় এবং হুপশব্দ-কাসেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ রজ্জুবৎ, দুশ্ছেদ্য, কষ্টে নিঃসার্য্য, শ্বাস-রোধকর, অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিঃস্রব ইহার লক্ষণ। সমধিক স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মা-সঞ্চয় লক্ষণাপন্ন স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায়। মস্তকের প্রতিশ্যায়। এবং অধিক কাসিয়া কাসিয়া গাঢ় আঠা আঠা শ্লেষ্মা তোলা, তজ্জন্য বমন চেষ্টা ও বমন লক্ষণাপন্ন গল-কোষ-প্রদাহ।—এই সকল রোগেও কক্কস ক্যাক্টাই প্রযুজ্য। বৃক্কক-শূলে, বেদনার বৃক্কক হইতে মূত্রাশয়ে প্রসারণ; রক্ত-মূত্র; মূত্রে অধিক পরিমাণে ইউরিক এসিড ও ইউরেটের সঞ্চয়; লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**হুপশব্দ-কাস।**—প্রাতঃকালে উপচয় লক্ষণাপন্ন হুপশব্দ-কাসে ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধের অতিশয় উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে বালক নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইবামাত্র কাসের আবেশ উপস্থিত হইয়া বমনে পরিসমাপ্ত হইলে এবং মুখ হইতে পরিষ্কার রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা দীর্ঘদড়ীর ন্যায় ঝুলিয়া থাকিলে কক্কস ক্যাক্টাই সুব্যবস্থেয়। "মুখ হইতে দড়ীর ন্যায় শ্লেষ্মা ঝুলিয়া থাকা" এই ঔষধের একটি নিশ্চিত লক্ষণ। এই লক্ষণটী বিদ্যমান থাকিলে রোগের প্রারম্ভে ইহার ব্যবহার করিলে হুপশব্দ-কাস আর বর্দ্ধিত হয় না এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ জোসেট বলেন যে সকুন্থনে বার বার পরিষ্কার মূত্রস্রাব হুপশব্দ-কাসে কক্কসের লক্ষণ। হুপশব্দ-কাসের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় ফুস-ফুসের শিখর-দেশে বেদনা ও পূর্ব্বোক্ত রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন লক্ষণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। লিলিয়েন্থাল লেখেন যে হুপশব্দ-কাসের পরবর্ত্তী অধিক দিন স্থায়ী বায়ু-নলীর প্রতিশ্যায়েও

ইহা উপযোগী। **যক্ষ্মা।**—ক্যারিংটন বলেন যে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ ও কণ্ঠাস্থির নীচে সুতীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা লক্ষণাপন্ন প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। **বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ**—মূত্র-রেণু সংসৃষ্ট পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহে অম্লধাতু; মূত্র-পাত্রে সংলগ্ন ইষ্টকচুর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ; আঠা আঠা, অণ্ডলালবৎ, অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মাস্রাবী কাস, বায়ুনলীর দ্বিশাখা-স্থল কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক, এবং প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সত্ত্বেও বক্ষঃস্থলে যেন একটা শ্লেষ্মার গোঁজ নড়িয়া চড়িয়া ফিরিতেছে এপ্রকার অনুভব, আয়াসিত শ্বাস, শ্বাস-কৃচ্ছ ও বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে যাতনা, প্রাতে নিদ্রাহইতে জাগরণসময়ে কাসের বৃদ্ধি, পরিষ্কার, শুষ্ক, কুক্কুররববৎ কাস, অনন্তর অল্প পরিমাণ গাঢ় আঠাআঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অথবা কাসের প্রাবল্যহেতুঃ বমন, ও এই ঔষধের প্রকৃতিগত নিষ্ঠীবন লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। **কাস।**—গলার খরস্পর্শতা, কাস, ও হাঁচি; খকখক্ করিয়া কাসিবার সময় গলায় জ্বালা; গাঢ়, আঠাআঠা, অণ্ডলালবৎ অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হইয়া প্রত্যেকবার কাসের আবেশের পরিসমাপ্তি; গোলাকার, মটরের ন্যায় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; কণ্ঠনালীর অভ্যন্তর দিয়া যেন শ্লেষ্মা উঠিতেছে ও নামিতেছে এপ্রকার অনুভব ও তজ্জন্য গল-কণ্ডূয়ন ও কাসের উদ্রেক; উষ্ণগৃহে উপচয়, খোলা বাতাসে উপশম; আহারান্তে আধিক্য;—এই সকল লক্ষণে কাস-রোগে কক্কস ক্যাক্টাই ব্যবহার্য্য। **জরায়ুর রক্তস্রাব।**— * কেবল সন্ধ্যাকালে শয়িতাবস্থায় জরায়ু হইতে অধিক রক্তস্রাব, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে কখনও রক্ত পতিত না হওয়া; উদরের নিম্নাংশে প্রথমে দক্ষিণভাগে, পরে বামভাগে তীব্রবেদনা, যোনি-পথে বড় বড় কাল রক্তখণ্ড নিঃসরণ; মূত্র-বেগ, কিন্তু এই প্রকার একটী রক্তখণ্ড নির্গত না হইয়া গেলে মূত্রত্যাগ করিতে অসামর্থ্য; উদরে আকুঞ্চন, অশিথিলতা, এবং কিছু যেন আমাশয়ের দিকে উঠিতেছে, তজ্জন্য জলবমন করিতে হইবে এরূপ অনুভব; এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। **ব্রাইটস্ ডিজিজ্।**—সহসা ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় এবং প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃস্রব ও আক্ষেপিক শ্বাস-রোধক কাস কক্কস ক্যাক্টাইয়ের লক্ষণ। **বৃক্কক-প্রদাহ।**—অতি প্রভূত মূত্র নিঃসরণ ও মূত্রমার্গে অপ্রখর বেদনা সহকারে বৃক্কব-শূলের আক্রমণ; বাম বৃক্কক প্রদেশ হইতে মূত্রবহা-নালীদ্বয়ের অভ্যন্তর দিয়া মূত্রাশয় পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত আকস্মিক, সুতীব্র, অনেকক্ষণ স্থায়ী, ছুরিকাঘাতের ন্যায় যাতনা, নিতম্ব ও বঙ্ক্ষণস্থানে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; বৃক্ককে আক্ষেপিক বেদনা, তৎসহকারে মূত্রাশয়ের আবেগ ও বারম্বার প্রগাঢ় বর্ণের মূত্রস্রাব; রক্ত-মূত্র; মূত্রে ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় আধার-পাত্রে সংলগ্ন অধঃপতিত পদার্থ; মূত্রে সূত্র, সর, ও স্তম্ভের আকারে শ্লেষ্মার অবস্থিতি, এবং স্তম্ভিতে (তলানি) বিজড়িত অধিক শ্লেষ্মার বিদ্যমানতা এই ঔষধের লক্ষণ। **ডিম্বাশয়ের রোগ।**—প্রদর স্রাবের পূর্ব্বে ডিম্বাশয়, মূত্রাশয়, ও মণিপুর প্রদেশে খোঁচামারা বা আকর্ষণের ন্যায় বেদনা ইহার লক্ষণ। **ভগার্ব্বুদ।**—ভগে এত তীব্রবেদনা যে তজ্জন্য শয্যায় যাইয়া

বসিয়া থাকিতে হয় এবং বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা যাইতে হয়; অর্ব্বুদে দপদপ ও জ্বালা, এবং হাঁটিলে অবদরণ অনুভব; কক্কস ক্যাক্টাইয়ের ব্যবহার-লক্ষণ

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—আশঙ্কাশীলতা, কোপনতা, বিরক্ত-চিত্ততা।

**মস্তক।**—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা; ঘূর্ণন। মস্তকে রক্তের প্রধাবন ( বেল, ফির )। মৃদু প্রচাপনী বেদনা; সম্মুখপ্রদেশে ও শঙ্খদ্বয়ে দপদপ, প্রচাপন, অথবা বেধনবৎ বেদনা।

**চক্ষু।**—চক্ষু-কোটরে প্রচাপনী বেদনা। শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ; বিবর্দ্ধিত অশ্রুস্রাব।

**কর্ণ।**—কর্ণের মধ্যে ও নিকটে আকর্ষণ, ছেদন, ও সূচী-বেধনবৎ বেদনা। কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধবৎ অনুভব ( ম্যাঙ্গ, সিলি, )। কর্ণে তুড়তুড়ি ও কণ্ডূয়ন ( ব্যারা, হিপ, মার্ক )। গিলিবার সময় কর্ণে চড়চড় শব্দ। কর্ণে ঝড়ের ন্যায় গর্জ্জন-ধ্বনি।

**নাসিকা।**—পুনঃ পুনঃ প্রবল হাঁচি। নাসিকায় অত্যন্ত শ্লেষ্মা-নিস্রব। নাসিকায় শুষ্কতা। নাসা-প্রান্তে পীতবর্ণ চিপিটিকা।

**মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে কীট হাঁটার ন্যায় অনুভব।

**মুখ-মধ্য।**—দন্তে আকর্ষণ ও উৎক্ষেপণবৎ বেদনা; শীতল দ্রব্যে দন্তের অনুভবাধিক্য ( এণ্ট-ক্রুড, * ক্যাল্ক, ষ্টাফ, সল, )। অতিশয় পিপাসা সহকারে মুখ ও জিহ্বার পরিশুষ্কতা ( * আর্স, * ব্রাই )। মুখে ও গলায় জ্বালা ( * আর্স, * ক্যান্থ, ক্যাম্ফ )। মুখ ও গলার অবদরণ। মুখ-বিবর ও গল-গহ্বরের এত অনুভবাধিক্য যে মুখ ধুইতে কাস ও বমনের উদ্রেক হয় এবং গাঢ় শ্লেষ্মারাশি বমন হইয়া পড়ে। * তালুকার তোরণের অতিশয় উপদাহিতা; উচ্চস্বরে কথা বলিলে অথবা দাঁত মাজিলে কাসও বমন জন্মে। * মুখে, জলসঞ্চয় সহকারে, ধাতব আস্বাদ। মুখে * ধাতব ( ইস, ককু, মার্ক, সল ); তিক্ত ( * ব্রাই * সিঙ্ক, * নক্স, * পল, * সল ); * ঈষৎ মিষ্ট * আর্স, ব্রাই, * মার্ক-সল ); অম্ল; স্বাদ।

**গল-মধ্য।**—গল-মধ্যে ও গল-গহ্বরে শুষ্কতা ও জ্বালা। * শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে গলায় অবদরণ। গলায় সর্ব্বদা তুড়তুড়ি। * অলি-জিহ্বা যেন দীর্ঘ হইয়াছে এরূপ অনুভব, এবং তজ্জন্য অনবরত কাসের উদ্রেক। উষ্ণতায়, বিশেষতঃ শয্যায় গল-লক্ষণের উপচয়। গিলিতে কষ্ট।

**আমাশয়।**—অতিশয় ক্ষুধা; * অধিক পিপাসা। উদ্গার; বুক-জ্বালা। বিবমিষা বমন-চেষ্টা; বমন-প্রবৃত্তি আমাশয়ের প্রসারণ। আমাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ; ভেদনবৎ বেদনা। উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শ-দ্বেষ।

**উদর।**—* বাম কুক্ষিতে, আবদ্ধ আধ্মানের ন্যায় বেদনা; পৃষ্ঠের বামদিকে ও কটির কশেরুকায় সেই বেদনার সম্প্রসারণ। * প্লীহা-প্রদেশে জ্বালাকর আকর্ষণ। অতিশয় অন্ত্র-কূজন সহকারে উদরের আধ্মানিক প্রসারণ। পেট-কামড়ানি, তৎপরে অতিসার।

মল।—মল-বেগ; কখন কখনবা উহার বিফলতা। প্রভূত, কোমল বা লেহবৎ মল।

মূত্র-যন্ত্র।—বৃক্ক-প্রদেশে অতীব্র, চাপক বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ। মূত্রাশয়ে চাপ। প্রস্রাব কালে মূত্রমার্গে জ্বালাকর বেদনা (ক্যান-স্যাট, ক্যান্থ, ষ্টাফ)। মূত্র-মার্গে সূচী-বেধ ও কণ্ডূয়ন। * পুনঃ পুনঃ অতিশয় মূত্র-বেগ। বার বার অধিক মূত্র-ত্যাগ, মূত্র জলের ন্যায় পরিষ্কার (ফস-এসি); কিন্তু শীঘ্রই উহা আবিল ও সরাবৃত হইয়া উঠে। মূত্রে ইষ্টক-চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ (আর্ণ, * লাই, ন্যাট-মিউ, ফস)।

জনন-যন্ত্র।—(পুং)—বিবর্দ্ধিত লিপ্সা সহকারে পুনঃ পুনঃ উপস্থের উদ্রেক। কামুকতার ভাব; স্বপ্ন-দোষ (সিঙ্ক, ফস-এসি, ষ্টাফ)। (স্ত্রী)।—বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের স্ফীততা ও উত্তাপ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ ও অধিক দিন স্থায়ী রজ-স্রাব (ক্যাল্ক-কা, নক্স-ভ)।

শ্বাস-যন্ত্র।—* বায়ু-পথে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় (* এণ্ট-টার্ট,* ইপি, স্যাম্বু, ষ্টান)। * বায়ু-পথে অবদরণ, তজ্জন্য কাসের উদ্রেক। * আকরোটের মত বড় একখানি রুটির খণ্ড যেন স্বরযন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে লাগিয়া রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, তজ্জন্য সর্ব্বদা ঢোক গিলিতে হয়। * স্বরযন্ত্রে অতিশয় প্রবল তুড়তুড়ি, তজ্জন্য রাত্রিতে জাগিতে হয়, কাস জন্মে, ও অতিশয় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হয়। * আস্তে আস্তে কথা বলিলেও স্বরযন্ত্রের শ্রান্তি (আর্জ্জ-নাই, এরম, ফস); স্বরের কর্কশতা ও ভগ্নতার উৎপত্তি, এবং শ্বাসের কতকটা আয়াসিততা। গলকণ্ডূয়ন পূর্ব্বক কাসের আবেশ, শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে উহার পরিসমাপ্তি। * দাঁত মাজিলে বা মুখ ধুইলে কাসের উদ্রেক। * আঠা আঠা, সাগুলাল, অধিক-পরিমাণ, শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস (* ষ্টান)। * কাসের অল্পকালস্থায়ী আবেশ, তৎপরে সহজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার, শ্লেষ্মা-খণ্ড নিঃসরণ। * শ্বাস-কষ্ট। বক্ষঃস্থলের ভার ও স্পর্শ-দ্বেষ। বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে সূচী-বেধন ও শস্ত্র-ভেদনবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদগ্র-প্রদেশে প্রচাপনী বেদনা। * আহারান্তে উৎকণ্ঠা সহ হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত বেগ ও স্পন্দন। নাড়ীর বিবর্দ্ধিত বেগ।

পৃষ্ঠ।—স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থানে সূচী-বেধবৎ যাতনা। কটিতে ও বৃক্ক-প্রদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। বৃক্ক-প্রদেশে প্রবল প্রচাপনী বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা (* রসটক্স, পলস)।

দেহ।—অতিশয় শ্রান্তি ও অবসন্নতা। চর্ম্মে কণ্ডূয়ন ও কণ্টক-বেধবৎ অনুভব।

নিদ্রা।—নিদ্রার দুর্নিবার ইচ্ছা। অস্বচ্ছন্দ, অস্থির নিদ্রা, সুস্পষ্ট স্বপ্নদ্বারা উহার ব্যাঘাত।

জ্বর।—সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে, শীত। শরীরের উষ্ণতার বৃদ্ধি। অনুগ্র উত্তাপেও অতিশয় অভিভূততা। প্রচুর সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

উপচয়।—প্রাতে ও সঞ্চলনে উপচয়।

উপশম।—সন্ধ্যার প্রাকালে ও উষ্ণতায় উপশম।

সমগুণ।—ক্যাম্ফ, আইও, কালী-বাই, কালী-আইও

# কণ্ডুরাঙ্গো।

এই গুল্ম দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। তথায় ইহাকে কণ্ডুর প্লান্ট বলে। ঔষধার্থে ইহার বল্কলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

* ওষ্ঠের দক্ষিণ কোণে বেদনা বিশিষ্ট বিদারণ এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

আময়িক প্রয়োগ।—কর্ক্কট রোগে (ক্যানসার) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। কঠিন কর্ক্কটে (স্কিরস) এই ঔষধের কোন ক্রিয়া দর্শে না। কিন্তু বিমুক্ত কর্ক্কটে ও কর্ক্কটের ক্ষতে এতদ্দ্বারা উপকার জন্মে এবং বেদনার তীব্রতার লাঘব হয়। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে কর্ক্কটের হুল-বেধবৎ জ্বালাকর বেদনা নিবারণে কণ্ডুরাঙ্গো একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। কর্ক্কট রোগে ইহার প্রথম দশমিক ক্রম বা মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বার্ণেট প্রভৃতি যাঁহারা ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা এতদ্দ্বারা শরীরের একপ্রকার ধাতু-বিকৃতি ও তজ্জন্য সামান্য উপঘাত বা ক্ষতের দূষিত ক্ষতে পরিণতি; কঠিন-প্রান্ত, দুর্গন্ধ নিঃসরণশীল, নিস্তেজ ক্ষতের উৎপত্তি; এবং পচ্যমান বা অপচ্যমান পীড়কা ও ওষ্ঠ-বিদারী প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও প্রকৃত ক্যানসার উৎপন্ন হইয়াছিল না। মুখ, ওষ্ঠ ও মলদ্বারাদির অবদরণে, দুর্গন্ধ রস ক্ষরণ লক্ষণে, ধাতু-দোষ বা উপদংশ-দোষ থাকিলে কণ্ডুরাঙ্গো ফলপ্রদ। দুর্গন্ধময় দুর্দ্দম্য প্রাচীন ক্ষতেও এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগ হইয়া থাকে। মুখের কোণে ক্ষত সহকারে স্তনের শক্ত ও ব্যথিত অর্ব্বুদ। বুকাস্থির পশ্চাদ্ভাগে জ্বালাকর বেদনা, ও তথায় যেন ভুক্তদ্রব্য সংলগ্ন হইয়া থাকে এরূপ অনুভব সহ গল-নলীর সংবৃতি। বাম কুক্ষিতে দৃঢ়তা ও নিরন্তর জ্বালাকর বেদনা সহকারে ভুক্তদ্রব্য বমন। আমাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায়। এই সকল রোগেও কণ্ডুরাঙ্গো ব্যবহৃত হয়।

---

# কনভেলেরিয়া—লিলি অব দি ভ্যালি।

লিলিয়েসী জাতীয় কনভেলেরিয়া মেজুস আমেরিকা জাত এক প্রকার ওষধি। ঔষধার্থে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

## ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ।

হৃৎপিণ্ডে কনভেলেরিয়ার প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শিয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষম্য ও নাড়ীর বেগের পরিমাণের ন্যূনতা জন্মে, এবং বমন ও হিমাঙ্গের লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্রোগে,

বিশেষতঃ শোথ, অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, ক্ষীণ ও অনিয়মিত নাড়ী লক্ষণাপন্ন হৃৎপিণ্ডের কপাটের ও অন্যান্য বিধানের রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার কিংবা ক্রিয়া-বিকারজনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্রে, কনভেলেরিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের রস-প্রসেকে ও মূত্র বৃদ্ধি করিয়া ইহা উপকার করে। ফুসফুসে রক্তের স্থিতি ও বক্ষঃ-শোথ বশতঃ যে শ্বাস-কৃচ্ছ্র জন্মে তাহাতেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। অপর, গর্ভপাত কিংবা শস্ত্রোপচারের পর বস্তি-গহ্বরের রক্ত-সঞ্চয়ে, অতিশয় ভারানুভব ও বস্তি-গহ্বরস্থ বস্তুর নিম্নদিকে প্রচাপন, তজ্জন্য সরলান্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা, ও অবিরাম অপ্রখর স্পর্শ-দ্বেষ, চিৎ হইয়া শয়নে উহার আধিক্য,—এই সকল লক্ষণে কনভেলেরিয়া উপকারী।

সমগুণ।—ডিজিটেলিস।

# কমোক্লেডিয়া ডেণ্টেটা।

এই বিষাক্ত গুল্ম সেণ্টডোমিঙ্গো ও কিউবা দ্বীপে জন্মে। সেই স্থানের লোকেরা ইহাকে গুয়াও বলে। সূর্য্যোত্তাপে এই বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিলে সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়। উগ্র এলকোহল সহযোগে ইহার পত্রের বা বল্কলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

কমোক্লেডিয়ার মুকুল-জাত মধু পান করিলে বিসর্পের ন্যায় উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। রসটক্সের সহিত কমোক্লেডিয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধের বেদনাই নড়িলে চড়িলে উপশমিত হয়; উভয় ঔষধই বিসর্পে ব্যবহার করা যায়; উভয়ই গাত্রের জ্বালা ও কণ্ডুয়ন সংযুক্ত আরক্ততা জন্মায়; এবং দুর্ব্বলতা, অবশতা, ও অস্থিরতাদি উৎপন্ন করে। কিন্তু এই দুই ঔষধের চক্ষু-লক্ষণে প্রভেদ লক্ষিত হয়। কমোক্লেডিয়ার লক্ষণে দক্ষিণ চক্ষুতে বেদনা জন্মে এবং সেই চক্ষু যেন বৃহত্তর হইয়াছে অথবা মস্তক হইতে বহির্গত হইয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়। এই সকল চক্ষু-লক্ষণ উষ্ণ চুল্লীর নিকটে গেলে বৃদ্ধি পায়; কিন্তু রসটক্সের চক্ষু-লক্ষণ উহাতে হ্রাস পড়ে। চর্ম্ম-লক্ষণে কমোক্লেডিয়া ও ইউফরবিয়া-অফিসিনেলিস সমতুল্য। এমন কি ইউফরবিয়া জনিত ত্বকের আরক্ত রেখা পর্য্যন্ত কমোক্লেডিয়ায় উৎপন্ন হয়। নাতিশীতোষ্ণ দেশ অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশের রোগেই ইহা সমধিক উপযোগী।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**কাস।**—বাম স্তন-বৃন্তের নীচে বেদনা, ও সেই বেদনার বাম স্কন্ধাস্থিপর্য্যন্ত প্রসারণ; বক্ষঃস্থলে আমবাতের ও পার্শ্ব-শূলের বেদনা; কমোক্লেডিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ।

**বিসর্প।**—এনাকার্ডিয়মের ন্যায় কমোক্লেডিয়াও ফোস্কার আকার উদ্ভেদ, এবং দূষিত পূযপূর্ণ পীড়কা ও ক্ষত জন্মায়। এই সকল ক্ষত গভীর হয়, উহার প্রান্ত-ভাগ শক্ত

থাকে; ক্ষত হইতে একপ্রকার গাঢ়, পীতাভ-হরিদ্বর্ণ, একরূপ বিশেষ দুর্গন্ধবিশিষ্ট পূযময় স্রাব নিঃসৃত হয়, ক্ষত-স্থান একথণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায়, চারিদিগের ত্বক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিক্কণ শল্কে আবৃত থাকে। এই সকল লক্ষণ একপ্রকার অতি দূষিত বিসর্পেই উৎপন্ন হয়। এই বিসর্প রসটক্সজ্ঞাপক বিসর্প অপেক্ষা তীব্রতর এবং সচরাচর ইহাতে ল্যাকেসিস ও আর্সেনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কমোক্লেডিয়া ঈদৃশ বিসর্পে বিশেষ উপযোগী। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ বিধান-তন্তুর বিসর্প জনিত প্রদাহে সচরাচর যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহা অপেক্ষা কমোক্লেডিয়া শ্রেষ্ঠ। ডাঃ লিলিয়েন্থাল উল্লেখ করিয়াছেন যে মুখমণ্ডল ও চক্ষে জ্বালা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে উহার আতিশয্য; মুখমণ্ডলের অতিশয় স্ফীততা, উহাতে যন্ত্রণাকর কণ্ডূয়ন; মস্তকের বিদাহী কণ্ডূয়ন; শিরোঘূর্ণন ও শিরোগৌরব এবং তৎসহকারে সঞ্চরমান বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার উপশম;— এইগুলি কমোক্লেডিয়ার লক্ষণ। **দদ্রু**।—মুখমণ্ডল, হস্ত, ও অন্যান্য স্থানের প্রবল কণ্ডূয়ন ও জ্বালাবিশিষ্ট আরক্ততা এবং বিসর্পবৎ স্ফীততা, তৎপরে পীতবর্ণ ফোস্কা ও উপত্বক্ পতন লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। **অভিষ্যন্দ**।—দৃষ্টিক্ষীণতা বা পুরাতন আইরাইটিসজনিত অক্ষিপুটের স্নায়ু-শূল; চক্ষু গুরুতর ও বৃহত্তর অনুভব; চক্ষে বেদনা এবং চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ বোধ, চক্ষু নাড়িলে চাড়িলে অথবা উষ্ণ চুল্লীর নিকটে উহার আধিক্য, কমোক্লেডিয়ার লক্ষণ। **শিরোঘূর্ণন**।—শয্যাহইতে উত্থানে শিরোঘূর্ণন: সকল বস্তু আঁধার দেখা; নড়িলে চড়িলে মস্তকের সমস্ত বেদনার শান্তি ও উত্তাপে উহার আধিক্য এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। **ক্ষত**।—কঠিন প্রান্তবিশিষ্ট গভীর ক্ষত। আটত্রিশ-বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোকের দক্ষিণ স্তনের পচা ক্ষত ডাঃ নাভারো এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ছয় সপ্তাহে আরোগ্য করিয়াছিলেন। আর এক ব্যক্তির গুল্‌ফের সমীপবর্ত্তী, জঙ্ঘাংশে অবস্থিত বিষমাকার, কঠিনপ্রান্ত, গভীর, দুর্গন্ধি দূষিত পূযস্রাবী, ছয়বৎসর স্থায়ী নিস্তেজ ক্ষত, ডাঃ নাভারো ত্রিংশ শক্তির কমোক্লেডিয়া ব্যবস্থা করিয়া চারি সপ্তাহে আরোগ্য করিয়াছিলেন। একজনের বামজঙ্ঘায় ও পদে প্রদাহ জন্মিয়াছিল, প্রদাহের সহিত প্রবল জ্বর ছিল; স্ফীততা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বেদনা হ্রাস পড়িলে সেই স্থানের চর্ম্ম শাদা হইয়া উঠে, উহাতে একপ্রকার চিক্কণ শল্ক উৎপন্ন হয় এবং আক্রান্ত স্থল বিদারিত হইয়া উহা হইতে একপ্রকার দূষিত স্রাব (রসাণি) পড়িতে থাকে; তিনি ষষ্ঠ শক্তির কমোক্লেডিয়া ব্যবহারে এই রোগীকে আরোগ্য করেন। স্পেনদেশীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কুষ্ঠরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে অনেকটা ফল লাভ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক**।—মস্তকে গুরুত্ব অনুভব, মস্তক অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। বাম শঙ্খ স্থানের অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চরমান বেদনা। শয্যা হইতে উঠিলে পর সকল বস্তু আঁধার

দেখা ; নড়িলে চড়িলে ও খোলা বাতাসে বেদনার উপশম। **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্ফীততা ; বাম কর্ণেরও বিদারণ এবং শ্বেতসারের চূর্ণের ন্যায় উপত্বক স্খলন। **চক্ষু**।—অক্ষি-গোলকে স্পর্শ-দ্বেষ ও গৌরব অনুভব। চক্ষুর প্রদাহ ; দক্ষিণ চক্ষে দৃষ্টি করিলে প্রদীপের আলোকের চারিদিকে একটী লাল অঙ্গুরীয়ক দৃষ্ট হয়, চক্ষু বুজিলে আর সে অঙ্গুরীয়ক থাকে না। অক্ষিগোলকদ্বয় বৃহত্তর বোধ হয়। উষ্ণ গৃহের নিকট গেলে চক্ষুর বেদনা বৃদ্ধি পায় ও চক্ষুদিয়া অধিক জল পড়ে। অক্ষিগোলকের অভ্যন্তর দিয়া মস্তক-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত তীব্র বেদনা। মস্তকে চাপিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় অনুভব, বোধ হয় যেন অক্ষিগোলকের শিখরদেশে কিছুতে চাপ দিতেছে। **নাসিকা**।—নাসিকার অসহ্য কণ্ডূয়ন। **মুখ-মধ্য**।—দন্তে অবিরাম বেদনা। দন্ত যেন দন্ত-গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করা হইতেছে এপ্রকার অনুভব। দক্ষিণ পার্শ্বের পেষণ-দন্ত যেন নড়ে এপ্রকার অনুভব। চাপদিলে দন্ত-বেদনার হ্রাস। নিম্ন হনুর দন্ত-মূলের প্রদাহ। জিহ্বায় মলিন পীতবর্ণ লেপ। নীচের ওষ্ঠের ফোস্কা ও স্ফীততা। দন্ত-বেদনার বিরাম পড়িলে মস্তক বড় অনুভব। **স্বরযন্ত্র**।—গল-কণ্ডূয়ন ও বাম স্তন-বৃন্তের নীচে সতত মৃদু বেদনা সহকারে রাত্রিতে আক্ষেপিক শুষ্ককাস ; গল-কণ্ডূয়নকর কাস ; দিবাভাগে খক্‌খক্ কাস। **উদর**।—উদরে অনুজ্জ্বল আরক্তরাগ, বোধ হয় যেন উদরের অনুপ্রস্থে একটী উদ্ভেদ উৎপন্ন হইবে। উদরের অনুপ্রস্থে ও নাভীর উর্দ্ধে সংপ্রসারিত শ্বাস-কষ্টজনক তরুণ বেদনা। **জননেন্দ্রিয়**।—রাত্রিতে ক্রমাগত মুষ্কে সুড়সুড়ি ও কণ্ডূয়ন। উপস্থের নিম্নভাগে, ও মেঢ্র-ত্বকের অভ্যন্তর পার্শ্বে দুর্নিবার কণ্ডূয়ন। **বক্ষঃস্থল**।—বাম স্তনে, বৃন্তের প্রায় এক ইঞ্চি উপরে তীব্র বেদনা, ও অবশেষে এক প্রকার জ্বালানুভবের বিদ্যমানতা ; এই বেদনার দক্ষিণ পার্শ্বে ও দক্ষিণ বাহুর নিম্নে গতি। বামপার্শ্বে তীব্রবেদনা বশতঃ শ্বাসকষ্ট। বক্ষঃস্থলের অনুপ্রস্থে প্রতিনিয়ত বেদনা। বক্ষঃস্থলে আমবাতিক বা পার্শ্ব-শূলজনিত বেদনা। **পৃষ্ঠ**।—পৃষ্ঠে আমবাতিক বেদনা ও সূচী-বেধবৎ যাতনা, সূচী-বেধান্তে একপ্রকার জ্বালাবিশেষ। **উর্দ্ধাঙ্গ**।—হাতে, বাহুতে ও জঙ্ঘায় পুনঃ পুনঃ বাতের বেদনা। বাহুতে ও হাতে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। **নিম্নাঙ্গ**।—দুই জানুতেই তীব্র বেদনা ; জঙ্ঘাদ্বয়ের অভ্যন্তর ভাগে পদদ্বয় পর্য্যন্ত প্রচাপন। নড়িলে চড়িলে বেদনার শান্তি। * জঙ্ঘায় ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ, ও উহার পচ্যমান পীড়কায়, এবং কখন কখন বা গভীর, দূষিত ক্ষতে পরিণতি। **ত্বক**।—মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের প্রবল কণ্ডূয়ন, আরক্ততা ও বিসর্পবৎ স্ফীততা, তৎপরে উহাতে পীতবর্ণ ফোস্কা ও উপত্বক্-স্খলন। মুখমণ্ডল ও বাহুর উপরিভাগে কষ্টপ্রদ জ্বালা। আরক্তজ্বরের পীড়কার ন্যায় পীড়কা। ০ বিসর্প, দদ্রু ইত্যাদি। চর্ম্মের প্রদাহ, অনন্তর গভীর, কঠিন প্রান্ত ক্ষত, উহা হইতে গাঢ়, পূযাক্ত, হরিতাভ পীত বর্ণ, অতি দুর্গন্ধ স্রাবনিঃসরণ ; ক্ষতস্থানের কাঁচা মাংসের ন্যায় দৃশ্য। ত্বক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিক্কণ শল্কে আচ্ছাদিত।

**বিশেষ লক্ষণ**।—* সর্ব্বশরীরে স্কার্লেটিনার ন্যায় আরক্ততা। ( রসটক্স )। * দক্ষিণ চক্ষুতে বেদনা ও উহা যেন বাম চক্ষু অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অধিকতর বহিরাগত এরূপ অনুভব। চুল্লীর নিকটে বেদনার উপচয়। চক্ষু ভারী, বৃহত্তর, ব্যথিত বোধ হয়; অক্ষি-গোলকের শিখর-দেশে কোন বস্তুর প্রচাপন বশতঃ উহা যেন নিম্নদিকে ও বহির্দ্দিকে সঞ্চালিত হইয়া মস্তক হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে এপ্রকার অনুভব। মুখমণ্ডলের স্ফীততা, তৎসহ চক্ষুদ্বয়ের কোটর হইতে বহিরাগতি এবং বামচক্ষে কেবল একটী অনুজ্জ্বল আলোক-রেখা দর্শন। নড়িলে চড়িলে বেদনার লাঘব।

**সমগুণ**।—এনাকার্ডিয়ম, রসটক্স, ইউফরবিয়ম অফিসিনেরম।

---

# কর্ণস সারসিনেটা।

কর্ণস সারসিনেটা কর্ণসফ্লোরিডা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর একপ্রকার গুল্ম। ইহা আমেরিকার উত্তর প্রদেশে জন্মে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার সরস বল্কল হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**অধিকার**।—পাণ্ডু, অতিসার, ও প্লীহার বিবর্দ্ধনসংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া-দোষ। বালক দিগের মুখ-বিবরের প্রদাহ। পাণ্ডু, বদনের পীতবর্ণ, ও নিমগ্নতা সংযুক্ত পুরাতন যকৃৎ-প্রদাহ। মলিন মুখাকৃতি ও নিমগ্ন বদন সহকারে মলিনবর্ণ পৈত্তিক অতি দুর্গন্ধ অতিসার। বাহুদ্বয়ে জ্বালা ও অতিশয় দুর্ব্বলতাসংযুক্ত রক্তাতিসার।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**রক্তাতিসার**।—মলত্যাগের পূর্ব্বে, পরে, ও মলত্যাগকালে উদর-বেদনা; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পিত্ত-প্রকোপ; এবং সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। **অরুংষিকা**।—ফেভস অর্থাৎ মধুচক্রাকার অরুংষিকা রোগে শুষ্ক বা আর্দ্র পীড়কা; গণ্ডমালা-দোষ ও শুষ্ক আক্ষেপিক কাস, বা শ্লেষ্মাস্রাবী পুরাতন কাস লক্ষণে কর্ণস সারসিনেটস ব্যবস্থেয়। **জ্বর**।—একবার শীত একবার তাপ; অক্ষিগোলকে অবিরাম বেদনাসহ মৃদু শিরঃপীড়া; অন্ত্রে বায়ুর কুজন; বক্ষঃস্থলে ও স্কন্ধাস্থির নিম্নে সূচী-বেধ, দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব; বিবমিষা, মাংস ও রুটিতে অরুচি, ক্ষুধাহীনতা, অন্ত্রে কামড়ান বেদনা; মলিন, হরিৎ, পাতলা, অতি দুর্গন্ধ মল, তৎসহ অতিশয় দুর্গন্ধময় প্রভূত বায়ু নিঃসরণ;—এই সকল লক্ষণে আমাশয়িক ও পৈত্তিক জ্বরে কর্ণস ব্যবহৃত হয়। **শিরঃপীড়া**।—সমগ্র মস্তকে অতীব্র গৌরব; হাঁটিলে, মাথা নোয়াইলে বা ঝাঁকিলে বিবর্দ্ধিত তন্দ্রালুতা; প্রচুর মল নিঃসরণে মস্তকের পূর্ণতানুভবের শান্তি; মস্তকে বেদনা ও দপদপ সহ মস্তকের পূর্ণতা অনুভব, তজ্জন্য প্রগাঢ় নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা; এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ। **মানসিক রোগ**।—আলস্য, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিরক্তি,

মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, মনের জড়তা, চিন্তা করিতে বা একবিষয়ে চিত্তসংযম করিতে অক্ষমতা, সন্ধ্যাকালে উহার আধিক্য; শিরোঘূর্ণন, অতিশয় ঔদাস্য, মানসিক যাতনা, ও বিষাদ; ম্যালেরিয়া জনিত উপদাহিতা; পাণ্ডু, রক্তাতিসার, যকৃৎ ও প্লীহার রোগ; কর্ণসের লক্ষণ। গণ্ডমালা।—গণ্ডমালাঃ জনিত অভিষ্যন্দ, অক্ষিপুটের দক্র; জিহ্বা, মাঢ়ী, ও মুখের ক্ষত; পুরাতন অতিসার; এই সকল লক্ষণে গণ্ডমালা দোষে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। উপক্ষত।—বালকদিগের মুখের উপক্ষত; প্রতিশ্যায় বা আমাশয়িক উপদ্রব বশতঃ গালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত; এবং জিহ্বা, দন্ত-মূল, ও মুখের গণ্ডলালা জনিত ক্ষতে কর্ণস সারসিনেটস বিশেষ ফলপ্রদ। এই রোগের পুরাতন ও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত অবস্থায়ও ইহা আরোগ্যকর। ইহার জলীয় দ্রব্যের স্থানিক প্রয়োগই অধিক উপযোগী; উপযুক্ত মাত্রায় অরিষ্ট বা তরুণ বল্কলের ফাণ্টেরও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। অগ্নিমান্দ্য।—মুখে তিক্তাস্বাদ ও সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যে অরুচি সহ বিবমিষা; স্বাদশূন্য উদগার সহ আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব; অম্লপানীয়ের আকাঙ্ক্ষা; মল-প্রবৃত্তি সহ মুখ, গলা ও আমাশয়ে জ্বালা; এবং আমাশয় ও উদরে দুর্ব্বলতানুভব, কর্ণসের লক্ষণ। অতিসার।—ডাঃ মার্সি ও অপর কয়েকজন চিকিৎসক পৈত্তিক অতিসার ও রক্তাতিসারে অতিশয় উপকারী বলিয়া এই ঔষধের প্রশংসা করেন। মার্ক-কর, এলোজ ও নক্সের ন্যায় লক্ষণে ম্যালেরিয়া-দোষ সংযুক্ত, ও গ্রীষ্মকালের রোগে ঐ সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে বিবেচনা পুর্ব্বক ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ঔদাস্য সহ তন্দ্রালুতা। মনের জড়তা, কোন বিষয়ে মনঃসংযম করিতে অসমর্থতা। ০ আলস্য ও শক্তিশূন্যতা অনুভব। অতিশয় নিরুৎসাহ, ও ক্ষণরাগিতা। মনোহর বিষয়েও উদাসীনতা। মস্তক।—০ তন্দ্রালুতা সহ সমস্ত মস্তকে অতীব্র, ও ভারী বেদনা। হাঁটিলে, মাথা নোয়াইলে বা নড়িলে বিবর্দ্ধনশীল শিরোবেদনা। ০ মস্তকে পূর্ণতা অনুভব, ও অধিক পরিমাণ মলস্রাবে উহার শান্তি। মুখমণ্ডল ও মস্তকে রক্তের সঞ্চয়। করোটীর প্রাচীর ও পৃষ্ঠভাগে গভীর-মূল দপদপকর বেদনা। ০ সমস্ত মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চরমান বেদনা। ০ পৈত্তিক শিরঃশূল। চক্ষু।—অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তরদিয়া অবিরাম বেদনা। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের পীতাভা; চক্ষুর নিমগ্নতা। চক্ষুর চারিদিকে ভার বোধ। চক্ষুর প্রভাশূন্যতা ও গুরুত্ব। নাসিকা।—নাসি-কার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কণ্ডূয়ন। প্রত্যূষে নাসিকার প্রতিশ্যায়। নাসিকার অস্থিভাগে তীব্র কণ্টক-বেধ অনুভব। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বার পাতলা পীতাভ লেপ। মুখে তিক্ত আস্বাদ, মুখ ও গলার মধ্যে টাটানি। শীতল জলের পিপাসা সহকারে জিহ্বায় শুভ্র লেপ। শিশুদিগের মুখে উপক্ষত। ০ শিশুদিগের মুখের ক্ষত; আমাশয়।—* মুখে তিক্ত আস্বাদ, সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যে অরুচি, এবং অম্ল পানীয় পানের স্পৃহা

ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের যকৃতের পীড়ায় আনুষঙ্গিক এই সকল রোগে এলোজও উপকারী।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।—যকৃতের লক্ষণ সংযুক্ত বহুব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে, অর্থাৎ রোগীর বদনের মলিন ধূসর বর্ণ, কখন ও বা প্রকৃত পাণ্ডুরোগের ন্যায় আভা; প্রচাপনে যকৃতের বাম খণ্ডে স্পর্শ-দ্বেষ, চিক্কণ, অনুজ্জ্বল পীতবর্ণ, কচিৎ বা মলিন হরিদ্বর্ণ মল; মলিন-কপিশ মূত্র; বক্ষঃস্থলে গৌরব, পার্শ্বে সূচী-বেধ; দুর্ব্বলতা, জ্বর; মস্তকের সম্মুখভাগে শিরঃপীড়া এই সকল লক্ষণে নক্স, চেলিড, ও পলস ব্যবহারে কোন ফল না দর্শাতে কার্ডিউয়স প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য জন্মিয়াছিল। সিকাগো নগরে মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে এই প্রকার বহুব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা উপস্থিত হইয়া থাকে। তথায় ডাঃ হেল যকৃতের লক্ষণ দূরীকরণে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ফুসফুসের রোগ।—যকৃতের অসুস্থতা নিবন্ধন ফুসফুসের গুরুতর রোগে কার্ডিউয়স বিশেষ ফলপ্রদ। যন্ত্রনাপ্রদ নৈশকাসে রোগীকে শয্যায় উঠিয়া বসিতে হইলে, অথবা যকৃদ্রোগ বশতঃ বিশুদ্ধ রক্ত, কিম্বা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হইলে: এই ঔষধে তাহা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ক্ষয় ও শ্বাস রোগের কাস ও এতদ্দ্বারা উপশমিত থাকে

পার্শ্ব-ব্যথা।—পার্শ্বদেশের বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বের সূচী-বেধবৎ যাতনা, প্রায়শঃ পিত্ত-লক্ষণের সহিত সংসৃষ্ট থাকিলে ইউরোপে এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ইনম্যান বলেন যে এই সূচীবেধ সহানুভূতি বশতঃই সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে এবং যকৃৎ অপেক্ষা পেশীতেই অনেক সময় অনুভূত হয়।

প্লুরিসি।—প্লুরিসি রোগেও ইহার কতকটা খ্যাতি আছে। স্বয়ম্ভূত প্লুরিসি রোগে এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শে বলিয়া বোধ হয় না, তবে প্লুরোডিনিয়া বা বক্ষঃস্থলের পেশীর বেদনায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কার্ডিউয়সের ক্রিয়া-পর্য্যবেক্ষক সকল চিকিৎসকেরই মত এই যে এই ঔষধে একোনাইটের ন্যায় জ্বর ও যাতনা দূরীকৃত হয় না, কিন্তু উপশমিত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অবসন্নতা, বিষণ্ণতা, অবসাদ-বায়ু।

মস্তক।—* চক্ষুর উপরে ও শঙ্খস্থলে কপালে মৃদু গৌরব। * চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা সহ শিরোঘূর্ণন।

আমাশয়।—তিক্তাস্বাদ ও ক্ষুধাহীনতা। অতিশয় বিবমিষা, মুখ-প্রসেক, উদ্গার ও উদরের স্ফীততা। প্রবল-বিবমিষা, যন্ত্রণাপ্রদ হুক্কার, এবং অম্ল হরিদ্বর্ণ তরল পদার্থ বমন। জিহ্বার মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ লেপ। আমাশয়োর্দ্ধদেশে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। ইচ্ছা-বিরুদ্ধ আহার গ্রহণের পর শূন্য উদ্গার। বমনের পরে, দুই ঘণ্টা স্থায়ী আমাশয়ের বেদনা। গর্ভবতীর প্রাতঃকালীন বমন; সমস্ত দিন ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণ অবস্থায় অবস্থিতি।

যকৃৎ।—* যকৃতের স্ফীততা ও ব্যথিততা। দক্ষিণ কুক্ষির, বিশেষতঃ যকৃতের বাম খণ্ডের স্পর্শ-দ্বেষ ও কঠিনতা; তথায় চাপ প্রদানে শ্বাসে আয়াস ও কাসের উৎপত্তি; কপিশবর্ণ মল; পীতবর্ণ মূত্র; শ্বাসরোগের ন্যায় শ্বাস; প্রবল কাস সহকারে গাঢ় ও দুশ্ছেদ্য নিষ্ঠীবন। পদের শোথ; স্বল্প, উজ্জ্বল, পীতবর্ণ মূত্র, ও শ্বাস সংযুক্ত যকৃৎ-বেদনা। পাণ্ডু।—পাণ্ডু, আমাশয়ে বেদনা ও পিত্তবমনাদি সম্বলিত পিত্ত-শিলা রোগ। যকৃৎ-লক্ষণ সংযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা। পিত্তকোষের স্পর্শ-দ্বেষ ও স্ফীততা। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, শ্বাস ও কাস সহকারে যকৃদ্রোগ। যকৃদ্দ্বারের শিরার রক্তসঞ্চয় ও অবরোধ এবং উহার ফল। যকৃতের বাম খণ্ডের বিবৃদ্ধি, এবং তৎসহকারে গ্রীবার ও পৃষ্ঠের কশেরুকায় স্পর্শদ্বেষ।

উদর।—কুক্ষিদ্বয়ে পূর্ণতা অনুভব, তন্নিমিত্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস আকর্ষণের আবশ্যকতা। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে আধ্মান। প্রচাপনে যকৃদ্দেশে অনুভবাধিক্য। উদরে একপ্রকার অনিশ্চিত অসুখ অনুভব, তজ্জন্য গভীর শ্বাস এবং জোরে নড়িলে চড়িলে উহার আধিক্য। উদরের স্থানে স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা। উদরে ও বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ। সমগ্র উদরে, অন্ধান্ত্রের নিকটে বেদনা; খল্লী; মূত্র স্বাভাবিক; বদন মলিন ও পীতাভ; নিদ্রাশূন্যতা; অতিশয় শীর্ণতা; বিলেপী জ্বর।

মল।—গ্রন্থিল, কঠিন, কপিশ, ধীরে ধীরে নিঃসারিত মল। কোমল, পীতাভ, পাতলা, ময়লা জলের ন্যায়, লেহবৎ, ও পিত্তের আভাপরিশূন্য মল। কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে পর্য্যায়ক্রমে অতিসার।

মূত্র।—প্রথমে স্বাভাবিক, পরে পুরীষ হইতে পিত্ত বিলুপ্ত হইলে পিত্ত মিশ্রিত মূত্র। স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, পরিমাণে অল্প, অধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র; অবশেষে স্বল্প ও কপিশ মূত্র।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—রজোনিবৃত্তিকালের পীড়া; অর্দ্ধ-শিরঃপীড়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, শ্বেতপ্রদর ও শ্বাস এবং তৎসহকারে জরায়ুর সহানুভৌতিক রোগ।

শ্বাসযন্ত্র।—রাত্রিতে যন্ত্রণাপ্রদ কাস, তন্নিমিত্ত শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়। সাধারণতঃ যকৃদ্রোগের সহিত সংসৃষ্ট, পরিষ্কার রক্ত, অথবা রক্ত ও শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। দুশ্ছেদ্য পরিষ্কার শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ও তজ্জন্য যকৃতের তীব্র উপদ্রব, এমনকি পাণ্ডু। যক্ষ্মা ও শ্বাসরোগগ্রস্তদিগের কাস। * পার্শ্বে সূচী-বেধ। মস্তক অবনত করিলে সপ্তম পর্শুকা-প্রদেশে সূচী-বেধনবৎ যাতনা. অনন্তর বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে সেই বেদনার সংপ্রসারণ, তজ্জন্য বাহু নাড়িতে, হাঁটিতে ও মাথা নোয়াইতে প্রায় অসাধ্যতা (চেলি)। প্রথমাবস্থাপন্ন ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ অথবা ফুসফুস-বেষ্টের পুরাতন বেদনা। যকৃতের পীড়াসংসৃষ্ট শ্বাসরোগের লক্ষণ।

জ্বর।—উত্তাপের পরে ঘর্ম্ম, নাড়ীর পূর্ণতা, এবং জ্বরের প্রাত্যহিক উপচয়।

সমগুণ।—ব্রাইওনিয়া, চেলিডোনিয়ম, চিয়োন্যান্থস, নক্সভমিকা, মার্কুরিয়স, পডোফিলম, লেপ্টাণ্ড্রা, বেঞ্জোয়িক এসিড।

# কিউবেবা।

কিউবেবা অধিক শ্লেষ্মাস্রাবী মূত্র-মার্গের প্রদাহ; এবং মূত্র-ত্যাগান্তে কর্ত্তনবৎ যাতনা ও আকুঞ্চন জন্মায়। রক্ত-মূত্র; ও প্রষ্টেট-গ্রন্থির প্রদাহও ইহার লক্ষণ। ইহার ক্রিয়ায় শ্লেষ্মার ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হয়। অতএব প্রাচীন মূত্রাশয়-প্রদাহে মূত্রাশয়ের আস্তরণ-ঝিল্লীর স্থূলত্ব জনিত উপদাহে মূত্রত্যাগান্তে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও আকুঞ্চন লক্ষণে, প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মূত্র-মার্গের প্রদাহেও ইহার ব্যবহার আছে। প্রতি দশ মিনিটে এক একবার মূত্রত্যাগ, ও প্রস্রাব করিবার সময় যাতনা, কুন্থন ও রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। মূত্রে কবাব চিনির গন্ধ ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়া দর্শে বলিয়া কাস, প্রমেহ, শ্বেত প্রদরাদিতেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। অবিরত কাস, সায়াহ্নে, উত্তাপে, ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি; স্বরযন্ত্রে শল্য থাকার ন্যায় অনুভব সহকারে কুক্কুররববৎ কাস; গল-শোষ, দ্রুত ও সশব্দ শ্বাস; * কর্কশ কাস, বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে বায়ুনলী ছিন্ন ও বিদীর্ণ হইল; আয়াস ও যাতনা সহকারে নিষ্ঠীবন নিঃসরণ, অথবা পীত মিশ্রিত ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, লৌহের মরিচার বর্ণ, ও রক্তের রেখাঙ্কিত নিষ্ঠীবন; কাসের সহিত, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, রক্তপাত; কিউবেবের লক্ষণ। **প্রমেহ।**—মূত্র-পথের উপদাহ; মূত্রমার্গ হইতে অধিক শ্লেষ্মা নিঃসরণ; মূত্রত্যাগান্তে কর্ত্তন ও আকুঞ্চনের ন্যায় যাতনা; রক্ত-মূত্র; মূত্রে কিউবেবের গন্ধ; এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। **অন্যান্য রোগ।**—গাঢ়, পীতবর্ণ প্রমেহ-স্রাব বিশিষ্ট প্রষ্টেটাইটিস (পুরাতনও) দুর্গন্ধ, বিদাহী, পীত বা হরিদ্বর্ণ স্রাব, কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট প্রদর (বালিকা-দিগেরও); দুর্গন্ধ স্রাব সংযুক্ত দুর্দ্দম্য কর্ণ-পুতি (কানপাকা); নাসিকার ও গলার প্রতিশ্যায়, ঈষৎ হরিৎ মিশ্রিত পীতবর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব। নাক হইতে শ্লেষ্মা তুড়তুড় করিয়া গলায় পতন, গলার অবদরণ ও স্বরভঙ্গ (সিনাপিস)। বর্ণশূন্য, স্বচ্ছ, অন্নের ন্যায় শুভ্র কণা মিশ্রিত মল বিশিষ্ট ও অধিক পিপাসা সংযুক্ত আম-রক্ত।

---

# কিউরেয়ার।

কিউরেয়ার আদিম আমেরিকদিগের বাণ বিষাক্ত করিবার বিষ। তাহারা ইহাকে উরারা বলে। এলকোহলে দ্রবীভূত করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**ক্রিয়া।**—গতিশক্তিবাহিনী স্নায়ুমণ্ডলীতে কিউরেয়ারের ক্রিয়া দর্শে। সুতরাং এতদ্দ্বারা জ্ঞানশক্তির কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত কেবল গতিশক্তিরই পক্ষাঘাত জন্মে। আভ্যন্তরিক সেবনে কিউরেয়ার প্রবল লক্ষণ জন্মায়। সহসা জঙ্ঘায় অতিশয় দৌর্ব্বল্য সহকারে ভ্রমি উৎপন্ন হয়। তৎপরে পিত্ত বমন হইতে থাকে।

অধিকার।—ক্রিয়াশক্তিসাধিনী স্নায়ুর বিকার বশতঃ বেদনাশূন্য পক্ষাঘাত, সন্ন্যাস রোগের পরবর্ত্তী অর্দ্ধাঙ্গ, উপঘাতজনিত অর্দ্ধাঙ্গ; স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতাজনক রোগজনিত দৌর্ব্বল্য প্রভৃতিতে এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

দৌর্ব্বল্য।—ডাঃ হিউজ বলেন যে অতিরিক্ত স্তন্যদান বা অবসাদকর রোগ জনিত স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে কিউরেয়ার সমধিক উপযোগী। বৃদ্ধদিগের স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যেও ইহা ফলপ্রদ। যকৃদ্রোগ।—একজন রোগীর যকৃতের সিরোসিস ছিল। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দশ-এগারটার সময় তাহার পিত্ত বমন হইত। বমনের পূর্ব্বে শীত জন্মিত। তাহার জন্মার দৌর্ব্বল্য সংযুক্ত সহসা ভ্রমির আক্রমণ লক্ষণও ছিল। অন্যান্য ঔষধে কোন উপকার না হওয়াতে ডাঃ ফ্যারিংটন ৫০০ শক্তির কিউরেয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে দুই তিন সপ্তাহ অবস্থিতির পর বমন প্রতিরুদ্ধ হয়। তৎপরে রোগী দুই তিন মাস জীবিত থাকে। এম্ফিসিমা।—পারিস নগরের ডাঃ পিটেট এই রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থার শ্বাস-কৃচ্ছ্রে কিউরেয়ারের তৃতীয় বা ষষ্ঠক্রম ব্যবহারের বিধি দেন। কোন কোন প্রকার পক্ষাঘাত জনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্রেও ইহার ব্যবহার আছে। কাস।—সর্ব্বশরীর সঞ্চলনকর, বমনের উদ্রেকজনক শুষ্ক আক্ষেপিক কাস; কাসের আবেশান্তে সচরাচর মূর্চ্ছার আক্রমণ; শীতল বায়ু নিঃশ্বসনে, হাসিলে, আহার করিলে, ও নড়িলে চড়িলে কাসের বৃদ্ধি; স্বরযন্ত্রে জ্বালা; স্বরভঙ্গ ও স্বর-নাশ; পীত, ধূসর, হরিতাভ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ নিষ্ঠীবন, বক্ষঃস্থলে প্রসারণ অনুভব ও জ্বালাকর উত্তাপ; আয়াসিত শ্বাস; দক্ষিণ পার্শ্বে সূচী-বেধবৎ বেদনা; হৃদগ্রপ্রদেশে উৎকণ্ঠা; হৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডে হুল-বেধবৎ বেদনা কিউরেয়ারের প্রয়োগ-লক্ষণ। বহুমূত্র।—ঘনঘন পরিষ্কার মূত্রস্রাব, তৎসহ বৃক্ককে খনন ও খল্লীবৎ বেদনা; আমাশয়ে সঞ্চরমান বেদনা, মুখ-শোষ; অতিশয় পিপাসা, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে পিপাসার বিশেষ আধিক্য; সশর্কর মূত্র ও অতিশয় শীর্ণতা; জীবন সংশয়কর তরুণ বহুমূত্র; কিউরেয়ারের লক্ষণ। জ্বর।—অপরাহ্ন দুই তিনটার সময় আরব্ধ জ্বর, রাত্রিতে ভাল থাকা; আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী শীত সহকারে জ্বালাকর উত্তাপ; অসংলগ্ন বাক্য; অতিশয় অবসন্নতা; অনেক সময় হস্তপদের পক্ষাঘাত; বিশেষতঃ রাত্রিতে শীতল ও রক্তাক্ত ঘর্ম্ম লক্ষণে প্রাত্যহিক জ্বরে; এবং অবিরত শীত সংযুক্ত দূষিত বিষমজ্বরে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। শিরোবেদনা।—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া; সমগ্র মস্তকে কর্ত্তিত বা বিদ্ধবৎ বেদনা, তজ্জন্য শয়ন ও অঙ্গ-প্রসারণের প্রয়োজন; মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, তৎসহ স্পন্দন ও প্রকম্পনবৎ বেদনা এবং জ্ঞানশূন্যতা; মস্তকের পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্টতা, তৎসহ গ্রীবার স্তব্ধতা ও হস্তদ্বয়ের আন্দোলন ও প্রকম্পন; তরল পদার্থ-পূর্ণবৎ মস্তিষ্কের যন্ত্রণাপ্রদ পরিদোলন; সম্মুখদিকে আরব্ধ হইয়া গ্রীবা ও মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত বিকীর্ণ স্নায়বীয় বেদনা;

উপমস্তিষ্ক প্রদেশে প্রবল আঘাত;—এই সকল লক্ষণে কিউরেয়ার ব্যবস্থেয়। **শ্বেতপ্রদর**।—স্বল্প, গাঢ়, পূযাক্ত, দুর্গন্ধময়, খণ্ডখণ্ড স্রাব; জরায়ু-মুখের ক্ষত, ভগে ও উরুতে টাটানি; জরায়ুতে সঞ্চরমান ও খননবৎ বেদনা; এই ঔষধের লক্ষণ। **রজোরোগ**।—অতিশয় অনিশ্চিত ঋতু, কখনও অতি বিলম্বে, কখনও বা অতি শীঘ্র ঋতুর উপস্থিতি; ঋতুকালে উদর বেদনা, শিরোবেদনা, বৃক্ককে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি ও অবসাদ-বায়ুর লক্ষণে কিউরেয়ার উপযোগী। **কর্ণ-বেদনা**।—কর্ত্তনবৎ স্নায়বীয় বেদনা, কর্ণ হইতে বেদনার আরম্ভ ও জঙ্ঘা পর্য্যন্ত প্রসারণ, তজ্জন্য শয়নের প্রয়োজন; কর্ণে সীস দেওয়ার ন্যায় বা জন্তুদিগের চিৎকারের ন্যায় নানাপ্রকার শব্দ; অসহ্য কর্ণ-বেদনা, তন্নিমিত্ত রোগীর জ্ঞানশূন্যতা; আভ্যন্তরিক কর্ণ-প্রদাহ বশতঃ প্রায় পাগলের ন্যায় হওয়া; পূযময় স্রাব, কিউরেয়ারের লক্ষণ। **কুষ্ঠ**।—কিপাক্স বলেন যে দুর্দ্দম্য, দুরারোগ্য স্ফোটক; মলিন-দৃশ্য ত্বক্; চর্ম্ম হইতে রক্ত-ক্ষরণ; নাসিকায় গুটিকা; কেশ ও দন্তের পতন; পূযস্রাবসহ কর্ণ-পালির স্ফীততা লক্ষণে কুষ্ঠরোগে কিউরেয়ার উপযোগী। **অন্যান্য রোগ**।—তাণ্ডব; অপস্মার; ধনুস্তম্ভ; হনুস্তম্ভ; সংন্যাসের পর পক্ষাঘাত; জলাতঙ্কের আবেশ (ত্বকের নীচে পিচকারী প্রদান); শ্বাস-ক্রিয়ার পক্ষাঘাতের আশঙ্কা, শয়ন করিলেই শ্বাস-রুদ্ধতার উৎপত্তি।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—প্রফুল্লতা; নির্ব্বোধের ন্যায় আমোদ-প্রমোদ; বিষণ্ণতা; অবসন্নতা; উন্মত্ততা। **মস্তক**।—শঙ্খদ্বয়ে প্রচাপনসহকারে শিরোঘূর্ণন। কেশ-পতন; মস্তিষ্কের গুটিকা-দোষ, শিরঃপীড়া; গৌরব ও রন্ধ্র করণবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তকের মধ্যে কিছু সিদ্ধ করা হইতেছে। **চক্ষু**।—চক্ষুর দুর্ব্বলতা; তারার বিস্তৃততা; পাতার স্ফীততা। **কর্ণ**।—বধিরতা; * গর্জ্জনশব্দ; অতিশয় বেদনা। **নাসিকা**।—নাসিকার প্রদাহ; অত্যন্ত স্ফীততা; ক্ষত। **মুখমণ্ডল**।—পাণ্ডুবর্ণ; হরিতাভ; মৃতবৎ বদন; বেদনা। ওষ্ঠদ্বয়ের উত্তপ্ততা, স্ফীততা. প্রদাহ ও ক্ষত। **স্নায়ুমণ্ডল**।—গতিশক্তি-সাধিনী স্নায়ুর পক্ষাঘাত। সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা; শীর্ণতা; ধনুস্তম্ভ; পক্ষাঘাত। **রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র**।—দৃঢ়, অনিয়মিত নাড়ী; প্রবল হৃৎকম্প। উদর হইতে শীতলতার আরম্ভ; কম্পন; উত্তাপ, বিশেষতঃ মস্তকে, তৎসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা; শীতল, রক্তাক্ত ঘর্ম্ম। **শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা, ও স্ফীততা; স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা; কৃত্রিম ঝিল্লী; স্বরের স্থূলতা; শ্বাস-কষ্ট। প্রবল, সবুজ অথবা রক্তাক্ত নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস, কাসে শরীরে ঝাঁকি লাগে। বক্ষঃস্থলে জ্বালাকর উত্তাপ; উজ্জ্বল রক্ত বমন।—**পরিপাক-যন্ত্র**।—. **মুখ-মধ্য**।—তালুর প্রদাহ; দন্তের পতন, জিহ্বার প্রদাহ; গলার প্রদাহ ও ক্ষত, অতিক্ষুধা, ক্ষুধাহীনতা, অতিশয় পিপাসা; তিক্ত স্বাদ। **আমাশয়**।—উদ্গার;

বিবমিষা, বমন; অদ্ভুত সঞ্চলন; অতিশয় যাতনা। **উদর।**—স্ফীততা; বাতাধ্মান; অদ্ভুত সঞ্চলন; জ্বালাকর বেদনা; যকৃতের অতিশয় বিবর্দ্ধন। **মল।**—ঈষৎ শুভ্র, তরল, ওলাউঠার অনুরূপ মল, তৎসহ আমাশয়ে খল্লী; পীতবর্ণ, রক্তাক্ত মল; কোষ্ঠ-কাঠিন্য। **মূত্র-যন্ত্র।**—বৃক্ককে, মূত্রাশয়ে ও মূত্র-মার্গে উত্তাপ ও যাতনা; প্রদাহাদি। পরিস্কৃত; প্রভূত মূত্র; মলিন, স্বল্প, রক্তাক্ত মূত্র। **জনন-যন্ত্র।**—(পুং) উত্তেজনা; দুর্ব্বলতা; প্রমেহ, উপদংশাদির ন্যায় ঔপদংশ লক্ষণ। (স্ত্রী) উত্তেজনা; কামোন্মাদ; অতি শীঘ্র শীঘ্র ঋতু; গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ে বেদনা; প্রদাহ; জরায়ু-মুখের ক্ষত; যোনি-মুখের অনৈচ্ছিক আক্ষেপিক অবরোধ, প্রদর। **উপচয়।**—প্রাতে ও সায়াহ্নে; এবং সঞ্চলনে বৃদ্ধি। **উপশম।**—আহারে উপশম।

**সমগুণ।**—নক্স-ভম, ষ্ট্রিকনিয়া, কোনা, এসিড হাইড্রোসা।

# কুইব্রেকো।

কুইব্রেকো ব্রেজিল দেশীয় একপ্রকার বৃক্ষ। তথাকার চিকিৎসকেরা জ্বরঘ্ন স্বরূপ ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি রীতিতে ইহা পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সকল প্রকার শ্বাস-কৃচ্ছ্রেই এই ঔষধে উপকার দর্শে বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার প্রথম দশমিক ক্রম সেবনে য়্যাজমার শ্বাস-কষ্টও বিদূরিত হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে মদ্যপায়ীদিগের মুখদূষিকায় কুইব্রেকো অতিশয় উপকার করে। কুইব্রেকো "ফুসফুসের ডিজিটেলিস" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতিশয় শ্বাস-কষ্ট সংযুক্ত শ্বাস-কাস ও বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ে; এবং শোথবিশিষ্ট হৃৎকপাটের রোগে ডাঃ হেল দশবিন্দু মাত্রায় ইহার মাদার টিঞ্চার ব্যবহারের বিধি দেন।

# কোকা—ইরিথ্রক্সিলন কোকা।

কোকা গুল্ম দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। বলিভিয়ায় ইহা বহুল পরিমাণে কর্ষিত হয়। পেরু ও বলিভিয়ার লোকেরা উত্তেজনার্থ ও কঠিন পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত ইহার পত্র চর্ব্বণ করিয়া থাকে। পেরু দেশের লোকেরা ইহার পত্র চর্ব্বণ বা উহার ফাণ্ট পান করিয়া অনায়াসে অত্যুচ্চ পর্ব্বত আরোহণ ও ভারী বোঝা বহন করে। কোকা সেবন না করিলে উচ্চপর্ব্বতের বিকীর্ণ বায়ু আরোহীর অতিশয় শ্বাস-কষ্ট জন্মায়। দক্ষিণ আমেরিকা বাসীরা এই গুল্মকে কোকা বলে। কোকার পত্রগুলি তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া থলি পুরিয়া রাখিয়া দিতে হয়। আঠার মাস বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত এক একটী বৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করা যায়। কোকার পাতাগুলি দেখিতে অনেকটা চার পাতার মত।

স্নায়ু-শক্তির উত্তেজনার্থে চা ও কাফির ন্যায় তথাকার লোকেরা কোকা সেবন করে। ঔষধার্থে ইহার সদ্য সংগৃহীত পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। শুষ্ক পত্রের স্থূল চূর্ণ হইতেও অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুষ্কপত্রে সম্পূর্ণ ভৈষজ্যগুণ বর্ত্তমান থাকে না।

ক্রিয়া।—কোকা স্নায়ু-কেন্দ্রের উত্তেজনা জন্মায়, কিন্তু মদিরা, অহিফেণ ও মাজুমের ন্যায় স্নায়ু-পদার্থের রক্তাধিক্য ও ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করে না। এই জাতীয় অন্যান্য পদার্থের ন্যায় কোকারও বিধান-তন্তুর ক্ষয়প্রাপ্তি কমাইবার ক্ষমতা আছে, অতএব শরীরে যতক্ষণ ইহার ক্রিয়া হইতে থাকে ততক্ষণ আহার গ্রহণের প্রয়োজন থাকেনা, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং মূত্রে নিরেট পদার্থের ন্যূনতা জন্মে। ডাঃ এলেন বলেন যে ইহার গৌণফল বিপজ্জনক।

অধিকার।—পরিপাক-শক্তির প্রবর্দ্ধন, নিদ্রার উৎপাদন, স্নায়বীয় উত্তেজনার প্রশমন, এবং আক্ষেপের লাঘব সম্পাদনেই প্রধানতঃ কোকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর, উচ্চ স্থানে আরোহণে, অথবা অতিশয় লঘু বায়ুতে পরিশ্রমে, শ্বাস-কষ্ট; কৃত্রিম ইন্দ্রিয়-সেবা অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের বৈলক্ষণ্য; হৃদ্রোগে, স্নায়ুর অতিরিক্ত ক্রিয়া; স্নায়বীয় উত্তেজনা জনিত নিদ্রাহীনতা; বৃদ্ধদিগের সহজে শ্বাসাভাব (বেদম হইয়া পড়া); স্নায়বীয় উত্তেজনা; এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্র, প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যান্য লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে, তাম্রকূট অপব্যবহারের পরে; স্নায়বীয় সবমন শিরঃপীড়ায়; ও পেশীর দুর্ব্বলতা জনিত পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে কোকা প্রয়োজিত হয়।

স্নায়বীয় উত্তেজক দ্রব্যের অপব্যবহার জনিত রোগেই ডাঃ হেল এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী মনে করেন।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বধিরতা।—একজন বৃদ্ধ সৈন্যের তিনমাস স্থায়ী বধিরতা ছিল। তাহার মস্তকে শব্দ হইত এবং সে নিজে জোরে পড়িলেও শুনিতে পাইত না; তৃতীয় দশমিক শক্তির কোকা সেবনে তাহার আরোগ্য জন্মে।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—একব্যক্তির আধ্মানিক অজীর্ণ সংযুক্ত কোষ্ঠ-কাঠিন্য কোকার ফাণ্ট সেবনে দূরীকৃত হইয়াছিল।

অস্থিরতা।—অস্থিরতার আক্রমণে কোকা অতিশয় উপকারী। যে শ্রান্তি ও স্নায়বীয় উপদাহিতা বশতঃ উহা উৎপন্ন হয়, এতদ্দ্বারা তাহারও শান্তি জন্মে। এইপ্রকার অস্থিরতায় রোগী কোথাও শান্তি পায় না, নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলেও তাহার নিদ্রা হয় না; অবশেষে তাহার গুল্মবায়ুর ন্যায় অবস্থা জন্মে; মূর্চ্ছার ন্যায় অনুভূত হয়; এবং অন্ধকারে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করে। (ষ্ট্রামোনিয়মের লক্ষণে লোক-সংসর্গ ও আলোক ভাল লাগে)।

স্নায়বীয়তা।—বিশুদ্ধ উত্তেজক স্বরূপেও কোকা অতিশয় ফলপ্রদ। মাদকসেবী-দিগের রোগে মদিরাদি উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করা অবিধেয় বিধায়; কিম্বা রোগীর মাদক দ্রব্য সেবনে আপত্তি থাকিলে কোকা সুব্যবস্থেয়।

স্বরভঙ্গ।—কোকা স্বরযন্ত্রের বল বিধান করে। ইহার মাতৃকারিষ্ট ( মাদারটিঞ্চার ) পনর বিন্দুমাত্রায় সেবনে কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধভাগে কণ্ডূয়ন, অল্প অল্প কাস, সায়াহ্নে কাসের বিশেষ আধিক্য; এবং সন্ধ্যাকালে শয়িত অবস্থায় বায়ু-পথের প্রতিশ্যায়ের ন্যায় শুষ্ককাস লক্ষণান্বিত স্বরভঙ্গে উপকার দর্শে।

মানসিকরোগ।—কার্য্য করিতে একেবারে অপ্রবৃত্তি, অত্যন্ত আলস্য ও ঔদাস্য; মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অবিলম্বে শব্দ না জুটা; পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি, প্রধানতঃ অতিশয় বিমর্ষতা; ব্রাণ্ডি পানের দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তি;—এই সকল লক্ষণে কোকা ব্যবস্থেয়।

অনিদ্রা।—স্নায়বীয় কারণে নিদ্রাহীনতা, ভ্রান্ত-দৃষ্টি, প্রলাপ, কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অনিদ্রা; ভগ্ননিদ্রা, বারবার জাগরণ, অপ্রীতিকর স্বপ্ন, ও অবিরত ঘর্ম্ম; কোকার প্রয়োগ-লক্ষণ।

শিরোঘূর্ণন।—হাঁটিবার সময় পড়িবার আশঙ্কা; শিরোঘূর্ণন সহকারে হাঁটিবার সময় অনিচ্ছায় দ্রুত পদ-নিক্ষেপ; শিরোঘূর্ণন সহ সম্মুখদিকে মস্তকের অবনতি ও পতনাশঙ্কা; বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন অনুভব বশতঃ মানসিক পরিশ্রমে অশক্তি; এবং মস্তকের পৃষ্ঠে প্রচাপন ও শ্রান্তি সংযুক্ত শিরোঘূর্ণন লক্ষণে কোকা ব্যবহার্য্য।

অগ্নিমান্দ্য।—চা ও কাফির অগ্নিমান্দ্যজনিত হৃদ্দাহে কোকা ব্যবহৃত হয়। চা ও কাফির এবং সম্ভবতঃ আফিমের গৌণফলেও ইহা প্রতিহারক স্বরূপ উপকার করিতে পারে। ( পাঁচদিন পর্য্যন্ত কুড়িফোঁটা মাত্রায় ইহার অরিষ্ট সেবনে পরীক্ষাকারীর বিলক্ষণ অগ্নিশুদ্ধি জন্মিয়াছিল )।

চক্ষু-রোগ।—কোকার লক্ষণে চক্ষুর সম্মুখে শ্বেতচিহ্ন, কৃষ্ণচিহ্ন, ও অগ্নি-চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অতএব চক্ষুর কোন কোন স্নায়বীয় রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ( প্রত্যেক বস্তু শুভ্র দর্শন ক্লোরালের লক্ষণ )।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র।—শ্বাস স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাতে যন্ত্রণাপ্রদ শ্বাস-কৃচ্ছ্র, এই ঔষধে দূরীকৃত বা উপশমিত হয়। যাহারা যৎসামান্য শারীরিক পরিশ্রমে সহজে বেদম হইয়া পড়ে, এরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শ্বাস-কষ্টেও এতদ্দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। ফুসফুসের বায়ুসঞ্চয়েও ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার জনিত অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্রেও ইহা উপকারী।

চর্ম্ম-রোগ।—একব্যক্তির হাতের পিঠে তিনবৎসর যাবৎ শুষ্ক অপচ্যমান পীড়কা ছিল। কালী-ব্রোম, সলফ-এসি, ক্লোর-এসি, প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে কোন উপকার দর্শিয়াছিল না, অবশেষে কোকা সেবনে উহা আরোগ্য পাইয়াছিল।

মাত্রা।—ডাঃ হেল বলেন যে শ্বাস-কৃচ্ছ্রে, কোকার মাতৃকারিষ্ট ও অন্যান্য রোগে ষষ্ঠ বা ত্রিংশক্রম অধিক উপযোগী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মস্তিষ্কের মৃদু উত্তেজনা; অবাস্তব দৃষ্টি (এনা, হাইও, ষ্ট্রাম)। উদ্রিক্ত কল্পনা; অদ্ভুত দৃশ্য (* ক্যান-ইণ্ড)। সজীব ভাব; মানসিক পরিশ্রমের প্রবৃত্তি (এসু, কফি, ল্যাক)। বিমর্ষতা, আশঙ্কাপূর্ণতা; কোপনতা; বিষণ্ণতা। মনের অধিকতর পরিচ্ছন্নতা; চিত্তের অধিকতর প্রসন্নতা। অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল ভাব (এক, অর, * ইগ্নে, * নক্স-ম)। মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলা; শিরোঘূর্ণন। শিরঃপীড়া; কপালে পূর্ণতা ও প্রচাপনী বেদনা। সম্মুখভাগে অতীব্র শিরঃপীড়া; বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে উহার শান্তি। এক শঙ্খ হইতে অন্য শঙ্খ পর্য্যন্ত যেন কপালের উপর একগাছি ফিতা প্রসারিত রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব (জেল, চেলি, মার্ক, * নাই-এসি) শঙ্খদ্বয়ে প্রচাপনী বেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে প্রচাপনী বেদনা (জেল, নক্স); বোধ হয় যেন এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত পেঁচ-কলে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। চক্ষু।—চক্ষুতে চাপ ও বেদনা। চক্ষুর পাতার ভারিত্ব (কষ্ট, কোনা, জেল, ন্যাট-কা)। অতিশয় আলোকাতঙ্ক ও প্রসারিত কনীনিকা (* বেল)। চক্ষুর সম্মুখে অগ্নি-শিখা ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দর্শন (এগা, সাইক্লে, মার্ক, * ফস, * সল)। কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির কষ্টপ্রদ সুতীব্রতা (কফি, ওপি) কর্ণে সঙ্গীত, গর্জ্জন, ও ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শব্দ (সিঙ্ক, মার্ক)। নাসিকা।—হাঁচি, নাকদিয়া পরিষ্কার জল নিঃসরণ। নাসা-রন্ধ্রে উত্তাপ ও উপদাহ। মুখ-মধ্য।—জাগরণান্তে মুখের শুষ্কতা। মুখে লবণাক্ত, আঠা আঠা, তিক্ত আস্বাদ (* ব্রাই, * নক্স, * সিঙ্ক, * পল)। গল মধ্য।—প্রধানতঃ প্রাতঃকালে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দলাদলা, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা। গল-কোষ ও গল গহ্বরে কণ্ডুয়ন। আমাশয়।—অতিশয় ক্ষুধা; আহারের ইচ্ছার অভাব। * গুরুতর পরিশ্রম কালেও আহারের প্রায় অপ্রয়োজন, অথচ বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি। অতিশয় পরিতৃপ্তি। পরিপাকক্রিয়ার সত্বরতা। উদ্গার। আমাশয়ে শূন্যতানুভব (কারলস, হাইড্রাস, * ইগ্নে সিপি, সল্ফ)। উদর।—অতিশয় অন্ত্র-কূজন সহ উদরের স্ফীততা; শূল-বেদনা; অধিক বায়ু নিঃসরণ (* সিঙ্ক, * কার্ব্বো, * লাই, * সল)। মল।—মল-বেগ, তৎপরে স্বাভাবিক মল নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ। মূত্র-যন্ত্র।—বিবর্দ্ধিত মূত্র-নিঃসরণ সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ (ফস-এসি)। মূত্রের অতরল পদার্থের লাঘব। মূত্রে পীতাভ লোহিত বা কমলারঙ্গের অধঃপতিত পদার্থ। জননেন্দ্রিয়।—(পুং) দুর্ব্বলতা; ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের স্বপ্ন সহকারে শুক্রস্রাব (এগ, * সিঙ্ক, কোনা, ফস, ফস-এসি)। (স্ত্রী)।—বিলম্বের পর হুড়হুড় করিয়া রজঃ নিঃসরণ ও তজ্জন্য গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরণ। শ্বাস-যন্ত্র।—কণ্ঠনালী ও স্বরযন্ত্র কণ্ডুয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক। কণ্ডুয়নকর কাসের ঠন্

ঠন্ শব্দ। পুরাতন প্রতিশ্যায়ের ন্যায়, আঠা আঠা, ঈষৎ শুভ্র, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট প্রাতঃকালীন কাস। উচ্চস্থানে উঠিতে হাঁপাইতে হয় না। গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা সহকারে অবিরাম শ্বাস-কৃচ্ছ্র। বক্ষঃস্থলে ও সমস্ত শরীরে অতিশয় স্বচ্ছন্দতা; দ্রুত গতিতে হাঁটিবার ইচ্ছা সহকারে সজীবতা ও সবলতা অনুভব। বক্ষঃস্থলের গৌরব। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় স্পন্দন (এসাফ, কফি, ককু, ইগ্নে)। নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও বিবৰ্দ্ধিত বেগ, ধমনীর অশিথিলতার বৃদ্ধি। **দেহ।**—অত্যল্প আহার-নিদ্রা সত্ত্বেও অতিশয় শারীরিক তেজ ও সহিষ্ণুতা। স্নায়বীয় উত্তেজনা, তৎপরে পরিশেষে দুর্ব্বলতা, কম্পন, ও অবসন্নতা (সিঙ্ক)। পর্ব্বতারোহণ কালে অতিশয় লঘুতা ও শ্বাসের উপদ্রব-পরিশূন্যতা অতিশয় শ্রান্তি, ক্লান্তি ও নিদ্রালুতা (কোকাপাতা চর্ব্বণ-কারীরা অন্তিমে সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষয়-রোগে মরে)। পুরাতন নিদ্রাশূন্যতা (সিমি, কফি, হাইও, ওপি)। অনাবৃত বায়ুতে ও আহারান্তে সমস্ত লক্ষণের উৎকর্ষ।

**সমগুণ।**—কফি। অন্যান্য দেশের লোকেরা যেমন কফি, চা, ও তাম্রকূট (দোক্তা) সেবন করেন, দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা সেইরূপ কোকা সেবন করিয়া থাকেন।

---

# কোডিন।

কোডিন অহিফেনের একপ্রকার বীর্য্য। ডাঃ মার্সী ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পরীক্ষা-লক্ষণগুলি অধিকাংশই মর্ফিয়ার অনুরূপ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**পেশী-স্পন্দন।**—এতদ্দ্বারা চক্ষুর পেশীর বিশেষতঃ অক্ষিপুটের স্পন্দন জন্মে ও আরোগ্য হয়। ক্রোকস সেবনেও উহা কখন কখন প্রশমিত হইয়া থাকে। পাঠান্তে উভয় অক্ষিপুটের স্পন্দন ডাঃ মার্সী এই ঔষধের পঞ্চম ক্রম ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ হেল সচরাচর হাইওসায়েমাস প্রয়োগ করিয়া এই লক্ষণ দূর করিয়া থাকেন। **যক্ষ্মা।**—যক্ষ্মা রোগের রাত্রিকালীন কাসেও ডাঃ মার্সী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ডাঃ ফ্যারিংটন এই রোগের দিবারাত্রি বিরক্তিকর শুষ্ককাসে কোডিন উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাশয় ও সোলার প্লেক্সসের তীব্র স্নায়ু-শূলেও ইহার উপকারিতার কথা উল্লেখিত আছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—অতিশয় মানসিক উৎফুল্লতা। মন্দ মন্দ শিরোবেদনা সহকারে চিত্তের অবসন্নতা। মনোনিবেশে অশক্তি। **মস্তক।**—মস্তকে উত্তাপ। প্রাতে উঠিবার একটু পরেই অতীব্র শিরঃপীড়া, বামদিকে উহার আতিশয্য, ও প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অবস্থিতি।

অপরাহ্নে দক্ষিণ শঙ্খস্থলে দপদপকর বেদনা। নাসা-পথে সবলে বায়ু নিঃসরণে শিরোঘূর্ণন * প্রাতে উত্থানান্তে মৃদু শিরঃপীড়া ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। ০ শ্রান্তি ও অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনাজনিত শিরঃপীড়া। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও মস্তকের কণ্ডূয়ন ও উত্তাপ এবং উহার সর্ব্বশরীরে বিস্তৃতি। চক্ষু।—* বাম অক্ষিপুটের আপনাপনি স্পন্দন, ঘর্ষণে কখন কখন উহার শান্তি। চক্ষে জ্বালা অনুভব, বামচক্ষে উহার আধিক্য। * পড়িতে বা লিখিতে চেষ্টা করিলে উভয় অক্ষিপুটের স্পন্দন। নাসিকা।—সম্পূর্ণ ঘ্রাণাভাব। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—ওষ্ঠদ্বয়ের পরিশুষ্কতা। অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধিতে নিবদ্ধ, অতিশয় বেদনা ও স্ফীততা। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধির তরুণ বাত। অঙ্গে বিশেষতঃ পায়ে বেদনা। চর্ম্ম।—গাত্রের শীতলতা সহ সারারাত্রি প্রভূত ঘর্ম্ম। নিদ্রা।—প্রচুর ঘর্ম্ম সহ অতিশয় নিদ্রালুতা। জ্বর।—হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়া; দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী। বিশেষ লক্ষণ।—সমস্ত সন্ধিতে বেদনা। পদ-তলে খল্লী, দক্ষিণ পদে উহার আতিশয্য, তৎসহ বাম পদের অঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে জ্বালা ও বেদনা। পদাঙ্গুলিতে ঝাঁজিলাগার ন্যায় যাতনা। পদ-তলে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ সর্ব্বশরীরে প্রভূত ঘর্ম্ম।

সমগুণ।—একন, এসক্লি টিউ, এসি-বেঞ্জ, কলোফা, কলচি, সিমিসি, আইরিস, পডো।

# কোপেবা।

কোপেবা ব্রেজিলদেশজাত কোপাইফরা বৃক্ষের তৈল ও ধুনাসংযুক্ত রস। এবসোলিউট এলকোহলে কোপেবা দ্রবীভূত করিয়া ইহার হোমিওপ্যাথিক অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। অতিমাত্রায় কোপেবা সেবন করিলে মূত্র-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে উপদাহ জন্মে। বৃক্ক ও মূত্রাশয়াদি অপেক্ষা মূত্রমার্গেই ইহার বিশেষ প্রভাব প্রকাশ পায়। অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এবং চর্ম্মেও কিয়ৎপরিমাণে কোপেবার ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর উপদাহ জন্মে; এবং অণ্ডের স্ফীততা ও বাতাদি প্রমেহের গৌণ লক্ষণও উপস্থিত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে প্রথমে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, অনন্তর আমাশয়ে ও অন্ত্রে, এবং অবশেষে চর্ম্মে কোপেবার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। চর্ম্মে ইহার ক্রিয়া বশতঃ আরক্ত ভূমির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ উদ্ভেদ; শীতপিত্ত; ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময় স্রাববিশিষ্ট বিস্ফিকা (পম্ফিগস) উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়া।—মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রে; পরিপাক-যন্ত্রে ও ত্বকে; বিশেষতঃ মূত্র-যন্ত্রে কোপেবার ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—মূত্র-যন্ত্রের প্রাতিশ্যায়িক (ক্যাটারাল) পীড়ায়; অতিসারে রক্তাতিসারে, ও চর্ম্ম-রোগাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**শ্বাস।**—মস্তক অবনত করিয়া খননাদি কাজ করিবার সময় বক্ষঃস্থলে গৌরব ও শ্বাসে আয়াস; বুকাস্থিতে চাপ; ও মন্দ মন্দ নিঃশ্বাস কোপেবার লক্ষণ। **স্বরভঙ্গ।**—স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ প্রাতে স্বরভঙ্গ, ও কথা বলিবার সময় স্বরযন্ত্রে অবদরণবৎ যাতনা; নিম্নস্বরে কথা বলা যায়; কিন্তু উচ্চস্বরে কথা বলিতে বেদনা লাগে; শুষ্ক, কর্কশ কাস, ও আয়াসে হরিতাভ শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন লক্ষণে কোপেবা ব্যবহৃত হয়। **শ্বেতপ্রদর।**—প্রমেহ জনিত শ্বেত প্রদর; পীতবর্ণ পূয়স্রাবী প্রমেহ; রক্তমূত্র; ইহার লক্ষণ। **ডিম্বাশয়ের রোগ।**—প্রমেহজনিত ডিম্বাশয়ের পীড়া; দাঁড়াইলে দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে দপদপ। **প্রষ্টেট-গ্রন্থির প্রদাহ।**—ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ; প্রষ্টেট গ্রন্থিপ্রদেশে জ্বালা ও পরিশুষ্কতা অনুভব; প্রষ্টেট-গ্রন্থির কঠিনতা। **মূত্র-কৃচ্ছ্র।**—মূত্রাশয়ের অতিশয় উপদাহ; মূত্র-যন্ত্রের প্রদাহ; মূত্র-মার্গের মুখের বিস্তৃতি ও স্ফীততা, এবং সমগ্র উপস্থের অভ্যন্তর দিয়া দপদপকর বেদনা; অবিরত নিষ্ফল মূত্র-প্রবৃত্তি; ফোঁটা-ফোঁটা মূত্র-নিঃসরণ; ফেণিল মূত্র; হরিতাভ, আবিল ভাইওলেট ফুল বা কোপেবার গন্ধবিশিষ্ট মূত্র। **কাস।**—দুর্গন্ধ, কখন কখন রক্তমিশ্রিত, প্রভৃত, হরিতাভ ধূসর বর্ণ পূযাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুসের পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে কোপেবা ব্যবহৃত হয়। **অতিসার।**—অনিচ্ছায় অধিক পরিমাণে জলবৎ মল নিঃসরণ; প্রাতে উহার আধিক্য, ও ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা ও বমন; প্রাতে শ্বেতবর্ণ, প্রভূত আমময়, আঠাশূন্য মল;—এই সকল লক্ষণে অতিসারে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। মলদ্বারে প্রবল জ্বালা, কুন্থন ও অন্ত্রের প্রতিশ্যায়, রক্ত-পাত লক্ষণাপন্ন রক্তাতিসার। **প্রমেহ।**—মূত্রে ভাইওলেট পুষ্পের গন্ধ; অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি সহকারে পীতবর্ণ পূয়ময় স্রাব নিঃসরণ; ও গাত্রে শীতপিত্ত কোপেবার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ ইয়েলডাম প্রমেহ রোগের প্রদাহিত অবস্থায় এই ঔষধের প্রথম ক্রম; ১০—২০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিতে বিধি দেন। কোপেবার বিষ-ক্রিয়ায় অণ্ডের স্ফীততা, ও বাতাদি প্রমেহের গৌণ লক্ষণও প্রকাশ পায়। প্রমেহের পরবর্ত্তী মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়েও ইহা উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে বৃদ্ধা স্ত্রীদিগের মূত্র-মার্গ ও মূত্রাশয়-গ্রীবার উপদাহ ও তজ্জনিত স্রাব নিঃসরণে কোপেবা বিশেষ উপযোগী। **চর্ম্ম-রোগ।**—কোপেবার বিষ-ক্রিয়ায় শীতপিত্ত ( আর্টিকেরিয়া ) জন্মে, এজন্য আর্টিকেরিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুক্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্রব্য ভোজন জনিত শীতপিত্তেই ইহা উপকারী। ডাঃ ডেসো বলেন বালকদিগের পুরাতন শীতপিত্তরোগে একবিন্দু মাত্রায় কোপেবা ব্যবহার করিয়া তিনি বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রবল শীত, শিরোবেদনা, ও সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি; আরক্ত উত্তপ্ত ত্বক, সর্ব্বশরীরে শীতপিত্ত, প্রলাপ, তন্দ্রালুতা, মলিন, ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ সংযুক্ত, স্বল্প মূত্র; ডাঃ লিলিয়েন্থাল আর্টিকেরিয়ায় কোপেবার প্রয়োগ-লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—মানসিক পরিশ্রমে সম্যক অনুপযুক্ততা; বিমর্ষতা, জীবনে পর্য্যন্ত বিরক্তি। **মস্তক**।—শিরোঘূর্ণন; শিরোবেদনা ও মস্তকের জড়তা। মস্তকের কেশাবৃত ভাগের অতিরিক্ত অনুভূতি; কেশ-পতন। রক্ত-সঞ্চয়িত গৌরববিশিষ্ট শিরোবেদনা, কপালে ও শঙ্খ-স্থলে বেদনা। **চক্ষু**।—আরক্ততা; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। **কর্ণ**।—রাত্রিতে কর্ণে বেদনা, পূযময় স্রাব নিঃসরণ। **নাসিকা**।—ব্যথিততা; অবরুদ্ধতা। **বদন**।—পাণ্ডুরতা; স্ফীততা; গণ্ডদ্বয়ে ছেদনকর বেদনা। **রক্ত সঞ্চলন-যন্ত্র**।—হৃৎকম্প। প্রাতে শীত; অপরাহ্নে উত্তাপ; রাত্রিতে অল্প ঘর্ম্ম। **শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও খরস্পর্শতা; স্বরের ভগ্নতা; শ্বাসের মন্দতা। স্বর-যন্ত্র কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক; শুভ্রবর্ণ নিষ্ঠীবন। বক্ষঃস্থলে জ্বালাকর বেদনা। **মুখ-মধ্য**।—শুষ্কতা, অধিক শ্লেষ্মা; দন্ত-বেদনা; জিহ্বা যেন শীতল হইয়াছে এপ্রকার অনুভব; গল-মধ্যের স্ফীততা ও ব্যথিততা। তিক্তস্বাদ। **আমাশয়**।—ক্ষুধার পরিবর্ত্তনশীলতা; কতকটা পিপাসা। উদ্গার, বিবমিষা, বমন; প্রচাপনবৎ জ্বালাকর বেদনা। **উদর**।—যকৃতে বেদনা। কূজন ও আধ্মান; স্ফীততা; কর্ত্তনবৎ বেদনা; রক্তস্রাবী-অর্শ। **মল**।—পাতলা, বেদনাসংযুক্ত রক্তাক্ত মল; প্রাতঃকালীন অতিসার; কোষ্ঠ-কাঠিন্য; মলদ্বার হইতে রস-ক্ষরণ। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্রাশয়ের গ্রীবায় ও মূত্রমার্গে জ্বালা; সতত যাতনাসংযুক্ত আবেগ। স্বল্প, রক্তাক্ত, শ্লেষ্মাময় মূত্র; মূত্রে উগ্র গন্ধ। **জননেন্দ্রিয়**।—(পুঃ) উপদাহ; লিপ্সা; উদ্গম; অণ্ডের স্ফীততা; দুর্ব্বলতাদি। (স্ত্রী) উপদাহ; অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রভূত রজ-স্রাব; ভগ-কণ্ডূয়ন; জরায়ুর আক্ষেপ; ডিম্বাশয়ে বেদনা; প্রদর। **ত্বক্**।—দারুণ কণ্ডূয়ন ও স্থানে স্থানে জ্বালা। অরুণিমা, শীতপিত্ত, পচ্যমান পীড়কাদি শুষ্ক ও আর্দ্র উদ্ভেদ। **নিদ্রা**।—দিবাকালে নিদ্রালুতা ও তন্দ্রালুতা; রাত্রিতে নিদ্রা-শূন্যতা; কাম বিষয়ক স্বপ্ন। **দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা; অত্যন্ত অনুভূতি। শ্রান্তি; দুর্ব্বলতা; হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ। পৈশিক দুর্ব্বলতা; কম্পন; স্পন্দন; বেদনা। আমবাতিক বেদনা। গ্রীবা ও কটির স্তব্ধতা। অবশতা, অঙ্গের কম্পন; ও বেদনা, জানুদ্বয়ের বিশেষ আক্রান্ততা। **উপচয়**।—প্রাতে বৃদ্ধি। **উপশম**।—বিচরণ কালে হ্রাস। **বিশেষ লক্ষণ**।—শীত ও উত্তাপ; তৎপরে সীমাবদ্ধ মসূরাকার তালীতালীর ন্যায় উদ্ভেদ, উহাতে কণ্ডূয়ন ও কণ্টক-বেধন; শল্কপাত-পরিশূন্য বিচিত্র আকৃতি। মূত্রাশয়ের গ্রীবায় ও মূত্রমার্গে জ্বালা (ক্যান্থ)। ভগ-কণ্ডূয়ন। কোষ্ঠ-রোধ ও জ্বরসহকারে বড় বড় লোহিত বর্ণ দাগ (এপিস)।

**সমগুণ**।—কলোস, আইরিস, কলচি, বেল, প্লম।

# কোরাইডেলিস ফর্মোসা।

এই সুন্দর ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আমেরিকায় জন্মে। ইহাকে টর্কি-করণও বলে। ইহার সরস মূলের অরিষ্ট ও শুষ্ক মূলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। কোরাইডেলিস পরীক্ষিত হয় নাই।

উপদংশজনিত করোটির কঠিন অর্ব্বুদ; মস্তক-ত্বকের উপদংশজ ও গণ্ডমালাজ উদ্ভেদ; গল-গহ্বরের উপদংশজ ক্ষত; মুখ-মধ্য ও গল-গহ্বরের পুরাতন ক্ষত; মুখ্য ও গৌণ উপদংশ; রাত্রিকালীন বেদনা বিশিষ্ট উপদংশজ অর্ব্বুদ এই ঔষধে আরোগ্য করে বলিয়া উল্লেখিত আছে।

খণিজ ঔষধের সহিত কতকগুলি উদ্ভিদ ঔষধের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। রসায়নশাস্ত্র-বিদ্ পণ্ডিতগণ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আজিও ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। পারিবারও যো নাই। বোধ হয় ফাইটোলাক্কা ও মারকিউরিয়স; আইওডাইড অব পটাস ও ষ্টিলিঞ্জিয়া; এবং অরম ও কোরাইডেলিসের চরম পরমাণুর সহিত সাদৃশ্য আছে; তজ্জন্যই ইহাদের ক্রিয়া ও আরোগ্য-শক্তির ঈদৃশ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

উপদংশ।—উপদংশজনিত করোটির কঠিন অর্ব্বুদ; গল-গহ্বরের ক্ষত; প্রভূত বিকৃত শ্লেষ্মা নিঃস্রব; লেপাবৃত জিহ্বা, ও দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ হেল বলেন যে দুইজন রোগীর দীর্ঘাস্থির কঠিন অর্ব্বুদে প্রায় একবৎসর পর্য্যন্ত অধিক মাত্রায় আইওডাইড-অব-পটাস সেবনে কোন উপকার না দর্শাতে তিনি কোরাইডেলিসের অরিষ্ট দশবিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন চারিবার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে ধীরে ধীরে কিন্তু একেবারে সেই অর্ব্বুদ অন্তর্হিত হয়। তিনি মনে করেন যে প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন উপদংশেই এই ঔষধ সমধিক উপযোগী। কৌলিক উপদংশেও ডাঃ হেল ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দেন। গণ্ডমালা।—গণ্ডমালা-জনিত দুর্দ্দম্য চর্ম্মরোগে অগ্নিমান্দ্য ও রক্তের হীনাবস্থা থাকিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। উপদংশ ও গণ্ডমালা সমবেত থাকিলেও ইহা ফলপ্রদ। আমাশয়ের প্রতিশ্যায়।—অধিক মাত্রায় কোরাইডেলিস সেবনে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে বিকৃত শ্লেষ্মা অর্থাৎ আম নিঃস্রবণ, সর্ব্বদা জিহ্বার অপরিচ্ছন্নতা, শ্বাসের দুর্গন্ধ, ক্ষুধাহীনতা, ও জীর্ণশক্তির লাঘব জন্মে অতএব আমাশয়ের প্রতিশ্যায়ে হাইড্রাষ্টিসের ন্যায় এই ঔষধও ব্যবহৃত হয়। সবিরামজ্বর।—সবিরাম জ্বর জনিত ধাতু-দোষে প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্দ্ধিত থাকিলে এবং রোগী দিনদিন জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িলে কেবল কোরাইডেলিস বা কোরাইডেলিস ও হাইড্রাষ্টিস পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

# ক্যালোট্রপিস জাইগাণ্টিয়া।

ক্যালোট্রপিসকে সংস্কৃতে অর্ক, বাঙ্গলায় আকন্দ, এবং হিন্দীতে মাদার বলে। পুষ্পের বর্ণ-ভেদে অর্ক দুই প্রকার। রক্তপুষ্প আকন্দ অর্ক ও শ্বেতপুষ্প আকন্দ অলর্ক নামে অভিহিত হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে আকন্দমূলের বল্কল চর্ম্মরোগ, প্লীহাদি উদরস্থিত যন্ত্রের বৃদ্ধি, কৃমি, কাস, শোথ, উদরী প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আকন্দের দুগ্ধবৎ রস অতিবিরেচক; ইহার ফুল আগ্নেয় ও বলকর; এবং কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও অগ্নিমান্দ্যে উপকারী। ডবলিন নগরের মেঃ আইভাটস হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ায় এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার মূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথিমতে নিম্নলিখিত রোগে ক্যালোট্রপিস ব্যবহৃত হইতে পারে। **বক্ষোরোগ।**—আরোগ্যাশাবিহীন একজন ক্ষয়কাসের রোগী, প্রথম দশমিক শক্তির ক্যালোট্রপিস সেবনে প্রভূত পরিমাণে (প্রায় দশছটাক) পীতবর্ণ পূযময় নিষ্ঠীবন নির্গত হইয়া আরোগ্য লাভ করে। তাহার স্ত্রী মনে করিয়াছিল যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু হইবে। আরও তিন জনের বক্ষোরোগে এই প্রকার ফল দর্শিয়াছিল। দুইজন বৃদ্ধের ব্রঙ্কাইটিস রোগও এই ঔষধে কতকটা চরম (ক্রাইসিস) অবস্থা উপস্থিত হইয়া আরোগ্য হইয়াছিল। এবিষয়ে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকমের সহিত ক্যালোট্রপিস জাইগাণ্টিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্যালাট্রপিসের ক্রিয়া এণ্ট-টার্ট অপেক্ষা সমধিক প্রবল ও দ্রুত। **মেদরোগ বা স্থূলত্ব।**—একজন রোগী তিনমাস এই ঔষধ সেবন করাতে তাহার স্থূলত্ব কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুত্ব (ওজন) কমিয়াছিল না। মাংস হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কোন অপকার হইয়াছিল না; বরং পেশীগুলি শক্ত ও সুদৃঢ় হইয়াছিল। আরও কয়েকজন রোগীর এই প্রকার ফল দর্শিয়াছিল। **গাউট।**—পদের গাউটরোগে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। **কুষ্ঠ।**—ডাঃ মার্সী লিখিয়াছেন যে হস্তের শীর্ণতা, হস্তাঙ্গুলীর ক্ষয়প্রাপ্তি (খাইয়া যাওয়া); পদাঙ্গুলীর অবশতা, চিক্কণতা, স্ফীততা ও প্রায় অনম্যতা; পদতলের বিদীর্ণতা, পরিশুষ্কতা, ও কঠিনতা; পদ-নখের নীচে চিপিটিকা, অনন্তর ক্রমে ক্রমে নখের উত্থিতি, তৎপরে বেদনাশূন্য ক্ষতের উৎপত্তি; জঙ্ঘার স্ফীততা, ত্বকের সকল স্থানেই বিদারণ ও কর্কশতা; পদাঙ্গুলীর সন্ধির ভিতরের দিকে ক্ষতোৎপত্তি, অবশেষে স্খলিত হইয়া অঙ্গুলীর পতন;—এই সকল লক্ষণে ক্যালোট্রপিস ব্যবস্থেয়। উপদংশ জনিত কুষ্ঠও এই ঔষধের অধিকার বহির্ভূত নহে। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন সগুটিক কুষ্ঠ; আলস্য ও নড়িতে চড়িতে অপ্রবৃত্তি; উৎসাহের অভাব; ঔদাস্য ও কৈশিকা নাড়ীর অবরোধ; সর্ব্বশরীরে অসহ্য কণ্ডূয়ন; এই ঔষধের লক্ষণ। শ্বেতকুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক নীরক্ততায় ও রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় এই ঔষধের অতিশয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায়। এই রোগে ইহার মাদার টিঞ্চার এক হইতে পাঁচবিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন চারিবার

ব্যবহৃত হয়। বৃক (লুপস)।—একজন যুবকের দশবৎসর স্থায়ী গণ্ডস্থলের বৃক-রোগাকার উদ্ভেদ এই ঔষধের প্রথম ক্রম সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল। এই যুবক চৌদ্দদিন, পর্য্যন্ত মাটিতে পা রাখিতে পারিত না।

---

# গসিপিয়ম হার্ব্বেশিয়ম।

গসিপিয়ম কার্পাসের বৃক্ষ। ইহার মূলের অরিষ্ট ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা একবার ভিন্ন ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। গসিপিয়মের অন্তর্ব্বল্কলের এক পাইণ্ট উগ্রক্বাথ পানে গর্ভপাত হয় বলিয়া কথিত আছে। গর্ভশাতনার্থে আমেরিকায় এক সময় ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। অদ্যাপিও গসিপিয়মের সেই খ্যাতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এতদ্দ্বারা দুর্ব্বলা স্ত্রীদিগের গর্ভপাত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু নির্ব্বিশেষে সকলেরই যে গর্ভ নষ্ট হয় ডাঃ হেল একথা বিশ্বাস করেন না। ডাঃ উইলিয়মসন হোমিওপ্যাথিক রীতিতে গসিপিয়মের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইহা এপিস, ব্রাইওনিয়া, সিপিয়া, সিকেলি, ও স্যাবিনার সমগুণ মনে করেন। ইহার পরীক্ষা-লক্ষণ দৃষ্টে বোধ হয় যে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ও তৎসংসৃষ্ট স্নায়ুতে ইহার ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা ঋতুকালে ক্ষুধাহীনতা ও বিবমিষা জন্মে এবং আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। গর্ভাবস্থার প্রাতঃকালীন বমনে প্রবল বমন-চেষ্টা, মূর্চ্ছা-প্রবণতা, জরায়ুতে স্পর্শ-দ্বেষ; প্রাতে জাগ্রত হইবামাত্র বিবমিষার উদ্রেক, প্রথম মস্তক তুলিবামাত্র বমন, কেবল একপ্রকার গাঢ় তরল পদার্থ ও পিত্তনিঃসরণ, এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় পথে বায়ু নির্গমন লক্ষণে গসিপিয়ম ফলপ্রদ। ডাঃ উইলিয়মসন এই ঔষধে রজ-বিলোপ, রজ শূল, ও অতি রজঃ রোগ আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ হেল বেদনা সংযুক্ত বা বেদনাবিহীন স্বল্পরজস্রাবে ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। রক্তহীনতা, আমাশয়ের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা, ও দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট রজ-বিলোপে ইহার উত্তম ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। বিলম্বিত, প্রায় বেদনাশূন্য, এবং জরায়ুর ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য আকুঞ্চনবিশিষ্ট প্রসব-বেদনায় গসিপিয়ম ব্যবহৃত হয়। অবরুদ্ধ ফুল জরায়ু-প্রাচীরে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া গেলে এবং বলপ্রয়োগে উহা সরাইতে না পারিলে গসিপিয়ম ব্যবহার করা যায়। স্বল্প ঋতু, কক্ষ-গ্রন্থির স্ফীততা সংযুক্ত স্তনের অর্ব্বুদেও ইহা ফলপ্রদ। গসিপিয়মের মাতৃকারিষ্ট ও নিম্নক্রমই অধিক উপযোগী।

---

# গ্যালিক এসিড।

মাজু, ফলের সঙ্কোচক বীর্য্যকে গ্যালিক এসিড বলে। গ্যালিক এসিড বাতাসে রাখিলে অম্লজান আশোষণ করিয়া বিসমাসিত ও মলিন বর্ণ হইয়া উঠে। শত ভাগ তপ্ত

জলে ও এলকোহলে এই এসিড সহজে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। গ্যালিক এসিড ও ট্যানিক এসিডে প্রভেদ এই যে ট্যানিক এসিডে গ্যালিক এসিড অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক। অপর মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট হইলে ট্যানিক এসিড পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্যালিক এসিডে পরিণত হয়। সুতরাং চিকিৎসা কার্য্যে এক গ্যালিক এসিড দ্বারাই উভয়ের কার্য্য হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বৃক্ক রোগ।**—গ্যালিক এসিড শরীর হইতে বৃক্ক-পথে নিঃসৃত হয়। অতএব মূত্রযন্ত্রের রোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিবে বলিয়া আশা করা যায়। বাস্তবিকও মূত্রযন্ত্রের কোন কোন রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ডাঃ মার্সি বলেন যে অনেকগুলি পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহের রোগী প্রথমশক্তির গ্যালিক এসিড একগ্রেণ মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিয়া সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এতদ্দ্বারা শীঘ্র বেদনা দূরীকৃত হয়। ফিলাডেলফ্লিয়া নগরের ডাঃ কোপও গ্যালিক এসিডের প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ ব্যবহারে কতকগুলি বৃক্ক-রোগ সুন্দররূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

**রক্তস্রাব।**—অপ্রাদাহিক রক্ত মূত্রে ডাঃ মার্সি এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। স্কার্লেটিনা, ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ, ও বৃক্কের উপঘাত জনিত বৃক্কের রক্তস্রাবে গ্যালিক এসিড ফলপ্রদ। ডাঃ হেল মিলিফোলিয়ম, টর্পেণ্টাইন, হেমেমেলিস প্রভৃতি ঔষধ বিফল হইলেও এতদ্দ্বারা অনেকগুলি রোগীর নিশ্চিত উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের একগ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রষ্টেটগ্রন্থির ক্ষতগ্রস্ত একজন রোগীর অনেক সময় প্রভূত রক্তস্রাব হইত। ডাঃ হেল অন্য কোন ঔষধে ফলপ্রাপ্ত না হইয়া গ্যালিক এসিড প্রথম দশমিকক্রম ব্যবহারে সেই রক্ত রুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যন্ত্রের রক্তপাতেও গ্যালিক এসিড ব্যবহারের বিধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ডাঃ হেল সে সম্বন্ধে ইহার উপকারিতায় সন্দেহ করেন। ডাঃ রডক যক্ষ্মারোগে ফুসফুসের ধমনির ক্ষত বশতঃ প্রবল রক্তপাতে যে পর্য্যন্ত না রক্ত রুদ্ধ হয় সে পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা অন্তর ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দুই গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। ক্ষয়রোগীর ফুসফুস হইতে রক্তপাতে এই ব্যবস্থানুরূপ গ্যালিক এসিড প্রয়োগ করিয়া আমরাও একবার ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ডাঃ হানসেন ফুসফুসের দুর্দ্দম্য পুরাতন রক্তপাতে গ্যালিক এসিডের উল্লেখ করেন। **এল্‌বুমিনুরিয়া।**—প্রদাহের অবস্থা অতীত হইলে পর এই ঔষধে মূত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া সুস্থ মূত্রে পরিণত হয়। কিন্তু প্রবল রক্তসঞ্চয় জনিত এল্‌বুমিনুরিয়ায় বা প্রবল রক্তস্রাবে ডাঃ হেলের মতে ইহার ষষ্ঠ বা দ্বাদশক্রম ব্যবস্থেয়। **মুখ-প্রসেক।**—এই রোগে অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে কখন কখন গ্যালিক এসিড সুন্দর উপকার করে। এতদ্দ্বার শীঘ্র মুখের জল নিঃসরণ নিবারিত ও

আমাশয়ের বল বিবর্দ্ধিত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং কাহার কাহারও কোষ্ঠবদ্ধের পর্য্যন্ত শান্তি জন্মে। লণ্ডন নগরের ডাঃ উইলকিন্সন বলেন যে ট্যানিক এসিডেও কোষ্ঠ-কাঠিন্য আরোগ্য হয়। গ্যালিক এসিডের মুখ্যক্রিয়া বশতঃই কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার যে অল্পাংশ বৃক্ক-পথে নিঃসৃত হয় না অন্ত্রে তাহারই সূক্ষ্ম ক্রিয়া দর্শে **যক্ষ্মা।**—যক্ষ্মারোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় অধিক পরিমাণে পূয নিষ্ঠীবন, প্রভূত নৈশঘর্ম্ম, ও অতিসারাদি লক্ষণে গ্যালিক এসিডের প্রথমশক্তির বিচূর্ণ যাপ্যকর বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এতৎসেবনে কিছুকাল রোগপ্রশমিত ও জীবন প্রবর্দ্ধিত হয়। **চর্ম্ম-রোগ।**—ত্বকের নানাস্থানে কণ্ডূয়নেও ইহার ব্যবহার হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**চক্ষু।**—* আলোকাতঙ্ক, এবং অক্ষিপুটের জ্বালাকর কণ্ডূয়ন। **গল মধ্য।**—* খর-স্পর্শতা, ও গলায় অতিশয় শ্লেষ্মা নিঃস্রব। ০ গল-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে ও গলার অভ্যন্তরে; বিশেষতঃ প্রাতে মুখ ধোওয়ার পরে শ্লেষ্মার উদ্ভব। রাত্রিতে মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের পরিশুষ্কতা, এবং মন্দ আস্বাদ। **বক্ষঃস্থল।**—প্রাতে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে; স্কন্ধদ্বয়ে, ও ঘাড়ের পেশীতে অবিরাম বেদনা। **উদর।**—রাত্রিতে উদরে আধ্মান ও বেদনা। মলদ্বারে আকুঞ্চন অনুভব ও বৃহদাকার মল নিঃসরণ। * মলত্যাগের পর অন্ত্রে এক প্রকার দুষ্কার 'ক্ষুধা' শ্রান্তি, চর্ব্বণ, ও বেদনার ন্যায় যাতনা অনুভব, এবং উহার আমাশয় পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ ও বিবমিষার উৎপাদন, তৎসহকারে তথায় সঙ্কোচন অনুভব। ০ মলত্যাগান্তে অর্শবলির উপদাহ। ০অর্শবলির স্ফীততা, টাটানি, ও স্পর্শ-দ্বেষ। মূত্রাশয়ের অস্বচ্ছন্দতা জনক প্রসারণ, এবং স্বাদশূন্য; পরিষ্কার, বিবর্দ্ধিত মূত্রস্রাব। ০বৃক্ক হইতে রক্তস্রাব। বারংবার নানাস্থানের ত্বক্ কণ্ডূয়ন।

**সমগুণ।**—জিরেণিয়ম, কাইনো, ট্যানিন, প্লম্বম।

# গ্রাটিওলা।

গ্রাটিওলার নামান্তর হেজ-হিপস। ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। গ্রাটিওলার বিষ ক্রিয়া বশতঃ উত্তাপ ও নিদ্রালুতা সংযুক্ত মস্তকে রক্ত-সঞ্চার; মূর্দ্ধাদেশে, উত্তাপে পরিবর্ত্তনীয় শীতানুভব; প্রত্যূষে জাগিবামাত্র মস্তকের পশ্চাৎ দিকে বেদনা ও উঠিলে উহার উপশম; মুখমণ্ডল যেন স্ফীত হইয়াছে এপ্রকার অনুভব; সমস্ত বস্তু, হরিদ্বর্ণগুলি পর্য্যন্ত শুভ্রদর্শন; প্রতিদিন প্রাতে উপরের ওষ্ঠের স্ফীততা; আহারান্তে আমাশয়ের অতিশয় স্ফীততা; শীতলতায় দন্ত বেদনা; আহারান্তে অতিশয় নিদ্রালুতা ও আলস্য; আমাশয়ে একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে প্রস্তর গড়ানের ন্যায় চাপ ও খালধরার-

ন্যায় আকৃষ্টতা, এবং সেই সময় বারংবার উদ্গার ও বমন-বেগ; হরিতের আভাযুক্ত পীতবর্ণ ও জলীয় অতিসারে; মল-দ্বারের আকুঞ্চন ও কণ্ডূয়ন; দুর্গন্ধময় আমনিঃসরণ সহ সরলান্ত্র ও মল-দ্বারের অতিশয় উপদাহ; মূত্রত্যাগের পর মূত্র-মার্গে জ্বালা; এবং প্রবল কামোন্মাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়বীয় রোগ।—ডাঃ টেষ্ট বলেন যে, যে সকল রোগের লক্ষণ ক্যামোমিলা-জ্ঞাপক প্রায় তাহাতেই গ্রাটিওলা উপযোগী। অর্থাৎ যে সকল তরুণ রোগে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয় তাহারই পুরাতন অবস্থায় গ্রাটিওলা ব্যবহৃত করা যাইতে পারে। উন্মাদ, কামোন্মাদ, পানাত্যয় প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। তিনি প্রায়ই কষ্টিকমের পরে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতিসার।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে গ্রাটিওলা পিচকারীর জলের ন্যায় সবেগে নিঃসৃত, পীতাভ জলবৎ অতিসার জন্মায় ও আরোগ্য করে। গ্রীষ্মকালে, অধিক পরিমাণে শীতল বা অশীতল জলপানে এই প্রকার অতিসার সাধারণতঃ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। অতিসারে ক্রোটন টিগ্লিয়ম, ইলেটেরিয়ম, পডোফিলম প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্নায়ু শূল।—ডাঃ মার্সী বলেন যে বহুকাল কফিসেবন জনিত স্নায়ু শূলে গ্রাটিওলা ফলপ্রদ।

---

## গ্রিণ্ডিলিয়া।

গ্রিণ্ডিলিয়া কম্পোজিটী জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ইহা কালিফর্ণিয়ায় জন্মে। গ্রিণ্ডিলিয়া দুই প্রকার, যথা, গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টা ও গ্রিণ্ডিলিয়া স্কোয়ারোসা। ইহাদের গাত্রে একপ্রকার ধূনা আছে। ইহারা উভয়েই একজাতীয় এবং মানবদেহে ইহাদের ক্রিয়াও সম্পূর্ণ একরূপ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও স্নায়ুমণ্ডলে ইহাদের উভয়ের একপ্রকার ক্রিয়াই দর্শে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শ্বাস-কাস।—(হ্যাজমা)।—শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাসরোগে গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ, এই প্রকার শ্বাস সাধারণতঃ প্রতিশ্যায়জনিত ব্রঙ্কাইটিস হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-নলীভুজে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। রোগী মনে করে যে কাস উঠিলেই সে শান্তি পাইবে। অনন্তর রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই শ্বাস-ক্রিয়া-নিয়ামক স্নায়ুর অতিশয় উপদাহিতা জন্মিয়া আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই আক্ষেপিক শ্বাস-রোগ বলে। গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টা এই প্রকার শ্বাস-রোগে ও ঈদৃশ অবস্থায় সুন্দর উপযোগী। বিশুদ্ধ স্নায়বীয় শ্বাসে অর্থাৎ যে শ্বাসে বায়ুনলীভুজগুলির

গোলাকার পেশী-তন্তুর পক্ষাঘাত বশতঃ বায়ুনলীর শিথিলতা জন্মিয়া অনায়াসে নিঃশ্বাস ও অনায়াসে প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাতে গ্রিণ্ডিলিয়া উপযোগী নহে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত জন্মায় এবং তজ্জন্য নিদ্রিত হইবামাত্র শ্বাস-রোধ উৎপন্ন হয় ও রোগী অক্সিজেন গ্রহণার্থ জাগ্রৎ হয়। কখন কখন পুরাতন শ্বাস-রোগে, কিন্তু সচরাচর হৃদ্রোগ-সংসৃষ্ট শ্বাস-রোগেই এই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লক্ষণান্বিত শ্বাসে গ্রিণ্ডিলিয়া আশ্চর্য্য ঔষধ। ল্যাকেসিস, জেলসিমিয়ম, ষ্টিক্‌নিয়া প্রভৃতি ঔষধেও এই লক্ষণ আছে। ডাঃ হেল শ্বাস-রোগে গ্রিণ্ডিলিয়ার নিম্নতম ক্রম বিন্দুমাত্রায় ব্যবহার করেন। **বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ**।—নিউমোনিয়ার পরবর্ত্তী; শ্লেষ্মা ও পূযস্রাবী পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও কাস এতদ্দ্বারা আরোগ্য-হইয়াছে। মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের শ্লেষ্মাস্রাবী রোগেও এই ঔষধ উপকারী হওয়া সম্ভব। **চক্ষুরোগ**।—ডাঃ ফিস কতকগুলি তরুণ আইরাইটিস রোগ গ্রিণ্ডিলিয়া স্কোয়ারোসার আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছেন। **হুপশব্দ-কাস**।—হুপশব্দ কাসের প্রতিশ্যায়ের অবস্থায় যখন অধিক শ্লেষ্মা নিঃস্রব হইতে থাকে এবং তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট জন্মে, তখন গ্রিণ্ডিলিয়া, ইপিকাক বা টার্টার এমেটিক অপেক্ষা সত্বর শান্তি জন্মায়। **চর্ম্ম-রোগ**।—ডাঃ গ্যাচেল বলেন যে ইহার একভাগ অরিষ্ট দশভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্র কণ্ডূয়নে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে অত্যন্ত উপকার দর্শে। ভগ-কণ্ডূয়নেও এই ঔষধের বাহ্য-প্রয়োগ অতিশয় ফলপ্রদ। রসটক্সের বিষ-ক্রিয়ায়ও চর্ম্মে গ্রিণ্ডিলিয়ার বাহ্য-প্রয়োগ হয়। **প্লীহা**।—প্লীহায় কর্ত্তনবৎ বেদনা ও সেই বেদনার কুচকী পর্য্যন্ত সংপ্রসারণ; প্লীহার বিবর্দ্ধন ও স্পর্শ-দ্বেষ, মুখাকৃতির মলিনতা এই ঔষধের লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তকাদি**।—বৃহৎ মাত্রায় কুইনাইন সেবনের ফলের ন্যায় মস্তকের অতিশয় পূর্ণতা। ঠিক তরুণ বাতের ন্যায় বাম চক্ষে, ও দক্ষিণ জানু-সন্ধিতে বেদনা। জানুর বেদনার অল্পক্ষণ স্থায়িত্ব। বাম চক্ষুর বেদনার অতিশয় তীব্রতায় পরিণতি, অনন্তর দক্ষিণচক্ষু আক্রমণ; দক্ষিণ চক্ষুর বেদনা সহকারে একই সময়ে প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে অসহ্য বেদনা, সেই বেদনার উগ্রতা বশতঃ স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে অশক্তি। তরুণ বাতের ন্যায় বেদনা। চক্ষুর বেদনার অক্ষি-গোলকে অবস্থিতি ও তথা হইতে মস্তিষ্কে প্রধাবন; চক্ষু-সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি। বেদনার আমবাতিক প্রকৃতি; স্পর্শ-দ্বেষ সংযুক্ত বেদনা, চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের আরক্ততা। মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয়ের ন্যায় চক্ষুর আকৃতি। **স্নায়ুমণ্ডল**।—পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ গ্রহণে প্রথমে দর্শন-স্নায়ুতে ক্রিয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুতে ক্রিয়া দর্শিয়া শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা। শ্বাস-ক্রিয়ার ব্যাঘাতে নিদ্রার ব্যাঘাত। নিদ্রিত হইবা মাত্র শ্বাসের অবরোধ, এবং শ্বাসরোধ বশতঃ জাগ্রৎ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই

শ্বাস-রোধের অবস্থিতি। এইগুলি গ্রিণ্ডিলিয়া স্কোয়ারোসার পরীক্ষা-লক্ষণ। ০ পুরাতন বায়ু নলী-ভুজ-প্রদাহ ও শ্বাস। ০ শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-নলী ভুজে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ শ্বাস-কষ্ট। ০ আক্ষেপিক শ্বাস। শ্বাস-ক্রিয়া-নিয়ামক স্নায়ুর উপদাহিতা নিবন্ধন আক্ষেপের উৎপত্তি। ০ শ্বাস-স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র। ০ শ্বাস-সংরোধ জন্মিয়া জাগরিত হইতে হয় বলিয়া নিদ্রা যাইতে আশঙ্কা। ০ পৃষ্ঠবংশীর স্নায়ুর অপরিপোষণ জন্য হৃদ্রোগজনিত শ্বাস। ০ তরুণ প্রতিশ্যায়জনিত শ্বাস। ০ নিউমোনিয়ার পরবর্ত্তী শ্লেষ্মা ও পূযাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, ও কাস। ০ প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহ হুপশব্দ কাসের প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা। ০ শ্লেষ্মাস্রাবের প্রাধান্য লক্ষণান্বিত বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের রোগ। ০ প্রমেহ ও লালা-মেহ। ০ উপদাহকর শ্বেতপ্রদর (স্থানিকপ্রয়োগ)। ০ কণ্ডূয়ন, ইরিথিমার উদ্ভেদ, ও মশক দংশন (স্থানিক-প্রয়োগ)। ০ রসটক্সের বিষ (স্থানিকপ্রয়োগ)। এইগুলি গ্রিণ্ডিলিয়া রোবষ্টার আরোগ্যকর লক্ষণ।

---

# চিওনান্থাস বার্জ্জিনিকা।

এই গুল্মের ইংরেজী নাম ফ্রিঞ্জ-ট্রী। ইহা আমেরিকায় জন্মে। ইহার বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। যকৃতে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং উহার সকল প্রকার বিকৃত অবস্থায় এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। সুপরিচিত ডাঃ গ্রোস বলেন যে তিনি যকৃতের বিবৃদ্ধিতে; এবং ম্যালেরিয়া-প্রধান-প্রদেশে যকৃতের ক্রিয়াবরোধে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাণ্ডুরোগেও চিওনান্থাস অতীব উপকারী। ডাঃ গ্রোস যতগুলি রোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন, সকলেরই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনেক বৎসরের পুরাতন পাণ্ডুও আট-দশ দিবসে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধে পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইলে উহা আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না। তিনি উগ্র এলকোহলে প্রস্তুত অরিষ্ট তিন ঘণ্টা অন্তর ১০।১৫ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমাশয়ে আকুঞ্চন অনুভব, বোধ হয় যেন কোন সজীব প্রাণী নড়িতেছে। যকৃৎ-প্রদেশে, এবং কখন কখন বা প্লীহাপ্রদেশে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। আমাশয় ও কুক্ষিস্থলের অস্বচ্ছন্দতানুভব বর্দ্ধিত হইয়া অতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠা। আমাশয়ে আক্ষেপ বা হৃৎস্পন্দনের ন্যায় অনুভব। স্থূলান্ত্রের শেষ বক্রাংশে বাতাধ্মান জনিতবৎ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। দক্ষিণ কুক্ষিতে অস্বচ্ছন্দতা, ও উহার বাম শ্রোণিদেশ পর্য্যন্ত প্রসারণ। পূর্ব্বের পরিচ্ছন্ন জিহ্বার কেন্দ্রস্থানে পীতবর্ণ লেপ। শয়ন করার সময় কৃষ্ণবর্ণ, আলকাতরার ন্যায় মলত্যাগ। কোন বিরেচক ঔষধ সেবনে যেরূপ প্রবল বিরেচন জন্মে উদরে তদ্রূপ

অনুভব ও বিবমিষা, কিন্তু অন্ত্র হইতে কোন স্রাব নিঃসৃত হয় না। পৃষ্ঠবংশে সপ্তম হইতে দশম কশেরুকা পর্য্যন্ত ক্ষণকাল বেদনা। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মস্তকের অতিশয় পরিচ্ছন্নতা, তৎপরদিন পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী মস্তিষ্কের অপরিচ্ছন্নতার পুনরাগমন। এইগুলি চিওনান্থাস বার্জ্জিনিকার পরীক্ষা-লক্ষণ।

---

# চিনিনম আর্সেনিকোসম—আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন।

এই ঔষধ চিনিনম আর্সেনিকমও উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চিনিনম আর্সেনিকোসম বিস্তৃতরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। চিকিৎসা-দৃষ্ট ফলবত্তা হইতেই প্রধানতঃ ইহার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় রক্তের উপাদান, শ্লৈষ্মিক বিধান-তন্তু, ও স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয় বলিয়া বোধ হয়, এবং তদ্দ্বারা জীবনীশক্তির অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত সন্ধিবাতের ন্যায় অবস্থা নিস্তেজতাজনক প্রদাহিত অবস্থা, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহিত অবস্থা, উৎপাদিত হয়। সুতরাং ডিপথিরিয়া ও সাংঘাতিক স্কার্লেটিনা রোগের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই দুই রোগে এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে ও উপকার করিয়াছেন। চিনিনম আর্সেনিকোসম সবিরাম জ্বরের অনুরূপ একপ্রকার জ্বর, ও পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল জন্মায়। ম্যালেরিয়াজনিত বহুবিধ রোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় আর্সেনিক ও কুইনাইন উভয়েরই অল্পাধিক ফল দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু লক্ষণ সমষ্টিতে উহার প্রত্যেকটী হইতে সুস্পষ্ট স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

অধিকার।—সবিরামজ্বর ও ম্যালেরিয়া জনিত অন্যান্য রোগে, এবং সাংঘাতিক আকারের ডিপথিরিয়া ও স্কার্লেট-ফিভারেই এই ঔষধ প্রধানতঃ প্রয়োজিত হয়। বিস্তারিত লক্ষণ নিম্নোক্ত "প্রধান প্রধান লক্ষণে" উল্লেখিত আছে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—ডাঃ হেল বলেন যে ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের দুর্দ্দম্য সবিরাম জ্বরে তিনি এই মিশ্র ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন। এই সকল জ্বর কখনও প্রতিদিন, কখনও বা একদিন পর একদিন, কখনও সবিরাম স্নায়ুশূলাদিরূপে প্রকাশ পায়। লক্ষণানুসারে এইপ্রকার প্রচ্ছন্ন জ্বরের চিকিৎসা সুকঠিন ব্যাপার। অতএব একদিন সবিরাম জ্বর অন্যদিন জ্বর না হইয়া জ্বরের পরিবর্ত্তে স্নায়ু-শূল, উদরাময়, অজীর্ণ, রক্তাতিসার প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ উপযোগী। ম্যালেরিয়া জনিত কুচিকিৎসিত বিমিশ্র প্রকৃতির সবিরাম জ্বরে ও দুর্দ্দম্য প্রচ্ছন্ন জ্বরে আর্সেনিক ও চায়না, এই উভয় ঔষধজ্ঞাপক লক্ষণই প্রকাশ পাইলে পর্য্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও চায়না ব্যবহার না করিয়া ডাঃ হেল আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ব্যবহারের বিধি দেন। এই প্রকারের জ্বরে

লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গেলে আলেয়ার অনুসরণের ন্যায় প্রায়ই প্রতিনিয়ত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অথচ তাহাতে কোন ফল দর্শে না। এজন্য, রোগের মূলে আঘাত করিতে হইলে প্রথমে রোগের মূল কারণানুসারে ঔষধ নির্দ্ধারিত করিয়া তৎপরে উহার লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেই রোগ নির্মূল হয়। তিনি সাধারণতঃ ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ এক বা দুই গ্রেণ মাত্রায় দুই বা চারি ঘণ্টা অন্তর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। কোন কোন রোগীকে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণও ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ডাঃ হল ও সিকাগোর অন্যান্য চিকিৎসকও ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন। বালকদিগের রোগে, পুরাতন অম্ল-বৈলক্ষণ্য এবং তৎসহ শরীরের তরল পদার্থের বিনাশ ও অপোষণ জনিত দৌর্ব্বল্য লক্ষণে ডাঃ হল ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ হেল এই ঔষধের ষষ্ঠক্রমের ঊর্দ্ধ ক্রম কখনও ব্যবহার করেন নাই। যে সকল বালকদিগের স্নায়ুমণ্ডল সুকুমার তাহাদের পক্ষে এই ক্রমের বটিকা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হলকোম বলেন যে পুরাতন ম্যালেরিয়া দোষ দুরীকরণার্থ আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ও আর্সেনিয়েট অব আয়রণ অতিশয় উপকারী। তিনি এই ঔষধদ্বয়ের প্রথম শততমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করেন। দশমিক ক্রম নহে। শারীরিক যন্ত্রাদি অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডল প্রগাঢ়রূপে আক্রান্ত হইলে আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন এবং এনিমিয়া বা রক্তহীনতার প্রাবল্য থাকিলে আর্সেনিয়েট অব আয়রণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। **অতিসার।**—ম্যালেরিয়া-দোষজনিত অতিসারে পাতলা, জলবৎ, অপাচিত, দুর্গন্ধ, কাল বা অপ্রগাঢ় কপিশবর্ণ, সময়ে সময়ে ময়দার ন্যায় তলানি বিশিষ্ট বিরেচন লক্ষণে চিনিনম আর্সেনিকোজম ব্যবহৃত হয়। **ডিপথিরিয়া।**—তালু মূলে ও গল গহ্বরে কৃত্রিম ঝিল্লী; হনু-গ্রন্থির স্ফীততা; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; অতিশয় অবসন্নতা, বিশেষতঃ রোগীর পুনরারোগ্য কালে এই অবসন্নতার অবস্থিতি, এই ঔষধের লক্ষণ। **গ্যাষ্ট্রালজিয়া।**—সোলার প্লেক্সস নামক গ্রন্থিল স্নায়ুগুচ্ছের উপর বক্র চাপ ও উহার ঠিক অপরদিকে পৃষ্ঠবংশে স্পর্শদ্বেষ চিনিনম আর্সেনিকোজমের লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—০ নিরুৎসাহিতা; মানসিক জড়তা; নীরব ও একাকী থাকার ইচ্ছা (* জেল)। ০ উৎকণ্ঠা ও রাত্রিকালে প্রলাপ। ০ শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে কোপন ভাব।

**মস্তক।**—০ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বিবর্দ্ধিত, অপিচ ভয়প্রাপ্তি বশতঃ উৎপন্ন অর্দ্ধ-শিরোবেদনা। মস্তকে বিশৃঙ্খলা অনুভব। মস্তকে সুতীব্র, বক্র-গতি, চিড়িক-মারা বেদনার প্রধাবন ও তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত। মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের শিরঃপীড়া। ০ দক্ষিণ শঙ্খস্থানে ও চক্ষুর উপরে স্নায়বীয় বেদনা। ০ মস্তকের বামপার্শ্বে

ছেদন ও রন্ধ্র করণবৎ বেদনা, তৎসহ চক্ষে শিখা-দর্শন, বেদনা ও অশ্রুপাত; বেদনার আবেশ সময়ে কর্ণে টুন টুন শব্দ, বিবমিষা ও বমন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিয়মিতরূপে বেদনার আক্রমণ ( * চিনি-সল )।

চক্ষু।—০ সুতীব্র আলোকাতঙ্ক ও অক্ষি-কোটরের পেশীর আক্ষেপ, সবলে তপ্ত অশ্রু নিঃসরণ, প্রত্যেক চক্ষুতে বৃহৎ ক্ষতের আক্রমণ; রাত্রি দুই প্রহর হইতে তিনটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; কনীনিকার প্রদাহ। ০ দুইপ্রহর রাত্রির পরে বিবর্দ্ধিত গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহ; অর্দ্ধ-শিরোবেদনায় বাম চক্ষুর সম্মুখে শিখা-দর্শন, তৎসহ বেদনা ও অশ্রুপাত।

কর্ণ।—০ অর্দ্ধ-শিরোবেদনায় কর্ণে টুন টুন শব্দ ( চিন-সল )।

নাসিকা।—তরল প্রতিশ্যায়, প্রভূত স্রাব। ০ ডিপথিরিয়ায় একপ্রকার পূয ও রক্তময় পদার্থে নাসিকার অবরুদ্ধতা। ০ ডিপথিরিয়ায় নাসিকার কোণের অবদরণ ( এরম )।

মুখমণ্ডল।—০ সবিরাম জ্বরে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মলিনতা ও স্ফীততা ( আর্স, ক্যাট-মিউ )। ০ ডিপথিরিয়ায় হনু-নিম্ন গ্রন্থি ও কর্ণ-মূল গ্রন্থির স্ফীততা। ০ গুটিকা-রোগে ( যক্ষ্মা ) ওষ্ঠের নীলাক্ততা।

মুখ-মধ্য।—০ ডিপথিরিয়ায় জিহ্বায় গাঢ় ও কপিশবর্ণ লেপ। ০ ডিপথিরিয়া ও স্কার্লেটিনায় মুখে দুর্গন্ধ।

গল-মধ্য।—০ ত্বকের পাণ্ডুরতা, দ্রুত অবসন্নতা এবং শীঘ্র শীঘ্র গল-কোষের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিনষ্টতা সহকারে আরক্ত জ্বরের ভোগকালে সাংঘাতিক গলা-বেদনা। ০ ডিপ-থিরিয়া; মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নিঃসরণ; হনু-নিম্ন-গ্রন্থির স্ফীততা ও বধিরতা; পূয-রক্তময় এক প্রকার পদার্থ দ্বারা নাসিকার সম্যক অবরুদ্ধতা, নাসিকার কোণের অবদরণ; জিহ্বার গাঢ় ও কপিশ লেপ; ধূসর কৃত্রিম ঝিল্লীতে উভয় তালু-মূলের আচ্ছন্নতা; উহা অন্তঃহৃত হইলে সেই সেই স্থানে অসমপ্রান্ত, রক্তাক্ত ক্ষত; উপজিহ্বার নিম্নার্দ্ধ বিগলিত, উপরের অর্দ্ধ কৃত্রিম ঝিল্লীতে আবৃত; গল-কোষের পশ্চাদ্দিকের প্রাচীর কৃত্রিম ঝিল্লীতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন; তরল দ্রব্য গিলিতে অতিশয় কষ্ট, অতিশয় অবসন্নতা; নিদ্রাশূন্যতা; নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, অতিশয় দ্রুতগামিতা।

আমাশয়।—০ যক্ষ্মারোগে, শ্বাস-রোধের আক্রমণ সময়ে দুর্নিবার পিপাসা। ০ অণ্ড ও মৎস্য ভক্ষণে অবিলম্বে বেদনাশূন্য অতিসারের উৎপত্তি। ০ অর্দ্ধ-শিরোবেদনায় বিবমিষা ও বমন, তৎপরে নিদ্রা ( * এণ্ট-টার্ট )।

উদর।—সবিরাম জ্বরে বাম কুক্ষিদেশের বিবৃদ্ধি; অপিচ উদরের স্ফীততা।

মল।—০ ম্যালেরিয়া জনিত অতিসার ( * চিন-সল ); পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধময় ( * আর্স ) মল, তৎসহকারে অন্ত্রের বেদনা।

মূত্র-যন্ত্র।—০ আক্ষেপিক মূত্র-রোধ।

শ্বাস-যন্ত্র।—০ ডিপথিরিয়ার স্বরভঙ্গ; তজ্জন্য ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লী যেন স্বর-

যন্ত্রে প্রসারিত না হইতে পারে এরূপ অনুমান। ০ ওষ্ঠ, হস্ত ও নখের নীলবর্ণ সহকারে প্রাতঃকালে শ্বাস-রোধের আক্রমণের আরম্ভ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি। যক্ষ্মা। শ্বাসরোধের আক্রমণ সময়ে, সম্ভব হইলে বিমুক্ত জানালার নিকটে, সম্মুখদিকে অবনত হইয়া বসিতে হয় ( * আর্স, * কার্ব্বো-ভেজি ) ; অন্য কোন ভাবে বসিলে উহা বৃদ্ধি পায়। যক্ষ্মায় উৎকণ্ঠা সহ ০ শ্বাসকৃচ্ছ্র। ০ সপর্য্যায় জ্বর সহকারে বৃদ্ধদিগের অনতি-তরুণ অতিসার, সাধারণতঃ রাত্রিতে উহার আধিক্য। ০ বামপার্শ্বের শ্বাস-পেশীর পক্ষাঘাত; পর্শুকা-মধ্য-পেশীর স্নায়ু-শূল।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—* শোথের লক্ষণ, শৈরিক রক্তাধিক্য ও শরীরের নীলবর্ণ সহকারে হৃৎশূল রোগ। হৃৎপিণ্ডে কম্পন; পিঠে ঠেসদিলে হৃৎস্পন্দ। হৃৎপিণ্ড অবরুদ্ধবৎ অনুভূত হয়; উহার স্পন্দন অনুভূত হয় না; এবং ক্রিয়া নিয়মিতরূপে নিষ্পন্ন হয় না। * ক্ষুদ্র; অতিদ্রুত ( ২০০ ); অনিয়মিত; নাড়ী। ০ বাম স্তন-দেশে প্রবল স্নায়ু-শূলের বেদনা, বোধ হয় যেন আরক্ত তপ্ত চিম্‌টা দ্বারা উহা ছিন্ন হইতেছে; পর্শুকা-মধ্য-পেশীর স্নায়ু-শূল।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ০ যক্ষ্মারোগে হস্ত ও নখের নীলবর্ণ। যক্ষ্মারোগে ০ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুষারবৎ শীতলতা।

দেহ।—০ অতিশয় অবসন্নতা। ০ অপস্মারবৎ আক্ষেপ।

নিদ্রা।—০ শ্বাস-রোধের আবেশের পর গভীর নিদ্রা। ০ অস্থির নিদ্রা; নিদ্রাহীনতা।

জ্বর।—০ সবিরাম জ্বর; সর্ব্বদা পূর্ব্বাহ্ণে শীত, কিন্তু ঠিক এক সময়ে শীত নহে; কখন বা প্রতিদিন একবার; আবার একদিন পর একদিন, কখন বা ঘর্ম্ম সহকারে, কখন বা ঘর্ম্ম বতীত জ্বরের আবেশের পরিসমাপ্তি; জ্বরের আবেশের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, জৃম্ভণ ও অঙ্গমর্দ্দ। সায়াহ্নে অস্থিরতা সহ তরঙ্গ-গতিতে অর্থাৎ ঝলকে ঝলকে শীত; রোমাঞ্চ; শয্যায় কোন শীতল স্থানে হাত পা নাড়িলে, অপর, নড়িলে চড়িলে, ও উহার বিষয় ভাবিলে বৃদ্ধি। শীতের পর মধ্য-রাত্রির প্রাক্কালে উত্তাপ; নাড়ীর পূর্ণতা ও সবলতা; গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি। উত্তাপের পর ঘর্ম্মশূন্যতা, কিন্তু প্রাতে দুর্ব্বলতা ও ভগ্নতা অনুভব এবং প্রাতরাহারে অপ্রবৃত্তি। ০ ডিপথিরিয়া ও সাংঘাতিক স্কার্লেটিনায় অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত প্রবল জ্বর। সর্ব্বশরীরে শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম।

ত্বক্।—শুষ্ক ত্বক, ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ, তৎসহ দ্রুত অবসাদ। সপর্য্যায় স্ফোটক ও ব্রণশোথ, উহাতে মস্তকের উপদ্রবের শান্তি।

উপযোগিতা।—রস-প্রধান-ধাতু ( হাইড্রোজিনয়েড কনষ্টিটিউশন )।

সমগুণ।—এপিস, আর্স এরাণ, চিনি-সল, সিল

# চিলোন গ্লাব্রা।

চিলোন গ্লাব্রা একপ্রকার ক্ষুদ্র মার্কিন বৃক্ষ। ইহার সর্ব্বাংশই অতিশয় তিক্ত। ইহা নিয়মিতরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। ডাঃ হেলও অন্যান্য কতিপয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই ঔষধ চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে যকৃতে ইহার ক্রিয়া দর্শে। আমাশয়ের দুর্ব্বলতাজনিত অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ক্ষুধাহীনতা, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ ও দুর্ব্বলতা সংযুক্ত পাণ্ডুরোগ বিন্দুমাত্রায় ইহার অরিষ্ট সেবনে সত্বর বিদূরিত হয়। কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী সবিরামজ্বরে এবং কুইনাইনজনিত ধাতু-বিকার ও প্রচ্ছন্ন জ্বরাদিতেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। মূল অরিষ্ট কিছু অধিকদিন পর্য্যন্ত সেবন করা আবশ্যক।

---

# জগলান্স সাইনিরিয়া—বটারনঃট।

বটারনঃট বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। ইহার বল্কল ক্যাথারটিক অর্থাৎ বিরেচক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য জগলান্স সাইনিরিয়াকে কখন কখন জগলান্স ক্যাথারটিকাও বলে। জগলান্স সাইনেরিয়ার অন্তর্ব্বল্কলের অরিষ্ট ও বীর্য্য জগলাণ্ডিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার বীর্য্যের নাম জগলাণ্ডিন।

ক্রিয়া।—জগলান্স সাইনিরিয়ার মূলের অভ্যন্তর বল্কল চর্ম্মে লাগাইলে ফোস্কা পড়ে ও পচ্যমান পীড়কা উৎপন্ন হয়; ফলের হরিৎ বল্কলের রস চর্ম্মে লাগিলে তীব্র উপদাহ জন্মায় এবং চক্ষে পড়িলে উগ্র প্রদাহ উৎপন্ন করে। জগলান্স সাইনিরিয়ার বিষ-ক্রিয়ায় পরিপাক-যন্ত্রের উপদাহ ও বিশৃঙ্খলা জন্মে এবং যুগপৎ অন্যান্য যন্ত্রের, বিশেষতঃ মস্তকের অস্বাভাবিক লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়া কিছুকাল অবস্থিতির পর গাত্রে নানাপ্রকার পীড়কা উৎপন্ন হইয়া অধিক দিন থাকে। চর্ম্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বলিয়া ডাঃ বার্ণেট ইহাকে ভেজিটেবেল আর্সেনিক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শঙ্খ-বিষ বলেন; এবং ডাঃ মার্টিন বিবিধ পুরাতন চর্ম্মরোগে জগলান্স সাইনিরিয়ার অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে জগলান্স জাতীয় সমস্ত ঔষধের বিষক্রিয়ায়ই রক্তের মলিনতা, ও আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ জন্মে, এবং রক্তস্রাব হয়। অপর, উহারা সকলেই চর্ম্মে উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। জগলান্স রিজিয়া বা ওয়ালনঃট নিয়মিত কালের অনেক পূর্ব্বে উপস্থিত ও কেবল কাল সংযত রক্তস্রাবী রজোদোষে ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শিরোবেদনা।—মস্তকের পশ্চাদ্দিকের শিরঃপীড়ায় জগলান্স সাইনিরিয়াই একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। তীব্র সঙ্করমান বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। এই লক্ষণে মস্তিষ্ক বা

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জুর রোগেও ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের সুতীব্র বেদনায় তিনি ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাঃ হেল প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা, আইরিস, ব্রাইওনিয়া; ও চেলিডোনিয়ম বিফল হইলে অগলাস পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দেন। পাণ্ডু।—অগলাস সাইনিরিয়া নক্সভমিকার ন্যায় পাণ্ডুরোগ জন্মায়। অতএব যকৃদ্দেশে সূচী বেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা, রোগীর রাত্রি তিনটার সময় নিদ্রা হইতে জাগরণ ও তৎপরে নিদ্রাশূন্যতা, এবং এই সকল লক্ষণের সহিত সচরাচর পূর্ব্ববর্ণিত শিরঃপীড়ার বিদ্যমানতা; পৈত্তিক, বা পীতাভ হরিৎ মল, মলদ্বার-জ্বালা, ও কুন্থন;—এই সকল লক্ষণে পাণ্ডুরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। শোথ।—বক্ষঃস্থলের শোথে ত্বকে ডাঁশের কামড়ের ন্যায় রক্তবর্ণ চিহ্ন থাকিলে অগলাস ব্যবস্থেয়। হৃদ্‌শূল।—বিচরণ সময়ে, বিশেষতঃ আহারান্তে বা দ্রুতগমনে, কিম্বা পর্ব্বতোপরি আরোহণে বক্ষাস্থির পশ্চাতে বেদনা; বুকাস্থির পশ্চাতে তীব্র বেদনা, বক্ষঃস্থলের বেদনা বশতঃ হাঁটিবার সময় শ্বাস-রোধের উপক্রম, ও তজ্জন্য রোগীর স্থির হইয়া দণ্ডায়মান;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল অগলাস সাইনিরিয়া ব্যবহারের বিধি দেন। পামা (একজিমা)।—স্কার্লেটিনা রোগের আরক্ত রাগের ন্যায় ত্বকের লোহিতবর্ণ; সর্ব্বশরীরে, ও স্থানে স্থানে প্রবল কণ্ডূয়ন; অতিপরিশ্রমে শরীর উত্তপ্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি; এই ঔষধের লক্ষণ। মুখ-দূষিকা।—ডাঃ মার্সী বলেন যে একনি রোজেশিয়া নামক মুখদূষিকায় এই ঔষধের প্রথম দশমিক শক্তির দুই ফোঁটা ১৮ ড্রাম জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম পরিমাণে প্রত্যহ তিনবার সেবন; ও প্রতিদিন দুইবার স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। অতিসার।—রুবার্বের ন্যায় এতদ্দ্বারা অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। ডাঃ হেল পৈত্তিক অতিসার ও রক্তাতিসারে ইহার তৃতীয় ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—চিত্তের অপ্রফুল্লতা; নিরুৎসাহ। শ্রান্তিসহ শিরোঘূর্ণন। মস্তক।—উঠিবামাত্র মৃদু শিরোবেদনা, উত্থানান্তে উহার নিবৃত্তি। রাত্রিতে মস্তকের পূর্ণতা। ০ মস্তকের কেশাবৃত অংশে উদ্ভেদ। চক্ষু।—অক্ষিপুটের ও চক্ষুর চারিদিকে পচ্যমান পীড়কা সহ প্রদাহ। কর্ণ।—গিলিতে কর্ণে আকৃষ্ট বা কণ্ডূয়িতবৎ গভীর বেদনা। নাসিকা।—বাম নাসারন্ধ্রের শর্দ্দি। নাকের শুষ্কতা। মুখমণ্ডল।—এরিথিমাবৎ আরক্ততা। মুখ-মধ্য ও গলমধ্য।—শুষ্ক ওষ্ঠ ও আর্দ্রমুখ সহকারে গলা-ব্যথা। গল-কোষের পরিশুষ্কতা সহ জিহ্বাগ্রের স্পর্শ-দ্বেষ। * গল-মধ্য স্ফীতবৎ অনুভব, ও উহার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা। ০ সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা সহ গল-মধ্যের পুরাতন প্রদাহ। মুখে তাম্রাস্বাদ সহ ক্ষুধাহীনতা। আমাশয়।—প্রাতে বিবমিষা; উদর-বেদনা সহ

বমন ও বমনোদ্যম। ০ আমাশয়ের উপদাহিতা সহ অগ্নিমান্দ্য; আগ্মান। আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব, এবং রন্ধ্রকরণবৎ বেদনা। **উদর**।—বামপার্শ্বে বৃক্ককের নিকটে গভীর-মূল বেদনা, উদরোর্দ্ধ দেশে বেদনা। উদরোর্দ্ধে উত্তাপ ও বেদনা। আহারান্তে উদরের আগ্মান ও বেদনা। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ ও প্রদাহ, তৎপরে রক্তাতিসার। **মল**।—পলাণ্ডু-গন্ধ পাতলা মল। মলত্যাগান্তে কুন্থন ও জ্বালা। ০ অতিসার-পূর্ব্ব কোষ্ঠবদ্ধ। বিরেচন সহকারে সুতীব্র ও অবসাদকর উদর-বেদনা। শিবির-বাসী সৈন্যদিগের অতিসার। **স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী**।—কাসিলে নিষ্ঠীবন ব্যতীত বায়ুনলীতে ঘড়ঘড় শব্দ। অতিশয় আঠাআঠা ভাপসাগন্ধের শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। **বক্ষঃস্থল**।—বামপার্শ্বে বেদনা, চাপদিলে উহার বৃদ্ধি। ফুসফুসে কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ বক্ষঃস্থলে অতিশয় যাতনা ফুসফুসের রক্তসঞ্চয়। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নীচে সূচী-বেধনবৎ বেদনা। ০ অতিশয় শীর্ণতাবিশিষ্ট গণ্ডমালা জনিত ক্ষয়। **পৃষ্ঠ**।—অবনত হইলে কটিতে বেদনা। কটির কশেরুকায় বেদনা। কটিদেশে সঞ্চরমান বেদনা। **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—বাহুতে ও মণিবন্ধে মচকানবৎ বেদনা। দক্ষিণকক্ষে অতিশয় বেদনা, ও স্নায়ুর গতি-পথে বাহুপর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ। দক্ষিণ স্কন্ধে অবিরাম বেদনা। **নিম্নাঙ্গ**।—ঊরুর অভ্যন্তর পার্শ্বে ও পদদ্বয়ে উত্তাপ, এবং বাম কুচকীতে রাত্রিতে খল্লীবৎ বেদনা। **চর্ম্ম**।—* স্কার্লেটিনার ন্যায় আরক্ত রাগের উদ্ভেদ। * দেহ-কাণ্ড ও শরীর শাখায় ত্বকের বিসর্প জনিত প্রদাহ। * মুখমণ্ডলের ইরিথিমা জনিত রক্তবর্ণ। * সামান্য পামার ন্যায় উদ্ভেদ। * পচ্যমান উদ্ভেদ।

**সমগুণ**।—ব্রাইও, কলোস, ক্রোটন-টিগ, পডো, আইরিস, সলফার, রসটক্স।

---

# জাকারাণ্ডা।

জাকারাণ্ডা বৃক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। ডাঃ মুর ইহা প্রথমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যালানোরিয়া বা উপপ্রমেহ রোগে এবং লিঙ্গের লোহিতবর্ণ উপদংশ ক্ষতে, কিম্বা উপদংশ সদৃশ ক্ষতে এই ঔষধ পরম উপকারী।

জাকারাণ্ডা কারোবা ব্যতীত আর একপ্রকার জাকারাণ্ডা আছে, উহাকে জাকারাণ্ডা গোয়ালাণ্ডাই বলে। কলম্বিয়ার ডাঃ বগোটা বলেন যে তরুণ ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগে গলাধঃকরণে অতিশয় কষ্ট, তালু-মূলের স্ফীততা হীনতা, কিন্তু ফসিসের উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কায় আচ্ছন্নতা, গিলিতে অতিশয় বেদনা লক্ষণে শেষোক্ত জাকারাণ্ডা উত্তম ঔষধ। একন, বেল, মার্ক, ও ফাইটো ব্যর্থ হইলে পর ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে উত্তম ফল দর্শে। প্রতি দ্বিতীয় ঘণ্টায় তিনবিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করিতে হয়। অধিক প্রদর-স্রাব সংযুক্ত জরায়ুর প্রতিশ্যায়েও অন্যান্য অনেক ঔষধ বিফল হইবার

পরে তিনি এই ঔষধের উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। এই রোগে তিনি ইহার মাদার টিঞ্চার তিনবিন্দু মাত্রায় দিনে তিনবার ব্যবহার করেন এবং প্রাতে ও রাত্রিতে প্রথম দশমিক শক্তির ঔষধ জলে মিশ্রিত করিয়া যোনিতে পিচকারী দিয়া থাকেন। অধিক স্রাব বিশিষ্ট চক্ষুর প্রতিশ্যায়ে তৃতীয় দশমিক ক্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

# জিজিয়া অরিয়া—গোল্ডেন আলেকজাণ্ডার।

জিজিয়া অরিয়াকে এক্ষণ থ্যাস্পিয়ম অরিয়ম বলে। কিন্তু পুরাতন জিজিয়া নামেই ইহা অধিক পরিচিত ও উল্লিখিত হইয়া থাকে। থ্যাস্পিয়ম সাইকিউটা, ইথুসা, ইনান্থি প্রভৃতি বিষাক্ত উদ্ভিদের শ্রেণীভুক্ত একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ইহা আর্দ্র নদী কূলে উৎপন্ন হয়। উগ্র এলকোহল সহযোগে ইহার সরস মূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ডাঃ মার্সি এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন যে ইহা শিরোবেদনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বদন ও চক্ষুর স্নায়ু-শূল, ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল, শ্বেতপ্রদর, কাস, ও অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**কাস**।—বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ বিশিষ্ট শুষ্ক কাস; বক্ষঃস্থলের পেশীতে ঘৃষ্টবৎ অনুভব, ও শ্বাস-কষ্ট; সায়াহ্নে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি জিজিয়ার লক্ষণ। **অপস্মার**।—মুখমণ্ডল ও দেহশাখার পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চলন লক্ষণে জিজিয়া অরিয়া ৩দ ক্রম ফলপ্রদ। **তাণ্ডব**।—ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে তাণ্ডব রোগের সঞ্চলন নিদ্রাকালেও থাকিলে জিজিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। **শ্বেত-প্রদর**।—পৃষ্ঠবংশ বা মস্তিষ্কের উপদাহ সংযুক্ত পুরাতন শ্বেত-প্রদরে ইহা ব্যবহৃত হয়। **ডিম্বাশয়ের রোগ**।—বাম ডিম্বাশয়ের সবিরাম স্নায়ুশূলে জিজিয়া প্রয়োজিত হয়। **অবসাদ-বায়ু**।—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট অবসাদ-বায়ু। হিষ্টিরিয়া।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—চিত্তের অবসাদ, ও জীবনে বিরক্তি। চিত্তের অবসাদ, তৎপরে অতিশয় প্রফুল্লতা। একবার হাস্য একবার ক্রন্দন। **মস্তক**।—মস্তকের চতুর্দ্দিকে অশিথিলতা অনুভব। মস্তকের সমগ্র বাম পার্শ্বে তরুণ অবিরাম বেদনা। মস্তকে ও মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন, ও পূর্ণতা অনুভব। মস্তক-শিখরে প্রচাপন। দক্ষিণ শঙ্খস্থলে তীব্র বেদনা ও তৎসহকারে বিবমিষা। বিবমিষা সহ শিরোবেদনা; পৈত্তিক বমন-প্রবৃত্তি। জ্যোতিঃ, কলরব, ও কর্কশ শব্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। পৃষ্ঠ-বেদনা সহকারে * দক্ষিণপার্শ্বে স্থায়ী বেদনা। ০ অম্ল ও তিক্ত বমন সহ অর্দ্ধ শিরোবেদনা। ০ মস্তকের স্নায়ুশূল। **চক্ষু**।—

দুই চক্ষুরই আরক্ততা ও আলোকে অনুভবাধিক্য। দক্ষিণ অক্ষি-গহ্বরে তীব্র বেদনা, অক্ষি-গোলক সঞ্চালনে, মস্তক অবনমনে ও পদ-বিক্ষেপে উহার আতিশয্য। ০ উভয় অক্ষি-গহ্বরের অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চরমান বেদনা। চক্ষু হইতে পীতাভ; পূয ও শ্লেষ্মামিশ্রিত নিঃস্রব নিঃসরণ, ও তদ্দ্বারা অক্ষিপুটের সংরোধ। দক্ষিণ চক্ষুর বিশিষ্টরূপে আক্রান্তি। **নাসিকা**।—নাসারন্ধ্রে ও চক্ষুতে জ্বালা ও টাটানি। শ্লেষ্মা নিঃসরণ। দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্রের অবরোধ ও স্পর্শ-দ্বেষ। ০ হাঁচি ও জলবৎস্রাব নিঃসরণ সহ মস্তকের প্রতিশ্যায়। পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ বিশিষ্ট পুরাতন প্রতিশ্যায়। **মুখমণ্ডল**।—বদনের স্ফীততা ও পাণ্ডুরতা। গণ্ডস্থলের আরক্ততা ও উত্তাপ। গণ্ডাস্থিতে রন্ধ্রকরণের ন্যায় বেদনা। **ক্ষুধা ও স্বাদ**।—অম্ল ও উত্তেজক দ্রব্য সেবনের স্পৃহা। জিহ্বার মধ্যভাগে ঈষৎ শুভ্রলেপ, অগ্র ও প্রান্তভাগের আরক্ততা। শীতল বা উষ্ণ পানীয় দ্রব্যে অনুভবাধিক্য। **আমাশয়**।—বিবমিষা; অম্ল ও পৈত্তিক বমন। আমাশয়ে চাপ প্রদানে বিবমিষা ও মূর্চ্ছার উদ্রেক। **জননেন্দ্রিয়**।—(পুঃ) সঙ্গম-শক্তির আধিক্য। ০ রতিক্রিয়ার পর অতিশয় শ্রান্তি। (স্ত্রী) বিদাহী শ্বেতপ্রদর; প্রভূত প্রদরস্রাব। আকস্মিক রজোবিলোপ। একদিন প্রভূত রজঃস্রাব, তৎপরে বিদাহী শ্বেতপ্রদর। ০ বিলম্বিত ও বিলুপ্ত রজঃ সহকারে শ্বেতপ্রদর। ০ বাম ডিম্বাশয়ের সবিরাম স্নায়ু-শূল। **বক্ষঃস্থল**।—বক্ষঃস্থলে সঞ্চরমান বেদনা সহবর্ত্তী শুষ্ককাস।—দক্ষিণ পার্শ্বে, ফুসফুস-বেষ্টে সূচী-বেধ, কাসিলে, বা দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে উহার আধিক্য। পর্শুকা-মধ্য-পেশীতে চাপ দিলে বেদনার উদ্রেক। বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্ব হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত তীব্র বেদনা। শ্বাসরোগের ন্যায় শ্বাস ও উত্তান ভাবে থাকিতে অশক্তি। ০ অশিথিল কাস ও তৎসহযোগে বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে উহার আতিশয্য। **পৃষ্ঠ**।—দক্ষিণ স্কন্ধাদির নিম্নে মৃদুমৃদু অবিরাম বেদনা। বক্ষের সম্মুখভাগ হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত সঞ্চরণশীল সুতীব্র বেদনা। কটিতে টাটানি, ও জ্বালাকর বেদনা। নিতম্বে অতীব্র বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—(ঊর্দ্ধাঙ্গ) উভয় বাহুর পেশীর খঞ্জতা। (নিম্নাঙ্গ) উভয় কুচকিতে আকর্ষণ অনুভব। পেশীর যৎসামান্য শ্রমান্তে জঙ্ঘায় অস্বাভাবিক শ্রান্তি অনুভব। **স্নায়ুমণ্ডল**।—আক্ষেপ। ০ অপস্মার। **নিদ্রা**।—সমস্ত প্রবৃত্তির হৃষ্টতা, তৎপরে নিদ্রার প্রবল ইচ্ছা। নিদ্রাকালে আক্ষেপিক স্পন্দন। **জ্বর**।—জ্বর লক্ষণ, তৎসহকারে বক্ষঃস্থলে তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা, শিরোবেদনা, পিপাসা, ও মুখ-শোষ সহ জ্বর। একবার শীত একবার উত্তাপ এবং তৎসহকারে দুর্ব্বলতা বিবমিষা, ও দক্ষিণ শঙ্খস্থানে বেদনা। অক্ষিগোলকের আরক্ততা, জিহ্বার শুষ্কতা ও আরক্ততা, এবং শীতল জলের পিপাসা। মুখমণ্ডলে ও মস্তকে ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ, এবং তৎপরে ঘর্ম্ম। মুখমণ্ডল ও ঊর্দ্ধাঙ্গের আক্ষেপিক স্পন্দন সহ শীত, তৎপরে উত্তাপ। গণ্ডদ্বয়ের আরক্ততা, মস্তকের উত্তাপ এবং গ্রীবার ও শঙ্খস্থলের ধমনীর

দৃশ্যমান স্পন্দন। ত্বক।—কপালে, মণিবন্ধে ও জঙ্ঘায় কণ্ডুয়নশীল অপচামান পীড়কা। এক গালের আরক্ততা ও অপর গালের পাণ্ডুরতা। সমগ্র শরীরের শ্বেতবর্ণ ও স্ফীত আকৃতি।

সমগুণ।—এগেরিকস, ইথুসা, বেলেডোনা, সিকিউটা, ইনাস্থি, ষ্ট্রামোনিয়ম, সোলেনম।

# জিঞ্জিবার—জিঞ্জার।

জিঞ্জিবারেসী জাতীয় জিঞ্জিবার নামক উদ্ভিদ এসিয়া খণ্ডে জন্মে। ইহার শুষ্কমূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরদিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ পরিপাক-যন্ত্র ও শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে জিঞ্জিবারের প্রধান ক্রিয়া দর্শে ও উহাদের উপদাহ এবং প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে। পরিপাক-যন্ত্রে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলার লক্ষণ ও শ্বাস-যন্ত্রে স্বর-যন্ত্রের উপদাহ, স্বরভঙ্গ, এবং কাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকের প্রতিশ্যায়; নাসিকার প্রতিশ্যায়; চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের প্রদাহ; পূতিনস্য; শ্বাস-কাস; অগ্নিমান্দ্য; মদ্যপায়ীদিগের বমন; অতিসার; অন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায়, প্রভৃতি রোগে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে জিঞ্জিবার ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তক অতিরিক্ত বৃহত্তর অনুভূত হয় ( আর্জ্জ-নাই, সিমি, গ্নন )। মস্তকের সম্মুখভাগে চক্ষুর উপরে ও নাসা-মূলে শিরঃপীড়া ( হাইড্রাস, কালীবাই ); পরিশ্রম করিলে ও ঈদৃশ শিরঃপীড়া। বাম চক্ষুর উপরে শিরঃপীড়ার আধিক্য; ভ্রূদ্বয়ের উপর অবিরাম বেদনা, তৎপরে বিবমিষা; শেষে দক্ষিণ চক্ষুর উপরে বেদনা ও মস্তক-পশ্চাতের বাম ভাগে প্রচাপন; উষ্ণ গৃহে আধিক্য, কিন্তু শীতল, আর্দ্র বায়ুতে, এবং নড়িলে চড়িলে অথবা বসিয়া থাকিলেও অবিরতি। শীতল আর্দ্র বায়ুতে বিচরণকালে, বাহির হইতে ভিতরের দিকে, মস্তকে গুরু চাপ। চক্ষু।—চক্ষে জ্বালা ও যন্ত্রণা; আলোকে অনুভবাধিক্য; চক্ষে বালুকা থাকার ন্যায় অনুভব ( * আর্স, * কষ্ট, * সল )। নাসিকা।—নাসিকার প্রতিশ্যায়, জলবৎ স্রাব, হাঁচি, অনাবৃত বায়ুতে উহার আধিক্য। পশ্চাতের রন্ধ্রে শুষ্কতা ও প্রতিবন্ধকতা, তৎসহ গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসরণ। মুখমণ্ডল।—বাম নিম্ন হনুতে ও দন্তে আকর্ষণের ন্যায় বেদনা। ঋতুর পূর্ব্বে অবসন্ন মুখাকৃতি ও চক্ষুর নীচে নীলবর্ণ। মুখমধ্য।—প্রাতে মুখে আঠা আঠা বিরস আস্বাদ। আমাশয়ের বিশৃঙ্খলার ন্যায় রোগীণীর নিকট

তাঁহার মুখের দুর্গন্ধ। **গল-মধ্য**।—বিবর্দ্ধিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ; জ্বরের অবিদ্যমানতা। **আমাশয়**।—অতিশয় পিপাসা; মুখের শুষ্কতা। ০ রুটি আহারের পর শিরঃপীড়া ও আমাশয়ে চাপ। উদ্গার ও অতিসার। বিবমিষা। পুরাতন মদ্যপায়ীদিগের শেউলির ন্যায় পদার্থ বমন। ক্ষীণ পরিপাক-ক্রিয়া, আমাশয় প্রস্তরের ন্যায় ভারী। **উদর**।—দণ্ডায়মান কালে উদরের অভ্যন্তর দিয়া আকুঞ্চক উদর-বেদনার সঞ্চরণ; অল্পক্ষণ পরেই মল-প্রবৃত্তি। অতিশয় আধ্মান; কোষ্ঠবদ্ধ। বাম শ্রোণীদেশে তীব্র বেদনা। **মল**।—০ মলিন জলপান বশতঃ অতিসার; কপিশ আমস্রাব; প্রাতঃকালে আধিক্য; আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা হইতে; ও ০ আর্দ্র শীতল বায়ু হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্তি। মলদ্বার ও উর্দ্ধাংশে পৃষ্ঠে জ্বালা, আরক্ততা, ও কণ্ডূয়ন। **মূত্র-যন্ত্র**।—গাঢ়, ঘোলা; মলিন-কপিশ, উগ্র-গন্ধ; মূত্র। মূত্রত্যাগকালে মূত্র-মার্গের মুখে বেদনা। **জননেন্দ্রিয়**।—(পুং)। বিবর্দ্ধিত সম্ভোগ-লিপ্সা; রাত্রিতে স্বপ্ন দোষ। (স্ত্রী)।—নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজ-স্রাব; মলিন, সংযত, উপদাহকর রক্ত। **শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের নিম্নে যাতনা অনুভব. তৎপর কাস, ও শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। যাতনা সংযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়; প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত আধিক্য; ০ শ্বাস-কাস। গলার বামভাগে স্বরযন্ত্র কণ্ডুয়িত হইয়া ফুসফুসে বেদনা সহকারে; ও শ্বাস কষ্ট সহকারে; শুষ্ক কাসের উদ্রেক; প্রাতে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ; ফুসফুস-বেষ্টে বেদনা (ব্রাই, কালী-কা, স্কুইল)। **হৃৎপিণ্ড**।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে হুল-বেধন ও প্রচাপনবৎ বেদনা। **পৃষ্ঠ**।—দুর্ব্বলতার ন্যায় পৃষ্ঠ-বেদনা, বসিয়া থাকিলে ও কিছুতে ঠেস দিলে উহার আধিক্য; পৃষ্ঠের নিম্নাংশের পঙ্গুতা, বোধ হয় যেন আঘাতিত হইয়াছে, অথবা বিচরণ বা দণ্ডায়মান বশতঃ উহা জন্মিয়াছে; স্তব্ধতা অনুভূত হয়। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—জড়তা, গুরুতা, ও খঞ্জতা অনুভব; অবশতা। আমবাতিক আকর্ষণী বেদনা। সন্ধিগুলি দুর্ব্বল, আড়ষ্ট, ও খঞ্জ অনুভূত হয়। পায়ের বেদনা সংযুক্ত স্ফীততা। **দেহ**।—০ মুখে ফেণোদ্গম; বিমুক্ত মূত্রস্রাব; আক্ষেপ। শ্রান্তি, দুর্ব্বলতা, শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা। স্নায়বীয়তা, রাত্রিতে চাঞ্চল্য অনুভব। **নিদ্রা**।—নিদ্রালুতা ও অবসন্নতা। নিদ্রাশূন্যতা, রাত্রি তিনটার সময় জাগরণ পরে পুনরায় প্রাতে নিদ্রার আক্রমণ (* নক্স)। **জ্বর**।—সন্ধ্যাকালে শীত; বিমুক্ত বায়ুতে শীত। একই সময়ে শীতোত্তাপ।

**বিঘ্নগুণ**।—নক্সভমিকা।

# জিম্নোক্লেডস ক্যানেডেন্সিস।

কফির সহিত এই বৃক্ষের ফলের সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমেরিকায় ইহাকে কফি-বৃক্ষ বলে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার বীজের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। জিম্নোক্লেডসের বিষ-ক্রিয়ায় গলা বেদনা জন্মে। এজন্য গলার ঈষৎ নীলবর্ণ বিশিষ্ট গলা-বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। ডাঃ হেরিং তালু-মূল-প্রদাহের আনুষঙ্গিক বা অনুবর্ত্তী কাসে; মুখমণ্ডলের বিসর্পে (অন্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে); আরক্ত জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, সন্নিপাত-লক্ষণাপন্ন বা বিসর্প-প্রকৃতির সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরের ব্যাপক আক্রমণে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলেন।

---

# জিরেনিয়ম ম্যাকুলেটম।

জিরেনিয়ম এক প্রকার ক্ষুপ। ইহা আমেরিকায় জন্মে। জিরেনিয়মের মূলে ১০০০ গ্রেণে ১৩৬ গ্রেণ ট্যানিক এসিড, ও ১২০ গ্রেণ গ্যালিক,এসিড আছে। এলোপ্যাথেরা ইহা সঙ্কোচক স্বরূপ ব্যবহার করেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার মূলের অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে (ক) সকল সঙ্কোচক ঔষধেই মুখ্যতঃ শরীরের কোন স্থলের পেশী-তন্তুর আকুঞ্চন জন্মায় এবং গ্রন্থিল ও শ্লৈষ্মিক বিধান-তন্তুর স্রাব হ্রাস করে। এজন্য রোগের ফল স্বরূপ ঈদৃশ অবস্থা জন্মিলে মুখ্য সাদৃশ্যে সম-মতে সঙ্কোচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (খ) সকল সঙ্কোচক ঔষধই গৌণতঃ পেশী-তন্তুর দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা জন্মায়, এবং গ্রন্থিল ও শ্লৈষ্মিক বিধান-তন্তুরও তদ্রূপ অবস্থা উৎপন্ন করে, সুতরাং উহাদের স্রাব নিঃসরণ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। এজন্য, পূর্ব্বোক্ত মুখ্যক্রিয়া হইতে উৎপন্ন শরীরের ঈদৃশ অবস্থায় গৌণ সাদৃশ্যে সম-মতে সঙ্কোচক ঔষধ ব্যবহার করা যায়। ডাঃ হেলের মাত্রাবিষয়ক মত অনুসারে মুখ্য লক্ষণে উচ্চক্রম ও গৌণ লক্ষণে নিম্ন ক্রম বা মূল ঔষধই তিনি ব্যবহার করিতে বলেন।

প্রদাহ প্রশান্ত হইবার পর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হইতে অস্বাভাবিক স্রাব নিঃসরণ; প্রতিশ্যায় জনিত ওজিনা (বাহ্যপ্রয়োগ); অন্ত্রের প্রাচীন প্রতিশ্যায় (আভ্যন্তরিক প্রয়োগ; যোনির শ্বেত-প্রদর (বাহ্যপ্রয়োগ); ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব; প্রমেহ ও লালামেহ (পিচকারী); বহুমূত্র ও ব্রাইটস ডিজিজ, মুখের উপক্ষত ও পারদজনিত লালা স্রাব; শিথিলতা ও দুর্ব্বলতা সংসৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার অস্বাভাবিক স্রাব; বৃক্ক হইতে রক্তস্রাব; গল-গহ্বর ও নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে প্রতিশ্যায় জনিত প্রভূত স্রাব নিঃসরণ; পুবাভন অতিসার ও রক্তাতিসার; এই সকল রোগ ও উপসর্গ এই ঔষধে আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লেখিত আছে। ডাঃ হেলের মতে পূর্ব্বোক্ত রোগে "জিরেনিয়ম স্থূলমাত্রায়, সাধারণতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক, কারণ এই

ঔষধের গৌণক্রিয়ায় ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে বালকদিগের উদরাময়ে জিরেনিয়ম একটী সফল ঔষধ। অবিরত মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু কিয়ৎকাল মল নিঃসরণে অশক্তি, তৎপরে বেদনা বা চেষ্টা ব্যতীত মল-ত্যাগ; মুখের শুষ্কতা, ও জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, ও ফুসফুসাদি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রভূত রক্তপাতেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

# জেবোরাণ্ডী।

পাইলোকার্পাস পিনেটস রুটেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই গুল্ম ব্রেজিল দেশে জন্মে। দক্ষিণ আমেরিকায় কতকগুলি ঘর্ম্ম-নিঃসারক উদ্ভিদের সাধারণ নাম জেবোরাণ্ডী। পাইলোকার্পাস অতিশয় ঘর্ম্ম জন্মায় বলিয়া ইহাকেও সচরাচর জেবোরাণ্ডী বলে। পাইলোকার্পাসের বীর্য্য পাইলোকার্পিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জেবোরাণ্ডীর সরস পত্র ও মূল হইতে অরিষ্ট; এবং পাইলোকার্পিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—লালাস্রাবী ও স্বেদস্রাবী গ্রন্থিতে জেবোরাণ্ডীর প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং ঐ সকল গ্রন্থির উপদাহ ও অত্যন্ত স্রাব নিঃসরণ উৎপন্ন হয়। স্নায়ু-মণ্ডল, রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র, এবং ত্বকেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা চক্ষু বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়।

জেবোরাণ্ডীর বিষ-ক্রিয়ায় সত্বর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়; শঙ্খস্থলের ধমনী অধিকতর বেগেস্পন্দিত হইতে থাকে; অনন্তর মুখে ও বদনে একপ্রকার উত্তাপ অনুভূত হইয়া লালা নিঃসরণ আরব্ধ হয়। কিয়ৎকালের মধ্যেই কপাল আর্দ্র, ও বদন অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠে; তৎপরে কপোলে, কপালে, ও শঙ্খ-স্থলে মালার ন্যায় ঘর্ম্ম বিন্দু সকল প্রকাশ পায়। লালা-স্রাব বিবর্দ্ধিত হয়, অধিক পরিমাণ লালায় মুখ পূর্ণ হইতে থাকে ও অবিরত থুথু ফেলিতে হয়; এই সময় বদনে ও গ্রীবায় ঘর্ম্ম জন্মে; অনন্তর সর্ব্বশরীর আরক্ত ও আর্দ্র হয় এবং গাত্রে সুখপ্রদ একপ্রকার উষ্ণতা অনুভূত হইতে থাকে; কয়েক মিনিটের মধ্যে সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হয়। ইতিমধ্যে অন্যান্য লক্ষণও উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ অক্ষিপুটের আর্দ্রতা, তৎপরে ক্রমে ক্রমে অশ্রুস্রাবের আধিক্য জন্মে এবং উহা অপাঙ্গে সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে গণ্ডস্থল বাহিয়া পতিত হয়; তখন নাসিকা হইতেও অধিক স্রাব নির্গত হইতে থাকে ও নাসাপথে অশ্রুজলের সমাগমে উহা বিবর্দ্ধিত হয়; অধিকন্তু গল-কোষ, কণ্ঠনালী ও শ্বাস-নলীর গ্রন্থিগুলিরও ক্রিয়াতিশয্য জন্মে। ঔষধ সেবনের প্রায় তিন পোওয়া ঘণ্টার মধ্যে এই সকল লক্ষণ তীব্রতার চরম সীমায় উপস্থিত হয় এবং ত্রিশ চল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ থাকে। লালা বিমুক্তভাবে প্রবাহিত হইবে বলিয়া একপার্শ্বে শয়ন করিয়া রোগী এক এক মিনিটে দশপনর বার থুথু ফেলে; লালা এত দ্রুতবেগে নিঃসৃত হইতে থাকে যে সে প্রায় কথা বলিতে পারে না;

লালা-স্রাবী গ্রন্থি গুলি বৃহত্তর ও মুখ উষ্ণতর হইয়া উঠে। শরীর ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হয়; কয়েক মিনিটের মধ্যে এক একবার গাত্র-বস্ত্র ভিজিয়া যায়, এবং রোগীর এক প্রকার স্বচ্ছন্দতা, বা দুর্ব্বলতা অনুভূত হইতে থাকে। অতিশয় পিপাসা জন্মে। কনীনিকা অল্প অল্প আকুঞ্চিত হয়। ক্রমে ক্রমে নিঃস্রবণ-প্রক্রিয়ার আতিশয্যের হ্রাস পড়ে; এবং সোওয়া ঘণ্টা বা তিনপোওয়া ঘণ্টার মধ্যে রোগীর অশ্রুস্রাব, নাসাস্রাব ও শ্বাস-নলীর নিষ্ঠীবন কমিয়া যায়, পরিশেষে লালা-স্রাব ও ঘর্ম্ম-স্রাবেরও লাঘব জন্মে, এবং আক্রান্ত শরীরাংশগুলি ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঘর্ম্ম ও লালা-নিঃসরণ রহিত হইলে রোগী অবসন্ন ও তন্দ্রালু হইয়া পড়ে। এক্ষণ, যে সকল স্থান হইতে এত প্রভূত পরিমাণ স্রাব নিঃসৃত হইল তাহার, বিশেষতঃ মুখ-মধ্য ও গল-কোষের অতিশয় পরিশুষ্কতা জন্মে অপিচ, রোগীর সমধিক পিপাসা হয়। অনেক সময় ইহার ক্রিয়ায় অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া এক প্রকার উৎকট অতিসার উৎপন্ন হয়, মূত্র অতিশয় বৃদ্ধি পায়, এবং জরায়ুর ও যোনির শ্লেষ্মাস্রাব বর্দ্ধিত হয়।

জেবোরাণ্ডীর ক্রিয়ায় রক্ত-সঞ্চলনের দ্রুততা বিবর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু ধমনীর দৃঢ়তা ও গাত্রের উষ্ণতার লাঘব জন্মে।

**অধিকার।**—তরুণ রোগের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় অথবা যক্ষ্মাদি রোগের প্রাচীন অবস্থায় অতি ঘর্ম্মে; লালাস্রাব, ও নিকট দৃষ্টি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। এট্রোপিয়া, ফাইসষ্টিগমিয়া, এমিল নাইট্রাইটের সহিত জেবোরাণ্ডীর তুলনা হইতে পারে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**প্রতিশ্যায়**—ঈষৎ জ্বর; বিমুক্ত লালাস্রাব; নাসিকা হইতে স্রাবনিঃসরণ; অশ্রুক্ষরণ; শিরঃপীড়া; নাসা-রন্ধ্রে ও অস্থিতে স্পর্শ-দ্বেষ; প্রচুর ঘর্ম্ম; অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি; অকারণে একবার বিমর্ষতা, একবার প্রফুল্লতা; অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধ; জেবোরাণ্ডীরলক্ষণ। **অতিসার।**—পীতবর্ণ, জলবৎ, বেদনাশূন্য, সবেগে নিঃসৃত অতিসার; অতিসার জন্য এক প্রকার শূন্যোদরতা অনুভব, কিন্তু বেদনার অভাব; উদ্গার ও হিক্কা; বিবমিষা, ও আকস্মিক বমন; এই ঔষধের লক্ষণ। **ঘর্ম্ম।**—প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব ও লালা-স্রাব; শরীরের অধিকাংশ গ্রন্থিল বিধান হইতে প্রচুর নিঃস্রব নিঃসরণ; কপালে ও বদনে ঘর্ম্মের আরম্ভ, অনন্তর সর্ব্বশরীরে উহার বিস্তৃতি, ও দেহ-কাণ্ডে অত্যন্ত আধিক্য; ঘর্ম্মান্তে গভীর অবসাদ; কেবল বামভাগে ঘর্ম্ম; এই সকল লক্ষণে বিকৃত ঘর্ম্মে জেবোরাণ্ডী ব্যবস্থেয়। তরুণ রোগের পরবর্ত্তী আরোগ্যোন্মুখ অবস্থার ঘর্ম্ম এতদ্দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত ও যক্ষ্মার নৈশঘর্ম্ম উপশমিত হয়। ডাঃ মরেল ইহার মূল অরিষ্ট পনর বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া যক্ষ্মার ঘর্ম্মস্রাবের কতকগুলি রোগীর বিলক্ষণ উপকার করিয়াছিলেন। এই ঔষধের ক্রিয়া ধীরে ধীরে দর্শে। একবার এতদ্দ্বারা ঘর্ম্মস্রাব রুদ্ধ হইলে বহুসপ্তাহ পর্য্যন্ত আর ঘর্ম্মস্রাব

হয় না। **স্তন-দুগ্ধ।**—ডাঃ রিংগার স্তন্যস্রাব বর্দ্ধনার্থে জেবোরাণ্ডী ব্যবহার করেন। **জরায়ু-রোগ।**—ডাঃ হেল বলেন যে যে সকল স্ত্রীলোকের গাত্র-ত্বক্ রুক্ষ, ও ঘর্ম্মস্রাব শূন্য, মুখ পরিশুষ্ক, এবং সাধারণতঃ গ্রন্থিগুলি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়; যাহাদের সচরাচর অতি অল্প পরিমাণ রজস্রাব হয়, ও রজের পরিমাণের স্বল্পতানুসারে ধামনিক রক্তপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ পায়; তাহাদিগকে ঋতু প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে জেবোরাণ্ডীর কয়েকবিন্দু অরিষ্ট প্রতিদিন চারিবার সেবন করিতে দিলে যথাপরিমাণ রজঃ নিঃসৃত ও স্বেদ নির্গত হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক আস্রাবের স্বল্পতা বা সংরুদ্ধতা বশতঃ স্তন্য নিঃসরণ রহিত হইলে জেবোরাণ্ডী প্রয়োগে জরায়ুর আস্রাব পুনরায় বিনির্গত ও প্রচুর পরিমাণে স্তন্য ক্ষরিত হয়। কোন কোন জর্ম্মণ চিকিৎসক অনিয়মিত প্রসব বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহার করেন। প্রসব-কার্য্যে কলোফাইলমের ন্যায় ইহার ক্রিয়া দর্শে। জর্ম্মণদেশে বিচর্চ্চিকা, উপদংশাদি চর্ম্ম-রোগ চিকিৎসায় চর্ম্মের নীচে পিচকারী দিয়া পাইলোকার্পিন প্রয়োগ করাতে চারিজন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইয়াছিল। এজন্য অকাল প্রসব নিবারণ, এবং প্রকৃত প্রসবকালে জরায়ুর ক্রিয়া নিয়মিত ও উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত জেবোরাণ্ডী ব্যবহারের উল্লেখ আছে। **বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ।**—জেবোরাণ্ডীর বিষক্রিয়ায় বায়ুনলী-ভুজের স্রাব-নিঃসরণ বর্দ্ধিত হয়, শ্বাসের দ্রুততা, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও গৌরবাদি জন্মে। এজন্য ব্রঙ্কাইটিস রোগে ডাঃ ক্যারিংটন ইহা ব্যবস্থেয় বলেন। ডাঃ হেল বলেন যে মনে করুন কোন এক ব্যক্তির প্রবল পরিশ্রমের পর বিমুক্তভাবে ঘর্ম্মস্রাব হইতে লাগিল; তাহার মুখমণ্ডল ও সমস্ত শরীর আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইল; চক্ষু লোহিত ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং অধিক পরিমাণে লালা নির্গত হইতে লাগিল। সে কোন শীতল স্থানে যাইয়া বসিল; সত্বর তাহার শীত বোধ হইল। অল্পক্ষণ পরেই তাহার গাত্র-ত্বক উত্তপ্ত ও রুক্ষ, মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য পরিশুষ্ক হইয়া আসিল এবং শ্বাস-কষ্ট সংযুক্ত অল্প অল্প শুষ্ককাস প্রকাশ পাইল। এই দৃষ্টান্তে আভ্যন্তরিক তরুণ রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয় এরূপ স্থলে সাধারণতঃ একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ডাঃ হেল প্রথম দশমিক শক্তির জেবোরাণ্ডীই অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করেন। জেবোরাণ্ডীর সদৃশ মুখ্য ও গৌণ লক্ষণাপন্ন রোগীদিগের পক্ষেই তিনি এই ঔষধ সম্পূর্ণ ব্যবস্থেয় বলিয়া উল্লেখ করেন।

**বৃক্ক-রোগ।**—তরুণ ও পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহে এবং তজ্জনিত শোথে মূত্রবৃদ্ধি করিয়া জেবোরাণ্ডী উপকার করে বলিয়া কোন কোন জর্ম্মণ চিকিৎসক উল্লেখ করেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন, মস্তিষ্কাদি।**—মনের বিশৃঙ্খলা; কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি। অত্যন্ত শিরোঘূর্ণন। অতিশয় নিদ্রালুতা, গাঢ় নিদ্রা; অস্থির, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা; যন্ত্রণাপ্রদ স্বপ্ন। **চক্ষু।**—

প্রভৃত ঘর্ম। **মস্তকাদি**।—মস্তক।—শূন্যতানুভব। শিরঃপীড়া; সম্মুখকপালে ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে মূহুর্মুহু দপদপকর বেদনা। **চক্ষু**।—দৃষ্টির অস্পষ্টতা; দুর্ব্বলতা; কনীনিকার অতিশয় আকুঞ্চিততা। **মুখমণ্ডল**।—মুখের প্রদীপ্ততা; পাণ্ডুরতা। **স্নায়ুমণ্ডল**।—স্নায়ুর ও রক্তবহানাড়ীর শিথিলতা। **রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র**।—নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার প্রথম বৃদ্ধি, তৎপরে ধীরতা। গাত্র-তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি; শীত; কম্প; উত্তাপ; প্রভূত ঘর্ম্ম। **শ্বাস-যন্ত্র**।—বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধন প্রকৃতির বেদনা। **পরিপাক-যন্ত্র**।—মুখ-মধ্য।— পরিশুষ্কতা; উত্তাপ; প্রভূত লালা-নিঃসরণ; গল-মধ্যের শুষ্কতা, ঈষৎ স্ফীততা। ক্ষুধার বিলুপ্তি, অতিশয় পিপাসা; তিক্ত স্বাদ। আমাশয়।—উদ্গার; বিবমিষা, বমন; মন্দ মন্দ ভারবৎ যাতনা। **উদর**।—শূন্যতা, অন্ত্রে যেন কিছু নাই এরূপ অনুভব। **মল**।—তরল, পাতলা, প্রবলবেগে নিঃসৃত; পীতবর্ণ, লেইয়ের মত; মল। কোষ্ঠাবরোধ। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্র-মার্গে জ্বালা; পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ। মূত্র বিবর্দ্ধিত; হ্রাসপ্রাপ্ত। **উপচয়**।—প্রায় প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

**সমগুণ**।—ইপি, এণ্ট-টার্ট, মার্ক, বেল, এট্রোপ।

# জ্যাট্রোফা।

জ্যাট্রোফা কারকাস ইউফরবিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ এবং রিসিনস ও ইউফবিয়ার সমগুণ। জ্যাট্রোফার বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। জ্যাট্রোফার বিষ-ক্রিয়ায় প্রথমে বিবমিষা ও বমন জন্মে। সহজে অধিক পরিমাণে অম্লাম্বু বা জলবৎ অণ্ডলালময় পদার্থ বমন হয়। বমনের সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপরে বিরেচনা হয়। অনুপ্রস্থ-স্থূলান্ত্রে বেদনা, উদরে আটোপ, ও আধ্মান জন্মে। জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে খল্লী উপস্থিত হয়। হৃৎকম্প প্রকাশ পায়। জ্যাট্রোফার জলবৎ বিরেচন স্রোতের ন্যায় সবলে নির্গত হয়। বমন-বিরেচনের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও রোগীর কোন প্রকার উৎকট রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তাহার ত্বক শীতল বা নীলবর্ণ, কুঞ্চিত বা শীতল ঘর্ম্ম-সিক্ত; নয়ন নিমগ্ন; নাসিকা শীতল বা সূক্ষ্ম, বদন বিকৃত বা পাণ্ডুর; এবং স্বর ক্ষীণ বা ভগ্ন হয় না। কোন প্রকার উৎকণ্ঠাও অনুভূত হয় না। বরং রোগী এই অতিসারে শরীরের সুখপ্রদ উষ্ণতা ও লঘুতাই অনুভব করে। এজন্য আতিসারিক ওলাউঠার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিসারে ক্রমশঃ বিবমিষা পরিবর্দ্ধিত হইয়া বমনে পরিণত হইলে জ্যাট্রোফা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু আকস্মিক বমন লক্ষণে ইউফরবিয়া উপযোগী। পূর্ব্ব-লক্ষণ ব্যতীত সহসা বমন; যুগপৎ বমন-বিরেচন; বেদনা, অন্ত্র-কূজন, ও আধ্মানের সম্পূর্ণ অবিদ্যমানতা; খল্লী, ও হৃৎকম্পের অভাব;—এই কয়েকটী ইউফরবিয়ার প্রভেদক লক্ষণ। জ্যাট্রোফা ও ইউফরবিয়া ওলাউঠার পূর্ব্বরূপ অবস্থায়ই

সুব্যবস্থেয়। রোগ বিকসিত হইয়া পড়িলে এই দুই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, তখন রিসিনসই উপযোগী। সময়ে সময়ে অতিসারেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মল-স্রাবের পূর্ব্বে ও পরে পেটডাকা, মধ্যে মধ্যে বোতল হইতে জল ঢালিবার ন্যায় শব্দ, মলস্রাবান্তেও উহার অনিবৃত্তি; বহুবার মলস্রাবের পরেও চেপ্টা উদর; এবং শীতল জলে হাত রাখিলে রোগ-লক্ষণের উপশম অতিসারে জ্যাট্রোফার প্রয়োগ-লক্ষণ। অতিসারে সাধারণতঃ ইহার ষষ্ঠক্রম প্রযুজ্য। বিবমিষা ও বমন সংযুক্ত; প্রাতঃকালে আরব্ধ; অনাবৃত বায়ুতে নিবৃত্ত ও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশে প্রত্যাবৃত্ত শিরোবেদনায়; এবং সমগ্র মূত্র-মার্গের প্রদাহসংযুক্ত, প্রবল মূত্র বেগ বিশিষ্ট, মূত্রাশয়ের উপদাহেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

## জ্যান্থোকজাইলম ফ্রেক্সিনিয়ম—প্রিক্‌লিএশ্‌।

রুটেসী জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে। আদিম আমেরিকেরা ইহাকে হাণ্টোলা বলে। তাহারা ইহার মূলের ছালের কাথ উদর-বেদনা, প্রমেহ, উপদংশ, বাত, আভ্যন্তরিক বেদনা, দন্ত-বেদনা ও ক্ষতাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও কেহ কেহ কোন কোন রোগে জ্যান্থোকজাইলমের বীর্য্য জ্যান্থোকজাইলিন প্রয়োগ করেন। ডাঃ রিফাইনেক্স বলেন যে জ্যান্থোকজাইলিন গুণে মেজেরিয়ম ও গোয়াই-একমের সমতুল্য এবং পুরাতন বাতে অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ কিং বলেন যে ইহার বল্কল "উত্তেজক, বলকর, পরিবর্ত্তক, ও লালা-নিঃসারক" এবং ফল উত্তেজক, আগ্নেয় ও আক্ষেপ-নিবারক। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে সিনসিনেটি প্রদেশে জ্যান্থোকজাইলমের ফলের অরিষ্ট ব্যবহারে অনেকগুলি উৎকট ওলাউঠার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ডাঃ পেইন বলেন যে এক হইতে দুইগ্রেণ মাত্রায় জ্যান্থোকজাইলিন বিকীরণশীল উত্তেজক ঔষধগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি এতদ্দ্বারা বিস্তর পক্ষাঘাতের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরেও তৎকর্ত্তৃক এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে জ্যান্থোকজাইলমের সরস বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোষ্টন নগরের ডাঃ কলিস হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছেন।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলে জ্যান্থোকজাইলমের ক্রিয়া দর্শিয়া অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাধিনী স্নায়ুর ও অল্পপরিমাণে গতি-শক্তি-সাধিনী স্নায়ুর উপদাহ ও উত্তেজনা জন্মে। গৌণতঃ উভয় শ্রেণীর স্নায়ুরই পক্ষাঘাত বা স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়, এবং উহার ফল স্বরূপ জীবনীশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ জন্মিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞান গ্রহণ-যন্ত্রের ক্রিয়া ও শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার ঔপদাহিক ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং পেশী ও গ্রন্থির

বিধান-তন্ত্র বিশিষ্টরূপে প্রভাবিত হয়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে জ্যাস্থোকজাইলমের ক্রিয়ায় শীঘ্র শীঘ্র অধিক রজঃনিস্থত হয়, এবং তৎসহকারে দারুণ স্নায়বিক বেদনা থাকে, অর্থাৎ স্নায়বিক রজঃকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিকার।—স্নায়বিক রজঃকৃচ্ছ্রে ( নিউরালজিক ডিসমেনোরিয়া ), বিশেষতঃ ক্ষীণা, স্নায়ু-প্রধানা, নারীদিগের রোগে, প্রচুর আর্ত্তব, ও নিম্নোক্ত লক্ষণের বিদ্যমানতায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। পা ভিজিয়া রজোলোপ; হিষ্টিরিয়া জনিত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা, বিবমিষা ইত্যাদি। প্রসবান্তিক বেদনা। স্নায়ু-শূল, বিশেষতঃ সায়েটিকা; গ্রীষ্মকালে উহার আতিশয্য; সম্মুখভাগের ক্রুরাল স্নায়ুর স্নায়ু-শূল। ওভেরির স্নায়ু-শূল, বামপার্শ্বে আধিক্য, উরুপর্য্যন্ত প্রসারণ। মুখ-মণ্ডলের স্নায়ু-শূল। পক্ষাঘাত। ক্লোরোসিস। —এই সকল রোগে জ্যাস্থোকজাইলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

রজোলোপ ( এমেনরিয়া )।—ডাঃ মার্সী বলেন যে জ্যাস্থোকজাইলমের অরিষ্টে রজোলোপ, ডিম্বাশয়ের স্নায়ু-শূল, ও রজঃশূলের শান্তি জন্মে।

চিকিৎসিত রোগী।—( ১ ) পঁচিশ বৎসর বয়স্কা একজন কুমারীর তিন, চারি, বা পাঁচমাস অন্তর ঋতু হইত। ঋতুস্রাবের সময় তাহার অসহ্য যাতনা জন্মিত। অন্যান্য বিষয়ে তাহার শরীর বিলক্ষণ সুস্থ ছিল। একবার দুইমাস ঋতু বন্ধ থাকাতে সে ডাঃ কলিসের চিকিৎসাধীনে আইসে। তিনি তাহাকে প্রথম দশমিক শক্তির জ্যাস্থোকজাইলম পাঁচ বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেন। তিনদিনে তাহার বেদনাপরিশূন্য ঋতু প্রকাশিত হয়। ( ২ ) আর একটী স্নায়ু-প্রধানা কুমারীর ঋতুকালে পা আর্দ্র হওয়াতে রজঃ রুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় মাসে নির্দ্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ অতীত হইলে ডাঃ কলিসের ব্যবস্থানুসারে সে প্রতিদিন তাহার তিন ঘণ্টা অন্তর পাঁচবিন্দু মাত্রায় প্রথম দশমিক শক্তির জ্যাস্থোকজাইলম সেবন করে, পরদিন তাহার ঋতু প্রকাশ পায়। ( ৩ ) বত্রিশ বৎসর বয়স্কা, দশটি সন্তানবতী একজন স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকের পাঁচ মাস ঋতু হয় নাই। ইহার পূর্ব্বের বারেও তিন চারি মাস তাহার রজঃ রুদ্ধ ছিল, জ্যাস্থোকজাইলম প্রথম ক্রম প্রতিদিন তিনঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করাতে চারিদিনে সে পুনরায় ঋতুমতী হইয়াছিল। ( ৪ ) অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা একজন কুমারীর একবৎসর রজঃ রুদ্ধ ছিল। তাহার বদন, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মুখ-গহ্বর ও চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের পাণ্ডুরতা ( ফেকাসে রং ); মুখমণ্ডলের স্ফীতত‍া ( ফুলফুলভাব ), চক্ষুর চারিদিকে কাল মণ্ডল; ক্ষুধামান্দ্য; উদরের স্ফীতত‍া; মূত্রের অপরিচ্ছন্নতা, স্বল্পতা, ইষ্টক-চূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ ক্ষরণ; হস্ত পদাদির শোথ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শ্বাস-কষ্ট, এবং একপ্রকার নীরক্তাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে পর ডাঃ উইলিয়মস প্রথম ক্রমের জ্যাস্থোকজাইলম ব্যবস্থা

করাতে চারিদিবসে সেই রোগিণীর ঋতু প্রকাশিত হয়; অনন্তর ক্যাল্‌কেরিয়া ও ফিরম্ ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (৫) আর একজন রোগিণীর পাঁচমাস ঋতু রুদ্ধ ছিল। তাহার বদন ও জঙ্ঘার শোথ, স্নায়বীয়তা, শব্দে বিদ্বেষ, গুল্মবায়ুর ভাব; প্রকম্পিত স্বর, মৃত্যু-ভয়, রক্তশূন্য আকৃতি, কোষ্ঠবদ্ধ; ও ঘন ঘন, স্বল্প, মলিন মূত্র-নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণও ছিল। ডাঃ উইলিয়মসের চিকিৎসায় প্রথম ক্রমের জ্যাম্বোক-জাইলম সেবন করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। (৬) অপর এক জনের দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের উপর তীব্র বেদনা; অবিরত শিরোবেদনা, উদরের নিম্নদেশে আবেগ ও অশিথিলতা প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন পাঁচ মাস স্থায়ী রজোলোপ রোগ ছিল। জ্যাম্বোকজাইলম প্রথম ক্রম সেবনে সত্বর তাহার শিরোবেদনা দূরীভূত এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই ঋতু প্রত্যাবৃত্ত হয়। (৭) ঋতুকালে পা ভিজিয়া কোন রমণীর ঋতু রুদ্ধ হয়। ছয় মাস পর্য্যন্ত ঋতু হয় না। অধিকন্তু শীর্ণতা, কাস; মলিন ধূসর নিষ্ঠীবন; পাণ্ডুরবদন, নৈশ ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথম ক্রমের জ্যাম্বোক-জাইলম প্রয়োগে অল্পকালের মধ্যে ইহারও রোগের শান্তি জন্মে। বায়ু-প্রধানা রোগিণীদিগের রজোনাশেই এই ঔষধ অধিক উপযোগী; রক্ত প্রধানাদিগের রোগে কখন কখন এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে না।

শ্বেতপ্রদর।—ডাঃ রডক বলেন যে স্নায়ুপ্রধানা ক্ষীণাঙ্গীদিগের রজোলোপ বা রজ-কৃচ্ছ্র সংসৃষ্ট শ্বেতপ্রদরে এই ঔষধ ফলপ্রদ; এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগে ইহা অতিশয় উপকারী। ডাঃ মার্সী বলেন যে ইহার তৈল দুই হইতে চারি বিন্দু মাত্রায় উত্তেজক স্বরূপ ক্রিয়া করে এবং শ্বেত প্রদর ও প্রবল বেদনাবিশিষ্ট, অতিরজঃ রোগে উপকার দর্শায়। ডাঃ লিলিয়েন্থাল ঋতু প্রকাশিত হইবার সময় শ্বেতপ্রদরের অতিশয় আধিক্যে জ্যাম্বোকজাইলম উপযোগী মনে করেন।

রজ-কৃচ্ছ (ডিসমেনরিয়া)।—ডাঃ কলিস হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষার পদ্ধতি অনুসারে দুই জন স্ত্রীলোককে অধিক মাত্রায় (১০-২০ বিন্দু মাদারটিঞ্চার) জ্যাম্বোকজাইলম সেবন করাইয়া ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একজনের একপ্রকার অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা; জানুতে বেদনা সহকারে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা; আমাশয়ে গৌরব সহকারে অল্প অল্প বিবমিষা; বারংবার শীতানুভব সহকারে বিবমিষা ও অঙ্গ-বেদনার বৃদ্ধি; যথাসময়ের একসপ্তাহ পূর্ব্বে ঋতুর প্রকাশ ও ঋতুনিঃসরণে অতিশয় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অপরের করোটিতে একপ্রকার অশিথিলতা, শঙ্খ-স্থলে বেদনা, বামজানুর স্পন্দন, দক্ষিণ জানুর কম্পন, যথাসময়ের দুই দিবস পূর্ব্বে প্রভূত পরিমাণে ঋতুস্রাব এবং তৎসহকারে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও বেদনাদি লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি রজ-কৃচ্ছ্রে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং এতদ্দ্বারা অনেকগুলি রোগিণীকে রোগ-মুক্ত করেন। ডাঃ উইলিয়মসও রজ-কৃচ্ছ্রে (বাধক

বেদনায় ) ইহার অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে কোন কোন চিকিৎসক জ্যান্থোকজাইলম প্রয়োগ করিয়া একেবারেই কোন ফলপ্রাপ্ত হন নাই। প্রকৃত স্নায়ু-শূল প্রকৃতির রজ-শূলেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; রক্ত-সঞ্চয় জনিত রোগে ইহা ফলপ্রদ নহে। আবার, স্নায়ুশূলে যে ঔষধে এক সময়ে উপকার দর্শে অন্য সময়ে তদ্দ্বারা উপকার দর্শে না। স্নায়ুশূলের মুখ্য কারণের সহিত ঔষধের ঠিক সাদৃশ্য না থাকিলে তদ্দ্বারা স্নায়ুশূল উপশমিত ভিন্ন দূরীকৃত হয় না। বোধ হয় এই কারণেই কোন কোন চিকিৎসক রজ-শূলে এই ঔষধের আশ্চর্য্য উপকারিতা ও কেহ কেহ ইহার সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা দেখিতে পাইয়াছেন। বামচক্ষুর উপরে শিরঃপীড়া, ঋতুর পূর্ব্বদিন শিরঃপীড়া আরম্ভ; মস্তকে পূর্ণতা, ও উহার চারিদিকে দৃঢ়রূপে বন্ধনের ন্যায় অনুভব, চক্ষুর রক্তসঞ্চয় ও অতিশয় আলোকাতঙ্ক, মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উষ্ণতা; উদরে যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ, বোধ হয় যেন উদরস্থ সমস্ত পদার্থ সবলে নিঃসারিত হইবে; পৃষ্ঠে ভগ্নবৎ বেদনা; কট্যাস্থির শিখরে বেদনার আরম্ভ ও জানু পর্য্যন্ত উহার গতি; বেদনাবশতঃ রোগিণীর চিৎকার ও সকল প্রকার অবস্থাতেই অশান্তি; অত্যল্প, গাঢ়, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, রজ্জুবৎ বা খণ্ড খণ্ড একদিন পর একদিন, দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব; কটিতে সুতীব্র বেদনা সহকারে অতি শীঘ্র, অতি প্রভূত রজঃ নিঃসরণ;—এই সকল লক্ষণে * ক্ষীণকায়, স্নায়ু-প্রধানা স্ত্রীলোকের স্নায়ুশূল প্রকৃতির রজ-শূলে ডাঃ লিলিয়েন্থাল জ্যান্থোকজাইলম ব্যবস্থা করেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে উরুর স্নায়ুর মধ্যদিয়া বেদনা প্রসারিত হইলে অর্থাৎ ডিম্বাশয়িক রজ-শূলে এই ঔষধ উপকারী। তিনি "উরুর স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া বেদনার সম্প্রসারণ" ইহার বিশেষ লক্ষণ মনে করেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে অতিরজোরোগের সহিত রজশূল সংসৃষ্ট থাকিলেই তিনি জ্যান্থোকজাইলম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইহার ১দ—৩দ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

**প্রসবান্তিক বেদনা।**—রজ-শূলের অন্যান্য ঔষধের ন্যায় এই ঔষধও প্রসবান্তিক বেদনায় অতিশয় উপকারী। ডাঃ মার্সী বলেন যে হেঁতাল ব্যাথায় জ্যান্থোকজাইলম বিশেষ ফলপ্রদ।

**স্কার্লেটিনা।**—জ্যান্থোকজাইলমের বীর্য্য জ্যান্থোকজাইলিন এমোনিয়ার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন উত্তেজক বলিয়া ডাঃ মার্সী ইহাকে উদ্ভিজ্জ এমোনিয়া বলিয়া থাকেন। ইহার প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ দুই গ্রেণ মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবনে স্কার্লেটিনার বিলুপ্ত উদ্ভেদ পুনরায় প্রকাশিত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—স্নায়বীয়তা, ভীততা অনুভব। মানসিক অবসাদ ও দুর্ব্বলতা। **মস্তক।**—মস্তক পূর্ণ ও ভারী অনুভব। ধাঁধাঁলাগা অনুভব, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা। ঝিমঝিমা সহকারে দক্ষিণ চক্ষুর উপর দপদপকর শিরঃপীড়া। অবিরাম বেদনা ও দপদপবৎ বেদনায়

সহসা আবেগ, বোধ হয়। যেন মস্তকের শিখরদেশ পতিত হইবে। নাসা মূলের উপরে দপদপ সহ চক্ষুর উপরে বেদনা। মস্তকের কেশাবৃত অংশের অশিথিলতা। **নাসিকা**।—দক্ষিণ নাসারন্ধ্র পূর্ণ বোধ হয়। শ্লেষ্মাস্রাব; শুষ্ক ও রক্তাক্ত শল্ক নিঃসরণ। **মুখ-মণ্ডল**।—বাম পার্শ্বের নিম্ন হনুতে বেদনা। **মুখ-মধ্য**।—মুখ-বিবরে, গহ্বরে ও গলার অভ্যন্তরে গোলমরিচের আস্বাদ। **গল-মধ্য**।—গলা-বেদনা, ও দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। গিলিবার সময় গলার বামভাগে থোপার ন্যায় অনুভব, ও দক্ষিণ ভাগে উহার পরিবর্ত্তন। **আমাশয়**।—ক্ষুধাহীনতা; উদ্গার বিবমিষা। বারংবার শীত সহকারে গুরুত্ব অনুভব। পূর্ণত্ব বা প্রচাপন অনুভব; চঞ্চলতা। **মূত্রে**।—০ স্নায়বীয় নারীদিগের প্রচুর, পাতলা রঙ্গের মূত্র। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—ডিম্বাশয়ের বেদন'; জনন-যন্ত্রের ও জঙ্ঘার স্নায়ু পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ। ভয়ঙ্কর যাতনা ও বেদনা; শিরোবেদনা; নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব; উরুর সম্মুখভাগের নিম্ন পর্য্যন্ত বেদনা; অতি-স্নায়বীয়তা, সহজে চমকিত হইয়া উঠা ও হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ করা; স্নায়বীয় রজ-শূল (বাধক বেদনা)। ০ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির প্রসবান্তিক বেদনা, তৎসহ প্রভূত প্রসবান্তিক স্রাব। **শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরভঙ্গ, গলায় কর্কশতা অনুভব। দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহনের ইচ্ছা; বক্ষঃস্থলে অশিথিলতা অনুভব জৃম্ভন প্রবৃত্তি। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—জননেন্দ্রিয় ও জঙ্ঘার স্নায়ুর গতিপথে দারুণ স্নায়ু-শূলের বেদনা। নিম্নাঙ্গের অতিশয় দুর্ব্বলতা। অঙ্গে স্নায়বিক, চিড়িক মারা বেদনা; অবশতা ও দুর্ব্বলতা। **দেহ**।—কণ্টক-বেধনবৎ অনুভব, তড়িত প্রয়োগের ন্যায় মৃদু আঘাত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে গোলমরিচের ন্যায় যাতনা; প্রতিশ্যায়।

**সমগুণ**।—বেলে, সিমি, জেল।

# টার্ণরা এফ্রোডিসিয়েকা

এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলে জন্মে। আদিম আমেরিকেরা ইহাকে ডেমিয়ানা বলে। এই ডেমিয়ানা নামেই ইহা সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক রীতি অনুসারে ডেমিয়ানা পরীক্ষিত হয় নাই। তথাপি ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ডেমিয়ানা হেলোনিয়াস, এগ্নিষ্টাস, ষ্ট্রীকনিয়া, ফসফরিক এসিড, ও হাইপো-ফসফাইটসের সমগুণ বলিয়া বোধ হয়। এই বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের স্তব্ধতা, আংশিক ধ্বজভঙ্গ; স্নায়বীয় অবসন্নতা জনিত সঙ্গম শক্তির লাঘব; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দৌর্ব্বল্য; বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্র; দৌর্ব্বল্য জনিত শুক্রমেহ; প্রষ্টেটগ্রন্থির পুরাতন স্রাব নিঃসরণ; এই সকল রোগ এই ঔষধে আরোগ্য হয় বলিয়া

উল্লিখিত আছে। ডাঃ হেরিং বলেন যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার "অধোভাগ অগ্রে বাহির হইয়া ডেমিয়ানার জন্ম হইবে," অর্থাৎ আগে ইহার প্রয়োগ হইয়া পরে পরীক্ষা হইবে। এজন্য ডাঃ হেল এই ঔষধ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত চিকিৎসকদিগের বিশ্বাসযোগ্য উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

ডাঃ ক্যাল্ডওয়েল কয়েক বৎসর এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেকগুলি ধ্বজভঙ্গ রোগের রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি ডেমিয়ানার সার ও অরিষ্ট উভয়ই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে অরিষ্ট অপেক্ষা সারই ভাল প্রয়োগরূপ। ক্যাল্ডওয়েল বলেন যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রে ডেমিয়ানার অত্যন্ত প্রভাব দর্শে। অনতিমাত্রায় এতদ্দ্বারা মূত্র-স্রাব ও কাম-প্রবৃত্তি প্রবর্দ্ধিত হয়; অল্পমাত্রায় বস্তিগহ্বরস্থিত সমস্ত যন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং সেই সকল যন্ত্রের শক্তি ও নিঃস্রবণ-ক্রিয়ার আতিশয্য জন্মে। মেক্সিকোর লোকেরা ডেমিয়ানার এক আউন্স শুষ্ক পাতা এক পাইণ্ট জলে ভিজাইয়া ফাণ্ট প্রস্তুত করে ও উহা একদিনে সেবন করিয়া থাকে। এইরূপে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিলেই সুন্দর ফল দর্শে ইহার কামোত্তেজনী শক্তি সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। প্রচলিত ফসফরাস, আর্গট-অব-রাই, ক্যান্থেরাইডিস, ষ্ট্রিকনিয়া প্রভৃতি ঔষধ অপেক্ষা ডেমিয়ানা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। ফাণ্ট ব্যবহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুবিধাজনক নহে বলিয়া সচরাচর ইহার তরল সার (ফ্লুইড এক্সট্রাক্ট) অর্দ্ধড্রাম বা একড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপযুক্ত মাত্রায় (একড্রাম হইতে চারিড্রাম) কতিপয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিলে এই ঔষধে নিশ্চিতরূপে ফল দর্শে না। যাহাদের যন্ত্র-গত দোষ আছে তাহাদের এতদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না। কোন ঔষধেই হয় না। ডেমিয়ানা তিক্ত ও বিস্বাদু। এজন্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। ডাঃ গ্রোস বলেন যে, যে কারণেই কেন সংসর্গ-শক্তির হ্রাস বা অভাব উৎপন্ন হউক না কেন, প্রজনন-শক্তির লাঘব ও তজ্জন্য নিরপত্যতা সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাপ্রদ রোগ। এবং চিকিসকদিগের ও এই রোগের প্রতি তদ্রূপ প্রগাঢ় মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ডেমিয়ানা স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়ের অতি উৎকৃষ্ট ও অবধারিত উত্তেজক ও বলকর ঔষধ। কিন্তু ইহা যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত না হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে না। যাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই তাঁহাদের ঔষধেরই দোষ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ডাঃ পোল্ক বলেন যে ডেমিয়ানা অন্ন-পথে পরিবর্ত্তক এবং মূত্র যন্ত্র ও জননযন্ত্রে বলকর স্বরূপ ক্রিয়া করে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্নায়বীয় বলকর ঔষধ। ষ্ট্রিকনিয়ার ন্যায় মস্তিষ্কে ও স্নায়ু-কেন্দ্রে ডেমিয়ানার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহা বিষাক্ত নহে। এতদ্দ্বারা স্নায়ু-কোষের পরিপোষণের উত্তেজনা ও রক্ত হইতে উহার উপাদান সমীকরণের সামর্থ্য জন্মে। গ্রীবা-পৃষ্ঠের মজ্জা ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার সহিত ডেমিয়ানার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান-জনন স্নায়ু অপেক্ষা

গতি-জনন-স্নায়ুতেই ইহার অধিকতর ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। এজন্য ধ্বজভঙ্গের ন্যায় পক্ষাঘাতেও এই ঔষধে উপকার জন্মে। তিনি দুইজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী এতদ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। ধ্বজভঙ্গে অর্থাৎ উপস্থের অসম্যক বা সম্যক অনুত্থানে ও তজ্জন্য প্রজনন ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতায়, কোন প্রকার বিধান-বিকার বা নির্ম্মাণ-বিকার না থাকিলে ডেমিয়ানা প্রায় অমোঘ। তবে ঔষধের কৃত্রিমতা বা প্রস্তুত-দোষ থাকিলে এতদ্দ্বারা উপকার না দর্শিতে পারে। ডেমিয়ানা কোষ্ঠশুদ্ধিও রাখে। ডাঃ মেলোরি বলেন যে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের বিধান-বিকার পরিশূন্য অবারিত মূত্রে ডেমিয়ানা প্রায় অব্যর্থ। ডাঃ হানসেন ধ্বজভঙ্গে ডেমিয়ানার প্রথম দশমিক শক্তির ঔষধ দশ হইতে কুড়ি বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিতে বিধি দেন।

চিকিৎসিত-রোগী।—(১) একজন বলিষ্ঠ নববিবাহিত সূত্রধর যুবক ক্রমাগত ছয়মাস অত্যন্ত অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা করাতে ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্ত হয়। দুইমাস ডেমিয়ানা সেবনে তাহার রোগ আরোগ্য হয়। (২) পতিত হইয়া একজন কেরাণীর পৃষ্ঠবংশে আঘাত লাগে তাহা হইতে তাহার ধ্বজভঙ্গ জন্মে। তাহার একেবারেই সংসর্গের প্রবৃত্তি বা শক্তি ছিল না। এক ড্রাম মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার দেড়মাস পর্য্যন্ত ডেমিয়ানার ফ্লুইড এক্সট্রাক্ট (তরল) সেবনে তাহার বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কিন্তু ঘন ঘন স্ত্রীসংসর্গ করাতে আবার তাহার শক্তি লাঘব হয়। পুনরায় কয়েক সপ্তাহ ডেমিয়ানা সেবন করিয়া সে আরোগ্য লাভ করে। (৩) একটী চব্বিশ বৎসর বয়স্কা গুল্মবায়ুগ্রস্তা বিবাহিতা যুবতীর একেবারেই সম্ভোগ-লিপ্সা ছিল না। তাহার জননেন্দ্রিয়গুলি সকলই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। তিন মাস ডেমিয়ানা সেবন করিয়া লুপ্ত প্রবৃত্তি পুনরুদ্রিক্ত হয়। অধিকন্তু শরীরের সবলতা ও সুস্থতা জন্মে। (৪) একজন পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক মৃতদার ব্যক্তির তিন বৎসর পর্য্যন্ত উপস্থের স্তব্ধতা ছিল। ডেমিয়ানা সেবনে তাহার রোগ আরোগ্য হয়। তৎপরে সে পুনরায় বিবাহ করে। (৫) একজন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক বায়ু-প্রধান ধাতুর লোকের কয়েক বৎসর স্থায়ী শুক্রমেহ রোগ (স্পার্ম্মেটোরিয়া) ছিল। চারি বৎসর যাবৎ সে স্ত্রী-সংসর্গেও অসমর্থ ছিল। ডেমিয়ানা সেবনে তাহার শুক্রমেহ আরোগ্য হয় ও সংসর্গে সামর্থ্য জন্মে। (৬) চব্বিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবকের শুক্রমেহ রোগ ছিল। দিবসে ও রাত্রিতে, বিশেষতঃ মল-মূত্র ত্যাগান্তে তাহার শুক্রপাত হইত। তাহার দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় উপদাহিতা; চিত্তের একপ্রকার উদাসীনতা, আধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধ; দৃষ্টি ও শ্রুতি শক্তির ক্ষীণতা; স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, হৃৎকম্পের আবেশ, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণনাদি লক্ষণও ছিল। একবৎসর এই ঔষধ সেবনে তাহার উপকার দর্শে। ডাঃ হেলের গ্রন্থে ডেমিয়ানার ঈদৃশ উপকারিতার আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না।

# টিউবারকিউলাইনম্‌।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের কতকগুলি ঔষধ প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগজ পদার্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা, কচ্ছু-বিষ হইতে সোরিণম, উপদংশ-বিষ হইতে সিফিলাইনম, বসন্ত-বিষ হইতে ভেরিওলাইনম, প্রমেহের বিষ হইতে মেডোরাইনম, রুগ্ন তিমিবসা হইতে এম্ব্রাগ্রিসিয়া, ও আর্গট অব রাই নামক শস্যের ছত্রক হইতে সিকেলি করনিউটম প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল ঔষধকে রোগজ ঔষধ ( Nosodes ) বলে।

যদিও এই সকল ঔষধের ভৈষজ্য-গুণ, পরীক্ষায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে তথাপি কুসংস্কার বশতঃ ইহাদের ব্যবহারে বিলক্ষণ আপত্তি হইয়া থাকে। সোরিণম, সিফিলাইনম প্রভৃতি ঔষধ ঘৃণিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনেকেই উহা ব্যবহার করিতে চান না। এরূপ আপত্তি অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। কেননা, এইসকল ঔষধত আদত অবস্থায় অথবা নিম্নক্রমে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ রোগজ ঔষধগুলি উচ্চক্রমেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিশততম শক্তির সোরিণমের বা সিফিলাইনমের পরমাণুতে ঘৃণা জন্মিবার কি থাকে? এই সকল ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর আপত্তি ও শুনা যায়। কোন কোন প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন যে এই সকল ঔষধে রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। বরং আইসোপ্যাথির সহিত হোমিওপ্যাথি বিজড়িত করিয়া হোমিওপ্যাথির উন্নতির প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। হোমিওপ্যাথি চিন্তা-প্রসূত চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞান,—ভূয়োদর্শনের ফল। হানিমান সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াই এইসকল ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। এক্ষণও অনুমিতি বা উপমিতি দ্বারা নয়, কিন্তু পরীক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারাই হোমিওপ্যাথির সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আইসোপ্যাথির মূল-সূত্র এই যে "যাহাতে রোগ জন্মায় তাহাই উচ্চক্রমে ব্যবহার করিলে সেই রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।" যথা, বসন্তের পূযের উচ্চক্রম সেবনে বসন্ত আরোগ্য হয়। অগ্নি দাহের জ্বালা অগ্নিরতাপে নিবারিত হয়। আইসোপ্যাথিতে ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথির ন্যায় আগে সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইয়া পরে রুগ্ন শরীরে প্রয়োজিত হয় না। নিউইয়র্ক নগরের ডাঃ সোয়ান বলেন যে কাহারও যদি শারীরিক প্রকৃতি এরূপ থাকে যে ষ্ট্রবেরি ফল খাইলেই তাহার অসুখ করে তবে ষ্ট্রবেরির ক্রম প্রস্তুত করিয় সেবন করিলে তাহার সেই প্রকৃতি দূরীকৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই তিনি প্রকৃত আইসোপ্যাথি বলিয়া উল্লেখ করেন। ডাঃ ফ্যারিংটনও উহাই বিশুদ্ধ আইসোপ্যাথি বলিয়া সমর্থন করেন। কিন্তু রোগজ ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঠিক ঐ প্রকারে ব্যবহৃত হয় নাই। এই সকল পদার্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষার রীতি অনুসারে প্রথমে সুস্থশরীরে পরীক্ষিত, অনন্তর পরীক্ষা-লক্ষণানুসারে রুগ্ন শরীরে প্রয়োজিত হইয়াছে। রোগে উহাদের ফলবত্তা ও উপকারিতা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই অন্যান্য

আণুবিক পদার্থের ন্যায় রোগজ পদার্থগুলিও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপে পরিণত ও পরিগণিত হইয়াছে। আইসোপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় বিনা পরীক্ষায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় উহারা পরিগৃহীত হয় নাই।

টিউবারকিউলাইনম এই সকল রোগজ ঔষধের একটী। ব্যাসিলাইনমও উহারই রূপান্তর। ডাঃ ফিঙ্ক ও সোয়ান যক্ষ্মাগ্রস্ত ফুসফুসের পূযময় নিষ্ঠীবন হইতে এবং ডাঃ হিথ্ অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট ব্যাসিলাস টিউবার কিউলোসিস বিশিষ্ট টিউবার কিউলাস ( গুটিকাদুষ্ট ) ফুসফুস হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এজন্য ফিঙ্ক ও সোয়ানের ঔষধ টিউবার কিউলাইনম এবং হিথের ঔষধ ব্যাসিলাইনম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় প্রস্তুতিই নির্ভর যোগ্য ও ফলপ্রদ।

উপযোগিতা।—যে সকল ব্যক্তির মুখাকৃতি পাতলা, নয়ন নীলবর্ণ, শরীরের বর্ণ গৌর; যাহাদের বক্ষঃস্থল দীর্ঘ, ক্ষীণ, চেপ্টা, ও অপ্রসারিত; মানসিক শক্তি অকাল-পক, শরীর দুর্ব্বল; এবং যাহাদের গুটিকা-ধাতু; তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। যখন কোন রোগীর কুল-দোষে গুটিকা রোগের ( টিউবারকিউলার ডিজিজ ) বিবরণ জানা যায়, এবং * অত্যন্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে তখন রোগের নাম যাহাই কেন না হউক, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অধিকার।—টিউবারকিউলার মিনিঞ্জাইটিস, টিউবারকিউলোসিস পলমোনম, টিউবার কিউলোসিস আর্থ্রাইটিস, ব্রাইটস ডিজিজ, প্রভৃতি রোগে সাধারণতঃ এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

বিশেষ লক্ষণ।—* * রোগের লক্ষণের অবিরত পরিবর্ত্তন। ফুসফুস, মস্তিষ্ক, বৃক্কক, যকৃৎ, আমাশয়, স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতি যন্ত্রের একটীর পর আর একটির আক্রান্ততা,—সহসা উহার আরম্ভ ও সহসা উহার বিরতি। * * সহজে শর্দ্দি লাগে. ০ কি প্রকারে কোথায় শর্দ্দি লাগে তাহা ঠিক করিতে পারা যায়না। বিমুক্ত বায়ুর প্রতি-নিঃশ্বাস গ্রহণেই যেন শর্দ্দি লাগে এরূপ বোধ হয় ( হিপ )। * * দ্রুত ও সুস্পষ্ট শীর্ণতা; ভালরূপে আহার করিলেও মাংসের ক্ষয়প্রাপ্তি ( এব্রোট; ক্যাল্ক. কোনা, আইও, ন্যাট )। বিষণ্ণতা, আশাশূন্যতা, বিমর্ষতা, কোপনতা, বিরক্ত-চিত্ততা, ক্ষণরাগিতা, নীরবতা, নিরানন্দতা, স্বভাবতঃ মধুর প্রকৃতি কিন্তু এক্ষণ প্রায় উন্মত্ততা। গৃহের সমস্ত বস্তুই অপরিচিত বোধ হয়, যেন কোন অপরিচিত স্থানে অবস্থিতি করা যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—শিরঃপীড়া।—পুরাতন ও গুটিকা জনিত শিরঃপীড়া, দারুণ, তীব্র, কর্ত্তনবৎ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা বোধ হয় যেন মাথার চারিদিকে একটা লোহার পতর রহিয়াছে ( এনাক, সলফ, ) অতিশয় সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও বেদনা কেবল যাপ্য থাকে মাত্র। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরোবেদনা।—অধ্যয়নে বা সামান্য মানসিক শ্রমে বেদনার আতিশয্য; অদূরে চক্ষু রাখিয়া কার্য্য

করাতে বৃদ্ধি, চসমা চোখে থাকিলেও অনুপশম; গুটিকা-দোষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর বা উহার ভূমিদেশের প্রদাহ,—তৎসহ রস-প্রসেকের আশঙ্কা, রাত্রিতে ভ্রান্ত দৃষ্টি (ধাঁধাঁ-দেখা); নিদ্রা হইতে চিৎকার পূর্ব্বক জাগরণ; যখন এপিস, হেলি বা সলফ সুনির্ব্বাচিত হইলেও ফলপ্রদ হয় না। স্ফোটক।—নাসিকায় ক্রমাগত দারুণ বেদনা বিশিষ্ট স্ফোটক সমূহের উৎপত্তি; * হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধ পূয (সিকেলি)। প্লাইকা পলোনিকা।—এই কেশ-রোগে বোরাক্স ও সোরিণম বিফলান্তে এই ঔষধে কএকজন রোগী চির আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। অতিসার।—আকস্মিক, অনিবার্য্য; প্রত্যুষকালীয় অতিসার (সলফ); ভালরূপে আহার গ্রহণে ও শরীরের শীর্ণতাপ্রাপ্তি (আইও, ন্যাট); ময়লা, কটা, জলবৎ, দুর্গন্ধ মল; অতিবলে উহার নিঃসরণ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম। রজোরোগ।—নির্দ্ধারিত সময়ের অধিক পূর্ব্বে; অতি প্রভূত; অতিরিক্ত দীর্ঘকালস্থায়ী; প্রারম্ভে ধীরগতি; ভয়ঙ্কর রজ-কৃচ্ছ্র সংযুক্ত; ও গুটিকা-দোষের ইতিবৃত্ত বিশিষ্ট; ঋতু। পামা (একজিমা)। সমস্ত শরীরের উপর গুটিকাজনিত পামা; দারুণ কণ্ডূয়ন, রাত্রিতে গাত্র-বস্ত্র উন্মোচনে, ও স্নানে উহার আধিক্য; অধিক পরিমাণে শাদা শাদা ভূষির ন্যায় শল্ক-পাত; কর্ণের পশ্চাতে, চুলে, চর্ম্মের বলিতে অবদরণ ও স্পর্শ-দ্বেষ সহ রস-ক্ষরণ; চর্ম্মের অগ্নিবৎ আরক্ততা। দদ্রু। ফুসফুসের রোগ।—ফুসফুসের, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের শিখর-দেশে গুটিকা সঞ্চয় (ফস, সলফ, থেরে)। ক্ষয়-কাশ রোগে ডাঃ সোয়ান ও ডাঃ বিগলার এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কয়েকজন রোগীর আশ্চর্য্য উপকার দর্শাইয়াছিলেন। ডাঃ সোয়ান চারি সপ্তাহে সাতদিন পর পর এক এক মাত্রা ঔষধ মাত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। লণ্ডন নগরের ডাঃ বার্ণেটও এতদ্দ্বারা কতকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। রোগজ ঔষধগুলি উচ্চক্রমেই ব্যবহৃত হয়। নিম্নক্রমে অপকারের সম্ভাবনা আছে।

সম্বন্ধ।—(১) সলফার ও সোরিণমের সহিত টিউবারকিউলাইনমের অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) যখন সোরিণম বা সলফার, অথবা অন্য কোন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে স্থায়ী উপকার দর্শেনা তখন টিউবার ব্যবহৃত হয়; হে-ফিভার ও ম্যাজমা রোগে ধাতু দোষ সংশোধনার্থে সোরিণমের পরে টিউবার প্রয়োজিত হয়। (৩) গুটিকাজনিত রোগে, রক্ত-সঞ্চয় বা প্রদাহের তরুণ আক্রমণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। (৪) টিউবার প্রয়োগে আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগীর শরীরের স্থূলত্ব জন্মাইবার জন্য হাইড্রাষ্টিস প্রয়োজিত হয়।

## টিলিয়া ট্রিফোলিয়েটা—ওয়েফারর‍্যাশ।

রুটেসী জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে। ইহার মূলের সরস বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে টিলিয়ার বিশেষ ক্রিয়া বশতঃ অজীর্ণ ও পৈত্তিক উপসর্গের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, এবং যকৃৎ, আমাশয় ও অন্ত্রে; অপিচ গৌণতঃ ফুসফুসে, রক্ত-সঞ্চয় জন্মে। ইহার ক্রিয়া প্রবলভাবে দর্শেনা, কিন্তু আস্তে আস্তে পরিব্যাপ্ত হয় ও অনেকগুলি পুরাতন অস্বাভাবিক অবস্থার উৎপত্তি করে।

অপ্লিকার।—লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে পিত্ত-প্রকোপ; অজীর্ণ; আমাশয়-শূল; যকৃতের রক্ত-সঞ্চয়; যকৃতের পুরাতন প্রদাহ; অতিসার; কোষ্ঠবদ্ধ; প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। পুরাতন যকৃদ্রোগে ও পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় প্রধানতঃ টিলিয়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

যকৃদ্রোগ।—ফ্যারিংটন বলেন, যে যকৃতের রক্ত-সঞ্চয়ে, দক্ষিণ কুক্ষিতে ভার ও চাপানুভব; যকৃতের বিবৃদ্ধি; এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম লক্ষণে টিলিয়া উপযোগী। যকৃতের রোগে ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকার সহিত টিলিয়ার সাদৃশ্য আছে। ডাঃ মার্সী বলেন যে দক্ষিণ কুক্ষিতে তীব্র বেদনা; দুই কুক্ষিতেই অবিরত গুরুত্ব অনুভব, ও হাঁটিবার সময় এক প্রকার আকর্ষণবৎ বেদনা; বেদনার নিম্নদিকে সঞ্চরণ; যকৃতের ভূমিদেশে, বা প্লীহা প্রদেশে যাতনা; টিলিয়া সেবনে প্রশমিত হয়। ডাঃ নিকল বলেন যে যকৃতের রোগের আনুষঙ্গিক বিসর্প ও শীতপিত্ত জনিত উদ্ভেদেও এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ হেল উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি পৈত্তিক শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়ের বেদনা, যকৃতের রক্তসঞ্চয়, পুরাতন যকৃৎ-প্রদাহ, এবং পুরাতন বিসর্প রোগে টিলিয়ার উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। শিরঃপীড়া।—মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে ঘৃষ্টবৎ অনুভব টিলিয়ার লক্ষণ। শিরোবেদনায় ইপিকাকের লক্ষণের সহিত টিলিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার লক্ষণেও ইপিকাকের ন্যায় "মস্তিষ্ক ও করোটী ঘৃষ্টবৎ অনুভব, মস্তকের সকল অস্থির অভ্যন্তর দিয়া জিহ্বা মূল পর্য্যন্ত বেদনার প্রবিষ্টতা, ও বিবমিষা" লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে টিলিয়া তরুণ পৈত্তিক শিরঃপীড়ার ঠিক সদৃশ ঔষধ। অতিভোজন ও বিরক্তি বশতঃই সচরাচর এই প্রকার শিরোবেদনা উৎপন্ন হয়। সর্ব্বদা মাংসাহারে মস্তিষ্কের উপদাহিতা জন্মে, এজন্য এই রোগগ্রস্ত রোগীর মাংস ভোজন উচিত নহে। অন্যান্য রোগ।—পুরাতন বাত; রক্তাতিসার, ও কোষ্ঠবদ্ধেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দৃষ্ট হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—অসামর্থ্য জন্য নয়, কিন্তু ক্লান্তি বশতঃ মানসিক কার্য্যে অপ্রবৃত্তি। পিত্ত-প্রকুপ্তুতার ন্যায় অতিশয় মানসিক বিশৃঙ্খলতা। স্মৃতির দৌর্ব্বল্য; ভুল হয়, বুদ্ধি যেন ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে; অতি যত্নে স্মরণ রাখা যায়।

**মস্তক।**—বিশৃঙ্খলতা; শিরোঘূর্ণন; মাথা ঘুরাইলে অথবা সহসা নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। সম্মুখভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ শিরঃপীড়া, তৎসহ আরক্ত বদন ও ব্যস্ত ভাব। অবিশ্রান্ত অনুগ্র শিরঃপীড়া, হাঁটিলে উহার আধিক্য। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে শিরঃপীড়া, তথা হইতে সম্মুখভাগে, চক্ষুর উপরে উহার গতি। মস্তিষ্কের ভূমিদেশে ঘৃষ্টবৎ চাপ অনুভব।

**কর্ণ।**—উচ্চ আলাপ বা গোলমালে অসহ্যতা। কর্ণে টুন্ টুন্ শব্দ; অল্প অল্প মাথা-ঘোরা। দক্ষিণ কর্ণের উপর লাল ক্ষতে শাদা ফোস্কা, উহা হইতে জলবৎ রস নিঃসরণ; শেষে উপত্বক পতন অথবা পূয ও মামড়ির উৎপত্তি; স্ফোটক।

**মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ চক্ষুর চারিদিকে রুগ্ন-পাণ্ডুর আকৃতি। মুখমণ্ডল পীত; উহার ত্বক শুষ্ক ও শক্ত।

**মুখ-মধ্য।**—ক্ষয় প্রাপ্ত দন্তে অনুভবাধিক্য; মাঢ়ীতে ঘা; দাঁত দীর্ঘীভূত অনুভূত হয়, ( মার্ক, নাই-এসি )। জিহ্বার শাদা লেপ; জিহ্বার স্ফীততা; পীতবর্ণ; কর্কশতানুভব; আরক্ত ও উন্নত জিহ্বা-কণ্টক; কপিশ-পীত, শুষ্ক জিহ্বা। প্রাতে মুখে অম্ল; তিক্ত আস্বাদ; আহারীয় দ্রব্যের স্বাদশূন্যতা। প্রভূত লালা, রাত্রিতে লালা-পতন।

**আমাশয়।**—অতিক্ষুধা; অম্লদ্রব্য আহারের স্পৃহা ( এন্ট-টার্ট, সিক্, ভিরে )। পূর্ব্বের প্রিয়দ্রব্যে অরুচি। মাখন ও বসাদ্রব্যে বিরক্তি ( হিপ, * পল ); অপর, আমিষ আহারে ( এলম, আর্ণ, কার্ব্বো, গ্রাফ, পল ); ও সুভোগ্য পিষ্টকে অপ্রবৃত্তি। আহারান্তে ও প্রাতঃকালে যকৃৎ ও আমাশয়ের লক্ষণের আতিশয্য ( * নক্স )। অম্ল বা তিক্ত; পচা অণ্ডের ন্যায় আস্বাদিত ( আর্ণ, এন্ট-টার্ট, * সোরি, সিপি, ); উদ্গার। বিবমিষা, তিক্ত জলোদ্গম; মস্তকের বিশৃঙ্খলতা; শিরোঘূর্ণন; কপালে ঘর্ম্ম; পিত্ত-প্রকোপ। পরিমিত আহারের পরেও গুরুত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব। উদরোর্দ্ধে জ্বালাজনক যাতনা; কষ্টপ্রদ বমন, আমাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায়। আমাশয়-গহ্বরে প্রস্তরের ন্যায় চাপ ( * আর্স, * ব্রাই, * নক্স, * পলস ); লঘু আহারে উহার বৃদ্ধি।

**উদর।**—যকৃতের স্ফীততা, প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ, এবং অপ্রখর অবিরাম বেদনার উৎপত্তি। যকৃদ্দেশে গৌরব ও যাতনা; অনুগ্র বেদনা ও ভারিত্ব, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম, বামপার্শ্বে ফিরিলে এক প্রকার আকর্ষণ অনুভব। যকৃতে তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা, গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার আধিক্য। উদরে স্পর্শ-দ্বেষ ও যাতনা। নাভী প্রদেশে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সমকালে সংঘটিত স্পন্দন। অন্ত্র-কূজন ও অন্ত্র হইতে বায়ু নিঃসরণ সহকারে উদর-বেদনা।

মল।—অধিক কুন্থনে নিঃসারিত ক্ষুদ্র কঠিন মল। পৈত্তিক, পাতলা, মলিন, দুর্গন্ধ মলবিশিষ্ট অতিসার।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রত্যাগকালে ও ত্যাগান্তে মূত্র-মার্গে যাতনা; স্বল্প ও দাহক মূত্র (* একন, * এপিস, * আর্স)। অল্প পরিষ্কার, অথবা গাঢ় লোহিতাভ পীতবর্ণ মূত্র; উপত্বক, ফসফেট ও ইউরেট অধঃক্ষেপ।

শ্বাস-যন্ত্র।—শ্বাস-রোধ অনুভব সহকারে ফুসফুসে প্রচাপন; বক্ষঃস্থলের প্রাচীর অভ্যন্তরের দিকে যেন নিমগ্ন হইবে এপ্রকার অনুভব।

পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত তীব্র বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—জাগরণান্তে পেশীসমূহে ও সন্ধিস্থানে অবিরাম বেদনা ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব; আকর্ষণবৎ বেদনা, আমাশয় ও যকৃতের লক্ষণ সহকারে বিশিষ্টরূপে উহার বিদ্যমানতা।

দেহ।—অস্থিরতা, অস্বচ্ছন্দতা; গ্লানি। দুর্ব্বলতানুভব। অবসাদ, কোপনতা; পিত্ত-প্রধান রোগীদিগের ন্যায় বিবমিষা ও শ্রান্তি অনুভব। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে কণ্টক-বেধনবৎ যাতনা।

জ্বর।—শীত, কম্প, অগ্নির নিকটে যাইবার ইচ্ছা। সর্ব্বাঙ্গীন শুষ্ক উত্তাপ; বদনে ও হস্তদ্বয়ে উহার আধিক্য। উত্তপ্ত তাপাবেশ ও শিরঃপীড়া; মস্তকের উত্তপ্ততা; সম্মুখ ভাগে অনুগ্র অবিরাম বেদনা। নিদ্রা হইতে জাগিবার পর প্রচুর ঘর্ম্ম, মলত্যাগকালে কপালে ঘর্ম্ম।

উপশম।—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে; সঞ্চালনে; উষ্ণগৃহে বিচরণে; প্রাতে; নিদ্রা হইতে জাগরান্তে; ও আহারান্তে; বৃদ্ধি।

উপচয়।—অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

সমগুণ।—বার্ব্ব, হাইড্রাস, মার্ক, নক্স, পডো।

# টেরেণ্টিউলা হিস্পেনিকা—টেরেণ্টিউলা।

লাইকোসা টেরেণ্টিউলা একজাতীয় লূতা। জীবিতাবস্থায় ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া ও অধিকার।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে টেরেণ্টিউলার ক্রিয়ায় অপরোক্ষ ফল দর্শে, উহার অভ্যন্তর দিয়া ইহা অস্থিরতা এবং অতিশয় মানসিক ও শারীরিক অবসাদ সহকারে সুস্পষ্ট কোরিয়ার লক্ষণ জন্মায়। অত্যন্ত কামোত্তেজনা বশতঃ যে প্রকার কোরিয়ার লক্ষণ উপস্থিত হয় টেরেণ্টিউলা জনিত কোরিয়ার লক্ষণ তদপেক্ষা উগ্রতর ও ভয়ঙ্কর। গীত বাদ্যের প্রভাবে ইহার আবেশ প্রশান্ত, এবং কখন কখনবা সম্পূর্ণরূপে

দূরীকৃত হয়, কখন কখন বা রোগের একেবারে আরোগ্যও জন্মে। ইহাই এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। এরূপ উল্লেখিত আছে যে ইহার রোগী বাদ্যের তালে তালে শরীর সঞ্চালন করে, এবং অনেক সময় একরূপ নৃত্য করিয়া থাকে। এজন্য কোরিয়া রোগেই প্রধানতঃ এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। অত্যন্ত উৎকট আকারের কোরিয়াও এতদ্দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে। হিষ্টিরিয়া, ও তদ্রূপ প্রকৃতির অন্যান্য স্নায়বীয় পীড়ায়ও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ এলেন বলেন যে এই সকল রোগে ও অন্যান্য প্রকার মানসিক উপদ্রবে টেরেন্টিউলার আরোগ্যকারিণী শক্তি অতিশয় ক্ষীণ মূলের উপর নির্ভর করে, কেননা, যে সকল মানসিক লক্ষণ এই মাকড়সার কামড়ে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে উহা রোগীর কল্পনাপ্রসূতও হইতে পারে। এই ঔষধের বিশেষ স্নায়বীয় লক্ষণানুসারে কামোন্মাদ, রজকৃচ্ছ্র, রজোবৈষম্য, ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার রোগে ইহার ব্যবহার হয়। পৃষ্ঠবংশের উপদাহ; মল্টিপেল স্ক্লারোসিস; ও কোরিয়ার অনুরূপ আক্ষেপ সংযুক্ত সবিরাম জ্বরে টেরেন্টিউলা ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**হৃৎশূল**।—শ্বাসের হাঁসফাঁস শব্দ, ও অবসন্নতা সংযুক্ত হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের গতির দ্রুততা ও বিরতি; ভীতবৎ হৃৎকম্প; শ্বাস-রোধ, এবং যেন মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে রোগীর এরূপ অনুভব। **পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাক্ষয়**।—জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা, তজ্জন্য হাঁটিবার সময় মাটীতে সমভাবে পা ফেলিতে অসামর্থ্য; বিচরণে আয়াস; জানুপাতিয়া বসিতে অক্ষমতা; ইচ্ছামত জঙ্ঘা নাড়ীতে-চাড়ীতে কষ্ট; টেরেন্টুলার লক্ষণ। ***তাণ্ডব**।—কোরিয়া রোগে দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ জঙ্ঘার সমধিক সঞ্চালন; রাত্রিতেও আক্ষেপের অবিরতি; আমবাতিক উপসর্গ বা উহার অবিদ্যমানতা লক্ষণে টেরেন্টুলা ব্যবহৃত হয়, ডাঃ মার্সী বলেন যে, রোগীর লসিকা-প্রধান ধাতু হইলে টেরেন্টুলার দুইশত ক্রম ও মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা সলফার ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে। **মূত্রাশয়-প্রদাহ**।—তীব্রজ্বর, আমাশয়িক বিশৃঙ্খলা, অত্যন্ত যাতনা, এবং একবিন্দু মূত্রত্যাগেও অসামর্থ্য; মূত্রাশয়ের স্ফীততা ও কঠিনতা; আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ অতিশয় কুন্থন, ও তজ্জন্য রোগীর দুর্ব্বলতা; মলিন-আরক্ত, কপিশ, দুর্গন্ধ, প্রস্তর-রেণুর ন্যায় অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত। **অপস্মার**।—গুল্মবায়ু বিমিশ্রিত অপস্মার; রোগাবেশের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন অনুভব; তৎপরে আক্ষেপ ও হৃৎপিণ্ডে অতিশয় যাতনা। **শিরোবেদনা**।—অতিশয় অনুভবাধিক্য; যৎসামান্য উত্তেজনায় কোপনতা, তৎপরে গ্লানি ও বিমর্ষতা; তীব্র শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্কে সহস্র সূচী বিদ্ধ হইতেছে, * বালিশে মস্তক ঘর্ষণে উহার উপশম; গাত্রের উত্তাপ; হৃদ্‌প্রদেশে অবক্তব্য যাতনা, সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডে মোচড়ানবৎ অনুভব। **হৃদ্রোগ**।—বক্ষঃস্থলে অতিশয় গৌরব, শ্বাসের হাঁস ফাঁস শব্দ; অপরিজ্ঞাত কারণে

হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের মরমর ধ্বনি ও স্পন্দন, তৎসহকারে পর্য্যায়ক্রমে হৃৎপিণ্ডের সঞ্চলনের দ্রুততা ও বিরতি; ভীতিজনিতবৎ হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডে যাতনা; হৃৎপিণ্ডের সঞ্চলন অনুভব; শ্বাস রোধ; অবিরত বায়ুর অভাব অনুভব; সহসা হৃৎপিণ্ডের সঞ্চলনের বিরতি ও রোগীর মৃত্যু-ভয়; হৃৎপিণ্ড যেন ঘুরাণ ও মোচড়াণ হইতেছে এরূপ অনুভব, তৎসহ বক্ষঃস্থলে বেদনা ও সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম্ম; হৃৎপিণ্ডে নিষ্পেষিত বা প্রচাপিতবৎ বেদনা; বৃহদ্ধমনীতে ও বাম স্কন্ধাস্থি ও নীলা-শিরার (জুগুলার ভেন) নীচে, হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর প্রবল দপদপ সহকারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বেদনা; বক্ষঃস্থলে বাতের বেদনা ও নাভীপ্রদেশ পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ। **রজোরোগ**।—প্রভূত রজঃ; তৎসহকারে স্থানে স্থানে বারংবার আক্ষেপ; বিরক্তচিত্ততা, গ্লানি, ও গভীর অসন্তোষ; অতিসত্বর ঋতুর আগমন, ঋতুস্রাবের আরম্ভে কটিদেশে বেদনা এবং ঋতুর বিরতির সহিত উহার বিরতি; ঋতুর পর; অতিশয় ভগ-কণ্ডূয়ন; গুল্মবায়ু। **উন্মাদ**।—বিমর্ষতা, শোক, বিষণ্ণতা, সকল বিষয়েই বিরক্তি; তিক্ত উদ্গার ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ সহ গুল্মবায়ু; শয়নে ও গীতবাদ্যে উপশম, হস্ত ও জঙ্ঘার অস্থিরতা একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না, অবিরত সঞ্চলন; উদরোর্দ্ধে সর্ব্বদা অতিশয় উত্তাপ; হাস্য পরিহাসে প্রবৃত্তি; চাতুরি, * শৃগালের ন্যায় সহসা দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে চেষ্টা, তৎপরে হাস্য ও ক্ষমা-প্রার্থনা। **স্নায়ুশূল**।—অতিশয় অনুভবাধিক্য, পৃষ্ঠবংশে যৎসামান্য স্পর্শে বক্ষঃস্থলে আক্ষেপিক বেদনা ও হৃদ্‌প্রদেশে যাতনার উৎপত্তি; তীব্র শিরঃপীড়া, সর্ব্বশরীরে জ্বালা। **পক্ষাঘাত**।—পক্ষাঘাত; সর্ব্বশরীরে পিপীলিকা হাঁটার ন্যায় সুড়সুড়ি অনুভব; মস্তকের পৃষ্ঠভাগে প্রবল বেদনার সহিত রোগের আরম্ভ, তৎপরে দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখার অবশতা এবং গতিশক্তির সম্পূর্ণ বিরতি। **গর্ভিণী-রোগ**।—ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অতিশয় পিপাসা; সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা; আহারান্তে ও শয্যা হইতে উঠিলে বমন; * কাঁচা দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা। **আমবাত**।—শীতল জলে পা রাখিলে নিবৃত্তি, তৎপরে হাঁপানি, উৎকণ্ঠা, হৃৎপিণ্ডে খল্লি, বা মোচড়ান বেদনা; পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত নাড়ী; বৃহদ্ধমনীর পূর্ণতা, অশিথিলতা ও সূচীবেধবৎ বেদনা; প্রাতে ও রাত্রিতে হাতপায়ের শীতলতা। **জননেন্দ্রিয়ের রোগ**।— —সঙ্গম-লিপ্সার উত্তেজনা; শুক্রস্রাব; উন্মত্ততা-প্রায় কামুকতা; কৃত্রিম মৈথুনের পরবর্ত্তী মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থির পীড়া, অবসাদবায়ু, ও অপ্রফুল্লতা; কৃত্রিম মৈথুন জনিত প্রতিনিয়ত শুক্রপাত, তৎপরে বুদ্ধির বিকলতা, অকারণ হাস্য, ও ক্রমিক শীর্ণতা প্রাপ্তি। স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ; জরায়ুর স্নায়ু-শূল, তৎসহকারে বিমর্ষতা ও নিরাশিতা, প্রক্ষিপ্তচিত্ত তাণ্ডব; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের রক্তাধিক্য ও স্পর্শাধিক্য; প্রবাহন (কুন্থন) জনক বেদনা সংযুক্ত জরায়ুর তন্তুময় অর্ব্বুদ; মূত্রস্তম্ভ ও মল-কষ্ট লক্ষণাপন্ন জরায়ুর স্থান-চ্যুতি; উদর-নিম্ন-প্রদেশে ও গর্ভাশয়ে জ্বালা সহকারে অতিশয় গৌরব অনুভব, বোধ হয় যেন যথেষ্ট স্থান নাই, উপরের দিকে প্রচাপন, ভগ-কণ্ডূয়ন, ঘনঘন রক্তস্রাব, অনিবৃত্ত শ্বেতপ্রদর,

পাণ্ডুবর্ণ বদন; সর্ব্বদা শ্রান্তি। শিরোঘূর্ণন —নানাপ্রকার শিরোঘূর্ণন, শিরোঘূর্ণনের প্রাবল্য বশতঃ ভূমিতে পতন, কিন্তু চৈতন্যের বিদ্যমানতা; ভ্রমি, গ্লানি, উদ্গার, বিবমিষা, আমাশয়ের স্ফীততা, গল-রোধ ও বমনোদ্যম, ভুক্তদ্রব্য বমন; প্রাতের আহারের পর মুখের বিরসতা সহ শিরোঘূর্ণন; কোন বস্তুতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলে শিরোঘূর্ণন সহকারে শিরঃপীড়া; বৃহৎ-মস্তিষ্কে তীব্র বেদনা সহ শিরোঘূর্ণন, তৎসহকারে উপস্থের অসম্যক উদ্রেক ও উপজিহ্বায় সুড়সুড়ি। ভগ-কণ্ডূয়ন।—স্ত্রী-অঙ্গের শুষ্কতা ও উত্তাপ; দুর্নিবার কণ্ডূয়ন, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, তৎসহ পাতলা, বিদাহী, পীতবর্ণ প্রদর-স্রাব; গাঢ়, শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট মূত্র।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা; গুল্ম-বায়ুর লক্ষণ; অবসাদ; উন্মাদ। মস্তক। —শিরোঘূর্ণন; মস্তকের বিশৃঙ্খলা; সুপ্তি।—মস্তকের রক্তসঞ্চয়; গৌরব ও জড়তা। রক্ত-সঞ্চয়জনিত, ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়া; বোধহয় যেন মস্তক হাতুড়ি দ্বারা আঘাতিত হইতেছে। চক্ষু।—চক্ষুর বেদনা; দুর্ব্বলতা; আরক্ততা; প্রদাহ। কর্ণ।—গুণ্ গুণ্ শব্দ সংযুক্ত বেদনা; প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃসরণ। নাসিকা।—হাঁচি ও শর্দ্দি; অধিক রক্ত-পাত। মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, মৃদ্বর্ণ; ভয়-ব্যঞ্জক বদন, বেদনা। ওষ্ঠদ্বয়ে জ্বরের ন্যায় জ্বালা। স্নায়ুমণ্ডল।—স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা তৎপরে দুর্ব্বলতা। আক্ষেপ; টঙ্কার; অপস্মার; পক্ষাঘাত। রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র।—তারবৎ; ও অনিয়মিত নাড়ী; হৃৎপিণ্ডের গৌরব। সর্ব্বাঙ্গীন শীত; সর্ব্বশরীরে পর্য্যায়ক্রমে জ্বালাকর উত্তাপ ও তুষারসদৃশ শীতলতা; দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের বেদনা ও কর্কশতা; স্বরের ভগ্নতা বা বিলুপ্ততা; শ্বাসের কষ্টসাধ্যতা। বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থলের বেদনা; ভার; ও আকুঞ্চন। পরিপাক যন্ত্র।—মুখ-মধ্য।—মুখ-বিবরের শুষ্কতা; দন্তমূলের রক্তস্রাব; জিহ্বার ক্ষত; গল-মধ্যের বেদনা, স্ফীততা, প্রদাহ, ও আকুঞ্চন। ক্ষুধা-শূন্যতা; অধিক পিপাসা; মুখের বিরসতা, ও মন্দ স্বাদ। আমাশয়।—বিবমিষা, বমন; বেদনা; অস্বচ্ছন্দতা, পেশীর সঙ্কোচন। উদর।—নাভী-প্রদেশে তীব্র বেদনা; উদরে ও সরলান্ত্রে প্রবল জ্বালা। মল।—প্রভূত অতিসার; প্রবল আবেগ সহকারে মলিন, দুর্গন্ধ, রক্তাক্ত মল নিঃসরণ; কোষ্ঠ-রোধ। মূত্র-যন্ত্র।—বৃক্ককে ও মূত্রাশয়ে বেদনা; মূত্রত্যাগে আয়াস; অসাড়ে মূত্র-নিঃসরণ। জনন-যন্ত্র।—(পুং) উত্তেজনা; উদ্গম; অতিশয় অনুভূতি। (স্ত্রী) ইন্দ্রিয়-লিপ্সার অতীব উত্তেজনা, নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত পূর্ব্বে অধিক ঋতু-স্রাব; জরায়ুর বেদনা ও আক্ষেপ; ভগকণ্ডূয়ন; প্রদরস্রাব। দেহ ও অঙ্গ।—দুর্ব্বলতা ও বেদনা; অস্থিরতা, আন্দোলন; আক্ষেপ; পক্ষাঘাত। ঘাড়ের স্তব্ধতা ও স্পর্শ-দ্বেষ; পৃষ্ঠে, বিশেষতঃ ত্রিকস্থানে

বেদনা। সকল অঙ্গের দুর্ব্বলতা; আমবাতের বেদনা; অস্থিরতা; পিপীলিকা হাঁটার ন্যায় সুড়সুড়ি; পক্ষাঘাত। ত্বক।—কণ্ডূয়ন; জ্বালা; সুড়সুড়ি। কাল শিরা-পড়া দাগ; বেদনাশূন্য ফোস্কার ন্যায়, বিশেষতঃ পচ্যমান উদ্ভেদ। নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; নিদ্রাশূন্যতা; স্নায়বীয় অস্থিরতা; অস্থির নিদ্রা; অধিক স্বপ্ন-দর্শন। উপচয়।—রাত্রিতে ও প্রাতে বৃদ্ধি। উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে, ও সঞ্চলন-কালে হ্রাস।

সমগুণ।—ষ্ট্রাম, মাইগেল, সিমি, এগেরস।

# ট্রিঅষ্টিয়ম পার্ফোলিয়েটম

ট্রিঅষ্টিয়মের নামান্তর ফিবার-রুট বা জ্বর-মূল। ইহা আমেরিকায় জন্মে ইহার মূল ও ফল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। একোনাইট ও মারকিউরিয়সের সহিত এই ঔষধের অনেকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শূলবেদনা।—পিত্ত-শূল; আমাশয়ে নিবদ্ধ আধ্মান; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপ ও তীব্র বেদনা, উদর বেদনা সংযুক্ত অতিসার; উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শ-দ্বেষ এই ঔষধের লক্ষণ। ইহার তৃতীয় শক্তির কতিপয় বটিকা অর্দ্ধ বাটী জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কলোসিন্থের ন্যায় সত্বর বেদনার শান্তি জন্মে। জ্বর।—জ্বর সহকারে পৈত্তিক শিরঃপীড়া, ও পৈত্তিক বমন লক্ষণে শরৎকালীয় জ্বরে ট্রিঅষ্টিয়ম ব্যবহৃত হয়। শিরোঘূর্ণন।—মধ্যরাত্রে উঠিবার সময় অত্যন্ত নিদ্রালুতা সহ শিরোঘূর্ণন, নিদ্রালুতা অথচ দুইপ্রহর রাত্রির পরে প্রগাঢ় নিদ্রার অভাব লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়ারও এই ঔষধ উপকারী। অন্যান্যরোগ।—গলাবেদনা ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সামান্য শর্দ্দিতে এই ঔষধ ফলপ্রদ। ব্রুকলিন নগরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ট্যালমেজ ট্রিঅষ্টিয়মের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ফুসফুসের সহিত ইহার ক্রিয়ার অব্যবহিত সম্বন্ধ আছে। এতদ্দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র বেদনা ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই উত্তাপের বিশেষ আধিক্য জন্মে। তিনি ফুসফুসের অপরোক্ষ রক্ত-সঞ্চয় জনিত অপকার এই ঔষধে সুন্দররূপে নিবারণ করিয়াছেন। তৃতীয় অপেক্ষা ষষ্ঠক্রমেই অধিক উপকার দর্শিয়াছিল। ইহা কখন কখন একোনাইটের ন্যায় ঘর্ম্ম উৎপাদন করে। পৈত্তিক জ্বরে এই ঔষধে উত্তম উপকার করে, এবং যকৃতেও ইহার ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্নায়ু-শূলের বেদনা এতদ্দ্বারা প্রশমিত হয় এবং কফি; হাইওসায়েমাস, বা ষ্ট্রামোনিয়মের ন্যায় স্নায়ুমণ্ডলের শান্তনা জন্মে বলিয়া বোধ হয়। শীতলতা ও নৈশঘর্ম্ম নিবারণে ট্রিঅষ্টিয়ম ভিরেট্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলজাত ঔষধ হইতেই পূর্ব্বোক্ত রোগে উপকার দর্শে, মূলজাত

হইতে নহে। কেবল মূলজাত ঔষধ তিনি এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমবেত ফল ও মূলজাত ঔষধেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সামান্য শর্দ্দিতে অতিশয় উপকার দর্শে। ওজিনা অর্থাৎ পূতিনস্য রোগে ইহা প্রায় অব্যর্থ। তিনি ট্রিঅষ্টিয়ম, ব্যাপ্টিসিয়া ও এরম ব্যবহার করিয়াই ওজিনা রোগগ্রস্ত অধিকাংশ রোগী আরোগ্য করিয়া থাকেন। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাংশের পার্শ্বশূলেও ইহা উপযোগী। গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় এতদ্বারা প্রসব-বেদনার শান্তি জন্মে। শ্বাস-রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যে ট্রিঅষ্টিয়ম ফলপ্রদ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—অত্যন্ত স্নায়বীয় উপদাহিতা; মৃত্যু-ভয়। **মস্তক।**—শিরঃপীড়া, মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে উহার আধিক্য। মস্তকের পৃষ্ঠভাগে বেদনা, ও গুরুত্ব অনুভব; পদদ্বয়ের শীতলতা ও স্তব্ধতা। উঠিয়া বসিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি। বাম শঙ্খস্থলে রন্ধ্র করণবৎ বেদনা। ০ বমন সংযুক্ত পৈত্তিক শিরঃপীড়া। **গলমধ্য।**—গলার অভ্যন্তরে গল-কোষের স্ফীততাবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, এবং গিলিতে অন্নবহা-নালীতে বেদনা। ০ ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত গলা-বেদনা। **আমাশয়।**—উদরোর্দ্ধে গুরুভারের ন্যায় অনুভব। উদরোর্দ্ধে বেদনা, জলপানে ও শয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে উহার বৃদ্ধি। * উত্থানে বিমমিষা, অনন্তর অধিক পরিমাণে বমন ও আমাশয়ে খল্লী। **উদর।**—বেদনা ব্যতীত অধিক পাতলা মলস্রাব। * বেদনা ব্যতীত জলবৎ ও ফেনিল মলস্রাব, তৎপরে দুর্ব্বলতা। পূর্ব্বাহ্নে সাতটার সময় অন্ত্র হইতে মলস্রাব। সায়াহ্নে অধিক ঘন ঘন মলস্রাব। ০ পিত্ত-শূল। ০ তীব্র উদর-বেদনা সহকারে অতিসার। **বক্ষঃস্থল।**—হৃৎপিণ্ডের শ্রুতমান স্পন্দন, এবং বাম স্তনের নিম্নে ঈষৎ বেদনা। ০ শ্বাসকাসের উপদ্রব। **পৃষ্ঠ।**—গ্রীবায় ও পৃষ্ঠে বেদনা। অবনত হইলে পৃষ্ঠে বাতের বেদনা। বামদিগের নিতম্বে বেদনা ও স্তব্ধতা। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—উপরের ও নীচের সমস্ত সন্ধির স্তব্ধতা। উত্থান-চেষ্টায় জানুদ্বয়ের স্তব্ধতা। জঙ্ঘায় আকর্ষণ ও আকুঞ্চনবৎ অনুভব। পদদ্বয়ের শীতলতা ও স্তব্ধতা। ০ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাত। **ত্বক।**—কপালে, বাম চক্ষুর উপরে, বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে, এবং দক্ষিণ বাহুতে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। চর্ম্মে প্রবল কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট উদ্ভেদ। ০ আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা বশতঃ শীতপিত্ত। **জ্বর।**—উত্তপ্ত গাত্র ও বিবর্দ্ধিত পিপাসা সহ জ্বর। শরীরের সর্ব্বত্র অবিরাম বেদনা। ০ টাইফয়েড ও আমাশয়িক জ্বর। ০ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, শিরোবেদনা ও বমন সংযুক্ত প্রবল পিত্ত-জ্বর।

**সমগুণ।**—ইস্কিউ, আর্ণিকা, ব্রাইও, চেলিড, ক্যামো, আর্স, ইপিকাক, নক্স।

# ডিপথিরিণঃম।

ডিপথিরিণঃম হোমিওপ্যাথিক এণ্টিটক্সিন। ইহা ডিপথিরিয়ার বিষ হইতে প্রস্তুত একটি রোগজ ঔষধ।

## লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।

গণ্ডমালা-ধাতু-দুষ্ট এবং সোরা বা টিউবারকিউল অর্থাৎ কচ্ছু বা গুটিকা-দোষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গল-মধ্য ও শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিলীর প্রতিশ্যায়-জনিত রোগের প্রবণতায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

দুর্ব্বল বা অবসন্ন জীবনীশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং ডিপথিরিয়ার বিষে অত্যন্ত অনুভূতিবিশিষ্ট রোগী; প্রারম্ভ হইতেই রোগের আক্রমণের সাংঘাতিকতা (ল্যাক-ক্যান, মার্ক-সায়ে), ইহার লক্ষণ।

যাতনাহীন ডিপথিরিয়া; প্রায় বা সম্যক্‌রূপে কেবল বিষয়-নিষ্ঠ লক্ষণের প্রকাশ; রোগী এতই দুর্ব্বল, উদাসীন ও অবসন্ন যে সে কোন বিষয়ের অভিযোগ করেনা; নিদ্রা বা সুপ্তি, কিন্তু ডাকিলে সহজেই জাগরিত হয় (ব্যাপ্ট, সলফ)। তালু-মূল ও তালু-তোরণের মলিন লোহিত স্ফীততা; কর্ণ-মূল ও গ্রীবার গ্রন্থির অতিশয় স্ফীততা; শ্বাস ও গলা, নাসিকা ও মুখ হইতে নিঃসৃত স্রাবের অতি দুর্গন্ধ; জিহ্বার স্ফীততা, অতিশয় আরক্ততা ও স্বল্প লেপাচ্ছন্নতা।

ডিপথিরিয়ার ঝিল্লী পুরু, মলিন ধূসর, বা ঈষৎ কপিশমিশ্রিত কাল; গাত্রতাপ ন্যূন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা নিম্ন, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, হস্ত-পদ শীতল, এবং রোগীর সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতা; অর্দ্ধ-বুদ্ধিশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা; চক্ষুর নিষ্প্রভতা ও বিমূঢ়তা (এপিস, ব্যাপ্ট)।

আক্রমণের আরম্ভ হইতেই নাসিকা হইতে রক্তপাত অথবা গভীর অবসন্নতা (এইল, এপিস, কার্ব্ব-এসি); রোগের প্রায় সূচনা হইতেই হিমাঙ্গ (ক্রোটে, মার্ক-সায়ে); নাড়ীর দুর্ব্বলতা, দ্রুততা এবং জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার অতিশয় নিমগ্নতা।

বেদনা ব্যতীত গলাধঃকরণ করা যায় বটে, কিন্তু তরল পদার্থ বমন বা নাকদিয়া নিঃসরণ হইয়া পড়ে; শ্বাসের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ।

স্বরযন্ত্রের ডিপথিরিয়ায় ক্লোর, কালী-বাই, বা ল্যাক-ক্যান বিফল হইলে; এবং ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী পক্ষাঘাতে, কষ্ট, জেল, বিফল হইলে; ডিপথিরিণ ফলপ্রদ।

যখন প্রথম হইতেই রোগীর বিপত্তির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, এবং * অত্যন্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে, তখন এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

ডাঃ এলেন পঁচিশবৎসর পর্য্যন্ত উপরোক্ত লক্ষণগুলি এই ঔষধের নির্ভর যোগ্য পরিচালক লক্ষণস্বরূপ অবলম্বন করিয়া এতদ্দ্বারা উহাদের আরোগ্য সাধন করিয়াছেন।

সকল রোগজ-ঔষধের ন্যায় ইহাও ত্রিংশ শক্তির নীচে চিকিৎসায় কার্য্যকর নহে।

শক্তির আধিক্যে ইহার আরোগ্য-কারিতা বিবর্দ্ধিত হয়। দুইশত শক্তি হইতে সহস্র ও লক্ষ শক্তিতে ইহার ব্যবহার হয়। * * এই ঔষধের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন ও অবিধেয়। আদত এণ্টিটক্সিনের ন্যায় হোমিওপ্যাথিক ক্রমে ইহা হইতে কোন প্রকার বিপজ্জনক পরিণাম জন্মেনা।

পঁচিশবৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ এলেন বলেন যে প্রতিষেধক ঔষধস্বরূপও ডিপথিরিণ সুন্দর কাজ করে। এক পরিবারের একজনের ডিপথিরিয়া হইলে অন্যেরা এই ঔষধ ব্যবহারে রোগ-মুক্ত থাকে।

# ডোরিফোরা।

ডোরিফোরা বা কলোরেডো পোটেটো বংগ ক্যান্থেরাইডিস জাতীয় একপ্রকার কীট। চর্ম্মে লাগাইলে ফোস্কা পড়ে। আমেরিকার কোন কোন স্থানে গোল আলুতে এই কীট পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে সমগ্র কীটের অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই কীটের বিষ সম্যকরূপে পরীক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহার বিষ-লক্ষণ ক্যান্থেরিস অপেক্ষা অধিকতর এবং ল্যাকেসিস অপেক্ষা অল্পতর সাংঘাতিক। মূত্র-কৃচ্ছ্র ও প্রমেহ রোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয়, চক্ষু-প্রদাহ, অন্ত্র-প্রদাহ, বিসর্প, এবং শোথাদিতেও মূত্র-লক্ষণানুসারে ডোরিফোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ হেল প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মূত্র-রোধ; মূত্রত্যাগে কষ্ট; মলিন অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট ও অতিশয় যাতনা সহকারে নিঃসারিত, মলিন লোহিত অধিক পরিমাণ মূত্র; জ্বালা ও হুলবেধবৎ যাতনা সংযুক্ত * মূত্র-কৃচ্ছ্র; ০ লালা-মেহ ও প্রমেহ; ডোরি-ফোরার মূত্র-লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ লিলিয়েন্থাল লিঙ্গমুণ্ডে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা, এবং উহার স্ফীততা ও নীলাক্ত আরক্ততা; মূত্রমার্গের প্রদাহিত অবস্থা, ও মূত্র-ত্যাগকালে তীব্র যাতনা লক্ষণে প্রমেহ রোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি- দেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে দশবৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগের মূত্র-মার্গের প্রদাহ স্থানিক উপদাহ বশতঃ উদ্রিক্ত হইলে ডোরিফোরা ব্যবস্থেয়। (হাইও)। কষ্টকর আয়াসিত মূত্রস্রাব। পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা। তীব্র অঙ্গ-কম্প। এই কয়টী ডোরিফোরার বিশেষ লক্ষণ।

---

# ডোলিকোস—কাউইচ্চ।

লিগুমিনোসী জাতীয় এই লতা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জন্মে। বাঙ্গলায় ইহাকে আলকুশী ও সংস্কৃতে বানরী বা কপি-কচ্ছু বলে। ইহার ফলের গাত্রের শূঙ্গা (শুঁয়া) হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যকৃতের উপর ডলিকোসের ক্রিয়া দর্শিয়া এরূপ অবস্থা জন্মে যে তাঁহা হইতে পাণ্ডু, কোষ্ঠবদ্ধ ও শুভ্র মল উৎপন্ন হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—শুভ্রমল; ও অতিশয় গাত্র কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট পাণ্ডুরোগ। দন্তোদ্গম কালে অথবা কৃমিজনিত স্নায়বীয় পীড়া। গর্ভকালে কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডু ও অন্যান্য উপদ্রব। কণ্ডূয়ন, জ্বালা ও টাটানি সংযুক্ত হার্পিজ জোষ্টার। অপর, তৎপরবর্ত্তী স্নায়বীয় বেদনা। ফ্যারিংটন বলেন দন্তোদ্গম-রোগে যদি জ্বর লক্ষণ থাকে তবে ডলিকোস ব্যবহারের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই একমাত্রা একোনাইট প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; এই সতর্কতা উপেক্ষা করিলে উচ্চক্রমে ডলিকোস ব্যবস্থা করিলেও আক্ষেপের উৎপত্তি হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চক্ষু।—পীতবর্ণ চক্ষু ( চেলি, সিঙ্ক, আইও, প্লম )। মুখ-মধ্য।—০ দন্তোদ্ভেদ কালে শিশুদিগের দন্তমূলের স্পর্শ-দ্বেষ। মাড়ির স্ফীততা; উহাতে স্নায়বীয় বেদনা; রাত্রিতে বেদনার আতিশয্য। গল মধ্য।—দক্ষিণ তালু-মূলের নিকটে চোঁচ ফুটিয়া থাকার ন্যায় বেদনা; গিলিবার সময় উহার আধিক্য। মল।—০ দন্তোদ্ভেদ-কালে ও গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ। * শুভ্র মল ( * বেল, ক্যাল্ক, * হিপ, পড )। শ্বাস-যন্ত্র।—০ * রাত্রিতে শয়ন করিলে কাস ( * হাইও )। দেহ।—০ হার্পিজ জোষ্টারের পরবর্ত্তী স্নায়বীয় বেদনা ( রাণন )। ত্বক্।—দৃশ্যমান উদ্ভেদ ব্যতীত সর্ব্ব শরীরের প্রবল কণ্ডূয়ন। বাহুতে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোনা ( কটিবন্ধবৎ দদ্রু ) সদৃশ শুষ্ক দদ্রুজ উদ্ভেদ।

সমগুণ।—ক্যাল্ক, চেলি, হিপ, রাণন, পড, রস, সল।

# থিরিডিয়ন—অরেঞ্জ স্পাইডার।

থিরিডিয়ন একপ্রকার লূতা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে কমলালেবুর বৃক্ষে এই মাকড়সা পাওয়া যায়। ইহার সজীব দেহ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে থিরিডিয়নের ক্রিয়া জন্মে এবং শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, ও স্নায়ুশূলের উৎপত্তি হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া জনিত আমাশয়িক উপদ্রবও বিদ্যমান থাকিতে পারে।

আময়িক অধিকার।—শিরঃপীড়ায়, বিশেষতঃ সবমন শিরঃপীড়ায়; এবং দুর্গন্ধি, গাঢ়, ঈষৎ হরিৎ মিশ্রিত পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট নাসিকার প্রতিশ্যায়ে; থিরিডিয়ন ফলপ্রদ। সামুদ্রিক বিবমিষা; স্নায়বীয়া নারীদিগের চক্ষু বুজিলে ভয়ানক বিবমিষা। প্রবল শিরঃপীড়া, বিবমিষা ও বমন সংযুক্ত শর্দ্দিগর্ম্মি রোগ। স্নায়ু-শূল। হিষ্টিরিয়া। রজঃকৃচ্ছ্র। পৃষ্ঠবংশের উপদাহ। যকৃতের ব্রণশোথ। থাইসিস ফ্লোরিডা, প্রারম্ভাবস্থায়। বাম বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে, পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া প্রবল সূচী-বেধ। রজোনিবৃত্তি জনিত উপদ্রব। গণ্ডমালা, ( অন্যান্য ঔষধ বিফলান্তে ); রেকাইটিস; কেরিজ; নিক্রোসিস, ( দোষের মূল আক্রমণ করিয়া কারণ উচ্ছেদার্থে );—এই সকল রোগে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**শিশুর ক্ষয়রোগ।**—শিশুদিগের শরীর-ক্ষয়, অস্থি-ক্ষত ( কেরিজ ), গণ্ডমালা জনিত গ্রন্থির বিবর্দ্ধন; অবিরত অনির্দ্ধারিত পানাহারের আকাঙ্ক্ষা; পরিশ্রমান্তে শ্রান্তি; দুর্ব্বলতা ও অঙ্গ-কম্প থিরিডিয়নের প্রয়োগ-লক্ষণ।

**গণ্ডমালা।**—গণ্ডমালা, অস্থিপুতি, অস্থিক্ষত, অস্থি-কোমলতা প্রভৃতি রোগে অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে রোগের মূল কারণ বিনাশার্থে থিরিডিয়ন ব্যবহৃত হয়। গণ্ডমালাজনিত অস্থি-রোগে সলফার, ক্যালকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম প্রভৃতি সচরাচর ব্যবস্থেয় ঔষধ বিফল হইলে ডাঃ বারক থিরিডিয়ন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাঃ ফেরিংটন মনে করেন যে থিরিডিয়ন দ্বারা যখন অস্থি আক্রান্ত, এবং নাসিকার পীতাভ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ গাঢ় ও দুর্গন্ধময় স্রাব দূরীকৃত হয় তখন অস্থি-ক্ষত সংযুক্ত ওজিনা ( পিনস্ ) রোগেও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে।

**শিরঃপীড়া।**—সামুদ্রিক বিবমিষার ন্যায় বিবমিষা ও বমন, এবং তৎসহকারে কম্পকর শীত; অর্কাঘাত; প্রতিসঞ্চলনের প্রারম্ভে শিরোবেদনা, অল্পমাত্র গোলমালেও অসহিষ্ণুতা; সম্মুখকপালে বা চক্ষুর পশ্চাতে, মস্তকের পৃষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত শিরঃপীড়া, মস্তকের গুরুত্ব, বোধ হয় যেন মস্তকোপরি আর কিছু স্থাপিত রহিয়াছে; মস্তকের শিখর-দেশ যেন রোগিণীর নিজের নয়, উহা শরীরের অবশিষ্টাংশ হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও উর্দ্ধে তুলিতে পারা যায় এরূপ অনুভব; থিরিডিয়নের লক্ষণ। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে তিনি এতদ্দ্বারা শব্দে বিদ্বেষ, বিবমিষা, ও সঞ্চলনে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন অতি তীব্র শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ হেল বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের "চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তিশিখা দর্শন" লক্ষণাপন্ন শিরঃপীড়া; ও শিরঃপীড়া পরিশূন্য কেবল "দীপ্তি-শিখা-দর্শন" এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়। শিরঃপীড়ায় থিরিডিয়নের সহিত স্পাইজিলিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। স্পাইজিলিয়ার লক্ষণে বামচক্ষুর উপরে তীব্র স্নায়বীয় বেদনা জন্মে। এই বেদনা গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকের উপর দিয়া আসিয়া বামচক্ষুর উপরে অবস্থিতি করে। স্পাইজিলিয়ার সবমন শিরঃপীড়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত সূর্য্যাবর্ত্তের সদৃশ, অর্থাৎ উহা সূর্য্যোদয়ে আরব্ধ, মধ্যাহ্নকালে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত, এবং সূর্য্যাস্তে ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। থিরিডিয়ন এই প্রকার শিরোবেদনা জন্মাইলে মস্ক সেবনে তাহা প্রশমিত হয়।

**অর্কাঘাত।**—প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়, অসহ্য শিরোবেদনা, তৎসহকারে সামুদ্রিক বিবমিষার ন্যায় বিবমিষা ও বমন, কম্পকর শীত, অত্যল্প শব্দে বৃদ্ধি; সম্মুখকপাল হইতে পশ্চাৎকপাল পর্য্যন্ত দপদপ; আমাশয়ে বিবমিষা, শয়িত অবস্থা হইতে উত্থানে উপচয়; চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে কঠিন, গুরু, অতীব্র প্রচাপন থিরিডিয়নের লক্ষণ।

**যকৃদ্রোগ।**—যকৃতের ব্রণশোথে, যকৃৎ-প্রদেশে প্রবল জ্বালাকর বেদনা, ও স্পর্শে

উহার আতিশয্য; বমনোদ্যম ও পিত্তবমন; মুখ ও জিহ্বা অবশ ও আঠাআঠা;—এই সকল লক্ষণে থিরিডিয়ন ব্যবহৃত হয়; এই ঔষধে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা প্রশমিত হয়।

গুল্মবায়ু।—ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে নবযৌবনা ও নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের হিষ্টিরিয়া রোগে মস্তকে অতিশয় বেদনা; আত্ম-নির্ভরের অভাব; শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা এবং উহা বিবর্দ্ধিত হইয়া বমনে পরিণতি; অত্যল্প গোলমালে শিরোবেদনার বৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডের নিকটে উৎকণ্ঠা; বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধাংশে প্রবল সূচী-বেধ; শ্রমান্তে মূর্চ্ছা;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে থিরিডিয়ন ব্যবস্থা করা যায়।

কর্ণ-বেদনা।—অত্যল্প কলরবেও বেদনা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক শব্দ যেন রোগিণীর সমগ্র শরীর, বিশেষতঃ দন্তগুলি ভেদ করে, ও তৎসহকারে তাহার মাথা ঘোরে; দুই কর্ণেই জলপ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইতে থাকে; কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগ এত্তই চুলকায় যে নখাঘাতে রোগিণীর উহা তুলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়;—ঈদৃশ লক্ষণে কর্ণ-বেদনায় থিরিডিয়ন ব্যবহৃত হয়।

যক্ষ্মা।—থাইসিস ফ্লোরিডা রোগের প্রারম্ভাবস্থায় নৈশ-কাস, বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগে, বামস্কন্ধের নিম্নে, গলাপর্য্যন্ত অনুভূত প্রবল সূচী-বেধ; দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের অতি-প্রবৃত্তি; হৃৎপিণ্ডের সমীপে উৎকণ্ঠা; শিরোঘূর্ণন সহকারে মন্দ-গতি নাড়ী; রাত্রিতে তুষারবৎ শীতল ঘর্ম্ম এবং শিরোঘূর্ণন ও মূর্চ্ছাকল্পতা লক্ষণে ক্যালকেরিয়া বা লাইকোপোডিয়মের পরে এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে থিরিডিয়ন প্রয়োগে এই দ্রুতগামী ভয়ঙ্কর রোগের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়। বাম বক্ষের ঊর্দ্ধাংশের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রবল সূচী-বেধ এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়। ডাঃ বার্লো এতদ্দ্বারা অন্য ঔষধে অদম্য একপ্রকার উৎকট পার্শ্ব-বেদনা আরোগ্য করিয়া থাকেন।

শিরোঘূর্ণন।—বিবমিষা সংযুক্ত শিরোঘূর্ণন, এবং মস্তক অবনত করিলে; একটু মাত্র নড়িলে চড়িলে, চক্ষু মুদিত করিলে; ও গোলমালে উহার আতিশয্য; শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা বর্দ্ধিত হইয়া বমনে পরিণতি; চক্ষুর বেদনা জনিত দৃষ্টিশূন্যতা সংযুক্ত শিরোঘূর্ণন; রাত্রির আবেশকালে অত্যল্প মাত্র নড়িলে চড়িলে শিরোঘূর্ণনের পুনরুপস্থিতি; শ্রান্তিবশতঃ নয়ন বিমুদিত হইতে থাকিলে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা থিরিডিয়নের লক্ষণ।

বিবমিষা।—জাহাজের আন্দোলন হইতে নির্মুক্ত থাকিবার জন্য চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ভয়ঙ্কর বিবমিষা জন্মিলে স্নায়বীয় স্ত্রীদিগের সামুদ্রিক বিবমিষায় থিরিডিয়ন ব্যবহার করা যাইতে পারে। একজন স্ত্রীলোকের প্রসূতাবস্থায় প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে প্রবল বিবমিষার আবেশ উপস্থিত হয়, কিছুদিন পরে দৃষ্টতঃ উহার শান্তি জন্মে, কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহে বস্ত্রাদি ধৌত করাতে সহসা আবার বিবমিষা ও বমন আক্রমণ করে; তৎপরে চক্ষু বুজিলেই তাহার আমাশয়ে বিবমিষা, অতিশয় পাণ্ডুরতা, ও চিন্তা-বিলোপ প্রকাশ পাইত; ত্রিংশ শক্তির থিরিডিয়ন আঘ্রাণ করিয়া সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র অতীত হয়। সহজে চমকিত হইয়া উঠিতে হয় ( কক্কু, সিপি, সিলি )। কার্য্যে অপ্রবৃত্তি। মস্তক।—বিমমিষা সহ শিরোঘূর্ণন, বমনও হয়; মাথা অবনত করিলে, অল্প মাত্র নড়িলে চড়িলে; চক্ষু মুদিত করিলে, জাহাজে আরোহণে; ও শীতল ঘর্ম্ম সহকারে; উহার আতিশয্য। মস্তক স্থূল বোধ হয়; উহা আর একজনের বলিয়া মনে হয়; রোগিণী উহা তুলিতে পারে না। নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে শিরঃপীড়া। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত দপদপ সহকারে সম্মুখভাগে প্রবল শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া, কিন্তু রোগিণী উহার বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারেনা, নিজেও পরিষ্কাররূপে বোঝেনা। বাম চক্ষুর উপরে ও কপালের অনুপ্রস্থে দপদপ; শয়নান্তে উত্থানে; গৃহে লোক হাঁটিলে; ও যৎসামান্য গোলমালে; উহার বৃদ্ধি। চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে শক্ত, গুরু, অতীব্র প্রচাপনের ন্যায় শিরঃপীড়া। চক্ষু।—থাকিয়া থাকিয়া বারবার চক্ষু বুজিবার সময়েও, চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন থাকার ন্যায়, আলোক-শিখার প্রকম্পন। কর্ণ।—দুই কর্ণেই জল-প্রপাতের ন্যায় শব্দ। নাসিকা।—০ পুরাতন প্রতিশ্যায়; দুর্গন্ধ, গাঢ়, পীতবর্ণ বা পীতমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ স্রাব। মুখমণ্ডল।—প্রাতে বেড়াইবার সময় বদন অচল অনুভূত হয়। মুখ-মধ্য।—শীতল জলে দন্তের অনুভবাধিক্য ( এণ্ট-ক্রুড, ক্যাল্ক-কা, ষ্টাফ )। প্রতি শব্দই দন্তে প্রবিষ্ট হয়। মুখে লবণাক্ত আস্বাদ; মুখ অবশ ও আঠা আঠা অনুভূত হয়। আমাশয়।—অতিশয় পিপাসা; অম্ল পানীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা; ব্রাণ্ডি অথবা তামাক সেবনের স্পৃহা; অনিশ্চিত আহার বা পানের প্রবৃত্তি। প্রাতে উঠিবার পরে; শব্দে; শিরোঘূর্ণন সহকারে; চক্ষু বুজিলে; সামুদ্রিক বিবমিষার অনুরূপ ( কক্কু, পেট্রো ); চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি দেখিয়া; সঞ্চলনে; আলাপনে; ও দ্রুতবেগে গাড়ীতে আরোহণে; বিবমিষা। উদর।—যকৃদ্দেশে প্রবল জ্বালাকর বেদনা; স্পর্শে উহার আধিক্য; উদ্গার, পৈত্তিক বমন। ০ যকৃতের ব্রণ, উহাতে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষার শান্তি। সংসর্গের পরে, নড়িলে চড়িলে কুচকীতে বেদনা। মল।—প্রতিদিন, অধিক চেষ্টায় নিঃসারিত ক্ষুদ্র, কোমল মল। জননেন্দ্রিয়।—( পুং ) লিপ্সার লাঘব; মধ্যাহ্নের নিদ্রাকালে স্বপ্ন-দোষ। ( স্ত্রী )।—০ বয়স্থাবস্থায় হিষ্টিরিয়া; নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের হিষ্টিরিয়া। শ্বাস-যন্ত্র।—গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি; দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের প্রবৃত্তি ( * ইগ্নে )। বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধাংশে, বাম স্কন্ধের নীচে প্রবল সূচী-বেধ, উহার গলার মধ্যে প্রবেশ। ০ সম্মুখদিকে মস্তকের, ও ঊর্দ্ধদিকে জানুর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ সহকারে প্রবল কাস। দেহ।—দৌর্ব্বল্য, অঙ্গ-কম্প; ঘর্ম্মস্রাব। প্রত্যেকবার শ্রমের পরে মূর্চ্ছা। শব্দ ও প্রতিধ্বনি রোগিণীর সমগ্র শরীরের, বিশেষতঃ দন্তের অভ্যন্তর দিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি করত, অনন্তর সেই শিরোঘূর্ণন বিবমিষা জন্মায়। নিদ্রাকালে জিহ্বার অগ্রভাগ দংশিত হয়। জ্বর।—মুখে ফেণা সহকারে কম্পকর শীত; শিরোবেদনা, তৎসহ বমন। অস্থি যেন

বিচ্ছিন্ন হইবে এরূপ অস্থি-বেদনা, শীতলতা, উষ্ণ হইতে পারা যায় না। হাঁটিবার পরে সহজে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ।

সমগুণ।—একন, আরে, বেল, ক্যাল্ক, গ্রাফ, ইগ্নে, লাই, স্পিজি, সিপি।

বিষমগুণ।—একন, গ্রাফ মস্ক।

---

## থ্লাপসি বার্সা প্যাষ্টোরিস—শেঁপার্ডস পার্স।

এই সর্ষপজাতীয় উদ্ভিদ এক্ষণ ক্যাপসেলা বার্সা প্যাষ্টোরিস নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ঔষধার্থে সমগ্র গুল্মের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্তরোধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। ট্রিলিয়ম, হেমেমেলিস ও ক্রোকসের ন্যায় রক্তবহা নাড়ীতে থ্লাপসিয়ার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। মূল অরিষ্ট ও নিম্নক্রমেই এই ঔষধে অধিক উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।—এতদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত নাসিকার অপ্রবল রক্তপাত; রক্তমূত্র; জরায়ুর প্রভূত রক্তস্রাব; জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তাজনিত ঋতু-বিলম্ব; জরায়ুর প্রবল বেদনা, বয়ঃ-সন্ধি সময়ে গর্ভস্রাব বশতঃ জরায়ুর থল্লী, এবং এমন কি জরায়ু-গ্রীবার কর্কটিকা সংযুক্ত জরায়ুর রক্তস্রাব; তিন বৎসর স্থায়ী অতিরজ-রোগ, প্রতি ঋতুতেই অধিক রক্তস্রাব, প্রথম দিন কেবল রক্তের চিহ্ন দর্শন, দ্বিতীয় দিন প্রভূত রক্তপাত, তীব্র উদর-বেদনা, বমন, সংযত রক্তখণ্ড নিঃসরণ; এবং দশ হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব; জরায়ু-গ্রীবার কর্কটিকা জনিত রক্তস্রাব; গর্ভপাতের পরবর্ত্তী রক্তস্রাব;—এই সকল রক্তস্রাব এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে। ডাঃ লিডাম শিথিলা স্ত্রীদিগের ঋতুকালে অত্যধিক রক্তস্রাবে থ্লাপসিয়া ব্যবহারের বিধি দেন। বাস্তবিক ক্ষীণরক্ত ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবেই ইহা উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ডাঃ হেল রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। ডাঃ হানসেন লিখিয়াছেন যে অশ্মরির লক্ষণ সহকারে বৃক্ক হইতে রক্ত-পাত; ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে; প্রদরস্রাব এবং বৃক্ককের প্রস্তরে ও মূত্রের ইউরিক এসিড-দোষে; থ্লাপসি উত্তম ঔষধ। ওভেরির অর্ব্বুদজনিত শোথে, মূত্রের ইষ্টক-চূর্ণের ন্যায় বর্ণ ও অশ্ব-মূত্রের ন্যায় গন্ধ লক্ষণেও ইহা ব্যবহার্য্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।—শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে প্রভূত শৈরিক রক্তস্রাব; রক্ত মলিন ও সংযত। প্রবল থল্লী ও জরায়ুজ উদর-বেদনাসহ; হরিৎপাণ্ডু রোগে; গর্ভ-পাত, গর্ভ-স্রাব বা প্রসবের পরে; ও বিরজ-কালে জরায়ুর ক্যান্সার সহকারে; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (ফস, অষ্ট)। নিয়মিত কালের অনেক পূর্ব্বে অতিশয় অধিক পরিমাণে, অধিক দিন পর্য্যন্ত (আট, দশ, পনর দিন) ঋতু-নিঃসরণ; আস্তে আস্তে উহার আরম্ভ, প্রথম দিন কেবল চিহ্নমাত্র; দ্বিতীয় দিন উদর-বেদনা, বমন ও বড় বড় খণ্ড

সংযুক্ত, রক্তস্রাব; এক পর্য্যায়ের পর অপর পর্য্যায়ে অধিকতর রক্তপাত। জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ রক্তস্রাব অথবা ঋতুর বিলম্ব; উহাতে অবসন্নতা জন্মায়, ঋতুর এক পর্য্যায় না যাইতে যাইতেই অপর পর্য্যায় উপস্থিত হয়। প্রদর,—রক্তাক্ত, মলিনবর্ণ দুর্গন্ধ স্রাব; ঋতুর কয়েক দিন পূর্ব্বে ও পরে উহার উপস্থিতি।

**সমগুণ**।—সিনাপিস, ভাইবারনম, অষ্টিলেগো।

# নাজা—কোব্রা।

নাজা এক প্রকার সর্প-বিষ। ইলাপাইডী জাতীয় এই গোখুর সর্পের বিষ বিষ-গ্রন্থি আকুঞ্চন পূর্ব্বক নিষ্কাশন করিয়া লইয়া সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—ল্যাকেসিস ও অন্যান্য সর্প-বিষের ন্যায় মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে নাজারও প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে, ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ু এবং জিহ্বা ও গলকোষের স্নায়ুই সমধিক আক্রান্ত হয়। এজন্যই শ্বাস-কষ্ট, হৃৎপিণ্ডের গৌরব এবং রক্তের বিসমাসিত ও তরলতর অবস্থা জন্মে; এবং গাত্রের কালিমা, রক্তস্রাব ও অন্যান্য সর্প-বিষের সাধারণ লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

**আময়িক অধিকার**।—শ্বাস-কাস; আক্ষেপিক স্বরঘ্ন; পাণ্ডু; হৃৎশূল; হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ; আমবাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ; স্নায়ু-শূল; হৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডের নিকটে বেদনা সহ বাম ডিম্বাশয়ের স্নায়ু-শূল; হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ; স্নায়বীয় পুরাতন হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ সহকারে সহানুভৌতিক ও ঔপদাহিক কাস; স্বরযন্ত্রের আক্রান্ততা, ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা সংযুক্ত, ল্যাকেসিসের অনুরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট, ডিপথিরিয়া; ক্ষত; প্রথমাবস্থা অতিক্রমের আরম্ভ, আক্রান্ত স্থানের শুষ্কতা, শয়নকালে বা নিদ্রান্তে শ্বাস-রোধের আক্রমণ, ও শ্বাস-কাসের লক্ষণ সংযুক্ত, হে-ফিভার (ওষধিগন্ধজজ্বর); জলাতঙ্ক; পার্পিউরা;—এই সকল রোগে নাজা ব্যবহৃত হয়। ল্যাকেসিস প্রয়োগোপযোগী অবস্থায় নাজাও ব্যবস্থেয় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ল্যাকেসিসের ন্যায় সাধারণতঃ তত ব্যবহৃত হয় না।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**হৃদ্রোগ**।—ডাঃ রসেল বিবেচনা করেন যে আমবাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহে; এবং তৎপরবর্ত্তী হৃৎকপাটের বিধান-বিকারে; আকস্মিক প্রবল দপদপ ও হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণের শব্দ লক্ষণে নাজা অতিশয় উপকারী। হৃদ্রোগে উপদাহকর সহানুভৌতিক কাসই তিনি এই ঔষধের বিশেষ* প্রয়োগ-লক্ষণ মনে করেন। **ডিপথিরিয়া**।—এইরোগে রোগীর হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা; গাত্রের নীলবর্ণ; নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইলে

খাবিখাওয়া; নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা ও সপর্য্যায় দোষ লক্ষণে ডাঃ প্রেষ্টন নাজা ব্যবহারে অতিশয় সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে স্বরযন্ত্র আক্রমিত হইলে; এবং রোগী গল-রোধ অনুভব করিয়া হস্তদ্বারা গল-দেশ ধারণ করিলে; তাহার মুখ-গহ্বর মলিন আরক্ত; শ্বাসে দুর্গন্ধ; হ্রস্ব, স্বরভঙ্গবিশিষ্ট কাস; এবং তৎসহকারে স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগে অবদরণ অনুভব লক্ষণ থাকিলে নাজা ব্যবহারে উপকার দর্শে। **সবিরামজ্বর**।—ডাঃ মার্সী বলেন যে, স্বল্পবিরাম জ্বরের পরবর্ত্তী সবিরাম জ্বরে নাজার তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ সেবনে কাহারও কাহারও বিলক্ষণ উপকার জন্মে। **হৃদ্‌শূল**।—গল রোধানুভব ও কথা বলিতে অশক্তি; স্নায়বীয় পুরাতন হৃৎকম্প; পুরাতন হৃদ্‌বৃদ্ধি ও হৃদ্‌কপাটের রোগ; শকটারোহণের পর অতিশয় হৃদ্বেদনা ও বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সেই বেদনার সংপ্রসারণ; নিঃশ্বাসগ্রহণে বেদনার ব্যতিক্রম-বিহীনতা;—এই সকল লক্ষণে হৃদ্‌শূলরোগে নাজা ব্যবস্থেয়। **ক্রুপ**।—আক্ষেপিক ক্রুপ রোগে গাঢ় শ্লেষ্মায় স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর সংরোধ, কাসিয়া কষ্টে সেই শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে অবদরণ অথবা কেশাবস্থিতি অনুভব, তজ্জন্য কণ্ডূয়ন, কাস ও স্বরভঙ্গ; অবশেষে খানিকটা দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; আয়াসিত শ্বাস; এবং কতিপয় ঘটিকা নিঃশ্বাসগ্রহণার্থে মুখবিকশিত করিয়া রাখা;—এই সকল লক্ষণে নাজা ব্যবহৃত হয়। **উন্মাদ**।—আফ্রিকা নিবাসী এক ব্যক্তি এই সর্প ধরিতে চেষ্টা করাতে দংশিত হয়। তাহার শরীর স্ফীত হইয়া উঠে, প্রলাপ জন্মে, ও বাঁচিবার আশা থাকে না; অবশেষে সে আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার হৃৎপিণ্ডে অতিশয় যাতনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কিছুকাল পরে একদিন সে কুঠার হস্তে কাষ্ঠ ছেদন করিতে যায়, সহসা সে সেই কুঠার দ্বারা আপনার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। সে পাগল হইয়াছিল। অতএব নাজা আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদ জন্মায়। সুতরাং অবাস্তবিক বিপদ বিষয়িণী চিন্তা; ভয়ঙ্কর স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রান্তে অতীব শিরোবেদনা, ও হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়; মুখ-গহ্বরের অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিশোষ; গল-রোধ অনুভব সহকারে গল-দেশ ধারণ, ও মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ লক্ষণান্বিত আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **অন্যান্যরোগ**।—গল-নলীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন; ডিম্বাশয়ের অনিশ্চিত বেদনা, বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে প্রবল থল্লীবৎ বেদনা; পৃষ্টবংশের বেদনা ও হৃৎকম্প সম্বলিত, এবং জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিকারজনিত বিষণ্ণতাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া; এবং ওলাউঠার পতনাবস্থায় শ্বাস-কষ্টবিহীন শ্বাস-কৃচ্ছ্রে নাজার ব্যবহার আছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—০ আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদ (অর, নক্স)। প্রলাপ। বিমর্ষতা ও গম্ভীরতা, অস্থির-প্রতিজ্ঞতা, বিবাদ-বায়; কল্পিত অপকার ও দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবনা

সহকারে বিবমিষা। আমাশয়ে জ্বালা অনুভব। ০ বিবমিষা ও ক্ষুধামান্দ্যসহ আমাশয়ে শুরু স্পন্দন। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও উদ্গার সহ বিবমিষা। আমাশয় ও উদরে দুর্ব্বলতা অনুভব। মন্দ আস্বাদ ও মুখ-শোষ সহ আমাশয়ে পূর্ণতা ও গৌরব। মল-প্রবৃত্তি সহ মুখ-মধ্য, গল-মধ্য ও আমাশয়ে জ্বালা ও যন্ত্রণা। উদর ও মল।—পেটডাকা সহ পেটকামড়ানি। সরলান্ত্রে নিম্নাভিমুখে প্রচাপক বেদনা ও মল-নিঃসরণ, মলদ্বারে টাটানি; নাভীপ্রদেশে কামড়ানি সহ কুন্থন। অন্ত্রের পূর্ণতা, ও অস্বচ্ছন্দতা সহ মল-বেগ। মল-ত্যাগকালে উদরের বেদনার অধিকতর তীব্রতা। অন্ত্রে অনবরত পুটপাট। বায়ুদ্বারা উদরের স্ফীততা, এবং প্রভূত মলিন ও পৈত্তিক মলনিঃসরণে উহার শান্তি। মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু কয়েক খণ্ড আম ব্যতীত আর কিছু নির্গত হয় না, এবং মলদ্বার টাটান। ০ সরলান্ত্রে জ্বালা সহ পাতলা স্বল্প মল। ০ নাভীপ্রদেশে কামড়ানি সহ পাতলা, স্বল্প ও আমময় মল নিঃসরণ। * কুন্থন ও জ্বালা সহ পাতলা, পৈত্তিক, অধিক মলস্রাব। ০ দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ সহ মলিন, হরিৎ, পাতলা, প্রভূত অতি দুর্গন্ধময় মলস্রাব। ০ স্বাভাবিক রকম গাঢ় মলিনবর্ণ প্রচুর মল। সরলান্ত্রে প্রচাপন সহ কঠিন শুষ্ক স্বল্প মল। ০ সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতসংযুক্ত রক্তামাশয়। ০ পৈত্তিক বিশৃঙ্খলা। * অতিশয় দুর্ব্বলতা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা সংযুক্ত অতিসার। মূত্র।—স্বল্পও আরক্ত, অথবা পাণ্ডুর মূত্র; মূত্রাশয়-প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগে প্রবৃত্তি। জননেন্দ্রিয়।—শক্তির লাঘবসহ সায়াহ্নে ও রাত্রিতে বিবর্দ্ধিত সঙ্গম-প্রবৃত্তি। বক্ষঃস্থল।—বুকে ও পিঠে সূচী-বেধ। বক্ষঃস্থলে কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট আরক্ত সূক্ষ্ম উদ্ভেদ। বুকে ও পিঠে ঘৃষ্টবৎ অনুভব। বক্ষঃস্থলের কেন্দ্র হইতে উদরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সঞ্চরমান বেদনা। বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগে অবরোধ অনুভব। পৃষ্ঠ।—তন্দ্রালুতা ও আলস্য সহ কটিতে অতীব্র বেদনা। নিতম্বদেশে স্পর্শ-দ্বেষ, সম্মুখদিকে বা পার্শ্বে অবনত হইলে উহার আধিক্য। ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হাতে ও বাহুতে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন অনুভব। তরল মলস্রাবান্তে হস্তদ্বয়ের শীতলতা। নিম্নাঙ্গ।—জঙ্ঘায় দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি অনুভব। জঙ্ঘায় ও উরুতে কণ্ডূয়ন; পদদ্বয়ে জ্বালা। তরল মলস্রাবের পর পদদ্বয়ের শীতলতা। ত্বক্।—মস্তক, জঙ্ঘা ও পদের কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে বা ঘর্ষণ করিলে উহার বৃদ্ধি। প্রধানতঃ রাত্রিতে পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, ও পদের চর্ম্মে কণ্ডূয়নের আবেশ। স্তনে কণ্ডূয়নবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্ত উদ্ভেদ। ত্বকে আঠাআঠা বহুল ঘর্ম্ম। জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে কণ্ডূয়ন। জ্বর।—ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ, তৎপরে ঘর্ম্ম। শীতানুভব, অনন্তর ক্ষণস্থায়ী তাপাবেশ। মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চয়। একবার উত্তাপ একবার শীত, তৎপরে শীতল ঘর্ম্ম। পৈত্তিক স্বল্প-বিরামজ্বর, এবং আনুষঙ্গিক আমাশয়িক ও আন্ত্রিক লক্ষণের বিদ্যমানতা। নিদ্রা।—অতিশয় নিদ্রালুতা, ও ঘর্ম্ম স্রাব-প্রবণতা। মানসিক ও শারীরিক নিশ্চেষ্টতা সহ অতিশয় নিদ্রা-প্রবৃত্তি। বিবমিষাদি সহ জড়তা ও নিদ্রালুতা অনুভব। মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মৃদু মৃদু বেদনা সহ দিবাভাগে নিদ্রালুতা

ও দুর্ব্বলতা। বিশেষ লক্ষণ।—প্রাতে জাগরণ ও উত্থানান্তে দুর্ব্বলতা। আহার-কালে আমাশয়-গহ্বরে বেদনা, তৎসহ বায়ুজন্য উদরের স্ফীততা। আহারের অব্যবহিত পরে পাতলা, বায়ুসংযুক্ত মলিন মলত্যাগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের উপশম। উদরে কুন্থনবৎ বেদনাসহ পূর্ব্বাহ্ন পাঁচটার সময় মল-বেগ। মল-দ্বারে জ্বালা। মলিন, পাতলা, অতিদুর্গন্ধ, পৈত্তিক মল। শীতলতা, অনন্তর উত্তাপাবেশ ও ঘর্ম্ম।

সমগুণ।—চায়না, হাইড্রাষ্টিস, ইউপ-পার্ফো, নক্সভমিকা,।

# কর্ণস ফ্লোরিডা।

কর্ণস ফ্লোরিডা আমেরিকার অরণ্যজাত একপ্রকার সুন্দর ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইংরেজীতে সচরাচর ইহাকে ডগউড বলে। ইহার সরস বল্কল হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

কর্ণস ফ্লোরিডার বল্কল অতিশয় তিক্ত। আমেরিকার সামান্য লোকেরা ইহা বলকর স্বরূপ ব্যবহার করে এবং কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সবিরাম জ্বরেও প্রয়োগ করিয়া থাকে। অধিক মাত্রায় কর্ণস সেবনে মস্তকে পূর্ণতা, কিঞ্চিৎ বেদনা, দ্রুতনাড়ী, ও আমাশয়িক উপদাহ জন্মে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—ম্যালেরিয়া জনিত ও কুইনাইন অপব্যবহৃত দুঃসাধ্য সবিরাম জ্বরে জ্বরাক্রমণের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে নিদ্রালুতা, শিরোগৌরব, মৃদু মৃদু শিরোবেদনা জ্বরের আবেশকালে বিবমিষা, বমন, এবং কখন কখন বা জলবৎ বা পৈত্তিক অতিসার; শীতাবস্থায় শীত, ও আঠাআঠা ত্বক; তাপাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া, ও তৎসহ দপদপা। সুপ্তি, বুদ্ধি-বিশৃঙ্খলা, এবং বমন; এই সকল লক্ষণে বিরামকালে এই ঔষধের মাদার টিঞ্চার পাঁচ বা দশবিন্দু মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর; এবং জ্বরকালে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রম প্রতিঘণ্টায় ব্যবহার করিলে এতদ্দ্বারা সাধারণতঃ আরোগ্য জন্মে। অগ্নিমান্দ্য।—প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য রোগে মুখে "অম্ল জল উঠা" প্রধান লক্ষণ হইলে কলম্ব, চিলোন, চায়না, ও নক্সভমিকার ন্যায় এই ঔষধেও অতি সুন্দর উপকার দর্শে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে পূর্ণতা ও বেদনা অনুভব, তৎসহ আমাশয়িক বিশৃঙ্খলা। দ্রুত-নাড়ী ও অন্ত্রে প্রবল বেদনা সহ তীব্র শিরোবেদনা। অবিরত নিদ্রা-প্রবৃত্তি সহ মস্তকের পূর্ণতা। আমাশয়।—বিবমিষা, বমন, আমাশয়ে বেদনা, তৎসহ শিরঃপীড়া। ০ মুখে অম্ল জলোদ্গম; কষ্টে ও ধীরে ধীরে পরিপাক। উদর।—বিরেচন সহ অন্ত্রে প্রবল

বেদনা। **জ্বর।**—গাত্র-তাপের আধিক্য, উষ্ণ ঘর্ম্ম, মস্তকে পূর্ণতা। ০ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কয়েকদিন নিদ্রালুতা; ধীরে ধীরে ভাবোদয়; মৃদু মৃদু ভারবৎ শিরঃপীড়া; বিবমিষা, বমন, ক্ষুধাহীনতা; কখন কখন পৈত্তিক বা জলবৎ অতিসার; শীতল আঠাআঠা ত্বক্‌বিশিষ্ট শীত; বিবমিষা, বমন ও অন্ত্রের প্রবল বেদনা; প্রবল শিরোবেদনা সহ তাপ; উত্তপ্ত অথচ আর্দ্র গাত্রত্বক্; সুপ্তি; মস্তকের পূর্ণতা; দ্রুত ও কঠিন নাড়ী; বুদ্ধিবৃত্তির বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি।

# কসমোলিন।

পরিষ্কৃত, পরিস্রুত, ও ঘনীভূত পেট্রোলিয়মকে কসমোলিন বলে। সাধারণতঃ ইহার বাহ্যপ্রয়োগ হয়। কসমোলিনের তৃতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ সেবন করাইয়া ডাঃ ম্যাক ফার্লন এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে সকল পরীক্ষাকারীরই ক্ষুধামান্দ্য; উদরোর্দ্ধদেশে অস্বচ্ছন্দতা ও যাতনা; উদ্গার, মুখে অম্লজলোত্থান, ও উদরাময়ের সম্ভাবনা; কাহারও কাহারও জলবৎ, দুর্গন্ধি অতিসার; অতিশয় উদাসীনতা ও শ্রান্তি; এবং পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রস্রাব লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অপিচ, চর্ম্মের পরিশুষ্কতা, কণ্ডূয়ন, ও যৎসামান্য নখঘর্ষণে ফুলিয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণও উৎপন্ন হইয়াছিল। কসমোলিন শীতপিত্ত, পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক যে-সকল চর্ম্মরোগে চর্ম্মের পরিশুষ্কতা ও উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে তাহাতে এতদ্দ্বারা স্নিগ্ধতা ও অনেক সময় আরোগ্য জন্মে। ডাঃ হেল বলেন যে এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগে তিনি দশ দিবসে দুইজন উৎকট হার্পিস জোষ্টারের ( দদ্রুবিশেষ ) রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। পামা ( একজিমা ) রোগে কসমোলিন আশ্চর্য্য ঔষধ। সকল জাতীয় পামায়ই ইহা অত্যন্ত উপকারী। উচ্চশক্তির পেট্রোলিয়মও ঈদৃশ ফলপ্রদ। কসমোলিন স্থানিক প্রয়োগ করিলে পামায় জ্বালাযন্ত্রণা ও কণ্ডূয়ন দূর হয়। কেবল যে চর্ম্মরোগেই ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয় এমন নহে কিন্তু অগ্নিদাহ, ফোস্কা, কাটা ঘা, ঘর্ষণ, মচকান; বাত, ও অর্শাদিতেও কসমোলিন ব্যবহৃত হয়। একভাগ অরিষ্টে, দশভাগ কসমোলিন মিশ্রিত করিয়া আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, হেমেমেলিস, হাইড্রাষ্টিস প্রভৃতির মলম প্রস্তুত হয়। ষাইট গ্রেণ কার্ব্বলিক এসিড এক আউন্স কসমোলিনে মিশ্রিত করিয়া কার্ব্বলেটেড কসমোলিন প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় উগ্র। পুরাতন ও নিস্তেজ চর্ম্ম-রোগ ভিন্ন এরূপ উগ্র কার্ব্বলেটেড কসমোলিন ব্যবহৃত হয় না। এই প্রথম দশমিক শক্তির মলমের একড্রাম আবার এক আউন্স কসমোলিনে মিশাইয়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## কার্ডিউয়স মেরিএনস—ব্লেসেড থিস্‌ল।

এই ওষধি দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে। ইহার সুপক্ক বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—যকৃতে ও যকৃদ্দ্বারের শিরায় এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ ইহার সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায় বলিয়া বোধ হয়।

**অধিকার।**—যকৃদ্রোগ; পাণ্ডু; গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমন; পিত্ত-শিলা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**যকৃদ্রোগ।**—কার্ডিউয়স চিত্তের অবসাদ; ভ্রমি; কপালে, চক্ষুর উপরে ও শঙ্খদ্বয়ে মৃদু গৌরব সংযুক্ত বেদনা; চিন্তার বিশৃঙ্খলা; মুখে তিক্ত আস্বাদ, বিবমিষা, মুখ-প্রসেক, উদ্গার, উদরের স্ফীততা, বমনোদ্যম, অম্ল হরিৎ পদার্থ বমন, এবং অপর অনেক গুলি পিত্ত-লক্ষণ উৎপন্ন করে। ডাঃ লিডবেক বলেন যে এই ঔষধে নিশ্চয়ই এই সকল লক্ষণ দুরীকৃত হয়। যকৃতের স্ফীততায় ও ব্যথিততায়ও কার্ডিউয়স উপকারী। এতদ্দ্বারা বায়ুনলীভুজের উপদাহ সংযুক্ত যকৃতের বিবৃদ্ধিও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। যকৃতে বেদনা, ও তৎসহ পায়ের শোথ; স্বল্প ও সমুজ্জ্বল মূত্র, এবং শ্বাস ইহার লক্ষণ। সুতরাং যকৃতের পীড়াজনিত শোথে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। ডাঃ মার্সী বলেন যে যকৃতে কার্ডিউয়সের অব্যবহিত ক্রিয়া দর্শে এবং ইহার প্রথম দশমিক ক্রম সেবনে যকৃতের স্ফীততা, স্পর্শ-দ্বেষ, ও কঠিনতা দুরীকৃত হয়।

**বমন।**—গর্ভবতীদিগের প্রাতঃকালীন বমনে, ভুক্তদ্রব্য সমস্তদিন অজীর্ণ অবস্থায় থাকিলে ডাঃ লিডবেক এই ঔষধে উপকার জন্মে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

**পিত্তশিলা**—পাণ্ডু, আমাশয়ে বেদনা, পিত্তবমন ইত্যাদি লক্ষণান্বিত পিত্তশিলাগ্রস্ত দুইজন রোগী কার্ডিউয়সের অর্দ্ধ আউন্স অরিষ্ট এক পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। একজন রোগীর পিত্তকোষের বেদনা ও স্ফীততাও এই ঔষধে সত্বর দুরীকৃত হইয়াছিল।

**পাণ্ডুরোগ।**—অতীব্র শিরোবেদনা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, জিহ্বার মধ্যভাগে শুভ্রতা এবং প্রান্ত ও অগ্রভাগে আরক্ততা; বিবমিষা ও অম্ল, হরিৎ তরল পদার্থ বমন; পৈত্তিক মল, স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ মূত্র; এবং যকৃদ্দেশে অস্বচ্ছন্দতা জনক একপ্রকার পূর্ণতা;—এই সকল লক্ষণে পাণ্ডুরোগে কার্ডিউয়স ব্যবহৃত হয়। যাহারা খনি খনন করে তাহাদের যকৃতের পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ পাণ্ডুরোগে ও কখন কখন শ্বাস-কাসে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

**রজোনিবৃত্তি।**—ডাঃ রিল রজোনিবৃত্তিকালের পীড়ায়, যথা, যকৃদ্রোগের সহিত সংসৃষ্ট অর্দ্ধশিরোবেদনা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, শ্বেতপ্রদর, ও শ্বাস প্রভৃতি রোগে এই

( নক্স, ইগ্নে ) অতিশয় বিস্মৃতি ; বিমনস্কতা ( এনা, এপি, কারল, নক্স-ভ, ক্স এসি )। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিহীনতা ; সংজ্ঞাশূন্যতা।

**মস্তক**।—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা ও জড়তা। সম্মুখভাগে অপ্রখর শিরঃপীড়া। শঙ্খদ্বয়ে দপ দপ ও বেদনা। মস্তকে উত্তাপ ও রক্ত-সঞ্চয়।

**চক্ষু**।—চক্ষুর স্থিরতা ও একদৃষ্টি ( * বেল, ষ্ট্রাম ) ; বিস্তৃত বিকাশ ও আলোক-জ্ঞান পরিশূন্যতা ( * ওপি, হাইও * ষ্ট্রাম )। অক্ষিপুটের গৌরব ( কোনা, জেল, ন্যাট-কার্ব্ব )। দৃষ্টিজ্ঞানের বিলোপ।

**নাসিকা**।—পাতলা, বিদাহি স্রাব ; এবং নাসিকার স্পর্শ-দ্বেষ, উত্তাপ ও স্ফীততা বিশিষ্ট উগ্র প্রতিশ্যায়।

**মুখমণ্ডল**।—পাণ্ডুর সূক্ষ্ম কদাকার ; হরিতাভ পীতবর্ণ ; * সীস-বর্ণ ; মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে স্নায়বীয় বেদনা, কখন কখন উহার চক্ষে ও শঙ্খস্থলে গতি। শুষ্ক ঝলসান ও বিদারিত ( আর্স, ল্যাক ) ; উত্তপ্ত ও ক্ষত সংযুক্ত ; ওষ্ঠ। হনুদ্বয়ের সুদৃঢ় সংলগ্নতা ( সিকু, ইগ্নে, হাইও, লরো, * নক্স )।

**মুখ-মধ্য**।—বিস্তৃত বিকসিত মুখ-বিবর ; শীতল জিহ্বা ( ক্যাম্ফ )। চর্ব্বণকর দন্ত-বেদনা ; দন্ত-মূলের উত্তপ্ততা, স্ফীততা ও স্পর্শে ব্যথিততা। জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ ; জিহ্বার শুভ্রতা ,শুষ্কতা, পিপাসাহীনতা ( নক্স-ম )। জিহ্বার বল্গায় ক্ষত। মুখের অতিশয় পরিশুষ্কতা, ( আর্স, ব্রাই, নক্স-ম ) মুখে ফেণা নিঃসরণ ( সিকু, ককু, কুপ, লরো, )। বিরস, তিক্ত, অম্ল, ধাতব আস্বাদ ( ককু, ইস্ক, মার্ক, )। বাক্‌রোধ ( ডল, কষ্ট, জেল, হাইও, লরো )।

**গল-মধ্য**।—গলায় অধিক শ্লেষ্মা। গলায় চাপ ও অবরোধ। গলায় খরস্পর্শতা ও অবদরণ। গল-রোধ অনুভব সহকারে গলা ধারণ ( এক, আইও )। গলমধ্য ও গল-গহ্বরের পরিশুষ্কতা ও আকুঞ্চন। গলার বাম পার্শ্বে স্পর্শ-দ্বেষ ও কণ্টক-বেধন। গলনলীর সংবৃতি ; আয়াস-সাধ্য বা অসাধ্য নিগীরণ। গল-গহ্বরের মলিন-লোহিত বর্ণ ( * এই-ল্যান্থ, ব্যাপ্ট, ফাইটো )।

**আমাশয়**।—ক্ষুধা-হীনতা। মদিরাদি উত্তেজক দ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু উহাতে অসুখ বৃদ্ধি পায়। উদ্গার ; বুক-জ্বালা, শ্রান্তি অনুভবসহ বিবমিষা ; বমন। আমাশয়ে অপরিপাকবৎ অস্বচ্ছন্দতা ; আহারান্তে প্রস্তর চাপানুভব ( * আর্স, * ব্রাই, * নক্স, * পল )।

**উদর**।—উদরে কাটুনি, কামড়ানি, ও মোচড়ানির ন্যায় বেদনা। পেট-ডাকা ও পেট-বেদনা সহকারে অধিক পেট-ফাঁপা।

**মল**।—সহসা মল-বেগ। পৈত্তিক অতিসার। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা ও চাপ। মূত্র হইতে শ্লেষ্মা মিশ্রিত লোহিতবর্ণ অধঃক্ষেপ পতন।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং) বিবর্দ্ধিত সম্ভোগ-প্রবৃত্তি। স্বপ্ন-দোষ। (স্ত্রী)—বাম ডিম্বাশয়ে থালধরার ন্যায় বেদনা। পাতলা, ঈষৎশুভ্র প্রদর। দুগ্ধস্রাবের হ্রাসপ্রাপ্তি।

শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে অশিথিলতা ও পূর্ণতা সহকারে কাস। স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে উপদাহ ও সুড়সুড়ি। স্বরভঙ্গ; হ্রস্ব, ভগ্ন কাস। শুষ্ক, থক্থক্ কাস; রক্তনিষ্ঠীবন (এক, ফির, হেমে)। অতি ধীর, অগভীর ও প্রায় অননুভবনীয়; এবং আয়াসিত ও কষ্টকর শ্বাস; মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাসত্যাগ। বক্ষঃস্থলে অস্বচ্ছন্দতা এবং অতীব্র, গুরু বেদনা। কর্ত্তনবৎ বেদনা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার আতিশয্য (* ব্রাই)। শ্বাস-কাস জনিত বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন; তৎপরে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে অবসাদ ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের শ্রুতমান স্পন্দন (* স্পিজি)। নাড়ীর সঞ্চলন-কাল ও বলের ধীরতা ও অনিয়মিততা (* ডিজি); দুর্ব্বল ও সূত্রবৎ; অপ্রাপ্য-প্রায় নাড়ী (এক, আর্স)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠে আমবাতিক বেদনা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা। জঘনে অবিরাম বেদনা। কটিতে তরুণ চর্ব্বণকর বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গে সহসা শক্তির অবসাদন। অঙ্গে আমবাতিক বেদনা।

দেহ।—আলস্য; শ্রান্তি, নিশ্চেষ্টতা। ০ শারীরিক যন্ত্রগুলি, বিশেষতঃ ডিম্বাশয় ও হৃৎপিণ্ড একত্র আকৃষ্ট অনুভূত হয়। মানসিক ও শারীরিক শক্তি উভয়েরই অবসাদন। উত্তেজক দ্রব্য সেবনে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি; বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে উপশম প্রাপ্তি।

ত্বক।—চর্ম্মে কীটচারণা, কণ্ডূয়ন, ও সুড়সুড়ি অনুভব। চর্ম্মের স্ফীততা, বিচিত্র চিহ্ন, মলিন বেগুণি সীসবর্ণ। প্রদাহিত ভূমিতে বড় বড় অপচ্যমান উদ্ভেদ। প্রদাহিত ভূমিতে অতিশয় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র ফোস্কা। ০ গ্যাংগ্রীণ।

নিদ্রা।—জৃম্ভণ; অতিশয় নিদ্রালুতা। অস্থির, উপদ্রুত নিদ্রা। সুস্পষ্ট স্বপ্ন।

জ্বর।—শীতল ও পতনাবস্থাপন্ন শরীর (কার্ব্বো, ক্যাম্ফ)। শরীর-শাখার অতিশয় শীতলতা; পদদ্বয়ের বরফের ন্যায় শীতলতা, (টাবে)। মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা, উত্তাপ ও সজ্বরতা অনুভব। বিমুক্ত ঘর্ম্ম।

সমগুণ।—* এপিস, * আর্স, ক্যাক্ট, ক্রোট, হিপ, * ল্যাক, মার্ক, নাই-এসি, ফস্, রুস, সল, স্পিজি,।

বিষমগুণ।—উত্তাপ, মদিরা, লবণ।

# নুফার লুটিয়ম—ইয়্যালো পণ্ড-লিলি।

নুফার লুটিয়ম ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—অন্ত্র-প্রণালীর নিম্ন-ভাগে এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ে নুফার লুটিয়মের প্রধান ক্রিয়া দর্শে।

আময়িক অধিকার।—প্রাতঃকালের অতিসার; অন্ত্র ও স্থূলান্ত্রের পুরাতন প্রদাহ; ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য; পুংশক্তিহীনতা; ও শুক্রমেহ রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অতিসার।—সিকাগো নগরের ডাঃ শিপম্যান বলেন যে তিনি দশ বৎসর যাবৎ বেদনা শূন্য প্রাতঃকালীন অতিসারে কৃতকার্য্যতার সহিত নুফার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এডেনবারা নগরের ডাঃ ব্লেকি বলেন যে এই ঔষধের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারে কয়েকজন রোগীর অল্প বেদনা সংযুক্ত প্রাতঃকালীন অতিসার আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ডাঃ লিলিয়ান্থাল বলেন যে অতিসারে, বিশেষতঃ চারিটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত প্রত্যূষকালের অতিসারে; তরল, ঈষৎ পীতবর্ণ, দুর্গন্ধময় মলস্রাবে; জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট পুরাতন প্রাতঃকালীন অতিসারে; মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা-যন্ত্রণা; আরক্ত ও পরিচ্ছন্ন জিহ্বা, পাণ্ডুর বা পীতবর্ণ মুখমণ্ডল; ক্ষুধাহীনতা; এবং অবসন্নতা লক্ষণে নুফার লুটিয়া ব্যবস্থেয়। অন্ত্র-প্রদাহ।—ডাঃ পিটেট বলেন যে ক্ষুদ্রান্ত্র ও অন্ধান্ত্রের তরুণ বা পুরাতন প্রদাহে (এণ্টারো-কোলাইটিস) প্রত্যূষে রোগের লক্ষণ বর্দ্ধিত হইলে এবং সাধারণতঃ জননেন্দ্রিয়ের শক্তির ক্ষীণতা থাকিলে নুফার উপযোগী। মূত্র-রোগ।—ডাঃ মার্সী বলেন যে মূত্রে আরক্ত রেণু, অধঃক্ষেপ (তলানি) জন্মিলে ও উহা আধার-পাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে; এবং ক্ষীণ ও বেদনাবিশিষ্ট লিঙ্গোদ্রেক সহকারে দক্ষিণ অণ্ডের বেদনা লক্ষণে নুফার ব্যবহৃত হয়। শুক্র-মেহ।—* সম্ভোগ-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি অশ্লীল কল্পনায়ও উপস্থের অনুদ্রেক, নিদ্রাকালে এবং মল ও মূত্রত্যাগ সময়ে অনিচ্ছায় শুক্রপাত লক্ষণাপন্ন জনন-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা জনিত শুক্রমেহে এই ঔষধ ফল প্রদ।

চিকিৎসিতরোগী।—(১) টাইফয়েড জ্বর হইতে আরোগ্যোন্মুখ একব্যক্তির স্বপ্নদোষবশতঃ দুর্ব্বলতার আধিক্য হওয়াতে প্রতিদিন সায়াহ্নে ষষ্ঠ শক্তির নুফার এক এক মাত্রা সেবনে কয়েক দিবসের মধ্যে স্বপ্নে শুক্রপাত রুদ্ধ হইয়াছিল। (২) এক ব্যক্তির নয়বৎসর যাবৎ শুক্রমেহের পীড়া ছিল। তাহার স্বপ্নে, মলত্যাগকালে, ও প্রস্রাব করিবার সময় অনিচ্ছায় উপস্থের সম্পূর্ণ অনুদ্রেক সহকারে শুক্রপাত হইত। সে পাণ্ডুর ও ক্ষীণ ছিল এবং কয়েক মাস এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ওপিয়ম প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত

হইয়াছিল। ডাঃ পিটেট তাহাকে সুফার সেবন করিতে দেন। প্রথমদিন সন্ধ্যাকালে তাহার মত্ততার ন্যায় শিরোঘূর্ণন সংযুক্ত শিরঃপীড়া জন্মে এবং তৎসহকারে স্পর্শ-দ্বেষ, বিবমিষা; মুখের তিক্ততা, উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বশরীর গদাঘাতিতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। এই ঘৃষ্টবৎ বেদনার সহিত সুফার জনিত, প্রতি পদবিক্ষেপে বিবর্দ্ধিত মস্তকের ও বক্ষঃস্থলের ঘৃষ্টবৎ বেদনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এইরোগী প্রতিদিন দুইবার করিয়া সুফার সেবন করিত, কিন্তু সায়াহ্নে পূর্ব্বসেবিত অহিফেণ জনিত মত্ততার ন্যায় তাহার শিরোগৌরব, শিরোঘূর্ণন, ও মুখের তিক্তাস্বাদ জন্মিত। একমাস পর্য্যন্ত সে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুইবার সুফার সেবন করে, তাহাতে তাহার পাণ্ডুরতা দূরীকৃত, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত, জীর্ণ-শক্তি বিবর্দ্ধিত, শুক্রক্ষরণ স্থগিত, উপস্থের উদ্গম প্রত্যাবৃত্ত ও সঙ্গম-প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয়; এবং চিকিৎসার ত্রিংশ দিবস অতীত না হইতে হইতেই শ্রান্তি ব্যতীত সম্যক সংসর্গের সামর্থ্য জন্মে। (৩) ২৮ বৎসর বয়স্ক একজন যুবকের তিনমাস পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন অতিসার ছিল। পাঁচটার প্রাক্কালে তাহাকে উঠিয়া কয়েকবার বহির্দ্দেশে যাইতে হইত; উদরে কখনও কোন প্রকার বেদনা ছিল না। একপক্ষ পর্য্যন্ত ব্রাইওনিয়া ও সিপিয়া ব্যবহারে কোন ফল দর্শিয়াছিল না। অতিসারের প্রকৃতি পূর্ব্বরূপই ছিল, যৎসামান্য আহার-দোষে উহা বর্দ্ধিত হইত। সুফার প্রয়োগে এই রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। (৪) একুশ বৎসর বয়স্ক একজন সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের উদর-বেদনা সংযুক্ত প্রাতঃকালীন অতিসার হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ন চারিটা হইতে ছয়টার মধ্যে তাহার দুই তিনবার এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে একবার দাস্ত হইত। আটদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা ছিল। একদিন রাত্রিতে একমাত্রা সুফার সেবনে তাহার অতিসারের শান্তি জন্মিয়াছিল। (৫) তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন বাদকের তিনবৎসর যাবৎ ক্ষুদ্রান্ত্র ও অন্ধান্ত্রের প্রদাহ রোগ ছিল। অমিতাহার, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা ও সাংসারিক আপদবিপদ বশতঃ তাহার এই রোগ জন্মিয়াছিল। অনেক প্রকার চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া সে ডাঃ পেটিটের নিকট উপস্থিত হয়। তখন তাহার উত্তম, কখন কখন বা অধিক ক্ষুধা, পুনঃ পুনঃ বিদাহী উদ্গার; প্রতি রাত্রিতে উদর-বেদনা ও অন্ত্র-কূজন; পূর্ব্বাহ্ন পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত কয়েকবার তরল বা কোমল, পীতাভ, অম্ল বা দুর্গন্ধি মলস্রাব; অত্যল্প অমিতাচারে উপসর্গ আতিশয্য ও দুই একদিবস শয্যাশায়িতা; ভগ্ননিদ্রা; করতলে উত্তাপ; দ্রুতনাড়ী; সময়ে সময়ে বাম বৃক্কপ্রদেশে মৃদু বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ;—এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। সুফারের প্রথম কয়েক মাত্রা সেবনেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিকিৎসা অপেক্ষা তাহার অধিক উপকার দর্শে এবং দুই মাসে সে আরোগ্যলাভ করে। (৬) তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন মণিকারের একপক্ষ যাবৎ অতিসার ছিল। পূর্ব্বাহ্ন পাঁচটা-ছয়টার সময় তাহার কয়েকবার বিরেচন হইত। উদরে বেদনা ছিল না, মলদ্বারে একপ্রকার জ্বালা অনুভূত হইত এবং

সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা ছিল। সুফার ব্যবহারে দুই দিবসেই তাহার অতিসার অবরুদ্ধ হয়। (৭) সাইত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন লোক তিন মাস যাবৎ পীড়িত ছিল। তাহার জিহ্বা শুভ্র, মুখ আঠাআঠা, আমাশয়ে একপ্রকার কষ্টকর দুর্ব্বলতা অনুভব, পরিপাক-ক্রিয়ার ক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। এই রোগীর একপ্রকার আধ্মান-শূল ও ছিল। প্রধানতঃ অতি প্রত্যুষে এই উদর বেদনা উপস্থিত হইত ও তৎসহকারে তরল বা কোমল, অম্ল-গন্ধ মল বিরেচিত হইত। কয়েক বৎসর তাহার জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারও বিশৃঙ্খলা ছিল; মধ্যে মধ্যে "স্বপ্ন দোষ" হইত; সর্ব্বদা মুষ্ক ও মুলাধারে কণ্ডূয়ন জন্মিত; সংসর্গের প্রবৃত্তি বড় একটা ছিল না, উদ্রেকের ক্ষীণতা ও অল্পতা ছিল; স্ত্রীসংসর্গের পরদিন অতিসার, উদর-বেদনা, পরিপাকের উপদ্রব, ও সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা সকলই বৃদ্ধি পাইত। ডাঃ পিটেট এই রোগীকে সুফার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আটদিন পরে জানা গিয়াছিল যে সে ভাল হইয়াছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক**।—কপালে ও শঙ্খস্থলে প্রচাপনী শিরোবেদনা, বিমুক্ত বায়ুতে উহার বিরতি। বামদিকের সম্মুখাংশের সমুন্নতস্থানের পশ্চাতে অপ্রখর, গভীর, কর্ত্তনবৎ বেদনা। প্রতিপদবিক্ষেপে মস্তিষ্কে বেদনাবিশিষ্ট, ঘৃষ্টবৎ আঘাত। **চক্ষু**।—অক্ষি-কোটরে অতীব্র বেদনা ও ভার অনুভব। চক্ষুর সম্মুখে, বিশেষতঃ কঠিন কাসের পরে, উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দর্শন। **মল**।—উদর-বেদনা-পূর্ব্ব কোমল মল; প্রাতে উহার আধিক্য। প্রাতে পীতবর্ণ অতিসার। মল-ত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা ও যন্ত্রণা (* আর্স, * সলফ)। সরলান্ত্রে সূচী-বেধের ন্যায় যাতনা। * বেদনাশূন্য প্রাতঃকালীন অতিসার (* পড)। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্র হইতে অধিক পরিমাণে ঈষৎ লোহিত বর্ণ বালুকা-পাত (সিঙ্ক, ন্যাট-মিউ, লাই, ফস,) উহা আধার-পাত্রে লাগিয়া থাকে। **পুং-জননেন্দ্রিয়**।—সম্ভোগ-লিপ্সার সম্পূর্ণ অবিদ্যমানতা (এগনস), অশ্লীল চিন্তায়ও উপস্থের উদ্রেক জন্মেনা (এগে, * এগ, কোনা); উপস্থের কুঞ্চিততা; মুষ্কের শিথিলতা। উপস্থের শেষভাগে বেদনা সহকারে দুই অণ্ডেই সুতীব্র কর্ত্তনবৎ যাতনা। নিদ্রাকালে, মলত্যাগ-কালে, ও মূত্র-কালে অনিচ্ছায় শুক্রপাত সহকারে (এগে, এগ, কোনা, ফস, ফস-এসি) ধ্বজভঙ্গ। **ত্বক**।—নানাস্থানে ডাঁশের কামড়ের ন্যায় অনুভব। বিচর্চ্চিকা সদৃশ, কণ্ডূয়নকর উদ্ভেদ।

**সমগুণ**।—এগ, আর্স, ব্যারা, কোনা, জেল, পড, রুম, সলফ।

# নেফেলিয়ম—এভারলাষ্টিং।

কম্পোজিটী জাতীয় নেফেলিয়ম আমেরিকা জাত এক প্রকার শাক জাতীয় উদ্ভিদ। সরস অবস্থায় ঔষধার্থে ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

## ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয়-স্নায়ুমণ্ডলে নেফেলিয়মের ক্রিয়া দর্শিয়া মুখমণ্ডলে ও নিম্নাঙ্গে স্নায়বীয় বেদনার উৎপত্তি হয়। "বঙ্ক্ষণ-স্নায়ু-পথে দারুণ বেদনা; গৃধ্রসীর পরিবর্ত্তে সময়ে সময়ে অবশতানুভব, অনন্তর; পদ-চারণায় অতিশয় শ্রান্তি" এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে সায়েটিকা অর্থাৎ গৃধ্রসী রোগে ইহার সফল প্রয়োগ হয়। এতদ্দ্বারা পদাঙ্গুলীর আমবাতসদৃশ বেদনাও আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। চকোলেটের ন্যায় কপিশবর্ণ স্বল্পস্রাব, বস্তি-গহ্বর প্রদেশে যাতনা, এবং বঙ্ক্ষণ স্নায়ু-পথে বেদনা বা অবশতা লক্ষণে; অপর, সূক্ষ্ম মুখ মুখ দূষিকা, ত্বকের নিম্নে অর্ব্বুদ, ও মুখমণ্ডলে বিবিধ বর্ণের চিহ্ন লক্ষণে; রজ-কৃচ্ছ্র রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া উপকার দর্শিয়াছে। মলদ্বার ও সঙ্গমেন্দ্রিয়ের চারিদিগের এরিথিমায়ও (অরুণিমা) ইহার ব্যবহার আছে।

**সমগুণ**।—ক্যামো, কলোস, জ্যান্থ।

# ন্যাট্রম আর্সেনিকেটম—আর্সেনেট-অব সোডা।

ন্যাট্রম আর্সেনিকেটমের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই বিশিষ্টরূপে ন্যাট্রম আর্সেনিকেটমের ক্রিয়া দর্শে, এবং তথায় এতদ্দ্বারা উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয় ও অপ্রবল প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহের উৎপত্তি হয়। রক্তেও কিয়ৎ পরিমাণে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং পরিপোষণের ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগীর দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা উৎপন্ন হয়। ইহার সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়ার সহিত আর্সেনিক অপেক্ষা ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমেরই অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

**আময়িক প্রয়োগ**।—নাসিকা, গল-কোষ, বায়ুনলী-ভুজ, আমাশয়, মূত্রাশয় অথবা অন্ত্রের পুরাতন প্রাতিশ্যায়িক অবস্থায়; চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের প্রদাহে; অক্ষিপুটের দানাময়-তায়; আমবাতে; স্নায়ুশূলে; গৃধ্রসীতে; ও শোথে এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। অতিশয় অবসন্নতা, গলার অভ্যন্তরের মলিন বেগুণিবর্ণ, অতিশয় স্ফীততা, অনধিক বেদনা, জলের কোষের ন্যায় আলম্বিত অলিজিহ্বা, ক্ষীণ সপর্য্যায় নাড়ী, ও শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্মাবৃত শীতল গাত্র লক্ষণে ডিপথিরিয়া রোগে অনেক সময় ন্যাট্রম আর্স উপকারী। সবিরাম জ্বরে; এবং ফুসফুসের ক্ষয় রোগে শীর্ণতা, নৈশ ঘর্ম্ম, ও বিলেপী জ্বরে; এই ঔষধ উপযোগী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—স্নায়বীয় অস্থিরতা ( * এক, * আর্স, * ক্যাম্ফ )। মন একাগ্র করিতে পারা যায় না ; মনের জড়তা, অনাবিষ্টতা ( জেল, * নক্স, * ফস-এসি ) ; বিস্মৃতি ( এনা, এপি )।

**মস্তক**।—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা অনুভব ; মস্তকের গুরুত্ব, জড়তা। সমগ্র মস্তকে উত্তাপ ও পূর্ণতা অনুভব। প্রাতে জাগরণান্তে মস্তকের সম্মুখভাগে ও নাসা-মূলে অতীব্র বেদনা, দিবাভাগে উহার উগ্রতা ; অধ্যয়ন করিতে বা কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি। অক্ষি-কোটর ও অক্ষি গোলকের উপরে ভ্রূর অনুপ্রস্থে অবিরাম বেদনা। মস্তক-শিখরে দপদপ সহ কপালে পূর্ণত্ব ( ব্রাই )। নড়িলে চড়িলে মস্তক কম্পন ( বেল )।

।—দৃষ্টির দুর্ব্বলতা ; দেখিবার সময় দৃষ্টবস্তু অল্পকাল অপরিচ্ছন্ন দেখায় ; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না ( এক, * বেল, * মার্ক * সল )। ০ পড়িবার বা লিখিবার সময় চক্ষু শীঘ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে ও বেদনা করে ( মিরিকা, ন্যাট-মিউ; ফস, * রুটা, সিপি )। দুর্ব্বল চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য যেন অক্ষিপুট অবশ্য সংরুদ্ধ করিতে হইবে এরূপ অনুভব। অক্ষিপুটের নিমীলন-প্রবণতা ; স্বভাবতঃ যতদূর বিস্তৃতি ততদূর মেলিতে পারা যায় না ( কষ্ট, কোনা, জেল, ন্যাট-কার্ব্ব )। অক্ষি-গোলক ও অক্ষি-পুটের রক্তবহা নাড়ীর অতিশয় রক্ত-সঞ্চয়, সমগ্র অক্ষি-কোটর প্রদেশের স্ফীততা ; অক্ষি-কোটর প্রদেশের ( * আর্স * রস, ফস ) বিশেষতঃ অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধদেশের ( * এপি, * কালী-কা ) শোথ। ০ অত্যল্প শৈত্য বা বাতাস লাগিলে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের রক্ত-সঞ্চয় ( এক ) ; শুক্লমণ্ডল পরিশুষ্ক ও ব্যথিত। কাষ্ঠের ধূমের ন্যায় চক্ষে যাতনা ; বিমুক্ত বায়ুতে গেলে চক্ষে যাতনা ও অশ্রুস্রাব। নিম্ন অক্ষি-পুটের অভ্যন্তর ভাগের দানাময়তা। চক্ষুর প্রান্ত-ভাগের পুরাতন প্রদাহ ; প্রাতঃকালে অক্ষিপুটের সংযোজনা। জাগরণান্তে ভ্রূ, চক্ষু-কোটর ও শঙ্খস্থলের অভ্যন্তর দিয়া অবিরাম বেদনা। প্রাতে চক্ষু-লক্ষণের উপচয়, ও সন্ধ্যার প্রাকালে উপশম।

**নাসিকা**।—ঘ্রাণের অসম্পূর্ণতা বা বিলোপ। নাসিকা ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবরুদ্ধতা অনুভব। নাসিকার অবিরত অবরুদ্ধতা, রাত্রিতে ও প্রাতে উহার আধিক্য ( নক্স-ভম ) ; রাত্রিতে হাঁ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে হয় ( এম-কার্ব্ব )। শক্ত, পীতবর্ণ নাসা-স্রাব ; নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্র হইতে কাসিয়া স্রাব নিঃসরণ ; নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্র হইতে ফোঁটা ফোঁটা শ্লেষ্মা পতন ( হাইড্রাস, কালী-বাই )। নাসিকা হইতে ঈষৎ নীলবর্ণ শক্ত শ্লেষ্মাখণ্ড নিঃসরণ, তৎপরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অবদরণ অনুভব। নাসিকায় শুষ্ক চিপিটিকা ; উহা দূরীভূত করিলে রক্ত নিঃসরণ। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্থূলতা, নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রশ্বাসত্যাগে কষ্ট হয়। নাসা-মূলে ও কপালে আকুঞ্চনী বেদনা ; প্রতিশ্যায় ( এক, * কালী-বাই, মার্ক-আইও )।

**মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা ( ব্যাপ্ট, বেল ) ; এবং ফুলাফুলা

অনুভব। হনুর অস্থি স্ফীতবৎ বৃহৎ বোধ হয়। মুখমণ্ডলের স্ফীততা, শোথ ( জল-ভার ) ; অক্ষি-গহ্বর-প্রদেশে উহার আধিক্য ( আর্স, এপিস, রস, ) ; প্রাতে জাগরণান্তে আতিশয্য।

**মুখ-মধ্য।**—মুখের কোণের বিদারণ ; অপিচ দৃঢ়তা। চর্ব্বণ-পেশীর স্তব্ধতা, হনু সঞ্চালনে বেদনা। লেপাবৃত ; পীতবর্ণ আবরণ বিশিষ্ট ; গাঢ় লাল, কুঞ্চন সংযুক্ত, সম্মুখ ভাগ বিদারিত ; বৃহৎ, আর্দ্র, বিদীর্ণ লোলিত ( * মার্ক ) ; জিহ্বা।

**গল-মধ্য।**—গিলিতে ও নিঃশ্বাস টানিতে গল-গহ্বরের শুষ্কতা, প্রাতে ও শর্দ্দি লাগিবার পর উহার মন্দাবস্থা। গল-গহ্বর ও গল-কোষের আরক্ততা ও চিক্কণতা। তালু-মূল, গল-গহ্বর ও গল-কোষের ঈষৎ বেগুণিবর্ণ ও শোথ ; পীতবর্ণ শ্লেষ্মায় তালি-পড়া ( মার্ক-আইও ) ; ০ ডিপথিরিয়া। অলিজিহ্বা, তালু-মূল ও গল-কোষের স্থূলতা ; উপরিভাগের অসমতা, স্ফীততা, ঈষৎ বেগুনি মিশ্রিত আরক্ততা, ও পীতাভ ধূসর শ্লেষ্মায় আবৃততা, কাসিয়া কাসিয়া এই শ্লেষ্মা নিঃসারিত হয়।

**আমশয়।**—এক একবার অল্প অল্প করিয়া বারংবার জলপান ( আর্স, হাইও ) ; অতিশয় পিপাসা, কিন্তু জলপানে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি। অম্ল উদ্গার। বিবমিষা, শীতল জল পানে উহার বৃদ্ধি। অধিক পরিমাণ অম্ল জল বমন, আহারের পরে উহার বৃদ্ধি। আমাশয়ে ক্ষতবৎ অনুভব ; উষ্ণ দ্রব্যে জ্বালানুভব জন্মায়, এবং আমাশয়ে উহার প্রবেশ অনুভূত হয়। পরিমিত আহারও ভারী বোধ হয় ( * লাই, * নক্স ) ;—পূর্ণতা অনুভব। উদরোর্দ্ধ দেশে স্পর্শ-দ্বেষ ও নিমগ্নতা অনুভব।

**উদর।**—শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পের উৎপত্তি ( কার্ব্বো, লাই ), কেবল মলত্যাগকালে উহার আতিশয্য ; বায়ু বশতঃ ও মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর বেদনা।

**মল।**—পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ ( * এন্ট-ক্রুড, সিমি, কার্ডিউ, নক্স, পড ) । পাতলা, নরম, মলিন মল, মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা ( * সলফ )। ঈষৎ পীতবর্ণ, জলবৎ ; প্রভূত, বেদনাশূন্য, প্রাতে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া পরিত্যক্ত ( সলফ ) ; উদর-বেদনা পূর্ব্ব, ও মলত্যাগান্তে বেদনা উপশমিত ( কলোস ) , মল।

**মূত্র-যন্ত্র।**—প্রচুর মূত্র সহকারে বৃক্কে অতীব্র অবিরাম বেদনা। মূত্রাশয় প্রদেশে ক্ষতবৎ অনুভব, মূত্র-ত্যাগকালে উহার আধিক্য। পুনঃ পুনঃ পরিত্যক্ত, পরিষ্কৃত, অধিক মূত্র ; উত্তাপ প্রয়োগে ফসফেটের অধঃপতন ; কিয়ৎ পরিমাণে উপত্বকের শল্ক, ছাঁচ ও বসা-বিন্দুর অবস্থিতি।

**শ্বাস-যন্ত্র।**—স্বরযন্ত্রে মলিন শ্লেটের বর্ণ, স্বল্প শ্লেষ্মা, আয়াসে উহার স্খলন। স্বরযন্ত্র হইতে বৃক্কাস্থির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত সারাদিন ভারাক্রান্ত বা পরিপূরিত অনুভব। প্রাতে বায়ু-নলীতে বন্ধুরতা ও উপদাহ, তৎসহ অল্প অল্প কাস। নিঃশ্বাস দ্বারা ধূমগ্রহণের ন্যায় ফুসফুস শুষ্ক অনুভব ( ব্যারা, ব্রোম )। বক্ষঃস্থলের মধ্যাংশে ও উপরের তৃতীয়াংশে অশিথিলতা, ও গৌরব অনুভব সহকারে শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থল পূর্ণ ও ভারাক্রান্ত অনুভব ; পরিশ্রমে ও

পূর্ণ নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার আধিক্য। সপ্তম পশু´কার নীচে সম্মুখের দিকে তীব্র বেদনা। কণ্ঠাস্থি প্রদেশের উর্দ্ধাংশে প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ।

**হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—যৎসামান্য পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের নিকটে যাতনা। অনিয়মিত, আয়তন-পরিবর্ত্তন শীল, স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা ধীরতর নাড়ী ( ডিজি, ক্যান-ইণ্ড, ওপি )।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবার স্তব্ধতা ও স্পর্শ-দ্বেষ। স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যে, পৃষ্ঠে; এবং নিতম্বদেশে; বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ।

**অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগত স্নায়বীয় বেদনা। সন্ধি সমূহের স্তব্ধতা অনুভব ( * রস ); সঞ্চরণশীল বেদনা, সন্ধিস্থানে ও বামপার্শ্বে উহার আধিক্য। নিম্নাঙ্গে গুরুত্ব অনুভব; শ্রান্তি ও ঘৃষ্টতা অনুভব। যে পর্য্যন্ত অস্থিরতা, ও অস্বচ্ছন্দতা না জন্মে সে পর্য্যন্ত জঙ্ঘার নিম্নে সম্মুখভাগে অবিরাম বেদনা।

**দেহ।**—অস্থিরতা, স্নায়বীয়তা, অতিশয় চেষ্টা ব্যতীত শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায় না ( * রস )। সর্ব্বশরীর শ্রান্ত অনুভূত হয়; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। শীতল বাতাসে অধিকতর অনুভবাধিক্য, সহজে শর্দ্দি লাগে ( ক্যাল্ক-কা, * কালী-কা, * সিলি )। বাম জঙ্ঘায়ই বেদনার অধিক আক্রমণ। শোথ ( * এপিস, আর্স, রস )। পূর্ব্বে মাংস-বৃদ্ধির পরে সুস্পষ্ট শীর্ণতা ( * আইও, ন্যাট-মিউ )

**নিদ্রা।**—তন্দ্রাপূর্ণ, ভারী, অস্থির নিদ্রা; ভীতবৎ জাগরণ।

**চর্ম্ম।**—শল্ক সংযুক্ত উদ্ভেদ, পাতলা, শাদা শল্ক, তুলিয়া ফেলিলে চর্ম্মের ঈষৎ আরক্ততা, শল্ক থাকিলে কণ্ডুয়নের উৎপত্তি, পরিশ্রম জনিত উষ্ণতায় উপচয়।

**জ্বর।**—শীত, বস্ত্রাবৃত থাকিবার বা অগ্নির নিকট যাইবার ইচ্ছা। রাত্রিতে শীত, তৎপরে জ্বালাকর, শুষ্ক উত্তাপ। ত্বক উত্তপ্ত ও শুষ্ক। উপরিভাগ শীতল, ও শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম্মাক্ত ( আর্স, ক্যাম্ফ, * ভিরাট )।

**উপচয়।**—প্রাতে আহারান্তে।

**উপশম।**—বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণ কালে।

**সমগুণ।**—আর্স, লাই, কালী-বাই, হাইড্রাস, নক্স, ন্যাট-মিউ, * ভিরাট-এল্ব।

---

# পপিউলস ট্রি মিউলয়ডিস।

পপিউলস আমেরিকার এস্পেন বৃক্ষ। পপিউলসের বীর্য্যকে পপিউলিন বলে। পপিউলসের বল্কলের অরিষ্ট, এবং পপিউলিনের বিচুর্ণ প্রস্তুত হয়। সুস্থশরীরে পাঁচ হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় পপিউলস সেবন করিলে আমাশয়ে উষ্ণত্ব ও কটুত্ব অনুভব জন্মে, তৎপরে সমস্ত গাত্রে একপ্রকার উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে, ও প্রভূত পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হয়। অনন্তর দুই ঘণ্টা পরে পরে এক এক মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়া চল্লিশ

পঞ্চাশ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাওয়া হইলে এতদ্দ্বারা বিবমিষা, বমন, আমাশয়ে ভয়ানক জ্বালানুভব সহকারে অল্প অল্প পৈত্তিক বিরেচন, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব, মূত্রাশয় ও মূত্র-মার্গে উপদাহ, তৎসহ মস্তকের একটু পূর্ণতা, এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্নায়বীয় উত্তেজনা উৎপন্ন হয়। পপিউলস হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে সম্যকরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। ডাঃ হেল এতদ্দ্বারা আমাশয়ের প্রতিশ্যায় জনিত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ কো বলেন যে আধ্মান ও অম্লত্ব সংযুক্ত অজীর্ণ রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রত্যাগে যাতনা, মূত্রের উত্তাপ ও বিদাহিতা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় এই সকল মূত্র লক্ষণ নিবারণ এই ঔষধের প্রধান গুণ। মূত্রাশয়, মূত্র-মার্গ ও প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়ায় পপিউলস বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হেল প্রষ্টেটের (মূত্রাশয়ের দ্বারাবরক গ্রন্থি) পীড়ায় ইহার প্রথম ও তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূত্রাশয়ের আবেগই (টেনেস্মস) তিনি মূত্রাশয়াদির রোগে এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ মনে করেন। তিনি এই যন্ত্রণাপ্রদ "আবেগ" (কুন্থন) লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রক্ত ও পূযমিশ্রিত স্বল্প মূত্রবিশিষ্ট, মূত্রাশয় ও প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়াগ্রস্ত তিন জন রোগীকে পপিউলস ১দ ক্রম পাঁচ-বিন্দুমাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়া যাতনার শান্তি জন্মাইয়াছিলেন। স্ত্রীলোক দিগের মূত্রাশয়ের আবেগ ২দ ক্রমে সত্বর উপশম পড়িয়াছিল। স্বল্প-মূত্র, উহাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ও পূযের বিদ্যমানতা এবং মূত্রের শেষ কয়েক বিন্দু ত্যাগ করিবামাত্র অথবা তাহার একটু পূর্ব্বে অতিশয় কুন্থন; মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, (বিশেষতঃ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের) তৎসহ-মূত্রত্যাগে জ্বালা, অথবা সম্পূর্ণ মূত্র-রোধ; পুরাতন, লালা-মেহ —এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল সিষ্টাইটিস অর্থাৎ মূত্রাশয়ের প্রদাহ রোগে পপিউল-সের প্রয়োগ উল্লেখ করেন। মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়; মূত্রে অধিক শ্লেষ্মা ও পূয, দারুণ আবেগ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের রোগ। উদর-চ্ছেদ বা ডিম্বাশয়-চ্ছেদের পরে মূত্রাশয়ের আবেগ (হান-সেন)।

# পলিগোনম পঙ্কটেটম্—স্মার্টউইড্।

এই উদ্ভিদ ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্নভূমি ও সজল স্থলে উৎপন্ন হয়। ইহার একজাতীকে পলিগোনম হাইড্রোপাইপার বা ওয়াটার পেপারও কহে। ডাঃ হেল উভয় জাতিই এক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার স্বাদ অতিশয় কটু ও তীব্র। সময় ও উত্তাপে ইহার ভৈষজ্য-গুণ বিনষ্ট হয়। ঔষধার্থে উগ্র এলকোহল সহযোগে পলিগোনমের পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, স্নায়ুমণ্ডল, এবং তন্তুময় বিধানে পলিগোনমের ক্রিয়া দর্শে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**উদর-বেদনা।**—উদরে কর্ত্তন বা মোচড়ানবৎ বেদনা, অন্ত্রের সমস্ত আধেয় যেন তরলীভূত হইয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এরূপ অন্ত্র-কূজন, তজ্জন্য বিবমিষা ও বমন-প্রবৃত্তির উৎপত্তি, এবং সবলে নিঃসারিত তরল মল, ও তৎসহকারে কটি-বেদনা;—পলিগোনম এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন করে, সুতরাং এইরূপ লক্ষণাপন্ন উদর-বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ পেইন পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে আট আউন্স জলে ইহার পনর ফোঁটা অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া তাহার দুই ড্রাম একবারে একজন রোগীকে সেবন করাইয়াছিলেন। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর উদরের অভ্যন্তর দিয়া একপ্রকার উষ্ণতা অনুভূত হইয়া লক্ষণগুলির হ্রাস পাইয়াছিল, প্রায় একঘণ্টাপরে সমগ্র রোগ অন্তর্হিত হইয়াছিল, কেবল উদরে প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ অবশিষ্ট ছিল, উহাও ক্রমে ক্রমে দূর হইয়াছিল। অন্ত্র-শূলে উদরে ইহার অরিষ্টের বাহ্য প্রয়োগেও উপকার দর্শে। **রজোরোগ।**—কতকগুলি চিকিৎসক পলিগোনম রজঃনিঃসারক ঔষধের শ্রেণীরমধ্যে পরিগণিত করেন এবং স্ত্রী-রোগে পলসেটিলার সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে এরূপও প্রকাশ করেন। ডাঃ এবারেল বলেন যে পলিগোনম উষ্ণতা ও সমস্ত শরীরে একপ্রকার সুড়সুড়ি; কটি ও কুচকীতে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা; এবং বস্তি গহ্বরে একপ্রকার গুরুত্ব ও অশিথিলতা জন্মায়। তিনি প্রায় কুড়িজন বিলুপ্তরজস্কা রোগিণীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহাদের সকলেরই অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল। কাহার পক্ষে ছয় সাত দিবসের অধিক ইহা ব্যবহার করিতে হয় নাই। তিনি অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা রজোলোপে পলিগোনম অধিক ফলপ্রদ মনে করেন। তিনি ইহার মূল অরিষ্ট একড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাঃ মার্সী ইহার মূল অরিষ্ট তিনবিন্দু মাত্রায় দিনে দুইবার ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ডাঃ স্মল ছয় সাতদিবস বিলম্বে প্রকাশিত, যন্ত্রণা ও বেদনা সংযুক্ত ঋতুতে চারিঘণ্টা অন্তর পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ হানসেন যুবতীদিগের রজ-লোপে পলসেটিলার পরে পলিগোলম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করেন। **মূত্রাশয়-প্রদাহ।**—মূত্রকালে মূত্রাশয়ের গ্রীবার আকুঞ্চন, অবরোধ, ও কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব, মূত্রত্যাগান্তেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি; মূত্রাশয়ে বেদনা; বারংবার প্রভূত, পরিষ্কার, শাদা, বা পলাল বর্ণের মূত্রস্রাব লক্ষণে পলিগোনম ব্যবস্থা করা যায়। **অর্শ।**—অধিক পরিমাণ মলস্রাব, তৎপূর্ব্বে মলদ্বারে টাটানি; মলত্যাগকালে কুন্থন, ও আমময় লেহবৎ স্রাব লক্ষণে পলিগোনম ব্যবস্থেয়। মলদ্বারের অভ্যন্তরে কণ্ডুয়নশীল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র উন্নতি; ও অর্শ-বলিতে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা লক্ষণাপন্ন অর্শরোগে ডাঃ মার্সী ইহার প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবস্থা করেন। মলদ্বার-কণ্ডুয়নেও এই ঔষধ চারিবিন্দুমাত্রায়, জলসহযোগে প্রতিদিন দুইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। **গুল্ম-বায়ু।**—অল্প অল্প শিরোঘূর্ণন, শরীর-শাখায় তড়িৎপ্রয়োগের ন্যায়

কম্পন অনুভব; অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি; রজোবিলোপ; সমগ্র শরীরের অভ্যন্তর দিয়া উষ্ণতা ও এক প্রকার সুড়সুড়ি বা টনটন অনুভব লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল পলিগোনম ব্যবহারের বিধি দেন। মৃগিরোগে ও আমেরিকায় এই ঔষধের ব্যবহার আছে। ক্ষত।—অধঃশাখার অগভীর ক্ষতে; এবং পুরাতন নিস্তেজঃ ক্ষতে পলিগোনম হাইড্রোপাইপার ফলপ্রদ। সিকাগো নগরের ডাঃ স্মল নিবৃত্ত-রজস্কা স্ত্রীলোকদিগের অধঃশাখার ক্ষতে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি ইহার মূল অরিষ্টের কুড়িবিন্দু অর্দ্ধ টমলার (গ্লাস) জলে মিশ্রিত করিয়া দুইড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার সেবন করান ও চারিভাগ জলে একভাগ অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া পটীভিজাইয়া ক্ষতে লাগান। পলিগোনম পঙ্কটেটমেরও এইপ্রকার ক্ষত আরোগ্যকর গুণ আছে। ইহা সচরাচর ময়দার পেল্টিশের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। তৎপরে ক্ষতে কেবল সামান্য মোমের মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রদাহাদি।—আভ্যন্তরিক প্রদাহ; বাতকণ্টক, দুষ্টব্রণ, পুরাতন বিসর্পাদিতে পলিগোনমের বাহ্যপ্রয়োগ হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—পূর্ণতা অনুভবসহ স্পন্দনকর শিরোবেদনা। অক্ষি-গহ্বর পর্য্যন্ত প্রসারিত কপাল ও মস্তক-পার্শ্বের বেদনা। শিরোঘূর্ণন সংযুক্ত অতীব্র শিরঃপীড়া। হৃৎপিণ্ডের গুরু স্পন্দনসহ ক্যারটিড ধমনীর দপ দপ। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—গলার অভ্যন্তরে পরিশুষ্কতা ও অবদরণ অনুভব। জিহ্বা স্ফাতবৎঅনুভব, জিহ্বার মূল হইতে আমাশয় গহ্বর পর্য্যন্ত একপ্রকার জ্বালা। মুখে জ্বালাসহ পাতলা, জলবৎ, প্রচুর লালাস্রাব। আমাশয়।—আমাশয়ে দপদপকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। জল-পিপাসা, অথচ জলপানে বিবমিষার উৎপত্তি। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে তীব্রবেদনা এবং সেই বেদনার বক্ষঃস্থল ও আমাশয়গহ্বর পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, তৎসহকারে হৃৎপিণ্ডের গুরু স্পন্দন ও ক্যারটিড ধমনীর দপদপ। আমাশয়ে জ্বালা, তৎপরে আমাশয়-গহ্বরে শীতলতা অনুভব। উদর ও মল।—অধিক মল, তৎপরে মলদ্বারে টাটানি অনুভব। অবিরত মল-প্রবৃত্তিসহ অন্ত্রের নিম্নাংশে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মলত্যাগে কুন্থন ও আমময় লেহবৎপদার্থ নিঃসরণ। অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধময় বায়ু-নিঃসরণ সংযুক্ত বিফল মল-প্রবৃত্তি। পীতাভ হরিদ্বর্ণ মল। * কর্ত্তনবৎ, ছুরিকাঘাতের ন্যায়, কামড়ান বেদনা, তৎসহ অতিশয় অন্ত্র-কূজন, বোধ হয় যেন অন্ত্রস্থ সমস্ত পদার্থ তরল হইয়া আন্দোলিত হইতেছে ও নীচ হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে, তজ্জন্য বিবমিষা ও বমন-প্রবৃত্তির উৎপত্তি; কটিবেদনাসহ সবলে তরল মল-স্রাব। ০ ওলাউঠা, ও শিশু-বিসূচী। ০ সরলান্ত্রে জ্বালা ও টাটানিসহ রক্তাতিসার। ০ আধ্মান, আধ্মানিক উদর বেদনা। সরলান্ত্র ও মলদ্বার।—মলদ্বারের অভ্যন্তর ভাগে কণ্ডূয়নশীল আকুঞ্চিতবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নতি; একপ্রকার অর্শবলি। নিম্নান্ত্রে, সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে ঈষৎ বেদনা। ০ বলির কণ্ডূয়ন ও জ্বালাবিশিষ্ট অর্শ। ০ মলদ্বার-কণ্ডূয়ন (ধৌতরূপে)।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রত্যাগের অতি-প্রবৃত্তি। * উদরে কূজন ও বেদনাসহ প্রচুর পরিষ্কার মূত্রস্রাব। * মূত্র-কালে কর্ত্তনবৎ যাতনা, ও মূত্রাশয়ের গ্রীবায় অবরোধ অনুভব, মূত্র-ত্যাগের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্তও উহার অবস্থিতি। স্বল্প ও আরক্তমূত্র। মূত্রাশয়ের গ্রীবায় ও মূত্রমার্গে উপদাহ সহ বিবর্দ্ধিত মূত্র-প্রবাহ। ত্রিকস্থানে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, অধিক মূত্রস্রাবে ও উহার অনিবৃত্তি। ০ মূত্র-কৃচ্ছ্র। ০ মূত্রাভাব। জনন-যন্ত্র।—( পুং ) বাম শুক্রবাহী রজ্জুতে ও অণ্ডকোষে বেদনা, তৎসহ অণ্ডকোষে স্পর্শ-দ্বেষ; তৎপরে দক্ষিণ শুক্রবাহী রজ্জুতে ও অণ্ডকোষে চিড়িকমাড়া বেদনা। মূত্র-ত্যাগকালে মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থিতে বেদনা ও জ্বালা। লিঙ্গ-মুণ্ডে ও মূত্র-মার্গের মুখে কণ্ডূয়ন, এবং সর্ব্বদা মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছা। মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থিতে স্পন্দনজনক বেদনা ও মূত্র-মার্গের অভ্যন্তর দিয়া উহার সম্প্রসারণ। ( স্ত্রী ) উষ্ণতা ও সমগ্র শরীরে একপ্রকার শীৎকার ( টিঙ্গ্লিং ) অনুভব। * কুচকীতে ও কটিতে অবিরাম বেদনা এবং বস্তি গহ্বরের অভ্যন্তরে গৌরব ও অশিথিলতা অনুভব। রজোবিলোপ। বিলম্বিত রজঃ। স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী।—বুকাস্থির উর্দ্ধাংশের নিম্ন কণ্ডূয়িত হইয়া উদ্রিক্ত শুষ্ককাস, তৎসহ স্বরযন্ত্রের পরিশোষ। বক্ষঃ ও হৃৎপিণ্ড।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা সহকারে হৃৎপিণ্ডের ও নীলা ধমনীর ( ক্যারটিড্স ) গুরু স্পন্দন। হৃদ্প্রদেশে সুতীব্র সঞ্চরমান বেদনা ও উহার দক্ষিণ স্কন্ধ-ফলক পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার বামপার্শ্বের পেশীর অতিশয় খঞ্জতা, উহার স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারণ, ও সঞ্চালনে বেদনা। দেহ-শাখা।—সর্ব্বশরীরে জ্বালা ও টনটন, জঙ্ঘায়, পদে, ও প্রকোষ্ঠে উহার আধিক্য। পদদ্বয়ে অতিশয় উত্তাপ ও জ্বালা, দেড় ঘণ্টা উহার অবস্থিতি, তৎপরে সহসা পদের অপ্রীতিকর শীতলতা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির অভ্যন্তর দিয়া চিড়িকমারা বেদনা। ত্বক্।—কটির চারিদিকে কটিবন্ধাকার দদ্রুবৎ, প্রায় তিন ইঞ্চি বিস্তৃত আরক্ত উদ্ভেদ এবং উহাতে কণ্ডূয়ন, জ্বালা, ও বেদনা। স্থানিক প্রয়োগে চর্ম্মের আরক্ততা। জ্বর।—পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ। নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা ও অপ্রীতিকর শ্রান্তিজনক স্বপ্ন, এবং জাগরণান্তে গ্লানি। দেহ।—মস্তকোপরি অল্প অল্প ঘূর্ণন অনুভব, অল্পক্ষণ পরে বাহুতে ও জঙ্ঘায় তড়িৎপ্রয়োগের ন্যায় স্পন্দন অনুভব। স্কন্ধে নিতম্বদেশে, উদর-নিম্ন-প্রদেশে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি প্রভৃতিতে স্পন্দন ও সবিরাম বেদনা। একস্থান হইতে স্থানান্তরে বেদনার গতি। বিদ্যুৎ সঞ্চরণ বা উদিচী-উল্কার ( অরোরা ) শিখা-স্মারক বেদনা। সর্ব্বশরীরে, হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত একপ্রকার শিড়শিড় ও উষ্ণতা অনুভব। ০ আভ্যন্তরিক প্রদাহ। ০ বাতকণ্টক ও ঘৃষ্টব্রণ এবং তজ্জনিত খঞ্জতা। ০ পুরাতন বিসর্পের প্রদাহ। ০ প্রাচীন ও নিস্তেজ ক্ষত। ০ অপস্মার।

সমগুণ।—এসেরম, এমোনিয়ম-কার্ব্ব, কলোকাইনম, ক্যাপ্সিকম, পলসেটিলা, সেনেগা, সিনিসিও, জ্যান্থোকজাইলম।

# পলিনিয়া সর্বিলিস—গোয়ারাণা।

পলিনিয়া সর্বিলিস ব্রেজিল দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষারোহী গুল্ম। ইহার বীজের চূর্ণকে গোয়ারাণা বলে। তথায় ইহা কোকোয়ার স্তায় ব্যবহৃত হয়। ইহাতেও চা ও কফির উপক্ষার থিনের সদৃশ একপ্রকার উপক্ষার আছে। ইহার বীজের বিচূর্ণ ও অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় উক্ত স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদন জন্মে।

অধিকার।—সবমন শিরঃপীড়া; উদরাময়; যক্ষ্মা রোগের অতিসার; শিশু-বিসূচী; ক্লোরোসিস; পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অতিসার।—সবুজবর্ণ, প্রভূত, কিন্তু গন্ধশূন্য অতিসার লক্ষণে ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। শিরোবেদনা।—ডাঃ লিলিয়েন্থাল অর্দ্ধ-শিরোবেদনায়; আমাশয়িক লক্ষণ সংযুক্ত সম্মুখ মস্তকের বেদনায়, বিশেষতঃ অতিরিক্ত চা বা কাফী পায়ীদিগের ঈদৃশ বেদনায় নিদ্রালুতা, তন্দ্রালুতা, মুখ-রাগ, শিরোগৌরব, অব্যায়াম প্রভৃতি লক্ষণে; এবং পরিপোষণ-স্নায়ুর দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট স্নায়বীয় শিরোবেদনায় পলিনিয়া ব্যবস্থা করেন। লণ্ডন নগরের ডাঃ উইক্স ও মনট্রীল নগরের ডাঃ ওয়ার্ড দক্ষিণ শঙ্খস্থলে আরব্ধ সবমন শিরোবেদনায় ইহার বীজের চূর্ণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এইপ্রকার শিরঃপীড়া প্রতিষেধার্থ অধ্যাপক ট্রস্থ প্রাতে প্রথম আহারগ্রহণের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার অল্প কয়েক গ্রেণ ব্যবস্থা করিতেন। ডাঃ অকফোর্ড পলিনিয়া বীজের প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ সমগ্র মস্তক ব্যাপ্ত, এবং অতিশয় বিবমিষা ও বমনবিশিষ্ট শিরোবেদনায় সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিতে দেখিয়াছেন। নিদ্রালুতা।—আহারান্তে অব্যায়ামী অর্থাৎ ছাত্র ও সাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগের মুখ-রাগ সহকারে যে দুর্দ্দম্য তন্দ্রালুতা, নিদ্রালুতা, ও শিরোগৌরব জন্মে তাহাতে এই ঔষধে উপকার করে বলিয়া উল্লিখিত আছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন। কর্ণ-নাদ। মুখমণ্ডলের আরক্ততা। একদৃষ্টি। নাড়ীর একটু বৈষম্য। ত্বকের আর্দ্রতা। প্রলাপ। শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা। স্নায়বীয় শিরোবেদনান্তে অতিশয় গ্লানি। গাত্রে কণ্টক-বেধ ও শীতলতা অনুভব। প্রফুল্লতা। অনিয়মিত আচরণ। মানসিক অনুভবাধিক্য। বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজনা। অবিরত কঠিন পরিশ্রম করিবার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রাত্রি নয়টা হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত মস্তকের বিশৃঙ্খলা। রাত্রি দুইপ্রহরের সময় নিদ্রা হইতে জাগরণ ও কপালের অনুপ্রস্থে অশিথিলতার অভিযোগ;

শীঘ্রই আবার নিদ্রাবেশ, কিন্তু পরদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে শিরোবেদনার অবিদ্যমানতা। শিরঃপীড়ার জন্য বৃহৎ মাত্রায় সেবনে উহার বৃদ্ধি। প্রায় অসহ্য বেদনা, ও প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রলাপ। প্রতিনিয়ত অক্ষিপুটস্পন্দন। নিদ্রাশূন্যতা। ০ সবমন শিরোবেদনা। ০ অর্দ্ধ-শিরোবেদনা। **বক্ষঃস্থল।**—শ্বাসরোগে ব্যবহারে উহার উপচয়। শ্বাস-কষ্টের এতই বৃদ্ধি যে কিছু অবলম্বন করিয়া বহুকষ্টে শ্বাস-ত্যাগ। মুখমণ্ডলের প্রথমে আরক্ততা, অনন্তর নীলাক্ততা, চক্ষুর উজ্জ্বলতা ও একদৃষ্টি। **হৃৎপিণ্ড।**—হৃৎস্পন্দনের সংখ্যার ন্যূনতা। **দেহ।**—অস্থিরতা, অধীরতা,। উৎসাহপূর্ব্বক কার্য্য করিতে অপারগতা। অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে মস্তকে, বিশেষতঃ শঙ্খদেশে যন্ত্রণাপ্রদ পূর্ণতা ও দপদপ। ০ আমবাতিক ও স্নায়বীয় কটিবেদনা।

**সমগুণ।**—এগের, কফি, সাইপ্রি, কোকা, আইরিস, পলস, স্কট, ভেলের।

# পলিপোরস অফিসিনেলিস

পলিপোরস লার্চ্চ বৃক্ষজাত একপ্রকার ছত্রক। ইহা সকল দেশেই উৎপন্ন হয়। ইহাতে শতকরা ৭২ ভাগ ধূনা, কিঞ্চিৎ বেঞ্জোয়িক এসিড ও বিবিধ লাবণিক মিশ্র পদার্থ আছে। পলিপোরস বিদাহী। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে লাগিলে তথায় উপদাহ জন্মায়। আমেরিকার রকি পর্ব্বতবাসী আদিম নিবাসীরা ইহা বিরেচক স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। কুড়ি বা ত্রিশ গ্রেণ মাত্রায় ইহার বিরেচন-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় চল্লিশ গ্রেণ যথোপযুক্ত মাত্রায় বিভক্ত করিয়া সেবন করিলে এতদ্দ্বারা ক্ষয়রোগের নৈশ ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে এই ছত্রকের অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। আর এক প্রকার পলিপোরস শুভ্রবর্ণ পাইন বৃক্ষের কাণ্ডে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাকে পোলিপোরস পাইনিকোলা বলে। ইহার সাধারণ গুণ লার্চ্চবৃক্ষজাত ছত্রকের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকের মত এই যে ঐকাহিক প্রকৃতির সবিরাম জ্বরেই পলিপোরস পাইনিকোলার উত্তম ফলবত্তা দৃষ্ট হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**জ্বর।**—দুর্দ্দম্য সবিরাম জ্বরে, অথবা অচিকিৎসিত, কুচিকিৎসিত ও কুইনাইন অপব্যবহৃত বিষম জ্বরেই পলিপোরসের প্রধান প্রতিপত্তি। ডাঃ লর্ড এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, যে সকল রোগীরা পূর্ব্বে কুইনাইন সেবন করিয়াছিল তাহাদের জ্বরেই তিনি ইহার বিশেষ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে অন্যান্য চিকিৎসকেরাও এই ঔষধের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা ইহার জ্বরঘ্ন গুণের অতিশয় প্রশংসা করেন, কেহ কেহ বা একেবারেই ইহার আরোগ্যকারিণী

শক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু পলিপোরসের ভৈষজ্যগুণ সম্বন্ধে ডাঃ বার্ট ও ডাঃ হেল যাহা বলেন তাহাই প্রামাণিক বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ডাঃ বার্ট বলেন যে তিনি এই ঔষধ যখন প্রথম ছয় মাস ব্যবহার করেন তখন একশত সবিরাম জ্বরের রোগীর মধ্যে পাঁচজন ব্যতীত আর সকলেই ইহা সেবনে আরোগ্য লাভ করে। যে পাঁচ জনের কোন উপকার জন্মে না, তাহাদের চারিজনের ত্র্যহিক ও একজনের ঐকাহিক জ্বর ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী শরৎকালে আবার যখন ব্যাপক আকারে জ্বর হইতেছিল তখন পলিপোরস ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে না। পাঁচজনের মধ্যে একজনের অধিক আরোগ্য লাভ করে না। সুতরাং তিনি তিন মাস পর্য্যন্ত এই ঔষধ একেবারেই ব্যবহার করেন নাই। তৎপরে আবার ব্যবহারে পূর্ব্ববৎ সুফল দর্শে। তাঁহার ধারণা এই যে দীর্ঘকালস্থায়ী, অধিক পরিমাণে কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধ সেবিত সবিরাম জ্বরে অল্লাধিক যকৃৎ ও উদরের উপসর্গ, ও নীরক্ততা; ত্বকের মলিন- পাণ্ডুরোগবৎ বর্ণ, তরল মলস্রাব বা কোষ্ঠবদ্ধতা; তৃতীয়ক বা ঐকাহিক জ্বর; বিরামকালে শিরঃপীড়া; মুখে তিক্ত আস্বাদ জিহ্বার শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ বা রক্তশূন্য আকৃতি; ক্ষুধাহীনতা; উদর-যন্ত্রে, বিশেষতঃ যকৃতে অল্পবিস্তর বেদনা; রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা; জ্বরের আবেশান্তে ঘর্ম্মাভাব বা অল্প ঘর্ম্ম;—এই সকল লক্ষণেই পলিপোরস ফলপ্রদ। সবিরাম জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে; জ্বর প্রতিদিনই আসিলে; এবং অল্প ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব থাকিলে পলিপোরস ভাল কাজ করে। জ্বরকালীন বা জ্বরের আবেশান্তে রোগীর অধিক ঘর্ম্মস্রাব হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে না। রোগীর ভুক্তদ্রব্য মলের সহিত অপরিপাচিত অবস্থায় নির্গত হইলে পলিপোরস সুব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত অতিসার অতি সত্বর আরোগ্য হয়। স্বল্পবিরাম জ্বরেও জ্বরের অধিক তীব্রতা না থাকিলে ডাঃ বার্ট এই ঔষধি প্রয়োগ করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তরুণ ঐকাহিক জ্বরে, স্বল্পবিরাম জ্বরের ন্যায় জ্বর অধিকক্ষণ থাকিলে এবং বিরামকালে রোগীর অতিশয় গ্লানি, ক্ষুধাহীনতা বা ঘন ঘন ক্ষুধা; অল্পাধিক আমাশয়িক লক্ষণ, তৎসহকারে অপ্রবল শিরঃপীড়া ও অতিশয় আলস্য বিদ্যমানে; জ্বরের আবেশ সময়ে অল্পবিস্তর আমাশয়িক উপসর্গ, বমন বা বমনাভাব, তীব্র শিরোবেদনা, তৎসহ পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা; সাধারণতঃ অপ্রবল ও অল্পকালস্থায়ী শীত, অনেকক্ষণস্থায়ী তাপ, তৎপরে অনধিক ঘর্ম্ম; আর্সেনিকাদি জ্ঞাপক জ্বরের ন্যায় জ্বরের আবেশ সময়ে কখনই তত তীব্র পিপসা নহে, কিন্তু শীত ও তাপাবস্থায় রোগী জল চাহিতেও পারে না চাহিতেও পারে, ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসাপরিশূন্যতা,—এই সকল লক্ষণে পলিপোরস উপযোগী। রোগীর যদি প্রবল শীত, তীব্র উত্তাপ, প্রভূত ঘর্ম্ম, আমাশয়িক লক্ষণের অবিদ্যমানতা, এবং ঘর্ম্মস্রাবান্তে সুস্থতা লক্ষণ থাকে তবে পলিপোরস দ্বারা তাহার জ্বর আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। অব্যাপক প্রকৃতির ঐকাহিক ও তৃতীয়ক জ্বরে, বিশেষতঃ ঐকাহিক জ্বরে পলিপোরস অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কুইনাইনের সমকক্ষ। কিন্তু

ব্যাপক আকারের সবিরাম জ্বরে ইহার প্রতি তত নির্ভর করিতে পারা যায় না। রোগীর অল্পবিস্তর পাণ্ডুলক্ষণ থাকিলে পলিপোরস সুন্দর উপযোগী হয়। অপর, ক্ষয়-রোগগ্রস্ত-দিগের প্রায় সকল প্রকার বিষম জ্বরেই এই ঔষধে উপকার দর্শে। রোগীর পিত্ত-প্রধান ধাতু হইলেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ বার্ট এতদ্দ্বারা দ্বৌকালীন ঐকাহিক জ্বরও উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বাহ্নের জ্বরেই পলিপোরস ভাল কাজ করে, সায়াহ্ন ও রাত্রির জ্বরে এই ঔষধে তেমন উপকার দর্শে না। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের জ্বরেই ইহা ফলপ্রদ, শরৎকালের জ্বরে এই ঔষধে বড় উপকার করে না। হানসেন বলেন যে মস্তকে রক্তের প্রধাবন, শিরোঘূর্ণন, উত্তপ্ত ও আরক্ত মুখমণ্ডলের কণ্টক-বেধবৎ অনুভব, অনধিক ঘর্ম্ম, বিরাম-কালে পাণ্ডু, সম্মুখ-কপালে শিরঃপীড়া ও কোষ্ঠ-রোধ; এই সকল লক্ষণে সবিরাম জ্বরে পলিপোরস ফলপ্রদ।

শিরঃপীড়া।—পলিপোরস সেবনে প্রতিদিন একই সময়ে সমাগত সবিরাম শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। মুখমণ্ডলের সবিরাম স্নায়ুশূলেও এই ঔষধে উপকার করে। একজন চিকিৎসক উল্লেখ করিয়াছেন যে একটী নিবৃত্ত রজস্কা স্ত্রীলোকের পৈত্তিক শিরঃপীড়া বিন্দুমাত্রায় এই ঔষধের মাদারটিংচার সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল।

পাণ্ডু।—ডাঃ বার্ট বিশ্বাস করেন যে যকৃতে লেপ্টাণ্ড্রার ক্রিয়ার ন্যায় পলিপোরসেরও ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এবং পাণ্ডুরোগে এতদ্দ্বারা উত্তম ফল দর্শে।

অতিসার।—ম্যালেরিয়া জনিত বহুব্যাপী অতিসার ও রক্তাতিসারে (ডিসেন্ট্রি) ডাঃ হলকোম, উড, ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা পলিপোরসের উপকারিতা স্বীকার করেন। ব্যাপক সবিরাম জ্বরের সহিত অনেক সময় দুর্দম্য অতিসার ও রক্তাতিসার বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। কখন কখন জ্বরের আবেশ অর্থাৎ শীত, উত্তাপ, ও ঘর্ম্মের পরিবর্ত্তে সবিরাম বা স্বল্পবিরাম প্রকৃতির অতিসার বা রক্তাতিসার প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঈদৃশ অতিসারে ম্যালেরিয়া বিনাশক বা পর্য্যায়নিবারক ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধে উপকার দর্শে না। অতিসারে সচরাচর যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহাতে কোন উপকার না পাইয়া ডাঃ হেল চায়না, কুইনাইন, আর্সেনিকম, ও জেলসিমিয়ম প্রয়োগেই এই প্রকার অতিসার আরোগ্য করিয়া থাকেন। তিনি মল, ও বেদনাদি বিশেষ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল রোগের পর্য্যায়শীলতা অনুসারেই ঔষধ ব্যবস্থা করেন এবং সবিরাম জ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করেন। অনেক সময় রোগের পর্য্যায়শীলতা এতই প্রচ্ছন্ন থাকে যে সবিশেষ সূক্ষ্মানুসন্ধান ব্যতীত তাহা জানিতে পারা যায় না। এই প্রকার অতিসার ও রক্তাতিসারেই পলিপোরসে অনেক রোগীর উৎকৃষ্ট আরোগ্য জন্মে।

মূত্র-রোগ।—পলিপোরসে বেঞ্জোইক এসিড আছে বলিয়া এতদ্দ্বারা মূত্ররোগে ও আমবাতিক রোগেও উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

যক্ষ্মা।—প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম ও জলবৎ অতিসার বিশিষ্ট ক্ষয়-রোগে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় ইহার ব্যবহার হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—নিরুৎসাহিতা, বিমর্ষতা, নিরাশ-চিত্ততা, কোপনতা। অন্যমনস্কতা ও স্মৃতিহীনতা।

**মস্তক।**—* জ্বর সহকারে মৃদু মৃদু, সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া। মস্তক লঘু ও শূন্যগর্ভ অনুভব, তৎসহকারে সম্মুখ কপালে গভীর শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছাভাব। ০ যকৃতের বিধান-বিকারজনিত সবমন শিরঃপীড়া। ০ পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়া। কপালে অশিথিলতা অনুভব, এবং সমস্তদিন শঙ্খদ্বয়ে শিরঃপীড়া। ০ পৃষ্ঠবংশে শীতানুভব সহকারে প্রতিমাসে সবমন শিরঃপীড়া।

**মুখমণ্ডল।**—০ মুখমণ্ডলের পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল। ০ মুখমণ্ডলের সবিরাম স্নায়ুশূল,—উপরের দন্তশ্রেণীতে, বাম হনু ও শঙ্খস্থানে একপ্রকার জ্বালাকর বেদনা, বেলা দুই প্রহর হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত সেই বেদনার অবস্থিতি।

**মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।**—* মুখে তিক্ত, হৃল্লাসজনক আস্বাদ। * অনধিক পিপাসা। * জিহ্বার শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ। গলার অভ্যন্তরে অবদরণ অনুভব।

**আমাশয়।**—বিবমিষা ও কখন কখন পিত্তবমন। পিত্ত-প্রধান ধাতু; আমাশয়ে বিবমিষা; আমাশয়ের শীতলতা। সায়াহ্নে আমাশয়ে পিণ্ডবৎ অনুভব। আমাশয়-প্রদেশে জ্বালাকর যাতনা।

**উদর।**—উদরস্থ যন্ত্রে, বিশেষতঃ যকৃতে অল্প-বিস্তর বেদনা। * সবিরাম অতিসার অথবা রক্তাতিসার (আমরক্ত)। অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, অথবা তরল লেহবৎ আমময় মল। অন্ত্রে কতকটা অস্বচ্ছন্দতা, এবং তীব্র পেটকামড়ানি। অন্ত্রে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়, এবং যেন অতিসার জন্মিবে এপ্রকার অনুভব, তৎপরে যৎসামান্য মলস্রাব। উদরের অস্বচ্ছন্দতা, ও তরল মলস্রাব।

**মূত্র।**—মূত্র গাঢ় ও প্রগাঢ়বর্ণ, অথবা আরক্ত ও স্বল্প। প্রভূত মূত্রস্রাব, প্রতিনিয়ত মূত্র-ত্যাগ প্রবৃত্তি।

**মল ও মলদ্বার।**—বেদনা-শূন্য তরল লেহবৎ মল। কেবল আম, অথবা আমরক্ত, ও পিত্তমিশ্রিত মল, তৎসহকারে অতিশয় শ্রান্তি এবং সোলার প্লেক্সস্ নামক স্নায়ুগুচ্ছে যাতনা। অজীর্ণ দ্রব্যমিশ্রিত অতিসার। পাতলা, পীতবর্ণ মল, মলস্রাবান্তে বেদনা। অতিশয় বাতাধ্মান সংযুক্ত মল-প্রবৃত্তি। সবলে নিঃসারিত প্রভূত তরল মল। ০ পুরাতন রক্তাতিসার ও অতিসার।

**জ্বর।**—* প্রতিদিন বারবার পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ। জ্বরের বিরামের বড়ই অল্পকাল স্থায়িত্ব; প্রায় অবিরাম জ্বর। * অল্প ও হ্রস্ব শীত; দীর্ঘ-তাপ; তৎপরে

যৎসামান্য ঘর্ম্ম। ক্ষয়ীদিগের শীতোত্তাপ বিশিষ্ট বিলেপীজ্বর। * জ্বর ও বৃহৎসন্ধিতে অবিরাম বেদনা সহ সারারাত্রি অস্থিরতা। * বারংবার জ্বরের উত্তাপাবেশ সহকারে পৃষ্ঠবংশে শীত। একদিন সমস্ত অপরাহ্নে ও রাত্রিতে জ্বর। * ত্বক্, বিশেষতঃ করতল তপ্ত ও রুক্ষ। দুই দিন রাত্রিতে, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় প্রভূত ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ। শীতাবস্থায় জৃম্ভণ ও অঙ্গমর্দ্দনের প্রবৃত্তি। পৃষ্ঠ দিয়া শিড়শিড় করিয়া ঘাড় পর্য্যন্ত অল্প অল্প শীতের উত্থিতি; এবং স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে উহার আধিক্য। তৎপরে কয়েক মিনিট স্থায়ী সর্ব্বাঙ্গীন শীতানুভব। ০ সবিরাম, স্বল্প-বিরাম ও পৈত্তিক জ্বর।

**পৃষ্ঠ ও কটি।**—বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিতে এবং পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘার অস্থিতে সুতীব্র অবিরাম বেদনা সহকারে অতিশয় অবসাদ। সমস্ত বৃহৎসন্ধিতে অতিশয় অবিরাম যাতনা। তীব্র পৃষ্ঠ-বেদনা, পৃষ্ঠের অতিশয় স্তব্ধতা, কিঞ্চিৎকাল বসিলে উঠিতে অতিশয় কষ্ট।

**বিশেষ লক্ষণ।**—সমস্ত বৃহৎ সন্ধিতে বেদনা। মস্তক লঘু ও শূন্য-গর্ভ অনুভব। উদরোর্দ্ধভাগে শূন্যতানুভব সহকারে ক্ষুধাহীনতা। যকৃতে সুতীব্র আকর্ষণবৎ বেদনা সহকারে আমাশয়ে জ্বালাকর যাতনা। জল, পিত্ত, আম, কাল পুরীষময় পদার্থ বিশিষ্ট মল, মলত্যাগান্তে অতিশয় শ্রান্তি। (লেপ্টা)। অপরিপাচিত পদার্থ বিশিষ্ট অতিসার। স্বল্প, রক্তবর্ণ মূত্র। অতিশয় অবসন্নতা। জৃম্ভণ ও অঙ্গ-মর্দ্দের প্রবৃত্তি। আর্দ্র, শীতল কালে বৃদ্ধি। উষ্ণ শুষ্ক ঋতুতে হ্রাস।

**সমগুণ।**—এগেরিকস, ব্রাইওনিয়া, চায়না, কর্ণস, জেলসেম, নক্স ভম, ইপিকাক, পডোফাইলম।

# পলিমনিয়া ইউভিডেলিয়া।

এই বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। প্লীহারোগে ও জরায়ুর বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ উপকারী। এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার মূল অরিষ্ট বা প্রথম দশমিক ক্রম দশ বিন্দুমাত্রায় তিন চারিবার সেবন, এবং এক ভাগ অরিষ্ট ও দুইভাগ গ্লিসিরিণ মিশ্রিত মলম প্লীহাতে মর্দ্দন, ও ঋতুকালে ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি রাত্রে প্রসবদ্বারে তুলার ছিপী করিয়া সংলগ্ন করিতে হয়। পুরাতন প্লীহাদিতে অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইউভিডেলিয়া পরীক্ষিত হয় নাই।

---

# পাইপার মিথিষ্টিকম—কাভাকাভা।

পাইপার মিথিষ্টিকম বৃক্ষ প্রশান্তমহাসাগরে পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। সেই স্থানের অধিবাসীরা এই বৃক্ষকে কাভাকাভা বলে। তথায় ইহার মূলের ফাণ্ট কাফির ন্যায়

পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপেও কাভাকাভা পরীক্ষিত হইয়াছে। ঔষধার্থে ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—কাভাকাভার ক্রিয়ায় মত্ততা জন্মে। সংযত আকারে সেবন করিলে প্রায় তখনই মত্ততা উপস্থিত হয়। কিন্তু সচরাচর ব্যবহার্য্য মাত্রায় সেবন করিলে প্রায় কুড়িমিনিট পরে মাদকতা প্রকাশ পায়। বর্দ্ধিত মাত্রায় কাভাকাভার মূল মদিরামত্ততা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; বিমর্ষতা, নীরবতা, ও নিদ্রালুতাপূর্ণ একপ্রকার মত্ততা জন্মায়। অভ্যস্ত কাভাপায়ীরা প্রতিদিন ইহা সাত আটবার পান করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের এমন একরূপ স্নায়বীয় কম্পন উৎপন্ন হয় যে তজ্জন্য প্রায়ই বাটী ধরিয়া ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া চুমুক দিতে পারে না। কাভার মত্ততা দুই ঘণ্টার অধিক থাকে না। কিন্তু কয়েক দিন পরে পরে পান করিলে ছয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; যাহারা কখন কখন পান করে তাহাদের মত্ততা বার ঘণ্টাও রহিতে পারে। আর্দ্রস্থলে যে মূল জন্মে তাহাহইতে প্রস্তুত পানীয় পান করিলে প্রগাঢ় নিশ্চেষ্টতা, ও যৎসামান্য গোলমালে উত্তেজনা জন্মে। অনেক সময় অত্যধিক বা অত্যল্প মাত্রায় কাভা সেবনে নিদ্রার পরিবর্ত্তে অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ ও লম্ফন-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট একপ্রকার মাদকতা উপস্থিত হয়, কিন্তু একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারা যায় না।

কাভার ক্ষুদ্রমাত্রাজনিত ক্রিয়ার সহিত কফির ক্রিয়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতেও কফির ন্যায় প্রথমে প্রফুল্লতা ও উৎসাহিতা জন্মে; কঠিন পরিশ্রম করিলেও শ্রান্তি জন্মিবে না বলিয়া বোধ হয়। ইহার ক্রিয়ার চরমসীমায় মস্তক বৃহত্তর, প্রায় যেন ফাটিয়া পড়িবে, এপ্রকার অনুভূত হয়। শিরোঘূর্ণনও জন্মে, চক্ষু বুজিলে বা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেই শিরোঘূর্ণনের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কের, বিশেষতঃ উহার ভূমিদেশের নাড়ীগুলি পূর্ণ ও আবদ্ধবৎ বোধ হয়। এই পর্য্যন্তই কফির সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অনন্তর পাইপারের ক্রিয়ায় এতদ্বিপরীত, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে, অধিক রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন করা বা অনেকক্ষণ অনিদ্রিত থাকার ন্যায় মস্তিষ্কের শ্রান্তি অনুভূত হয়। মস্তকে একপ্রকার গৌরব, ও মৃদু, অবিরাম বেদনা জন্মে, এবং অধ্যয়নে, চিন্তনে বা অন্যবিধ মানসিক পরিশ্রমে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। ইহার উদ্দীপন বা অবসাদনসূচক মানসিক লক্ষণগুলি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে উপশমিত হয়। অপর, পাইপার ক্যাটালেপ্সি রোগের ন্যায় আক্ষেপও জন্মায়। এতদ্বারা মন বিশ্রান্ত ও সামান্য অনুরোধে বশীভূত হয়; এবং সকল প্রকার বাহ্য সংস্কারেই অনুভবাধিক্য জন্মে।

অধ্যাপক গবলার বলেন যে কাভামূলের দ্বিবিধ প্রধান গুণ দৃষ্ট হয়। যথা, এতদ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় ও মত্ততা জন্মে; এবং মূত্র উৎপন্ন ও শ্লেষ্মাস্রাব সংরুদ্ধ হয়। প্রজনন-প্রবৃত্তির উৎপত্তি স্থান স্নায়-কেন্দ্রে কাভার বিষ-ক্রিয়ার প্রভাবে অতিশয় প্রেমাকাঙ্ক্ষা

জন্মে, কিন্তু উপস্থের দুর্দম্য উদ্রেকাদি দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কাভার দ্বিতীয়প্রকার ক্রিয়ায় মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের প্রদাহের শান্তি জন্মে এবং মূত্র-মার্গ ও মূত্রাশয়ের পূয ও শ্লেষ্মাময় স্রাব হ্রাসপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ হয়। টেরিবিন্থিনার ন্যায় একপ্রকার সুগন্ধি তৈল ও ধূপময় উপাদান হইতে সম্ভবতঃ কাভার এই শেষোক্ত গুণ সমুৎপন্ন হয়।

অধিকার।—প্রথমে মানসিক উত্তেজনা, শেষে অবসাদ লক্ষণাপন্ন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। বিবর্দ্ধিত তালু-মূল, কর্ণ-বেদনা, ও অস্থিরতা সংযুক্ত দন্ত-বেদনা। তদ্দ্বারা মুখমণ্ডলের সমগ্র পার্শ্বের আক্রান্তি। প্রায়শঃ শর্দ্দি লাগিয়া উহার উৎপত্তি। আমোদিত হইলে উপশান্তি। অতিশয় অস্থিরতা সংযুক্ত স্নায়বীয় শূল-বেদনা; রোগীর বারংবার অবস্থান-পরিবর্ত্তন। মূত্রে ইউরিক এসিড নিঃসরণ। তরুণ প্রমেহ, আক্ষেপিক মূত্রাশয়-প্রদাহ, মূত্র-মার্গ-প্রদাহ, অণ্ড-প্রদাহ এবং সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাতিশ্যায়িক ( ক্যাটারাল ) পীড়া। ব্রাইটস ডিজিজ। পামা। কুষ্ঠ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

মূত্রমার্গ-প্রদাহ।—মূত্র-মার্গে কাভার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া মূত্র-মার্গ-প্রদাহের অতিশয় প্রদাহিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও সমধিক উপকার করে। ডাঃ সুইটজার বলেন যে কাভা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বল বিধান করে। তিনি অঠার মাস স্থায়ী একজন পুরাতন প্রমেহের রোগীকে অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে ৪০ বিন্দুমাত্রায় কাভার অরিষ্ট সেবন করিতে দেন; তাহাতে সে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করে। তাহার বহুদিনের এক প্রকার পুরাতন কাস ছিল তাহাও এই সঙ্গে উপশমিত হয়। হানসেন বলেন যে এতদ্দ্বারা মূত্র-স্রাব বিবর্দ্ধিত, মূত্র-কালে জ্বালাকর বেদনা প্রশমিত এবং প্রমেহের স্রাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তরুণ প্রমেহে একবাটী জলে কাভার ২০ বিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন চারিবার ব্যবহারের বিধি আছে। তিনি কয়েকজন শ্বেতপ্রদরের রোগিণীকেও এই ঔষধ সেবন করাইয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাভা সুবাসিত ও সেবনে বিস্বাদ নহে এবং এতদ্দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ারও কোন প্রকার উপদ্রব জন্মেনা। বেদনা।—স্নায়ুশূল প্রকৃতির বেদনায় ডাঃ গ্রিসওল্ড এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে পাইপার অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনার শান্তি জন্মায়। রোগী যখন যাতনায় ছটফট করিতে ও মোচাড় পাড়িতে থাকে, বারবার অবস্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া পারেনা, অথচ অবস্থান পরিবর্ত্তনে তাহার অধিক শান্তি জন্মে না; কিন্তু অন্যমনস্ক হইলে ক্ষণকাল উপশম বোধ হয়; তখন পাইপার ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশে বেদনার শান্তি লক্ষণে শিরোবেদনায়ও ইহা ব্যবস্থেয়। রজঃ-কৃচ্ছ্র।—ঋতুর প্রথম দিন সুতীব্র বেদনা, মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ, ও সর্ব্বাঙ্গীন শ্রান্তি; বিবমিষা এবং উদরের ও জরায়ুর দুইপার্শ্বেই বেদনা, তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা লক্ষণে

ডাঃ লিলিয়েন্থাল রজোরোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। **মানসিক রোগ।**—শিরঃপীড়ান্তে অবাস্তব-বস্তু-দৃষ্টি ও অপ্রফুল্লভাব; শিরোঘূর্ণন ও চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দর্শন, কর্ণ-নাদ, কল্পিতভাব ও প্রবল উল্লম্ফন-প্রবৃত্তি; এই সকল লক্ষণে উন্মাদরোগে ইহার ব্যবহার আছে।

**চিকিৎসিত রোগী।**—( ১ ) আঠার বৎসর বয়স্কা একজন অবিবাহিতা যুবতীর স্তনে ৬।৭ মাস যাবৎ একপ্রকার জ্বালাকর বেদনা ছিল। তৎসঙ্গে তাহার কোষ্ঠ-কাঠিন্য; মধ্যাহ্নের ও সায়াহ্নের আহারের পর উদরের স্ফীততা, এবং চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে উহার বিরতি; মুখমণ্ডলের ত্বকের খর-স্পর্শতা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে স্তনের বেদনা বৃদ্ধি পাইত; এবং আহার করিতে আরম্ভ করিলে ও আহার করা সমাপ্ত হইলে উহা পাঁচ-দশ মিনিট উপশমিত থাকিত। এজন্য বেদনার শান্তি নিমিত্ত রোগিণী বারবার আহার করিত। চিৎহইয়া শুইয়া থাকিলেও বেদনার হ্রাস পড়িত। কোন নূতন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে, একটু উত্তেজনা জন্মিলে, যথা ভজনালয়ে বা শিক্ষালয়ে অবস্থিতি কালে, ও অবস্থান পরিবর্ত্তনেও বেদনা উপশমিত হইত। রোগিণী পাঁচ মিনিট কাল একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিত না। অন্যান্য ব্যবস্থের ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল প্রাপ্ত না হইয়া ডাঃ গ্রিসওল্ড "কোন নূতন বিষয়ে মনোনিবেশে," "অবস্থান পরিবর্ত্তনে," ও "উত্তেজনায়" উপশম, এই তিনটী বিশেষ লক্ষণানুসারে অর্দ্ধবাটী জলে পনর বিন্দু পাইপার মিথিষ্টিকম মিশ্রিত করিয়া দুইঘণ্টা অন্তর দুইড্রাম মাত্রায় তাহাকে সেবন করিতে দেন। পাঁচ ছয় দিবস ঔষধ ব্যবহারে রোগিণীর বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আধ্মান, বদনের বন্ধুরতা, সকলই দূরীকৃত হয়। তৎপরে একসপ্তাহ ঔষধ প্রয়োগে বিরত থাকাতে সমস্ত লক্ষণ আংশিক প্রত্যাবৃত্ত হয়, কিন্তু পুনরায় সেই ঔষধ ব্যবস্থা করাতে রোগিণী সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করে। ( ২ ) প্রমেহের স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া এক ব্যক্তির অণ্ড-প্রদাহ উৎপন্ন হয়। যাতনায় রোগী ছটফট করিতে ও গড়াগড়ি পাড়িতে থাকে; নানাপ্রকারে অবস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াও শান্তি পায় না। একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার চিকিৎসা করেন এবং সম্ভবতঃ যথেষ্টমাত্রায় মাদক ঔষধ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। ডাঃ গ্রিসওল্ড অর্দ্ধগ্লাস জলে অর্দ্ধড্রাম পাইপার মিথিষ্টিকম মিশ্রিত করিয়া উহার চতুর্থাংশ তাহাকে সেবন করান; দশমিনিট পরে আরও দুই ড্রাম সেবন করিতে দেন, তৎপরে রোগীর বেদনা উপশম পড়িতে থাকে, অনন্তর আরও দুই তিন মাত্রা সেই ঔষধ প্রয়োগ করাতে সম্পূর্ণরূপে তাহার বেদনা দূরীকৃত হয়; কিন্তু অণ্ড-প্রদাহ আরোগ্য করিতে একোনাইট, ক্লিমেটিস, মার্ক-আইওড প্রভৃতি আরও কয়েকটী ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ( ৩ ) পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন বণিকের উদরের বামপার্শ্বে পেষণবৎ অবিরাম বেদনা জন্মিয়াছিল। বেদনা একবার উপরের দিকে ও একবার নীচের দিকে

যাতায়াত করিত। বেদনা সহকারে উদ্গার, বিবমিষা, বমন, অল্প অল্প আধ্মান, ও কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। প্রচাপনে বেদনা উপশমিত বা বিবর্দ্ধিত হইত না; রোগী একভাবে অনেকক্ষণ থাকিতে পারিত না; কখনও সম্মুখদিকে অবনত হইয়া হাঁটিত, কখনও বা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিত ও এপাশ-ওপাশ করিত; আবার কোন সময় বা হামাগুঁড়ি দিত এবং সম্মুখদিকে ও পশ্চাদ্দিকে দুলিত। তাহার সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্মপাত হইতেছিল। যদিও রোগী না নড়িয়া চড়িয়া থাকিতে পারিত না, কিন্তু এইপ্রকার অবস্থান-পরিবর্ত্তনে যাতনার অধিক শান্তি জন্মিত না। ডাঃ গ্রিসওল্ড প্রথম শক্তির দুইড্রাম পাইপার চারিআউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার দুইড্রাম মাত্রায় এই রোগীকে সেবন করিতে দেন। দ্বিতীয় মাত্রা সেবনের অল্পক্ষণ পরেই রোগীর বেদনার শান্তি জন্মিতে থাকে এবং তৃতীয় মাত্রা প্রয়োগান্তে তাহার বেদনা ক্রমে ক্রমে অন্তঃহৃত হয়। এই বেদনায় বাম বৃক্কক ও মূত্রবহানালী আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কয়েক দিবস পরে রোগীর মূত্রে রেণু দৃষ্ট হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অশ্মরি নির্গমন বশতঃই ঈদৃশ ভয়ঙ্কর বেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই বেদনা উৎপন্ন হউক পাইপার সেবনে উহার অতি সত্বর শান্তি জন্মিয়াছিল।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—অধিকতর সজীবতা অনুভব; প্রফুল্লতা; কার্য্য-প্রবৃত্তি; অধিক কার্য্য করিলেও অশ্রান্তি। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য ও পরিশ্রান্তি লক্ষণ। **মস্তক**।—প্রত্যুষে শয্যায় শয়িত অবস্থায়ও শিরোঘূর্ণন ও কপালে গুরুত্ব। অপরাহ্ণে পাঁচটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত অসাধারণ শিরোঘূর্ণন, আন্দোলনানুভব ও মূর্চ্ছাকল্পতা। শিরোবেদনা, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশে উহার ক্ষণিক বিরতি। মস্তিষ্কে অতিশয় শ্রান্তি অনুভব সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ, কিন্তু দাঁড়াইলে ভাল বোধ। শিরোবেদনা ও নিদ্রালুতার আতিশয্য বশতঃ কার্য্যের ব্যাঘাত। কপালের পূর্ণতা সহ সারারাত্রি মস্তকের বেদনা। দিবাভাগে এই বেদনার ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্দিকে মস্তিষ্কের ভূমিদেশে ও দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কাংশে গমন; এবং অত্যল্প সঞ্চালনে উহার হ্রাস ও অধিক সঞ্চালনে বৃদ্ধি। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অল্পমাত্র মানসিক শ্রমে ক্ষণকাল বেদনার উপশম, কিন্তু ক্রমাগত একবিষয়ে পরিশ্রমে বৃদ্ধি। গ্রীবার ও মস্তিষ্কের ভূমি-দেশের রক্তবহা নাড়ীর পূর্ণতা, বোধহয় যেন রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া রক্ত সঞ্চলন অবরুদ্ধ হইয়াছে। মস্তকের সমগ্র পশ্চাদ্ভাগ, ঘাড় ও মস্তিষ্কের পশ্চাদংশের রক্ত-সঞ্চয়; অভ্যন্তরভাগে অল্প অল্প বেদনা ও বহির্ভাগে প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ; এবং স্নায়ুমণ্ডলের ঐ সকল স্থান উহাদের স্বাভাবিক আয়তন অপেক্ষা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বড় অনুভব। **চক্ষু**।—পড়িবার সময় দক্ষিণ চক্ষুর দর্শন-স্নায়ুর পথে একপ্রকার বেদনা। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের অতিশয় আরক্ততা। পরিচ্ছদ পরিধান সময়ে শিরোঘূর্ণন সংযুক্ত

একপ্রকার দৃষ্টিহীনতার আবেশ, চক্ষু অবরুদ্ধ করিলে, এবং মস্তকে চিত্ত-সংযম ও ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে সেই শিরোঘূর্ণনের লাঘব; শিরোঘূর্ণনের পরে তখনই সম্মুখকপালে শোণিতের গতি ও তজ্জন্য গৌরবানুভব; অনন্তর সত্বর পশ্চাৎকপালে ও মস্তকের ভূমিদেশে তদ্রূপ অনুভব ও শীঘ্র উহার বিলোপ। **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে একপ্রকার অদ্ভুত পূর্ণতানুভব, বোধ হয় যেন অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিকে প্রচাপন জন্মিতেছে। **মুখ-মধ্য।**—শীতলজল, শীতলবায়ু, দন্ত-কাষ্ঠ, ও প্রক্ষালনাদিতে দন্তের অতিশয় অনুভবাধিক্য। জিহ্বা কোমল রোম বা মখমলে আবৃতবৎ অনুভব। **আমাশয়।**—অতিশয় আগ্রহ ও ব্যস্ততা সহকারে আহার গ্রহণ। আহারের এক ঘটিকা পূর্ব্বে অম্লউদ্গার, আমাশয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে উহার আন্দোলন ও কূজন, কিন্তু গল গহ্বরে পুনঃ পুনঃ উত্থান। **উদর।**—প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন নয়টার সময় উদর-বেদনা। * নড়িলে চড়িলে অথবা অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিলে উদর-বেদনার শান্তি। প্রত্যহ সায়াহ্নে যেন মল ত্যাগ করিতে হইবে এরূপ অনুভব। সারাদিনই মল-প্রবৃত্তি। অনুভব। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রত্যাগে মূত্র-মার্গে জ্বালা। প্রথম পরিত্যাগকালে মূত্র উত্তপ্ত অনুভূত হয় ও মূত্রমার্গে জ্বালা জন্মায়। ০ প্রমেহ, লালা-মেহ। **জনন-যন্ত্র।**—পরীক্ষার প্রথমভাগে কয়েক বৎসর অপেক্ষা অধিক কামুকতা। প্রাতে অধিক পরিমাণে রেতঃপাত। স্বপ্নশূন্য রেতঃপাত। অধিক পরিমাণ শুক্র শরীরে লাগিয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ। **দেহ।**—শরীর ও মনের পর্য্যায়ক্রমে অবসাদ ও স্ফূর্ত্তি; সবলতা অনুভব, প্রায় অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ন্যায় অতি সহজে সহজে পেশীর ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদন; পেশীর ক্রিয়ার আধিক্য কিন্তু উহার অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সমাবেশের অল্পতা; অজ্ঞাতসারে দ্রুতবেগে হাঁটা; জঙ্ঘা ও পা যেন দৌড়িয়া যাইতেছে এপ্রকার অনুভব; জ্ঞাতসারে ইচ্ছা করিয়া সঞ্চরণ নিয়মিত করিতে হয়; অন্যান্য বিষয় সম্পূর্ণ সুস্থ ও সজীব বোধ হয়। **উপশম।**—অনাবৃতবায়ুতে ও নড়িলে চড়িলে উপশম। **ত্বক।**—কুষ্ঠ রোগের ন্যায় চর্ম্মে বড় বড় শল্ক, শল্কগুলি পড়িয়া গিয়া স্থায়ী শ্বেতবর্ণ চিহ্ন, সেই সকল চিহ্নের সচরাচর ক্ষতে পরিণতি। ত্বকের, বিশেষতঃ হস্তপদাদির স্থূলত্বকের শুষ্ক, বিদারিত, শল্কযুক্ত ও ক্ষতগ্রস্ত অবস্থা।

**বিশেষ লক্ষণ।**—চিত্তের প্রফুল্লতা ও উদ্দীপনা মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীর পূর্ণতা, তৎপরে মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য ও অনুগ্র শিরোবেদনা। * বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে বেদনার লাঘব। * বাহ্য সংস্কারে অতিরিক্ত অনুভূতি। * প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মল-প্রবৃত্তি। কুষ্ঠ রোগের ন্যায় বড় বড় শল্কে ত্বকের আচ্ছন্নতা। শল্ক পড়িয়া গেলে সেই স্থানে শুভ্রবর্ণ চিহ্নের বিদ্যমানতা, উহাতে প্রায়ই ক্ষতের উৎপত্তি। * বেদনায় অবস্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য অস্থিরতা।

# পাইরোজেন

পাইরোজেন রোগজ ঔষধ। দুর্গন্ধ পচা পূষ হইতে হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সোয়ান ইহার পরীক্ষা করেন। তাঁহার পরীক্ষায় সেপ্টিসিমিয়া ও পায়িমিয়ায় পাইরোজেনের সমধিক উপকারিতা প্রতিপন্ন হয়।

পাইরোজেনের লক্ষণে আর্সেনিকের লক্ষণের ন্যায় অবসন্নতা, ব্যাকুলতা ও অতিশয় অস্থিরতা ; ইউপেটোরিয়মের ন্যায় অস্থি-বেদনা ; আর্ণিকার ন্যায় গাত্রবেদনা ; রসটক্সের ন্যায় চাঞ্চল্য, ল্যাকেসিসের ন্যায় বাবদূকতা ; এবং কফিয়ার ন্যায় ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার অতিরিক্ত তীব্রতা ও চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা দৃষ্ট হয়।

উপযোগিতা।—প্রসবান্তিক বা শস্ত্র-ক্রিয়ার পরবর্ত্তী ; জল-প্রণালী প্রভৃতির দূষিত বাষ্পজনিত ; ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড বা টাইফস জ্বরের ভোগ-কালে উৎপন্ন, * সেপ্টিসিমিয়ায় অত্যুৎকৃষ্ট সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও একেবারেই উপকার না জন্মিলে অথবা স্থায়ীফল না দর্শিলে এই ঔষধ উপযোগী।

অনুভূতি।—* * শয্যা শক্ত অনুভূত হয় ( আর্ণ ) ; * যে সকল অঙ্গে ভরদিয়া শয়ন করা যায় উহা ব্যথিত ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয় ( ব্যাপ্ট, নক্স-ম ) ; দ্রুতোৎপন্ন শয্যা-ক্ষত ( কার্ব্ব-এসি )। * অতিশয় অস্থিরতা ; অঙ্গের স্পর্শ-দ্বেষের উপশমার্থে অবিরত সঞ্চলনের আবশ্যকতা ( আর্ণ, বেলিস, ইউপ )।

জিহ্বা।—* বৃহৎ, লোলিত ; * * পরিচ্ছন্ন ভার্ণিশকরারমত মসৃণ ; অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ ; শুষ্ক, বিদারিত জিহ্বা ; শব্দোচ্চারণে কষ্ট ( ক্রোট, টেরে )।

স্বাদ।—* ঈষৎ মিষ্ট, ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ; ক্ষত হইতে উৎপন্ন * * পূযবৎ ; মুখের স্বাদ।

বমন।—প্রতিনিয়ত ; কফী-চূর্ণের ন্যায় ঈষৎ কপিশবর্ণ ; পশ্বাদির বিষ্ঠার গন্ধ বিশিষ্ট ; আবদ্ধ বা প্রতিরুদ্ধ অন্ত্র সংযুক্ত ( ওপি, প্লম ) ; বমন।

অতিসার।—ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ (সোরি) ; কপিশ বা কৃষ্ণবর্ণ (লেপ্ট) বেদনাশূন্য, অনিচ্ছা নির্গত ; অনিশ্চিত, বায়ু-নিঃসরণকালে বহির্গত ( এলো, ন্যাট, ওলিন ) ; অতিসার।

কোষ্ঠ-রোধ।—সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা সংযুক্ত ( ওপি, স্যানি ) ; * জ্বরে অন্ত্রাবরোধ বশতঃ দুর্দ্দম্য ; * * বৃহৎ, কাল, পচা মাংসের গন্ধ ; জলপাইয়ের মত * ছোট ছোট, কাল গোলার ন্যায় মল বিশিষ্ট ; কোষ্ঠ-রোধ।

ঋতু।—ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ; পচা মাংসের গন্ধ ; পচা গন্ধ ; কেবল একদিন স্থায়ী, তৎপরে সেই প্রকার ভয়ঙ্কর গন্ধ রক্তাক্ত প্রদর বিশিষ্ট ; ঋতু।

ভ্রূণ।—ভ্রূণ ও ফুলাদির অবশেষের জরায়ুতে অবস্থিতি, বিগলিত হওয়া, গর্ভে ভ্রূণের কতিপয় দিবস মরিয়া থাকা ; কাল, ভয়ানক দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ ; গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর সেপ্টিক জ্বরের পরে স্বাস্থ্য-শূন্যতা। পাইরোজেন জরায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উত্তেজনা জন্মায়।

প্রসবান্তিক স্রাব।—পাতলা, বিদাহী, কটা, অতি দুর্গন্ধ প্রসবান্তিক স্রাব ( লোকিয়া ) ( নাই-এসি ) ; প্রসবান্তিক স্রাবের বিলুপ্তি, তৎপরে শীত, উত্তাপ ও প্রভূত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম বিশিষ্ট জ্বর।

**হৃৎপিণ্ড।**—* হৃৎপিণ্ডের বিদ্যমানতার সুস্পষ্ট জ্ঞান, উহা শ্রান্ত অনুভূত হয় ; যেন বড় হইয়াছে এরূপ বোধ হয় ; কানে অবিরত হৃৎপিণ্ডের দপ দপ ও স্পন্দনকর শব্দ শুনা যায়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, রক্তে পচনজনক পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা।

**বক্ষঃস্থল।**—প্রশ্বাস পরিত্যাগকালে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে সোঁ সোঁ শব্দ। নড়িলে চড়িলে বা উষ্ণগৃহে কাসের বৃদ্ধি। গলা-জ্বালা। ক্ষয়-কাস রোগের শেষ অবস্থায় যখন রোগীর বুকে প্রচুর শ্লেষ্মা থাকা সত্ত্বেও সে উহা তুলিয়া ফেলিতে পারে না, তাহার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে এরূপ বোধ হয়, তখন রোগীর কিঞ্চিৎ শান্তি বিধানার্থে এণ্ট-টার্টই সাধারণতঃ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় রোগীর অস্থিরতা, অস্থি-বেদনা, ও সর্ব্বশরীরের পেশীর বেদনা বিদ্যমান থাকে তবে এণ্ট-টার্ট ও আর্ণিকা অপেক্ষা পাইরোজেন দ্বারই অধিকতর উপকার দর্শে।

**নাড়ী।**—* নাড়ীর অস্বাভাবিক দ্রুততা, গাত্রতাপের সহিত উহার অনুপাতের সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ ( লিলি )। অর্থাৎ জ্বরের আতিশয্যে নাড়ীর ধীরতা ও জ্বরের অল্পতায় নাড়ীর অপেক্ষাকৃত দ্রুততা।

**ত্বক।**—ত্বকের পাণ্ডুরতা, শীতলতা, ও ভস্মের ন্যায় বর্ণ (সিকেলি ) ; বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দম্য শিরা-স্ফীতি সংযুক্ত, দুর্গন্ধ ক্ষত।

**নিদ্রা।**—নানাবিষয়ক স্বপ্ন। স্বীয় কার্য্য-কর্ম্ম বিষয়ক স্বপ্নের আধিক্য। প্রায় সমস্ত রাত্রিই স্বপ্নদর্শন। যেন অর্দ্ধ নিদ্রিত অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ।

**জ্বর।**—স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যভাগে, * পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ ; * * তীব্র শীত ; * সর্ব্বাঙ্গের অস্থির ও হস্ত পদের শীত ; সেপ্টিক জ্বরের আক্রমণের লক্ষণ, ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রী গাত্র-তাপ, আকস্মিক উত্তাপ, ত্বকের শুষ্কতা ও জ্বালা ; দ্রুত, ক্ষুদ্র, তারবৎ নাড়ী, ১৪০ হইতে ১৭০ বার স্পন্দন ; অনন্তর শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম।

সেপ্টিক জ্বরে, বিশেষতঃ প্রসবান্তিক সেপ্টিক জ্বরে পাইরোজেন অতিশয় উপকারী পচন-নিবারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

সম্বন্ধ।—( ১ ) আর্ণ, আস, ব্যাপ্ট, কার্ব্বো-ভেজি, ওপি, হ্রাস, সিকে, ভিরের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ; ( ২ ) প্রচ্ছন্ন পূয জনন-প্রক্রিয়া বশতঃ দৃশ্যমান সদৃশ ঔষধ ব্যবহারেও রোগের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্তি।

# পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া—ফক্স গ্রেপ। ট্রুলাভ।

লিলিয়েসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপে জন্মে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া স্নায়ু-শূল ও স্নায়ুর উপদাহের অন্যান্য লক্ষণ উৎপন্ন হয়। শ্বাস-পথে ইহার প্রধান স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**শিরোবেদনা।**—স্নায়বীয় শিরোবেদনায় চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িতেছে, এবং একগাছি সূত্র যেন চক্ষুর অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাদ্দিকে মস্তিষ্কের মধ্যস্থান পর্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছে, এই প্রকার অনুভবে এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **স্নায়ু-শূল।**—বাম হনুর অস্থিতে উত্তপ্ত সূচী-বেধবৎ যাতনা ও অতিশয় স্পর্শ দ্বেষ লক্ষণাপন্ন মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূলে; যেন অতিশয় ভারী কিছু স্থাপিত রহিয়াছে ঘাড়ে এরূপ শ্রান্তি, ও বাহুর স্তব্ধতা লক্ষণ সংযুক্ত, বাহুপর্য্যন্ত প্রসারিত বাম বক্ষের স্নায়ু শূলে; পৃষ্ঠবংশের স্নায়ু-শূলে; এবং কোকিল-চঞ্চু-অস্থির স্নায়ু শূলে পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া ফলপ্রদ। **স্বর-যন্ত্রের রোগ।**—প্রতিশ্যায়জনিত স্বরযন্ত্র-প্রদাহে, সবুজ রঙ্গের আঠা আঠা শ্লেষ্মা, ও বেদনাশূন্য স্বরভঙ্গ লক্ষণে; এবং স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রদাহে অতিশয় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মায় অবিশ্রান্ত খক্ খক্ কাস ও গল রোধ জন্মাইলে, ইহার ব্যবহার হয়। **খল্লি।**—হানিমান বলেন যে অতিমাত্রায় পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া আমাশয়ে খল্লী জন্মায়; সুতরাং এতদ্দ্বারা আমাশয়ের খল্লী আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। **উন্মাদ।**—পারিস কোয়াড্রিফোলিয়া অনেকটা চা জনিত বহুভাষিতার ন্যায় বহুভাষিতা জন্মায় অর্থাৎ রোগী উল্লসিত চিত্তে অধিক কথা বলিতে ভালবাসে। এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কেবল কথা বলিবার নিমিত্তই কথা বলে; কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে তাহার প্রবৃত্তি থাকেনা **শিরোঘূর্ণন।**—উচ্চ স্বরে পড়িবার বা বসিবার সময় শিরোঘূর্ণন এবং তৎসহ আয়াসিত কথা ও অপরিষ্কৃত দৃষ্টি।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—বাচালতাপূর্ণ উন্মাদ ( * ল্যাক ); বুদ্ধিশূন্য আলাপ ও নির্ব্বোধের ন্যায় অঙ্গভঙ্গি। **মস্তক।**—মস্তকে জড়তা ও ঘূর্ণন। মস্তকে; ও শঙ্খদ্বয়ে ভেদন ও সূচী-বেধন; অনন্তর কপালে গুরুত্ব, মাথা হেট করিলে উহার আধিক্য। কপালে ও শঙ্খদ্বয়ে আকুঞ্চক প্রচাপন; মস্তিষ্ক, চক্ষু ও চর্ম্মে অশিথিলতা অনুভব, এবং অস্থিতে চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; নড়িলে চড়িলে, উত্তেজনায় অথবা চক্ষুর ব্যবহারে; এবং সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য। দক্ষিণ শঙ্খদেশে প্রচাপনী বেদনা, হাতের চাপে উহার উপশম। স্পর্শে করোটীর বাম প্রাচীরের অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। **চক্ষু।**—চক্ষু অতিরিক্ত বৃহৎ বা স্ফীত

এবং চক্ষুর কোটর অত্যন্ত বড় বোধ হয় ( কারল, ফস-এসি; প্লম )। ০ * চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িতেছে এবং অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তর দিয়া একগাছি সূত্র যেন পশ্চাৎদিকে মস্তিষ্কের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইতেছে, এরূপ অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ অনুভূতি; দৃষ্টির দৌর্ব্বল্য; চক্ষুর মধ্যস্থল দিয়া সূচী-বেধ। দক্ষিণ চক্ষুর উপরের পাতার স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ ( এগে )। **কর্ণ**।—কর্ণদ্বয়ে আকস্মিক বেদনা, বোধ হয় যেন গোঁজ দ্বারা সবলে নির্ভিন্ন হইতেছে। বাম কর্ণে টুন্ টুন্ শব্দ। **নাসিকা**।—ফুৎকারে ( ফোৎ করিলে ) নাসিকা হইতে লোহিত ও হরিতাভ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। পর্য্যায়ক্রমে তরল ও আবদ্ধ প্রতিশ্যায় (এম-কার্ব্ব, গ্যাট-আর্স, * নক্স-ভম )। **মুখমণ্ডল**।—মুখের চারিদিকে দদ্রু। অধরের উপর ফোস্কা। **মুখ-মধ্য**।—শুষ্ক, কর্ক্কশ, ও শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা; জিহ্বা অতিরিক্ত বৃহৎ বোধ হয়। প্রাতে মুখের শুষ্কতা। অম্ল, অধিক লালা। **গল-মধ্য**।—গলা-বেদনা বোধ হয় যেন গলার মধ্যে একটা গোলা অবস্থাপিত রহিয়াছে। গল-গহ্বরে অধিক শ্লেষ্মা, তজ্জন্য থক্ থক্ করিতে হয়। **আমাশয়**।—আহারান্তে হিক্কা ( ব্রাই, ইগে, হাইও ); উদ্গার। আমাশয়ে প্রস্তরের চাপের ন্যায় গুরুত্ব ( * আর্স, * ব্রাই, * নক্স-ভম, * পলস ); উদ্গারে উহার উপশম। ক্ষীণ, ও ধীর পরিপাক। **উদর**।—উদরে কূজন ও আবর্ত্তন ( এলো, * কার্ব্বো, সিক্ক, * লাই ); কর্ত্তনবৎ পেট-কামড়ানি। **মল**।—অতিসার; মলে পচা মাংসের গন্ধ। **মূত্র-যন্ত্র**।—উপবিষ্ট অবস্থায় মূত্র-মার্গে জ্বালা ও হুল-বেধন। মূত্রমার্গের সম্মুখভাগে ভেদনবৎ যাতনা। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, তৎসহ জ্বালা। মলিন-লোহিত মূত্র, আরক্ত অধঃপতিত পদার্থ, উপরে বসাবৎ দৃষ্ট সর; বিদাহী, অবদরণকর মূত্র। **শ্বাস-যন্ত্র**।—পর্য্যায়শীল, বেদনাশূন্য স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ, ক্ষীণস্বর, কাসিয়া কাসিয়া অবিশ্রান্ত শ্লেষ্মা উত্তোলন, স্বরযন্ত্রে জ্বালা। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস আকর্ষণের প্রবৃত্তি সহকারে গৌরব। স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মার অবস্থিতি বশতঃ অবিরত থক্ থক্ কাস ও গল-রোধ। বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ ( * ব্রাই * কালী-বাই )। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—বিশ্রামকালে ও সঞ্চলনে; এবং সন্ধ্যাকালে হৃৎকম্প। নাড়ী পূর্ণ কিন্তু মন্দ; **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—* ঘাড়ের পিঠে শ্রান্তি, বোধ হয় যেন কোন গুরুভার স্থাপিত রহিয়াছে। ঘাড় ফিরাইলে উহা স্তব্ধ ও স্ফীত বোধ হয়। স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূচী-বেধ। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—অঙ্গে হুল-বেধবৎ যাতনা। সঞ্চলনে সমস্ত সন্ধিতে বেদনা। রাত্রিতে শয্যায় পদদ্বয়ের বরফের ন্যায় শীতলতা ( সিলি, ভিরে )। অঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ বেদনা। অঙ্গুলীতে ঝিঁঝিঁ লাগে। সকল অঙ্গে সূচী-বেধ। সকল অঙ্গের গুরুত্ব। সন্ধিতে আকুঞ্চক প্রচাপন। **ত্বক**।—চর্ম্মে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও ওষ্ঠে অপচ্যমান উদ্ভেদ। চর্ম্মে স্পর্শ-দ্বেষ; কীট-চারণা অনুভব। **নিদ্রা**।—অস্থির, ভগ্ন নিদ্রা, ও অনেক স্বপ্ন। জৃম্ভণ ও নিদ্রালুতা। **জ্বর**।—অধিকাংশ সন্ধ্যাকালে শীত। দক্ষিণ পার্শ্বের শীতলতা; বামপার্শ্ব

স্বাভাবিক। শীত ও রোমাঞ্চ, জৃম্ভণ ও শীতল পদ। ঘাড় হইতে পিঠে শীতের অবতরণ (এতদ্বিপরীত, ফস)। শরীরের ঊর্দ্ধভাগের উত্তাপ ও ঘর্ম্ম। প্রাতে জাগরণান্তে ঘর্ম্ম, তৎসহকারে বারংবার দংশনকর কণ্ডূয়ন। **বিশেষ লক্ষণ।** দুর্গন্ধে অতিশয় অনুভূতি; কল্পিত দুর্গন্ধ; প্রাতে তরল ও সন্ধ্যাকালে শুষ্ক কাস; আপনার আয়তন বিবর্দ্ধিত অনুভব; মুখে জল-সঞ্চয়; মূত্রে তৈলাক্ত সর। (গরেন্সি)।

**সমগুণ**:—লিড, লাই, রসটক্স। **বিষমগুণ**।—কফি।

---

# পিওনিয়া অফিসিনেলিস।

বসন্তকালে সংগৃহীত সরস মূল হইতে পিওনিয়ার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। পিওনিয়ার ক্রিয়ায় মলদ্বারে দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবী, যাতনা সংযুক্ত ক্ষত জন্মে। ডাঃ ওজেনাম বলেন যে আপনা হইতে এইপ্রকার ক্ষত জন্মিলে এই ঔষধে তাহা আরোগ্য হয়। লেহবৎ অতিসার, তৎপরে মল-দ্বারে জ্বালা ও অন্তরে শীতানুভব ইহার লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে মলদ্বারের বিদারণে (ফিসার অবদি এনস্) যদি রস ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বদাই মলদ্বার আর্দ্র থাকে, এবং বিদীর্ণস্থানে স্পর্শ-দ্বেষ ও টাটানি থাকে, মল-ত্যাগের পরে জ্বালা ও কামড়ানি জন্মে তবে পিওনিয়া ব্যবহৃত হয়। মল-দ্বার-বিদারণ সংযুক্ত অর্শে, মলদ্বার ও তাহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী স্থানের বেগুনি বর্ণ, এবং মলত্যাগকালে ও তৎপরে অসহ্য যাতনা লক্ষণে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। অন্যান্য ক্ষতেও, বিশেষতঃ নাভীর নিম্নাঙ্গের ক্ষতে ডাঃ ওজেনাম এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন কোকিল-চঞ্চু-অস্থির নিম্নস্থ ক্ষতেও ইহা ফলপ্রদ। মুখ চাপা (নাইট-মেয়ার) রোগেও কোন কোন চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। কারণ ইহাতে মুখ-চাপা জন্মে। শিরোঘূর্ণনেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই ঔষধের প্রথম তিন ক্রম কেবল বাহ্য অথবা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয়। **বিশেষ লক্ষণ**।—মল-দ্বারে কামড়ানি ও চুলকানি, * দ্বার স্ফীত বোধ হয়। আকস্মিক লেহবৎ অতিসার, তৎসহ মল-ত্যাগের পর উদরের ক্লান্তি ও মল-দ্বারের জ্বালা, অনন্তর আভ্যন্তরিক শীত। * মল-দ্বারের নিকটে মূলাধারের উপর দুর্গন্ধ রসস্রাবী বেদনাসংযুক্ত ক্ষত।

# পিক্স লিকুইডা।

পিক্স লিকুইডাকে বাঙ্গালায় আলকাতরা বলে। আলকাতরা পাইন বৃক্ষের নির্য্যাস। আবৃত স্থানে পাইন কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে ইহা পাওয়া যায়। রুসিয়া ও উত্তর আমেরিকায় এই সকল পাইন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ফুসফুসে ও চর্ম্মে প্রধানতঃ আলকাতরার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাম ফুসফুসের পূযোৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বামদিকের তৃতীয় পঞ্জর্কার উপাস্থিতে বেদনা লক্ষণে

পিক্স লিকুইডা প্রয়োগে নিশ্চিত ফল দর্শে। দক্ষিণদিকের তৃতীয় পর্শুকার উপাস্থিতে বেদনা লক্ষণে এনিসম ষ্টেলেটম ফলপ্রদ। পিক্স ও এনিসমের এই লক্ষণ চিকিৎসাকালে পুনঃ পুনঃ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পিক্স লিকুইডা উদ্ভেদও উৎপন্ন করে। কর-পৃষ্ঠেই এই উদ্ভেদ বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। চর্ম্মে বিদারণ, ও রাত্রিতে অসহ্য কণ্ডূয়ন জন্মে, এবং নখ-ঘর্ষণে রক্তপাত হয়। হাতের একজিমা রোগে ইহার ব্যবহার হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন পিক্স লিকুইডা বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ের ও যক্ষারোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুর্গন্ধ ও বিস্বাদু পূযাক্ত নিষ্ঠীবন, ও তৎসহকারে বামদিগের তৃতীয় পর্শুকার উপাস্থিতে (বাস্তবিক বাম বায়ুনলীতে) বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। এই বেদনা পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া যাতায়াত করুক বা না করুক এরূপ অবস্থায় পিক্স লিকুইডাই সুপ্রয়োজ্য ঔষধ। যক্ষ্মার তৃতীয় অবস্থায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী।

---

# পিক্রিকম এসিডম পিক্রিক এসিড।

পিক্রিক এসিডের নামান্তর কার্ব্বোজোটিক এসিড। একভাগ বিশুদ্ধ পিক্রিক এসিড নিরনব্বই ভাগ পরিস্রুত জলে দ্রবীভূত করিলে ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। তৃতীয় দশমিক ক্রম জল মিশ্রিত এলকোহলে, ও পরবর্ত্তী ক্রম এলকোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—বিষমাত্রায় রক্তের উপর পিক্রিক এসিডের প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে, রক্তের অণুকোষগুলি নির্ভিন্ন হইয়া পড়ে, বৃহৎ মস্তিষ্কের বাহ্যাবরণ, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, মেডলা-অবলঙ্গেটা, এবং পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার কোমলতা ও অপকৃষ্টতা জন্মে, সুতরাং পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। পিক্রিক এসিড বৃক্কের প্রদাহ জন্মায়; মূত্রে ফসফেটস, ইউরেটস ও ইউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। এল্বুমেন ও চিনিও পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মাত্রায় ঈষৎ রক্ত-সঞ্চয়, তৎপরে শ্রান্তি জন্মে, এই শ্রান্তি অল্প অল্প ক্লান্তি অনুভব হইতে প্রকৃত পক্ষাঘাতে পর্য্যন্ত পরিণত হয়। এই প্রকার অবস্থার সহিত এক প্রকার মানসিক নিশ্চেষ্টতা, ইচ্ছা-শক্তির অভাব, সকল বিষয়েই উদাসীনতা, এবং শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবার অভিলাষ বিদ্যমান থাকে। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য (ব্রেণ-ফ্যাগ) ও স্নায়ুর দৌর্ব্বল্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অতএব ঈদৃশ অবস্থায়ই এই ঔষধের প্রধান অধিকার দৃষ্ট হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যে (ব্রেণ-ফ্যাগ) (ফস) ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে (নিউরাস্থিনিয়া) (ফস-এসি) পিক্রিক এসিড পরমোপকারী ঔষধ। মানসিক পরিশ্রমের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক অবসাদন ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের শিরঃপীড়ায়ও,

মানসিক প্রযত্নে উপচয় লক্ষণে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। বাম ডিম্বাশয়-প্রদেশে অবিরাম বদনা; ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর; ও ঋতুকালে অতিশয় অবসন্নতা (ককু) লক্ষণে হিষ্টিরিয়া রাগেও পিক্রিক এসিডের ফলবত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে। দন্ত-বেদনার জন্য স্বামীকে পিক্রিক এসিড সেবন করিতে দেওয়াতে একজন স্ত্রীর হিষ্টিরিয়া রোগ সত্বর উপশমিত হইয়াছিল, এরূপ একটী প্রকৃত বিবরণের উল্লেখ আছে। এটী ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। শুক্রস্রাব ও সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা, এমন কি পক্ষাঘাতের আশঙ্কা সংযুক্ত ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যে ও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। পৃষ্ঠবংশের রোগসহকারে কাম-প্রবৃত্তি-পরিশূন্য লিঙ্গোত্থান; অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল উদ্গম; প্রভূত শুক্রপাত; পুরুষের কামোন্মাদ (ক্যান্থ, ফস)। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য বশতঃ ঝাপসা দৃষ্টি। শীতল জলে ও শীতল বায়ুতে উপশমিত চক্ষু-প্রদাহ। দীর্ঘকালস্থায়ী স্নায়বীয় শিরঃপীড়া ও অবসন্নতার পরবর্ত্তী পুরাতন বধিরতা। মেলিন, স্বল্প মূত্র; বৃক্ক প্রদেশে আকর্ষণবৎ বেদনা; ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন পুরাতন বা অনতিতরুণ বৃক্ক-প্রদাহ।—এই সকল রোগেও পিক্রিক এসিড ব্যবহার্য্য। সম্ভবতঃ পিক্রিক এসিড সোরা-দোষঘ্ন ঔষধ। মুখমণ্ডলের ব্রণ ও স্ফোটকেও ইহা প্রযুজ্য। ঘাড়ের পিঠে অথবা কানের মধ্যে ফোড়া হইতে থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**—০ অতিশয় ঔদাস্য; কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা-শক্তির অভাব (ফস)। * মানসিক বা শারীরিক কার্য্যে অপ্রবৃত্তি। * শিরঃপীড়া সহকারে আলাপে বা সঞ্চালনে বিরক্তি। * অল্পমাত্র পড়িলে; ও অল্পমাত্র লিখিলে মানসিক অবসাদ। * চিন্তা সংগ্রহে অথবা অধ্যয়নে অসার্থ্য।

**মস্তক**।—শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা। মাথা নোওয়াইলে (এক, বেল, পল, সল); মস্তক বক্র করিলে; শয়ন করিলে; ও আসন হইতে উঠিলে, শিরোঘূর্ণন। মস্তকে; ও কপালে উত্তাপ। মস্তকের সেবনি-সন্ধির লম্বালম্বি জ্বালা। উত্থানে বিবর্দ্ধিত, বিমুক্ত বায়ুতে উপশমিত, এবং সঞ্চালনে বা মস্তক অবনত করিলে বিবর্দ্ধিত; মস্তকে চাপ দিলে বা পটী বাঁধিলে উপশমিত (আর্জ্জ-নাই, সিলি), শিরঃপীড়া। গৌরব, দৃষ্টিহীনতা ও শিরোঘূর্ণন জনক মস্তক শিখরে অবিরাম বেদনা, মস্তক অবনত করিলে উহার আধিক্য। বহির্দ্দিকে প্রচাপন, বোধ হয় যেন মাথা নির্ভিন্ন হইয়া ছুটিয়া পড়িবে, সঞ্চালনে ও অধ্যয়নে উহার আতিশয্য। মস্তকের বাম পার্শ্বে দপদপকর শিরঃপীড়া, অক্ষি-গোলকে ও কপালে উহার আধিক্য, এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তকের পৃষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রসারণ, শান্তভাবে থাকিলে উপশম প্রাপ্তি। চক্ষুর উপরে অবিরাম বেদনা, অধ্যয়নে ও সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি এবং সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে শান্তি। অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধদেশে ভারী বেদনা, মূর্দ্ধাদেশ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ,

নড়িলে চড়িলে অথবা চক্ষু ঘুরাইলে আধিক্য। শঙ্খদ্বয়ে সুতীব্র, সঞ্চরমান, কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ববৎ বেদনা, অবশীর্ষ হইলে ও চক্ষু সঞ্চালন করিলে উহার বৃদ্ধি। * মাথার পিঠে ও ঘাড়ের পিঠে বেদনা। * মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে, গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে ও মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত গুরুত্ববৎ বেদনা। * মস্তিষ্কের ভূমিদেশে বিশৃঙ্খলতা।

**চক্ষু**।—চক্ষুর বাহিরের ঝিল্লীর পীতবর্ণ। * শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ; দক্ষিণ চক্ষুতে আধিক্য; শীতলজলে প্রক্ষালন করিলে ও শীতল বায়ু লাগাইলে উপশম; উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি, চক্ষু মেলিয়া রাখিতে কষ্ট, এবং পড়িলে চক্ষে আঠা আঠা অনুভব। চক্ষুতে শুষ্কতা ও বালুকা অনুভব (আর্স, * কষ্ট, হিপ, ইগ্নে, মার্ক, পল, রস, সিপি, সিলি, সল)। চক্ষে কাষ্ঠ-খণ্ড অনুভব। প্রাতে জাগরণান্তে চক্ষুর সংযোজনা। অধ্যয়নে অক্ষিপুটের গুরুত্ব, উহা নিমীলিত রাখিতে পারা যায় না (জেল)। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা ও বিশৃঙ্খলতা; বোধ হয় যেন অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তর দিয়া দৃষ্টি করা যাইতেছে (কষ্ট, ক্রোক, ন্যাট-মিউ, পল, সিপি, সল)। বায়ু ধূমাবৃত দেখায়। দৃষ্টবস্তু বিঘূর্ণিত দেখায়; চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

**কর্ণ**।—কর্ণ জ্বালা করে ও ফুলাফুলা দেখায়, এবং বোধ হয় যেন কানের ভিতরে পোকা হাঁটিতেছে। কর্ণে গুন্ গুন্ ও হিস্ হিস্ শব্দ।

**নাসিকা**।—নাসিকার সেতুতে কোন ভারী বস্তুর ন্যায় অনুভব (কালী-বাই)। নাসিকার শ্লেষ্মা-পূর্ণতা; কেবল মুখ দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়, অনাবৃত বায়ুতে উহার উপশম জন্মে।

**মুখ-মধ্য**।—শুভ্র, ফেনিল লালা; রজ্জুর ন্যায় ঝুলিয়া মাটীতে পতিত হয়। অম্ল; তিক্ত; মন্দ; আস্বাদ।

**গল-মধ্য**।—গল-মধ্যের আরক্তা, অবদরণ অনুভব (এম-কা, কষ্ট, কার্ব্বো, নক্স, ফস, পল, সল,); দগ্ধবৎ আড়ষ্টতা ও উত্তপ্ততা; তালুমূলে গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মা; গিলিতে অতিশয় কষ্ট, বোধ হয় যেন গলা বিদীর্ণ হইয়া বিমুক্ত হইবে; স্পর্শ-দ্বেষ, বাম পার্শ্বে উহার আধিক্য; নিদ্রান্তে বৃদ্ধি (এপিস, ল্যাক, সল); আহারান্তে উপশম।

**আমাশয়**।—ক্ষুধার বৃদ্ধি, তৎপরে বিলোপ। শীতল জলের দুর্দ্দম্য পিপাসা। শূন্য বা অম্ল উদ্গার। মুখ-প্রসেক। উদরোর্দ্ধে বিবমিষা ও ক্লান্তি অনুভব, উঠিলে ও ইতস্ততঃ নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উহার আধিক্য। আমাশয়-গহ্বরে ভার অনুভব, তৎসহ উদ্গারের বিফল চেষ্টা।

**উদর**।—অন্ত্র-কূজন। বায়ু-নিঃসরণ। যকৃদ্দেশে ও নাভীপ্রদেশে, প্রধানতঃ বাম পার্শ্বে তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা। উদরোর্দ্ধে দুর্ব্বলতা অনুভব।

**মল ও মলদ্বার**।—মলত্যাগকালে ও তৎপরে হুল-বেধন ও কণ্ডূয়ন। পীতবর্ণ,

প্রচুর, তৈলাক্ত, ঘন ঘন বিনির্গত; কুন্থন সহকারে নিঃসারিত, অপ্রগাঢ় বর্ণ; নরম খণ্ড খণ্ড, সহজে নিঃসৃত, তৎপরে অধিক বায়ু নিঃসরণ সংযুক্ত বসাক্তবৎ দ্রুত বহির্গত; সাবান-সিদ্ধের গন্ধের ন্যায় ঈষৎ মিষ্ট গন্ধ বিশিষ্ট; মল।

**মূত্র-যন্ত্র**।—বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত। পীতবর্ণ; উগ্র-গন্ধ মলিন পীতবর্ণ; * স্বল্প; বর্ণশূন্য প্রভৃত; প্রচুর ইউরেটস সংযুক্ত; মূত্র। মূত্রে * অধিক পরিমাণে ইণ্ডিকান, গ্রাণুলার, ও ইপিথিলিয়মের অবস্থিতি।

**জননেন্দ্রিয়**।—(পুং)।—* রাত্রিতে উপস্থের ভয়ঙ্কর উদ্রেক, তৎসহকারে অস্থির নিদ্রা। সমস্ত রাত্রি অতিশয় সম্ভোগ-লিপ্সা ও প্রচণ্ড লিঙ্গোদ্গম, তৎসহ শুক্রস্রাব। দিবারাত্রি প্রায় অবিশ্রান্ত কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক সহকারে সম্ভোগ-লিপ্সা। (স্ত্রী)।—বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে অবিরাম বেদনা; ফিক ব্যথা। ঋতুর অনুকল্পে পীতাভ কপিশ প্রদর-স্রাব, বিলম্বে ঋতুর উপস্থিতি। ঋতুর পূর্ব্বে, শয্যায় ভগ-কণ্ডূয়ন।

**শ্বাস-যন্ত্র**।—গলায় ধূলি-প্রবেশের ন্যায় শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা। বোধ হয় যেন একটা বন্ধন দ্বারা বুক আবেষ্টিত রহিয়াছে (ক্যাক্ট)।

**হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—চঞ্চলতা। হৃৎকম্প। মন্দগামী, ক্ষুদ্র ক্ষীণ, ও অনিয়মিত নাড়ী।

**পৃষ্ঠ**।—পৃষ্ঠে বেদনা, বসিয়া থাকিলে উহার আধিক্য। পৃষ্ঠে ও অঙ্গে গুরুত্ব ও দুর্ব্বলতা। বৃক্ক-প্রদেশে আকর্ষণের ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডের লম্বালম্বি জ্বালা, অধ্যয়নের চেষ্টায় উহার আধিক্য, ও সঞ্চলনে উপশম।

**অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—* অঙ্গের বিশেষতঃ বামভাগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের; এবং পরিশ্রমে বাহুর ও জঙ্ঘার, বিশেষতঃ জঙ্ঘার অতিশয় গুরুত্ব; * জঙ্ঘাদ্বয়ের; এবং বঙ্ক্ষণ প্রদেশের দুর্ব্বলতা ও গুরুত্ব; বাম পার্শ্বে উহার আধিক্য। নিম্নাঙ্গের অবশতা। পদদ্বয়, বরফপাতে জড়ীভূতবৎ অনুভব (এগে)।

**দেহ**।—* যৎসামান্য পরিশ্রমে শ্রান্তি অনুভব; তৎসহকারে সমস্ত শরীরে পঙ্গুতা অনুভব। * কথা বলিতে অথবা কোন কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি; সকল বিষয়েই ঔদাস্য। শর্দ্দি লাগার ন্যায় বেদনা সহকারে * অবশতা।

**ত্বক**।—ত্বকের পীতবর্ণ। চর্ম্মে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অপচ্যমান ব্রণ ও স্ফোটক; উহাতে যাতনা।

**নিদ্রা**।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ। সায়াহ্নে নিদ্রালুতা, অনাবৃত বায়ুতে হাঁটিলে উহার শান্তি। গাঢ়, কিন্তু অতৃপ্তিকর নিদ্রা। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। অস্থির নিদ্রা। অবিরত স্বপ্ন।

**জ্বর**।—* শীতল শাখা; শীতল পদ। শীতের প্রাবল্য। পৃষ্ঠের নিম্নভাগে ও কটিদেশে উত্তাপ। শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম্ম।

**উপচয়**।—অধ্যয়নে; নিদ্রান্তে (ল্যাক); সঞ্চালনে (মেরুদণ্ডের জ্বালা ব্যতীত); বৃদ্ধি।

উপশম।—বিমুক্ত বায়ুতে; বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে; শীতল জলে; ও বিশ্রামে উপশম।

সমগুণ।—আর্জ্জ-নাই, কষ্ট, ককিউ, জেল, ল্যাক, পেট্রো, ফস, ফস-এসি, পল, সিপি, সিলি, সল,।

---

# পেট্রোসিলিনম—পার্সলি।

অম্বেলিফেরী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপের দক্ষিণভাগে জন্মে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মূত্র-মার্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে পেট্রোসিলিনমের সুনিশ্চিত ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্দারা উহাতে উপদাহ ও প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এজন্য অনতিতরুণ প্রমেহে ও লালামেহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ।—অনতিতরুণ প্রমেহ ও পুরাতন প্রমেহে অর্থাৎ লালা-মেহে বিশেষতঃ নেবিকিউলার ফোসা অর্থাৎ মূত্র-মার্গের নাবাকার গহ্বরের লক্ষণের বিদ্যমানতায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। সহসা দুর্নিবার মূত্র-প্রবৃত্তি; মূত্র-মার্গের গভীর স্থানে * তীব্র দংশন ও কণ্ডূয়ন, উহার উপশমার্থে কর্কশভাবে মূত্রমার্গ মর্দ্দনের আবশ্যকতা:; লিঙ্গ-মূলে বা মূত্রাশয়ের গ্রীবায় বেদনা, ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। মূত্র-মার্গের পুরাতন প্রদাহ কিম্বা সংবৃতি সংস্পৃষ্ট জ্বরেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়। * সহসা মূত্র-বেগ, এই ঔষধের একটী বিশেষ লক্ষণ। বালকের হঠাৎ মূত্র-প্রবৃত্তি জন্মিলে এবং তৎক্ষণাৎ মূত্র-ত্যাগ করিতে না পারিয়া যাতনায় লম্ফ ঝম্ফ করিলে পেট্রোসিলিনম সুব্যবস্থেয়।

# পেন্থোরম সিডয়ডিস।

পেন্থোরম এক প্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার নামান্তর বার্জ্জিনিয়া ষ্টোণ ক্রপ। পেন্থোরম ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। ইহার সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। বৃহৎ মাত্রায় এতদ্দারা মস্তকের পূর্ণতা, নিদ্রায় অতিশয় স্বপ্ন, নাসিকার প্রতিশ্যায়, এবং গল-গহ্বরের অতিশয় উপদাহ জন্মে। এজন্য নাসিকার প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় নাসা-মধ্য ও গল-মধ্যের অবদরণ অনুভব; নাসিকার অভ্যন্তরে একপ্রকার বিশেষ আদ্র্রতানুভব, অথচ স্রাবনিঃসণের অভাব লক্ষণে পেন্থোরম ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায়ের সূচনায় প্রতিষেধক স্বরূপও ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায়ের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় পলসেটিলার ন্যায় গাঢ় পূযাক্ত স্রাব নিঃসরণ পেন্থোরমেরও লক্ষণ। কোষ্ঠবদ্ধের পরবর্ত্তী অর্দ্ধ তরল মলস্রাবী অতিসারেও ইহার ব্যবহার আছে।

# পেরেরা ব্রেবা।

পেরেরা ব্রেবা মেনিস্পার্মেসি জাতীয় একপ্রকার লতা। ইহা মার্কিন খণ্ডে জন্মে। ইহার শুষ্ক মূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ক্রিয়া।—জনন-যন্ত্র ও মূত্র-যন্ত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই পেরেরা ব্রেভার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্দ্বারা উপদাহ ও প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহের উৎপত্তি হয়। আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রাশয়-প্রদাহ অর্থাৎ সিষ্টাইটিস রোগে, অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি, তৎসহ লিঙ্গ-মুণ্ডে প্রবল বেদনা ও কুন্থন, এবং তজ্জন্য যাতনায় রোগীর চিৎকার; হামাগুঁড়ি দিয়া মূত্র-ত্যাগ, মধ্যরাত্র হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি; মূত্রে উগ্র এমোনিয়ার গন্ধ, ও অধিক পরিমাণ গাঢ় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মার বিদ্যমানতা লক্ষণে পেরেরা ব্রেবা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে মূত্র-রেণু ও মূত্রাশয়ের মূত্র-শীলা রোগে পেরেরা ব্রেবা একটী প্রধান ঔষধ। অতিশয় কুন্থন; হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া মাটীতে মাথা রাখিয়া বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত; বৃক্ক হইতে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত, এবং এমন কি পা পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চরণ; মূত্রে লিথিক এসিড অধঃক্ষেপ, অপিচ রক্ত; এই ঔষধের লক্ষণ। বৃক্কক-বস্তি, বা মূত্র-প্রণালীতে (ইউরিটার) প্রস্তর থাকিলে বার্ব্বেরিসও উৎকৃষ্ট ঔষধ। বার্ব্বেরিস ও পেরেরার প্রভেদ এই যে বার্ব্বেরিসের বেদনা ক্বচিৎ কুচকীর নিম্নে যায়; পেরেরার বেদনা উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত যায়। প্রধান লক্ষণ।—* অবিশ্রান্ত মূত্র বেগ * লিঙ্গ-মুণ্ডে প্রবল বেদনা; * কুন্থন; * যাতনায় চিৎকার; *হামাগুঁড়িদিয়া প্রস্রাব; ত্যাগ; * মূত্রে অধিক পরিমাণ আঠা আঠা গাঢ়, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মার বিদ্যমানতা, অথবা লোহিতবর্ণ রেণু-পাত। মূত্রে উগ্র এমোনিয়ার গন্ধ। অনেক সময় মূত্র ত্যাগের চেষ্টা-কালে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত বেদনা। এইগুলি পেরেরা ব্রেভার প্রধান লক্ষণ।

সমগুণ।—এক, বার্ব্ব, ক্যান-স্যাট, চিমা, ক্যান্থ, ইউভা।

---

# পেন্থোরম সিডয়ডিস।

পেন্থোরম একপ্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার নামান্তর বার্জ্জিনিয়া ষ্টোণ ক্রপ। পেন্থোরম ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। ইহার সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। বৃহৎ মাত্রায় এতদ্দ্বারা মস্তকের পূর্ণতা, নিদ্রায় অতিশয় স্বপ্ন, নাসিকার প্রতিশ্যায়, এবং গল-গহ্বরের অতিশয় উপদাহ জন্মে। এজন্য নাসিকার প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় নাসা-মধ্য ও গল-মধ্যের অবদরণ, অনুভব; নাসিকার অভ্যন্তরে এক প্রকার বিশেষ আর্দ্রতানুভব, অথচ স্রাবনিঃসরণের অভাব লক্ষণে পেন্থোরম ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায়ের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় পলসেটিলার ন্যায় পূযাক্ত স্রাব নিঃসরণ পেন্থোরমেরও লক্ষণ। প্রতিশ্যায়ের সূচনায় প্রতিষেধক স্বরূপও ইহার ব্যবহার হয়। কোষ্ঠবদ্ধের পরবর্ত্তী অর্দ্ধ তরল মলস্রাবী অতিসারেও ইহার ব্যবহার আছে।

---

# প্রুনস স্পিনোসা।

প্রুনস স্পিনোসার ইংরেজী নাম স্লো ট্রী।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা এবং মস্তিষ্কের মধ্যদিয়া সেই বেদনার বিদ্যুতের ন্যায় গতি ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিতি; দক্ষিণ অক্ষি-গোলকে বেদনা, বোধ হয় যেন চক্ষুর অভ্যন্তরভাগ উৎপাটিত হইবে, এই গুলিই প্রুনসের প্রধান লক্ষণ। চক্ষুর আভ্যন্তরিক বিধানের রোগবশতঃ এইপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, সুতরাং চক্ষুর গাঢ়-মূল প্রদাহে এই ঔষধে উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা বেদনা উপশমিত, প্রদাহ স্থগিত, ও দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়। গ্লকোমা রোগে চক্ষু যেন প্রচাপিত হইয়া বিভিন্ন হইয়া পড়িতেছে অথবা চক্ষুর অভ্যন্তরদিয়া ও চক্ষুর চারিদিকে, কিম্বা সেই দিকের মস্তকাংশে বিদ্ধবৎ সঞ্চরমান বেদনা; চক্ষুর সজল ও স্বচ্ছ পটলের (পরদা) কুজ্ঝটীকাবৎ অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি; ও চক্ষুর গাত্রের রক্তাধিক্য লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে চক্ষু যেন প্রচাপিত হইয়া বিভিন্ন হইয়া যাইবে এরূপ বেদনা লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। স্নায়বীয় মূত্র-কৃচ্ছ্র। শ্বাস-যন্ত্রের ও হৃৎপিণ্ডের রোগ; শ্বাস-কৃচ্ছ্র, শ্বাস-রোধ-অনুভব। হৃৎপিণ্ডমূলক শোথ। কটিবন্ধবৎ দদ্রু ও হৃৎশূল—এই সকল রোগেও ইহা উপকারী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চাপিয়া বিদারণের ন্যায় বেদনা এবং উহাতে চিন্তার প্রায় বিলুপ্তি। করোটীর নীচে বেদনা, বোধ হয় যেন উহা একটী কীলক দ্বারা বাহিরের দিকে প্রচাপিত হইতেছে। * * মস্তকের সম্মুখভাগের দক্ষিণাংশের অস্থি হইতে মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া, মস্তক-পশ্চাৎ পর্য্যন্ত সঞ্চরমান বেদনা। দক্ষিণ শঙ্খাস্থির ঊর্দ্ধভাগের নীচে বাহিরের দিকে প্রচাপন, চাপদিলে উহার আধিক্য। * দক্ষিণ চক্ষু-গোলকে বেদনা, বোধ হয় যেন চক্ষুর অভ্যন্তর ভাগ উৎপাটিত হইবে। দন্ত যেন উৎপাটিত হইবে এরূপ ভেদনবৎ বেদনা। মুখে উষ্ণ কিছু গ্রহণ করিলে পেষণ-দন্তে বিদারণবৎ বেদনা। ক্ষুধাহীনতা, স্বল্পমূত্র, সরলান্ত্রে যাতনা সংযুক্ত কঠিন বর্ত্তুলাকার মলসহকারে শোথ। খল্লীবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন একটা কোণাকার বস্তু গুহ্যদ্বারের এক ইঞ্চি উপরে সরলান্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে ভিতরের দিকে প্রচাপিত হইতেছে। শেওলা শেওলা অতিসারের পর ক্ষতে লবণ প্রদানের ন্যায় মলদ্বারের জ্বালা। প্রতি পনর মিনিট পর পর * মূত্রাশয়ের আবেগ। মূত্র-ত্যাগের বিফল চেষ্টাসহকারে জ্বালাকর বেদনা, তজ্জন্য রোগীর অবনত হইবার আবশ্যকতা। মূত্র-ত্যাগ করিলে উপশম জন্মে বটে, কিন্তু লিঙ্গ-মুণ্ডে একপ্রকার ভেদনবৎ বেদনা অবশিষ্ট থাকে, এবং উহাতে মূত্র-মার্গের আক্ষেপ জন্মে ও সরলান্ত্রের আবেগ উৎপন্ন হয়। বাহ্যসমস্ত

হইয়া মূত্র-ত্যাগ করিতে যাইতে হয়; * বোধ হয় যেন মূত্র লিঙ্গ-মুণ্ড পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় অনন্তর তথা হইতে ফিরিয়া আইসে এবং মূত্র-মার্গে বেদনা জন্মায়। হাঁটিবার সময় হাঁস-ফাঁস শব্দ বিশিষ্ট * ব্যাকুলিত, হ্রস্ব শ্বাস। বক্ষঃস্থলে গৌরব, তজ্জন্য ব্যাকুলতাসহকারে গভীর শ্বাস-ক্রিয়ার আবশ্যকতা।

# প্লাণ্টেগো মেজর—প্লাণ্টেন।

এই উদ্ভিদ ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস (তাজা) মূল ও পত্র হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**অধিকার।**—দন্ত-বেদনা সংযুক্ত কর্ণ-বেদনা। বিশুদ্ধ স্নায়বীয় কর্ণ-বেদনা। মুখমণ্ডলের পার্শ্বদিয়া সঞ্চরণশীল, স্নায়বীয়, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে প্রবল, দন্ত-বেদনা। প্রাতঃকালে বিবর্দ্ধিত প্রভূত মূত্র; আহারে উপশমিত উদর-বেদনা, ও কপিশ জলবৎ মল বিশিষ্ট অতিসার। রাত্রিতে শয্যায় প্রচুর মূত্র-ত্যাগ। স্তন-বৃন্তের স্নায়বীয় বেদনা। গাত্র-কণ্ডূ, শীতপিত্ত, অপচ্যমান উদ্ভেদ। তামাকে-বিস্বাদ। পোড়া ঘা, শীতে ফাটা, জন্তুর দংশন, দুষ্টব্রণ, বিসর্প ও রসটক্সের বিষাক্ততা (বাহ্য প্রয়োগ)।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**চর্ম্ম-রোগ।**—আভ্যন্তরিক সেবনে ইহার অতিক্রিয়ায় চর্ম্মে একপ্রকার বিশেষ উপদাহ জন্মে। সেই উপদাহ বশতঃ তীব্র কণ্ডূয়ন, কণ্টক-বেধ, ও জ্বালানুভব সংযুক্ত গাত্র-কণ্ডূ, শীতপিত্ত, ও অপচামান পীড়কা উৎপন্ন হয়; কিন্তু এতদ্দ্বারা চর্ম্মের প্রকৃত বিকৃতি জন্মে বলিয়া বোধ হয় না। গৃহ-চিকিৎসায় উপদাহ, বেদনা, ও উত্তাপ বিশিষ্ট সকল প্রকার চর্ম্ম-রোগেই প্লাণ্টেগোর পত্র অল্প শুষ্ক করিয়া ও ছেঁচিয়া স্থানিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে। বিসর্প, রসটক্সজনিত বিষাক্ততা, এরিথিমা, অগ্নিদাহ, গ্রন্থির প্রদাহ, দুষ্টব্রণ, ছিন্ন-ব্রণ, জন্তুর দংশন, নিহার-ব্রণ প্রভৃতিতে এই ঔষধের অরিষ্টের জলমিশ্রিত দ্রব, ফাণ্ট, বা পত্রের বাহ্য প্রয়োগে অতিশয় উপকার দর্শে।

**চিকিৎসিত রোগী।**—(১) একজন যুবতীর হস্ত ও বদনের কিয়দংশ আরক্ত ও স্ফীত হইয়াছিল, উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন ছিল এবং স্থানে স্থানে ফোস্কা জন্মিয়াছিল। প্লাণ্টেগো প্রথম ক্রমের বটিকা সেবন এবং এক ড্রাম অরিষ্ট এক বাটি জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যপ্রয়োগ করাতে তিনি সত্বর শান্তি ও তিন দিবসে আরোগ্য লাভ করেন। (২) রস-ভেন দ্বারা বিষাক্ত হইয়া এক ব্যক্তির মুখমণ্ডল ভয়ানক স্ফীত ও বিসর্পের ন্যায় আরক্ত হইয়াছিল, প্লাণ্টেগোর পত্র প্রয়োগে তিনি উপশমিত ও রোগ-মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩) ছিন্ন-ব্রণাদি উপঘাতে, বিশেষতঃ বেদনাপূর্ণ স্ফীততা ও বিসর্পের সম্ভাবনা থাকিলে ইহার বাহ্যপ্রয়োগে উপকার দর্শে। (ক) একজন যুবকের

হস্তাঙ্গুষ্ঠের নখমূলের অভ্যন্তর দিয়া কাটিয়া গিয়াছিল; একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক দুই তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। অঙ্গুলী প্রদাহিত অতিশয় স্ফীত ও ব্যথিত ছিল। প্লাণ্টেগোর অরিষ্টের বাহ্যপ্রয়োগ দুইবার ব্যবস্থা করাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ( খ ) আর একজন যুবকের হাতের আঙ্গুল প্রথম সন্ধিস্থানে এরূপভাবে দংশিত হইয়াছিল যে আঙ্গুলের অগ্রভাগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। উপহত স্থান কুক্কুটীর অণ্ডের ন্যায় স্ফীত ও অতিশয় প্রদাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুই তিন বার প্লাণ্টেগোর ব্রাহ্যপ্রয়োগেই সেই অঙ্গুলীর আরোগ্য জন্মিয়াছিল। (গ) ডাঃ ক্রেসন বলেন যে একজন স্ত্রী-লোক কডমৎস্য কুটিতে উহার একটা পাখনা তাহার মধ্যমাঙ্গুলীর তলের দিকে দ্বিতীয় পর্ব্বের ঠিক উপরে বিঁধিয়া যায়, অতিশয় রক্ত পড়ে ও গভীর ক্ষত হয়। কিন্তু তখন অন্য কোন ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া কেবল একখানি নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। রাত্রিতে তথায় অত্যন্ত বেদনা জন্মে, সেই বেদনা অঙ্গুলী হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয় ও অতিশয় যাতনা দেয়, পরদিন প্রাতে সমুদয় হাত, বিশেষতঃ উপহত অঙ্গুলী, সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে ফুলিয়া উঠে; বাহুও স্কন্ধ পর্য্যন্ত স্ফীত হয় এবং হাত হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত দুইটি ঈষৎ লোহিত রেখা প্রকাশ পায়। কতকগুলি নিস্ফল ঔষধ প্রয়োগের পর যাতনায় অধীর হইয়া তিনি আহত স্থানে প্লাণ্টেগোর পাতা ছেঁচিয়া লাগান এবং প্রয়োজিত পাতা শুষ্ক হইবামাত্র তাহা তুলিয়া ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহার বেদনার এতই শান্তি জন্মে যে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দুই তিন দিনেই এই ঔষধে তাহার আঙ্গুল ভাল হয়। ( ৪ ) একজন যুবকের পায়ের উপর নীহার-ব্রণ উৎপন্ন হইয়া এত ফুলিয়া পড়িয়াছিল যে তিনি হাঁটিতে পারিতেন না। দুই আউন্স প্লাণ্টেগো-ধৌত ( ওয়াশ ) ব্যবহার করাতে তাঁহার আরোগ্য জন্মে। ( ৫ ) ডাঃ ওয়াশবার্ণ বলেন যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা একজন রমণীর অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মিল্ক-লেগ অর্থাৎ প্রসবান্তিক জঙ্ঘার স্ফীততা রোগ ছিল। কখন কখন উহা অতিশয় ফুলিয়া উঠিত ও বেদনা করিত। প্লাণ্টেগোর:দ্রব বাহ্যপ্রয়োগে এবং সিপিয়া ও রসট্রক্স আভ্যন্তরিক সেবনে তিনি স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন। ( ৬ ) ডাঃ হেল বলেন যে স্তনের বিসর্পবৎ প্রদাহে তিনি প্লাণ্টেগো স্থানিক প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আর্ণিকা বা হেমেমেলিস অপেক্ষাও ইহার প্রাদাহিক প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ ও প্রশান্তির শক্তি শ্রেষ্ঠ মনে করেন। প্লাণ্টেগোর পত্র উষ্ণ করিয়া স্তনে লাগাইয়া তদুপরি একখানি তৈলাক্ত কাগজ দিয়া রাখিলে বেদনা, উত্তাপ, ও স্ফীততার শান্তি জন্মে।

দন্ত-শূল।—প্লাণ্টেগো মারকিউরিয়সের লক্ষণের ন্যায় সুস্থ ও রুগ্ন ( ক্ষয়প্রাপ্ত ) দন্তে বেদনা; শীতল বায়ু ও স্পর্শে অনুভবাধিক্য; এবং দন্তের অতিশয় দীর্ঘতানুভব জন্মায়। সুইজারলাণ্ডে বহুকালাবধি এই পত্রের তন্তু ( আঁশ ) দন্ত-বেদনায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

তথায় ইহার তাজা পাতা ছিঁড়িয়া স্থতার স্থায় সবুজ আঁশ গুলি যে দিকের দাঁতে বেদনা সেই দিকের কানে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্বারা উপকার দর্শিলে তন্তু গুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে, অনন্তর পুনরায় নূতন তন্তু প্রবিষ্ট করা যায়, কিন্তু উপকার না জন্মিলে প্রয়োজিত তন্তু হরিদ্বর্ণই থাকে। ডাঃ রিউটলিংগার বলেন যে তিনি প্লাণ্টেগোর দ্বিতীয় দশমিক ক্রম সেবন করাইয়া প্রায় পনর মিনিটে দশভাগের সাতভাগ দন্ত-শূলের রোগী আরোগ্য করিয়া থাকেন। ডাঃ হম্ফ্রি বলেন যে দন্ত-শূলের অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা প্লাণ্টেগো শ্রেষ্ঠ। তিনি ইহার "ক্রম" সেবন করান এবং তুলায় করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে লাগান। কিন্তু কথনও তন্তু কর্ণে প্রবেশ করান নাই। ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে রন্ধ্র করন ও খনন করনবৎ অত্যন্ত বেদনা, অধিক লালা-নিঃসরণ, শীতল বায়ুতে হাঁটিলে, ও স্পর্শে বৃদ্ধি; দন্ত দীর্ঘীভূত অনুভব; আহারকালে ভাল দন্তেও স্পর্শ-দ্বেষ; অতি শীঘ্র শীঘ্র দন্তক্ষয়; এবং দন্ত মূল হইতে রক্তপাত প্লাণ্টেগোর লক্ষণ।

কর্ণ-বেদনা।—ইহার পত্রের উষ্ণ রস কর্ণ-বেদনায় উপকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে দন্ত-বেদনার সহিত কর্ণ-বেদনা সংসৃষ্ট থাকিলে প্লাণ্টেগো ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে। ডাঃ লিলিয়েন্থাল লিখিয়াছেন যে দন্ত-বেদনার সহিত সংসৃষ্ট স্নায়ুশূল-প্রকৃতির কর্ণ-বেদনায় পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের নিম্নহনুস্থ শাখায় বেদনার সঞ্চরণ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্নায়ু-শূলেও বেদনা হনু হইতে কর্ণে সঞ্চরণ করিলে তিনি ইহা ব্যবহারের বিধি দেন।

উদরাময়।—উদর-বেদনা, অতিসার, আমরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা ফলপ্রদ। কোন কোন চিকিৎসক শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ও শিশু-বিসূচী রোগেও এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। ডাঃ মার্সী শিশু-বিসূচী রোগে প্রত্যেকবার তরল মলস্রাবের পর ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন।

কৃমি।—প্লাণ্টেগোর পরীক্ষা লক্ষণে "নিদ্রিতাবস্থায় দাঁতকড়মড় করা" লক্ষণ আছে এবং ইহার মানসিক লক্ষণের সহিত কৃমি-পীড়িত বালকদিগের মানসিক লক্ষণের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অতএব কৃমিরোগে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

মূত্র-রোগ।—বালকদিগের রাত্রিকালীন শয্যা-মূত্র রোগে, বিশেষতঃ মূত্রাশয়ের দ্বারাবরক পেশীর শিথিলতা রোগের কারণ হইলে এবং মূত্র প্রভূত জলবৎ থাকিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ রোগ জন্মিলে ও মূত্রের পরিমাণ অল্প থাকিলে ইহাতে তত উপকার দর্শে না। যুবক অপেক্ষা বালকদিগের রোগেই প্লাণ্টেগো ভাল কাজ করে। কৃমি-জনিত শয্যা মূত্রেও এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে। রাত্রিকালীন শয্যা-মূত্রে প্লাণ্টেগোর তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহৃত হয়। বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, রাত্রিতে অবারিত মূত্র; অপ্রগাঢ় বর্ণ, অতি প্রভূত, শুভ্র অধঃক্ষেপ স্রাবী মূত্র; নিয়মিত, ধূসরবর্ণ, বা ধূসরবর্ণ বিমিশ্রিত মল; চক্ষের নিম্নের স্ফীততা, অতিশয়

কোপনতা, ও স্বাভাবিক ক্ষুধা ও নিদ্রা লক্ষণে অন্যান্য মূত্র-রোগেও প্লান্টেগোর ব্যবহার আছে।

**সবিরামজ্বর।**—ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে কুইনাইন বা অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধের প্রয়োগ সত্ত্বেও যে সবিরামজ্বর দূরীভূত না হইয়া পুরাতন আকারে অনেক দিন থাকে এবং প্রত্যহ; অথবা দুই, তিন, চারি, সাত, বা চৌদ্দদিন অন্তর নিয়মিতরূপে দিবাভাগে উপস্থিত হয় তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল দিবসে জ্বরের প্রকাশ ও জ্বর-কালে মূত্রাশয়ের মুখাবরক-পেশীর শিথিলতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ ওয়াশবার্ণ বলেন যে তিনি প্লান্টেগোর মাদার্টিংচার বা প্রথম ক্রম ব্যবহারে কয়েকজন বিষমজ্বরের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

**তাম্রকূটের কুফল।**—অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনে যে অসুখ জন্মে প্লান্টেগোর মাদার টিংচার বা প্রথম দশমিক শক্তির অরিষ্ট বিন্দু মাত্রায় সেবন করিলে সেই অসুখ নিবারিত হয়। অভ্যস্ত তাম্রকূট সেবন পরিত্যাগ করিলে প্রথম প্রথম যে ভয়ানক অস্থিরতা উপস্থিত হয় তাহা এই ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে। এই অস্থিরতা প্লান্টেগোর একটী বিশেষ মানসিক লক্ষণ। তাম্রকূটজনিত বিবর্ণভাব, অবসাদ ও ভয়ঙ্কর স্বপ্নদর্শনাদিও এতদ্দ্বারা দূরীকৃত হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে নক্সভমিকা দ্বারা যেমন সুরাপানজনিত শিরঃপীড়ার শান্তি জন্মে, প্লান্টেগো দ্বারাও সেইরূপ তাম্রকূটজনিত দন্ত-বেদনার নিশ্চিতই আরোগ্য হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ

**মন।**—সুদিনেও মনের অবসাদ ও অপ্রফুল্লতা। মস্তিষ্কে জড়তানুভব সহ অধীরতা ও অস্থিরতা অতিশয় কোপনতা ও বিমর্ষতা, সায়াহ্নে উহার আতিশয্য। অতিশয় অবসন্নতানুভব, তৎসহ ভাবনার ভাব এবং বাহ্যবিষয়ে মনঃসংযোগে অশক্তি। মানসিক বৃত্তির পরিচালন-চেষ্টায় অবসাদের আধিক্য ও দ্রুত শ্বাসের উৎপত্তি, এবং তৎসহ অতিশয় উৎকণ্ঠা অনুভব। অতিশয় মানসিক উৎকণ্ঠা, গৃহে চঙ্ক্রমণ; অনন্তর শয্যায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করা; অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সংযুক্ত নিদ্রা, স্বপ্নবশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ। মস্তকে জড়তা ও অপরিচ্ছন্নতা অনুভব সহকারে মনের নিষ্ক্রিয়তা।

**মস্তক।**—মস্তকের স্থানে স্থানে, কখনও দক্ষিণ শঙ্খস্থানের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত, কখনও বা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অনন্তর মস্তকের অন্যান্য ভাগে, অল্পবিস্তর তীব্র বেদনার আবেশ। মস্তকের অভ্যন্তরের গভীরাংশে গৌরব, এবং এক কর্ণ হইতে কর্ণান্তর পর্য্যন্ত মাথায় কিছু যেন স্থাপিত রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব। কপালের অভ্যন্তরে অনতিতীব্র গৌরব অনুভব ও কখন কখন শঙ্খাস্থি হইতে সমুৎপন্ন, অনুপ্রস্থে সম্প্রসারিত, দৃষ্টতঃ মস্তিষ্কের ভূমিদেশে অবস্থিত গভীর বেদনা। মস্তকে, কখনও দক্ষিণ, কখনও বা বাম করোটী-প্রাচীর-প্রদেশে; অপিচ

স্তনবৃন্তবৎ প্রবর্দ্ধনে সঞ্চরমান বেদনা। মস্তকের বামপার্শ্বে, কপাল হইতে মস্তিষ্কের গভীরাংশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত, থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত অনধিক তীব্র বেদনা। মস্তকের বামদিকে, বাম চক্ষুর উপর হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের অভিমুখে, কিঞ্চিৎ তীব্র বেদনা, কিন্তু শীঘ্রই উহার বিরতি। মস্তক-শিখরে, করোটীর নিম্নে কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে সবিরাম স্পন্দনশীল বেদনা। কপালে সামান্য উদ্ভেদের আবির্ভাব ও সত্বর উহার তিরোভাব সহকারে করোটীর কণ্ডূয়ন।

চক্ষু।—অক্ষি-গহ্বরের গভীরাংশে সময়ে সময়ে অতীব্র বেদনা, ও প্রচাপনে উহার আধিক্য। দক্ষিণ অক্ষি-গহ্বরের গভীরস্থানে অল্পক্ষণ স্থায়ী অবিরাম মৃদু বেদনা। দক্ষিণ চক্ষুর বহির্দ্দিকে উর্দ্ধাংশে তীব্র ( চিড়িকমারা ) বেদনা। নিদ্রা হইতে উত্থানান্তে অক্ষি-পুটের স্ফীততা ও আরক্ততা। অক্ষিপুটে কতিপয় ঘটিকাস্থায়ী অস্বাভাবিক পরিশুষ্কতা অনুভব। একঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রথমে বাম, তৎপরে দক্ষিণ অক্ষি-গোলকে, অধিকাংশ চক্ষুর অভ্যন্তরীণ কোণের নিকট তীব্র, কষ্টপ্রদ সূচী-বেধ।

কর্ণ।—মস্তকের বেদনা, বোধহয় যেন এক কানের অভ্যন্তর দিয়া অন্য কান পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতেছে। কর্ণ-কেন্দ্র, অধিকাংশ বামকর্ণে সচরাচর বেদনা, এই বেদনার মস্তকে আরম্ভ।

নাসিকা।—নাসিকার অস্থিগুলি যেন একত্র বা অভ্যন্তর দিকে প্রচাপিত হইতেছে নাসা-সেতুর অনুপ্রস্থে এপ্রকার অনুভব। বরংবার হাঁচি, এবং তৎসহকারে বাম নাসারন্ধ্র হইতে পাতলা দূষিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ। বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে সমস্ত দিন প্রভূত, দূষিত পাতলা শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অনন্তর ক্রমে ক্রমে উহার হ্রাস ও দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্র আক্রমণ।

মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠ।—উত্থানান্তে মুখমণ্ডলের চর্ম্মে, বিশেষতঃ কপালে বাম চক্ষুর উপরে ও চারিদিকে, কিয়ৎকাল স্থায়ী অপ্রীতিকর ঘৃষ্ট ও আকৃষ্টবৎ অনুভব, চাপিলে ও ঘষিলে উহাতে কতকটা অনুভবাধিক্য। মুখমণ্ডলে, বদনের বাম পার্শ্বে, অধিকাংশ সৃক্কণীর নিকটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ঈষৎলোহিত, বন্ধুর, সশল্ক, মটর-প্রমাণ, স্তূপে স্তূপে উৎপন্ন উদ্ভেদ; এবং উহাতে একপ্রকার আকৃষ্টতা অনুভব; কিন্তু বেদনা বা কণ্ডূয়নের অবিদ্যমানতা; নাসিকার চারিদিকে কতিপয় অপচ্যমান রক্তবর্ণ পীড়কা ও স্পর্শে উহাতে যাতনা। ওষ্ঠে, প্রধানতঃ নিম্ন ওষ্ঠে শুষ্ক, সশল্ক, প্রবল জ্বালা ও আতপ্তি বিশিষ্ট উদ্ভেদ। অনেকদিন পর্য্যন্ত ওষ্ঠদ্বয়ের নীল, মলিন, রুগ্ন, ও বন্ধুর আকৃতি।

হনু ও দন্ত।—আহারান্তে বামদিকের নিম্ন-হনুর ক্ষয়প্রাপ্ত কোন কোন দন্তে অবিরাম বেদনা। প্রাতে আহারান্তে বামদিকের দন্তে বেদনা; পূর্ব্বাহ্নে উহার বিরতি, মধ্যাহ্নের আহারের পরে পুনরায় উপস্থিতি ও দুই এক ঘণ্টা অবস্থিতি। নিদ্রা হইতে উঠিবার পর যৎসামান্য দন্ত-বেদনা, অনন্তর দুই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত সেই বেদনার বৃদ্ধি; মধ্যাহ্ন সময়ে উহার অতিশয় তীব্রতা, গালের অতিশয় স্ফীততা, ১২টার পর হইতে মুখ

হইতে অবিরত লালা নিঃসরণ। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে বেদনা, কিন্তু উভয় পার্শ্বের দন্তের অরুগ্নতা; অথচ পার্শ্বদ্বয়ের দন্তে এত স্পর্শ-দ্বেষ ও দীর্ঘতা-অনুভব যে তজ্জন্য আহার করিতে কষ্ট। দন্তে অত্যন্ত রন্ধ্রকরন ও খননবৎ বেদনা, প্রভূত লালা নিঃসরণ, শীতল বায়ুতে বিচরণে, ও সংস্পর্শে উহার আধিক্য, কেবল শীতল গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলে আংশিক শান্তি লাভ। ( বেদনা অসহ্য হওয়াতে মারকিউরি ৩০ ক্রম সেবনে উপশম প্রাপ্তি )। বামদিকের দন্তের দীর্ঘীভূততা ও স্পর্শ-দ্বেষ; বাম দিকের উপরের পাঁটির ( সুস্থ ) পেষণ-দন্তে প্রবল বেদনা। দন্তে, যেন উপরের পাঁটির সম্মুখের দন্তের স্নায়ুতে একপ্রকার শিহরণ অনুভব; নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণের উপস্থিতি ও অল্পক্ষণ অপ্রবলভাবে অবস্থিতি। সম্মুখের কর্ত্তন দন্তে শীতল বায়ু আকর্ষণ জনিত শীতলতার ন্যায় শীতলতা ও স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব। প্রত্যহ প্রাতে দন্ত দীর্ঘীভূত অনুভব, অনন্তর অপরাহ্ণ ২॥০ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অবিরাম তীব্র বেদনা; পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের ঊর্দ্ধ শাখা-পথে সেই বেদনার প্রধাবন, বেদনার সহজে উদ্রেক এবং রোগীর রাত্রিতে বদনের সেই পার্শ্বে ভর দিয়া শয়নে অশক্তি। প্রাতে দন্ত-বেদনা ও অপ্রবল বদন-বেদনা, অপরাহ্ণ দুইটার পর তাহার শান্তি। দন্ত-বেদনার বিরতি, কিন্তু গালের স্ফীততার বিদ্যমানতা। অতি শীঘ্র শীঘ্র দাঁতের ক্ষয় প্রাপ্তি।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের শুষ্কতা। মুখ-গহ্বর ও গল-গহ্বরে পরিশুষ্কতা অনুভব। জিহ্বায় ঈষৎ শুভ্র অল্প অল্প লেপ। প্রাতে জাগরণান্তে গল-কোষে অসুখ ও আকুঞ্চন অনুভব, এবং শীঘ্র উহার বিরতি। দন্ত-মূল হইতে রক্ত-স্রাব। রাত্রিতে গল-কোষে অবদরণ ও স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব; পরদিন সারাদিন পরিবর্ত্তিতভাবে এই লক্ষণের বিদ্যমানতা এবং তৎসহকারে গলার অভ্যন্তরে শুষ্কতা ও কণ্ডূয়ন অনুভব, ও তজ্জন্য শুষ্ক খক্ খক্ কাস। প্রাতে উঠিবার পর স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা জনিত স্বরভঙ্গের ন্যায় স্বরভঙ্গ।

আমাশয়।—প্রাতে অবিরত উদ্গার, উদ্গারে উগ্র গন্ধকের গন্ধ; সারাদিন সেই গন্ধের বর্ত্তমানতা, অপরাহ্ণে গন্ধকের স্বাদের সর্ব্বদা বিদ্যমানতা; অপরাহ্ণে সোডা-ওয়াটার পানের ন্যায় কার্ব্বনিক এসিডের তীব্রস্বাদ; এবং পাঁচ হইতে পনর মিনিট পরপর উদ্গারে সেই বাষ্পের উত্থান; রাত্রিতে আহারের পর বাষ্পের উদরে গতি ও অতিশয় আটোপের উৎপত্তি সাধন ও তীব্রগন্ধ অপানরূপে নিঃসরণ। অপরাহ্ণে অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে হৃদগ্রস্থানে উত্তাপ, ও উদরে পূর্ণতা অনুভব, এবং বসিলে উহার বিরতি। হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী আমাশয়ের দক্ষিণ-মুখ-প্রদেশে একপ্রকার অবক্তব্য বিশেষ অবস্থার অনুভব; বিশেষতঃ পূর্ণাহারের পরে তথায় একপ্রকার কষ্টপ্রদ ঈষৎ শীতলতা অনুভব, বোধ হয় যেন সেই স্থান প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই লক্ষণের অবস্থিতি। বিবমিষা সহ শ্রান্তি ও কম্পন অনুভব।

কুক্ষি ও উদর।—উদরোর্দ্ধে অল্প অল্প অস্বচ্ছন্দতা; বারংবার শূন্যোদ্গার, ও

উদরে অল্প অল্প কূজন, এবং সময়ে সময়ে অপান নিঃসরণ। সায়াহ্নে অর্দ্ধঘণ্টাস্থায়ী, বমনপ্রায় বিবমিষা সংযুক্ত উদর-বেদনা ( পেটকামড়ানি )। উদরের বাম-পার্শ্বে কৃত্রিম পশু কার উপস্থির গভীর নিম্নে তীব্র উদর-বেদনা, গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে সেই বেদনার বৃদ্ধি। সময়ে সময়ে উদ্গার, কিন্তু উদ্গারে বেদনার শান্তি জন্মে না। দিবাভাগে দক্ষিণ শ্রোণীদেশে বেদনা, বোধ হয় যেন দক্ষিণ বঙ্ক্ষণপ্রণালীতে একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে। অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে দক্ষিণ কুক্ষিতে ও উদরের পেশীতে তীব্র বেদনা।

**মূত্র।**—সাধারণতঃ বিমুক্ত ও প্রভূত মূত্র। গাঢ় কমলারঙ্গের মূত্র; বিবর্দ্ধিত মূত্রস্রাব। বারংবার বর্ণশূন্য মূত্রত্যাগ। রাত্রিতে অবারিত মূত্র; রাত্রিতে দুইবার উঠিয়া এক একবার প্রায় ১০। ১২ ছটাক মূত্রত্যাগ। প্রাতে উঠিয়া মলিন- লোহিত, অতিশয় উগ্র-গন্ধ, অধিক পরিমাণ মূত্রত্যাগ। প্রভূত, অপ্রগাঢ় বর্ণ, ও শুভ্র অধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র। প্রাতে উঠিবামাত্র প্রবল মূত্র-বেগ ও মূত্রাশয়ে অল্প অল্প অশিথিলতা অনুভব, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণ মূত্রস্রাব। সহসা মূত্র-মার্গের মুখে সুড়সুড়ি, ও অপ্রীতিকর কণ্ডূয়নের উপস্থিতি, এবং প্রাতে ও সায়াহ্নে কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। উপবিষ্ট অবস্থায় মূত্রমার্গে নিম্ন হইতে উপরের দিকে আকস্মিক হুল-বেধবৎ বেদনা। প্রচাপনে মূত্রাশয় প্রদেশের উপরে স্পর্শ-দ্বেষ

**মল ও মলদ্বার।**—অন্ত্রে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব অথচ মলের অনিঃসরণ। আহার করিবার পূর্ব্বে অন্ত্রে অস্বচ্ছন্দতা, যেন মলত্যাগ করিতে যাইতে হইবে। দুর্ব্বলতানুভব সহ পাতলা মলস্রাব। সরলান্ত্রে কিঞ্চিৎ বেদনা ও মলত্যাগের পূর্ব্বে যৎসামান্য উদরবেদনা সহকারে প্রতিদিন একবার, কখনও বা দুইবার পাতলা মলস্রাব। রাত্রি প্রায় দশটার সময় অত্যল্প বেদনা বা মল-প্রবৃত্তি সহকারে অতিশয় জলবৎ মলত্যাগ। তখনও উদ্গারের অবস্থিতি। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ অপান নিঃসরণ, ও অন্ত্রে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, তৎপরে তরল মলস্রাব। রাত্রি একটার সময় ও সূর্য্যোদয়ে মলত্যাগ, জলবৎ মল, প্রথমে পাতলা, পরে গাঢ় ও লেহবৎ; অনন্তর আবার পাতলা, পরে লেহবৎ ক্রমান্বয়ে এইরূপ মল; অপিচ অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ। একবার সহজ মলত্যাগে কিঞ্চিৎ রক্তপাত। মলত্যাগকালে সরলান্ত্রের আংশিক বহির্গমন। সরলান্ত্রে ও কটিদেশে বেদনা, স্বাভাবিক মল।

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার লাঘব। রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞাতসারে শুক্রস্রাব।

**বক্ষঃস্থল।**—বক্ষঃস্থলে রক্তের আবেগ, ও উত্তাপানুভব। শ্বাস-হ্রস্বতা সহ বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও গৌরব, তৎপরে বমনবৎ বিবমিষা। কথা বলিবার বা উচ্চস্বরে পড়িবার সময় শ্বাসগ্রহণের জন্য বারংবার থামন; সমগ্র সায়ংকাল পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। শ্বাস-কষ্ট, বোধ হয় যেন গৃহে বায়ুর অসদ্ভাব। বারংবার, অনৈচ্ছিক,

জৃম্ভণ-প্রায় গভীর শ্বাস। সামান্য পরিশ্রমে, বিশেষতঃ সিঁড়িতে উঠিবার সময়, প্রবল হৃদ্‌স্পন্দ, দ্রুতনাড়ী সহকারে ঘনশ্বাস (হাঁপানি)। আহারান্তে হৃৎপিণ্ডে সূচী-বেধ। সিঁড়িতে উঠিতে প্রবল হৃৎকম্প, ও প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। বুক্কাস্থির বাম পার্শ্বের নিকটে, ত্বকের নিম্নে, কেন্দ্র-স্থলের একটু নীচে মৃদু মৃদু অবিরাম বেদনা; প্রচাপনে ও উপবেশনে উহার আধিক্য, কিন্তু নড়িলে চড়িলে বিরতি। বাম পার্শ্বে দিবাভাগে কয়েকবার তীব্র চিড়িকমারা বেদনা; অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ প্রকার বেদনা, একদা দক্ষিণ পার্শ্বে অতিশয় সুতীব্র একপ্রকার বেদনার আবির্ভাব। রাত্রিতে শয্যায় একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণে বাম ফুসফুসের নিম্নতর খণ্ডে তীব্র সূচী-বেধ বা ধৃতবৎ বেদনা।

**গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটি**।—মাথা নাড়িলে বা ফিরাইলে ঘাড়ে স্পর্শ-দ্বেষ ও স্তব্ধতা, কিয়ৎকাল পরে উহার বিরতি। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক-ঘূর্ণায়ক-পেশীর স্পর্শ-দ্বেষ ও স্তব্ধতা; আক্রান্ত দিকে মস্তক নাড়িলে উহার বৃদ্ধি ও অনাক্রান্তদিকে নাড়িলে উপশম; দশদিন পর্য্যন্ত ইহার বিদ্যমানতা। কটির অনুপ্রস্থে অতিশয় দুর্ব্বলতা, শরীরের চারিদিকে উহার প্রসারণ ও শরীর ভগ্নবৎ অনুভব। বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা, কখনও বা দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বে, তৎপরে পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধাংশে উহার সম্প্রসারণ। স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যে দপদপকর বেদনা, এক স্কন্ধাস্থি হইতে অপর স্কন্ধাস্থিতে এবং তথা হইতে দক্ষিণ বাহুর পৃষ্ঠে, প্রসারণী পেশীতে, ঊর্দ্ধ হইতে কণুয়ের দিকে সেই বেদনার গতি। ত্রিকাস্থিতে, কটির কশেরুকার সহিত উহার সংযোগ স্থলের একটু নীচে মৃদু মৃদু, অবিরাম বেদনা; দাঁড়াইলে বা নড়িলে চড়িলে উহার আধিক্য। প্রচাপনে পৃষ্ঠবংশে স্পর্শ-দ্বেষ।

**ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—শরীর-শাখা, বাহু ও জঙ্ঘার সীসের ন্যায় গুরুত্ব। অতিশয় শ্রান্তি ও শয়নের প্রবৃত্তি। বামস্কন্ধে আমবাতিক অবিরাম বেদনা, ও কয়েক মিনিটে তাহার বিরতি। উপবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণ স্কন্ধে আমবাতিক বেদনার উপস্থিতি ও একঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। দক্ষিণ বাহুর পেশীতে প্রধানতঃ কণুইয়ের নীচে বেদনা। হস্তাঙ্গুলীর সন্ধিতে আমবাতিক আকৃষ্টবৎ বেদনা। বাম হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে কণ্ডূয়ন, রাত্রিতে উহার আতিশয্য।

**নিম্নাঙ্গ**।—নিতম্বে ও অধঃশাখায় বেদনা ও অস্বচ্ছন্দতা। দক্ষিণ স্কন্ধে ও দক্ষিণ বঙ্ক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে অতীব্র অবিরাম বেদনা এবং উহার নিম্নাঙ্গে গতি। দক্ষিণ পার্শ্বে ও দক্ষিণ জানু-সন্ধিতে থাকিয়া থাকিয়া বেদনা। প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ সহ দক্ষিণ উরুর পশ্চাতের পেশীতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। দক্ষিণ উরুর উপরের প্রান্তস্থিত প্রবর্দ্ধিত অংশ হইতে বঙ্ক্ষণ-সন্ধি পর্য্যন্ত প্রসারিত সুতীব্র সঞ্চরমান বেদনা। বাম জঙ্ঘায় জানুর নীচে মচকানবৎ বেদনা।

**ত্বক**।— সমস্ত শরীরের ত্বকে অনুভবাধিক্য, নখঘর্ষণে উহাতে জ্বালাবশেষ। নিম্নাঙ্গে ও শরীরের অন্যান্যস্থানে কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণে ভাল বোধ হয় বটে, কিন্তু শান্তি জন্মে না, ঘর্ষণের

বিরতির পর একপ্রকার জ্বালা অনুভূত হয়। দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে কণ্টক-বেধ ও হুল-বেধবৎ বেদনা; কখনও বা এই বেদনা সূক্ষ্ম সূচীবিদ্ধবৎ অনুভূত হয়, কখনও বা বিছটীর ন্যায় জ্বালা জন্মায়, কিন্তু একই সময়ে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয় না, সর্ব্বদা একই স্থানে নিবদ্ধ থাকে; অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে উপবেশনেই উহা প্রধানতঃ প্রকাশিত হয়, অনাবৃত বায়ুতে পরিশ্রমকালে প্রায়ই অনুভূত হয় না। বঙ্ক্ষণ ও উরুতে, বিশেষতঃ উরুর অভ্যন্তরভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কঠিন, শুভ্র, চেপ্টা, অপচ্যমান পীড়কা; এই সকল পীড়কার কোন কোনটার কেন্দ্র-স্থলে আরক্ত ক্ষুদ্র চিহ্ন দৃষ্ট হয়; প্রথম যখন পীড়কা প্রকাশ পায় তখন অল্পই চুলকায়, কিন্তু নখ ঘর্ষণে কণ্ডূয়ন অধিক প্রবল হইয়া উঠে, একপ্রকার জ্বালা, ও প্রায় পাঁচ মিনিট স্থায়ী গভীর আরক্ততা উৎপন্ন হয়; দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পীড়কাগুলি উন্নতও হয় এবং অবশেষে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে না পাকিয়া বিলীন হইয়া যায়, ও আবার নূতন উদ্ভেদ হয়। মণিবন্ধে ও অঙ্গুলীর মধ্যভাগেও কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। অপচ্যমান পীড়কা হইতে পীতাভ রস ক্ষরণ, ও তদ্দ্বারা শীঘ্র চিপিটিকার উৎপত্তি। উভয় দিগের হনু-নিম্নগ্রন্থির স্পর্শ-দ্বেষ ও ঈষৎ স্ফীততা।

নিদ্রা।—রাত্রিতে অস্থিরতা, ও নিদ্রা যাইতে অপারগতা, অপ্রফুল্লতাজনক স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ; দুই প্রহর রাত্রির সময় উহার আধিক্য। রাত্রিতে ধমনীতে কতকটা দপদপ, রাত্রি বারটা বা একটা পর্য্যন্ত অস্থিরতা। অস্থির, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, ও নিদ্রায় দাঁত কড়মড়ি। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং স্পষ্ট, সংলগ্ন ও সঙ্গত, অপিচ অসঙ্গত, অসংলগ্ন ও বিরক্তিকর স্বপ্ন।

জ্বর।—কিঞ্চিৎ শীত ও অল্প শিরঃপীড়া; হাত পা শীতল, কিয়ংকাল কানে টুন টুন শব্দ। শরীরোপরি শীতের প্রধাবন, রোমাঞ্চ; হস্তাঙ্গুলীর শীতলতা। অগ্নিকুণ্ডের নিকটে উপবেশনে এবং তথা হইতে বাহিরে গেলে বাম শঙ্খস্থলে তীব্র ক্ষণস্থায়ী বেদনা। নিদ্রা হইতে উঠিবার পর শীতানুভব, তিনঘণ্টা উপবেশনের পর বক্ষঃস্থলে উত্তাপ এবং অঙ্গে, বক্ষে, ও মস্তকে চঞ্চল বেদনা অনুভব; একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত এই সকল লক্ষণের অবস্থিতি ও তৎসহকারে অঙ্গ প্রসারণের প্রবৃত্তি। অঙ্গ-মর্দ্দ ও জৃম্ভণ-প্রবৃত্তি, বক্ষ-গৌরব, এবং মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি সহকারে বিমর্ষ ও হতবুদ্ধিবৎ ভাব। সবল, পূর্ণ ও সবিরাম নাড়ী, শয়িতাবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০ হইতে ৮০ বার নাড়ীর স্পন্দন, এবং সায়াহ্নে দণ্ডায়মান অবস্থায় ৯০ হইতে ১০০ বার নাড়ীর স্পন্দন। সবিরাম ও অনিয়মিত নাড়ী। প্রায় অপ্রাপ্য, ও সহজে প্রচাপ্য নাড়ী; প্রতি মিনিটে ১০০ বার স্পন্দন। অত্যন্ত উত্তেজনা; তীব্র জ্বর; সবল, উল্লম্ফনশীল নাড়ী; প্রতি মিনিটে ১২০ বার স্পন্দন; অতিশয় উত্তাপানুভব ও পিপাসা; বাস-গৃহ অতিশয় উত্তপ্ত অনুভব। সকল সময় মস্তক, হস্ত, ও পদের অস্বাভাবিক উত্তাপ, নাড়ীর ৭২ বার স্পন্দন। ০ বিষমজ্বর।

**বিশেষ লক্ষণ**।—সকল বেদনার বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি। কর্ণের সম্মুখে ও উপরে বেধনবৎ বেদনা, তৎসহ স্তব্ধতা এবং অস্থি যেন স্ফীত হইয়াছে এপ্রকার অনুভব অত্যল্প মাত্র শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতিশক্তির তীক্ষ্ণতা, শব্দে যাতনা, রবের কম্পন। নাসারন্ধ্র হইতে জাফরাণের জলের ন্যায় ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা পরিষ্কৃত জল * সহসা নিঃসরণ। প্রত্যহ দন্তে খোঁচা-মারার মত বেদনা, অপিচ, আহারান্তে নীচের ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে রন্ধ্রকরণের ন্যায় বেদনা, তৎসহ গালের স্ফীততা, লালা-স্রাব, দন্তের দীর্ঘতা ও অনুভূতি, স্পর্শে স্পর্শ-দ্বেষ। শীতল বায়ুতে ও স্পর্শ করিলে উপচয়। বার বার অধিক পরিমাণে পরিষ্কৃত ও বর্ণশূন্য মূত্রনিঃসরণ। ত্বকের অতিশয় কণ্ডূয়ন, কণ্টক-বেধন ( প্রিকিং ) ও জ্বালা। ( এপিসের বিষঘ্ন )।

**সমগুণ**।—আর্ণিকা, হিপার, মারকিউরিয়স, ফাইটো-লাক্কা।

---

# ফর্মিকা—ফর্মিক এসিড।

ফর্মিক এসিড ফর্মিকা নামক একপ্রকার পিপীলিকার বিষ। এই বিদাহী বিষাক্ত পদার্থ বিছুটীর শুঁয়ায়, কোন কোন প্রকার পোকায়, এবং পুরাতন টর্পেণ্টাইন তৈলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাঃ হেল বলেন যে হাইড্রেট অব্ ক্লোরালেও ফর্মিক এসিড আছে এবং সেই কারণেই হাইড্রেট অব ক্লোরাল শীতপিত্ত ( আর্টিকেরিয়া ) জন্মায় ও আরোগ্য করে। তিনি শীতপিত্তে ফর্মিক এসিড ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলেন। ডাঃ ফ্যারিংটন লেখেন যে স্থানিক প্রয়োগে ফর্মিকা ত্বকের প্রাদাহিক আরক্ততা, কণ্ডূয়ন, ও জ্বালা, অল্প অল্প রসক্ষরণ ও উপত্বক্-স্খলন উৎপন্ন করে। ইহার বিষ-ক্রিয়ায় মূত্রের অণ্ডলালময়ত্ব, রক্তাক্ততা, এবং অতিশয় মূত্র-বেগও জন্মে। ডাঃ হেরিং এই ঔষধ সদৃশমতে প্রথম প্রচলিত করেন। পৃষ্ঠ-বংশের স্নায়ু-গুচ্ছের রোগ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ; সহসা উপস্থিত, প্রধানতঃ সন্ধিস্থলে বিদ্যমান, অস্থিরতা লক্ষণাপন্ন বাত সঞ্চরণে বেদনা বর্দ্ধিত হইলেও রোগীর নড়িতে চড়িতে প্রবৃত্তি; প্রচাপনে উপশম; ঘর্ম্মে অনুপশম; চক্ষুরোগ, বিশেষতঃ চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহ ও তাহার পরিণাম; বধিরতা ও বিবিধ কর্ণ-রোগ; স্তন্যদায়িনীদিগের স্তন্যাভাব; শুক্রস্রাব; পূর্ব্বাহ্ণ দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত রোগের প্রকোপ; শীতলজলে ধৌত করিলে জ্বালাকর বেদনার শান্তি; শীতলতা; আর্দ্রতা, শীতলজলে স্নান বা আর্দ্র ঋতু ভোগ জন্য অপকার; এই সকল স্থলে তিনি ফর্মিকা ব্যবহারের বিধি দেন। ক্যামোমিলা প্রয়োগে আংশিক উপকার দর্শিলে এবং বেলেডোনা অনুপযোগী হইলে তিনি এতদ্বারা অধিক সময় ফল লাভ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বধিরতা**।—বধিরতা; বামকর্ণে হুল-বেধ ও সূচী-বেধবৎ যাতনা; বাম কর্ণ-দ্বারের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। **চক্ষু-প্রদাহ**।—বাম অক্ষি-গহ্বরদেশে ও বামশঙ্খপ্রদেশে

বেদনা, বেদনা-স্থানে স্পর্শ-দ্বেষ; বাম চক্ষুর উপরে বেদনা; দৃষ্টবস্তু কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তর দিয়া দর্শনের ন্যায় দেখায়, চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণ বর্ণ, তজ্জন্য খানিক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। হেরিং চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহে; লিউকোমা, টিরিজিয়ম, ও কনীনিকার ক্ষতে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। বাত।—সহসা সমাগত সন্ধিবাত, তৎসহ অতিশয় অস্থিরতা, সঞ্চরণের ইচ্ছা অথচ নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি; প্রচাপনে বেদনার উপশম; ঘর্ম্মস্রাবে অনুপশম; বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আধিক্য। শিরোঘূর্ণন।—আহারকালে ভ্রমির উপক্রম; প্রাতে উত্থান-চেষ্টায় শিরোঘূর্ণন; শয়ন করিবার সময় শিরোঘূর্ণন সহকারে বাম অক্ষি-গহ্বর-প্রদেশে বেদনা; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণতা ও উপবেশনে উহার উপশম। সাণ্ডলাল-মূত্র।—অণ্ডলাল ও রক্তময় মূত্র; ও অতিশয় মূত্র-বেগ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—গ্লানি, বিস্মৃতি, বিমর্ষতা, ভীরুতা, ও আতঙ্ক। মূর্দ্ধাদেশের বেদনার অবসানে চিত্তের প্রফুল্লতা। উত্থান-চেষ্টায় শিরোঘূর্ণন। অক্ষি-পুটের গৌরব, ও অধ্যয়নে অসামর্থ্য সহ অপ্রসন্নতা ও নিদ্রাতুরতা অনুভব। মস্তক।—দুইদিকেই শঙ্খ ও কর্ণের মধ্যস্থলে চাপ ও নিস্তেজতা অনুভব। ধারহীন অস্ত্রের খোঁচার ন্যায় মস্তকের মধ্যস্থলে তীব্রবেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের ঊর্দ্ধ ও মধ্যাংশে শিরঃপীড়া; কফি পানে উহার বৃদ্ধি, এবং শীতলজলে ধৌত করিলে আধিক্য। প্রাতে জাগরণ সময়ে বমন ও বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ সহ শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর উপরের পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও গালের সমস্ত বামভাগ পক্ষাঘাতগ্রস্তবৎ অনুভব। নাসিকা।—হাঁচি ও তরল প্রতিশ্যায়।

কর্ণ।—বামকর্ণে বারবার সূচী-বেধ, তৎপরে কর্ণ-দ্বারের বাহ্যাংশে একটি ক্ষুদ্র ব্রণের উৎপত্তি। (উত্তাপ সহ) দুই কর্ণেই প্রচাপনী বেদনা। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় চক্ষুর্দ্বয়ে বেদনা, প্রক্ষালনে উহার শান্তি। আমাশয়।—আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডাভিমুখ অংশে অবিরত প্রচাপন, এবং সেই স্থানে একপ্রকার জ্বালা। শিরোবেদনা সহ বিবমিষা, এবং পীতাভ তিক্ত শ্লেষ্মা বমন। আমাশয়ে যাতনা ও গৌরব সংযুক্ত জ্বালাকর বেদনা। উদর ও মল।—প্রাতে আয়াসে অল্প অল্প বায়ু নিঃসরণ; অনন্তর সরলান্ত্রে অতিসারের ন্যায় আবেগ। কুন্থন সংযুক্ত অতিসার; মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রে বেদনা। প্লীহা প্রদেশে মৃদু মৃদু বেদনা। সকম্প শীত সহকারে অন্ত্রে তীব্র বেদনা। মলদ্বারে আকুঞ্চন অনুভব। সরলান্ত্রে চাপ, সন্ধ্যাকালে ও শয্যায় শয়নে উহার আতিশয্য। তরল আতিসারিক মল, মলত্যাগান্তে আর একবার মলত্যাগের ইচ্ছা। মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে বেদনা বিশিষ্ট মল-প্রবৃত্তি, এবং উহার অনিবৃত্তি। ০ মলদ্বারের আবরক-পেশীর আকুঞ্চন অনুভব সহ কোষ্ঠবদ্ধ। জননেন্দ্রিয়।—(পুং) মুষ্ক-কণ্ডূয়ন; সংসর্গ সময়ে উপস্থের অপ্রচুর উদ্রেক; উপস্থের বামার্দ্ধে উৎক্ষেপবৎ বেদনা। প্রাতে প্রস্রাব করিয়া আসিয়া শয্যায় শয়নে অনেকক্ষণস্থায়ী লিঙ্গোদ্রেক।

(স্ত্রী)।—স্বল্প ও পাণ্ডুর ঋতুরক্ত, তৎসহ কটিতে আবেগ। যথা সময়ের আটদিন পূর্ব্বে ঋতুর উপস্থিতি। **বক্ষঃস্থল**।—বাম স্তনাগ্রপ্রদেশে প্রবল সূচী-বেধ; তৎপরে পৃষ্ঠের বাম ভাগে তদ্রূপ, কিন্তু অধিকতর প্রবল যাতনা; অনন্তর শরীরের অন্যান্য স্থানে সেই প্রকার সূচী-বেধ অনুভব। দক্ষিণ স্তনাগ্রে প্রবল কণ্ডূয়ন। হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের ফর্‌ফর্‌ শব্দ। **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—দক্ষিণ কণুইয়ের উপর উগ্র বেদনা। প্রাতে বগলে কণ্ডূয়ন। বাম স্কন্ধ-ফলকের উপর প্রবল কণ্ডূয়ন। দক্ষিণ কফোণি সন্ধিতে এবং প্রকোষ্ঠাস্থি পথে আমবাতিক বেদনা। গ্রীবাপৃষ্ঠের বামপার্শ্বে, বামবাহু পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত বাতের বেদনা। বেদনার বামবাহু পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে উপস্থিতি। গ্রীবার অতিশয় স্তব্ধতা ও ব্যথিততা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। হস্তাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে জ্বালাকর সূচী-বেধ। **নিম্নাঙ্গ**।—রাত্রিতে শয্যায় কুচকীতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। জানু-সন্ধিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। সমস্ত পেশীমণ্ডলীর সাধারণ দুর্ব্বলতা। ত্রিকস্থান ও উরু-পৃষ্ঠে তীব্রবেদনা ও সঞ্চরণে উহার আধিক্য। পেশীগুলি যেন আকৃষ্ট ও বন্ধন ছিন্ন হইতেছে এরূপ অনুভব। উভয় পদে, বিশেষতঃ পদাঙ্গুষ্ঠের সমীপবর্ত্তী পদতলে খল্লী। বিবিধ কর্ণ-রোগ। স্তন্যদায়িনীদিগের স্তন্যাভাব। শুক্রস্রাব পূর্ব্বাহ্ণ দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত রোগের প্রকাশ শীতলজলে ধৌত করিলে জ্বালাকর বেদনার শান্তি। শীতলতা, আর্দ্রতা, শীতলজলে স্নান, বা আর্দ্রঋতুভোগ জন্য অপকার।

**সমগুণ**।—এপিস, রস, আর্টিকা, ক্রোটন ইত্যাদি।

# ফাইজোষ্টিগমা—ক্যালেবার বীন।

লিগুমেনোসী জাতীয় এই ওষধি আফরিকায় নাইগার ও ক্যালেবার নদীর মুখের নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মে। ইহার শিম্বির চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার অভ্যন্তর দিয়া ফাইজোষ্টিগমা সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিলুপ্তি জন্মায় এতদ্দ্বারা শ্বাসের স্তব্ধতা, অথবা হৃদ্‌গ্রন্থির পক্ষাঘাত জনিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যূনতাবশতঃ মৃত্যু হয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্পর্শ-জ্ঞান ও চৈতন্যের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মে না। ইহার ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ী প্রথমে আকুঞ্চিত, অনন্তর প্রসারিত হয়, এবং কি আভ্যন্তরিক কি বাহ্য উভয় প্রকার প্রয়োগেই কনীনিকার প্রবল সঙ্কোচন উৎপন্ন হয়, তারকামণ্ডলের পেশীর পদার্থে আক্ষেপিক ক্রিয়া দর্শিয়াই এই সঙ্কোচন উপস্থিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুত উৎক্ষেপণ বা স্পন্দন দ্বারা তারকামণ্ডলের সঙ্কোচন জন্মে। দূরবর্ত্তী স্থানে দৃষ্টির উপযোগিতা সাধনেও ইহার ঈদৃশী ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা গতিশক্তি-বিধায়িনী-স্নায়ুর প্রান্তদেশের পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া যে স্থানিক উপদাহ জন্মে তাহা হইতে পেশী-সূত্রের দুর্দ্দম্য স্পন্দন উপস্থিত হয়। সেই কারণেই

অনিচ্ছায়ও পেশীর একপ্রকার-ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থার উৎপত্তি হইয়া মূত্রাশয়, আমাশয়, ও অন্ত্র হইতে বারংবার স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে এবং অন্ত্রগুলি গ্রন্থিল হইয়া উঠে। সকল প্রকার নিঃস্রবই, বিশেষতঃ অশ্রু ও লালা, কিয়ৎ পরিমাণে বিবর্দ্ধিত হয়। চক্ষুরুপরি ফাইজোষ্টিগমার ক্রিয়াই ইহার বিশেষ ক্রিয়া। চক্ষুর তারার অতিশয় সঙ্কুচিত ও অচল অবস্থা কেবল ফাইজোষ্টিগমা ও ওপিয়মই জন্মায়।

অধিকার।—পক্ষাঘাত, আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার, কোরিয়া, লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া, উন্মত্তের সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত; বেপথু, ও পেশীর ক্রমিক শীর্ণতায়, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে ও কতকটা উপকার করিয়াছে। ধনুষ্টঙ্কার সদৃশ আক্ষেপ সহকারে পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রক্ত-সঞ্চয়; এবং অশ্বের ধনুষ্টঙ্কার রোগে ইহা উপযোগী। হোমিওপ্যাথি মতে চক্ষুরোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। নিকট-দৃষ্টি; অক্ষিপুটের আক্ষেপ; রেটিনার নিশ্চেষ্টতা; ষ্ট্যাফিলোমা; গ্লকোমা; তারকা-মণ্ডলের ভ্রংশ; কনীনিকার অস্বচ্ছন্দতা; কনীনিকার ক্ষত; কনীনিকার প্রদাহাদি চক্ষুরোগে ফাইজোষ্টিগমা ফলপ্রদ। ডাঃ এলেন উল্লেখ করিয়াছেন যে কনীনিকার সঙ্কোচন সাধনে ফাইজোষ্টিগমার অসাধারণ শক্তি থাকাতে, কনীনিকার প্রান্তদেশের ক্ষত সহকারে সংসৃষ্ট, আইরিসের সংলগ্নতা এই ঔষধে বিচ্ছিন্ন হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

এই ঔষধের অধিকার সঙ্কীর্ণ হইলেও সুনিশ্চিত। সুব্যবস্থিত হইলে সত্বরই প্রগাঢ়রূপে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ক্যালেবার বীনের বিষক্রিয়ায় প্রধানতঃ পৃষ্ঠবংশ আক্রান্ত হয়। ইহার মুখ্যক্রিয়ায় গতিশক্তিবাহিনী-স্নায়ুব বা ইচ্ছায়ত্ত পেশীর এবং গৌণক্রিয়ায় ইচ্ছার অনায়ত্ত পেশীর পক্ষাঘাত জন্মে। ক্বচিৎ গৌণতঃ মস্তিষ্ক ও অচিহ্নিত পেশীও আক্রান্ত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, বা সাংঘাতিক মূর্চ্ছাবশতঃ বিষাক্তব্যক্তির মৃত্যু হয়। এজন্য তাণ্ডব, বেপথু, ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ, ও কোন কোন প্রকার চক্ষুরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হামণ্ড বলেন যে যুবকদিগের বৈধানিকপরিবর্ত্তন পরিশূন্য বেপথু রোগে নিম্নক্রমে ক্যালেবার উপযোগী। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় বা তাণ্ডবেও ইহার ৩দ ক্রম ফলপ্রদ। ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলেও ইহা ব্যবস্থেয়। সেরিব্রোস্পাইনাল মিনিঞ্জাইটিস রোগে পেশীর পক্ষাঘাতে ক্যালেবারের ২দ হইতে ৩দ ক্রম; এবং ধনুষ্টঙ্কারে পাঁচ হইতে দশবিন্দু মাত্রায় মাদার টিঞ্চার ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ও উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে বা পরে স্রিকেলি পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ডাঃ হেল কতকগুলি দুরারোগ্য রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। কনীনিকার সঙ্কোচন ক্যালেবার বীনের একটী মুখ্য লক্ষণ; এবং কনীনিকার প্রসারণ একটী গৌণ লক্ষণ। স্বয়ম্ভূত বা ষ্ট্রিকনিয়া-জনিত ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়। চক্ষে ক্যালেবারের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বেলেডোনার ঠিক বিপরীত। এতদ্দ্বারা চক্ষু-তারা সঙ্কুচিত হইয়া

আলপিনের মাথার ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন হয়। সুস্থ চক্ষে ক্যালেবার নিকট-দৃষ্টি জন্মায়; এবং দুর-দৃষ্টিরোগে এতদ্দারা অল্পকালস্থায়ী উপকার দর্শে। উপতারার (আইরিস) গোলাকার তন্তুর পক্ষাঘাত এবং অক্ষিপুটের পেশীর পক্ষাঘাত এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপজনিত ক্ষীণ-দৃষ্টিরোগে ডাঃ উডিয়েট এই ঔষধ (৩দ ক্রমে) অতিশয় উপকারী দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ এলেন বলেন যে অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপসহকারে চক্ষুর পাতার স্পন্দন লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ডাঃ হেল দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধের অনেক গুলি রোগী; এবং নিবৃত্তরজস্কাদিগের আধ্মান ক্যালেবার ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ রিংগার উন্মাদদিগের সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতে ও পেশীর প্রবর্দ্ধনশীল শীর্ণতায় ক্যালেবার বীনের সারের এক গ্রেণের ত্রিশভাগের একভাগ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া উপকার করিয়াছেন।

ডাঃ লিলিয়েন্থাল নিম্নলিখিত রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন।

**অন্ধতা।**—আংশিক অন্ধতা; লিখিতে চেষ্টা করাতে পংক্তি দর্শনে অশক্তি; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; অক্ষিগোলকের পেশীর পরিদোলনবশতঃ অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। **পৃষ্ঠবংশের মজ্জা-ক্ষয়।**—হাঁটিবার সময় জানু হইতে নিম্নদিকে অদৃঢ়তা অনুভব, তজ্জন্য বিশেষতঃ চক্ষুবুজিয়া সাবধানে পা ফেলিতে হয়; যেস্থানে যাইতে হইবে সেস্থান আগে দেখিয়া লইতে হয়; চলিতে ছড়ি অবলম্বন করিতে হয়; সরলান্ত্র ও উরুর অস্থির স্তব্ধতা; আলস্য; ও আধ্মান থাকে। **হৃদ্রোগ।**—হৃৎপিণ্ডের পেশী-তন্তুর আক্ষেপিক কম্পন ও স্পন্দন; সর্ব্ব শরীরের, অভ্যন্তর দিয়া, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে স্পন্দন, বক্ষঃস্থলে ও শঙ্খস্থলে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন স্পষ্ট দৃষ্ট হয়; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার শিথিলতা, ও বেগের ন্যূনতা, শব্দের স্বাভাবিকতা, মণিবন্ধের নাড়ীর বিষমতা ও দুর্ব্বলতা; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিষমতা, ক্ষীণতা, বা বিশৃঙ্খলতা। **পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর (স্পাইন্যাল কর্ড) প্রদাহ।**—পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর পক্ষাঘাতের রক্ত-সঞ্চয়ের অবস্থা, ও ধানুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ; আকর্ষণ ও কর্ষণানুভব সহ গ্রীবার স্তব্ধতা; পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্ব্বলতা, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অসামর্থ্য, স্তব্ধতা ও বেদনার পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে গতি, সোজা হইয়া যেন বসিতে পারা যাইবে না এজন্য সম্মুখদিকে অবনত হইবার প্রবৃত্তি; অতি শ্রমান্তিক শ্রান্তির ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি অনুভব। **চক্ষু-প্রদাহ।**—অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপ সহকারে অক্ষিপুটের স্পন্দন; চক্ষুর ব্যবহারান্তে বেদনা, মক্ষি-দৃষ্টি, ও শিখা-দৃষ্টি সংযুক্ত নিকট-দৃষ্টি রোগে **পক্ষাঘাত।**—বিধান-বিকার পরিশূন্য বেপথু; ভাব-বিকার বা শরীর-বিকার বশতঃ যুবকযুবতীদিগের কম্প; মদিরা-মত্তের ন্যায় আন্দোলিত গত; মস্তক ও কটির চারিদিকে আকুঞ্চন অনুভব; পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা অনুভব, এবং মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিম্নাভিমুখে পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত উহার গতি, ও নিম্নাঙ্গে ঝাঁজি লাগার

ন্যায় অনুভব; যৎসামান্য পরিশ্রমে অতিশয় দুর্ব্বলতার উৎপত্তি। **ধনুষ্টঙ্কার**:—এই ঔষধে দেহ-কাণ্ডের ও দেহ-শাখার পেশীর আক্ষেপ শিথিল করে। **শিরোঘূর্ণন**।—মস্তকের আকুঞ্চন অনুভব, শরীরের জড়তা, ও বুদ্ধিভ্রংশের আশঙ্কা সহকারে শিরোঘূর্ণন। বেড়াইবার ও পড়িবার সময় উহার আধিক্য; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—মনের অসাধারণ ক্রিয়াশীলতা ( সিঙ্ক, কফি )। চিন্তা করিতে আয়াস; মন একাগ্র করিতে পারা যায়না ( জেল )। কিছুই ঠিক নহে; গৃহে অনেক দ্রব্য, এরূপ মনে করা; সতত উহা গণনা করা।

**মস্তক**।—বিশৃঙ্খলা ও ঘূর্ণন; গৌরব, জড়তা ও অপ্রসন্নতা অনুভব। অপ্রখর গৌরববিশিষ্ট শিরোবেদনা। দুই চক্ষুর উপরেই অসহ্য বেদনা ( সিঙ্ক, চিন-সল )। সম্মুখ-ভাগে তীব্র শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ প্রাতে ( কালী-বাই, ন্যাট-মিউ, নক্স-ভম )। মস্তকের সম্মুখদেশে ও শঙ্খদেশে রক্তের প্রধাবন অনুভব ( বেল, গ্লন )। শঙ্খদ্বয়ে সুতীব্র সঞ্চরমান বেদনা। শঙ্খস্থানের ধমনীর ও গ্রীবা-পার্শ্বস্থ বৃহৎ ধমনীর দপ দপ ( * বেল )। মস্তকের শিখরে ও উভয় শঙ্খস্থলে উগ্র, বেদনাবিশিষ্ট প্রচাপন, মস্তক-শিখরের প্রচাপনের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগপর্য্যন্ত প্রসারণ; তজ্জন্য শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

**চক্ষু**।—প্রথমে দক্ষিণ, তৎপরে বাম চক্ষুর প্রদাহ; চক্ষুর বাহিরের ঝিল্লীর শুষ্কতা, আরক্ততা ও স্ফীততা; অক্ষি-গোলকে বেদনা ও যাতনা; অক্ষিপুটে ক্ষত অনুভব। চক্ষুতে তীক্ষ্ণ সঞ্চরমান বেদনা ও আকর্ষণ, পাক দেওয়া অনুভব। এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে সঞ্চালিত হইলে চক্ষে বেদনা ( ব্রাই, * স্পিজি )। অক্ষি-গোলকের শিখরের উপর গভীর স্থানে বেদনা, অভ্যন্তরের কোণ হইতে দক্ষিণ দিকের উন্নত স্থান পর্য্যন্ত, অনন্তর নিম্নাভিমুখে তির্য্যগ্‌ভাবে বহির্দ্দিকে শঙ্খস্থলের মধ্যে, সেই বেদনার প্রধাবন। * মধ্য-পেশীর কার্য্য প্রকৃতরূপে হয়না বলিয়া বোধ হয়, চক্ষুর মধ্য-দণ্ড ( এক্সিস ) দুই চক্ষে একরূপ থাকেনা; চক্ষু দুর্ব্বল বোধ হয়, ও অশ্রুপাত হয়। অপরিচ্ছন্ন, কুজ্ঝটিকাবৃত দৃষ্টি ( * কষ্ট, ফস, মার্ক ), চক্ষুর উপর পাতলা পরদা ( ছানি ) ( * পলস ); দৃষ্টবস্তু মিশ্রিত দর্শন; তৎপরে চক্ষুর উপরে ও উভয় চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনুগ্র বেদনা। কৃষ্ণ ও শুভ্র উভয়প্রকার মক্ষি-দৃষ্টি ( এগে )। অক্ষি-কোটরের পশ্চাদ্ভাগে অবিরাম বেদনা, মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; অধ্যয়নে আতিশয্য, ও বিবমিষার উৎপত্তি। অক্ষিপুটের গুরুত্ব ( কোনা, কষ্ট ); উত্তোলন সহ্য করিতে পারা যায়না; অক্ষি-পুটের স্পন্দন ( এগে )। * চক্ষুর তারার সঙ্কোচন ( মার্ক-কর, * ওপি, ফস, ফাইটো )। আলোকে চক্ষুর অনুভবাধিক্য ( * এক, * বেল, * সল )। নিকট-দৃষ্টি। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; দ্বিত্বদৃষ্টি; অপরিচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট দৃষ্টি; কুজ্ঝটিকাবৃতবৎ দৃষ্টি।

**কর্ণ**।—কর্ণে তীব্র, সঞ্চরমান বেদনা। হিস্ হিস্, ভন্ ভন্ ও ঠন্ ঠন্ শব্দ।

**নাসিকা**।—তরল প্রতিশ্যায়, হাঁচি; নাসারন্ধ্রের জ্বালা, টাটানি, চুলকানি, ও ঝিনঝিনি; নাসিকার আবদ্ধতা ও উত্তপ্ততা।

**মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা; মুখ-রাগ ( ফির )। মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ু-শূলের বেদনা। মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে সঙ্কোচন অনুভব।

**মুখ-মধ্য**।—জিহ্বার বন্ধুরতা ও অগ্রভাগে ক্ষত। জিহ্বার প্রান্তভাগে টাটানি; জিহ্বা দগ্ধবৎ অনুভব ( * আইরিস )। জিহ্বার লেপাচ্ছন্নতা, মূলদেশে উহার অধিকতর গাঢ়তা। জিহ্বার ও ওষ্ঠের অবশতা ও ঝিনঝিন, এবং সর্ব্বদা উহা আর্দ্র করিবার ইচ্ছা। মুখের বিরসতা। প্রভূত লালা-নিঃসরণ; গাঢ়, চর্ম্মবৎ লালা। অনায়াসে কথা বলা যায়না ( কষ্ট, কোনা, জেল, হাইও )। গিলিবার শক্তি না থাকার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কথা বলিবার শক্তির বিদ্যমানতা।

**গল-মধ্য**।—গলা-বেদনা, গিলিতে বেদনা; তালু-মূল ও কোমল তালুর মলিন আরক্ততা, জ্বালা, চাঁচা, ও অবদরণ অনুভব; দীর্ঘীভূত অলিজিহ্বা; গল-কোষে পীতবর্ণ কেন্দ্র সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। গলাধঃকরণকালে গলা হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা ( ফাইটো )। গলায় যেন একটা গোলা আসিয়াছে এরূপ অনুভব ( * এসা, * লাই )। হনু-নিম্ন-গ্রন্থির স্ফীততা ও কোমলতা।

**আমাশয়**।—ক্ষুধাহীনতা, আহার, তামাক ও কফি, * বিশেষতঃ শীতল পানীয় দ্রব্যে অরুচি। স্বাদশূন্য উদ্গার। বিবমিষা ও বমন। আমাশয়ে কণ্টক-বেধবৎ তীব্র বেদনা; অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের ন্যায় গৌরব ও ভার; কামড়ানি; শূন্যতা ও দুর্ব্বলতা; এবং স্নায়বীয়তা ও কম্পন অনুভব। আমাশয়-প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ।

**উদর**।—কুক্ষিদ্বয়ে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা। প্লীহা-প্রদেশে বেদনা। নাভী-প্রদেশে বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ। উদরের বামপার্শ্বে সূচী-বেধ। উদরের অতিশয় স্ফীততা ও কূজন, এবং অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ ( এলো, * লাই )। উদর-বেদনা, বোধ হয় যেন অতিসার হইবে। ( এলো )। উদরের নিম্নাংশে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। কুচকীতে অনুগ্র বেদনা।

**মল ও মলদ্বার**।—মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর স্ফীততা ও দৃঢ়তা; মলত্যাগে যাতনা; সরলান্ত্রের নির্গমন; স্ফীততা ও অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ; অর্শ-বলির শক্ততা, নির্গমন-শীতলতা, ব্যথিততা ও অতিশয় অনুভবাধিক্য। অতিসার সহকারে কুন্থন ও জ্বালা; অধিকন্তু মূত্রাশয়ের কুন্থন ( * মার্ক-কর )। প্রভূত; নরম, পাতলা; জলবৎ; ঈষৎ পীতবর্ণ; পৈত্তিক; কপিশ, আলকাতরার ন্যায় কাল; দলাদলা; এবং মলিন ও দুর্গন্ধি; মল। কোষ্ঠবদ্ধ।

**মূত্র-যন্ত্র**।—বৃক্কক প্রদেশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব। মূত্রাশয় প্রসারিত অনুভব। বারবার অধিক মূত্রত্যাগ ( ফস-এসি )। পীতবর্ণ; রক্তবর্ণ; তীব্র-গন্ধ; পরিষ্কার কর্দ্দমাকার; মূত্র।

**স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**। শ্বেতপ্রদর; জরায়ুর রক্তস্রাব। রজ-নিঃসরণের ন্যায় বেদনা। ০ অনিয়মিত রজঃ। ঋতুকালে হৃৎকম্প; এবং চক্ষুতে রক্ত-সঞ্চয়, শরীরের দৃঢ়তা, দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ন্যায় শ্বাস, ও সংজ্ঞা সহকারে সবল আক্ষেপ।

**শ্বাস-যন্ত্র**।—গলা তুড়তুড় করিয়া কাসের উপস্থিতি। আয়াসিত, দীর্ঘনিঃশ্বাস সংযুক্ত শ্বাস; জৃম্ভণ। বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ।

**হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনুগ্র বেদনা, অস্বচ্ছন্দতা ও যাতনা ( ডিজি )। ০ সর্ব্বশরীরের অভ্যন্তর দিয়া নাড়ীর স্পন্দন অনুভব সহকারে প্রবল হৃৎকম্প ( * এক, ক্যাক্ট )। বামপার্শ্বে শয়নে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অসমতা ও গণ্ডগোল ( * ডিজি ), চিৎ হইয়া শয়নে উহার শান্তি। পরিবর্ত্তনীয়; বিবর্দ্ধিত বেগ; ক্ষুদ্র, অনতি-দ্রুত, সবিরাম; নাড়ী।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—গ্রীবায় স্তব্ধতা। মাথা ঘুরাইলে ঘাড়ে আকর্ষণ। ঘাড়ে বাতের বেদনা। পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্ব্বলতা, সোজা হইয়া দাঁড়ান যায়না। পৃষ্ঠে অনুগ্র বেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে পৃষ্ঠবংশের নিম্ন পর্য্যন্ত অবশতা। পৃষ্ঠবংশের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে থল্লীর ন্যায় সূচী-বেধ। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নীচে বেদনা ( * চেলি )। কটিদেশে অনুগ্র ভারাক্রান্ত-বৎ বেদনা; বাম কুচকীর উপরে, পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত, ঐ প্রকার বেদনা। ত্রিকদেশে বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—অঙ্গে, অতিশয় শ্রান্তির পরবর্ত্তী ক্লান্তির ন্যায় ক্লান্তি ( ক্যাল্ক-কা, সিঙ্ক )। সমস্ত অঙ্গে অবশতা ও পক্ষাঘাতবৎ অনুভব ( এক )। অঙ্গে স্নায়বীয় বেদনা। সন্ধিতে স্তব্ধতা বা ঘৃষ্টবৎ অনুভব। আন্দোলিত গতি। হাঁটিবার সময়, বিশেষতঃ চক্ষু বুজিয়া হাঁটিবার সময়, জানু হইতে নিম্নাভিমুখে অস্থিরতা।

**দেহ**।—অতিশয় শ্রান্তি ও ক্লান্তি অনুভব; দুর্ব্বলতা (* আর্স, * সিঙ্ক)। আক্ষেপিক স্পন্দন ( * এগে, সিকু, ষ্ট্রাম )। সর্ব্বশরীরে প্রবল কম্পন ( এণ্ট-টার্ট )। পেশীমণ্ডলীর অতিশয় অবসন্নতা। শীতলজলের ভয় বশতঃ স্নান বর্জ্জন। সমস্ত শরীরে স্তব্ধতা ও বেদনা। শরীরের নানাস্থানে উগ্র, তীব্র বেদনা।

**নিদ্রা**।—নিদ্রার দুর্নিবার ইচ্ছা; প্রগাঢ় নিদ্রা ( * ওপি )। স্বপ্নসংযুক্ত, অস্থির নিদ্রা।

**জ্বর**।—পৃষ্ঠে শীতানুভব; হাত পা শীতল ( সিলি, ভিরে ); শীতল, আঠা আঠা চর্ম্ম। মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ; মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা। হাতে শুষ্ক, জ্বালাকর উত্তাপ। সহজে ঘর্ম্ম নিঃসরণ। সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু শীতল ঘর্ম্ম। জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে উগ্র-গন্ধ ঘর্ম্ম।

উপচয়।—অধিকাংশ প্রাতে; পরিশ্রমে; ও মানসিক চেষ্টায় বৃদ্ধি।

উপশম।—বিমুক্ত বায়ুতে ও হাঁটিলে; চক্ষু বুজিয়া থাকিলে; শান্ত হইয়া থাকিলে; উষ্ণ গৃহে; ক্যাম্ফর আঘ্রাণে; ও আর্ণিকা ব্যবহারে উপশম।

সমগুণ।—এগে, এট্রো, জেল, জাবো, নক্স-ভম, ওপি, ষ্ট্রাম, ট্যাবে।

# ফিউকাস ভেসিকিউলোসস।

ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্র-কূলে এই সামুদ্রিক উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। সচরাচর ইহাকে সি-রাক বলে। ঔষধার্থে শুষ্ক উদ্ভিদের অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

মেদ রোগ অর্থাৎ অতি স্থূলত্বে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রিয়ায় আহার-পরিপাক কালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, উদরোর্দ্ধ দেশে পূর্ণতা ও গৌরব, এবং মস্তকাভিমুখে ঝলকে ঝলকে তাপের গতি জন্মে না। আমাশয়ের ক্রিয়ার অধিকতর দ্রুততা জন্মে ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়। আধ্মান দূরীকৃত হয়। মূত্রের পরিমাণ, গন্ধ ও বর্ণ বৃদ্ধি পায়। দুই তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবনের পর মূত্রের আরও আধিক্য জন্মে, এবং উহার উপরে একপ্রকার কাল সর দৃষ্ট হয়। মূত্রাতিশয্য ও মূত্রে কাল সর প্রকাশ পাইলেই রোগীর স্থূলত্ব ক্রমে ক্রমে কম পড়িতে থাকে। শরীরের গুরুত্ব ছয় সাত সের হইতে পনর সের পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। যাহার যে স্থানে অধিক মেদ সঞ্চিত থাকে সেই স্থানই শীর্ণ হয়। কাহার বক্ষঃস্থল, কাহার উদর, কাহার গ্রীবা, কাহারও বা স্কন্ধের শীর্ণতা জন্মে। এই ঔষধে সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের মেদের লাঘব হয় না, কিন্তু শিথিল মেদময় বলি, আলম্বিত উদর, ও শীতল আঠা আঠা গাত্রত্বকবিশিষ্ট নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিদিগেরই উপকার দর্শে। এই মেদ-ক্ষয়ে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে না এবং শরীর লঘু ও কর্ম্ম-ক্ষম হয়। এতদ্দ্বারা মেদ-রোগের আনুষঙ্গিক অগ্নিমান্দ্য; কোষ্ঠবদ্ধ; শ্বাস-কৃচ্ছ্র; হৃৎকম্প; ঋতু-বৈলক্ষণ্য; মূত্রাশয়ের উপদাহ, প্রভৃতি উপসর্গও দূরীকৃত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই ঔষধ ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগকেও স্থূল করে। সমীকরণ-ক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া এতদ্দ্বারা অধিক মেদের লাঘব ও অল্প মেদের আধিক্য জন্মিয়া শরীর স্বাভাবিক ও সুস্থ হইয়া উঠে, এবং হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। মেদ-রোগে ফিউকাস ব্যবহার কালে ঘৃতাদি বসাদ্রব্য, চিনি ও মদিরা সেবন নিষিদ্ধ। প্রতিদিন তিনবার একড্রাম মাত্রায়, জলে মিশ্রিত করিয়া সেব্য। ষ্ট্রুমা বা গণ্ডমালা-দোষেও ইহা উত্তম ঔষধ। প্রত্যহ তিনবার ত্রিশবিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থেয়।

# ফেলেণ্ড্রিয়ম একোয়াটিকম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতার্থে ফেলেণ্ড্রিয়মের সুপক্ক ফল ব্যবহৃত হয়। ফেলেণ্ড্রিয়ম ইহার সমজাতীয় উদ্ভিদ সিকিউটা ও ইনান্থির ন্যায় ক্রিয়া করে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**শিরোবেদনা।**—মস্তকের শিখরদেশে প্রস্তর বা সীসের ন্যায় ভারী বস্তুর চাপ সদৃশ বেদনা, চক্ষুর উপরিভাগে ও শঙ্খদেশে ব্যথা ও জ্বালা; চক্ষুতে বেদনা ও শুক্লমণ্ডলে রক্তসঞ্চয়; চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ; শব্দে ও আলোকে বিদ্বেষ লক্ষণাপন্ন দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র শিরঃপীড়ায় ফেলেণ্ড্রিয়ম উপকার করে। শিরঃপীড়ায় নেত্রগামী-স্নায়ু আক্রান্ত হইলেই এই ঔষধ উপযোগী। **স্তন-বেদনা।**—ফেলেণ্ড্রিয়ম স্তনের দুগ্ধবাহী নলে তীব্র বেদনা জন্মায়। অতএব স্তন্যদানের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে দুগ্ধবাহী নল-পথে বেদনার গতি ও আতিশয্য হইলে ইহা স্তন-বেদনার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। **যক্ষ্মা।**—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে যক্ষ্মার শেষ অবস্থায় নিষ্ঠীবনের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে ফেলেণ্ড্রিয়ম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ লিলিয়েন্থাল দক্ষিণ ফুসফুসের ক্ষত; শ্বাসে হিস্‌হিস্ শব্দ; অবিরত কাস, প্রভূত ঘর্ম্ম, অতিসার, ভুক্তদ্রব্য বমন; প্রভূত পূযময় নিষ্ঠীবন, ও শরীরের শীর্ণতা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। **রজ-কৃচ্ছ্র।**—রজকৃচ্ছ্র রোগে কেবল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে রজস্রাব ফেলেণ্ড্রিয়মের বিশেষ লক্ষণ। **প্রস্যান্তিক বেদনা।**—স্তন্যদানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রধানতঃ বেদনার উপস্থিতি এই ঔষধের লক্ষণ। **কাসাদি।**—কাস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও কখন কখন ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দ্রুত শ্বাস, কাস বশতঃ দিবারাত্রি উঠিয়া বসিয়া থাকা লক্ষণে ব্রঙ্কাইটিস ও এম্ফিসিমা রোগে ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

**বিশেষ লক্ষণ।**—* মস্তকের শিখরদেশে যেন একটা কঠিন দ্রব্য বা ভার অবস্থিত রহিয়াছে এরূপ গৌরব ও বেদনা, তৎসহ শঙ্খদ্বয়ে ও চক্ষুর্দ্বয়ের ঊর্দ্ধে অবিরাম বেদনা ও জ্বালা, চক্ষুর জ্বালা ও রক্ত সঞ্চয়। অশ্রুপাত। আলোক বা শব্দ সহ্য করিতে পারা যায় না। * শিরঃপীড়ায় নেত্রগামী-স্নায়ু আক্রান্ত হয় এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে একপ্রকার পেষণবৎ অনুভব জন্মে। * কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে প্রভূত রজস্রাব। * দক্ষিণ স্তনের অভ্যন্তর দিয়া বুকাস্থির নিকটে ভেদনবৎ বেদনা, স্কন্ধের সমীপে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উহার সংপ্রসারণ এবং শ্বাস-ক্রিয়ার উপচয়।

# বিউফোরাণা—বিউফো।

বিউফো একপ্রকার ভেক জাতীয় জন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। ইহার গাত্র হইতে তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই তৈল বিষাক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাণা বিউফোকে উত্তেজিত করিয়া উহার ত্বকের গ্রন্থি হইতে এই বিষ সংগ্রহ পূর্ব্বক ঔষধার্থে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে বিউফোর ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্দ্বারা নীতিবৃত্তি ও গতি-শক্তি-বিধায়িনী স্নায়ু আক্রান্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যকে পশু প্রায় করিয়া তোলে। মাদক দ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করে, এবং কৃত্রিম মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদনার্থে নির্জ্জন স্থান অন্বেষণের প্রবৃত্তি জন্মায়। এতদ্দ্বারা ধ্বজভঙ্গ জন্মে; এবং অপস্মারের অনুরূপ এক প্রকার অবস্থার উৎপত্তি হয়। ডাঃ জেসেন লিখিয়াছেন যে অত্যন্ত শীতানুভব এই ঔষধের অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অপস্মার।—আমেরিকার আদিমনিবাসিনী কামিনীরা স্বামীর দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি বশতঃ ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া তাহার ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্ষীণতা জন্মাইবার জন্য পানীয় দ্রব্যে এই তৈল মিশ্রিত করিয়া দেয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষার রীতি অনুসারে বিউফো পরীক্ষিত হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষায় কতকগুলি কদর্য্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্দ্বারা এক প্রকার চিত্তদৌর্ব্বল্য ও লজ্জাশূন্যতা, এবং কৃত্রিম মৈথুনের দুর্নিব্বার প্রবৃত্তি জন্মে। কৃত্রিম মৈথুন বা স্বাভাবিক সংসর্গের পর অপস্মার রোগের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রতি-ক্রিয়ার সময়ও প্রবল টঙ্কার জন্মিতে পারে। অপস্মারের আবেশ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে এক প্রকার "সর সর" অনুভূত হয়, বিউফোর লক্ষণে তাহা জননেন্দ্রিয় হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত কামোত্তেজনাজনিত বা সোলার প্লেক্সস (কড়া) হইতে সমুদ্ভূত অপস্মারেই এই ঔষধে অধিক উপকার দর্শে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রোগীর একপ্রকার মানসিক উপদাহিতা উৎপন্ন হয় এবং সেই সময় সে অসম্বন্ধ অর্থশূন্য বাক্য বলে; ও তাহার এই সকল কথা বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া সে বিরক্ত হয়। আক্ষেপের পরে রোগীর প্রগাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি অপস্মার রোগে বিউফো ব্যবহার করিয়া কোন ফলপ্রাপ্ত হন নাই। ডাঃ লিলিয়ানস্থাল হস্ত মৈথুনের পরবর্ত্তী অপস্মারে; রোগীর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নির্জ্জন স্থানে যাইবার ইচ্ছা; সুখানুভব ব্যতীত দ্রুত শুক্রস্রাব, এবং তৎসহকারে আক্ষেপ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কষ্টকর শ্রান্তি; পূযোৎপত্তি সংযুক্ত অপস্মার; প্রধানতঃ চন্দ্রের পরিবর্ত্তনে, ঋতুকালে, ও নিদ্রাবস্থায় রোগের আবেশ,—এই সকল লক্ষণে বিউফো ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ কাউপারথোয়েট লিখিয়াছেন যে এই ঔষধে অপস্মার আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

যখন রতি-কালে রোগের আবেশ উপস্থিত, অথবা কৃত্রিম-মৈথুনের কুফল স্বরূপ উহার উৎপত্তি হয় তখন বিউফো বিশেষ উপযোগী। ডাঃ লিলি বলেন যে ভয় জনিত অপস্মারে ইহা উপকারী। ঋতু-কালে অপস্মারের আক্রমণেও বিউফো ব্যবস্থেয়।

**পেরিটোনাইটিস।**—কয়েক বৎসর অতীত হইল একজন পেরিটোনাইটিস গ্রস্ত রোগীর পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইত এবং অবশেষে সুপ্তি, অচৈতন্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা, ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইত। ডাঃ পেইন বিউফো ব্যবহার করিয়া এই রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে একজন স্ত্রীলোকের গাত্র-ত্বকে, গলার অভ্যন্তরে, ও যোনিতে পূযস্রাবী ফোস্কা সহকারে আক্ষেপ লক্ষণ ছিল, তাহার উদরে এতই অনুভবাধিক্য ছিল যে, তাহার বোধ হইত উদরেও এই প্রকার ক্ষত জন্মিয়াছে, বিউফো সেবনে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

**অন্যান্য রোগ।**—লসিকা-বাহিনী নাড়ীতে বিউফোর সুনিশ্চিত ও সত্বর প্রভাব প্রকাশিত হয়, এবং সেই সকল নাড়ীর গতি-পথে একপ্রকার ঈষৎ নীলবর্ণ স্ফীততা জন্মে। অভিঘাত হইতেও উহা উৎপন্ন হয়। দূষিত পচ্যমান ব্রণে, মুখে বা গালে ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইলে বিউফো ব্যবস্থা করা যায়। স্তনের কর্কট-প্রকৃতির দৃঢ়তায় ইহা প্রয়োজিত হইয়া ফল দর্শাইয়াছে। অন্যান্য চর্ম্ম রোগে; মস্তিষ্কের কোমলতা-প্রাপ্তির প্রারম্ভে বিউফো ব্যবহৃত হইয়াছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মনাদি।**—অবিরত মত্ততার ন্যায় অনুভব; স্নায়বীয়তা; কোপনতা; তন্দ্রা-দোষ (কোমা)। মত্ততাবৎ শিরোঘূর্ণন। তন্দ্রালুতা; নিদ্রালুতা; নিদ্রাহীনতা; অস্থির নিদ্রা; প্রতি মুহূর্ত্তেই জাগরণ; অধিক স্বপ্ন দর্শন। (সহানুভূতি জনিত রোগে)।

**মস্তকাদি।**—কেশ-পতন; সম্যক ইন্দ্রলুপ্ত (বল্‌ড্‌নেস্)। গৌরববিশিষ্ট, অচৈতন্যকর; একপার্শ্বিক; কপালাদিতে অবস্থিত শিরঃপীড়া। **চক্ষু।**—আক্ষেপিক বেদনা; অক্ষিপুটের ক্ষত। **কর্ণ।**—অতিরিক্ত অনুভূতি; বেদনা; স্রাব-নিঃসরণ। **নাসিকা।**—আরক্ততা, স্ফীততা; পচ্যমান পীড়কায় আচ্ছন্নতা। **বদন।**—পাণ্ডুর, পীত, ধূসর বদন; বহিরাগত চক্ষু। **ওষ্ঠ।**—শুষ্ক, রক্তস্রাবী; প্রকম্পিত ওষ্ঠ (টাক, মাথাধরা, চক্ষু-উঠা, কানের প্রদাহ প্রভৃতি রোগে)।

**স্নায়ুমণ্ডল।**—স্নায়ুর ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃদ্ধি; দুর্ব্বলতা; জ্বালাকর বেদনা। গুল্ম-বায়ুর লক্ষণ; আক্ষেপাদি; পক্ষাঘাত। (হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা; বিশেষতঃ অপস্মার রোগে)।

**রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র।**—প্রবল হৃৎকম্প; রক্তের নিশ্চিত বিষাক্ততা। ক্রমাগত অত্যন্ত শীতানুভব; কম্পন; মুখমণ্ডলে উত্তাপ; শীতল ঘর্ম্ম; রাত্রিতে ঘর্ম্ম। (শীতের প্রাবল্য বিশিষ্ট সবিরাম জ্বরে)।

**শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরযন্ত্রে সমধিক শ্লেষ্মা; ক্ষত; শ্বাসে আয়াস ও ঘড় ঘড় শব্দ। গলায় জ্বালা সহকারে শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থলে জ্বালা; তীব্র সূচী-বেধবৎ যাতনা (প্রাদাহিক রোগে)।

**মুখ-মধ্য**।—মুখ-বিবরে বেদনা; দুর্গন্ধ; ফোস্কা; দন্ত-বেদনা; জিহ্বার উত্তপ্ততা ও ব্যথিততা; গল-মধ্যের শুষ্কতা, উত্তপ্ততা, ও ক্ষত। ক্ষুৎ-পিপাসার অভাব; তিক্ত, মন্দ আস্বাদ।

**আমাশয়**।—উদ্গার; বিবমিষা, বমন, অশিথিলতা ও জ্বালাকর বেদনা।

**উদর**।—স্ফীততা; বাতাধ্মান; শীতলতা অনুভব; উদর-বেদনা; প্লীহা ও যকৃতে বেদনা।

**মল**।—বারবার নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু স্বল্প মল নিঃসরণ, অনৈচ্ছিক অতিসার। (মুখের উপক্ষত, শীতাদজনিত পীড়া, অগ্নিমান্দ্য, অতিসারাদি রোগে)।

**মূত্র-যন্ত্র**।—বৃক্ককে ও মূত্রাশয়ে বেদনা; অবিরত মূত্র-বেগ। প্রভূত; স্বল্প; গাঢ়, পীতবর্ণ মূত্র। (মূত্র-যন্ত্রের প্রাদাহিক রোগে)।

**জনন-যন্ত্র**।—(পুং) দুর্ব্বলতা; শক্তিশূন্যতা; উপস্থের স্ফীততা ও প্রদাহিততা। (স্ত্রী) নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত পূর্ব্বে প্রভূত রজ-স্রাব; গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ে বেদনা, পূয-ময় প্রদর; ভগ কণ্ডূয়ন। (অতি-রজ, রজ-কৃচ্ছ্র, প্রদর, জরায়ু প্রদাহ, ও ডিম্বাশয়-প্রদাহে)।

**দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—দুর্ব্বলতা ও অবশতা; জ্বালাকর, কর্ত্তনবৎ বেদনা; আক্ষেপ। গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে স্তব্ধতা ও বেদনা। স্কন্ধের ত্রিকোণ-পেশীর কম্পন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা ও দুর্ব্বলতা, নিম্নাঙ্গের স্ফীততা। (স্নায়বিক ও আমবাতিক রোগে)।

**ত্বক্**।—প্রবল কণ্ডূয়ন, উত্তাপ ও জ্বালা। ত্বকের ঈষৎ পীতবর্ণ; অসুস্থতা; অপচ্যমান ও জলপূর্ণ স্ফোটবৎ উদ্ভেদ; স্ফীততা; পূযোৎপত্তি। (চর্ম্মের অসুস্থতায়; ও দূষিত ক্ষতাদিতে)।

**উপচয়**।—প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

**উপশম**।—শয়ন-কালে; ও রাত্রিতে উপশম।

**সমগুণ**।—এগ্নস, কোনা, ল্যাক, ফস।

## বেঞ্জোয়েট অব এমোনিয়া—এমোনিয়া বেঞ্জোয়াস।

সলিউশন অব এমোনিয়া, বেঞ্জোইক এসিড, ও পরিস্রুত জল মিশ্রিত করিয়া মৃদু উত্তাপে শোষণ পূর্ব্বক এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণ; পরিস্রুত জলে অরিষ্ট; এবং তৃতীয় দশমিক পর্য্যন্ত জল সহকারে ক্রম প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বেঞ্জোয়েট অব পোটাসাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ টড আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। অতিশয় অল্প, মলিন আরক্ত, রক্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান, তীব্র-গন্ধ, এবং আরক্ত, গাঢ় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। বালকদিগের এল্‌বুমিনুরিয়া জনিত শোথে, স্বল্প, মলিন, ধূমের ন্যায় দৃশ্যমান মূত্র লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী। এই প্রকার মূত্র-লক্ষণে আমবাত বা গ্রন্থিবাত ( গাউট ) রোগেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। গাউট রোগে ক্ষুদ্র সন্ধির আরক্ততায় ও স্ফীততায়, অথবা পদের অঙ্গুষ্ঠে রস-সঞ্চয়ে; এবং হস্তের অঙ্গুলী-সন্ধিতে লিথেট অব সোডা সঞ্চয়ে ডাঃ সিমুর এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি বাতে এতদ্দ্বারা সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন কোন রোগীর পক্ষে বেঞ্জোয়েট অব পোটাসা ব্যবহারে ইহা অপেক্ষা ভাল ফল দর্শিয়াছিল। পিত্তনিঃস্রবের অভাব বশতঃ কিন্তু পিত্তনালীর প্রতিবন্ধকতা বশতঃ নয়, যে পাণ্ডুরোগ জন্মে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মূত্র-লক্ষণ থাকিলে বেঞ্জোয়েট অব এমোনিয়া বা বেঞ্জোইক এসিড বিশেষ উপকারী। ডাঃ ম্যাকএফি বলেন যে যকৃদ্রোগজনিত শোথে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ হেল বয়ঃপ্রাপ্ত দিগের পক্ষে প্রথম দশমিকক্রমের বিচূর্ণ, এবং বালকদিগের পক্ষে দ্বিতীয় দশমিক ক্রমেরবিচূর্ণ ব্যবহার করেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক**।—মস্তক ও ঘাড়ে বাতের বেদনা। ০ ( শোথরোগে ) মস্তকের গুরুত্ব ও জড়ত্ব। **মুখমণ্ডল**।—স্ফীত চক্ষুর পাতা সহকারে মুখমণ্ডলের স্ফীততা। **মূত্রযন্ত্র**।—* অতিশয় অল্প, মলিন রক্তবর্ণ, রক্তের ন্যায় দৃশ্যমান, এমোনিয়ার উগ্র গন্ধ, এবং আরক্ত গাঢ় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র। অল্প, মলিন, ও ধূমের ন্যায় দৃশ্যমান মূত্র। ঘনঘন মূত্রপ্রবৃত্তি, ও অল্প অল্প মূত্রস্রাব। মূত্রের উগ্রতা ও উপদাহিতা ( মুখ্যফল )। বার বার প্রভূত মূত্রস্রাব। পরিষ্কার প্রচুর মূত্র। মূত্রে অধঃপতিত পদার্থের তিরোভাব ( গৌণ-ফল )। * রাত্রিতে শয্যায় প্রস্রাব। * আমবাতিক রোগে স্বল্প ও রক্তের ন্যায় লাল মূত্র। ০ শিশুদিগের মূত্রোপদ্রব। ০ আরক্ত জ্বর বা ব্রাইটস ডিজিজের পরবর্ত্তী শোথ। **অঙ্গ প্রত্যঙ্গ**।—০ বাহু, জঙ্ঘা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আমবাতিক পীড়া। ০ জঙ্ঘার শোথ জনিত স্ফীততা। ০ পিত্ত নিঃস্রবের অভাব জন্য ( কিন্তু পিত্তপ্রণালীর অবরোধবশতঃ নয় ) পাণ্ডু। গাউট রোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আরক্ততা ও স্ফীততা, অথবা পদাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে তরল পদার্থের সঞ্চয়; হস্তের অঙ্গুলীর সন্ধিতে লিথেট অব সোডা সঞ্চয়। ০ এল্‌বুমিনুরিয়া বা সাণ্ডলাল-মূত্র; প্রকৃত শোথে ইহা ব্যবহারে এল্‌বুমেনের ন্যূনতা।

**সমগুণ**।—বেঞ্জোয়িক এসিড, কলচিকম, ফেরি-মিউর, লাইকো ( ? )।

## ব্যাডাইএগা—ফ্রেশওয়টার স্পঞ্জ।

এই স্পঞ্জ রুসিয়ার মৃদুগামী স্রোতে পাওয়া যায়। শুষ্ক স্পঞ্জ হইতে অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—ব্যাডাইএগাতে চূণ, সিলিকা ও এলুমিনা প্রভৃতি উপাদান আছে। এজন্য হ্যানিম্যান ইহা সোরা-দোষঘ্ন মনে করিতেন। রক্তে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া গণ্ডমালা-দোষের অনুরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়, এবং অনেক বিষয়েই স্পঞ্জিয়া অফিসিনেলিসের ক্রিয়ার সহিত ব্যাডাইএগার ক্রিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ফ্যারিংটন বলেন যে লসিকাবাহি-গ্রন্থিতে ও হৃৎপিণ্ডেই প্রধানতঃ ব্যাডাইএগার ক্রিয়া-প্রকাশ পায়। এই ক্রিয়ায় লসিকা-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও দৃঢ়তা জন্মে। এজন্য বাঘী, কুচিকিৎসিত হইয়া শক্ত হইয়া পড়িলে এই ঔষধে আরোগ্য হয়। এস্থলে কার্ব্বো-এনিমিলিসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। হৃৎপিণ্ডে ব্যাডাইএগার ক্রিয়াবশতঃ ফসফরাস ও কফির ন্যায় ইহাও আনন্দোদ্বেগ জনিত হৃৎকম্পে উপকার করে। হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না।

**অধিকার**—গণ্ডমালাজনিত রোগে, বিশেসতঃ গ্রন্থির স্ফীততায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে। গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ। অক্ষি-গোলকের স্নায়ু-শূল। হাঁচি, জলবৎস্রাব ও অন্যান্য লক্ষণান্বিত ওষধিগন্ধজজ্বর। সবলে নির্গত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট হুপশব্দক-কাস। এইসকল রোগেও ইহার প্রয়োগ হয়। রাত্রিতে বিবর্দ্ধিত, ও মস্তকের বৃহত্তরতা অনুভব লক্ষণ সংযুক্ত জরায়ুর রক্তস্রাব এতদ্দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। উপদংশ জনিত শক্ত বাঘী। শক্ত বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থি। অর্শ। নীহার-স্ফোট; ঘোড়ার পায়ের ক্ষত ও খুরের উপঘাত।—এই সকল স্থলেও ব্যাডাইএগার ব্যবহার হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বায়ু-নলী-ভুজপ্রদাহ।**—বায়ুনলীর পুরাতন প্রতিশ্যায়ে অধিক শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে, অর্থাৎ রোগী কথা বলিতে বা কাস দিতে তাহার মুখ হইতে শ্লেষ্মা ছুটিয়া পড়িলে, এবং মুখ-রোধ ও বমন জন্মিলে ব্যাডাইএগা ব্যবহৃত হয়। **গ্রন্থি-রোগ।**—গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গ্রন্থির স্ফীততায় ও রক্তপূর্ণতায় এই ঔষধ উপকারী। **হৃদ্রোগ।**—স্নায়বীয় হৃৎকম্প, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা; আনন্দোচ্ছ্বাস জনিত হৃৎকম্প; যৎসামান্য মনোভাবে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও আন্দোলন; রাত্রিতে বক্ষঃস্থল হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শ্রবণ ও অনুভব; এইগুলি হৃদ্রোগে ব্যাডাইএগার প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ মার্সী বলেন যে সকম্প হৃদস্পন্দনে আইওডিন ও স্পঞ্জিয়ার ন্যায় ব্যাডাইএগাও উপযোগী। **উপদংশ।**—উপদংশজ বাঘী প্রস্তরবৎ কঠিন, অসম, ও অমসৃণ হইলে, এবং রাত্রিতে উহাতে অত্যুত্তপ্ত সূচী-বেধের ন্যায় প্রবল যন্ত্রণা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ডাঃ হেরিং বলেন যে

সঞ্চরমান বেদনাবিশিষ্ট বাঘীতে পূযোৎপত্তি আরম্ভ না হইয়া থাকিলে; বিশ্রাম, লঘুপথ্য, শীতল বাহ্য প্রয়োগ, ও দুইড্রাম জলে ব্যাডাইএগার অরিষ্ট একবিন্দু মাত্রায় তিনচারি ঘণ্টা অন্তর সেবন ব্যবস্থা করিলে তিন দিবসে সম্পূর্ণরূপে বাঘী বিলীন হয়। পূযসূচক ফ্লক্‌চুয়েশন অর্থাৎ আন্দোলন আরম্ভ হইলেও প্রতিদিন ছয়বিন্দু অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাঘী বসিয়া যায়। **হুপশব্দ-কাস**।—মধ্যে মধ্যে আক্ষেপিক কাসের সুতীব্র আবেশ, কাসিতে কাসিতে বায়ুনলী হইতে আঠা আঠা পীতাভ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অনেক সময় সেই শ্লেষ্মার মুখ হইতে সবলে ছুটিয়া যাওয়া, এবং হাঁচি হইয়া ও নাকদিয়া তরল শর্দ্দি নির্গত হইয়া কাসের আবেশের পরিসমাপ্তি; শিরোবেদনা, অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা, ও কর্ণে অল্প অল্প আঘাত সহকারে অপরাহ্ণে ও সায়াহ্ণে বৃদ্ধি; ভষ্মবৎ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল; বক্ষঃস্থলে, বিশেষতঃ স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে সুতীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা; সমস্ত শরীরের মাংসে ও ত্বকে স্পর্শ-দ্বেষ;—এই ঔষধের লক্ষণ। **গণ্ডমালা**।—মাথায় খুস্‌কী বা শুষ্ক দদ্রু, উহাতে অল্প অল্প কণ্ডূয়ন; মাইবোমিয়ানগ্রন্থির কঠিনতা সহ অভিষ্যন্দ, আরক্ত ও প্রদাহিত তালুমূল; মুখমণ্ডল, গলা, ও ঘাড়ের বামপার্শ্বের গ্রন্থির স্ফীততা, উহার কতকগুলির পচ্যমানতা; বঙ্ক্ষণ গ্রন্থির দৃঢ়তা; দীর্ঘাস্থিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত পিণ্ড; শরীরে মাংসে আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, ও স্পর্শে বা বস্ত্রের ঘর্ষণে অতিশয় অনুভবাধিক্য; ব্যাডাই-এগার লক্ষণ। ডাঃ হেরিং মনে করেন বাল্যকালে যাহাদের গণ্ডমালা-দোষ ছিল যৌবনে আবার তাহা প্রকাশিত হইলে এই ঔষধে উপকার করে। হানিম্যান ইহাকে এণ্টিসোরিক বা কচ্ছু-বিঘ্ন ঔষধের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ব্যাডাইএগায় কার্ব্বনেট অব লাইম, সিলিশিয়া, ফসফেট অব লাইম, ও এলুমিনার চিহ্ন আছে; সুতরাং ইহা এণ্টিসোরিক ঔষধ হওয়া অসম্ভব নহে। **অর্শ**।—ডাঃ হেরিং বলেন যে রুসিয়ায় অর্শরোগ আরোগ্যকর বলিয়া ব্যাডাইএগার খ্যাতি আছে। ল্যাকেসিসের পরে ইহা ভাল কাজ করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক**।—উভয় অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্ভাগে, এবং শঙ্খদ্বয়ে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা সহকারে অপরাহ্ণ দুইটা হইতে শিরঃপীড়া। দিবাভাগে অল্পাধিক শিরঃপীড়া, তৎসহ অক্ষি-গোলকে বেদনা (সিমি, * স্পিজি); বাম অক্ষি-গোলকে উহার আধিক্য; অপরাহ্ণ একটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত আতিশয্য। শঙ্খস্থলে ও অক্ষি-গোলকে বেদনা; অক্ষি-গোলক হইতে শঙ্খস্থলে বেদনার গতি। অতিশয় খুস্‌কি (ক্যান্থ, মেজ), অথবা অল্প অল্প কণ্ডূয়ন সহ মস্তকের কেশাবৃত অংশের শুষ্ক দদ্রুর ন্যায় আকৃতি। কপালে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ সহকারে মস্তকের কেশাবৃত অংশে স্পর্শ-দ্বেষ। **চক্ষু**।—অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের নীলের আভা যুক্ত বেগুণি বর্ণ, এবং চক্ষুর নিম্নে নীলবর্ণ। অক্ষিপুটের প্রান্তস্থিত বসাস্রাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির দৃঢ়তাসহ চক্ষুর গণ্ডমালাজনিত প্রদাহ (* গ্রাফ, * সলফ)। বাম অক্ষি-গোলকে ও শঙ্খস্থলে তীব্র বেদনা। অক্ষিগোলক পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত শিরোবেদনা (সিমি, স্পিজি)। বাম

অক্ষি-গোলকে সম্পূর্ণ স্পর্শ-দ্বেষ, দৃঢ়রূপে বুজিলেও কষ্ট। দক্ষিণ অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্ভাগে সুতীব্র সবিরাম বেদনা। **কর্ণ**।—অপরাহ্নে সামান্য আঘাতের শব্দও দূরবর্ত্তী কামানের শব্দের ন্যায় শুনায়। **নাসিকা**।—প্রতিশ্যায়, প্রধানতঃ বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে প্রচুর স্রাব নিঃসরণ; অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে উহার আধিক্য; তৎসহ হাঁচি। **মুখমণ্ডল**।—কপালে দক্রর ন্যায় উদ্ভেদ। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর, ভস্ম বা সীসের ন্যায় বর্ণ। হনুসন্ধির স্তব্ধতা। **মুখ-মধ্য**।—মুখ-বিবর ও নিঃশ্বাস উত্তপ্ত ও সজ্বর, তৎসহ একবারে অধিক জলপানের তৃষ্ণা ( * ব্রাই )। **গল-মধ্য**।—প্রাতে একখণ্ড আঠা আঠা, নিরেট, রক্তাক্ত শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা। গলায়, বিশেষতঃ গিলিতে, প্রদাহিততা ও স্পর্শ-দ্বেষ। **উদর**।—দৃঢ়ীভূত বক্ষ্ণণ-গ্রন্থি। **শ্বাস-যন্ত্র**।—* সময়ে সময়ে আক্ষেপিক কাসের উগ্র আবেশ, ও বায়ুনলী হইতে আঠা আঠা শ্লেষ্মা-নিক্ষেপ, কখন কখন স্বরযন্ত্র কণ্ডূয়িত হইয়া মুখ হইতে সবলে সেই শ্লেষ্মার নিঃসরণ। দক্ষিণ কণ্ঠাস্থির উর্দ্ধদেশে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় সুতীব্র বেদনা। **হৃৎপিণ্ড**।—তীব্র পরিদোলন; উপবিষ্ট বা শয়িত অবস্থায়, বিশেষতঃ আকস্মিক উল্লাসজনক চিন্তায়, অথবা মনোভাবে হৃৎপিণ্ডের সকম্প স্পন্দন। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—অতিশয় আড়ষ্টতা ( রস, * চেলি )। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে সূচী-বেধ সহকারে স্পর্শ-দ্বেষ ও খঞ্জতা, মস্তক পশ্চাৎ ও সম্মুখ-দিকে অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। ০ মুখমণ্ডলের বাম ভাগ, গলা ও ঘাড়ের গ্রন্থির গণ্ডমালাজনিত স্ফীততা; উহার প্রায় সকল গুলিরই কুক্কুটীর অণ্ডের ন্যায় আয়তন; কোন কোনটা শক্ত, কোন কোনটা বা পক্ক। স্কন্ধাস্থির নিম্নে, দক্ষিণ দিকের পশ্চাদ্ভাগে দারুণ কর্ত্তনবৎ বেদনা ও সূচী-বেধনবৎ যাতনা; স্কন্ধ পশ্চাদ্দিকে ও বক্ষঃস্থল সম্মুখদিকে নিক্ষেপ করিলে, কিম্বা শরীর আকুঞ্চিত করিলে উহার অতিশয় বৃদ্ধি। **দেহ**।—সমগ্র শরীরের পেশীর ও চর্ম্মের সাধারণ স্পর্শ-দ্বেষ; স্পর্শে, এমন কি বস্ত্রের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত মাংসের স্পর্শ-দ্বেষ; আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ ( আর্ণ, রুটা )।

**সমগুণ**।—ব্যারা, * আইও, কালী-আইও, আর্ক, ফাইটো, সিলি, স্পিজি, * স্পঞ্জ, সলফ।

# ব্যারসমা ক্রিনেটস—বকু।

এই গুল্ম দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। ডাইলিউট এলকোহল বা জলমিশ্রিত সুরাবীর্য্য সহযোগে ইহার পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। কোপেবা, চিমাফাইলা, ইরিজারণ, টেরেবিন্থিনা, ও ইউভা আর্স। বকুর সমগুণ।

**ক্রিয়া**।—বৃক্কক ও মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শে। স্থানিক সংস্পর্শে সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই বকুর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আমাশয়ের প্রতিশ্যায়, ও তজ্জন্য পুরাতন অগ্নিমান্দ্য। ০ অন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায়। ০ মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের শ্লেষ্মা ও পূযস্রাবশীল পুরাতন রোগ। বস্তি-কোটর, বৃক্কক, এবং মূত্রাশয়ের শৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ ও প্রচুর স্রাব নিঃসরণ। ০ মূত্রাশয়ের উপদাহিতা। আক্ষেপিক সংবৃতি ০ মূত্রমার্গের উপদাহিত অবস্থা। ০ প্রভূত স্রাবনিঃসরণসহ লালামেহ। ০ অধিক পরিমাণ লিথিক এসিড নিঃসরণবিশিষ্ট অশ্মরী। ০ অস্বাভাবিক স্রাবনিঃসরণ সহ মূত্রাশয়ের মুখশায়ি-গ্রন্থির পীড়া। মূত্রাশয়ের গ্রীবার উপ-দাহিতা বশতঃ অবারিত মূত্র। ০ স্বয়ম্ভূত শোথ। ০ মূত্রাশয়ের রোগসহবর্ত্তী শ্বেতপ্রদর। ০ মূত্রমার্গ, শুক্রকোষ, অথবা প্রষ্টেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে অতিরিক্ত স্রাবনিঃসরণ। এই সকল রোগে বকু সেবনে আরোগ্য লাভ হয় বলিয়া উল্লেখিত আছে।

মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের শ্লেষ্মা ও পূযস্রাববিশিষ্ট পুরাতন রোগে, মূত্রের অধঃপতিত পদার্থে অধিক পরিমাণ উপত্বক ও পূয-শ্লেষ্মা মিশ্রিত লক্ষণে ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কয়েকজন রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। অতিশয় শ্লেষ্মাস্রাব লক্ষণাপন্ন বৃক্কক ও বস্তি-কোটরের পুরাতন প্রদাহ ও মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ রোগে কতিপয় চিকিৎসক বকু-প্রয়োগ করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ হেল বলেন যে মূত্রমার্গের আক্ষেপিক সংবৃতি সংসৃষ্ট ও মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, বা শিলা ( লিথিক এসিড প্রস্তর ) সংযুক্ত মূত্রাশয়ের উপদাহিতা ব্যারোসমা ব্যবহারে সত্বর অন্তর্হৃত হইয়াছে। মূত্রাশয়ের মুখশায়ি-গ্রন্থির রোগও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ডাঃ হেল এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও চারিআউন্স জলে এক ড্রাম অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রয়োগ পূর্ব্বক কয়েকজন রোগিণীর যোনির শ্বেতপ্রদর আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ ষ্টিলী তাঁহার ভৈষজ্যতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে অতি মৈথুন বা কৃত্রিম মৈথুন জনিত মূত্রমার্গ, শুক্র-কোষ, বা মূত্রাশয়ের মুখশায়িগ্রন্থির শ্লেষ্মাস্রাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে অতিরিক্ত স্রাব-নিঃসরণে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হেল কয়েকবার এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ষ্টিলীর উক্তির সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিম্নক্রমেই বকুর উৎকৃষ্ট ক্রিয়াদর্শে। কখন কখন মৃদুফাণ্ট অতি সত্বর উপকার করে।

---

# ব্যালসেমম পেরুভিয়েনম—ব্যালসাম অভ পেরু।

এই বৃহৎ বৃক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু প্রদেশে জন্মে। তথাকায় অধিবাসীরা ইহাকে কুইং কুইনো কহে। বল্কল কর্ত্তন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে রস সংগ্রহ পূর্ব্বক উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল জ্বালদিয়া ব্যালসাম ( তৈলাক্ত ধুনাময় পদার্থ ) প্রস্তুত হয়। নয়গুণ এলকোহলে দ্রবীভূত করিয়া ইহার অরিষ্ট ও স্থূল সুগার অব মিল্ক সহকারে বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে। পীত, সবুজ, দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা ও পূযময় স্রাব ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। নিস্তেজ ক্ষত অথবা পূযময় স্রাববিশিষ্ট প্রতিশ্যায়েও ইহা বিশেষ উপযোগী।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ হেল এই ঔষধ নাসিকার পূযময় দুর্গন্ধ স্রাববিশিষ্ট পুরাতন প্রতিশ্যায়ে; এবং গাঢ়, পীত বা হরিৎ ও দুর্গন্ধ পূযময় প্রচুর স্রাববিশিষ্ট কাসে অনেক বৎসর ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ, গণ্ডমালাগ্রস্ত, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ রোগাক্রান্ত, অথবা উপেক্ষিত প্রতিশ্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই এইপ্রকার অবস্থা জন্মে। গুটিকা বিশিষ্ট যক্ষ্মা এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয় না বটে কিন্তু উপশমিত হইতে পারে। পূয-নিষ্ঠীবন, বিলেপী জ্বর, দুর্ব্বলতা ও বিমন্দ ক্ষীণ রক্ত-সঞ্চলন যক্ষ্মারোগে ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ হেল সাধারণতঃ ইহার প্রথম বা দ্বিতীয় দশমিক দ্রবক্রম বা বিচূর্ণ ব্যবহার করেন। বিচূর্ণাকারেই এই ঔষধ উত্তম ক্রিয়া করে। বাষ্পাকারে আঘ্রাণ করিলেই ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল দর্শে। সম পরিমাণে কার্ব্বণেট অব ম্যাগ্নিশিয়া ও চিনি সহকারে এই ঔষধের বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া, তাহার প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ হইতে জলসহযোগে দ্বিতীয় দশমিক শক্তির সমতুল্য দ্রব প্রস্তুত করিয়া দিনে তিনবার, এক একবার পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত, স্প্রে রূপে আঘ্রাণ করা কর্ত্তব্য। ডাঃ হফম্যান বলেন যে নিউমোনিয়ার পরবর্ত্তী গাঢ়, পীতবর্ণ, দুর্গন্ধময় কাসে ইহার প্রথম দশমিক ক্রম; ও বায়ুনলীভুজের পীড়ায় স্রাবনিষ্ঠীবন বিলোপে ষষ্ঠ ক্রম উপযোগী। হেল বলেন যে বায়ুনলীভুজের রোগে নিষ্ঠীবনের স্বল্পতা ও জ্বর লক্ষণে ষষ্ঠক্রম; এবং প্রভূত পূযময় নিষ্ঠীবন ও জ্বরের অভাব থাকিলে প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য। দুর্গন্ধময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুসের ভমিকা অর্থাৎ পূয-সঞ্চয় রোগে এই ব্যালসাম বিলক্ষণ ফলপ্রদ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে বায়ুনলীর প্রতিশ্যায়ে শ্লেষ্মা মিশ্রিত পূয নিষ্ঠীবনে ব্যালসাম অব পেরু প্রশংসিত ঔষধ। রোগীর বক্ষঃস্থলে কর্ণ স্থাপন করিলে যখন উচ্চ শব্দ শুনা যায়, এবং গাঢ়, সর সদৃশ, পীতাভ শুভ্রবর্ণ নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে তখন এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। নৈশঘর্ম্ম ও বিলেপী জ্বর প্রকাশ পাইয়া রোগের আতঙ্কজনক অবস্থা জন্মিলেও ইহা উপকারী। ডাঃ ফ্যারিংটন নিম্ন ক্রমেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল এতদ্দ্বারা শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্য বমন লক্ষণাপন্ন আমাশয়ের প্রতিশ্যায়; অন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায় বা আমস্রাব; মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় এবং জরায়ু ও যোনীর দুর্দম্য প্রতিশ্যায় অর্থাৎ শ্বেতপ্রদরও আরোগ্য করিয়াছেন। ফুসফুসের রোগে আঘ্রাণের নিমিত্ত যেরূপ জলীয় দ্রব প্রস্তুত হইয়া থাকে শ্বেতপ্রদরে সেই প্রকার দ্রবের পিচকারী ব্যবস্থেয়। নিস্তেজ ক্ষত, স্তনাগ্রবিদারণ, অঙ্গুলী ও করতল বিদারণ, ওষ্ঠ বিদারণ প্রভৃতি রোগে এলোজের গ্লিসারোলের পরেই এই ব্যালসামের মলম উপকারী।

ব্যালসাম অব পেরু উষ্ণ করিয়া পাঁচড়ার উপর মর্দ্দন করিলে একবার মাত্র প্রয়োগেই দুর্দ্দম্য পাঁচড়া রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে উত্তাপ ও পূর্ণতা। * নাসিকা হইতে প্রভূত গাঢ় স্রাব-নিঃসরণ। ০ শ্লেষ্মা ও পূযময় স্রাববিশিষ্ট নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্যায়। ০ক্ষতসংযুক্ত পূতিনস্যরোগ। আমাশয় ও অন্ত্র।—ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তির বৃদ্ধি। আমাশয়ের উত্তাপ ও গৌরব। * ভুক্তদ্রব্য ও শ্লেষ্মা বমন। উদরবেদনা ও উদরাময় সহ বিবমিষা। * আমাশয়ের প্রতিশ্যায়। পুরাতন আমাতিসার। ০ রক্তাক্ত আম ও কুন্থনসহ পুরাতন রক্তাতিসার। ০ সন্নিপাত জ্বরের পর অন্ত্রের উপদাহিতা। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে উত্তাপ ও জ্বালা। শুষ্ক ও হ্রস্ব কাস। * গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ, ও দুর্গন্ধময় পূয ও শ্লেষ্মা বিশিষ্ট প্রভূত নিষ্ঠীবন-সংযুক্ত কাস। ০ স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ। ০ অগুটিক স্বারযান্ত্রিক যক্ষ্মা। বৃদ্ধদিগের বক্ষঃস্থলের পুরাতন প্রতিশ্যায়। ০ ফুসফুস-প্রদাহের পরবর্ত্তী তরল, ঘড়ঘড় শব্দ বিশিষ্ট, গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধি, শ্লেষ্মা ও পূযময় কাস। ০ বায়ুনলীর পীড়ায় অভ্যস্ত স্রাব-নিঃসরণ বিলোপ। পূযময় নিষ্ঠীবন ও বিলেপী জ্বর সহ পুরাতন বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ। ০ ফুসফুসে পূযসঞ্চয় বশতঃ পূযময় দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন। মূত্রযন্ত্র।—মূত্রনিঃস্রবের বৃদ্ধি। * শ্লেষ্মাময়-অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট স্বল্পমূত্র। ০ মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায়। ০ জরায়ু ও যোনির পুরাতন শ্বেতপ্রদর। (?)। জ্বর।—রক্ত-সঞ্চলনের উত্তেজনা ও নাড়ীর দ্রুততা, কিন্তু গাত্রের ঘর্ম্মার্দ্রতা সহ সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ। ০ যক্ষ্মা, পুরাতন বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ, ও পূযস্রাবের আনুষঙ্গিক বিলেপীজ্বর। দেহ।—০ মন্দ ও ক্ষীণ রক্ত-সঞ্চলন সহ দুর্ব্বলতা। ০ নিস্তেজ ক্ষত। ০ স্তনবৃন্ত, অঙ্গুলী ও করতলের বিদারণ।

সমগুণ।—অর-মিউ, কোপেবা, কিউবের, চিমাফাইলা, আইওডিন, সলফার, থুজা, ইউভা।

# ব্রাকিগ্লটিস রিপেন্স।

এই বৃক্ষ নিউ জিলাণ্ড, দ্বীপে জন্মে। সেইস্থানের অধিবাসীরা ইহাকে পিউক-পিউক বলে। যে সকল পশু ইহার পত্রভক্ষণ করে তাহাদের নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে ও পশ্চাৎদিকের পা পড়িয়া যায়; এবং কয়েক দিন পরে মৃত্যু হয়। কখন কখন আরোগ্যও জন্মে বটে কিন্তু অতি ধীরে ধীরে শক্তি-সঞ্চার হয়। নিউজিলাণ্ডের লোকেরা ঘর্ম্মোৎপাদন জন্য ইহা ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার কাঁচা পাতা ও ফুলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

পিউক-পিউক পরীক্ষিত হইয়াছে। বৃক্কক প্রদেশে স্পর্শ-দ্বেষ। মূত্রাশয়ের গ্রীবায়

চাপ ও স্পর্শ-দ্বেষ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রাশয়ে বেদনা ও মূত্রমার্গে স্পর্শ দ্বেষ; মূত্র যেন ধারণ করিতে পারা যাইবে না এপ্রকার অনুভব। প্রচুর মূত্র; মূত্রের আক্ষেপিক গুরুত্ব '০৮; আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় মূত্রে শ্লেষ্মা-সূত্র, শ্লেষ্মা বিন্দু ও উপত্বক দর্শন। মূত্রাশয়ের গ্রীবায় বেদনা। অধিক পরিমাণ পাণ্ডুবর্ণ মূত্রত্যাগ; মূত্রের আক্ষেপিক গুরুত্ব '০৮; জাল দিয়া ও নাইট্রিক এসিড দিয়া পরীক্ষায় উহাতে এল্বুমেনের বিদ্যমানতা। অধিক পরিমাণ মলিনবর্ণ মূত্র-ত্যাগ, উহাতে লম্বা লম্বা সূত্রাকার পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ। মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গের মূত্রস্রাব কষ্টপ্রদ, কিন্তু উপস্থের মূত্রত্যাগ পরিষ্কার। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় ৫৬ আউন্স মূত্রত্যাগ; মূত্রের আক্ষেপিক গুরুত্ব ২০; এবং উহাতে বৃক্ক হইতে উপত্বক, ফসফেটস, ও শ্লেষ্মার ছাঁচ বিশিষ্ট শুভ্র শ্লেষ্মাময় অধঃক্ষেপ। এইগুলি পিউক-পিউকের মূত্র লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে জানা যায় যে এতদ্দ্বারা নিশ্চয়ই আল্বুমিনুরিয়ার লক্ষণ উৎপন্ন হয়। অতএব ব্রাইটস ডিজিজ নামক বৃক্ককের রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে এই রোগে পিউক-পিউকের প্রতি অনেকটা নির্ভর করা যায় এবং ইহা ব্যবহারে প্রায়ই সন্তোষজনক ফল দর্শে। ডাঃ লিলিয়েন্থাল লেখেন যে অতি পরিশ্রমাদিজনিত স্নায়বীয় উপদ্রব সম্ভূত আল্বুমিনুরিয়া, ক্রমে ক্রমে বৃক্ককের বিধান-বিকার জন্মাইলে ব্রাকিগ্লটিস ব্যবহৃত হয়। * উদরে ও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে সঞ্চালন সংযুক্ত, পুরাতন পেরিটোনাইটিস বিশিষ্ট রজ-কৃচ্ছ্রে ও ব্রাকিগ্লটিসের প্রয়োগ হয়। * উদরে সঞ্চালন অনুভব (ক্রোক)। * মূত্র-ত্যাগের পর মূত্রাশয়ে বেদনা (ক্যান্থ, মার্ক,), এবং উপস্থে হুল-বেধনবৎ যাতনা সহকারে মূত্র-মার্গে বেদনা। * স্পর্শ-দ্বেষ সহকারে মূত্রাশয়ের গ্রীবায় প্রচাপন। মূত্র-বেগ।—এইগুলি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

# ব্রোমাইডস।

ব্রোমাইড গুলির সাধারণ ক্রিয়া এস্থলে উল্লেখ করা গেল। এই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক ব্রোমাইড ব্যবহার করিলে এতদ্দ্বারা অনেকগুলি উৎকট ও সঙ্কটাপন্ন রোগ আরোগ্য হইতে পারে। (১) সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ-মাত্রায় যে কোন প্রকার ব্রোমাইডের মুখ্য ক্রিয়ায় সমুদায় রক্তবহানাড়ী, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-রজ্জুর রক্তবহানাড়ী আকুঞ্চিত হয়। এই মুখ্য ক্রিয়ার প্রভাবে সমস্ত শরীর-যন্ত্র যেন নিদ্রিত হইয়া পড়ে অথবা উহাদের এপ্রকার প্রশান্ততা জন্মে যে তাহাতে রোগীর নিদ্রা উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ ও পেশীর উপদাহ প্রশমিত হইয়া থাকে। (২) দীর্ঘকাল ব্রোমাইড সেবনকালে বা উহার ব্যবহার স্থগিত করার পরে যে মুখ্য ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া দর্শে তাহাকেই ব্রোমাইডের গৌণ ক্রিয়া বলে।

গৌণ-ক্রিয়ায় আকুঞ্চিত ধমনীগুলি প্রসারিত হয়, শৈরিক বা ধামনিক রক্তসঞ্চয় জন্মে, এবং অনিদ্রা, স্নায়বীয় উত্তেজনা, প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত অনুভবশক্তি, ও পেশীর অস্বাভাবিক উপদাহিতা উৎপন্ন হয়। সুস্থকায় মনুষ্য বা পশ্বাদিকে ব্রোমাইড সেবন করাইলেই এইপ্রকার ক্রিয়া দর্শে। ঔষধের গৌণ ও মুখ্য উভয় ক্রিয়ার প্রতিই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সচরাচর ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া উৎপাদনার্থ অধিক মাত্রায়ই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উহাতে অনেক সময় গৌণ লক্ষণও উপস্থিত হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথেরা এরূপ করেন না। ব্রোমাইডের মুখ্য ক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ মস্তিষ্কে বা পৃষ্ঠবংশের রক্ত-স্বল্পতাদিতে হোমিওপ্যাথিক ক্ষুদ্র মাত্রায় ব্রোমাইড ব্যবহৃত হওয়াতে রক্ত-সঞ্চলনের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। রক্তসঞ্চয় ও আক্ষেপাদিতে ব্রোমাইডের গৌণ লক্ষণানুসারেই উহা ব্যবহৃত হয় এবং যথোপযোগী হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োজিত হওয়াতে রোগ বিবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে না।

# ব্রোমাইড অব এমোনিয়া।

এমোনিয়ার জলে ব্রোমিন দ্রবীভূত করিয়া এমোনিয়ম ব্রোমাইডম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার একভাগ নয়ভাগ পরিস্রুতজলে দ্রবীভূত করিয়া মাদারটিঞ্চার প্রস্তুত হয়। তিনদশমিক ক্রম পর্য্যন্ত জলে, অনন্তর এলকোহলে এই ঔষধের ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাঃ কুশিং নিজদেহে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

**ক্রিয়া।**—মস্তিষ্কে, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশীয় অংশে, চক্ষু এবং নাসিকায় প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**মস্তিষ্ক-রোগ।**—মস্তিষ্কের ভূমিদেশে অথবা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় বা উহার আবরণ-ঝিল্লীতে রক্ত-সঞ্চয়ের বিদ্যমানতা সন্দেহ হইলে ব্রোমাইড অব এমোনিয়া সুব্যবস্থেয়। এজন্য মাস্তিষ্কপৃষ্ঠবংশীয় মাত্রিকা-প্রদাহ, মস্তিষ্কের ভূমিদেশীয় মাত্রিকা-প্রদাহ, ও মস্তক-পশ্চাতের কোন কোন প্রকার উৎকট শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশের কোন কোনপ্রকার রক্ত-সঞ্চয়ে একরূপ বিশেষ আক্ষেপিক কাস থাকে। ঈদৃশ কাস লক্ষণাপন্ন রক্ত-সঞ্চয়ে ডাঃ হেল ব্রোমাইড অব এমোনিয়া বিশেষ উপযোগী মনে করেন। ব্রোমাইড অব পোটাসিয়মের ন্যায় অপস্মার রোগে ইহার বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের ভূমিদেশের রক্তসঞ্চয়ই প্রধান লক্ষণ হইলে ইহা পোটাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল রোগে

রোগীর বয়ঃক্রম ও ধাতু-প্রকৃতি অনুসারে ঔষধের মাত্রা নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। ডাঃ হেল বলেন যে রোগীর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর বয়সে এক এক গ্রেণ ইহার বৃহত্তর মাত্রা। যথা, উৎকট রোগে উপকার লক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসরের বালকের পক্ষে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর তিন গ্রেণ; এবং কুড়ি বা ত্রিশ বৎসর বয়স্ক সবল ব্যক্তির পক্ষে তিন বা ছয় ঘণ্টা অন্তর কুড়িগ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনুৎকট রোগে ইহার অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায়ও রোগীর আরোগ্য লাভ হয়। এই ঔষধের মুখ্য লক্ষণানুসারে মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীর আয়তনের হ্রস্বতা বশতঃ মস্তিষ্কের ভূমিদেশের ও পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর উর্দ্ধাংশের রক্ত-স্বল্পতায়ও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, বা রক্তের পরিমাণের অল্পতা বশতঃ মস্তিষ্কের যে রক্ত-স্বল্পতা (এনিমিয়া) উৎপন্ন হয় তাহাতে ব্রোমাইড অব এমোনিয়া ব্যবহৃত হয় না। চায়না, ফিরম, ডিজিটেলিস প্রভৃতি ঔষধ ও রক্ত-কর পথ্য প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ব্রোমাইডের মানসিক লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রক্তবহা নাড়ীর আক্ষেপ জনিত মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতায়ই ইহা ব্যবস্থেয়। কিন্তু ক্ষুদ্রমাত্রায় অর্থাৎ ৩দ ও ৬দ ক্রমে ব্যবহার করা বিধেয়। **চক্ষু-রোগ।**—এই ঔষধের চক্ষু-লক্ষাণানুসারে ইহা গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ, কনীনিকা-প্রদাহ, অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের স্ফীততা প্রভৃতি চক্ষুরোগে অতিশয় উপকারী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। **নাসা-রোগ।**—ডাঃ হেল বলেন যে নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্রের ও গল গহ্বরের প্রতিশ্যায়ে, বিশেষতঃ গাঢ়, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণে এই ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহারে এই রোগ সম্যকরূপে দূরীকৃত হয়। **হুপ-শব্দ-কাস।**—ব্রোমাইড অব এমোনিয়মের পরীক্ষা-লক্ষণে দেখা যায় যে এতদ্দ্বারা হুপশব্দ কাসের ন্যায় আক্ষেপিক কাস জন্মে। অতএব ইহার কাস লক্ষণানুসারে হুপিং কাসে এই ঔষধের ১দ হইতে ৩দ ক্রম ব্যবহারে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়। **জরায়ু-রোগ।**—ডাঃ গ্রিফিথস্ বিবেচনা করেন যে আর্গটের ন্যায় ব্রোমাইড অব এমোনিয়া ও জরায়ুর রক্তবহা নাড়ী আকুঞ্চিত করে এবং জরায়ুর সকল প্রকার রক্তস্রাবেই এই ঔষধে উপকার দর্শে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি কেবল দুর্জ্জেয় ও দুর্দ্দম্য রজ-কৃচ্ছ্র রোগের কয়েকটী রোগিণীর যাতনা এতদ্দ্বারা উপশমিত করিয়াছিলেন। **আক্ষেপ।**—অপস্মার, আক্ষেপ, ও অনিদ্রায় ইহা তত ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু আবশ্যক হইলে রোগের আক্রমণ প্রতিষেধার্থ প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ২০ গ্রেণ মাত্রায়; এবং মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় মাত্রিকা-প্রদাহের পুর্ব্ববর্ত্তী অনিদ্রায় শয়ন সময়ে ২০ গ্রেণ মাত্রায় অন্যান্য ব্রোমাইডের পরিবর্ত্তে ব্রোমাইড অব এমোনিয়ম ব্যবহৃত হইতে পারে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক।**—* মাথার চারিদিকে ফিতা বাঁধা থাকার ন্যায় অনুভব, এবং কানের [illegible] উপরে উহার অতিশয় আধিক্য। * মাথার ডাঁন দিকে, চক্ষুর নিকটে প্রেকবিদ্ধবৎ

বেদনা। ০ মস্তকের বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা। * মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিরঃপীড়া। ০ মস্তিষ্কে তীব্র রক্তসঞ্চয় লক্ষণাপন্ন অপস্মার। ০ মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহের রক্ত-সঞ্চয়ের অবস্থা। **চক্ষু**।—০ দুই চক্ষের চতুর্দ্দিকে, ও মস্তকের অভ্যন্তরে বেদনা। ০ দক্ষিণ চক্ষুতে শুভ্রবর্ণ সূত্রবৎ শ্লেষ্মা। চক্ষুর উপরে উপমাংসাকার ঝিল্লীর উৎপত্তিবৎ দৃশ্য। উভয় চক্ষেরই অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ ও আরক্ততা; প্রাতে অক্ষিপুটের অবরুদ্ধতা। অক্ষিগোলকের অস্বাভাবিক পূর্ণত্ব ও বৃহত্ত্ব। প্রতিদিন সায়াহ্নে অক্ষিপুটের পতন এবং উহা তুলিতে ক্লেশ ও আয়াস। ০ গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ, শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ, কনীনিকার প্রদাহ ও শুক্লবর্ণ অস্বচ্ছন্দতা। **নাসিকা**।—নাসিকা হইতে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। ০ গাঢ়, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাবী নাসিকার প্রতিশ্যায়। **মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য**।—মুখে শাদা, দড়ির ন্যায়, স্বাদশূন্য শ্লেষ্মা। গলার অভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। মুখ-গহ্বর ও জিহ্বার উপরিভাগের দীর্ঘার্দ্ধ ঝলসানবৎ অনুভব। মুখ-গহ্বরে হুল-বেধ, ও কাসিতে প্রবৃত্তি, হাঁচি হইলে উহার শান্তি। জিহ্বার দগ্ধবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, যাতনা ব্যতীত কথা বলিতে বা পড়িতে পারা যায় না। গলার অভ্যন্তর ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লীর আরম্ভের ন্যায় বিন্দু-বেষ্টিত দৃষ্ট হয়। **স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী**।—গলায় শ্লেষ্মা নিঃসরণ বশতঃ কাসের উদ্রেগ। প্রাতে গল-কণ্ডূয়ন ও কাসের প্রবৃত্তি। কাসের প্রবৃত্তিসহ গলার উপদাহ। আকস্মিক, গভীর, আক্ষেপিক কাস, ও তজ্জন্য আমাশয়ে বেদনা। * শ্বাস-যন্ত্রের ও আমাশয়ের উপদাহ, এবং তৎসহকারে হুপ-শব্দ কাসের ন্যায় সুস্পষ্ট হুপ-শব্দ বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাস। ০ হুপ-শব্দ-কাস। * গভীর, আক্ষেপিক, অতিতীব্র, প্রায় অবিরাম, (বিশেষতঃ রাত্রিতে শয়িত অবস্থায়), গল-কণ্ডূয়ন, উত্তাপ ও জ্বালানুভব সংযুক্ত কাস। কষ্টপ্রদ, স্বরভঙ্গসংযুক্ত, শুষ্ক আক্ষেপিক, শ্বাস-কাসের ন্যায় ও অবসাদকর, নিষ্ঠীবনপরিশূন্য কাস। **বক্ষঃস্থল**।—বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলের অনুপস্থে অশিথিলতা, দীর্ঘ ও গভীরনিঃশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি। শীতল কিছু গিলিলে গল-নলীতে ক্লেশানুভব। দক্ষিণ স্কন্ধের শিখর-দেশে গুরুভার সংস্থাপিতবৎ অনুভব। **আমাশয়**।—আমাশয় হইতে কিছু যেন উঠিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিবে বলিয়া অনুভব, এবং তজ্জন্য শ্রান্তিও অস্বচ্ছন্দতা বোধ ও বাতোদ্গারের উৎপত্তি, উদ্গারে শান্তি। আমাশয় শীতল বোধ হইলেও গলার দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া যেন তপ্তবায়ু উদ্গত হইতেছে এপ্রকার অনুভব। **পৃষ্ঠ**।—দক্ষিণ বৃক্কক যেন কোন শক্ত বস্তুদ্বারা চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব; চাপিয়া ধরিলে উহার শান্তি, কিন্তু একপ্রকার আকর্ষণানুভবের অবশেষ। **জরায়ু**।—০ জরায়ুর ক্রিয়া বা বিধানের বিকার, ডিম্বাশয়ের উত্তেজনা; উপদাহ, বা প্রদাহ; অথবা ডিম্বাশয় বা তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য অংশের পীড়া নিবন্ধন জরায়ুর সকলপ্রকার রক্তস্রাব। ০ রজ-শূন্যতা বা রজ-কৃচ্ছ্র। ০ প্রভূত অকাল রজঃ। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—বাম জঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগে সুতীব্র বেদনা সহ, বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানের মধ্য-পথে অতিশয় খঞ্জতা। ০ দক্ষিণ

জঙ্ঘা পরিত্যাগ করিয়া বামজঙ্ঘার ঠিক সেই স্থানে বেদনার উপস্থিতি। জানুর ঊর্দ্ধভাগের বেদনার জানুর নিম্নে, অনন্তর গুল্‌ফে, ও তৎপরে পদে গতি।

সমগুণ।—কালী-ব্রোম, সোডি-ব্রোম, লিথ-ব্রোম; (ড্রুস, স্পঞ্জ, সিকেল, অষ্টি)।

---

## ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর—মনোব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর।

একভাগ ক্যাম্ফর ও একভাগ ব্রোমিন সংযোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। বাতাস লাগিলে ১০০ ডিগ্রী উত্তাপে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্ক-রোগ।—ডাঃ হেল বলেন যে অতিশয় স্নায়বীয় উপদাহিতা সংযুক্ত মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়ে, বিশেষতঃ উগ্র হিষ্টিরিয়ার আকারে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মুখ্যতঃ সমমতানুযায়ী। অতিরিক্ত উত্তেজনার পরবর্ত্তী মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতায় নিদ্রাশূন্যতা, হস্তপদের শীতলতা, রক্তসঞ্চলনের ক্ষীণতা, ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়া লক্ষণে ইহা গৌণতঃ উপযোগী। বালাক্ষেপ।—ডাঃ হামণ্ড ১৫ মাস ও ১৮ মাস বয়স্ক দুইটী বালকের দাঁত উঠিবার সময় আক্ষেপে একঘণ্টা অন্তর একগ্রেণ মাত্রায় একটু গঁদের মণ্ডসহযোগে মাড়িয়া এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। একজনের তিনমাত্রা, অপরের দুইমাত্রা সেবনেই আক্ষেপ স্থগিত হইয়াছিল। হিষ্টিরিয়া।—একজন বিবাহিতা যুবতীর পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন, এবং অপস্মার ও তাণ্ডব রোগের ন্যায় আক্ষেপ বিশিষ্ট উৎকট হিষ্টিরিয়া রোগ ছিল। চারিগ্রেণ মাত্রায় একঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করাতে; দশমাত্রা ঔষধ সেবনের পর তাহার রোগের আবেশ নিবারিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আক্রমণ পাঁচ হইতে এগারদিন থাকিত। ডাঃ মার্সী বলেন যে ডাঃ হেল এই ঔষধের ১দক্রম হিষ্টিরিয়াজনিত শিরঃপীড়া, আক্ষেপ, বমন, ও অনিদ্রায় অতিশয় উপযোগী মনে করেন। নারী-দেহের বেদনার ঝড় এতদ্দ্বারা প্রশান্ত হয়। শিরঃপীড়া।—স্ত্রীলোক ও যুবতী কুমারীদিগের মানসিক উত্তেজনা ও অত্যন্ত অধ্যয়ন জনিত শিরঃপীড়ায় চারিগ্রেণ পরিমাণে একমাত্রা ঔষধ সেবনেই সাধারণতঃ আরোগ্য লাভ হয়। মদাত্যয়।—একজন বৃহৎকায় রক্ত-প্রধানব্যক্তির মদাত্যয় রোগে মস্তিষ্কের অতিশয় রক্তাধিক্য, কম্পন, অতিশয় অঙ্গোৎক্ষেপ, অসম্বদ্ধ মৃদুপ্রলাপ, পূর্ণ ও কোমলনাড়ী, কয়েক রাত্রি অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। ১০০ গ্রেণ ব্রোমাইডঅব সোডিয়ম ব্যবহারেও নিদ্রা জন্মিয়াছিল না। পাঁচগ্রেণ মনোব্রোমাইড ক্যাম্ফর সেবনে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহার বারঘণ্টাব্যাপী নিদ্রা হইয়াছিল; পরে রাত্রিতে পুনরায় পাঁচগ্রেণ পরিমাণে আর একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করাতে সুনিদ্রা জন্মিয়াছিল এবং রোগের অন্যান্য লক্ষণ উপশমিত হইয়াছিল। এই রোগীর প্রথমে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় ছিল। কিন্তু ১০০গ্রেণ ব্রোমাইড অব সোডা সেবনের পর উহার বিদ্যমানতা তত

সম্ভবপর নহে। বাস্তবিক ক্যাম্ফর ব্রোমাইড সেবনের সময় তাহার মস্তিষ্কের এনিমিয়ার লক্ষণ ছিল ; এই অবস্থায় পাঁচগ্রেণ মাত্রায় ঔষধ উপকারী। টাইফয়েড জ্বরের প্রলাপেও মস্তিষ্কের এই প্রকার এনিমিয়া ও উপদাহিতা লক্ষণে ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর উপযোগী হওয়া সম্ভব। **জননেন্দ্রিয়ের রোগ।**—ধ্বজভঙ্গ, নিশ্চেষ্টতা, ও অপ্রবল শুক্রমেহ রোগে এই ঔষধ মুখ্যতঃ সমমতানুযায়ী এবং ৩দ বা ৬দ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারে আরোগ্যকর। গৌণতঃ কামোন্মাদ, লিঙ্গোদ্রেক, এবং স্বপ্নদোষসংযুক্ত প্রবল শুক্রমেহে ইহা উপযোগী। ডাঃ হামিলটন বলেন যে কর্ডি ( প্রমেহের বক্র-লিঙ্গোদ্রেক ) উপসর্গে তিনি এই ঔষধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন। ডাঃ হেল বলেন যে শয়নকালে দুই তিন গ্রেণমাত্রায় এই ঔষধ সেবনে রাত্রিকালীন লিঙ্গোদ্রেক, ও স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়। অণ্ডকোষ ও মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির দুর্দ্দম্য স্নায়ুশূলগ্রস্ত একজন রোগীর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিদ্রা হইত না, এবং মুষ্ক ও প্রষ্টেট-গ্রন্থি কঠিন ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, রাত্রিতে দুইগ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার নিদ্রা হইয়াছিল এবং অন্যান্য লক্ষণ ও অনেকটা উপশমিত হইয়াছিল। **বিসূচিকা।**—কলারা ইনফাণ্টম বা শিশু-বিসূচিকায় আশঙ্কিত বা প্রকৃত আক্ষেপে ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর ফলপ্রদ। মস্তিষ্ক-লক্ষণসহ পতনাবস্থায় ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ এক বা দুইগ্রেণ মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে উপকার দর্শে। আসিয়িক ওলাউঠায়ও ইহা উপযোগী হইতে পারে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—আরক্ত মুখমণ্ডল ও আক্ষেপের আশঙ্কা সহকারে প্রচণ্ড প্রলাপ। ০ নিদ্রাহীনতা অসম্বন্ধ মৃদুপ্রলাপ। ০ পর্য্যায়ক্রমে ক্রন্দন ও হাস্য। **মস্তক।**—* অতিশয় স্নায়বীয় উপদাহিতাসহ মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়। * শীতলতা, দুর্ব্বলতা, ও নিশ্চেষ্টতাসহ মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতা। * মানসিক উত্তেজনা অথবা অতিশয় অধ্যয়ন জনিত মাথাধরা। * অনিদ্রাসহ রক্তস্বল্পতা জনিত মাথাধরা। **জননেন্দ্রিয়।**—জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা শীতলতা; ও শিথিলতা ( পুরুষের )। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সঙ্গম-শক্তির বা প্রবৃত্তির তিরোভাব। * জননেন্দ্রিয়ের উপদাহিতা, আক্ষেপিক উদ্রেক, শুক্রস্রাব ইত্যাদি। * জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ বশতঃ গুল্মবায়ুর ন্যায় অবস্থা, ও উন্মাদ ইত্যাদি। * স্তন-দুগ্ধের বিলোপ। **দেহ।**—* অপস্মার, গুল্মবায়ু, ও তাণ্ডবের ন্যায় আক্ষেপ। * থল্লী ও উৎক্ষেপসহ শরীরের ও হস্তপদের শীতলতা। ( বিড়াল ও শূকরে ) হৃদস্পন্দনের সংখ্যার ন্যূনতা, নিশ্বাসের সংখ্যার ন্যূনতা, শারীরিক উত্তাপের হ্রস্বতা ; শরীরের উত্তাপের বৃদ্ধি ( গৌণলক্ষণ )। ০ এতদ্দ্বারা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের ও রক্তসঞ্চলনের সান্ত্বনা জন্মে। ০ কম্পন, উত্তেজনশীলতা, অনিদ্রা ও দৃষ্টিবিভ্রম। ০ হৃৎপিণ্ডের রোগ সহকারে অনিদ্রা। ( ৩ গ্রেণ )। ০ লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া নামক পক্ষাঘাত রোগে অনিদ্রা ও তৎসহ স্বপ্নে মুখচাপা। ( ১২ গ্রেণ )। ০ তাণ্ডব, বেড়াইতে বা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে অসমর্থতা। ( ১৬

গ্রেণে উপশম)। ০ বেপথু (৪ হইতে ১৫ গ্রেণে উপকার)। ০ বাম বাহুর তাণ্ডব (প্রত্যহ ৯ গ্রেণ মাত্রায়, পাঁচদিনে আরোগ্য)। বমনসহ গুল্মবায়ুজ তাণ্ডব (প্রত্যহ ৯ গ্রেণ মাত্রায় সত্বর আরোগ্য)। ০ হৃদ্‌কপাটের অসম্যকতা। (ডিজিটেলিনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর সেবনে হৃৎস্পন্দনের দ্রুততার হ্রাস হইয়া পনর দিবসে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল)। ০ রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ (৬ গ্রেণে আরোগ্য হইয়াছিল)।

সমগুণ।—এম্বার, কফি, স্কুটে, থিয়া, ভেলের।

# ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়মের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হামণ্ড বলেন যে ইহার ক্রিয়া ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম ও ক্লোরাল হাইড্রেটের ক্রিয়ার অনুরূপ। প্রলাপ ও নিদ্রাহীনতা সংযুক্ত মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয়ে, অথবা অতিশয় স্নায়বীয় উপদাহিতা বিশিষ্ট কেবল অনিদ্রায় ইহা উক্ত ঔষধদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডাঃ হেল বলেন যে বালকদিগের রোগে ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম অন্যান্য ব্রোমাইড অপেক্ষা অধিক উপকারী। ক্যালকেরিয়া ও ক্যালকেরিয়া সংমিশ্রিত ঔষধগুলির বালরোগে বিশেষ ফলবত্তা দৃষ্ট হয়। ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-ফস, ক্যাল্ক-আর্স, ক্যাল্ক-আইওড, ও ক্যাল্ক-ব্রোম, এই পাঁচটী ঔষধে জন্ম হইতে যৌবন পর্য্যন্ত অনেকগুলি বাল-রোগই আরোগ্য করা যাইতে পারে। ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়মের নিম্নক্রমের বিচূর্ণ বা মূল ঔষধ এক হইতে দশগ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বালকদিগের মস্তিষ্কের মুখ্য বা গৌণ রক্তসঞ্চয় ও উপদাহ প্রশমিত করিতে পারা যায়। লসিকা-প্রধান, শিথিল, স্নায়বীয় ও উত্তেজনশীল শিশুদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। যাহাদের শরীর শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় অথচ পেশী সুদৃঢ় হয় না; শীঘ্র দাঁত উঠে না এবং দাঁত উঠিবার সময় আমাশয়, অন্ত্র, ও মস্তিষ্কের উপদাহ জন্মে; যাহারা অনায়াসে হাঁটিতে পারেনা তাহাদের পক্ষেই ইহা অতিশয় উপকারী। সূক্ষ্মকায়, কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু, পিত্ত-প্রধান, স্নায়বীয় শিশুদিগের পক্ষে ব্রোমাইড অব সোডা বা পোটাস্‌ উপযোগী। ডাঃ হেলের অভিজ্ঞতা এই যে তিনি পূর্ব্ববর্ণিত বালকদিগের মাস্তিষ্ক রোগের পূর্ব্বরূপ বা প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস, একোনাইট, ও ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা এই ঔষধের অধিক উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম ওপিয়মের ন্যায় মাদক নহে। ইহার ব্যবহারে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এতদ্দ্বারা কেবল মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীগুলি আকুঞ্চিত হইয়া রক্ত-সঞ্চয় নিবারিত, এবং প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহের আশঙ্কা হ্রাস প্রাপ্ত বা দূরীকৃত হয়। সুতরাং চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে সাহস পূর্ব্বক ইহা একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। ডাঃ হেল মূল, ঔষধ, বালকের বয়সের পরিমাণানুসারে অর্থাৎ এক এক বৎসর বয়ঃক্রমে এক এক গ্রেণ

মাত্রায় যে পর্য্যন্ত না বিপদসূচক লক্ষণ অন্তঃহৃত হয় সে পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। মৃদু রক্তসঞ্চয় বা উপদাহে ১দ হইতে ৩দ ক্রমের বিচূর্ণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিনি দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের সমস্ত দিনের পেয় দুগ্ধে ১—৩ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়াও এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ; তাহাতেও সুন্দর ফল দর্শিয়াছে।

# ব্রোমাইড অব মারকিউরি।

ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়, এবং এতদ্দ্বারা বিবর্দ্ধিত লালাস্রাব,—অতিশয় বিবমিষাজনক আস্বাদ, —বিরক্তিকর ধাতবস্বাদ ; গল-কোষে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, কাসোৎপাদক অবদরণ অনুভব, উদ্গার, বিবমিষা, অত্যন্ত উদর-বেদনা ও যন্ত্রণাজনক চেষ্টা সহকারে বমন, প্রবল বমন-চেষ্টা এবং আঠা আঠা শ্লেষ্মা ও তৎপরে রক্তাক্ত শ্লেষ্মাবমন, গল-কোষে ও আমাশয়ে জ্বালাকর বেদনা, আমাশয়ে প্রচাপন ; উদরের পৃষ্ঠবংশের দিকে আকৃষ্টতা ও অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ, পেট-কামড়ানি, অন্ত্রে অল্প অল্প বেদনা ও প্রচাপন, উদর-বেদনার ন্যায় বেদনা, অতি প্রবল উদর-বেদনা ও যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ ; উদর-বেদনা ও অন্ত্র-কূজন সহকারে বারংবার মলস্রাব, পুনঃ পুনঃ পাতলা জলবৎ মলস্রাব, লেহাকার মল , বিবর্দ্ধিত মূত্রস্রাব ; শ্বাস-কষ্ট, বক্ষঃস্থলে ভার, ক্ষুদ্র ও মন্দ-গতি নাড়ী, অতিশয় দুর্ব্বলতা; শরীরের নানাস্থানে, বিশেষতঃ বাম কক্ষে ও বাম বাহুতে ( যথায় পরীক্ষার্থে ঔষধ মর্দ্দিত হইয়াছিল ) দুরারোগ্য স্ফোটোকোৎপত্তি ; সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম ও প্রবল বেদনার সময় অতিশয় আশঙ্কা-শীলতা ; এই ঔষধের লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি গলাভ্যন্তরের অতিশয় যাতনা, শ্বেতবর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লী, এবং মুখগহ্বর ও তালু মূলের ধূসরাভ লোহিতবর্ণ লক্ষণাপন্ন ডিপথিরিয়া রোগে কয়েকজন রোগীকে ইহার ৩দ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অক্ষি-চিকিৎসক ডাঃ হিলড্রেথ আইরাইটিস রোগেও চক্ষুর বিধানতন্তর তীব্র রক্ত-সঞ্চয়ে এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন।

# ব্রোমাইড অব আয়রণ।

ব্রোমাইড অব আয়রণ একভাগ, চিনি তিনভাগ, পরিস্রুত জল দশভাগ মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধের মাদারটিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত পরিস্রুত জলে, তদূর্দ্ধ ক্রম এলকোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রক্ত-স্বল্পতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, ও চিত্তের অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন শুক্রমেহ ( স্পার্মেটোরিয়া ) রোগে কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন ; ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

## ব্রোমাইড অব নিকেল।

ব্রোমাইড অব নিকেল নক্স, চায়না, ফিরম, ও আর্সেনিকমের শিরঃপীড়া সদৃশ একপ্রকার বিশেষ শিরঃপীড়া জন্মায়। এই শিরঃপীড়ায় মস্তক যেন আঘাতিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে এরূপ ঘৃষ্টবৎ বেদনা, শিরোগৌরব, উত্থানকালে শিরোঘূর্ণন, অধিকন্তু মস্তকে ছেদন, বেধন, রন্ধ্রকরণ, ও মুদ্গারাঘাতবৎ যাতনাদি লক্ষণ থাকে। ঈদৃশ শিরঃপীড়ায় ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় ইহার ২দ বা ৩দ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

---

## ব্রোমাইড অব লিথিয়ম।

এক ড্রামে নয় ড্রাম জল মিশ্রিত করিয়া ইহার জলীয় মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয় এবং পরিস্রুত জল সহকারে তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্রোমাইড অপেক্ষা ব্রোমাইড অব লিথিয়মের ক্রিয়া অধিক সত্বর প্রকাশ পায় এবং ইহার অতিক্রিয়ায় চর্ম্মে উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় না। একজন ভদ্রলোকের সংন্যাস রোগের উপক্রম উপস্থিত হইয়াছিল। একবার আক্রমণ জন্মিয়াই তাহার অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল; এবং অবশতা, শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, ও বাক্যের স্থূলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; ডাঃ মিচেল ৩০ ত্রিশ গ্রেণ পরিমাণ একমাত্রা এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সেই রোগীকে সম্যকরূপে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন। আর একজন রোগীর অপস্মার ( মৃগী ) রোগ ছিল। প্রতি দিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেই তাহার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার এই ঔষধ ব্যবহারে সে আরোগ্য লাভ করে। মিচেল বলেন যে ব্রামাইড অব পোটাসিয়ম দ্বারা অপস্মারে উপকার না দর্শিলেও এতদ্দ্বারা রোগের আক্রমণ নিবারিত হয়। একব্যক্তির দীর্ঘকাল মানসিক পরিশ্রমের পর মুখ-রাগ, অনিদ্রা, ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুতীব্র বেদনা জন্মে। এই ঔষধে সেই সকল লক্ষণের শান্তি লাভ হয়। এতদ্দ্বারা অন্যান্য ব্রোমাইড অপেক্ষা শীঘ্র ও নিশ্চিতরূপে অনিদ্রা দূরীকৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে ব্রোমাইড অব লিথিয়মে লিথিয়া আছে বলিয়া বাত ও গাউট রোগে ব্রোমাইড ব্যবস্থা করিতে হইলে তিনি ইহাই শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

---

## ব্রোমাইড অব জিঙ্ক।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের রোগে জিঙ্কম একটি প্রধান ঔষধ। বার্দ্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের শীর্ণতায়, কোমলতায়, অবসন্নতায়; এবং বালকদিগের মস্তিষ্কের জল সঞ্চয় ও তদনুরূপ অবস্থায় জিঙ্কম অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ হেলের মতে এইসকল রোগে জিঙ্ক অপেক্ষা ব্রোমাইড অব জিঙ্ক সত্বর উপকার করে। দন্তোদ্ভেদকালে অনেক সময় শিশুদিগের

মস্তক ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুর তীব্র বেদনা জন্মে। এই বেদনা বশতঃ শিশু অবসন্ন হইয়া পড়ে, পর্য্যায়ক্রমে সুপ্তি ও অনিদ্রা উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে হাইড্রোসিফেলস রোগের অনুরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এইপ্রকার অবস্থায় ব্রোমাইড অব জিঙ্ক তৃতীয় বা ষষ্ঠ ক্রমে শীঘ্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। কার্য্য-পরতন্ত্র লোকদিগের মস্তিষ্কের অবসন্নতায় ফসফাইট অব জিঙ্কই অধিক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মস্তকে পর্য্যায়শীল প্রবল বেদনা থাকিলে ব্রোমাইড অব জিঙ্কই শ্রেষ্ঠ। মস্তিষ্কের পুরাতন রক্ত-সঞ্চয়ে বুদ্ধি-বৈকল্য বা বিষাদ লক্ষণেও ব্রোমাইড অব জিঙ্ক উপকারী। কোন কোন বিষয়ে ইহা পিক্রিক এসিড বা সিমিসিফুগার সমকক্ষ।

## ব্রোমাইড অব কুইনাইন।

ইংলণ্ডের ডাঃ রিচার্ডসন জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা সলফেট অব কুইনাইন অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এতদ্দ্বারা কুইনাইনের ন্যায় মস্তকে অসুখকর রক্ত-সঞ্চয় জন্মে।

---

## ব্রোমাইড অব সোডিয়ম।

ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম ব্যবহারোপযোগী প্রায় সকল রোগেই এই ঔষধ উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার স্বাদ প্রায় সামান্য লবণের সদৃশ। সুতরাং রোগীর পথ্য ও শিশুর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## ভাইপারা।

ভাইপারা ভাইপার নামক সর্পের বিষ। ডাঃ জোসেট যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে এই ঔষধের প্রশংসা করেন। বিবমিষা, বমন, তৎসহ শিরোঘূর্ণন ও অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, ক্ষয়কর অতিসার, হৃৎকম্প, ; সর্ব্বাঙ্গীন আলস্য ও অবশতা ; গল-মধ্য ও বক্ষঃস্থলের আক্ষেপিক রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বা অকাল-বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য ; এই সকল লক্ষণে আমাশয়ের দুর্ব্বলতায় ভাইপারার ব্যবহার আছে। হৃদ্রোগেও বক্ষঃস্থলে প্রবল-বেদনা, তৎসহ শীত ; শ্বাস-কষ্ট সহ বক্ষঃস্থলের স্ফীততা ; হৃৎপিণ্ডে প্রবল রক্তসঞ্চয় ; পরিহিত বস্ত্র ছিন্নকরণ ও উদরে অত্যন্ত হুঙ্কার অনুভব ; হৃৎপিণ্ডের নিকটে উৎকণ্ঠা, ঊর্দ্ধশাখার অবশতা ও খঞ্জতা ; এইগুলি ভাইপারার লক্ষণ।

ডাঃ হ্যানসেন লেখেন যে ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ও রক্তাক্ত অতিসারের পর বিবর্দ্ধিত যকৃতে অত্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা, তৎসহ পাণ্ডু ও জ্বর ; যকৃৎ হইতে স্কন্ধ ও কুচকীতে বেদনার

সংপ্রসারণ লক্ষণে ভাইপারা ব্যবহারে যকৃৎ স্বাভাবিক আকারে পরিণত ও বেদনা দূরীকৃত হইয়াছিল। শিরা-স্ফীতি ও তরুণ শিরা-প্রদাহেও ভাইপারা উত্তম ঔষধ। শিরার স্ফীততা, প্রান্তভাগে প্রদাহ, স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি, * পীড়াক্রান্ত অঙ্গ নীচে ঝুলাইয়া রাখিলে বিদারণবৎ বেদনা ও অনুভব, মেজের উপর বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে তুলিয়া রাখিলে উপশম ভাইপারার প্রয়োগ-লক্ষণ।

# ভাইবার্ণম ওপিউলস—ক্রাণবেরিট্রী।

ক্যাপ্রিফোলিয়েসী জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে। ইহার মূলের সরস বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ভাইবার্ণম দুইপ্রকার। অন্যপ্রকারকে ভাইবার্ণম প্রুনিফোলিয়ম বলে। সম্ভবতঃ এই দুইপ্রকারের গুণ একরূপ নহে।

ক্রিয়া।—মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ভাইবার্ণমের অত্যন্ত সুস্পষ্ট ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। ইহাতে যে ভেলিরিয়েনিক এসিড আছে তাহারই প্রভাবে ইহার এইপ্রকার ক্রিয়া জন্মে।

রজ-শূলে অর্থাৎ বাধক-বেদনায়, বিশেষতঃ রক্তসঞ্চয় অথবা স্নায়বীয় প্রকৃতির বাধক-বেদনায় (ডিসমিনোরিয়া) এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ঝিল্লী-বিশিষ্ট ও প্রতিরোধকর বাধকেও ভাইবার্ণম অল্পকালস্থায়ী উপশমপ্রদ। ইহার ক্রিয়া প্রায় তিনমাস থাকে, তৎপরে অপর ঔষধের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কোন কোন রোগিণী এই ঔষধেই একেবারে স্থায়ী আরোগ্য প্রাপ্ত হন। লক্ষণগুলি প্রধান লক্ষণে উল্লেখিত হইল। প্রসবান্তিক বেদনায়ও ইহা বিশেষ উপকারী। জরায়ুতে তীব্র খল্লী, ও আবেগ; অথবা পৃষ্ঠ হইতে জরায়ুর চারিদিকে বেদনা, এবং নিম্নোদরে সেই বেদনার অতি সুদারুণ বেদনায় পরিসমাপ্তি;—এই সকল লক্ষণে গর্ভপাত-সম্ভাবনায় ভাইবার্ণম ব্যবহৃত হয়। বেদনাপূর্ণ ঋতুবিশিষ্টাদিগের হিষ্টিরিয়া রোগেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শ্বেতপ্রদর। আক্ষেপিক মূত্র-কৃচ্ছ্র —এই দুই রোগেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ডাঃ হেলের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে জরায়ুর উপদাহ জনিত গুল্মবায়ুর আক্ষেপ; স্নায়ুমণ্ডলের সাধারণ উপদাহ; গর্ভাবস্থায় হস্তপদের খল্লী ও আকুঞ্চন; আক্ষেপান্তে পক্ষাঘাতের অবস্থা; কোষ্ঠবদ্ধ ও অবারিত মূত্র-স্রাব সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য; আক্ষেপবৎ শ্বাস-কষ্ট; অনেকক্ষণ বিচরণের পর পদের খল্লী; গুল্মবায়ুগ্রস্তদিগের আক্ষেপিক মূত্র-কৃচ্ছ্র; আক্ষেপিক রজ-কৃচ্ছ্র; জরায়ুতে খল্লীর ন্যায় তীব্র বেদনা সংযুক্ত আক্ষেপিক ও স্নায়ু-শূল প্রকৃতির রজ-কৃচ্ছ্র;—কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট রজকৃচ্ছ্র; অতিশয় বেদনা-সংযুক্ত, স্বল্প, কিন্তু নিয়মিত ঋতু; জরায়ুর উপদাহের প্রতিক্ষিপ্ততা বশতঃ আমাশয় অন্ত্র, মূত্রাশয়,

বা অন্যান্য যন্ত্রের খল্লীবৎ বেদনা ও আক্ষেপ; এবং রজ-কৃচ্ছ্র সহযোগে ডিম্বাশয়ের উপদাহিতা; ভাইবারনাম সেবনে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ভাইবারনাম প্রুনিফোলিয়ম মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের উপক্ষত; দুরারোগ্য প্রকৃতির ক্ষত; কর্কটীয় ক্ষত; গর্ভাবস্থায় অঙ্গের তীব্র খল্লী; ও গর্ভিণীদিগের হৃৎকম্প আরোগ্য করে। অভ্যস্ত গর্ভস্রাব, যে কোন কারণ জনিত উগ্র বেদনা বিশিষ্ট গর্ভস্রাব; ভাইবারনাম প্রুনিফোলিয়ম সেবনে প্রতিষিদ্ধ হয়। গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে গসিপিয়ম খাইলে এতদ্দ্বারা তাহারও ক্রিয়া সম্যকরূপে বিনষ্ট হয়। এবং প্রসব-বেদনার অধিকতর মৃদুত্ব ও সহনীয়ত্ব জন্মে। ডাঃ হেল আশঙ্কিত অকাল প্রসববেদনায় অথবা গর্ভস্রাবে, রজ-কৃচ্ছ্রে, এবং জরায়ুর নানাপ্রকার আক্ষেপিক বেদনায় ভাইবারনাম প্রুনিফোলিয়মের মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আলাবামার এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ ফেয়ার্স আশঙ্কিত গর্ভস্রাবে ভাইবারনাম প্রুনিফো-লিয়ম বিস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কি অভ্যস্ত, কি আভিঘাতিক, কি ঔষধজনিত, সকল প্রকার গর্ভস্রাব নিবারণেই এই ঔষধ উপকারী। তিনি ইহার অরিষ্ট একড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ভাইবারনাম ওপিউলসই সমধিক ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং এতৎসম্বন্ধেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনায় বেদনা নিম্নোদরের নিম্নভাগে আসিলে ও উরুতে গেলে ভাইবারনাম ওপিউলস ফলপ্রদ। এতদ্দ্বারা একান্ত গর্ভস্রাব নিবারিত না হইলেও বেদনা স্থগিত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে আক্ষেপিক বেদনাবিশিষ্ট গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় অপত্য-পথের ঝিল্লী উপহৃত হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়। নিম্নোদরে ও জঙ্ঘায় খল্লীবিশিষ্ট কৃত্রিম প্রসব-বেদনায়ও ইহার ব্যবহার আছে। আক্ষেপিক রজ-শূলে (ডিসমিনোরিয়া) ডাঃ হেল ভাইবারনাম ওপিউলসের অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি এই রোগে ইহার মূল অরিষ্ট, বা ১দ হইতে ৩দ ক্রম কয়েক বিন্দুমাত্রায় ঋতুর এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে প্রতিদিন তিনবার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; ঋতুকালে বেদনা উপস্থিত হইলে প্রতি ঘণ্টায় ও বেদনায় অতিশয় তীব্রতা থাকিলে পনর মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করেন। এই রূপে তিনি যতগুলি রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়াছেন সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দুরারোগ্য বলিয়া পূর্ব্বে যে সকল রোগিণী পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহারাও এতৎসেবনে রোগ মুক্ত হইয়াছে। কৃত্রিম প্রসববেদনায় ও প্রসবান্তিক বেদনায়ও এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। প্রত্যেকবার বেদনার আবেশের পর এক একবার ঔষধ প্রযুজ্য। ডাঃ রডক বলেন যে তিনি ডিম্বাশয়ের উপদাহে, জরায়ু-গ্রীবার আক্ষেপিক আকুঞ্চনে, এবং যন্ত্রণাপ্রদ ঋতুসম্বন্ধীয় অপর কোন কোন উপদ্রবে এই ঔষধের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডাঃ হ্যানসেন বলেন যে এই ঔষধে আশঙ্কিত গর্ভস্রাবের পূর্ব্ববর্ত্তী রক্তস্রাব প্রতিরুদ্ধ হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—বিষণ্ণতা ; কোপনতা। মানসিক পরিশ্রমে অপারগতা।

**মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন। সম্মুখভাগে, অপ্রখর শিরঃপীড়া ; এবং মানসিক শ্রমে বিবর্দ্ধিত, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশমিত, অক্ষি-গোলক পর্য্যন্ত প্রসারিত ; দপদপ। প্রধানতঃ বিলম্বিত ঋতু প্রকাশিত হইবার সময় ( সিমি ), চক্ষুর উপরে গৌরব সংযুক্ত অতীব্র শিরঃপীড়া, বামদিকে উহার আধিক্য, এবং সময়ে সময়ে মস্তকের শিখর ও পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ; আকস্মিক আঘাতে, অবনত হইলে, পদস্খলনে বা সঞ্চালনে ; ও প্রতিকাসে ; উহার বৃদ্ধি।

**চক্ষু।**—চক্ষু ও চক্ষু-গোলকের উপরে গুরুত্ব ; সময়ে সময়ে দৃষ্ট বস্তুর নিশ্চিত জ্ঞান লাভের নিমিত্ত উহা দুইবার দেখিতে হয়। অক্ষি-গোলকে স্পর্শ-দ্বেষ ( ব্রাই, ফাইসস, স্পিজি )।

**মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত ও উত্তপ্ত।

**মুখমধ্য।**—শুষ্ক, বিস্তৃত, ও শুভ্রজিহ্বা ; কেন্দ্রস্থান কপিশ ; জিহ্বায় দন্তের চিহ্ন পড়ে ( * মার্ক )। মুখের স্বাদ তাম্রবৎ ( তাঁবাটে ) ; অপ্রীতিকর। ওষ্ঠ ও মুখ বিবর শুষ্ক ( * আর্স, ব্রাই, * নক্স-ম, * পল )।

**আমাশয়।**—অবিরত বিবমিষা; তৎসহ শ্রান্তি ; আহারে শান্তি ; তৎপরে বমন ; প্রতি রাত্রিতে নিদারুণ বিবমিষা। আমাশয়ে শ্রান্তি ও ন্যক্কার অনুভব ; তজ্জন্য শয়ন করিয়া থাকার আবশ্যকতা ; ঋতুর পরে, স্রাব বন্ধ হইলে উহার উপস্থিতি। আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব ( সিমি, ইগ্নে, সিপি ) ; ভুক্ত দ্রব্যের গুরুভাবে অবস্থিতি।

**উদর।**—প্লীহা প্রদেশে গভীর-মূল, বাণাঘাতবৎ বেদনা। প্লীহার রক্তবহা নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়া তপ্ত তরলদ্রব্য প্রবাহিত হওয়ার ন্যায় অনুভব। প্লীহা প্রদেশে তীব্র বেদনা, ঘর্ম্ম নিঃসরণে শ্রান্তির উপশম। বাম কৃত্রিম-পর্শুকার নিম্নে তীব্র দপদপকর বেদনা ; শক্ত চাপে ও হাঁটিলে উহার উপশম ; বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারা যায় না। উদরের স্পর্শ-দ্বেষ ও অনুভবাধিক্য, নাভীর নিকটে উহার আধিক্য। নিম্নোদরে অসহ্য-প্রায়, সহসা ভয়ানক উগ্রতা সহকারে উপস্থিত, খালধরার ন্যায়, উদর-বেদনা।

**মল।**—সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা ( * এলম ) ; বৃহৎ, শক্ত, শুষ্ক, গোলার আকৃতি মল, আয়াসে ও বাহ্যিক উপায়ে উহা নিঃসারিত করিতে হয় ; কুন্থন। মলত্যাগান্তে মলিন রক্তপাত। প্রভূত, জলবৎ, শীত সংযুক্ত, অথচ সেই সময় কপাল হইতে বিগলিত শীতল ঘর্ম্ম বিশিষ্ট, অতিসার।

**মূত্র।**—পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার, জলবৎ প্রচুর মূত্রস্রাব।

**স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—ঋতুর পূর্ব্বে জরায়ুতে তীব্র আবেগ, ঊরুর সম্মুখভাগের পেশীতে আকর্ষণ ; ত্রিকদেশে ও মণিপুরের উপর ভারী অবিরাম বেদনা ; ডিম্বাশয়ে কখন কখন

তীক্ষ, সঞ্চরমান বেদনা; বেদনায় রোগিণীর এতই স্নায়বীয়তা জন্মে যে সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; নিম্নোদরে ও জরায়ুর অভ্যন্তর দিয়া দারুণ, খল্লীবৎ, উদর-বেদনা; বেদনার পৃষ্ঠে আরম্ভ ও চারিদিকে গতি, জরায়ুর খল্লীতে পরিসমাপ্তি; সায়াহ্নের প্রথম ভাগে, ও আবদ্ধ গৃহে বেদনার বৃদ্ধি; বিমুক্ত বায়ুতে ও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাস। ঋতুকালে বিবমিষা। থালধরার ন্যায় বেদনা ও অতিশয় স্নায়বীয় অস্থিরতা; বোধ হয় যেন শ্বাস শরীর ছাড়িয়া যাইবে ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রহিত হইবে; বেদনায় যেন পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে; ঋতুর প্রবাহ কতিপয় ঘটিকা স্থগিত থাকে, অনন্তর সংযত রক্ত পতিত হয়। স্বল্প, পাতলা-রঙ্গের ঋতু রক্ত, তৎসহ মস্তকে লঘুত্ব অনুভব; উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে শ্রান্তি। বস্তি-গহ্বরস্থ যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় অনুভব, বোধ হয় যেন রজঃ প্রকাশিত হইবে। পাতলা, পীত-শুভ্র, অথবা বর্ণশূন্য প্রদর, কিন্তু মলত্যাগকালে গাঢ়, শুভ্র, রক্তের রেখাঙ্কিত স্রাব।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা সহকারে গ্রীবার স্তব্ধতা। পৃষ্ঠের পেশীতে শ্রান্তি ও ঘৃষ্টতার ন্যায় বেদনা।

**অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—হস্তদ্বয়ে ভন্‌ভন্‌ শব্দ, বোধ হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইবে। হস্তাঙ্গুলীর স্ফীততা ও অবশতা, শীতল জলে প্রক্ষালনে উহার আধিক্য।

**দেহ।**—রোগাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে অসমর্থতা।

**নিদ্রা।**—অস্থির, অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

**উপচয়।**—সায়াহ্নে ও রাত্রিতে; উষ্ণ গৃহে; ও বাম পার্শ্বে; আধিক্য।

**উপশম।**—অনাবৃত বায়ুতে; নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে; ও চাপ দিলে; উপশম।

**সমগুণ।**—কল, সিমি, জেল, সিকে, সিপি, জ্যাম্বোক।

## ভিনকা মাইনর।

ভিনকা মাইনর বা পেরিউইঙ্কেল একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। সমগ্র সরস বৃক্ষ হইতে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহাতে একপ্রকার তিক্ত ও সংকোচক বীর্য্য আছে। এলোপ্যাথেরা এজন্য ইহাকে বলকর ও রক্তরোধক বলিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক ক্রমেও ইহার পূর্ব্বোক্ত গুণ বিদ্যমান থাকে। **ক্রিয়া।**—স্নায়ুমণ্ডল ও রক্তবহা নাড়ীতে ইহার সাধারণ ক্রিয়া ও ত্বকে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। মস্তকের ত্বকেই ভিনকা মাইনরের সবিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। **অধিকার।**—মস্তক ও মুখমণ্ডলের পামা। ক্রষ্টা ল্যাক্টিয়া। প্লিকা পলোনিকা। নাসিকা, ফুসফুস, অন্ত্র, ও অপত্য-পথ হইতে রক্তস্রাব। নিবৃত্তরজস্কাদিগের ও তন্তুময় অর্ব্বুদ জন্য জরায়ু হইতে রক্ত-স্রাব। ডিপ্থিরিয়া।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ভিনকা মাইনর মস্তকে, মুখমণ্ডলে ও কর্ণের পশ্চাতে একপ্রকার দুর্গন্ধি উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। ঐ সকল উদ্ভেদে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কৃমি জন্মে। পীড়কার উপরে একপ্রকার চিপিটিকার উৎপত্তি হওয়াতে তলের পূয পচিয়া পোকা জন্মিবার বিশেষ সুবিধা হয়। চুল পড়িয়া যায় ও সেইস্থানে শুভ্র চুল উঠে। অতএব এক এক ক্ষুদ্র স্থান হইতে কেশ-পতন, ও তথায় শুভ্র কেশের উৎপত্তি; মস্তকে রসস্রাবী পীড়কা, ও তদ্দ্বারা কেশ একত্র জড়িয়া যাওয়া; এই সকল লক্ষণে মধুচক্রাকার অরুংষিকা ও তজ্জনিত ইন্দ্রলুপ্তে ভিনকা মাইনর ব্যবস্থেয়। অরুংষিকা ( ক্রষ্টা ল্যাক্টিয়া ), ও প্লিকা পলোনিকা রোগে ভাইওলা ট্রিকলার প্রভৃতি ঔষধেরও ব্যবহার আছে। তীব্র গন্ধ মূত্র ভাইওলার, গ্রন্থির স্ফীততা আর্কশিয়ম ল্যাপ্পার; পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারে ষ্টাফিসেগ্রিয়ার; এবং মস্তকের আরক্ততা ও প্রবল কণ্ডূয়ন নক্স জগলান্সের প্রভেদক লক্ষণ। অপ্রতিহত স্রোতের ন্যায় নিপতিত অত্যন্ত অধিক রজঃস্রাব ও তৎসহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা লক্ষণাপন্ন অতিরজোরোগে; এবং তন্তুময় অর্ব্বুদ বশতঃ জরায়ু হইতে অপ্রবল রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ডাঃ হিউজ নিবৃত্তরজস্কা তিনজন রোগিণীর রক্তস্রাবে ভিনকা ব্যবহার করিয়াছিলেন। একজন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। আর একজনের প্রথম সারিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে রোগ প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। অপর রোগিণীর কোন উপকার দর্শিয়াছিল না, তাহার কর্কট ( ক্যানসার ) রোগ ছিল। ডাঃ হিউজ এই ঔষধের প্রথম ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন ও মস্তিষ্কাদি।**—মৃত্যু-ভয়সংযুক্ত বিমর্ষতা; ক্ষণরাগিতা; কলহ-প্রিয়তা। শিরোঘূর্ণন; আবর্ত্তন; চক্ষুর সম্মুখে আলোক-শিখা-দর্শন। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ; রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা; কাম-বিষয়ক স্বপ্ন। **ত্বক্।**—জ্বালা ও কণ্ডূয়ন; অতিশয় অনুভূতি। মস্তক ও নাসিকাদিতে চর্ম্মদলের ( ইম্পিটাইগো ) অনুরূপ আর্দ্র উদ্ভেদ।

**দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; সমস্ত রক্তবহা নাড়ীতে কম্পন অনুভব। বক্ষঃস্থলে বেদনা; গ্রীবার পেশীর স্তব্ধতা। অঙ্গে ছেদনবৎ বেদনা; অঙ্গ-প্রসারণ করিবার প্রবৃত্তি; হস্ত-পদের অঙ্গুলীর সবিশেষ আক্রান্ততা। **মস্তক ও চক্ষু-কর্ণাদি।**—মস্তকের কণ্ডূয়ন; আর্দ্র উদ্ভেদ; উহাতে পোকা। শিরঃপীড়া,—প্রচাপন ছেদনবৎ বেদনা; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও শিখরদেশে বেদনা। চক্ষুর অপরিচ্ছন্নতা; দৃষ্টির আবিলতা; বেদনা। কর্ণে টুন্‌টুন্ ও সন্‌সন্ শব্দ। নাসিকার অগ্রভাগের আরক্ততা; কণ্ডূয়ন; রক্তস্রাব। মুখমণ্ডলের স্ফীততা, বেদনা ও পাণ্ডুরতা। ওষ্ঠের শুষ্কতা ও স্ফীততা। **স্নায়ুমণ্ডল।**—স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; কম্পন। **রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র।**

—সহসা কম্পের আবেশ; পূর্ণ ও দৃঢ় নাড়ী সহকারে উত্তাপ। **শ্বাস-যন্ত্র**।—কণ্ঠনলীতে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা; স্বরভঙ্গ; দ্রুত শ্বাস। গলকণ্ডূয়নকর আক্ষেপিক কাস। শ্বাস-কৃচ্ছ্র সহকারে বুকে বেদনা। **পরিপাক-যন্ত্র**।—মুখ-বিবরে উপক্ষত, লালা; দন্ত-বেদনা; গলায় বেদনা, ক্ষত। অতিশয় ক্ষুধা; ক্ষুধাহীনতা; স্বাদ-শূন্যতা। উদ্গার; বিবমিষা, বমন; ও অন্যান্য আমাশয়িক উপদ্রব। উদরের পূর্ণতা, ও অশিথিলতা, কিন্তু বেদনা-বিহীনতা; অন্ত্র-কূজন; দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; মোচড়ান বেদনা। **মল**।—প্রথমে শক্ত, পরে নরম মল; অধিক, মল-বেগ; মলদ্বারে জ্বালা। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্রের অনল্পতা; পাণ্ডুরতা,—পীতবর্ণ। **জনন-যন্ত্র**।—(স্ত্রী) অতিশয় দুর্ব্বলতাসহ অত্যধিক রক্ত-স্রাব। **উপশম**।—সঞ্চলনে; ও বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। **সমগুণ**—মার্ক, সলফ, হাইড্রা-ক্যান, ভায়োলা-ট্রিক।

# ভিস্কম এল্বম—মিজেলটো।

ভিস্কম একপ্রকার পরগাছা। এই গুল্ম ইউরোপে জন্মে। ওক বৃক্ষে যেগুলি জন্মে তাহাই ঔষধার্থে প্রশস্ত। উগ্র এলকোহল সহযোগে কাঁচা গুল্মের অরিষ্ট; এবং শুষ্ক গুল্মের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

অপস্মার, তাণ্ডব, শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল, বক্ষ-শোথ, হৃদ্রোগ, অতিরজঃ, জরায়ুর আক্ষেপ, গৃধ্রসী, (সায়েটিকা) ও অন্যান্য স্নায়বীয় রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**অপস্মার**।—অবিরত শিরোঘূর্ণন, শয়িত অবস্থায়ও শিরোঘূর্ণন; মস্তকের সমগ্র-খিলান যেন উঠিয়া যাইবে এরূপ অনুভব; ও মুখমণ্ডলের পেশীর নিরন্তর অস্থিরতা লক্ষণে অপস্মার রোগে ভিস্কম ব্যবহৃত হয়। নাইস নগরের ডাঃ প্রুল এই ঔষধ পরীক্ষাকালে অপস্মারের "সরসর" অনুভব করিয়াছিলেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে ইহার বিচূর্ণ কুড়িগ্রেণ মাত্রায় অপস্মারে ব্যবহৃত হইয়াছে। ম্যাটথিওলস উল্লেখ করেন যে ভিস্কমের চূর্ণ পানীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমাগত চল্লিশ দিবস সেবন করিলে নিশ্চিতই মৃগীরোগ আরোগ্য-হয়। কলপেপার লিখিয়াছেন যে একজন যুবতীর অপস্মার রোগ ছিল, তিনি তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। তাহার প্রতিদিন আটদশবার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত। পূর্ণিমার পূর্ব্বে কয়েকদিন কেবল প্রকৃত মিজেলটোর চূর্ণ, একটী সিকিতে যে পরিমাণ ধরে সেই পরিমাণে প্রত্যূষে সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ভিস্কমের উপকার

ভিসাইন দুইগ্রেণ পরিমাণে সেবন করিয়া একটী শশকের অর্দ্ধঘণ্টাস্থায়ী অপস্মারের আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য উদ্ভিদভোজী পশুদিগের অপস্মারে ডাঃ লেভিল এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। ডাঃ ওয়াইল্ড বলেন যে অতি-রজ সংসৃষ্ট অপস্মারে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। **শিরঃপীড়া।**—সমগ্র করোটি যেন উঠিয়া যাইবে এপ্রকার অনুভব; * অবিরত, শয়িত অবস্থায়ও শিরোঘূর্ণন; শঙ্খদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত, ছেদনকর সঞ্চরমান বেদনা; এবং মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা ভিস্কমের প্রয়োগ-লক্ষণ। **গৃধ্রসী (সায়েটিকা)।** - ঘাড় হইতে নিতম্বে ও উরুর বহির্দ্দিকে বেদনার স্থান-বিকল্প; ত্রিকাস্থির বামপার্শ্বে ভয়ঙ্কর ছেদনকর, সঞ্চরমান, দপদপকর বেদনা ও উরু পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; উরুর মাংস যেন উত্তপ্ত সোন্নাদ্বারা ছিন্ন হইতেছে এপ্রকার অনুভব; উরুর অতিশয় স্পর্শাধিক্য, যৎসামান্য স্পর্শে ক্লেশানুভব; ত্রিকাস্থি হইতে বস্তি-গহ্বর পর্য্যন্ত পর্য্যায়শীল বেদনা, শয্যায় শয়িত অবস্থায় উহার আতিশয্য, এবং উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে উভয় উরুতে, অপিচ উর্দ্ধ শাখায় ছেদনকর সঞ্চরমান বেদনা, তৎসহ নিদ্রাহীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা; এই সকল লক্ষণে উৎকট গৃধ্রসী রোগে ভিস্কম ফলপ্রদ। **তাণ্ডব।** —ভয়জনিত তাণ্ডব (কোরিয়া) রোগেও ভিস্কম ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ জ্ঞাপক আক্ষেপ নিদ্রাকালেও বিদ্যমান থাকে। ডাঃ মার্সী উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহার অরিষ্ট পাঁচ বিন্দুমাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করিয়া একজন বালকের কোরিয়া রোগ সত্বর আরোগ্য হইয়াছিল। **বাত।**—ডাঃ মার্সী বলেন যে প্রথম শততমিক শক্তির এই ঔষধ পাঁচবিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার, দশ হইতে কুড়িমাত্রা পর্য্যন্ত সেবনে পুরাতন বাতে উপকার দর্শে। ডাঃ হেল বলেন যে আমবাতিক স্নায়ুশূলে; ও নিম্নাঙ্গের সায়েটিকা সদৃশ প্রবল স্নায়বীয় বেদনায়ই ভিস্কম বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। **জরায়ু-রোগ।**— শঙ্খদ্বয়ে সূচী-বেধবৎ বেদনা, হস্তপদের অবশতা, নিমগ্ন নয়নের চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল সহ জরায়ুর রক্তস্রাব। রক্তের আংশিক উজ্জলতা, আংশিক মলিনতা ও সংযততা। এই ঔষধে জরায়ুর সংকোচন জন্মে সুতরাং অমরারোধে উপকার দর্শে। ডাঃ হানসেন বলেন যে হুপ-শব্দ-কাসেও ভিস্কম ফলপ্রদ। কয়েকবার উক্ত রোগের ব্যাপকতায় তিনি ইহা পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক।**—০ অবিরত শিরোঘূর্ণন, শয্যায় শয়িত অবস্থায়ও শিরোঘূর্ণন। অপস্মার। ০ শঙ্খদ্বয়ে সূচী-বেধ সহকারে অতীব্র শিরঃপীড়া। ০ মূর্দ্ধাদেশে মস্তকের চর্ম্ম অবশবৎ অনুভব। ০ মস্তকে পুনঃ পুনঃ রক্তের প্রধাবন এবং তৎসহকারে মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা। ০ অতিশয় শিরোঘূর্ণন ও সঞ্চরমান শিরঃপীড়া। শঙ্খদ্বয়ে সঞ্চরমান, ছেদনকর, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত বেদনা। ০ মস্তকের বিশৃঙ্খলা, বাম শঙ্খদেশে ছেদনকর, বেদনা, এবং উহার কপাল ও মস্তকের কেশাবৃত স্থল পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ। ০ করোটীর

সমগ্র উপরিভাগ যেন উত্থিত হইবে এরূপ অনুভব। ০ শঙ্খদ্বয়ে সপর্য্যায়ে প্রত্যাবৃত্ত বেদনা, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে উহার আতিশয্য। **চক্ষু।**—চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের আরক্ততা। ০ গভীর-প্রবিষ্ট চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল। ০ যুগল-দৃষ্টি। **কর্ণ।**—০ প্রতিশ্যায় জনিত বধিরতা। ০ বামকর্ণে আকর্ষণ বা ছেদনবৎ অনুভব। ০ কর্ণে উচ্চ গুণ্‌গুণ্ ও অবরুদ্ধবৎ অনুভব। **মুখ-মধ্য।**—মুখের কোণদ্বয়ের ক্ষত। জিহ্বায় অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ, কিন্তু জিহ্বা পরিষ্কৃত; স্বাদ স্বাভাবিক। ০জিহ্বা নিঃসারণে কষ্ট। ০ গলা-বেদনা। **মুখমণ্ডল।**—০ মুখমণ্ডলের পেশীর অবিরত সঞ্চলন। ০ ক্লিষ্ট মুখাকৃতি; জড়প্রায় মুখাকৃতি। ০ বাম নিম্ন হনুতে ও দন্তে ছিন্নবৎ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। ০ নিমগ্ন চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল সহকারে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ। জরায়ুর রক্তস্রাব সহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা। ০ লোহিত ও স্ফীত মুখমণ্ডল। **আমাশয়।**—০ (অমরারোধসহ) কোষ্ঠরোধ। ০ নিম্নোদরে গুরুত্ব, পূর্ণত্ব ও আকুঞ্চক বেদনা। ০ স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা প্লীহার বৃহত্তরত্ব। ০ প্লীহার অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চরমান বেদনা, কখন কখন উহার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারণ। **বক্ষঃস্থল।**—০ বক্ষ-শোথ। ০ বাম দিকের কৃত্রিম পশু কায় সঞ্চরমান বেদনা, ও শুষ্ক-কাস সহ কম্প। ০ হরিতাভ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। ০ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের আধিক্য। ০ কাসিবার সময় শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও বেদনার বৃদ্ধি। ০ বামপার্শ্বে শয়নে শ্বাস-রোধ অনুভব। ০ সমগ্র দক্ষিণ বক্ষ-গহ্বরের অভ্যন্তর দিয়া ভয়ঙ্কর ছুরিকা-ঘাতের ন্যায় অনুভব। **জননেন্দ্রিয়।**—০ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। ০ বেদনা সহকারে রক্তস্রাব, রক্তের খানিকটা উজ্জ্বল লোহিত, খানিকটা মলিন সংযত। ০ প্রসব-বেদনার ন্যায় প্রবল আকুঞ্চক বেদনা সহ রক্তস্রাব। ০ কখনও বা ধারাক্রমে, কখনও বা সংযত আকারে অবিরত কৃষ্ণাভ রক্তস্রাব। ০ ত্রিকাস্থি হইতে বস্তি-গহ্বর পর্য্যন্ত পর্য্যায়শীল বেদনা, শয্যায় শয়িত অবস্থায় উহার আতিশয্য, এবং ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে উভয় উরুতে, অপিচ ঊর্দ্ধ শাখায় ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত সঞ্চরমান বেদনা, তৎসহ নিদ্রাহীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—০ সায়েটিকা (গৃধ্রসী)। ০ ঘাড় হইতে নিতম্বে ও উরুর বহির্দ্দিকে বেদনার স্থান-বিকল্প। ত্রিকাস্থির বামপার্শ্বে ভয়ঙ্কর ছেদনকর, সঞ্চরমান, দপদপকর বেদনা, ও উরু পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ। ০ বামদিকের ত্রিকাস্থি ও অনামাস্থির সংযোগ প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা, অল্পমাত্র উরু নাড়িলে উরুর বাহিরের পার্শ্ব দিয়া প্রায় চারি আঙ্গুল বিস্তৃত রেখাক্রমে সেই বেদনার জানু পর্য্যন্ত প্রসারণ, এবং পূযোৎপত্তি সদৃশ দপদপ। ০ দক্ষিণ উরুতে ছেদনকর জ্বালাকর বেদনা, ও সমগ্র অঙ্গ বাহিয়া গুল্‌ফসন্ধিতে উহার উপস্থিতি। ০ উত্তপ্ত সোন্না দ্বারা যেন উরুর মাংস বারবার ছিঁড়িয়া তোলা হইতেছে এরূপ অনুভব। ০ উরুতে অতিশয় স্পর্শাধিক্য, যৎসামান্য স্পর্শে উহাতে বেদনার উৎপত্তি। ০ জঙ্ঘা-পৃষ্ঠের পেশীতে ও গুল্‌ফে ছেদনকর যাতনা, এবং তথা হইতে উহার জানু-সন্ধি ও ফলকাস্থি পর্য্যন্ত গতি। দক্ষিণ জানু-সন্ধির ফলকাস্থির

চতুর্দ্দিকে স্ফীততা ও কোমলতা, এবং প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ। ০ ফলকাস্থিতে আততি, বোধ হয় যেন উহার চারিদিকের কণ্ডরাগুলি আকুঞ্চিত হইয়াছে। ০ কি বিশ্রাম কালে, কি নড়িলে চড়িলে পর্য্যায়শীল বেদনা। ০ একবার স্কন্ধ ও ও কণুয়ে, একবার জানু ও গুল্‌ফে বেদনা। দক্ষিণ জঙ্ঘার দীর্ঘাস্থির মধ্যভাগে স্বল্প ত্বকাবৃত স্থলে অতিশয় স্ফীততা। ০ জঙ্ঘার দীর্ঘাস্থি ও পদ-পৃষ্ঠের অস্থিতে খনন, ও চর্ব্বণবৎ যাতনাপ্রদ বেদনা, রাত্রিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি। পদ-পৃষ্ঠের অস্থির স্ফীততা। দেহ।—০ ভয়জনিত তাণ্ডব, তিন মিনিট কালও সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকিতে পারা যায় না এবং অপরের সাহায্য ভিন্ন হাঁটিতে পারা যায় না। ০ নিদ্রাবস্থায়ও তাণ্ডব রোগের সঞ্চলনের বিদ্যমানতা। ০ সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও প্রভূত ঘর্ম্ম বশতঃ অশান্তিপূর্ণ নিদ্রা। জরায়ু হইতে রক্তনিঃসরণ বশতঃ অতিশয় দুর্ব্বলতা। ০ মূর্চ্ছাকল্প দুর্ব্বলতা। সাধারণতঃ অন্ত্র ও মূত্র-যন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা।

সমগুণ।—এগেরিকস, সিকিউটা, ষ্ট্রাম, ইনাস্থি ইথুসা।

---

# ভেরিওলাইনঃম।

মনুষ্যের বসন্তের পূয হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে। ডিপথিরিয়ার সহিত এন্টিটক্সিনের যে সম্বন্ধ বসন্তের সহিত ভেরিওলাইনমেরও সেই সম্বন্ধ। সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট ও দূষিত বসন্ত, উপবসন্ত ও জল-বসন্ত, সকল প্রকার বসন্তেই এই ঔষধের আরোগ্যকারিণীশক্তি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠশততম ক্রম হইতে নয়শত ক্রম পর্য্যন্ত সকল ক্রমেই এই ঔষধে উপকার দর্শে। বসন্তের প্রতিষেধক স্বরূপ ভিরিওলাইনম ভ্যাক্সিনেশন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দূষিত বীজের দোষে টীকার পরে যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয় ইহাতে সে সকল পরিণামফল উৎপন্ন হয় না। গরুর বসন্তের বীজ হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে ভ্যাক্সি নিয়ম, এবং অশ্বের বসন্তের বীজ হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে ম্যালেণ্ড্রিণঃম বলে। এতন্মধ্যে ম্যালেণ্ড্রিণঃমই সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মতে বসন্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

# মাইগেল ল্যাসিওডোরা।

মাইগেল কিউবা দ্বীপস্থ একপ্রকার বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মাকড়সা। আমেরিক চিকিৎসক ডাঃ হাউয়ার্ড প্রথম ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই উর্ণনাভের বিচুর্ণ ও অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থকে।

ক্রিয়া।—মাইগেল পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-গুচ্ছের গতি-জননাংশের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করিয়া তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া) ও তাণ্ডবীয় আক্ষেপ জন্মায়।

অধিকার।—তাণ্ডব রোগ ও উপস্থের উচ্ছ্বাসে (কর্ডি) এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কোরিয়া।—উপসর্গশূন্য তাণ্ডব রোগে মাইগেল একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি। রোগিণীর বিষণ্ণতা ও নিরুৎসাহিতা; কপালে মৃদু মৃদু বেদনা; মুখমণ্ডলের পেশীর অবিরত স্পন্দন; একপার্শ্বে, সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তকের উৎক্ষেপণ; একবাহু ও এক জঙ্ঘার, সাধারণতঃ দক্ষিণ বাহু ও জঙ্ঘার পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ; পেশীর অনায়ত্ততা; রোগিণী মস্তকে হাত দিতে চেষ্টা করিলে প্রবলবেগে পশ্চাদ্দিকে হস্তের উৎক্ষেপণ; কথা বলিতে চেষ্টা করিলে শব্দের বিক্ষেপ;—এই সকল লক্ষণে কোরিয়া রোগে মাইগেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে তাঁহার চিকিৎসায় একজন অল্পবয়স্কা বালিকার কোরিয়া রোগের আক্ষেপিক লক্ষণগুলি মাইগেল প্রয়োগে অতি সত্বর দূরীকৃত হইয়াছিল। ডাঃ ব্লেক বলেন যে তাঁহার একজন রোগীর বাম জঙ্ঘা ও মুখমণ্ডলের পেশী প্রভৃতির উৎক্ষেপে এতদ্দারা অবিলম্বে উপকার দর্শিয়াছিল। তিনি আর একজন রোগীকে সিমিসিফুগা দ্বারা চিকিৎসা করাতে অন্যান্য লক্ষণ অন্তরিত হইয়া বামবাহুর স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে। অনন্তর মাইগেল প্রথম ক্রম প্রয়োগে সে সম্যক আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ হাউয়ার্ড বলেন যে মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন, দ্রুতবেগে মুখ ও চক্ষুর একবার উন্মীলন ও একবার নিমীলন, মুখমণ্ডলে হাতদিতে অক্ষমতা, মধ্য-পথে হস্তের গতির অবরোধ ও নিম্নে উৎক্ষেপ; গতির অদৃঢ়তা, উপবিষ্ট অবস্থায় জঙ্ঘার সঞ্চলন, ও হাঁটিতে চেষ্টা করিলে ছেচড়িয়া যাওয়া, সর্ব্বশরীরের অবিরাম সঞ্চলন;—এই গুলি কোরিয়া রোগে মাইগেলের প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে নিদ্রাবস্থায় রোগের বিরাম ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি কোরিয়া রোগের এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। কোরিয়া রোগে এগেরিয়স, সিমিসিফুগা, টারেণ্টুলা, ইগ্নেশিয়া, জিজিয়া ও ষ্ট্রামোনিয়মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অক্ষিপুটে ও শরীরের স্থানে স্থানে কণ্ডুয়ন; অক্ষিপুটের অনিবার সঞ্চলন; এবং পৃষ্ঠবংশের স্পর্শ-দ্বেষ এগেরিয়সের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। প্রধানতঃ বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে এবং পেশিরবেদনা ও আমবাতের সহিত সংসৃষ্ট থাকিলে, অথবা জরায়ুর অবস্থান-বিচ্যুতি বশতঃ রোগ উৎপন্ন হইলে কোরিয়ায় সিমিসিফুগা উপযোগী। দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ জঙ্ঘা কোরিয়া রোগাক্রান্ত হইলে এবং রাত্রিতেও সঞ্চলন বিদ্যমান থাকিলে টারেটুলা ব্যবস্থেয়। চিত্ত-বিকার জনিত কোরিয়ায় ইগ্নেশিয়া ফলপ্রদ; নিদ্রাকালেও কোরিয়াজনিত অঙ্গ-সঞ্চলন বর্ত্তমান থাকিলে জিজিয়া প্রযুজ্য। অবিরত মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন; কখন হাস্য, কখন বা বিস্মিত ভাব, দ্রুতবেগে জিহ্বা বহিষ্করণ, একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে মস্তক নিক্ষেপ; পৃষ্ঠবংশের ও সর্ব্বশরীরের আক্ষেপিক আকুঞ্চন; দেহ-শাখার ও দেহের সমস্ত পেশীর অবিরত সঞ্চলন; গদগদ-ভাষণ এবং মন আক্রান্ত হইলে সহজে ভয়োৎপত্তি; নিদ্রা হইতে ভীতবৎ জাগরণ; করযোড় পূর্ব্বক প্রার্থনার আকৃতি ধারণ; ও বারংবার উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলন ষ্ট্রামোনিয়মের লক্ষণ।

লিঙ্গোদ্রেক।—ডাঃ উইলিয়মসন একজন বালককে কিছুকাল এই ঔষধ সেবন করাইয়া ছিলেন। সেই বালকের আক্ষেপিক লক্ষণ গুলির প্রকাশ সময়ে তাহার উপস্থের প্রবল বক্র উদ্রেক রূপ এক নূতন উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য রোগীর অতিশয় কষ্ট জন্মে। মাইগেল হইতেই এই উপসর্গ উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিয়া তিনি প্রমেহের বক্র লিঙ্গোদ্রেকে এই ঔষধের নিম্নক্রম ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎপরে উচ্চ ক্রমেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিয়াছে।

মন।—সমস্তদিন বিমর্ষতা অনুভব। অতিশয় উৎকণ্ঠা ও মৃত্যু-ভয়। নিরাশিতা ও মৃত্যু-ভয়। সারারাত্রি প্রলাপ ও অস্থিরতা, স্বীয় কার্য্য সম্বন্ধীয় কথা। হাস্যজনক স্বপ্ন-সহ সমস্তরাত্রি অস্থিরতা। মস্তক।—কোরিয়া রোগে সম্মুখকপালে শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন। মস্তকের একপার্শ্বে বিক্ষেপ। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের আরক্তরাগ ও উত্তপ্ততা। * মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বার পরিশুষ্কতা ও খরতা অথবা পরিশুষ্কতা ও কপিশতা। রাত্রিতে দাঁত কড়মড়। আমাশয়।—হৃৎকম্প সহকারে * বিবমিষা। জ্বর সহকারে অতিরিক্ত পিপাসা। মূত্র-যন্ত্র।—প্রাতে মূত্র-মার্গে হুল-বেধবৎ যাতনা সহ অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ। দিবাভাগে জ্বালাকর উত্তপ্ত মূত্র, ত্যাগকালে বোধ হয় যেন মূত্রমার্গ দগ্ধ হইল। জনন-যন্ত্র।—উপস্থের প্রবল উদ্গম ও বক্রতা, তজ্জন্য যাতনা। বক্ষঃস্থল।—উৎকণ্ঠা সংযুক্ত আয়াসিত শ্বাস। হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের সবল স্পন্দন, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বিবমিষা, ও সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে বেদনা, ও সম্মুখভাগে সেই বেদনার সংপ্রসারণ। পৃষ্ঠের পেশীর স্পন্দন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—( দংশন জনিত ) স্থানিক প্রদাহের অতিশয় প্রসারণ। পা হইতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃতি; এবং বৃহৎ, বার্ত্তাকুবর্ণ চিহ্নাবশেষ ও পরিশেষে সেই চিহ্নের হরিদ্বর্ণ ধারণ। লসিকাবাহী নাড়ীর গতির অনুক্রমে জঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগ হইতে উর্দ্ধাংশে শরীরে রেখায় রেখায় * প্রগাঢ় আরক্ততা এবং তৎসহকারে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও অঙ্গস্পন্দ। * বাহু ও জঙ্ঘার অদম্য আক্ষেপিক সঙ্কলন। পদে দপদপকর, হুল-বেধবৎ বেদনা। জ্বর।—তীব্র শীত, তৎপরে উত্তাপ, সর্ব্বশরীরে কম্প, অতিশয় পিপাসা, মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ, নাড়ীর ১৩০ বার স্পন্দন, জিহ্বার পরিশুষ্কতা ও কপিশবর্ণ, শ্বাস-কষ্ট, নিরাশিতা, মৃত্যু-ভয়, প্রলাপ। দেহ।—* পৃষ্ঠ, বাহু ও জঙ্ঘার অদম্য আক্ষেপিক সঙ্কলন। অবিরত বাহু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কলন, মুখমণ্ডলের পেশীর বিকৃতি, মুখে হাত তুলিতে অশক্তি; শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, রাত্রিতে দন্ত কড়মড়; নিদ্রাকালে সুস্থিরতা; ও প্রাতে আতিশয্য লক্ষণাপন্ন তাণ্ডব ( কোরিয়া )। সমগুণ।—এপিস, এগেরিয়স, বেলেডোনা, সিমিসিফুগা, ডোরিফোরা, হাইওসায়েমাস, টারাণ্টিউলা, ইত্যাদি।

# মার্টস কমিউনিস।

মার্টেল বা বিলাতি মেদি একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। প্রায়ই সাহেবদিগের বাগানের বেড়ায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মেদির পত্রের ও ফলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহা ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। না হউক, তথাপি কোন কোন রোগে এই ঔষধ প্রায় অমোঘ। বাম বক্ষে সূচী-বেধবৎ বেদনা ও স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সেই বেদনার প্রধাবন ইহার বিশেষ লক্ষণ। এই বিশেষ লক্ষণানুসারে উপেক্ষিত ফুসফুস-প্রদাহ, ও যক্ষ্মাদি রোগে মার্টস ব্যবহৃত হইলে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। রোগ দুরারোগ্য হইলেও এই ঔষধে উপশমিত হয়। রোমনগরের ডাঃ ওয়াল বলেন যে বাম ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশে বেদনা, ও বক্ষ-কণ্ডূয়ন লক্ষণাপন্ন সন্দেহসূচক কাস রোগের কয়েকজন রোগী এই ঔষধ ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ডাঃ পেইন যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ অবস্থায় মার্টাস প্রয়োগের পরামর্শ দেন। বাম কণ্ঠাস্থির নিম্নদেশে সূচী-বেধবৎ ও দপদপকর বেদনা, তথা হইতে বামস্কন্ধের ত্রিকোণাস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, গভীরনিঃশ্বাস গ্রহণে বেদনার আধিক্য; বামকক্ষে জ্বালা অনুভব, ও সময়ে সময়ে সর্ব্বশরীরে উত্তাপাবেশ, কিন্তু বদন ও মস্তকে উহার তীব্রতা এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে * বাম বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সূচী-বেধনবৎ বেদনার সম্প্রসারণ লক্ষণ অনেক সময়ই যক্ষ্মারোগেও মার্টস কমিউনিস সেবনে প্রশমিত হয়। নিউমোনিয়া রোগে বাম ফুসফুসের হিপাটিজেশন; বাম বক্ষে সূচী-বেধবৎ বেদনা ও উহার ঊর্দ্ধভাগ হইতে অভ্যন্তর দিয়া সোজাসোজি বাম স্কন্ধের ত্রিকোণাস্থি পর্য্যন্ত সেই বেদনার প্রসারণ, এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ বা কাসিবার সময় বেদনার আধিক্য লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ। এই সকল রোগে সাধারণতঃ ইহার তৃতীয় ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ০ বক্ষঃস্থলে বেদনা; বক্ষঃস্থলে অশিথিলতা সহ কাস। ০ গলাভ্যন্তরের পরিশুষ্কতা; রক্ত-নিষ্ঠীবন সহ গলায় ও বুকে বেদনা। ০ বক্ষঃস্থলে তরুণ বেদনা; বক্ষঃস্থলে প্রচাপনী বেদনা। * বাম বক্ষে সূচী-বেধ ও উহার স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত প্রধাবন; (যক্ষ্মারোগে এই লক্ষণটী অনেক সময়ই প্রকাশিত হয়, এবং অন্য কোন ঔষধে প্রশমিত না হইলেও এই ঔষধে উপশমিত হইয়া থাকে) ০ ফুসফুসের বামভাগের হিপাটিজেশন। * কুণপ ও জানুসন্ধিতে বেদনাসংযুক্ত শর্দ্দি জ্বর। ০ শুষ্ক, ফাঁপা কাস, বামফুসফুসের সম্মুখভাগের ঊর্দ্ধাংশ কণ্ডূয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক; প্রাতে উপচয়; সায়াহ্নে অল্প কণ্ডূয়ন; অপরাহ্নে অতিশয় অবসাদ। ০ বক্ষ-কণ্ডূয়ন সংযুক্ত কাস। ০ বাম কণ্ঠাস্থির নিম্নপ্রদেশে দপদপকর বেদনা, ও সূচী-বেধবৎ যাতনা, তথা হইতে বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, গভীর নিঃশ্বাসগ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি, বাম চক্ষে জ্বালা অনুভব। বামচক্ষে সূচীবেধবৎ যাতনা, ঊর্দ্ধভাগ হইতে সোজাসোজি অভ্যন্তর দিয়া বামস্কন্ধের ত্রিকোণাস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে, জৃম্ভণে, ও কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি। এইগুলি মার্টস কমিউনিসের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

# মিচেলা রিপেন্স।

মিচেলা একপ্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাকে সামান্যতঃ চেকার-বেরি বলে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের অরণ্যে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহার পত্র হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট এবং স্ফুটিত জল সহকারে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—জরায়ুতে এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

রক্তস্রাব।—জরায়ু হইতে সমুজ্জ্বল বর্ণের রক্তস্রাবে জরায়ুতে রক্ত সঞ্চিত ও মূত্র-কৃচ্ছ্র লক্ষণে মিচেলা ব্যবস্থেয়। মূত্রাশয়ের উপদাহ।—মিচেলার ক্রিয়ায় জরায়ুর গ্রীবা শোণিত সঞ্চিত, মলিন আরক্ত, ও স্ফীত হয়; এবং তৎসহকারে মূত্রাশয়-গ্রীবার উপদাহ ও মূত্র বেগ লক্ষণ থাকে। সুতরাং এই প্রকার অবস্থায় মিচেলা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। মূত্র-কৃচ্ছ্র সংযুক্ত উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাবী রজ-কৃচ্ছ্রে ও ইহার ব্যবহার হয়। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাশয়ের উপদাহ লক্ষণে ডাঃ হিউজ ইহাকে ইউপেটোরিয়ম পার্প্যুরিয়মের সমশ্রেণীস্থ মনে করেন। অন্যান্য রোগ।—ডাঃ হেল কৃত্রিম প্রসব-বেদনা; জরায়ুর উপদাহ; স্বল্প ও বিলম্বিত ঋতু; মূত্র-কৃচ্ছ্র; প্রভৃত অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট স্বল্পমূত্র প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধিদেন। আদিম আমেরিকেরা সুপ্রসবার্থে প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে গর্ভিণীকে মিচেলার ক্কাথ সেবন করান। ডাঃ হেল এই উদ্দেশ্যে প্রসবের পনর দিবস পূর্ব্বে ইহার অরিষ্ট দশফোটা মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করাইতে বলেন। মিচেলার ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সম পরিমাণ দুধের সর সংযোগ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে জ্বালদিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া সন্তান যখন স্তন পান করে না তখন স্তন-বৃন্তে লাগাইলে স্তন-বৃন্তের ক্ষত আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। জঙ্ঘার পৌর ব্যথিততায় সঞ্চালনে লাঘব লক্ষণে মিচেলা উপযোগী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মানসিক অবসাদ। অতিশয় বিস্মৃতি। মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া ভয়। প্রতিবোধ (পারসেপশন) সাধিনী প্রবৃত্তি গুলির অপ্রখরতা। মস্তক ও চক্ষু।—মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে দপদপকর বেদনা। ভ্রূর উপরস্থ উন্নতস্থানের ঠিক পশ্চাতে সম্মুখ কপালে তীব্র শিরোবেদনা। চক্ষুর অপ্রখরতা ও গুরুতা। চক্ষু দুর্ব্বল ও সজল অনুভব। কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে মৃদুমৃদু অবিরাম বেদনা; বাম কর্ণে জ্বালা। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বায় কণ্টকবেধ ও জ্বালা অনুভব।

গল-গহ্বর শুষ্ক ও উপদাহিত অনুভূত হয়। নিগীরণের প্রতিবন্ধকতাজনক আকুঞ্চন। **আমাশয়**।—আমাশয় ও গলনলীতে জ্বালা সহ উদ্গার। উদরোর্দ্ধে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা। **উদর**।—বাত নিঃসরণ সহ অন্ত্রের স্ফীততা। স্থূলান্ত্রে শূলবেদনা ও প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ। **মল**।—কোষ্ঠ-কাঠিন্য। মল-বেগ; আতিসারিক মল। আয়াসে নিঃসারিত, কুন্থনসংযুক্ত স্বল্প মল। **মূত্র**।—* মূত্র-বেগ; মূত্রের লোহিত বর্ণ; শ্বেত বর্ণ অধঃক্ষেপ, * বৃক্কক প্রদেশের উপর অপ্রখর অবিরাম বেদনা। * মূত্রমার্গ ও মূত্রাশয়-গ্রীবার স্ফীত ও উপদাহিত অবস্থা। * মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের। * জরায়ু-রোগের আনুষঙ্গিক মূত্র-কৃচ্ছ্র। মূত্রাশয়ের গ্রীবায় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। মূত্র নিঃস্রবের আধিক্য। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—জরায়ু-গ্রীবার রক্তাধিক্য, মলিন বর্ণ, আরক্ততা ও স্ফীততা। বিলম্বিত রজঃ। জরায়ুর পেশী-প্রাচীরের শক্তিশূন্যতা বশতঃ জরায়ুতে রক্তাধিক্য। স্বল্পরজঃ, রজ-কৃচ্ছ্র, অতিরজঃ। গর্ভের শেষভাগে কৃত্রিম প্রসব-বেদনা। ক্ষীণ, ধীর, ও অকর্ম্মণ্য প্রসব-বেদনা। দ্রুত শ্বাস; বায়ু-নলীতে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ শুষ্ক, থকথক কাস। **বক্ষঃস্থল**।—হৃদ্‌প্রদেশের উপর (পেশীতে) জ্বালাকর বেদনা। হৃৎপিণ্ডের মন্দ ও বিষম স্পন্দন, তৎপরে দ্রুত স্পন্দন। দ্রুত শ্বাস, শুষ্ক থকথক কাস, বায়ুনলীতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়। **পৃষ্ঠ**।—পৃষ্ঠে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব। স্কন্ধদ্বয়ের পেশীতে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ। বৃক্কক-প্রদেশে বেদনা। কটিদেশে মুহুমুহু অবিরাম বেদনা। কটিতে জ্বালা। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—নিম্নাঙ্গে অতিশয় বেদনা। জানুসন্ধিতে অতিশয় বেদনা, এবং নড়িলে চড়িলে উহার উপশম। পেশীতে স্পর্শ-দ্বেষ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত পেশীর অল্প অল্প জ্বালা ও স্পর্শ-দ্বেষ।

**সমগুণ**।—এসক্লিপিয়াস, কলোফাইলম, সিমিসিফুগা, চিমাফিলা, ইউপেটোরিয়ম-পার্পুরিয়ম, হেলোনিয়াস, পলসেটিলা, সিনিসিও, ইউভা-আর্সাই।

# মিনিএন্থিস—বঃক বীন।

জেন্সিয়ানেসী জাতীয় এই ওষধি এসিয়া, ইউরোপ, ও উত্তর আমেরিকায় জন্মে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মিনিএন্থিসের ক্রিয়া দর্শিয়া কিয়ৎ পরিমাণে উপদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক ও দর্শন-স্নায়ুতেও ইহার মুখ্য ক্রিয়া জন্মিয়া শিরঃপীড়া ও দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা উদ্ভূত হয়। গ্রন্থির স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া বশতঃ কোন কোন প্রকার জ্বর ও কম্পজ্বরের অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাঃ টেষ্ট বলেন যে ড্রোসিরার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ড্রোসিরার ক্রিয়া মিনিএন্থিস অপেক্ষা তীব্রতর। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে যে সকল রোগে মিনিএন্থিস ব্যবস্থেয় হয় প্রায় সে সমস্ত রোগই

ড্রোসিরা ব্যবহারে উহা অপেক্ষা উত্তমরূপে আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু টেষ্টের এই উক্তি সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয় না।

আময়িক অধিকার।—কোন কোন প্রকার শীত-প্রধান কম্প-জ্বরে হানিম্যান মিনিএন্থিস ব্যবহারের বিধি দেন। প্রতিশ্যায়জনিত পীড়া। দৃষ্টিহীনতা। নিম্নোক্ত লক্ষণ সংযুক্ত স্নায়বীয় শিরোবেদনা। সায়েটিকা। এই সকল রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

সবিরাম জ্বর।—ডাঃ ডনহাম বলেন যে অনিয়মিত সবিরাম জ্বরে প্রধানতঃ শীতাবস্থার প্রাবল্য থাকিলে এবং শীত অসম্যকরূপে প্রকাশিত হইলে অর্থাৎ হস্ত বা হস্তাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে অথবা পদাঙ্গুলীতে ও পদে শীত জন্মিলে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগ তুষারবৎ শীতল হইলে, অথবা কেবল উদরে শীত ও কম্প জন্মিলে মিনিয়াস্থিস ব্যবস্থা করা যায়। ডাঃ ডাউগ্লাস বলেন যে সবিরাম জ্বরে, উদরে শীত, ছয়ঘণ্টা শীতের অবস্থিতি, অনন্তর একপ্রকার অতৃপ্তিকর উত্তাপের উপস্থিতি, পর্য্যায়ক্রমে বা বিমিশ্রিত ভাবে শীতোত্তাপ, তৎসহ পদদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়ের শীতলতা এবং নাড়ীর ধীরতা, এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। ত্র্যাহিক জ্বরে জানুর নিম্ন হইতে জঙ্ঘার শীতলতা, এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে নাসাগ্র, কর্ণ-প্রান্ত, ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগের শীতলতা; জানুপর্য্যন্ত পদের শীতলতা; হস্ত-পদের তুষার সদৃশ শীতলতা ও শরীরের অন্যান্য স্থানের উষ্ণতা লক্ষণাপন্ন সবিরাম জ্বরে ল্যাকেসিসও ব্যবস্থেয় হইতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিসের লক্ষণে গাত্রের নীলবর্ণ ও অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং তজ্জন্য নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা থাকে; মিনিয়াস্থিসে থাকে না। শিরঃপীড়া।—ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে * মস্তক-শিখরে প্রচাপন, * হাত দিয়া শক্ত চাপদিলে উহার লাঘব (ভিরে); প্রতিপদ-বিক্ষেপে যেন মস্তকের উপর * কোন গুরুভার চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব (ক্যাক্ট, গ্নন ল্যাক), উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধি (ক্যাল্ক); সচরাচর শিরোবেদনার সহিত হাত-পায়ের বরফবৎ শীতলতা (ক্যাল্ক, সিপি)।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলা ও গুরুত্ব। * উপর হইতে নীচের দিকে মস্তকে চাপ, হাতদিয়া দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলে উহার উপশম; সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে প্রত্যেক সিঁড়িতে যেন মস্তিষ্কে কোন গুরু বস্তুর চাপ পড়ে এরূপ বোধ হয়। প্রধানতঃ কপালে প্রচাপনবৎ শিরঃপীড়া। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে, শঙ্খদেশের নিকটে সূচী-বেধবৎ ছেদনকর বেদনা। মস্তিষ্কের বাম পার্শ্বে সূচী-বেধ, উহার মস্তক-শিখরের অভিমুখে সম্প্রসারণ। চক্ষু।—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; চক্ষুর সম্মুখে কুজ্ঝটিকা। দীপ্তি-শিখার কম্পন দর্শন (এগে,

সাইক্লে, * মার্ক, ফস, * সল )। **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের পেশীর, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের পেশীর ( * বেল ), দৃশ্যমান, কিন্তু বেদনাশূন্য স্পন্দন ( এগে, ইগ্নে, নক্স ); বিশ্রামকালে উহার বৃদ্ধি। **আমাশয়**।—আমাশয়ে চাপপ্রাপ্তির পরে অতিশয় বিবমিষা সহকারে, গলনলী পর্য্যন্ত প্রসারিত আমাশয়ে শীতলতা অনুভব। শূন্যোদ্গার। **উদর**।—ভুক্ত দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিপূরিতবৎ, উদরের পূর্ণত্ব ও প্রসারণ, তৎসহ ক্ষুধার অনল্পতা, আবদ্ধ আধ্মানের ন্যায় অনুভব, এবং বার বার বায়ু নিঃসারণের বিফল চেষ্টা ( * কার্ব্বো, * সিঙ্ক, * লাই ); তাম্রকূটের ধূমপানে সেই পূর্ণত্বের অধিক বৃদ্ধি ( ইগ্নে )। **মল**।—কোষ্ঠবদ্ধ। **মূত্র-যন্ত্র**।—অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ সহ পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ। **শ্বাস-যন্ত্র**।—স্বরভঙ্গ; শ্বাসকষ্ট। বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বের উপর চাপ, তৎসহ তীব্র সূচীবেধবৎ যাতনা, নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার অতিশয় বৃদ্ধি। **পৃষ্ঠ**।—বাম স্কন্ধাস্থিতে রন্ধ্র করণের ন্যায়, অতীব্র বেদনা, মেরুদণ্ডের অনুপ্রস্থে উহার প্রসারণ। দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে যন্ত্রণাপ্রদ ছেদনবৎ বেদনা, নিম্নদিকে উহার প্রসারণ, বিশেষতঃ গভীর শ্বাস-ক্রিয়ায়। কটি ও ত্রিকদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।—দক্ষিণ প্রগণ্ডে পেশীর স্পন্দন। বাম প্রকোষ্ঠের পেশীতে খল্লীর ন্যায় বেদনা, প্রায় পক্ষাঘাতের ন্যায় করতলে উহার প্রসারণ। দক্ষিণ জঙ্ঘার পেশীতে খল্লীবৎ বেদনা, পক্ষাঘাতের ন্যায় নিম্ন হইতে উপরের দিকে উহার প্রসারণ। সমস্ত অঙ্গেই খল্লীবৎ বেদনা। **নিদ্রা**।—সুস্পষ্ট বিস্মৃত স্বপ্ন। **জ্বর**।—শীতানুভব, বিশেষতঃ হাতের আঙ্গুলে। পদদ্বয় জানু পর্য্যন্ত শীতল জলে থাকার ন্যায় শীতল। * হস্ত পদের তুষারবৎ শীতলতা ( ট্যাবে ); কিন্তু অবশিষ্ট শরীরের উষ্ণতা। জৃম্ভণ সহকারে শরীরের ঊর্দ্ধভাগের কম্পন।

**সমগুণ**।—আরেনিয়া, ক্যাক্টস, ড্রোসিরা, ন্যাট-মিউ।

# মিফাইটিস—স্কংঙ্ক

মিফাইটিস মার্জ্জার জাতীয় একপ্রকার বন্য পশু। ইহার মলদ্বারের নিকটস্থ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস এলকোহলে দ্রবীভূত করিয়া ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুতে, বিশেষতঃ ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুতে, ও শ্বাস-যন্ত্রের আক্ষিপ্ত অবস্থায় ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এজন্য শ্বাস-কাস ও হুপশব্দ-কাসে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

**অধিকার**।—নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান লক্ষণানুসারে শ্বাস-কাস, হুপশব্দ-কাস, ও মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূলে মিফাইটিস ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**স্নায়বীয় রোগ**।—স্নায়ুমণ্ডলে মিফাইটিসের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। অবসন্ন অবস্থায় নিম্নক্রমে ইহা সেবন করিলে স্নায়ুমণ্ডলের বল জন্মিয়া অবসন্নতা প্রশমিত হয়।* ফ্লোরিক এসিডের ন্যায় নিম্নক্রমে মিফাইটিস সেবনেও অল্প নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয়। জঙ্ঘা যেন বোধ শূন্য হইয়া পড়িবে উহার এপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা মিফাইটিস প্রয়োগে উপশমিত হয়। **হুপশব্দ-কাস**।—মিফাইটিস সুস্পষ্ট স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ ও পরিষ্কার 'হুপ' শব্দ বিশিষ্ট একপ্রকার কাস জন্মায়। এজন্য হুপ-শব্দ কাসে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে প্রতিশ্যায়ের লক্ষণের স্বল্পতা, ও আক্ষেপিক 'হুপ' শব্দের স্পষ্টতা থাকিলেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। রাত্রিতে ও শয়নান্তে কাসের বৃদ্ধি ; একপ্রকার শ্বাসরোধ অনুভব, ও প্রশ্বাস ত্যাগে অসামর্থ্য ; ভুক্তদ্রব্য বমন, কখন কখন আহারের অনেকক্ষণ পরে উহার আধিক্য,—এইগুলি হুপশব্দ কাসে মিফাইটিসের লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহার কালে দেখিতে পাইয়াছেন যে এতদ্দ্বারা রোগের ভোগকাল বস্তুতঃ যখন হ্রাস পড়িতে থাকে তখন দৃষ্টতঃ রোগীর অবস্থা মন্দ দেখায়। হুপশব্দ-কাসে মিফাইটিসের সহিত কোরেলিয়ম রুব্রমের তুলনা হয়। কাসের আবেশের পূর্ব্বে শ্বাসরোধ অনুভব, ও তৎপরে অতিশয় অবসন্নতা ; হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনঃ পুনঃ 'কুকু' শব্দে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও বদনের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ ; কোরেলিয়মের লক্ষণ। **শ্বাস**।—সুরাপায়ীদিগের শ্বাস-রোগেও মিফাইটিস ব্যবহারের বিধি আছে। ক্ষয়ীদিগের শ্বাসেও ( য়্যাজমা ) ড্রসিরা বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মিফাইটিস রোগীকে অত্যন্ত শীত-সহিষ্ণু করে। শীত ঋতুতেও তাহার অল্প শীত অনুভূত হয়। তুষারসদৃশ শীতলজলে গাত্র প্রক্ষালনে তাহার সুখানুভব জন্মে। **বিসর্প**।—কণ্ডূয়ন, উত্তাপ, আরক্ততা, ও ফোস্কা ; এবং কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসরণ লক্ষণে কর্ণের বিসর্পে ডাঃ লিলিয়েন্থাল মিফাইটিস ব্যবহারের বিধি দেন। **শিরোঘূর্ণন**।—নিম্নোক্ত শিরোলক্ষণে শিরোঘূর্ণনেও ইহার ব্যবহার আছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**চক্ষু**।—চক্ষে যেন সূচীবিদ্ধ হইতেছে এরূপ যাতনা। চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে বেদনা। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের আরক্ততা ও উহার কৈশিক নাড়ীতে রক্ত-সঞ্চয়। অক্ষর ঝাপসা দেখায়, প্রভেদ করিতে পারা যায়না, একটার গায় অপরটা লাগিয়া যায় ; নিকট-দৃষ্টি। **মুখ-মধ্য**।—দন্তের মূলে আকস্মিক উৎক্ষেপ। **আমাশয়**।—প্রাতে ক্ষুধাহীনতা। আমাশয়ে শূন্যতা, এবং মাথা যেন প্রসারিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব সহকারে বিবমিষা। আমাশয়ে চাপ, ও পেট-বেদনা। **মল**।—বিরল, কিন্তু পাতলা মল। **শ্বাস-যন্ত্র**।—পান করিবার সময় পেয় দ্রব্যের স্বরযন্ত্রে প্রবেশ। গন্ধকের বাষ্প আঘ্রাণ জনিত শ্বাস-কাসের

স্থায় শ্বাস-কাস ; ০ মন্তপায়ীদিগের শ্বাস-কাস ; নিদ্রাকালে শ্বাস-কাস। নিঃশ্বাস-ক্রিয়া আয়াস-সাধ্য ; প্রশ্বাস-ক্রিয়া প্রায় অসাধ্য ; অথবা কুক্কুর-রববৎ। পানান্তে, ও কথা বলার বা উচ্চস্বরে পড়ার পরে কাস, আক্ষেপিক, ফাঁপা বা গভীর, এবং অবদরণ, স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া বেদনা সংযুক্ত কাস, তৎসহকারে নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শ্বাস-রোধ অনুভব; প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারা যায় না ; আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া পড়ে ; রাত্রিতে ও শয়নান্তে কাস বৃদ্ধি পায় ; প্রাতে তরল থাকে ও অল্প অল্প শ্লেষ্মা উঠে। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—বাহুতে ও জঙ্ঘায় অস্বচ্ছন্দতা। অঙ্গে আমবাতের বেদনা। কড়ায় জ্বালা ও বেদনা। **দেহ।**—টঙ্কার ; অস্থিরতা। অঙ্গ-মর্দ্দের প্রবৃত্তি ; কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি। পক্ষাঘাতিত অনুভব, বিশেষতঃ বেদনা সহকারে। অতি সূক্ষ্ম স্নায়বীয় কম্পন, উহাতে অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা জন্মে, বোধ হয় যেন হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। **নিদ্রা।**—নিদ্রাকালে শ্বাস-কাসের আক্রমণ। প্রত্যুষে জাগরণ, ও বিশ্রান্তি অনুভব। প্রাতে নিদ্রালুতা। সুস্পষ্ট অবিস্মৃত স্বপ্ন। **জ্বর।**—বিবর্দ্ধিত উষ্ণতা বিশেষতঃ প্রাতে। শীতল বায়ুতে অল্পতর শীত ; শীতল জল ভাল লাগে।

**সমগুণ।**—এম্ব্রা, আর্স, কক্কস, কোরাল, ড্রোস।

# মিরিকা সিরিফিরা—বে-বেরি।

মিরিকেসী জাতীয় মিরিকা সিরিফিরা নামক উদ্ভিদ আমেরিকায় সমুদ্র উপকূলে জন্মে। ইহার মূলের সরস বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার বীর্য্যকে মিরিসিন বলে।

**ক্রিয়া।**—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মিরিকাসিরিফিরার প্রধান ক্রিয়া দর্শিয়া এই সকল স্থানের প্রতিশ্যায় জনিত উপদ্রব উপস্থিত হয়। যকৃতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং পিত্ত-নিঃসরণ বিলুপ্ত হইয়া পাণ্ডুরোগ জন্মে ও উহার সাধারণ লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মুখ-বিবর, গল-কোষ ও পিত্ত-প্রণালী প্রভৃতির প্রাতিশ্যায়িক অবস্থায় ; যকৃতের উপদ্রপ ; এবং পাণ্ডু রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ। ফ্যারিংটন বলেন যে মিরিকার ক্রিয়ায় শরীর-যন্ত্র প্রগাঢ়রূপে আক্রান্ত হয়, এবং পাণ্ডু বিশিষ্ট বা পাণ্ডু-বর্জ্জিত অবসন্ন অবস্থায়, দুর্ব্বলতা সহকারে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আঠা আঠা প্রকৃতি, এবং জিহ্বার উপরে, মুখ-বিবরে ও গল-কোষে চিপিটিকাজনক অল্প অল্প দুশ্ছেদ্য নিঃস্রব থাকিলে এই ঔষধে আরোগ্য জন্মে। ডাঃ ওয়াকার এই ঔষধ দুইবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দুইবারেই তাঁহার সুস্পষ্ট

পাণ্ডু-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমবারের পরীক্ষায় নিদ্রালুতা ও তৎসহ প্রাতঃকালে সম্মুখ কপালের গৌরব সংযুক্ত শিরঃপীড়া, চক্ষুর পীতবর্ণ, মূত্রের স্বল্পতা, ও মলের অপ্রগাঢ় বর্ণ, অর্থাৎ পাণ্ডু-রোগের সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় ঔষধ সেবনে বিরত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি আপনাপনিই অন্তর্হিত হয়। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায়ও এই সকল লক্ষণ পুনরায় উপস্থিত হয়। কিন্তু এবার যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পাণ্ডু অর্থাৎ ত্বকের মলিন পীতবর্ণ, ক্ষুধাহীনতা; আমাশয় ও উদরের পূর্ণতা; স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ, ফেণিল মূত্র; কর্দ্দম বর্ণ বা পলালবর্ণ পাতলা পিত্তশূন্য মল, অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং প্রায় সুপ্তি সদৃশ নিদ্রালুতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তিনি ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না। এই ঔষধ কৃত পাণ্ডুরোগ আরোগ্যার্থে ডাঃ ওয়াকার পডোফিলম, লেপ্টাণ্ড্রা নক্সভমিকা, আর্সেনিকম, মারকিউরিয়স ডলসিস প্রভৃতি ঔষধ খাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই উপকার দর্শিয়াছিল না; অবশেষে প্রথম দশমিক শক্তির ডিজিটেলিস সেবনে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পরীক্ষায় অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার পাণ্ডু-লক্ষণই সমধিক সুনিশ্চিত এবং এই রোগেই মিরিকা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হেল বিশ্বাস করেন যে পিত্ত-স্রাবের বিরতি বশতঃ এতদ্দারা পাণ্ডু জন্মে, প্রতিরোধ বশতঃ নহে। প্রতিরোধ বশতঃ পাণ্ডু জন্মিলে মলের আলকাতরার আকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ জন্মিত এবং ডিজিটেলিসের ক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে মল-মূত্রের স্বাভাবিক বর্ণ উৎপন্ন হইত না। তিনি মনে করেন যে মিরিকার গৌণক্রিয়ায়ই পাণ্ডু জন্মে, সুতরাং নিম্নক্রমেই এই ঔষধ পাণ্ডুরোগে উপযোগী। ডাঃ মার্সী দক্ষিণদিকের পঞ্জরাস্থির ঠিক নিম্নে অতীব্র বেদনা, জিহ্বায় পীতাভ শুভ্রবর্ণ গাঢ় লেপ, ক্ষুধাহীনতা; অম্লদ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা; এবং অতৃপ্তিকর নিদ্রা লক্ষণে মিরিকার মূল অরিষ্ট এক দুই বিন্দুমাত্রায় ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে পাণ্ডুরোগে ডিজিটেলিসের সহিত মিরিকা সিরিফেরার সুন্দর তুলনা হয়। নিরাশিতা উভয় ঔষধেরই প্রথম লক্ষণ। যকৃতের ক্রিয়া-বিকার হইতে চিত্তের এইরূপ অবস্থা জন্মে। উভয় ঔষধেই যকৃতের অসম্যক পিত্তোৎপত্তি বশতঃ পাণ্ডু জন্মায়, পিত্তস্রাব-প্রতিরোধ বশতঃ জন্মায় না। ডিজিটেলিসের পাণ্ডু মূলতঃ হৃদ্রোগ হইতে, মিরিকার পাণ্ডু যকৃতের ক্রিয়া-বিকার হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়। মিরিকায় কোন কারণে যথোপযুক্তরূপে পিত্ত প্রস্তুত হয় না, সুতরাং পিত্তের উপাদান গুলি রক্তে থাকিয়া যায়; এবং গৌণতঃ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া নাড়ীর মন্দগতি জন্মে। ডিজিটেলিসের ক্রিয়ার ন্যায় মিরিকার ক্রিয়া প্রগাঢ় নহে, এজন্য উৎকট পাণ্ডুরোগে ইহা তেমন উপযোগীও নহে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—অতিশয় নিরাশতা; বিমর্ষতা; কোপনতা। কোন বিষয়ে মন-সংযম করিতে পারা যায় না। অপ্রফুল্ল নিস্তেজ অবস্থা। **মস্তক।**—জড়তা ও তন্দ্রালুতা;

অবশীর্ষ হইলে মস্তকে ও মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন; এবং বিবমিষা সহকারে শিরোঘূর্ণন। কপালে, শঙ্খস্থলে ও কটিতে বেদনা সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ; বিমুক্ত বায়ুতে উহার উপশম। চক্ষুর উপরে ও মধ্যে মৃদু মৃদু গৌরব অনুভব। **চক্ষু**।—চক্ষুর রক্ত-সঞ্চয় ও পীতবর্ণ। নিস্তেজতা ও ভারিত্ব অনুভব, জাগ্রত হইবার পরেও এইপ্রকার অনুভব। পড়িবার সময় চক্ষু জ্বালাকরে ও সহজে শ্রান্ত হয় (ফস, রুট, সিপি); অক্ষিপুটের গুরুত্ব (কোনা, জেল)। **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ; পাণ্ডুরোগ (চেলি, সিঙ্ক)। উত্তাপ ও দপদপ সহকারে, বিশেষতঃ বাহিরে খোলা বায়ুতে থাকাতে, মুখমণ্ডলের পূর্ণত্ব। **মুখ-মধ্য**।—জিহ্বার উপরে পুরু, পীতাভ, মলিন, শুষ্ক ও শক্ত লেপ, তজ্জন্য জিহ্বার প্রায় অচলতা। মুখে দুর্গন্ধ মন্দ আস্বাদ; তন্নিমিত্ত আহার করিতে পারা যায় না; তিক্ত, বিবমিষাজনক স্বাদ। গালের ঝিল্লীর উপরে দুশ্ছেদ্য আচ্ছাদন, মুখের তালুতে শুষ্ক, শক্ত সংযুক্ত চিপিটিকা, উহা জলে আর্দ্র বা দ্রবীভূত হয় না। মুখের শুষ্কতা; পিপাসা, জল পানে কিছুকালের জন্য কেবল উহার আংশিক শান্তি। **গল-মধ্য**।—গলার অভ্যন্তরে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা; উহা অনায়াসে ছাড়ান যায় না। গল-মধ্য ও নাসা-যন্ত্রে একপ্রকার দুর্গন্ধি, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা; উহা অনায়াসে স্খলিত হয় না (এম-কার্ব্ব, নাই-এসি, ফাইটো)। গল-কোষের শুষ্কতা; বেদনা, বোধ হয় যেন উহা চিড়িয়া যাইবে, গিলিতে প্রতিবন্ধকতা ও অবশেষে প্রতিরুদ্ধতা জন্মে। গল-কোষে আঠা আঠা, ফেণিল শ্লেষ্মা; কুল্লী করিলেও উহা বিচ্যুত হয় না; বিরক্তিকর স্বাদ জন্মায়; ও আহারের ব্যাঘাত করে। **আমাশয়**।—ক্ষুধা, অথচ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহীত আহারের ন্যায় পূর্ণতা অনুভব (* সিঙ্ক, লাই)। ক্ষুধাহীনতা; আহারের অপ্রবৃত্তি। আমাশয়ে পূর্ণতা ও চাপ, অথবা দুর্ব্বলতা ও নিমগ্নতা অনুভব। **উদর**।—যকৃৎ-প্রদেশে মৃদু বেদনা; পূর্ণতা; তন্দ্রালুতা; দুর্ব্বলতা; কর্দ্দম-বর্ণ ভোস্‌কা মল; * পাণ্ডু। উদরে মোচড়ান বেদনা; অন্ত্র-কূজন; মল-বেগ; কেবল বায়ু নিঃসরণ। যেন অতিসার হইবে এরূপ দুর্ব্বলতা অনুভব। **মল**।—অধিক দুর্গন্ধ অপান নিঃসরণ। নাভীপ্রদেশে থল্লীবৎ অনুভব ও কুন্থন সহকারে পাতলা, ভোস্‌কা মল (কলোস)। পাতলা পীতবর্ণ, ভোস্‌কা ভোস্‌কা কর্দ্দম-বর্ণ মল (ক্যাল্ক, ডলি, হিপ, পড); পাণ্ডুরোগ। **মূত্র**।—ঈষৎ পীতবর্ণ ফেণা সংযুক্ত বিয়ার মদিরার বর্ণ মূত্র; ঈষৎ পাটল মিশ্রিত কপিশ, স্বল্প অধঃপতিত পদার্থ। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ডের আবেগ বিবর্দ্ধিত, নাড়ীর বেগ যাইট; নাড়ী ক্ষীণ ও অনিয়মিত। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—অনুগ্র অবিরাম বেদনা, আকর্ষণ, আলস্য, শিরঃপীড়া। **দেহ**। অল্প অল্প স্নায়বীয় উত্তেজনা ও অস্থিরতা; অনন্তর সত্বর অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব। পেশীর খঞ্জতা ও স্পর্শ-দ্বেষ; আলস্য; চিত্তের অবসাদ। **নিদ্রা**।—তন্দ্রালুতা; শিরোঘূর্ণন; অর্দ্ধ-সুপ্তি। অস্থিরতা, অথবা প্রাতঃকালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত গাঢ় নিদ্রা; কিন্তু সাধারণতঃ জাগরণের পরে গ্লানি অনুভব। **জ্বর**।—গৃহের বাহিরে গেলে শীত; কটিদেশে অল্প অল্প বেদনা। শীত

সহকারে পর্য্যায়ক্রমে উত্তেজিত সজ্বরতা অনুভব; পৃষ্ঠবংশে উষ্ণতা অনুভব, অনন্তর শীত ও মৃদু ঘর্ম্ম। মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ও আরক্ততা। ত্বক।—পাণ্ডুরোগবৎ পীত আকৃতি। ডাঁশের কামড়ের ন্যায় কণ্ডূয়ন। **উপচয়**।—রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।—**উপশম**।—প্রাতরাহারের পরে; ও বিমুক্ত বায়ুতে হ্রাস।

**সমগুণ**।—চেলি, ড্রিজি, পড।

# মেডোরাইনঃম।

প্রমেহের বিষ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। কুচিকিৎসিত ও বিলুপ্ত প্রমেহের সর্ব্বাঙ্গীন মন্দফলে অতীব সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শিলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

সাইকোসিস ( মাষক-দোষ ) হইতে উৎপন্ন গাউট, আমবাত, স্নায়ু-শূল এবং পৃষ্ঠ-বংশের মজ্জার বা উহার ঝিল্লীর রোগ—এমন কি উহার বিধান-বিকার ও উহা হইতে পক্ষাঘাতে পরিণতিতেও মোডোরাইনঃম উপযোগী।

নারীদিগের পুরাতন ডিম্বাশয়-প্রদাহ ( ওভেরাইটিস ), ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, পেলবিক সেলুলাইটিস, তন্তুময় অর্ব্বুদ, কোষময় অর্ব্বুদ, ও জরায়ুতে অন্যবিধ অস্বাভাবিক বস্তুর উৎপত্তিতে, বিশেষতঃ সেই সকল বিকৃত পদার্থের উৎকট প্রকৃতি ধারণের সম্ভাবনায়, সাইকোসিস-দোষ মূলক হউক, বা না হউক, এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

স্কিরঃস, কার্সিনোমা অথবা ক্যান্সার রোগের তরুণ বা পুরাতন বিকাশে, লক্ষণের সৌসাদৃশ্য ও সাইকোসিস-দোষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী।

ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গভীর-মূল রোগে সোরিণমের যে সম্বন্ধ, সাইকোসিস-দোষ জনিত পৃষ্ঠ-বংশীয় ও সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলের গভীর-মূল পুরাতন রোগে মেডোরাইনঃমের সেই সম্বন্ধ।

পাণ্ডুবর্ণ, রেকাইটিস-গ্রস্ত বালক-বালিকা; অপরিবর্দ্ধিত ক্ষুদ্রকায়া ( ব্যারা-কা ); মানসিক স্থূলবুদ্ধিতা ও দুর্ব্বলতা।

লসিকা-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন সহকারে সর্ব্বশরীরের অতিশয় উত্তাপ ও স্পর্শ-দ্বেষ। ক্ষয়রোগ-জনিত অবসাদ; শ্রান্তি, সর্ব্বাঙ্গীন জীবনী-শক্তির অতিশয় অবসন্নতা।

বেদনা।—বিলুপ্ত প্রমেহের পরিণাম স্বরূপ সন্ধিবাত ও আমবাত জনিত বেদনা ( ড্যাফ, ক্লিম ); আকুঞ্চনবৎ যাতনা, বোধ হয় যেন সমগ্র শরীর কষিয়া ধরা হইয়াছে ( ক্যাক্ট ); সর্ব্বশরীরে ঘৃষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ ( আর্ণ, ইউপ )।

রোগীর নিকট * সর্ব্বশরীরের কম্পানুভব, তীব্র স্নায়বীয়তা ও গভীর অবসন্নতা।

* হিমাঙ্গ অবস্থা, সকল সময়ই বাতাস করিতে বলা ( কার্ব্বো-ভে ); বিমল বায়ু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ; গাত্র শীতল সত্বেও গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়া ( ক্যাম্ফ, সিকে ) ; গাত্রের শীতলতা ও শীতল ঘর্ম্মে সিক্ততা ( ভিরে )।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা ; নাম, শব্দ বা শব্দের প্রথম অক্ষর স্মরণ রাখিতে পারা যায় না ; অত্যন্ত আত্মীয় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; এমন কি নিজের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ থাকেনা। পরিশুদ্ধরূপে বর্ণ-বিন্যাস করিতে পারা যায় না ; সুপরিচিত নাম কেমন করিয়া বানান করিতে হয় তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে হয়। আলাপ করিতে করিতে কথার সম্বন্ধ হারাইয়া যায়। রোগিণী তাহার লক্ষণ অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারেনা, সে ভেবাচেকা খায়, তখন পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিতে হয়। * না কাঁদিয়া কথা বলিতে পারা যায়না। মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে বলা ; সর্ব্বদা পূর্ব্ব-দৃষ্টি, ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধে অতিশয় অনুভূতি। সামান্য সামান্য বিষয়ে বিরক্তি ; দিবাভাগে কোপনতা রাত্রিতে হৃষ্টতা। অতিশয় অসহিষ্ণুতা ; ক্ষণরাগিতা। উৎকণ্ঠা, স্নায়বীয়তা, অত্যন্ত অনুভূতি ; অত্যল্প শব্দে চমকিত হইয়া উঠা। সময় অত্যন্ত ধীরে ধীরে অবসান হয় ( এলম, আর্জ্জ-না, ক্যান-ইণ্ড )। অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ততা ; কোন কিছু করিবার সময় রোগিণীর এতই ব্যসমস্ততা যে সে শ্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেকগুলি লক্ষণ, যখন উহাদের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখন বৃদ্ধি পায় ( বেদনার বিষয় ভাবিবামাত্র উহার প্রত্যাবৃত্তি, অক্‌জ-এসি )।

**মস্তক**।—মস্তিষ্কে দারুণ জ্বালাকর বেদনা, উপমস্তিষ্কে (সেরিবেলঃম ) উহার আতিশয্য ; মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারণ। মস্তক ভারী বোধ হয় এবং পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়। গাড়ীর কর্ক্কশ শব্দে শিরঃপীড়া ও অতিসার। মস্তকে অশিথিলতা ও সঙ্কোচন অনুভব, সমগ্র পৃষ্ঠবংশের লম্বালম্বি উহার প্রসারণ।

**গল-মধ্য**।—যেন তীব্র শর্দ্দি হইয়াছে রোগিণীর এইরূপ অনুভব, তৎসহ অস্থিতে যাতনাপ্রদ বেদনা, গলার বেদনা ও স্ফীততা, তরল বা অতরল পদার্থ গিলিতে পারা যায় না ( মার্ক )। নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্র হইতে গাঢ়, ধূসর, বা রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া গলার সতত পূর্ণতা ( হাউড্রা )।

**ক্ষুধা ও পিপাসা**।—আহারান্তে তৎক্ষণাৎ আবার অতিশয় ক্ষুধা ( সিনা, লাইকো, সোরি )। অবিরত পিপাসা, রোগিণী স্বপ্নেও জলপান করে। মদিরায় ( পূর্ব্বে ঘৃণা সত্ত্বেও ) ( এসার ) ; লবণে ( ক্যাল্ক, ন্যাট ) ; মিষ্ট দ্রব্যে (সলফ) ; বরফ, অম্ল, কমলালেবু ও কাঁচাফলে ; * অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

**অন্ত্র**।—দুশ্ছেদ্য কর্দ্দমবৎ, ধীরে ধীরে নির্গত মল ; সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়িবে এপ্রকার অনুভব বশতঃ কুন্থন করিতে অসামর্থ্য ( এলম )। গোলার ন্যায় মল সহকারে

অন্ত্রের আকুঞ্চন ও নিষ্ক্রিয়তা ( ল্যাক )। কেবল অনেকদুর পশ্চাৎদিকে ঝুকিয়া মলত্যাগ করিতে পারা যায় ; মল-ত্যাগে বড়ই যাতনা হয় ; এত যাতনা হয় যে চক্ষু দিয়া জল পড়ে ; বোধ হয় যেন মলদ্বারের মুখাবরক-পেশীর পশ্চাৎদিকের উপরিভাগে একটা পিণ্ড রহিয়াছে। সরলান্ত্রে তীব্র সূচী-বেধের ন্যায় বেদনা। মলদ্বার হইতে রস-ক্ষরণ, উহার লোণা মৎস্যের জলের ন্যায় দুর্গন্ধ ( কষ্ট, হিপ )।

মূত্র-যন্ত্র।—বৃক্কক-প্রদেশে উগ্র বেদনা ( পৃষ্ঠ-বেদনা ), অধিক মূত্রস্রাবে উহার উপশম ( লাইকো )। বৃক্কক-শূল ; অশ্মরি-নিঃসরণ অনুভব সহকারে মূত্রবাহী নালীতে দারুণ বেদনা ( বার্ব্ব, লাইকো, ও সিম ); বরফ খাইবার স্পৃহা। রাত্রিতে শয্যা-মূত্র।—প্রতিদিন রাত্রিকালে শয্যায় এমোনিয়ার গন্ধ বিশিষ্ট লোহিতবর্ণ প্রভূত মূত্র-ত্যাগ:; অধিক কার্য্য করিলে বা অধিক খেলা করিলে, ও উত্তাপ বা শীতলতার আতিশয্যে উহার বৃদ্ধি। সর্ব্বাপেক্ষা সুনির্ব্বাচিত ঔষধ নিষ্ফল হইলে ; এবং সাইকোসিস-দোষের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। মূত্রত্যাগ কালে মূত্রাশয় ও অন্ত্রের যন্ত্রণা-পূর্ণ কুন্থন।

জনন-যন্ত্র।—ঋতু। অতি মলিন, সংযত, প্রভূত, রজঃ ; রক্তের দাগ সহজে ধুইয়া উঠান যায় না ( ম্যাগ-কা )। জরায়ুর রক্তস্রাব।—বিরজঃ কালে সপ্তাহ পর্য্যন্ত মলিন সংযত দুর্গন্ধ রক্তের প্রবাহ, নড়িলে চড়িলে হুড় হুড় করিয়া রক্তপাত ; তৎসহ জরায়ুর উৎকট রোগ। দারুণ রজ-শূল, জানুদ্বয় উপরের দিকে আকর্ষণ এবং প্রসব-বেদনার অনুরূপ ভয়ঙ্কর কুন্থন ; প্রসব-বেদনার ন্যায় পদদ্বয় কোন অবলম্বে চাপ দিতে হয়। ভগের ওষ্ঠের ও যোনির দারুণ কণ্ডূয়ন, চিন্তা করিলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। স্তন ও স্তন বৃন্তে স্পর্শ-দ্বেষ। ( ঋতু-কালে ) স্তন দ্বয়ের বিশেষতঃ স্তন-বৃন্তের স্পর্শে তুষার সদৃশ শীতলতা, শরীরের অবশিষ্টাংশের উষ্ণতা।

শ্বাস-যন্ত্র।—শ্বাস-কাস। এপিগ্লটিসের দুর্ব্বলতা বা আক্ষেপ বশতঃ শ্বাস রোধ ; স্বর-যন্ত্রের এরূপ অবরুদ্ধতা যে উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখের উপর ভর দিয়া শয়ন করিলে এবং জিহ্বা বাহির করিয়া রাখিলে উহার উপশম। স্বর-যন্ত্রে ক্ষতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও আকুঞ্চন অনুভব ; অনায়াসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়, কিন্তু প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না (স্যাম্বু)। কাস।—শুষ্ক, অবিরত উগ্র কাস ; যাতনা, বোধ হয় যেন স্বরযন্ত্র হইতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; পিপার মধ্যে কাস দেওয়ার ন্যায় গভীর শূন্য-গর্ভ কাস ; রাত্রিতে, মিষ্টদ্রব্য আহারে, ও শয়ন করিলে, উহার বৃদ্ধি ; আমাশয়ের উপর ভর দিয়া শয়ন করিলে উপশম। নিষ্ঠীবন ; আঠা আঠা কফ, অনায়াসে তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় না। প্রচ্ছন্ন ক্ষয়-রোগ ; ; ফুসফুসের মধ্যখণ্ডে তীব্র বেদনা।

পৃষ্ঠ ও দেহ-শাখা।—স্কন্ধাস্থি দ্বয়ের ব্যবধান-স্থলে পৃষ্ঠে বেদনা ; সমগ্র মেরুদণ্ডে লম্বালম্বি স্পর্শ-দ্বেষ ( চিন্নি-সল )। দারুণ জ্বালাকর উত্তাপ, ঘাড়ের পিঠে উহার আরম্ভ

এবং মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, তৎসহ আকুঞ্চন বা স্তব্ধতা, অঙ্গ প্রসারণ করিলে উহার বৃদ্ধি। স্কন্ধের ও বাহুর শিখর-দেশের আমবাত; হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বেদনার প্রসারণ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি (দক্ষিণ, স্যাঙ্গ। বাম, ফির)। কটিদেশীয় কশেরুকায় বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ। ত্রিকাস্থি, কোকিল-চঞ্চু-অস্থি এবং বঙ্ক্ষণ-পৃষ্ঠে বেদনা, চারিদিকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিম্ন পর্য্যন্ত উহার সঞ্চরণ। কুচকী হইতে জানু পর্য্যন্ত ও জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা; কেবল হাঁটিবার সময় বেদনা অনুভূত হয়। জঙ্ঘাদ্বয়ের গুরুত্ব, সীসের ন্যায় ভার বোধ হয়; হাঁটিতে অতিশয় আয়াস বোধ হয়, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া আইসে। নিম্নাঙ্গ সারারাত্রি বেদনা করে, উহাতে নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা জন্মে। * জঙ্ঘাদ্বয় ও পদদ্বয়ের অত্যন্ত অস্থিরতা (জিঙ্ক)। তড়িৎ সম্বলিত ঝড়কালে জঙ্ঘাদ্বয়ে ও বাহুদ্বয়ে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা, শয্যায় উহা স্থির রাখিতে পারা যায় না, আত্ম-সংযম পরিত্যাগ করিলে ও নিদ্রা যাইতে শরীর শিথিল করিলে বেদনার বৃদ্ধি। জঙ্ঘা ও পদের এবং হাত ও বাহুর সম্মুখ ভাগের শীতলতা। জঙ্ঘার শিরায় ও পদের গ্রন্থিতে আকর্ষণ ও আকুঞ্চনবৎ অনুভব; জঙ্ঘা-পৃষ্ঠ ও পদতলে খল্লী (কুপ)। হাঁটিবার সময় গুল্ফ সহজে ঘুরিয়া যায় (কার্ব্বো-এন, লিড)। হাত-পায়ের * * জ্বালা, উহা অনাবৃত রাখিতে ও পাখার বাতাস প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা (ল্যাক, সল)। জঙ্ঘায় এবং বাহুতে স্নায়ু-শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ; অত্যল্প মাত্র প্রয়াসে উহার অবসন্নতা। শরীরের প্রত্যেক সন্ধির বেদনা-পূর্ণ স্তব্ধতা। হাতের আঙ্গুলের সন্ধির বিকৃতি; * অঙ্গুলীর পর্ব্বের বৃহত্ত্ব ও স্ফীততা; গুড়মুড়ার স্ফীততা ও বেদনাবিশিষ্ট স্তব্ধতা; পায়ের গোড়ালীর এবং গোলাবৎ স্থানের অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ; বায়ু-কোষের ন্যায় সকল সন্ধির স্ফীততা।

উপচয়।—* রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলন, অক্স-এসি); উত্তাপে, আবরণে; প্রসারণে; ঝড়-বজ্রকালে; অত্যল্প মাত্র সঞ্চালনে; মিষ্টদ্রব্য সেবনে; দিবালোক হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত (সিফির বিপরীত) বৃদ্ধি।

**উপশম।**—* সমুদ্রকুলে (ন্যাটের বিপরীত); আমাশয়ের উপর ভরদিয়া শয়নে ও আর্দ্রকালে (কষ্ট, নক্স); হ্রাস।

**সম্বন্ধ।**—(১) শুষ্ক কাসে, ইপির সহিত; হিমাঙ্গে, সিকে, ক্যাম্ফ, ট্যাব, ভিরের সহিত; বিচরণে অসমর্থতায়, পিক-এসি, জেলসের সহিত; এবং প্রাতঃকালীন অতিসারে, এলো ও সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) সলফারের পদদ্বয়ের জ্বালা এবং জিঙ্কের পদ ও জঙ্ঘার অস্থিরতা উভয়ই যুগপৎ মেডোরাইনমে পাওয়া যায়।

## মেন্থা পিপারিটা।

পিপারমিণ্ট একপ্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ। ইহা পৃথিবীর চারিখণ্ডেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল এলোপ্যাথেরা সচরাচর ব্যবহার করেন। ডাঃ ডিমোর্স বলেন যে পিপারমিণ্ট এক প্রকার দুর্নিবার শুষ্ককাস উৎপন্ন করে। এই কাস স্বরযন্ত্রে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট করাইলে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িলে, ধূমপান বা ধূম আঘ্রাণ করিলে উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং সমমতে ঈদৃশ শুষ্ককাসে এই ঔষধে উপকার করে। তিনি বলেন যে উপঘাতে আর্ণিকা ও প্রাদাহিক রোগে একোনাইট যেরূপ উপযোগী, শুষ্ককাসে মেন্থা পিপারিটা সেইরূপ উপকারী। ক্ষয়রোগের কাস পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা উপশমিত হয়। অনেক সময় ত্রিংশ শক্তির একটীমাত্র বটিকা সেবনেই শুষ্ক কাস আরোগ্য হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট কাসে রুমেক্স ক্রিসপস অতীব উত্তম ঔষধ। বুকাস্থির উর্দ্ধ গহ্বরে বিরক্তিকর কণ্ডূয়ন বশতঃ কাসের উদ্রেক ; ও রোগীর উষ্ণ বায়ু নিঃশ্বসনের ইচ্ছা রুমেক্সের প্রয়োগ-লক্ষণ। যে কোন কারণে নিঃশ্বসিত বায়ুর তাপের ব্যাঘাত জন্মে তাহাতেই এই কণ্ডূয়ন উৎপন্ন হয় ও কাস জন্মে। এই কণ্ডূয়ন বক্ষঃস্থল পর্য্যন্তও সম্প্রসারিত হইতে পারে। তখনও রুমেক্স উপযোগী। মিন্থা পিপারিটারও এই প্রকার কাস-লক্ষণ বটে এবং এতদ্দ্বারা ঈদৃশ কাস আরোগ্যও হইয়াছে। কিন্তু তিনি রুমেক্স অপেক্ষা পিপামিণ্ট নিকৃষ্ট মনে করেন। বাষ্প-সঞ্চয় সংযুক্ত পিত্ত-শূল ; এবং হার্পিজ জোষ্টারের তীব্র বেদনায়ও ইহা ফলপ্রদ। যোনি-কণ্ডূয়নে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়।

## মেলিলোটস—ইয়ালো মেলিলোট।

লিগুমিনোসী জাতীয় মেলিলোটস অফিসিনেলিস ইউরোপে জন্মে। ইহার সরস ফুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলেই মেলিলোটসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, তজ্জন্য মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, আরক্ত মুখমণ্ডল, এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্ত-পাত লক্ষণাপন্ন * অতি তীব্র শীরঃপীড়ার উৎপত্তি হয়। এতদ্দ্বারা স্নায়বীয় কারণে সমুৎপন্ন, অথবা মস্তিষ্কের গৌরব বশতঃ সমুদ্ভূত শিরোবেদনার সত্বর শান্তি জন্মে, এবং 'সবমন শিরঃপীড়ায়' সম্যক উপকার দর্শে। ইহার প্রধান উপাদান 'কিউমেরিণ' বৃহৎ মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন; বমন এবং নিদ্রাহীনতা, মস্তকে দারুণ বেদনা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবসাদন ও শরীর-শাখার শীতলতা সহকারে অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয়।

অধিকার।—স্নায়ু-শূল ও রক্ত-সঞ্চয় জনিত শিরোবেদনায়ই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। 'সবমন শিরঃপীড়ায়' ইহা অমোঘ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাসিকা

হইতে রক্তস্রাব হইয়া শিরোবেদনার শান্তি ইহার একটী লক্ষণ। অতিশয় আরক্ত বদনাদি সংযুক্ত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষাদ-বায়ু এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অবসাদ-বায়ু। ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ। দন্তোদ্ভেদ কালে মস্তকে অতিশয় রক্ত সঞ্চয় সহ, বিশেষতঃ স্নায়বীয় শিশুদিগের, আক্ষেপ। সূতিকাক্ষেপ।—এই সকল রোগেও মেলিলোটস উপযোগী।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**শিরঃপীড়া।**—মেলিলোটস মস্তিষ্কে এমনই অত্যন্ত প্রচণ্ড রক্তসঞ্চয় ও শিরঃপীড়া জন্মায় যে তাহাতে রোগীকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তোলে। (পরীক্ষাকারীকে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল)। তাহার বোধ হয় যে কপাল বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িবে। এই ঔষধ পরীক্ষাকালে একজন স্ত্রীলোকের ঈদৃশ রক্তসঞ্চয় বিশিষ্ট শিরঃপীড়া সহকারে কন্দ ও হৃৎকম্পও উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব সবমন ও স্নায়বীয় শিরো-বেদনায় অত্যন্ত স্নায়বীয়তা; কোপনতা; স্মৃতিশূন্যতা; চিন্তার বিশৃঙ্খলতা; হৃৎকম্প; তরল মলস্রাব; এবং নাসিকা হইতে রক্তপাতে শান্তি লক্ষণে মেলিলোটস ব্যবস্থেয়। স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার মূল অরিষ্ট পাঁচমিনিট আঘ্রাণ করাইলেই শিরোবেদনা উপশমিত হয়। **নাসিকার রক্তস্রাব।**—মস্তকের তরুণ রক্ত-সঞ্চয়জনিত নাসিকার প্রবল রক্তপাতেও মেলিলোটস উপকারী। **স্নায়ু-শূল।**—মস্তকের স্নায়বীয় বেদনায় মেলিলোটস যেরূপ উপকারী গ্যাষ্ট্রালজিয়া প্রভৃতি আমাশয়ের স্নায়বীয় বেদনায়ও এই ঔষধ প্রায় তদ্রূপ ফলপ্রদ। ইহার এক বিশেষ গুণ এই যে স্নায়ুশূলের আক্রমণের পরবর্ত্তী স্পর্শ-দ্বেষ ও খঞ্জতা এতদ্দ্বারা দূরীকৃত হয়। **সন্নিপাত জ্বর।**—বধিরতা ও মূকতা; অজ্ঞাতসারে রক্তমিশ্রিত মল নিঃসরণ; নাসিকা হইতে রক্তপাত, চৈতন্যশূন্যতা, স্মৃতিহীনতা, মনোভাবের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি লক্ষণে স্নায়বীয় বিকার বিশিষ্ট সন্নিপাত জ্বরে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **কাস।**—আক্ষেপিক কর্ক্কশ কাসে, যেন প্রচুর পরিমাণে বায়ু পাওয়া যায় না এরূপ অনুভব, এবং বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব লক্ষণে কাসেও এতদ্দ্বারা উপকার হইতে পারে বলিয়া ডাঃ হেল উল্লেখ করিয়াছেন। **মানসিক রোগ।**—নানাপ্রকার অবাস্তব বস্তু দর্শন; ভূতাবেশ; উদরের স্ফীততা ও কৃমিসঞ্চরণ অনুভব, ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ শিরোবেদনা; বিবমিষা ও মূর্চ্ছার ভাব; পেশীর স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণে মানসিক রোগেও ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—কোপনতা, অধীরতা, অসন্তুষ্টতা, দোষ-দর্শন। অলসতা, অনাবিষ্টতা, জড়তা, উদাসীনতা। অধ্যয়নে অপারগতা, কিছুই মনে রাখিতে পারা যায় না। লিখিতে

শব্দ ও অক্ষর পড়িয়া যায় (লাই)। মস্তক।—সঞ্চালনে শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কে আন্দোলন অনুভব ও শ্রান্তিবৎ বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে শিরঃপীড়ার শান্তি। আরক্ত মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ চক্ষু ও পরিশেষে নাসিকা হইতে রক্তপাতে শান্তি লক্ষণাপন্ন শিরঃপীড়া। নাসিকার রক্তপাতে অথবা ঋতু-স্রাবে উপশমিত সবমন শিরঃপীড়া। প্রতি সপ্তাহে একবার, কিম্বা চারি সপ্তাহে একবার স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, শীতকালে উহার আধিক্য। শিরোগৌরব, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণের অভ্যন্তর দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইবে এরূপ * পূর্ণত্ব ও দপদপ, নড়িলে চড়িলে বিবর্দ্ধিত বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন সহকারে * মস্তকের প্রবল রক্ত সঞ্চয়। অতিশয় অবসন্নতা-পূর্ব্ব সম্মুখ ভাগের দপদপকর শিরঃপীড়া। সম্মুখ ভাগের তীব্র শিরঃপীড়া, তৎপূর্ব্বে উত্তপ্ত ও আরক্ত বদন এবং অল্প অল্প জ্বরানুভব। দক্ষিণ ভাগের সমুন্নত স্থানে পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দপদপকর শিরঃপীড়া। চক্ষু।—চক্ষুর পাতা অতিশয় ভারী। নাসিকা।—নাসিকার অত্যন্ত পরিশুষ্কতা। * নাসিকা হইতে বার বার অধিক রক্তপাত ও উহাতে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি। মুখমণ্ডল।—ক্যারটিড ধমনীতে দপদপ সহকারে মুখমণ্ডল ও মস্তকের আরক্ততা (* এমিল, * বেল)। মুখমণ্ডলের প্রায় নীলবর্ণ। মূত্র-যন্ত্র।—বারংবার অধিক পরিমাণে মূত্র-স্রাব। প্রভূত জলবৎ মূত্রপাত এবং উহাতে রক্তসঞ্চয় জনিত মৃদু শিরঃপীড়ার শান্তি (* জেল)। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গে বারবার ক্ষণস্থায়ী সূচী-বেধ। শ্বাস-যন্ত্র।—বক্ষঃস্থলে পূর্ণত্ব বশতঃ কাস। উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাবী রক্ত-কাস। শ্বাস-রোধ অনুভব; যথেষ্ট বায়ু পাইতে পারা যায় না। বক্ষঃস্থলের উপর ভার বশতঃ আয়াসিত শ্বাস; বক্ষঃস্থল ও মস্তকের পূর্ণত্ব; ফুসফুসের প্রবল রক্তসঞ্চয়। উপশম।—বিমুক্ত বায়ুতে এবং বিচরণে ও অবস্থান-পরিবর্ত্তনে উপশম।

সমগুণ।—এমিল, বেল, ক্যাক্ট, গ্লন, ফির, স্যাঙ্গ।

# ম্যানসিনেলা।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় হিপোমেন ম্যানসিনেলা অতিশয় বিদাহী উদ্ভিদ। ইহার পত্র হইতে ত্বকে জল-বিন্দু পতিত হইলেও ফোস্কা উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে যে আরক্ততা জন্মে তাহা ক্যান্থেরিস অপেক্ষা অধিক। এই আরক্ততা স্কার্লেটিনার আরক্ত রাগের সদৃশ। এজন্য স্কার্লেটিনা রোগে ম্যানসিনেলা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ মুর প্রথম এই ঔষধ পরীক্ষা করেন। দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এই ঔষধের প্রধান প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

ক্রিয়া।—সাধারণতঃ স্নায়ুমণ্ডলে, শ্বাস-যন্ত্রে পরিপাক-যন্ত্রে, ও ত্বকে ম্যানসিনেলার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—ত্বকে উগ্র অরুণিমা সংযুক্ত ফোস্কা। আরক্তজ্বর ও প্রলাপ। গলা-বেদনা। গলায় ও গল-নলীতে আকুঞ্চন জন্য গিলিতে কষ্ট। চক্ষু-জ্বালা, অক্ষি-পুট রুদ্ধ করিলে উহার আধিক্য। কৃষ্ণবর্ণ বমন সহকারে আমাশয়ে জ্বালাকর বেদনা। গদগদ-ভাষণ। উৎকট ও তরুণ রোগের পর কেশ-পতন।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কেশ-পতন।—উৎকট তরুণ রোগের পর কেশ-পতন। উদর-বেদনা।—মূর্চ্ছা সংযুক্ত অন্ত্র-শূল, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও অতিসার। উন্মাদ।—বিষাদ, স্বগৃহে বা স্বদেশে যাইবার একান্ত ইচ্ছা; প্রায় দুই প্রহর রাত্রির সময় ভয় ও কম্পের উপস্থিতি; ভূত-প্রেতের ভয়, ভূতগ্রস্ত, হইবার আশঙ্কা; নিদ্রা-হীনতা, হৃদ্‌প্রদেশে প্রচাপন, হৃৎপিণ্ডের কঠিন স্পন্দন, তৎপরে মূর্চ্ছাকল্পতা, ও চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দর্শন; মৃদু ও কোমল নাড়ী; চর্ম্ম-রোগ। গলা-বেদনা।—আরক্তজ্বরের পরবর্ত্তী গলা-বেদনা; উপজিহ্বার অতিশয় দীর্ঘতা; তালু-মূলে পীতাভ শুভ্র, প্রবল জ্বালাকর বেদনা বিশিষ্ট ক্ষত; তালু-মূলের অতিশয় স্ফীততা ও পক্কতা, এবং শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা, ও হিস্ হিস্ শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস। অগ্নিমান্দ্য।—মুখে অতিশয় তিক্তাস্বাদ, জ্বালা ও কণ্টক-বেধ; সমগ্র মুখ ও জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা; শ্বাস-দুর্গন্ধ; গল-কোষ ও গলনলীতে পিপাসাশূন্য উত্তাপ; মুখের ক্ষত জন্য কেবল তরল খাদ্যদ্রব্য আহারের সামর্থ্য; শীতল জলের পিপাসা, কিন্তু আমাশয় হইতে উত্থিত এক প্রকার গল-রোধ অনুভবে জলপানে বিরতি; অত্যন্ত বিবমিষা, * অম্ল, বসাবৎ বমন, তৎসহ জলপানে বিরক্তি; বান্ত পদার্থে সংযত বসার ন্যায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ বস্তুর অবস্থিতি; আমাশয় হইতে অগ্নি-শিখা উত্থানের ন্যায় অনুভব, অথবা আমাশয় যেন আকৃষ্ট হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ, ও অনন্তর আবার সহসা উহার বিমোচন; আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব সহ সরলান্ত্রে পূর্ণতা; পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠ-রোধ। তালু-মূল-প্রদাহ।—তালু-মূলের অতিশয় স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি, এবং শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা; হিস্ হিস্ শ্বাস; তালুমূলে প্রবল জ্বালাকর বেদনা বিশিষ্ট পীতাভ শুভ্র ক্ষত। এই সকল লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত রোগে ডাঃ লিলিয়েন্থাল ম্যানসিনেলা ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন ও মস্তিক।—প্রফুল্লতা; নীরবতা; গভীর অনুকম্পা; ঔদাস্য; তন্দ্রাবল্য। শিরোঘূর্ণন, মস্তকে জড়তা। তন্দ্রালুতা; নিদ্রালুতা, অস্থির নিদ্রা; উৎকণ্ঠিত স্বপ্ন। ত্বক।—সমগ্র চর্ম্মের উপর জ্বালা অনুভব। চর্ম্মের আরক্ততা; অপচ্যমান, পচ্যমান, ও ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। দেহ ও অঙ্গ।—আক্ষেপ, টঙ্কার, দুর্ব্বলতা; অবসন্নতা। ঘাড়ের ও কটির বেদনাবিশিষ্ট স্তব্ধতা। সকল অঙ্গের আলস্য; সন্ধিস্থানগুলিতে

অশিথিলতা ; অবর্ণনীয় গ্লানি। **মস্তকাদি**।—মস্তকের কেশাবৃতভাগের ত্বকে কণ্ডূয়ন ও অশিথিলতা। শিরঃপীড়া ; গৌরব, সূচী-বেধন, ও জ্বালাকর বেদনা ; বিবমিষা ও বমন। চক্ষে জ্বালা ; অক্ষি-গোলকে কর্ত্তনবৎ যাতনা। কর্ণে উত্তাপ ও গড়গড় শব্দ। নাসিকার শুষ্কতা ও মন্দ গন্ধ। মুখমণ্ডলের আরক্ততা ; পীতবর্ণ। ওষ্ঠের পাণ্ডুবর্ণ; নিম্নের ওষ্ঠ নীচে ঝুলিয়া পড়া। **স্নায়ুমণ্ডল**।—কতকটা উপদাহ ; অতিশয় দুর্ব্বলতা। কম্পন ; টঙ্কার ; অবসন্নতা ; বেদনা। **রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র**।—নাড়ীর দুর্ব্বলতা ; দ্রুততা ; হৃৎপিণ্ডে খল্লী। বরফবৎ শীতল হস্ত-পদ সহকারে শীত ; তাপাবেশ ; পিপাসা সহ জ্বালাকর উত্তাপ ; শীতল ঘর্ম্ম। স্বরযন্ত্রে অশিথিলতা ; অনুনাসিক শব্দ ; শ্বাসের হাঁসফাঁস ও ঘড়ঘড় শব্দ। বেদনাসংযুক্ত প্রবল কাস ; রাত্রিতে উহার আধিক্য। বক্ষঃস্থলে ভার ও ঘড়ঘড় শব্দ। **পরিপাক-যন্ত্র**। —মুখ-মধ্য প্রদাহিত ; অধিক লালা ; জিহ্বার শুষ্কতা ও স্ফীততা। গলার অবিরত অতিশয় শুষ্কতা। ক্ষুধার বৃদ্ধি ; বিলোপ ; অতিশয় পিপাসা ; তিক্তস্বাদ। উদ্গার ; বিবমিষা; কৃষ্ণবর্ণ বমন ; আমাশয়ে জ্বালাকর, সূচীবেধবৎ বেদনা। উদরে বেদনা ; অন্ত্রের শূল-বেদনা ; উদরের নানাস্থানে প্রবল কর্ত্তনবৎ যাতনা। উদর-বেদনা ও বমন সহকারে প্রভূত অতিসার। কোষ্ঠ-কাঠিন্য সহকারে পর্য্যায়ক্রমে অতিসার। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্রাশয়ে উপদাহ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা ; মূত্র-মার্গে জ্বালা। অধিক মূত্র ; স্বল্পমূত্র ; মূত্রের ঈষৎ শুভ্রবর্ণ। **জনন-যন্ত্র**।—(পুং) সঙ্গম প্রবৃত্তি ; অণ্ডকোষ-কণ্ডূয়ন। (স্ত্রী) ঋতু-রক্তের পাণ্ডুবর্ণ। **উপচয়**।—রাত্রিতে ; প্রাতে ; ও আহারান্তে বৃদ্ধি। **উপশম**।—বিমুক্ত বায়ুতে ; ও শয়নে হ্রাস।

**সমগুণ**।—কোনা, ইথু, ওলি, লরো।

# ম্যালেরিয়া অফিসিন্যালিস।

ইণ্ডিয়ানার ডাঃ বাউয়েন এই মূল্যবান ঔষধের আবিষ্কার করেন। ইহা অনুপস্থানের শুষ্ক বিগলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে এইরূপে প্রস্তুত হয়। জলাস্থানের পচা ও শুষ্ক ঘাসের চাপড়ার ন্যায় পদার্থ জলপূর্ণ অবরুদ্ধ বোতলে এক হইতে তিন সপ্তাহ ফারেণহিটের নব্বই ডিগ্রী উত্তাপে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। যতই অধিকদিন রাখা যায় ততই অধিক তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। ১৮৬২ সালে ম্যালেরিয়া প্রথম এই প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছিল। অনন্তর ডাঃ বাউয়েন ইহার আংশিক পরীক্ষা করেন। আমেরিকার পশ্চিমাংশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইত। উহার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতনা। একরূপ প্রচ্ছন্ন বা "ঘুষঘুষে জ্বরের" সহিত উহার সাদৃশ্য দেখা যাইত। এই জ্বর সে প্রদেশে বড়ই দুর্দ্দম্য ছিল। ইহার একটী বিশেষ ঔষধ আবিষ্কার করিবার

জন্য ডাঃ বাউয়েন এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বাষ্প যে প্রক্রিয়ায় শরীরে প্রবিষ্ট হয় সেই প্রণালীতেই তিনিও কতকগুলি বেতনভুক শ্রমজীবি দ্বারা এই পদার্থের পচনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বাষ্প নিঃশ্বসন করাইয়া ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রকাশিত পরীক্ষা-লক্ষণগুলি পরীক্ষাকারীদিগের নিজের ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। ডাঃ ইংগ্লিং ইহার ত্রিংশ শক্তিদ্বারাও পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

পরীক্ষায় প্রথম সপ্তাহের পরে;—শিরঃপীড়া, বিবমিষা, শুভ্রলেপাবৃত জিহ্বা; আমাশয়ের যাতনা, এই কয়টী লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং উহা দুই তিন দিন ছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে;—বিবর্দ্ধিত শিরঃপীড়া, বিবমিষা, আহারে অপ্রবৃত্তি, আমাশয়ে, যকৃৎ ও প্লীহায় যাতনা, এবং তৃতীয় দিবসে শীত প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্রিয়াঘ্ন ঔষধ ব্যবহার দ্বারা প্রতিহার না করিলে উহা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিত। তৃতীয় সপ্তাহের পরে;—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সহিত অত্যন্ত আলস্য, বিবমিষা, ক্ষুধাহীনতা, অসহ্য-প্রায় বেদনা সংযুক্ত অবিরামজ্বর, এবং সন্নিপাতাবস্থা সংযুক্ত প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডাঃ ইংগ্লিং ১৯০০ সালে কয়েকটী চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণিত পরীক্ষা-লক্ষণের অভাবে এই ঔষধের ক্রিয়া নিরূপণে সেই সকল রোগীর বিবরণে কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা হইতে পারে:—

(১) প্রথম রোগী ২৮ বৎসর বয়স্ক একজন সৈনিক। এক সপ্তাহকাল শীত ও বৃষ্টি-কালে তাঁবুতে থাকিয়া পীড়িত হইয়া ইনি বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন। ইহার শীতের পর জ্বরের উত্তাপ; সর্ব্বশরীরে বেদনা; বিবমিষা, বমনোদ্যম ও পিত্ত-বমন; শীতল পানীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা; আহারে অসামর্থ্য এবং যাহা আহার করা যায় তাহাতেই বমন; অম্লদ্রব্যের স্পৃহা; জিহ্বায় পুরু শুভ্রলেপ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও ঝলসানবৎ আকৃতি; উগ্র চার জলের ন্যায় আরক্ত মূত্র; বমনোদ্যম, কাসিয়া কাসিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা গল-রোধ; মুখমণ্ডল, চক্ষু ও ত্বকের বিবর্ণ; চর্ম্মের অতিশয় পরিশুষ্কতা; মুখ-বিবরের আর্দ্রতা, অথচ রোগীর নিকট শুষ্কতা অনুভব; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কম্পন; এই সকল লক্ষণ ছিল। (২) দ্বিতীয় রোগিণীর ৬৫ বৎসর বয়স্। কয়েকদিন যাবৎ ইনি পীড়িত হইয়াছিলেন। উঠিলেই ইহার মাথা ঘুরিত। মাথা ভাল বোধ হইতনা; বেদনা করিবে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিত। মুখের স্বাদ তিক্ত; মুখ-মধ্য ঝলসানবৎ; জিহ্বা শুষ্ক ছিল। লেমনেড পানের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জলপানের তত ইচ্ছা ছিলনা। পূর্ব্বে কয়েক দিন পর্য্যন্ত অতিশয় ক্ষুধা ছিল, কিন্তু এক্ষণ ক্ষুধাভাব হইয়াছিল। সমস্ত শরীরে সঞ্চরণশীল বেদনা; অস্থি-বেদনা। রাত্রিতে উচ্চ (তীব্র) জ্বর। অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করা। বাহুদ্বয়েই অস্থিরতার সমধিক সুস্পষ্টতা। সেই দিন প্রাতঃকালে জৃম্ভণ ও অঙ্গ-মর্দ্দন; বেদনাশূন্য অতিসার; প্রাতঃকালে পাঁচ ছয়বার মলস্রাব; জলবৎ ঈষৎ পীতবর্ণ, কতকটা দুর্গন্ধ মল; দক্ষিণ শ্রোণী-দেশে (ইলিয়্যাক রিজন) স্পর্শ-দ্বেষ; অন্ত্রে দুর্ব্বলতা। ত্বকের উত্তপ্ততা ও পরিশুষ্কতা।—এই সকল লক্ষণ ছিল। (৩) তৃতীয় রোগীর

বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। এক বৎসর অতীত হইল ইহার সামান্য শীতোত্তাপ; ও ঘর্ম্মশূন্য "ঘুষঘুষে" জ্বর হইয়াছিল। কপাল ও শঙ্খস্থলের অভ্যন্তর দিয়া বেদনা ছিল। ক্ষুধার অত্যন্ত অল্পতা; ও সকল সময়েই পিপাসা ছিল। পূর্ব্বদিন তরল মল নিঃসৃত হইয়াছিল, সেদিন মলত্যাগ হয় নাই। প্রাতে উঠিবার পর ভাল বোধ হয়; কিন্তু বাহিরে কিছু কাল থাকিলে অসুখ বাড়ে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপশম পড়ে। কটিদেশে পৃষ্ঠবেদনা, পৃষ্ঠের উপরের দিকে বেদনার সঞ্চরণ; প্রথম শয়ন সময়ে বেদনার বৃদ্ধি, তৎপরে হ্রাস; হাঁটিবার পরে; ও উদরের উপর ভরদিয়া শয়ন করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। বিগত চারিদিন রোগীর শ্রান্তি ও ক্লান্তি; জৃম্ভণ; ও "ম্যালেরিয়া দ্বারা বিষাক্তবৎ অনুভব" লক্ষণ ছিল। (৪) চতুর্থ রোগীর ১৩ বৎসর বয়স। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গোধূলী সময়ে, প্রত্যহ আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া তাপাবেশ সংযুক্ত শীত, বিমল বিমুক্ত বায়ু সেবনের অতিশয় ইচ্ছা, যকৃতে বেদনা বশতঃ শ্বাস-ক্রিয়ার অসামর্থ্য, শয়ন করিলে উহার বৃদ্ধি, যকৃৎপ্রদেশে শক্ত চাপদিলে উপশম; দিবাভাগে বেদনা বা স্পর্শ-দ্বেষের অবিদ্যমানতা। তখন সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া বোধ হয়, কেবল ক্রমশঃ অধিকতর দৌর্ব্বল্য অনুভূত হয়। সন্ধ্যাকালে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঈষৎজ্বর; রোগী প্রলাপ বকে, গান করে, সারারাত্রি কথা বলে; সুস্থির নিদ্রা হয়না। জিহ্বা পরিষ্কৃত। ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল; গোল-আলু, এপেল ফল, ও গো মাংসের কবাব খাইবার স্পৃহা। (৫) পঞ্চম রোগীর বয়স ২৮ বৎসর। একদিন পর একদিন জ্বর আইসে, সকল শরীরে শীত; কুচকী হইতে নিম্নপর্য্যন্ত বরফের ন্যায় শীতল; দেহ-কাণ্ডে উত্তাপের আধিক্য; ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন, কিন্তু অল্প। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় জ্বরের আরম্ভ। বিরাম কালে শ্রান্তি, দুর্ব্বলতা ও নিদ্রালুতা; উঠিতে অসামর্থ্য। অল্প ক্ষুধা অতিশয় পিপাসা, শ্বাসে দুর্গন্ধ। নাড়ী দুর্ব্বল; সকল সময়েই তাপাবেশ। অধিক কুইনাইন ও কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য সল্টস্ সেবন করা হইয়াছিল। মল কঠিন, এবং সময়ে সময়ে মলত্যাগের পর রক্তপাত। মাথা যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ উগ্র শিরঃপীড়া। এই সকল লক্ষণ ছিল। এই সকল রোগীই ম্যালেরিয়া অফিসিনেলিস ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

ডাঃ ক্যাসানোবা উল্লেখ করিয়াছেন যে দক্ষিণ আমেরিকা, আফরিকা ও স্পেনে কতকগুলি এমন স্থান আছে সেখানে অনূপস্থলের পূতিবাষ্প (ম্যালেরিয়া) দ্বারা ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ প্রতিহত ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। অন্য কোন চিকিৎসা বা পথ্যাদির নিয়ম আবশ্যক হয় না। ক্যাসানোবার উক্তির সমর্থনার্থে লণ্ডন নগরের ডাঃ হেরিং বলেন যে ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তিনি একবার ম্যালেরিয়া প্রধান পানামা যোজকে নয়দিন জাহাজে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পরে জাহাজের অনেকগুলি সুস্থ নাবিক পানামা-জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে ফুসফুসের টিউবারকিউলার রোগে ভোগিয়াছিলেন বলিয়া এই জ্বর হইতে সম্যকরূপে নির্মুক্ত ছিলেন।

## জ্বরের লক্ষণ।

**প্রকার।**—ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, স্বল্প-বিরাম, সন্তত, ম্যালেরিয়া জনিত, ও টাইফয়েড, জ্বর। এলোপ্যাথি ঔষধ বা প্যাটেণ্ট ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ; অথবা অন্তর্বিদ; সর্ব্বপ্রকার ঘুষঘুষে জ্বর (ডঃম এগিউ)। সময়।—পর্য্যায়কালের অনির্দ্দিষ্টতা। দিবা ও রাত্রির সকল ঘণ্টা। কারণ।—ম্যালেরিয়া লাগান, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও শরৎকালের অনাবৃষ্টি-সময়; কুইনাইন ও অন্যান্য "জ্বরঘ্ন ঔষধ" দ্বারা জ্বরের আবেশের অবরুদ্ধতা। আমবাতিক, সোরিক (কচ্ছু-বিষ-দুষ্ট) বা টিউবারকিউলার (গুটিকা-দোষ-দুষ্ট) ধাতু। পূর্ব্বরূপ।—হস্তে, মণিবন্ধে, কফোণীতে; পদে, গুল্‌ফে, ও জানুতে বেদনা। মণিবন্ধে ও ঊরুদ্বয়ে, উদরে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে শ্রান্তিবৎ বেদনা। সর্ব্বাঙ্গীন শ্রান্তি অনুভব। শীত।—বাম প্রকোষ্ঠে শীতানুভব, তৎপরে হস্ত ও হস্তাঙ্গুলীতে শীতানুভব; পদদ্বয়ে শীতলতা ও শীত, যেন জঙ্ঘা বাহিয়া উঠিবে এরূপ অনুভব। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জানুদ্বয় শীতল অনুভব। জঙ্ঘা হইতে শরীরে যেন শীতলতা উঠিতেছে এরূপ অনুভব। পৃষ্ঠ-বেদনা; কটিদেশ শ্রান্ত বোধ হয়। অল্পক্ষণ হাঁটিবার পর সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ বস্তি-গহ্বর, ত্রিকাস্থি-প্রদেশ ও ঊরুর উপরিভাগের অভ্যন্তরদিয়া শ্রান্তি অনুভব; ও শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবার প্রবৃত্তি। যেন শীত জন্মিবে সময়ে সময়ে এপ্রকার অনুভব; অনন্তর আবার যেন উত্তাপ উপস্থিত হইবে এরূপ অনুভব, কিন্তু শীতোত্তাপ কিছুরই সুস্পষ্ট প্রকাশ নয়। জৃম্ভণ ও অঙ্গ-মর্দ্দের ইচ্ছা। জঙ্ঘাদ্বয়ের অস্থিরতা; প্রসারণ ও সঞ্চালন করিবার আবশ্যকতা। পঁচিশ বৎসর অতীত হইল রোগীর একবার সবিরাম জ্বর হইয়াছিল, তদনুরূপ অনুভব। মুখমণ্ডল ও মস্তক উষ্ণ অনুভব, অনন্তর সর্ব্বশরীরে ঈষৎ জ্বরের ন্যায় উত্তাপ।

**বিশ্লেষণ।**—ইপিকাক, ন্যাট্রম, সিঙ্কোনা, ও উহার উপক্ষারগুলির ম্যালেরিয়াজনিত তরুণ রোগের সহিত যে সম্বন্ধ, ম্যালেরিয়া অফিসিনেলিসের পুরাতন রোগের সহিত সেই সম্বন্ধ। যে সকল রোগীর জ্বর এলোপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য না হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং জ্বরের প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়া এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে মূলরোগের লক্ষণ ও ঔষধজনিত লক্ষণে প্রভেদ করিতে পারা যায় না সেই সকল স্থলেই এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

---

## রসভেনেনেটা—পয়জন সুমাক

রসভেনেনেটা একপ্রকার ক্ষুদ্র বিষ-বৃক্ষ। ইহা আমেরিকায় জন্মে। রসটক্স অপেক্ষা রসভেনেনেটা অধিকতর বিষাক্ত। ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণুতে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু কতকদূর পর্য্যন্ত বিষ-দুষ্ট হয় ও সেই বায়ুর সংস্পর্শে অনেকেরই বিসর্প-প্রকৃতির স্ফীততা জন্মে; কখনও বা শরীর অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য নড়িতে পারা যায় না। আবার

কাহার কাহার বা স্পর্শ করিলে একেবারেই কোন অপকার জন্মে না। ডাঃ বিজলো বিবেচনা করেন যে ( ১ ) উষ্ণ বা শীতল প্রদেশে ; ( ২ ) গ্রীষ্মকালের অতি উত্তপ্ত দিবসে ; ( ৩ ) বালকদিগের দেহে ; ( ৪ ) আহারের অব্যবহিত পরে ; ( ৫ ) আর্দ্রতা সহযোগে ; এবং ( ৬ ) ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রসভেনেনেটার বিষ-ক্রিয়ার সমধিক প্রাবল্য জন্মে। ডাঃ হয়েট, বার্ট, ও ওয়েম এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা-লক্ষণ "প্রধান প্রধান লক্ষণ" শিরোনামে উল্লেখিত হইল। রসভেনেনেটা দ্বারা বিষাক্ত হইলে রসটক্স জনিত বিষাক্ততার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে, রসভেনেনেটার বল্কলের বা পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বিসর্প।**—ডাঃ মার্সী বলেন যে তৃতীয় দশমিক শক্তির রসভেনেনেটা সেবনে স্ফোট-বিশিষ্ট বিসর্পের জ্বালা ও কণ্ডূয়নের শান্তি জন্মে। **চর্ম্মরোগ।**—ডাঃ ওয়েম লিখিয়াছেন যে বিসর্প, শীতপিত্ত, কণ্ডূ, কচ্ছু, পামা, ও স্ফোটকাদি রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ রসভেনেনেটা রসটক্স অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন। সুতরাং প্রাচীন পরীক্ষিত রসটক্স পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন ঔষধ ব্যবহার করেন না। ওয়েম বলেন চর্ম্মরোগে রসভেনেনেটা রসটক্স অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, বরং একজিমা সোলেয়ার প্রভৃতি কোন কোন রোগে অধিকতর উপযোগী। রাত্রিকালে কণ্ডূয়ন ও দীর্ঘাস্থিগুলিতে কণ্ডূয়ন লক্ষণাপন্ন এরিথিমা নডোসম্‌ রোগে রস-ভেন প্রধান ঔষধ। **উপক্ষত।**—মুখের উপক্ষত রোগে জিহ্বা, গাল ও গল-গহ্বরের অতিশয় আরক্ততা, ও সেই সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট, এবং মুখ ও গলা যেন ঝলসিয়া গিয়াছে এপ্রকার অনুভব লক্ষণে রস-ভেন ব্যবহৃত হয়। **অন্যান্য রোগ।**—রসভেনেনেটা পরীক্ষাকালে ডাঃ হয়েটের অগ্নিমান্দ্য ও পুরাতন চক্ষু-প্রদাহ রোগের উপকার দর্শিয়াছিল, তিনি বলেন যে যাহাদের শরীরে রসটক্সের প্রভাব দর্শেনা, তাহাদের দেহে রসভেনেনেটার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার নিজের শরীরে রসটক্স স্পর্শে কোন অসুখ জন্মেনা, কিন্তু বিশেষ সতর্ক হইয়াও রসভেনেনেটা স্পর্শ করিলে ইহার প্রবল বিষ-লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। অপর একজন রোগীর এঞ্জাইনা রোগে রসটক্স বিশেষ উপযোগী ঔষধ সত্বেও তদ্দ্বারা কোন উপকার না হওয়াতে রসভেনেনেটা ব্যবহারে সেই রোগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল।

**মন।**—অতিশয় বিমর্ষতা, জীবনধারণে অনিচ্ছা ; সকল বিষয়ই বিষাদপূর্ণ বোধ হয়। বিমনস্কতা ; কোন বিষয়েই চিত্তসংযম করিতে পারা যায় না। মানসিক পরিশ্রমে যাতনা বৃদ্ধি পায়। **মস্তক।**—* মস্তকের সম্মুখভাগে শিরোগৌরব বিশিষ্ট মৃদু শিরঃপীড়া,

হাঁটিলে ও মাথা নোয়াইলে উহার বৃদ্ধি। * শিরোঘূর্ণন অনুভব, সায়াহ্নে উহার আতিশয্য; মস্তকের অসহ্য গুরুত্ব। * তীব্র, উপদাহকর জ্বর সহকারে মস্তক, মুখমণ্ডল, ও হস্তের অতিশয় স্ফীততা। * মস্তক ও মুখমণ্ডলের বিসর্প। ০ বদন ও করোটীর স্ফোটবিশিষ্ট বিসর্প। **চক্ষু**।—* চক্ষুর চারিদিকস্থ কোষময় বিধানতন্তুর অতিশয় স্ফীততা বশতঃ চক্ষুর অবরুদ্ধতা। * প্রভূত অশ্রুক্ষরণ; অক্ষিগোলকে অবিরত মৃদু বেদনা। চক্ষে জ্বালা ও যন্ত্রণা। অক্ষিপুটের স্ফীততা। চক্ষের অবিরত উপদাহ। ০ চক্ষুর পুরাতন প্রদাহ। **কর্ণ**।—বিরক্তিকর বধিরতা। * কর্ণের স্ফোটবিশিষ্টপ্রদাহ, এবং উহা হইতে পীতবর্ণ, জলবৎ মস্ত ক্ষরণ। **নাসিকা**।—নাসারন্ধ্রের অতিশয় পরিশোষ, নাসারন্ধ্রের অবরোধ। ০ নাসার বিসর্পজনিত আরক্ততা। **মুখমণ্ডল**।—* মুখমণ্ডলের অতিশয় আরক্ততা, স্ফীততা, ও স্ফোটাচ্ছন্নতা এবং কণ্ডূয়ন ও জ্বালা। * নাসিকা ও মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর নিম্নভাগের অতিশয় স্ফীততা। উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বাম গণ্ডে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা। **মুখ-মধ্য**।—* জিহ্বা ঝলসানবৎ অনুভব, লবণাক্ত, নীরস, বা কর্কশ আস্বাদ। * জিহ্বার কেন্দ্র ও ভূমিদেশ শুভ্র লেপাচ্ছন্ন, পার্শ্বদ্বয় অতিশয় আরক্ত। * জিহ্বার নিম্নভাগে ফোস্কা ও উহাতে ঝলসানবৎ অনুভব। * মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় আরক্ততা। ০ উপরের কর্ত্তন-দন্তের মূলে আরক্ত ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। **গল-মধ্য**।—অবিরত গল-শোষ অনুভব। তালুমূলের আরক্ততা ও রক্তসঞ্চয়, এবং অল্প অল্প বেদনা। গল-মধ্যের স্পর্শ-দ্বেষ, আরক্ততা, ও স্ফীততা। **আমাশয়**।—আমাশয়ে ও নাভীতে বেদনা ও যাতনা। ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অতিশয় পানেচ্ছা। ০ আরক্ত জিহ্বা সহকারে অগ্নিমান্দ্য, এবং বিসর্পের অভিমুখতা। **উদর ও মল**।—উদরের অতিশয় স্ফীততা ও প্রচাপনে অত্যন্ত বেদনা। অন্ত্রে অবিরত কূজন ও পেটকামড়ানি। নাভীতে প্রতিনিয়ত মৃদুবেদনা, ও অন্ত্র-কূজন, তৎপরে আতিসারিক নরম মল নিঃসরণ। মলত্যাগের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই বেদনার আধিক্য, কিন্তু মলনিঃসরণে বেদনার অবিরতি। প্রায় শাদা, পাতলা, লেহবৎ মল। শুষ্ক, দলাদলা, মলিনবর্ণ মল সহকারে নাভীস্থানে বেদনা। আতিসারিক মল (টিংচার জুনিপারস সেবনে উহার অবরোধ) মলদ্বারে অসহ্য কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; মলদ্বারে স্নায়বীয় বেদনা। অন্ত্রে বেদনা, প্রাতে উহার বৃদ্ধি। **জননেন্দ্রিয়**।—অণ্ডকোষে ও উপস্থে তীব্র কণ্ডূয়ন ও জ্বালা। লিঙ্গ-মুণ্ডের স্ফীততা ও অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ। উপস্থ ও অণ্ডকোষের ত্বক-স্খলন। * অণ্ডকোষের অতিশয় স্ফীততা, প্রগাঢ় লোহিতবর্ণ ও ফোস্কা দ্বারা আচ্ছন্নতা। **পৃষ্ঠ**।—* গ্রীবা-স্তম্ভ, স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাতের বেদনা। গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে অবিরাম অতীব্র বেদনা। পৃষ্ঠের অতিশয় স্তব্ধতা। রাত্রিতে পৃষ্ঠে, কিন্তু দিবসে মুখমণ্ডলে, ঘাড়ে ও হাতে কণ্ডূয়ন। ০ মচকিয়া গিয়া বা সর্দ্দি লাগিয়া কটিবেদনা। **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—বাম কফোণি সন্ধিতে তীব্রবেদনা। দুই প্রকোষ্ঠেই আকৃষ্টবৎ বেদনা। * স্কন্ধে ও কফোণিতে

বাতের বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। মণিবন্ধ ও অঙ্গুলীর অতিশয় স্তব্ধতা, ও অবিরাম যাতনা। করতলের ও অঙ্গুলীর উপত্বক পরিপুটন। করতলে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুঙ্কুরি ও উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন হস্তের অঙ্গুলীতে স্তবকে স্তবকে জলপূর্ণ স্ফোট। কর-পৃষ্ঠের শোথ। **নিম্নাঙ্গ**।— জানু ও গুল্‌ফের সর্ব্বদা বেদনা, তৎসহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা। জানুতে অতীব্র, আকৃষ্টবৎ বেদনা ও যাতনা। গুল্‌ফের অতিশয় আরক্ততা ও স্ফীততা, তৎসহকারে গুল্‌ফে, পদে ও পদাঙ্গুলীতে জলপূর্ণ ফোস্কা, এবং উহা হইতে অধিক পরিমাণে জলনিঃসরণ। পদের পার্শ্বে বড় বড় ফোস্কা। গুল্‌ফ, পদদ্বয় ও পদাঙ্গুলীর অসহ্য কণ্ডূয়ন, উষ্ণতায় উহার আধিক্য। প্রাতে সন্ধি সকলের অতিশয় স্তব্ধতা, ব্যায়ামে উহার শান্তি। অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে গুল্‌ফের বেদনার বৃদ্ধি। শীতল জলে স্নান করিলে কণ্ডূয়ন ও জ্বালার ক্ষান্তি। **জ্বর**।—উষ্ণ হইলে, উষ্ণগৃহে, ও শয্যায় শয়ন করিলে পৃষ্ঠের উপরে ও নিম্নে শীত। রাত্রিতে উত্তপ্ত ত্বক ও দাহ সহকারে অতিশয় অস্থিরতা। ত্বক উত্তপ্ত স্ফীত, চিক্কণ, অশিথিল, ও অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে। প্রদাহিত স্থানের বিবর্দ্ধিত তাপ। ০ বিসর্পজনিত প্রদাহ। ( রসটক্সের ন্যায় লক্ষণাপন্ন ) ০ টাইফয়েড জ্বর। **ত্বক**।— হস্তাঙ্গুলীর প্রান্তে বৃহৎ বিদারণ, উহা হইতে সহজে রক্তপাত। প্রকোষ্ঠে, মণিবন্ধে, কর-পৃষ্ঠে, হস্তাঙ্গুলীতে ও অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যস্থলে, অণ্ডকোষে এবং গুল্‌ফদেশে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ। ( পামা )। * তপ্তজলে কণ্ডূয়নের শান্তি। গুল্‌ফে বড় বড় ফোস্কা। উপরের ওষ্ঠ ও কর্ণের অতিশয় স্ফীততা, ও ফোস্কা। কপালে, ঘাড়ে ও বাহুতে, এবং দক্ষিণ ঊরুতে স্ফোটক। ০ স্ফোটাকার ও বিসর্পজনিত সর্ব্বপ্রকার উদ্ভেদ। ০ ফ্লেগমোনস এরিসিপেলাস। **দেহ**।—বৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত লক্ষণের উপচয়। প্রাতে সকল সন্ধির স্তব্ধতা। ব্যায়ামান্তে স্তব্ধতার বিরতি। উষ্ণতায় ত্বকের কণ্ডূয়ন ও জ্বালার বৃদ্ধি। **নিদ্রা**।—শুষ্ক, উত্তপ্ত গাত্র সহকারে রাত্রিতে অতিশয় অস্থিরতা। **চিকিৎসা-সিদ্ধ লক্ষণ**।—অতিশয় বিমর্ষতা, জীবন ধারণে অনিচ্ছা; সকল বিষয়েই বিষাদপূর্ণ বোধ হয়। মস্তকের সম্মুখভাগে শিরোগৌরব বিশিষ্ট মৃদু শিরঃপীড়া, হাঁটিলে ও মাথা নোয়াইলে উহার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। জিহ্বার অগ্রভাগ আরক্ত, মধ্যভাগ বিদারিত, ও অপর পৃষ্ঠ ফোস্কা যুক্ত। পূর্ব্বাহ্ন চারিটার সময় প্রবল উদর-বেদনা সহকারে ও অতিশয় বলে বিনির্গত জলবৎ প্রভূত মল ( সচরাচর শুভ্র )। দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতবৎ আকর্ষণ, বিশেষতঃ মণিবন্ধে ও তথা হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে উহার গতি।

**সমগুণ**।—এনাক, ক্লিম, কমোক্লেডিয়া, ক্রোটন-টিগ, রাণনকিউলস, রসটক্স।

# রস গ্লাবরম—কমন সুমাক।

রস গ্লাবরম ছয় হইতে পনর ফীট উচ্চ এক প্রকার গুল্ম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার বল্কল বা পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ কিং উল্লেখ করিয়াছেন যে রস গ্লাবরমের বল্কল বলকর, সঙ্কোচক ও পচননিবারক। ইহার ফল শৈত্যকর ও মূত্রকর। ইহার মূলের বল্কল প্রমেহ, প্রদর, অতিসার; রক্তাতিসার, বিলেপীজ্বর ও গণ্ডমালা রোগে উপকারী। ডাঃ পেইন বলেন যে শোণিতে ও পরিপাক-যন্ত্রেই রস গ্লাবরমের আরোগ্য-কারিণী শক্তির বিশেষ প্রভাব দর্শে। তিনি শীতাদ লক্ষণ সংযুক্ত অতিসারে; জাইমোটিক বিষ জাত রক্তাতিসারে; এবং টাইফয়েড ও টাইফস জ্বর জনিত অন্ত্রের ক্ষতে এই ঔষধের সমধিক উপকারিতা স্বীকার করেন। ডাঃ পেইন প্রবল ক্ষতে ও অর্শ-বলিতে ইহার বাহ্যপ্রয়োগের অতিশয় প্রশংসা করেন। এই ঔষধের দশ গ্রেণ এক আউন্স গ্লিসিরিণের সহিত মাড়িয়া মলম প্রস্তুত করিয়া মুখের উপক্ষতে, স্কার্লেটিনা ও ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী গল-ক্ষতে, এবং উপদংশ-ক্ষতে লাগাইলে সুন্দর উপকার দর্শে। ডাঃ স্কডার বলেন যে ইহার ক্বাথ সেবনে দুর্ব্বলতাজনিত অতিঘর্ম্ম নিবারিত হয়; এবং অধিক মাত্রায় ইহার বল্কল সেবনে বিরেচন জন্মে। ডাঃ কো বলে যে সঙ্কোচক বলকর ঔষধ শ্রেণীর মধ্যে রস গ্লাবরম অতিশয় শ্রেষ্ঠ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অনেক গুলি রোগে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে। পচন-নিবারক বলিয়া পচন প্রবণতা বিশিষ্ট রোগে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। অতিসার, রক্তাতিসার, মুখের উপক্ষত ও পারদজনিত মুখ-ক্ষত, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, প্রমেহ, বিলেপীজ্বর, এবং গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগে তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অশ্বের শ্বাস-রোগে ইহার ফল ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ মার্শাল এই ঔষধ কিয়ৎ পরিমাণে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার "নৈশঘর্ম্ম, "মুখ-ক্ষত," "অতিসার," ও "রক্তস্রাব" ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। নির্ব্বাচন-মতাবলম্বী (একলেক্টিস) চিকিৎসকেরা ও এই ঔষধে এই সকল রোগের শান্তি হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ হেলের মত এই যে একমাত্র হোমিওপ্যাথি মতেই কেবল ঔষধে রোগারোগ্য হয়। এলোপ্যাথি বা অন্য কোন মতে যে সকল ঔষধে আরোগ্য জন্মে সেই সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রানুসারেই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথি মতে পরীক্ষিত হইলেই তাঁহার কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। ডাঃ লিলিয়েন্থাল মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের শিরোবেদনায় বারংবার এই ঔষধের ফলবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রথম, দ্বিশত, ও সহস্রক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন। বামদিকের নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত পাতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুর প্রতি অতিশয় ঔদাসীন্য। মস্তক।—মস্তকের সম্মুখ ভাগে ও উপরের ভাগে মুহুমুহু অবিরাম বেদনা। মস্তকের শিখরদেশে পূর্ণতা ও বেদনা। ০ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের আমবাতিক প্রকৃতির বেদনা। নাসিকা।—বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তপাত। বাম নাসা-রন্ধ্রে রক্তাক্ত চিপিটিকা। ০ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—* মুখ হইতে রক্তস্রাব। * নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে গলা হইতে খণ্ড খণ্ড রক্ত নিঃসরণ। মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। ০ স্তন্য-পায়ী শিশুদিগের মুখে ক্ষত; মুখের উপক্ষত। ০ সামুদ্রিক শীতাদ (স্কার্ব্বি), ও সাধারণতঃ শীতাদ রোগ। আমাশয় ও উদর।—আমাশয়ে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা, আহার বা পানান্তে উহার আতিশয্য। নাভীপ্রদেশে প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ। উদরে তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা। ০ অতিসার। ০ রক্তাতিসার। ০ রক্তস্রাবী অর্শ। ০ সান্তর দন্ত-মূল, বিকৃত ক্ষুধা ও স্ফীত উদর সংযুক্ত অতিসার। শ্বাস-যন্ত্র।—০ শ্বাস-রোগের উপসর্প সহকারে পুরাতন স্বরভঙ্গ। ০ অশ্বের শ্বাস-কষ্ট রোগ। মূত্র-যন্ত্র।—স্বল্প, আরক্ত মূত্র। জ্বর।—উত্তপ্ত ও আর্দ্র গাত্র, তৎসহকারে পিপাসা। * প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম। গাত্র-তাপের প্রকৃত বিবর্দ্ধিত অবস্থা, অথচ শীতলতা অনুভব। ০ টাইফয়েড জ্বরের অতিসার, শীতাদ প্রভৃতি কোন কোন অবস্থা। নৈশ ঘর্ম্ম সংযুক্ত বিলেপী জ্বর।

সমগুণ।—গ্যালিক এসিড, ট্যানিক এসিড, এলনস, ব্যাপ্টিসিয়া, বোরাক্স, চায়না, জিরেনিয়ম, গ্যালিয়ম, হেমেমেলিস, হাইড্রাষ্টস, মাইরিকা।

# রস এরোমেটিকা।

এই গুল্ম উচ্চ, পার্ব্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হয়। ভগ্ন করিলে ইহা হইতে এক প্রকার উগ্র গন্ধ নির্গত হয়, এজন্য ইহাকে রস এরোমেটিকা বা সুরভী রস কহে। ইহার মূলের বল্কল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা (১) নিম্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট অধিক মূত্রস্রাব, ও রোগীর শীর্ণতা লক্ষণাপন্ন মূত্র-মেহে (ডায়েবিটিস ইন্সিপিডস), এবং অতিশয় অবসাদ ও আলস্য, পৃষ্ঠে বেদনা, অধিক পিপাসা, কখনও অধিক কখনও অল্প ক্ষুধা, গাত্র-ত্বকের মলিনতা ও কোমলতা, ১০১½ ডিগ্রী গাত্র তাপ, অল্প অল্প কাসি ও কখন কখন নৈশঘর্ম্ম, শরীরের শীর্ণতা, মূত্রে শর্করার বিদ্যমানতা, এই সকল লক্ষণাপন্ন মধুমেহে (ডায়েবিটিস মিলিটস) ১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু মাত্রায় উপকার দর্শে। মূত্রাশয়ের পেশীতন্তুর শিথিলতা অথবা স্নায়ু-তন্তুর উপদাহ বশতঃ মূত্রধারণায় অশক্তি; অবিরত বিন্দু বিন্দু মূত্র-পাত; রাত্রিতে শয্যায় মূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি মূত্ররোগ ও

এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে। ( ডাঃ হানসেন বলেন যে ১০ বিন্দু মাত্রায়, শয্যা-মূত্রে ইহা একটী প্রধান ঔষধ )। ( ২ ) সর্ব্বাঙ্গীন রুগ্নতা জনিত, অথবা ব্রাইটাখ্য রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃক্ককের রক্তস্রাব; মূত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; এবং ( ৩ ) বালকদিগের গ্রীষ্মকালীয় অতিসার; কথনও অধিক কথনও অল্প মল ও বেদনা বিশিষ্ট পুরাতন অতিসার; আমরক্ত, কিম্বা পরিষ্কার রক্তস্রাবী পুরাতন রক্তাতিসার রোগেও রস এরোমেটিকা উপকারী।

ডাঃ ম্যাকক্লানাহান লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহ, পিতা, এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইহার উগ্র অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাদার টিঞ্চার ১০ ফোঁটা মাত্রায় এক একবার ব্যবহার হয়।

# রাটানহিয়া।

রাটানহিয়ার শুষ্কমূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। চক্ষুর সম্মুখে চর্ম্মের ন্যায় অনুভব রাটানহিয়ার একটী প্রধান লক্ষণ। সুতরাং অর্ম্ম রোগে ( টেরিজিয়ম ) এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। কোষ্ঠরোধ। * অতিশয় কুন্থন সংযুক্ত কঠিন মল; অর্শবলি নিঃসরণ, তৎপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিরাম বেদনা ও * মলদ্বার-জ্বালা ( সলফ ); মলদ্বারের নিষ্ক্রিয়তা; মলত্যাগের পর মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে যেন কাচের চোঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে এরূপ বেদনা ( থুজা )। মলদ্বারের রুক্ষ উত্তাপ ও ছুরিকাঘাতের ন্যায় সূচী-বেধনবৎ যাতনা এই ঔষধের অপর একটী বিশেষ লক্ষণ। এজন্য গুদদারি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফ্যারিংটন বলেন যে মলদ্বার-বিদারণে রাটানহিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলদ্বারের অতিশয় আকুঞ্চন লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। অধিক চেষ্টা করিয়া সবলে মল নিঃসরণ, এবং মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারের বেদনা ও জ্বালা রাটানহিয়ার লক্ষণ। ডাঃ এলেন বলেন যে এই রোগে কর্ত্তন বা ভল্লাঘাতের ন্যায় বেদনায় রাটানহিয়া; ক্ষতবৎ যাতনায় গ্রাফাইটিস; এবং এইরূপ বেদনা মলত্যাগের পরে না হইয়া মলত্যাগ কালে হইলে নাইট্রিক এসিড উপযোগী। কটিদেশের ব্রণ বসিয়া যাইয়া জরায়ুতে বেদনা জন্মিলে ডাঃ টেষ্ট এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। গর্ভের প্রথম কয়েক মাসে ভয়ঙ্কর দন্ত-বেদনা; দন্ত দীর্ঘীভূত বোধ হয়; * শয়ন করিলে বেদনা বাড়ে তথন উঠিয়া হাঁটিতে হয়। গর্ভিণীদিগের দন্ত-বেদনায় বেদনা রাত্রিতে বাড়িলে ও তজ্জন্য রোগিণীকে শয্যা হইতে উঠিয়া হাঁটিতে হইলে কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নিশিয়া ও রাটানহিয়া ব্যবহৃত হয়। ম্যাগ্নেশিয়ায় উপকার না দর্শাতে ডাঃ লিপি রাটানহিয়া ব্যবস্থা করিয়া একজন রোগিণীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। অগ্নির ন্যায় জ্বালা বিশিষ্ট অর্শ। পাতলা, দুর্গন্ধ অতিসার, রক্তাক্ত বিরেচন ও মলদ্বারে অগ্নির ন্যায়

জ্বালা। স্তন্যদায়িনীদিগের স্তন বৃন্তের বিদারণ। এই সকল রোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ইহার ২দ ও ১দ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

**বিশেষ লক্ষণ।**—চক্ষুর সম্মুখে চর্ম্মের ন্যায় অনুভব। * প্রবল হিক্কা, * তজ্জন্য আমাশয়ে যাতনা। মলদ্বার হইতে রস-ক্ষরণ। আতিসারিক মল-নিঃসরণের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালাকর বেদনা। * মল-দ্বারে শুষ্ক উত্তাপ ও ছুরিকাঘাতের ন্যায় আকস্মিক সূচী-বেধবৎ যাতনা। অতিশয় প্রয়াসে মল-নিঃসরণ, অর্শের বলি বহির্গমন। * মল-ত্যাগের পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারের বেদনা ও জ্বালা। সরলান্ত্র কাচ-চূর্ণ দ্বারা যেন প্রপূরিত এরূপ অনুভব। * মলদ্বারের আকুঞ্চন।

# রিসিনস কমিউনিস।

রিসিনসের অপর নাম পামা ক্রিষ্টাই। সংস্কৃতে ইহাকে এরণ্ড এবং বাঙ্গলায় ভেরাণ্ডা বলে। এরণ্ড বৃক্ষ ভারতবর্ষে জন্মে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ পক্ক হয়। পরিপক্ক বীজ হইতে একপ্রকার স্থায়ী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহাই ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ির তৈল নামে বাজারে বিক্রীত হয়। আসামদেশে এরণ্ড পত্র হইতে একপ্রকার রেশম উৎপন্ন হয়। উহাকে এরি কহে। বোধ হয় রেড়ি এই এরিরই অপভ্রংশ। এরণ্ডবীজ বিষাক্ত। এই বীজের শাঁস হইতে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় তাহাই সচরাচর "রিসিনস" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তৈলজ অরিষ্টকে "ওলিয়ম রিসিনি" বলে। উভয়ের আরোগ্যাধিকার ঠিক এক নহে। এরণ্ডবীজ বিশ্লেষণ করিলে উহা হইতে রিসিনিন নামক উপক্ষার; রিসিনিক এসিড, ইলাইওডিক এসিড ও মারগারাষ্টিক এসিড নামক ত্রিবিধ অতি তীব্র অম্ল; এবং একপ্রকার উদ্বায়ী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শেষোক্ত উপাদান বীজ ছেঁচিবার ও মাড়িবার সময় উড়িয়া যায়। রিসিনিন জলে ও এলকোহলে, এবং এসিডত্রয় এলকোহলে দ্রবীভূত হয়।

**বিষ লক্ষণ।**—ডাঃ হেলের গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে দেড়শত গ্রেণ পরিমাণে এরণ্ডবীজের শস্য খাইলে প্রবল বমন ও বিরেচন জন্মে। ইহার দশমাংশ সেবনেও বমন-বিরেচন উৎপন্ন হয়। গিয়াকোমিনাই বাল্যকালে নয় দশটী এরণ্ডবীজ খাওয়াতে তাঁহার প্রচণ্ড বমন ও দীর্ঘকালস্থায়ী অবসন্নতা জন্মিয়াছিল। বার্জ্জিয়স লিখিয়াছেন যে সম্পূর্ণ সুস্থ একজন লোক একটীমাত্র এরণ্ডবীজ সেবন করাতে প্রথমদিন মুখে কেবল একপ্রকার কটু আস্বাদ বর্ত্তমান থাকে, পরদিন প্রত্যূষে প্রথমে প্রবল বমন হয়, অনন্তর সমস্ত দিন পর্য্যায়ক্রমে বমন ও বিরেচন হয়। আর একটী লোকের একটীমাত্র বীজ খাইয়া বিবমিষা, বমন, ও অতিসার জন্মে। একজন যুবতী তিনটী তাজা বীজ ভক্ষণ করিয়া ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং তাহার অন্ত্রে তীব্র বেদনা জন্মিয়াছিল। ডাঃ টেলার

উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনজন যুবতীর প্রথম জন প্রায় কুড়িটী, দ্বিতীয়জন চারি পাঁচটী, তৃতীয় জন দুইটী এরণ্ডবীজ খাইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের কেবল প্রবল বিরেচন হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম যুবতীর বমন ও বিরেচন উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তাহার আকৃতি সাংঘাতিক ওলাউঠার রোগীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল; ত্বক্ শীতল, পাণ্ডুর, ও কুঞ্চিত; উদর ব্যথিত, মন এক প্রকার নিদ্রাবল্য ও অর্দ্ধচৈতন্য বিশিষ্ট হইয়াছিল। রক্তাম্বু বিরেচিত হইতেছিল। প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন না হওয়াতে চব্বিশঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর মৃত্যু হইয়াছিল। মৃতদেহ পরীক্ষায় আমাশয়ান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অবদরণ ও প্রদাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আলজিরিয়ার একজন সৈন্য তিনটী এরণ্ডবীজ খাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পরে তাহার অন্ত্রের সমগ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রক্তে আবৃত, এবং আমাশয়ের আস্তরণঝিল্লী কিয়ৎপরিমাণে আরক্ত ও কোমল দেখা যায়। কুড়িটী বীজ খাইয়া অপর এক ব্যক্তির আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ জন্মিয়া আক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গীন পতনাবস্থা উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু হয়। একজন বলবান যুবক তৈল-নিষ্পেষিত বীজের দুই গ্রেণ সেবন করাতে তাহার এমনই ভয়ঙ্কর বমন উপস্থিত হয় যে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। এরণ্ডবীজের বিষ-ক্রিয়ায় যে কেবল অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে এমন নহে, অণ্ডলালময় মূত্র ও পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। বীন নামক কোন সৈনিক পুরুষ ১৮৭১ সালের ১০ই জুলাই প্রাতে বিরেচনার্থ সতরটী এরণ্ডবীজ সেবন করে। তিন চারি ঘণ্টা পরে তাহার কয়েকবার ভেদ হয়, তৎপরে মুখপ্রসেক, আমাশয়ে খল্লী, বিবমিষা ও বমন জন্মে এবং সেই সময় সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিক বিরেচন হইতে থাকে। কুন্থন বা উদর বেদনা পরিশূন্য আমমিশ্রিত মস্তময় তরল মল নিঃসৃত হয়। অপরাহ্ণ চারিটার সময় অতিসার প্রায় অবিরাম হইয়া উঠে, এবং খল্লী ও শীত জন্মে। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রোগী চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হয়। তখন তাহার বদন পাণ্ডুর, কপাল শীতল ঘর্ম্মাক্ত, মুখাকৃতি আকুঞ্চিত; চক্ষু আক্ষিপ্ত ও ঊর্দ্ধমুখে অক্ষিগহ্বরে আকৃষ্ট, এবং চক্ষুর শুভ্রাংশ আরক্ত ছিল; অধিক অশ্রুস্রাব হইতেছিল; নাড়ীর বেগ স্বাভাবিক ছিল বটে কিন্তু উহা এতই সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন কখন মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যাইতেছিল না। রোগীর জ্ঞান পরিষ্কার ছিল; সে শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, কর্ণ-নাদ, ও আমাশয়ের উপর অতিশয় অস্বচ্ছন্দতাজনক অর্গল স্থাপিতবৎ অনুভবের কথা বলিতেছিল; তাহার জ্বালাকর পিপাসা; মুখ-প্রসেক, বিবমিষা, ও বমনও ছিল; বান্তপদার্থ তরল, ও অপ্রগাঢ়-পিত্ত-রঞ্জিত ছিল ও উহাতে কতকগুলি চিক্কণ তন্তুবৎ বস্তু ঝুলিতে ছিল। উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শ-দ্বেষ ছিল, এবং বেদনা নাভী ও কুক্ষির দিকে বিকীর্ণ হইত; গুরু বা লঘু প্রচাপনে বৃদ্ধি পাইত না, সে সময় অন্ত্রে এক প্রকার প্রবল আকুঞ্চন অনুভব হইত। এক্ষণ অতিসারে শরীর ক্ষয় পাইতেছিল এবং মল ওলাউঠার মলের ন্যায় দেখাইতেছিল। পূর্ব্বাহ্ণ দশটা হইতে সম্পূর্ণ মূত্রশূন্যতা জন্মিয়াছিল, স্বরভঙ্গ; ও অতীব দুর্ব্বলতা ছিল, দুইজন লোক রোগীকে ধরিয়া না তুলিলে

সে উঠিতে পারিত না। প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং যে কৃত্রিম ওলাউঠার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল তাহারই শান্তির নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা হয়। শরীরে কর্পূর মর্দ্দন, উরুদেশে সর্ষপের পটী প্রয়োগ এবং অধিক পরিমাণে মসিনার জল পানের বিধি দেওয়া হয়। এই চিকিৎসায় শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু বমনের বিরতি জন্মে না, তন্নিমিত্ত বমন নিবারণার্থ সেই চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসক বরফমিশ্রিত পানীয়, এক প্রকার আক্ষেপ নিবারক ঔষধ, বিষের অবশেষাংশ দূরীকরণার্থ মলদ্বারে স্নেহ-বস্তি, উদরোপরি পোল্টিশ, ও ক্রমাগত গাত্র-ঘর্ষণ ব্যবস্থা করেন। রাত্রি তিন ঘণ্টা পর বমনের বিরতি জন্মে। ১১ই জুলাই রোগীর কিঞ্চিৎ জ্বর, উত্তপ্ত ও পরিশুষ্ক জিহ্বা, ক্ষুধা-হীনতা ও মুখ-প্রসেক; পুনরায় বমন; উদরোর্দ্ধ ও উদরের বেদনা, ও অতিসার; খল্লীর আধিক্য; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ও সম্যক মূত্রহীনতা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাহ্ন দশটার সময় সে অল্প একটু মলিনবর্ণ, গাঢ়, অতিশয় অণ্ডলালময় মূত্র পরিত্যাগ করে। ১২ই তারিখেও জ্বর ও অতিসার; অনেকক্ষণ পরে পরে খল্লী; তীব্র শিরোবেদনা; মূত্রের স্বল্পতা, ও উত্তাপ বা নাইট্রিক এসিড সংযোগে উহাতে অধিক পরিমাণে অধঃক্ষেপ সঞ্চয় লক্ষণ থাকে। পূর্ব্ববৎ চিকিৎসাই চলিতে থাকে। ১৩ই তারিখে নাড়ী স্বাভাবিক; মুখমণ্ডল অল্প অল্প রক্তসঞ্চিত; জিহ্বা শুভ্র; দৃষ্ট হয়। ক্ষুধাহীনতা, মুখ-প্রসেক; বমন ও উদরের বেদনা; কুন্থন বা উদর বেদনা পরিশূন্য মধ্যম রকম অতিসার; অতিশয় অণ্ডলালময় মূত্র, ও সুস্পষ্ট পাণ্ডু;—এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ১৪ই জুলাই অল্প অতিসার ও অতিশয় অবসন্নতামাত্র অবশিষ্ট রহে। ১৫ই জুলাই রোগী কেবল দুইবার মাত্র মলত্যাগ করে; তাহার ক্ষুধা প্রত্যাবৃত্ত ও মূত্রের অণ্ডলালময়ত্ব দূরীকৃত হয়; এবং সে চিকিৎসালয় হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। ডাঃ এলেনও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থে এই প্রকার কতকগুলি রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল রোগীর একজনের অতিসারে কোন প্রকার বেদনা লক্ষণ ছিল না। এলেন বেদনার অভাব রিসিনসের একটী বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং চিকিৎসায়ও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ওলাউঠা।—ডাঃ সালজার তাঁহার ওলাউঠার চিকিৎসা পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, রিসিনসের বিষ-লক্ষণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উহাতে বিষ-ক্রিয়া বশতঃ প্রথমে অল্প অল্প ভেদ হইয়া ক্রমে ক্রমে জলবৎ বমন ও বিরেচন, মূত্র-নাশ, পতনাবস্থা প্রভৃতি আতিসারিক বিসূচিকার (ডায়েরিক কলেরা) ন্যায় লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অল্পদিন হইল এই ঔষধ ওলাউঠায় ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার বিলক্ষণ উপকারিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আক্ষেপিক বিসূচিকায় (স্পাজমোডিক কলেরা) ক্যাম্ফর যে প্রকার উপযোগী, আতিসারিক বিসূচিকায় রিসিনস সেই প্রকার ফলপ্রদ।

আতিসারিক ওলাউঠার ভেদ-বমন উদর-বেদনা সহকারে আরম্ভ হয় না, ভেদ-বমনের প্রাচুর্য্য অনুসারে ক্রমে ক্রমে উদর-বেদনা প্রকাশ পায়। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় * উদর বেদনা-বিহীন বিরেচন রিসিনস প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। উদর-বেদনা সংযুক্ত বিরেচনে ভিরেট্রম বা কুপ্রম উপযোগী। বিসূচিকার উপক্রমে বেদনার অভাব দ্বারা ইহাই জানা যায় যে কোন বিধান-তন্তুর উপদাহ বা আক্ষেপ বশতঃ রোগ উৎপন্ন হয় নাই। উহা সম্যক অনাক্ষেপিক ওলাউঠা। আক্ষেপিক বিসূচিকায় যেমন প্রথম হইতে পতনাবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্যাম্ফর বা ক্যাম্ফরের সমকক্ষ অন্য কোন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আতিসারিক বিসূচিকায়ও রিসিনস সেইরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। পতনাবস্থায় যদি বমন বা বিরেচন, অথবা বমন বিরেচন উভয়ই বিদ্যমান থাকে তবে অন্যান্য অবস্থায় যথেষ্টরূপে রিসিনস ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলে পতনাবস্থায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আতিসারিক বিসূচিকায় বিরেচন-লক্ষণেই ইহার প্রধান উপকারিতা দৃষ্ট হয়, স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সহকারী স্বরূপ অন্যান্য উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। রিসিনসের বিষ-ক্রিয়া সমধিক সুতীব্র হইলে আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে, কিন্তু অল্প পরিমাণে এরণ্ডবীজ সেবন করিলে বিষ-ক্রিয়ার তত তীব্রতা না জন্মিয়া অন্নাম্বুবৎ বিরেচন হইতে থাকে। বাস্তবিক রিসিনস ও জ্যাট্রোফার বিষ-ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ওলাউঠার ন্যায় অন্নাম্বুবৎ বিরেচন উৎপন্ন হয় না। এই নিমিত্ত অন্যান্য প্রকার বিসূচিকায়ও অন্নাম্বুবৎ বমন-বিরেচন প্রশমনার্থ সহকারী ঔষধ স্বরূপ রিসিনস ব্যবহার করা যায়। অপর, ওলাউঠা সহকারে জ্বর হইয়া পাণ্ডুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও রিসিনস উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠায় রক্ত-ভেদ হইতে থাকিলেও রিসিনস দ্বারা উপকার দর্শে, কিন্তু তৎসহ কুন্থন থাকিলে মার্ক-করো উপযোগী।

## ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রিসিনসের ব্যবহার।

(১) পূর্ব্বরূপাবস্থা।—আতিসারিক ওলাউঠার পূর্ব্বরূপ অবস্থার উদরাময়ে অন্য কোন বিশেষ ঔষধ জ্ঞাপক লক্ষণ না থাকিলে রিসিনস ব্যবহৃত হয়।

(২) বিকাশাবস্থা।—আতিসারিক বিসূচিকার বিকাশাবস্থায় জলবৎ বা অন্নাম্বুবৎ বিরেচন, তাহাতে কুমড়া-পচার ন্যায় ছিবড়া ছিবড়া পদার্থের বিদ্যমানতা; বিরেচন সহকারে কুন্থন বা পেট-বেদনার অবর্ত্তমানতা; ঘন ঘন বমন; উপর পেটে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা, এবং সেই বেদনার নাভী ও কুক্ষি পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ রিসিনসের লক্ষণ। উদর-বেদনাসংযুক্ত ওলাউঠায় ভিরেট্রম যেরূপ উপযোগী, উদর-বেদনা পরিশূন্য ওলাউঠায় রিসিনস তদ্রূপ উপকারী। বেদনাশূন্য বিরেচন রিসিনসের বিশেষ লক্ষণ। বিরেচন-কালে উদর-বেদনা ভিরেট্রমের বিশেষ লক্ষণ। অপর, ভিরেট্রমের বিরেচন হরিতাভ জলবৎ; রিসিনসের মল বর্ণহীন পরিষ্কার জলবৎ বা অন্নাম্বুবৎ। ছিবড়া ছিবড়া পদার্থ উভয় ঔষধ

জ্ঞাপক বিরেচনেই ভাসিতে দেখা যায়। অন্নাম্বুবৎ বমন-বিরেচনের প্রাবল্যের উপরই রিসিনসের বিশেষ অধিকার। **পতনাবস্থা**।—যদি পতনাবস্থায়ও অর্থাৎ রোগীর হিমাঙ্গ ও নাড়ী বিলোপ হইলেও বমন বা বিরেচন, কিম্বা বমন ও বিরেচন চলিতে থাকে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় যথোপযুক্ত পরিমাণে রিসিনস প্রয়োজিত না হইয়া থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া কোন ফল না দর্শিয়া থাকিলে পতনাবস্থায় আর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। ওলাউঠায় সচরাচর রিসিনসের তৃতীয় বা সষ্ঠক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্নাম্বুবৎ বিরেচন; প্রস্রাব-পরিশূন্যতা; স্বরভঙ্গ; নাড়ীর সূত্রবং ক্ষুদ্রতা; কপালে শীতল ঘর্ম্ম, শরীর শাখার শীতলতা ও আর্দ্রতা; অতিশয় অবসন্নতা; অত্যন্ত বমন-বিরেচন ও তৎসহ পতনাবস্থা; প্রস্রাব বন্ধের পর প্রস্রাব হইলে তাহাতে এল্বুমেন অর্থাৎ অণ্ডলালের বিদ্যমানতা; কখন কখন অবিরত মুখদিয়া জলউঠা; মনের অবসন্নতা; অর্দ্ধচৈতন্য; ঊর্দ্ধ-নেত্রতা; চক্ষের শুক্লমণ্ডলের রক্তবর্ণ; অশ্রুস্রাব; কর্ণনাদ; শিরোঘূর্ণন; শিরোবেদনা; উদরোপরি চাপানুভব; ব্যাকুলতা; অতি পিপাসা; অনন্তর জ্বরবোধ;—এই গুলি রিসিনসের প্রধান লক্ষণ।

**স্তন্যাভাব**।—স্তন্য-জনন বলিয়া এরণ্ড-পত্রের বিলক্ষণ খ্যাতি। ডাঃ টেইলার স্মিথ, রথ, গিলফিলান, উডবেরি প্রভৃতি চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া ইহার এই গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্তন-দুগ্ধ নিঃসারণার্থে এরণ্ড-পত্রের বাহ্য-প্রয়োগ হইয়া থাকে। একমুষ্টি পত্র চারি পাঁচ সের জলে জ্বালদিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে পনর কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত স্তন্যদায়িনীর স্তনদ্বয় প্রক্ষালন করিতে হয়, এবং সিদ্ধপত্রগুলি ছিঁড়িয়া শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত স্তনের উপর পাতলা করিয়া পাতিয়া রাখিতে হয়। যে পর্য্যন্ত না সন্তান চুষিলে দুধ বাহির হয় সে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎকাল পরে পরে এইপ্রকারে কাথ ও পত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক করে। ইহাতে সাধারণতঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যাহাদের একেবারেই সন্তান হয় নাই অথবা যাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্য দান করে নাই তাহাদের স্তন্য উৎপাদনার্থ একটু স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া করিতে হয়। যথা,—দুই তিন মুষ্টি এরণ্ড-পত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই স্ফুটিত কাথ অন্য উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া বস্ত্রাবৃত হইয়া জননেন্দ্রিয়ে ও ঊরুতে ভাপরা লইতে হয়। অনন্তর কাথ একটু শীতল হইলে তদ্দ্বারা ঐ সকল স্থান ধৌত করিতে হয়, তৎপরে কাথদ্বারা পূর্ব্ববৎ স্তনদ্বয় প্রক্ষালন ও হস্তদ্বারা অল্প অল্প মর্দ্দন, এবং পরিশেষে উপরোক্ত প্রকারে সিদ্ধপত্র প্রয়োগ করিতে হয়। দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন চারি বার এই প্রক্রিয়া করিলে স্তনে দুগ্ধ জন্মে ও সন্তান প্রচুর দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়। যেসকল স্ত্রীলোকের স্তন সুবিকসিত ও পীনোন্নত তাহাদেরই এতদ্দ্বারা সহজে স্তন্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্তন ক্ষুদ্র ও কুঞ্চিত থাকিলে জরায়ুতে ক্রিয়া দর্শে ও ঋতুস্রাব হয়। ঋতু-কাল দূরবর্ত্তী থাকিলে স্বাভাবিক

পরিমাণে, সন্নিহিত থাকিলে অধিক পরিমাণে রজঃ ক্ষরিত হইয়া থাকে। এরণ্ড-পত্রের তরল সার (ফ্লুইড একষ্ট্রাক্ট) বা অরিষ্ট (টিংচার) সেবন করিলেও স্তন্য-হ্রাসে বা স্তন্য-নাশে উপকার জন্মে। এসাফিটিডা সেবনেও অনেক সময় ঈদৃশ ফল দর্শে। ক্যাষ্টর অয়েল উষ্ণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন বা নিম্নক্রমে সেবন করিলেও স্তন্য স্রাব বিবর্দ্ধিত হয়। ডাঃ টেইলার স্মিথ্ যে সকল স্ত্রীলোককে এরণ্ডপত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই স্তনের স্ফীততা, দপদপ, বেদনা, কক্ষগ্রন্থির স্ফীততা, ও তথা হইতে বাহু পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি; প্রসবান্তিক বেদনার ন্যায় কটি-বেদনা; ও প্রদর-স্রাবের আধিক্য জন্মিয়াছিল; এবং স্তনের মস্তস্রাব দুগ্ধাকারে পরিণত ও ঋতু শীঘ্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

**রজোবিলোপ।**—রজ-নাশ বা রজ-হ্রাস রোগেও এরণ্ডপত্রের পূর্ব্ববৎ বাহ্যপ্রয়োগে উপকার দর্শে।

এরণ্ড-পত্রের তরল সার দুই বা চারি ঘণ্টা অন্তর দশ বা কুড়িবিন্দু মাত্রায়, অরিষ্ট তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়, এবং কাথ দুই আউন্স মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয়।

ডাঃ হেল বলেন যে ডাঃ হেরিং তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকেরা উল্লেখ করেন যে এরণ্ডপত্র মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের ক্ষত, চর্ম্মে বেদনাবিশিষ্ট পচ্যমান পীড়কা ও ব্রণ জন্মায় এবং অণ্ডকোষ ও গুল্‌ফের স্ফীততায়, অপিচ স্তব্ধতা সংযুক্ত বঙ্ক্ষণ-সন্ধির বেদনায় ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদে এরণ্ডপত্র বাতঘ্ন, কফ-নাশক, রক্ত-পিত্তের প্রকোপজনক এবং কৃমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বস্তি-শূল প্রভৃতির বৃদ্ধিবিনাশক বলিয়া উল্লেখিত আছে। এরণ্ডের নামান্তর বাতারি। ইহার মূল স্থানিকবাতে এদেশীয় কবিরাজেরা বিস্তর ব্যবহার করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে এরণ্ডমূল ও পত্র ভালরূপে পরীক্ষিত হইলে এই সকল গুণ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। ডাঃ হানসেন বেদনাশূন্য প্রায় অবিরত অতিসারে রিসিনসের উপকারিতা প্রমাণিত বলিয়া লিখিয়াছেন।

**সমগুণ।**—জ্যাট্রফা, ক্রোটন-টিগ, আইরিস, ভিরাট, আর্স, ইউফরবিয়া।

**বিষমগুণ।**—ব্রাইওনিয়া ও নক্সভমিকা।

# রোবিনা—ইয়্যালো লোকস্ট।

লিগুমিনোসী জাতীয় রোবিনা একেশিয়া বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। ইহার তরুণ পল্লবের সরস বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া আমাশয়ে রোবিনার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, এবং তদ্দ্বারা পরিপাক-প্রক্রিয়া সংরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত অম্লত্ব জন্মে, তাহাতে অতিশয় অম্ল বমন উৎপন্ন হয়, বাস্ত পদার্থ দাঁতে লাগিয়া দাঁত টক হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

রোবিনিয়া আমাশয়ের অম্লত্ব জন্মায় ও আরোগ্য করে। আমাশয়ের অম্লত্বসংযুক্ত সবমন শিরঃপীড়া, অম্লপিত্তসহকারে অগ্নিমান্দ্য, (বিশেষতঃ যখন উহা রাত্রিকালে প্রকাশিত হয়); দন্তহর্ষজনক, অত্যন্ত অম্ল, জলবৎ বমন; আধ্মান, উদর-বেদনা, ও মল-প্রবৃত্তি সহকারে আমাশয় ও উদরের স্ফীততা; কিন্তু মল-ত্যাগকালে প্রথমে কেবল বায়ু নিঃসরণ, তৎপরে কঠিন মল বহির্গমন; শিশুদিগের অম্ল মল ও অম্ল বমন;—এই সকল রোগে রোবিনিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে অম্লত্ব, বুকজ্বালা, চিত্তের অপ্রফুল্লতা, ও বাষ্পোদ্গার (ধুমা ঢেকুর) লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্যে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম ফলপ্রদ। রাত্রিতে উপস্থিত ও নিদ্রার ব্যাঘাতজনক অগ্নিমান্দ্যেও ইহা উপকারী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—অতিশয় অপ্রফুল্লতা; কোপনতা। **মস্তক**।—অবিশ্রান্ত অনুগ্র, গৌরব সংযুক্ত, অথবা দপদপকর, সম্মুখ ভাগের শিরঃপীড়া, সঞ্চালনে, ও অধ্যয়নে উহার বৃদ্ধি। **আমাশয়**।—অবিরত অত্যম্ল তরল পদার্থ উদ্গীরণ। বিবমিষা, তৎপরে অধিক পরিমাণে * তীব্র অম্ল তরল পদার্থ বমন, উহার সংস্পর্শে দন্তের অম্লত্ব। আমাশয়ের অম্লত্ব। আমাশয় ও উদরোর্দ্ধে তীক্ষ্ণ বেদনা। আমাশয়ে ও পিত্তাশয়-প্রদেশে জ্বালা। আমাশয়ে অনুগ্র, গৌরববৎ, অবিরাম বেদনাজনক যাতনা। বাতাধ্মান বশতঃ আমাশয় ও অন্ত্রের অতিশয় প্রসারণ; উগ্র উদর-বেদনা, ও অম্ল অতিসার। **মল**।—মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু কেবল বায়ু নির্গত হয়। পরিশেষে কঠিন মল পরিত্যক্ত হয়। পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ, জ্বালাকর মল বিশিষ্ট অতিসার। ০ শিশুদিগের অম্ল মল (ক্যাল্ক, পড, * রিউম)। **দেহ**।—০ শিশুর সমস্ত শরীরে অম্ল গন্ধ (* রিউম)।

**সমগুণ**।—ক্যাল্ক-কা, আইরিস, ম্যাগ-কা, পলস, * রিউম।

---

# লাইকোপস ভার্জ্জিনিকস—বিউগল উইড।

লেবিএটী জাতীয় লাইকোপস ভার্জ্জিনিকস নামক ওষধি মার্কিণখণ্ডে অনূপস্থানে উৎপন্ন হয়। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—হৃৎপিণ্ডেই লাইকোপসের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ডিজিটেলিসের সহিত এই ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ডিজিটেলিসের সংগ্রাহক গুণ, অর্থাৎ অল্প মাত্রায় সেবন করিতে করিতে সংগৃহীত হইয়া হঠাৎ অধিকমাত্রার ফলোৎপাদন লাইকোপসে নাই। লাইকোপসের মুখ্য ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা ও জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে, ধমনীতে রক্তের প্রচাপন হ্রাস হয়, সুতরাং সর্ব্বত্রই অশিথিলতার লাঘব হয়,

এবং এই প্রকারে, হৃৎপিণ্ডের অবসন্ন বল সংযুক্ত, উপদাহিতার অবস্থা উৎপাদিত হয়। গৌণতঃ এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের বিকৃত উত্তেজনা জন্মে এবং আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত ইহার ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত হইলে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও বিবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডে মুখ্য ক্রিয়ার ফলে সাধারণতঃ শরীরের সকল যন্ত্রে, বিশেষতঃ যকৃৎ, ফুসফুস, ও বৃক্ককে, শৈরিক রক্তের গতি স্থগিত হইয়া রক্ত সংযত হয়।

অধিকার।—হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা ও দুর্ব্বলতায়ই লাইকোপস বিশেষ ব্যবহার্য্য। কি হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া, কি আমবাতিক রোগ, কি শারীরিক দৌর্ব্বল্য, কি তাম্রকূটাদি উত্তেজক দ্রব্য সেবন, যে কারণেই এই উপদাহিতা ও দুর্ব্বলতার উৎপত্তি হউক, তাহাতেই এই ঔষধ উপযোগী। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অধিকতর ধীর, পূর্ণ ও নিয়মিত হয়। স্নায়বীয় উপদাহ অথবা হৃদ্রোগ জনিত হৃৎকম্পেও ইহা ফলপ্রদ। এই সকল রোগে লাইকোপস ডিজিটেলিসের সুন্দর অনুকল্প, এতদ্দ্বারা কাস ও ফুসফুসের উপদাহের সান্ত্বনা জন্মে এবং জ্বর ও অস্বাস্থ্যকর রক্তাধিক্য, ধমনীর ক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হৃৎকম্প, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা সহকারে যক্ষ্মার রক্ত-কাসেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। হৃদ্রোগ জনিত বহিরাগত-অক্ষিগোলক রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, এতদ্দ্বারা বহিরাগত চক্ষু ও হৃৎক্রিয়ার গোলযোগ উপশমিত হয়। রক্তাতিসার ও অতিসার; পার্শ্ব-বেদনা; আমবাত, স্নায়ু-শূল বা স্নায়ু-শূলসদৃশ বেদনা; প্রভৃতিতেও লাইকোপসের ব্যবহার হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বহুমূত্র।—স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকারজনিত বহুমূত্রে চিনি সংযুক্ত প্রচুর, পরিষ্কার মূত্রস্রাব; অতিশয় পিপাসা; অধিক শীর্ণতা; বায়ু-নলীর বিবর্দ্ধিত উপদাহ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশিষ্ট শ্বাস; হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা; লাইকোপসের লক্ষণ। ডাঃ হেল এক পাইণ্ট জলে এক আউন্স লাইকোপস ভিজাইয়া ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া উহার দুই ড্রাম মাত্রায় প্রতিদিন পাঁচবার সেবন করাইয়া কয়েক সপ্তাহে একজন রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। হৃদ্রোগ।—হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে আকুঞ্চনী বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ; সশব্দ ও সবল হৃৎ-ক্রিয়া; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; রক্তনিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস; হৃদ্স্পন্দনের সবিরামতা; বুক্কাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অধিকত স্পষ্টতা; আমাশয়ের মুখে সূচী-বেধবৎ বা দপদপকর বেদনা; আমাশয়-মুখে বহির্দ্দিকে বেদনাশূন্য প্রচাপন অনুভব; স্নায়বীয় উপদাহ জনিত হৃৎকম্প, তৎসহ সর্ব্বাঙ্গীন রক্তাধিক্য (প্লেথোরা); নিদ্রা হইতে জাগিয়া একটু শ্রম করিবামাত্র হৃৎপিণ্ডে যাতনা ও উহার শিখরদেশে সেই যাতনার অত্যন্ত স্পষ্টতা; ক্ষীণ, প্রচাপ্য নাড়ী; মূর্চ্ছাপ্রবণতা; হৃদ্রোগে এইগুলি লাইকোপসের লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া; ধাতুগত দুর্ব্বলতা সহকারে আমবাতিক পীড়া; হৃৎপিণ্ডের অবসাদক বা উত্তেজক দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি শারীরিক কারণে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা

ও উপদাহিতা জন্মিলে উচ্চক্রমে লাইকোপস ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার কারণ স্নায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিলে ইহা তত উপযোগী নহে। আবার, পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ কিম্বা যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্কাদি যন্ত্রের রোগজনিত সহানুভূতি বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া, অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য, ও বিবৃদ্ধিতেও গৌণতঃ লাইকোপস ব্যবস্থেয়। এই সকল হৃদ্রোগে এই ঔষধের নিম্নক্রম বা মাতৃকারিষ্ট উপযোগী। ডাঃ মার্সী লিখিয়াছেন যে হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকারজনিত রোগে আকুঞ্চনী ও দপদপকারিণী বেদনা, ও বহিরাগত চক্ষুসহ কাস লক্ষণে লাইকোপস উপকারী। ডাঃ ব্রাউন এই ঔষধের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ শততম ক্রম ব্যবহার করিয়া হৃৎপিণ্ডের আমবাতবৎ বেদনায় সুন্দর ফল দেখিতে পাইয়াছেন। এক এক মাত্রায় জল সহযোগে ইহার দ্বিতীয় দশমিক শক্তির তিন চারি বিন্দু ডিজিটেলিস বা রক্তমোক্ষণের উৎকৃষ্ট অনুকল্প। **গ্রেভেস ডিজিজ বা এক্সঅপথাল্মিক গয়টার।**—চক্ষুতারা বাহির হইয়া পড়া, হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ও স্পন্দন, উচ্চে উত্থানে, উত্তেজনায়, গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে, ও হৃৎস্পন্দনের বিষয় মনে করিলে সেই স্পন্দনের বৃদ্ধি; বিষম ও সবিরাম নাড়ী, হৃৎস্পন্দনের সহিত নাড়ীর অসাদৃশ্য; সম্মুখ কপাল এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ কপালে শিরঃপীড়া, সবলে চাপ প্রদানে উহার উপশম; স্বরযন্ত্রে আকুঞ্চন অনুভব; অল্প অল্প পাণ্ডুবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নীচে উত্তপ্ত বেদনা ও হাঁসফাঁস শব্দ; দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ সহকারে শ্বাসে আয়াস; হাতে কম্পানুভব; অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল বাতবৎ বেদনা, সূর্য্যাস্তকালে ও সায়াহ্নে উহার বৃদ্ধি, এই সকল লক্ষণে লাইকোপস ব্যবহার্য্য। **যক্ষ্মা।**—হৃৎপিণ্ডের অতিশয় উপদাহিতা, ও যৎসামান্য নড়িলে হৃৎকম্প; দ্রুত, দুর্ব্বল নাড়ী,—রক্তনিষ্ঠীবন, অতিশয় দুর্ব্বলতা, ক্ষুধাহীনতা ও অতিসার; এই ঔষধের লক্ষণ। **বাত।**—পেশীর বাতবৎ বেদনা, সেই বেদনার সন্ধি ও কণ্ডরা আক্রমণ; নড়িলে চড়িলে ও শীতল বাতাস লাগিলে বৃদ্ধি, ঘর্ষণে বা শীতল জল প্রয়োগে, অথবা অব্যবহিত উষ্ণতা প্রয়োগে অনুপশম, কিন্তু উষ্ণগৃহে বা উষ্ণ শয্যায় উপশম; হাঁচি; শ্বাস-কৃচ্ছ্র; কাস ও নিষ্ঠীবন; বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ের ন্যায় হাঁসফাঁস শব্দ ও গল-কোষের উপদাহ; হৃৎপিণ্ডের যাতনা ও হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে বাতের বেদনা; বিষম ও সবিরাম নাড়ী; সূর্য্যাস্তকালে বৃদ্ধি; এইগুলি লাইকোপসের লক্ষণ। **কোষ্ঠবদ্ধ।**—ডাঃ মার্সী বলেন যে এই ঔষধে বৃদ্ধদিগের যকৃতের ক্রিয়ার সহায়তা করে ও কোষ্ঠবদ্ধের উপশম জন্মায়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**চক্ষু।**—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার গোলযোগ সহকারে ০ চক্ষুর বহিরাগতি; হৃদ্রোগজনিত বহিরাগত অক্ষি-গোলক। বাম অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধদেশে অমুগ্র বেদনা। অক্ষি-গোলকে বেদনা সংযুক্ত চাপ (এলো, ব্যাপ্ট, সিমি)। **আমাশয়।**—আমাশয়-প্রদেশে সীমাবদ্ধ বেদনা ও সঙ্কোচন। উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা ও যাতনা সহকারে অজীর্ণতা। **মল।**—

পেটকামড়ানি ও পেট-ডাকুনিসহ অতিসার। ০ দুর্ব্বলীভূত হৃৎপিণ্ড বশতঃ পাণ্ডুরোগে অতিসার। কোষ্ঠবদ্ধ। **মূত্র-যন্ত্র**।—পায়ের শোথ সহকারে স্বল্প, গাঢ়, ও কর্দ্দমবৎ মূত্র। মূত্রে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা, এপিথিলিয়্যাল সেল ও অকজেলেট অব লাইমের বিদ্যমানতা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১২—১০২০। ০ মধুমেহ অর্থাৎ সশর্কর বহুমূত্র। **শ্বাস-যন্ত্র**।—শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; স্বরযন্ত্রে আকুঞ্চন অনুভব। ঈষৎ পাণ্ডুর নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। পর্শুকা-মধ্য-পেশীর বেদনা ( সিমি, রাণন, রোড, রস )। শ্বাস-ক্রিয়ায় কষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলে বেদনা। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে আকুঞ্চনকর বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ। হৃৎপ্রদেশের আমবাত সদৃশ বেদনা ও চিড়িকমারা বেদনা ( এক, ক্যালমিয়া, রস, স্পিজি )। বুকাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে হৃৎস্পন্দনের স্পষ্টতরতা। হৃৎপিণ্ডের গৌরব ও যাতনা। স্পর্শে হৃৎপিণ্ডের নাড়ীর স্পন্দন প্রায় অনুভূত হয়না ( ডিজি )। সপর্য্যায় নাড়ী ও মূর্চ্ছাকল্প শ্রান্তি সহকারে ( ডিজি ); এবং দ্রুত বেগে উপরে উঠিতে ( আর্স ); হৃৎপিণ্ডের অবসাদন। হৃৎপিণ্ডের শব্দের অস্পষ্টতা, সঙ্কোচন ও প্রসারণ। শব্দের সংমিশ্রতা। জাগরণান্তে, বারংবার বিরাম সহ আয়াসিত হৃদ্ক্রিয়া। হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও দ্রুত ক্রিয়া ( ডিজি )। ০ গোলযোগ ও সবলতা সংযুক্ত ক্রিয়া ( স্পিজি, ভিরে-ভিরি ); শয্যা হইতে কতিপয় পদ দূরে উহা শ্রুত হয় ; চক্ষুর বহিরাগতি। দ্রুত, সবিরাম ; ক্ষীণ, অসম সবিরাম ; প্রতি নিঃশ্বাসে দ্রুততাপ্রাপ্ত ; প্রায় অপ্রাপ্য ; অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল ; সঞ্চলন-কালে অসম, ও অতিশয় চাপ্য ; নাড়ী। **পৃষ্ঠ**।—ঘাড়ে, পৃষ্ঠে, ও কটিতে তরুণ আমবাতের ন্যায় বেদনা ( রস )। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—সমস্ত অঙ্গে তরুণ আমবাত সদৃশ বেদনা ( রস )। **দেহ**।—০ আমবাতবৎ বেদনা, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে উহার গতি ; বাম দিকে আবার প্রত্যাবৃত্তি ; প্রধানতঃ পেশী ও সন্ধিস্থল আক্রমণ ; এবং সঞ্চালনে, শীতল বায়ুতে, ও বেদনায়চিত্ত-সংযমে বিবর্দ্ধন। **উপচয়**।—একদিন পর একদিন বৃদ্ধি।

**সমগুণ**।—একন, ক্যাক্ট, * ডিজি, ক্যালমিয়া, স্পিজি, ভিরে-এল্ব।

# লাইনেরিয়াভলগারিস।

লাইনেরিয়া মূর্চ্ছাজিন্নায়। এজন্য হৃৎপিণ্ডমূলক মূর্চ্ছায় এই ঔষধে উপকার দর্শিতে পারে। "কোন পরিদৃশ্যমান কারণ ব্যতীত মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছা" ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসায় কোন ঔষধের উপকারিতা সুনিশ্চিত করা একটু কঠিন ব্যাপার। কারণ, এই রোগে সচরাচর রোগী ঔষধের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ংই সত্বর চৈতন্য লাভ করে। সুতরাং ঔষধে কোন ফল-দর্শিল কি না তাহা বুঝা যায় না। তবে যাহাদের মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার আক্রমণ উপস্থিত হয় তাহাদের রোগ আবেশকালে উপশমিত ও একেবারে নির্ম্মুক্ত

হইলে ঔষধের ফলবত্তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অপর, লাইনেরিয়া অবিরত মূত্র-স্রাব জন্মায় ও আরোগ্য করে। পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ ও তজ্জন্য রাত্রিতে উঠিবার প্রয়োজনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

# লাইসিন-হাইড্রোফোবিন

ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—রক্ত বিষাক্ত করিয়া স্নায়ুমণ্ডলেই লাইসিনের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। গলায় স্নায়ুগুলিই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত ও আক্ষিপ্ত হয়।

**অধিকার।**—অস্থিরতা। প্রলাপ। রোষ। * পুরাতন শিরঃপীড়া; কপালে প্রচাপন ও রন্ধ্রকরণবৎ বেদনা, রোগীর জলের স্রোত দর্শন সহ্য হয় না। বদনের পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন। হনুস্তম্ভ। গলার জ্বালাকর বেদনা। তরল পদার্থ পানে গলার আক্ষেপ। তরল পদার্থে, বিশেষতঃ জলে অরুচি। পিপাসা কিন্তু জলপান করিতে পারা যায় না। * গর্ভাবস্থায় জল-ঢালার শব্দে টঙ্কারের উৎপত্তি।

**প্রধান-প্রধান লক্ষণ।**—মন ও মস্তিষ্কাদি।—সুথিত প্রকৃতি; বিবমিষা; অস্থিরতা, প্রলাপ; রোষ, সুপ্তি। ভ্রমি; জড়তা; মস্তক-ঘূর্ণন। উত্তেজিত অবস্থা; নিদ্রা যাইতে পারা যায় না, স্পষ্ট স্বপ্ন। ত্বক্।—চর্ম্মে তুড়তুড়ি ও কণ্ডূয়ন। কপালে ও মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচ্যমান ব্রণ। দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখা।—দুর্ব্বলতা; অবসন্নতা; গাত্রে, বিশেষতঃ সন্ধি-স্থানে মৃদু মৃদু অবিরাম বেদনা। বামপার্শ্বে বেদনা; বক্ষঃস্থলে, নিতম্বে, ও পৃষ্ঠাদিতে বেদনা। নিতম্ব হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত বেদনা; বাহুদ্বয়ে অবশতা; সন্ধিতে বেদনা। মস্তক।—মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়; কেশের অতিশয় শুষ্কতা; কেশাবৃত শিরোভাগের সমধিক অনুভূতি। শিরঃপীড়া,—কপালে ও শঙ্খদ্বয়ে রক্তসঞ্চয় জনিত প্রচাপন ও রন্ধ্রকরণবৎ বেদনা। চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ; ব্যথিততা; দুর্ব্বলতা। কর্ণ।—কর্ণে রক্তের প্রধাবন। মড়মড় শব্দ। নাসিকা।—বেদনা; হাঁচি; রক্ত-পাত। বদন।—পাণ্ডুরতা, পীতবর্ণ; পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন। হনুদ্বয়ে বেদনা; আক্ষেপ, হনু-স্তম্ভ। স্নায়ুমণ্ডল।—অতিশয় বিকৃত উত্তেজনা, তৎপরে অবসন্নতা। আক্ষেপ; টঙ্কার; ধনুস্তম্ভ; পক্ষাঘাত। রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র।—হৃৎপিণ্ডে বেদনা; রক্তের বিষদুষ্টতা। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের বেদনা ও আক্ষেপ শ্বাস-ক্রিয়ায় আয়াস, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-ত্যাগ। বক্ষঃস্থলের বেদনা ও ভার। পরিপাক-যন্ত্র।—মুখমধ্য।—অধিক থুথু-ফেলা; দাঁত-বেদনা; মাড়ীতে ও জিহ্বায় বেদনা; গল-মধ্যের প্রদাহ, তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে আক্ষেপ। ক্ষুধায় পরিবর্ত্তনশীলতা; পিপাসা, কিন্তু জল গিলিতে পারা যায় না। আমাশয়।—বিবমিষা, বমন; পেট-ডাকা; প্রচাপনবৎ বেদনা। উদর।—স্পর্শ-দ্বেষ; জ্বালা ও প্রচণ্ড বেদনা, যকৃদ্দেশে স্পর্শ-দ্বেষ।

মল।— স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর নরম মল; প্রাতঃকালে অতিসার। মূত্র-যন্ত্র।— মূত্রাশয়ের দ্বারাবরক-পেশীতে বেদনা; মূত্র-ত্যাগান্তে জ্বালা। প্রচুর, অপ্রগাঢ় বর্ণ; কপিশ, আবিল; মূত্র।—জনন-যন্ত্র।—( পুং ) অবসাদ; ধ্বজভঙ্গ; অণ্ডকোষে বেদনা। ( স্ত্রী ) নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে ঋতু; জরায়ুতে বেদনা; কুন্থনবৎ যাতনা; আঠা আঠা প্রদর। উপচয়।—প্রাতে বৃদ্ধি। উপশম।—শীতল বায়ুতে উপশম।

বিশেষ লক্ষণ।—* * জল-ঢালা বা প্রবাহিত জল দেখিলে অথবা উহার শব্দ শুনিলে সমুদয় পীড়ার উপচয়। জলাতঙ্ক রোগ বা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের আতঙ্ক; উন্মাদ জন্মিবার আশঙ্কা। সন্তব্রণের ( উণ্ডের ) ঈষৎনীল বিবর্ণ ( ল্যাক )। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি জনিত পীড়া। মনোভাব বা বিরক্তিজনক অপ্রিয় সংবাদে সর্ব্বদা রোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি। * * সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায় না ( জেল, গ্লন, ল্যাক, ন্যাট )। অত্যুজ্জ্বল বা প্রতিফলিত আলোক ও জল বা দর্পণ দর্শনে; কোন প্রকার তরল পদার্থের বিষয় চিন্তা করিলে, এবং অত্যল্প সংস্পর্শে বা বায়ু-প্রবাহে; আক্ষেপের উৎপত্তি। উন্মত্ত ও অনুন্মত্ত কুকুরের দংশন বশতঃ শিরঃপীড়া; মনোবিকার বা মানসিক পরিশ্রমজনিত পুরাতন শিরঃপীড়া; * প্রবাহিত জলের শব্দে অথবা উজ্জ্বল আলোকে উহার বৃদ্ধি। মুখে ও গলায় দুশ্ছেদ্য, রজ্জুবৎ, আঠা আঠা, ফেনিল লালা; অবিরত থুথু-ফেলা ( হাইড্রা )। গলা-বেদনা, সতত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি ( ল্যাক-ক্যান, মার্ক )। গিলিতে কষ্ট; এমন কি তরল পদার্থ গিলিতে গল-নলীর আক্ষেপ; জলগিলিতে মুখ-রোধ। * প্রবাহিত জল দর্শনে অনবরত মূত্র-প্রবৃত্তি ( ক্যাস্থ, সলফ ); চিনিসংযুক্ত, স্বল্প, আবিল মূত্র। কন্দ; বহুবৎসরের রোগ-গ্রস্তা অনেক রোগিণীর আরোগ্য লাভ। অপত্য-পথের অতিশয় অনুভূতি, তজ্জন্য রমণ-ক্রিয়ায় যাতনা। * জলের দর্শনে বা শব্দে; উজ্জ্বল প্রখর আলোকে ( ষ্ট্রাম ); ও শকটারোহণে ( কক ) বৃদ্ধি।

সমগুণ।—হাইড্রোফোবিয়া রোগে, বেল, ক্যান্থ, হাইও, ও ষ্ট্রামোর সহিত হাইড্রোফোবিনের তুলনা হয়।

# লেপিস এল্বস।

লেপিস এল্বস ঈষৎ উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ একপ্রকার শৈল। জর্ম্মণ দেশের গ্যাষ্টিন নগরের খনিজ পদার্থ মিশ্রিত উৎসের জলে ডাঃ গ্রবোল প্রথমে এই শৈল দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নির্ঝরের জলপানে যক্ষ্মা, গণ্ডমালা, ও কর্কট রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত ছিল। ভন গ্রবোল এই শৈলই সেই নির্ঝরের জলের ভৈষজ্য গুণের কারণ মনে করিয়া উহার খানিকটা বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করেন। তিনি পরীক্ষায় ষষ্ঠশক্তির বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষায় আমাশয়ের উর্দ্ধ ও নিম্ন মুখে, এবং স্তনে ও জরায়ুতে

জ্বালা ও হুলবেধবৎ যাতনা; কর্কট ও অন্যান্য ক্ষতের বৃদ্ধি; ফলক-গ্রন্থির স্ফীততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। গ্রবোলের আবিষ্কারের পূর্ব্বে বোষ্টন নগরের ডাঃ বেলোস ইংলণ্ডের ডার্বিসায়ারের জলেও ফ্লোরিণ, লাইম ও সাইলেক্স সমবেত এই শৈল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং এই শৈল রেণু মিশ্রিত জল পানই তথাকার গলগণ্ড ও গণ্ডমালার প্রাবল্যের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ডাঃ হেল বলেন যে কালিফর্ণিয়ার কোন কোন নির্ঝরেও এই শৈলের রেণু ভাসমান আছে। কর্কট ও অন্যান্য দুর্দ্দম্য ক্ষত আরোগ্য হয় বলিয়া এই সকল নির্ঝরের জলেরও বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। গ্রবোল বলেন যে এই ঔষধে বিমুক্ত কর্কট আরোগ্য হয় না; কিন্তু গণ্ডমালা ধাতু দোষ জনিত অমুক্ত কর্কটে উপকার দর্শে। অনেকগুলি জরায়ুর কর্কট রোগ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাদের পূর্ব্বে সবিরাম জ্বর, বা ম্যালেরিয়া জনিত অন্য কোন রোগ ছিল তাহাদিগকে এই ঔষধ দিতে নিষেধ করেন। কারণ এতৎসেবনে পুনরায় সেই সকল রোগ উপস্থিত হয়। বসাময় অর্ব্বুদ, মাংসল অর্ব্বুদ, গ্রন্থিলও সৌত্রিক অর্ব্বুদ; অবিমুক্ত অর্থাৎ ক্ষতপরিশূন্য কর্কটার্ব্বুদ প্রভৃতি অর্ব্বুদ রোগেও লেপিস এল্বস ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। ডাঃ হানসেন লিখিয়াছেন যে আমাশয়ের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন মুখের, এবং জরায়ু ও স্তনের জ্বালাকর ও সঞ্চরমান বেদনা; গল-গ্রন্থির স্ফীততা; গলগণ্ড; স্তনের অর্ব্বুদ; চক্ষুর প্রচ্ছন্ন ছানি প্রভৃতিতেও এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। এই ঔষধের বিচূর্ণই প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভন গ্রবোল ইহার ষষ্ঠ দশমিক জলীয় দ্রব-ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন। ডাঃ মার্সী এই ঔষধের তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ দ্বারাই চিকিৎসা আরম্ভ করা ভাল মনে করেন।

# ল্যাক ডিফ্লোরেটম।

ল্যাক ডিফ্লোরেটম মথিত গোদুগ্ধ। ইংরেজীতে ইহাকে স্কিম্ড মিল্ক বলে। বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় এই দুগ্ধ ঔষধ ও আহার স্বরূপ বিস্তর ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ প্রথমে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ও রাত্রিতে আধসের পরিমাণে স্কিম-মিল্ক পান করিতে হয় এবং শ্বেতসারবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও চিনি সেবন পরিত্যাগ করিতে হয়। অনন্তর মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ চারি পাঁচ সের পর্য্যন্ত পান করা আবশ্যক করে। ডাঃ ডনকিন বলেন যে বহুমূত্র রোগে মথিত দুগ্ধ পান করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে উপযোগী মাত্রায়, নির্দ্ধারিত পরিমাণে, নিয়মিত সময় অন্তর সেবন করিতে হয় এবং অল্প বা অধিককাল পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রকার আহার গ্রহণ করিতে হয় না। ইহা সেবন কালে মাংস বা অন্যবিধ যবক্ষারজান বিশিষ্ট (নাইট্রোজিনস্) খাদ্যদ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ। খাইলে ইহার ভৈষজ্যগুণ বিনিষ্ট হয়। যথানিয়মে ও যথারীতিতে এই ঔষধ সেবন না করিলে

এতদ্দ্বারা রোগারোগ্যে সফলতা লাভ করা যায় না। এতদ্দেশে কবিরাজেরা কেবল দুগ্ধ পথ্য দিয়া শোথ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ বৃক্কক ও উহার নিঃস্রবে স্কিম মিল্কের কতকটা ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। বহুমূত্রে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত কেবল স্কিম-মিল্ক পান করা হইলে পর রোগী ক্রমে ক্রমে মাংস ও ভুসির রুটী প্রভৃতি আহার গ্রহণ করিতে পারে। বহুমূত্রে মথিত দুগ্ধ সেবনে মূত্রের পরিমাণ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ল্যাক ডিফ্লোরেটম হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিতও হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মস্তকের সম্মুখভাগে অবস্থিত তীব্র শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। দপদপকর বেদনা, এবং তৎসহকারে বিবমিষা, বমন, ও অত্যন্ত দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। কটিদেশে বেদনা; হস্তাঙ্গুলীর শীতলতা; অগ্নির নিকটেও সর্ব্বশরীরের তুষারবৎ শীতলতা; কম্পপরিশূন্যতা; অতিশয় পিপাসা, এক একবার অধিক পরিমাণে জলপানের ইচ্ছা; জলবৎ প্রভূত মূত্র অথবা স্বল্প, প্রগাঢ় বর্ণের মূত্র; উত্তানাবস্থা হইতে উত্থানকালে ঘূর্ণিতবৎ শিরোঘূর্ণন; উদরের স্ফীততা; ল্যাক ডিফ্লোরেটমের অতিরিক্ত লক্ষণ। রক্তহীনা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ডাঃ লিলিয়েন্থাল লেখেন যে অগ্নির নিকটেও শরীরের তুষারবৎ শীতলতা সবমন শিরঃপীড়ায় এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

নৈরাশ্য; বাঁচিয়া থাকিতে যত্নশূন্যতা মৃত্যুর ভয় নাই কিন্তু মরিতে যাইতেছে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা। * আমেরিকার সবমন শিরঃপীড়া।—প্রাতে উঠিবার পর কপালে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারণ (ব্রাই); * দারুণ দপদপ, বিবমিষা, বমন, * দৃষ্টিহীনতা ও দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ (ইপিজি, আইরিস, স্যাঙ্গ); গোলমাল, আলোক ও সঞ্চালনে (ম্যাগ-মি. সিলি); এবং ঋতুকালে (ক্রিয়ো, সিপি) বৃদ্ধি; অতিশয় অবসন্নতা; প্রচাপনে, ও কষিয়া মাথা বাঁধিলে (অর্জ্জ-না, পলস) হ্রাস; বর্ণশূন্য প্রভূত মূত্র। গুল্ম-বায়ু-গোলক (গ্লোবঃস হিষ্টিরিকঃস)।—আমাশয় হইতে গলায় যেন একটা বড় গোলা উঠিতেছে এরূপ অনুভব, এবং উহাতে শ্বাস-রোধের উৎপত্তি (এসাফ, কালমিয়া)। বমন।—নিরন্তর বমন, আহারের সহিত উহার সম্বন্ধশূন্যতা; প্রথমে অপরিপাচিত, অত্যম্ল ভুক্তদ্রব্য, অনন্তর তিক্ত জল বমন; গর্ভাবস্থার বমন (ল্যাক্ট-এসি, সোরি)। কোষ্ঠবদ্ধতা।—নিষ্ফল মল-বেগ (এনাক, নক্স); শুষ্ক ও শক্ত বিষ্ঠা (ব্রাই, সল); * বৃহৎ শক্ত মল, অতিশয় কুন্থন, উহাতে গুহ্যদ্বারের বিদারণ; * * ক্রন্দনজনক যাতনা। ঋতু।—বিলম্বিত ঋতু; * শীতল জলে হাত রাখাতে ঋতু-বিলোপ (কোনা); * ঋতুকালে এক গ্লাস দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরবর্ত্তী ঋতু-কাল পর্য্যন্ত রজ-স্রাবের বিলুপ্তি। অতিশয় অস্থিরতা, * নিদ্রাহীনতা বশতঃ দীর্ঘকালব্যাপী অত্যন্ত যাতনা (কক, নাই-এসি)। কিছু করা হউক বা না হউক সম্পূর্ণ অবসন্নতা অনুভব; হাঁটিবার সময়

অতিশয় ক্লান্তি। অনুভূতি।—আবৃত থাকিলেও যেন শীতল বায়ু গায় লাগিতেছে; চাদর যেন আর্দ্র রোগিণীর এপ্রকার অনুভব। শোথ।—যান্ত্রিক হৃদ্রোগ; পুরাতন যকৃদ্রোগ; এবং অনেক দূর বিবর্দ্ধিত এলবুমিনুরিয়া হইতে উৎপন্ন; ও সবিরাম জ্বরের পরবর্ত্তী; শোথ। স্থৌল্য বা মেদ-রোগ, মেদের অপকৃষ্টতা প্রাপ্তি।

# ল্যাক ক্যানাইনম।

ল্যাক ক্যানাইনম কুকুরের দুগ্ধ। স্নায়বীয়, অস্থির, ও অত্যন্ত অনুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ এক মাত্রায়ই এই ঔষধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে। ইহার গল-লক্ষণগুলির সদৃশ ঔষধ সম্ভবতঃ ভৈষজ্য-তত্ত্বে আর নাই।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডিপথিরিয়া।—গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ডিপথিরিয়া; তালু-মূলে শুভ্রবর্ণ ক্ষত, তালুমূল ও গল-গহ্বরে পীতাভ ধূসরবর্ণ দধির ন্যায় অথবা * শুক্তির ন্যায় কৃত্রিম ঝিল্লী; পৃষ্ঠে, মস্তকে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা; লেপাবৃত জিহ্বা; শীত, তৎপরে উত্তাপ, অধিক লালা নিঃসরণ, তদ্দ্বারা বালিসের সিক্ততা; অবিরত নিগীরণ-প্রবৃত্তি; অধিক মূত্রস্রাব; গভীর বা স্বল্প অবসাদ, আহারগ্রহণের সামর্থ্য; বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে রোগের আরম্ভ; অথবা একবার দক্ষিণ একবার বামপার্শ্বে উপস্থিত, ঝড়বৃষ্টির সময় উপচয়; শ্বাসের ভগ্ন ক্রুপরোগবৎ, অনেক সময় অনুনাসিক শব্দ, কেবল মুখদিয়া শ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি; নাসিকার একপার্শ্বের অবরুদ্ধতা, অপর দিক দিয়া পাতলা শ্লেষ্মা বা পাতলা রক্ত নিঃসরণ; গল-কোষের প্রদাহ ও সেই স্থানের সমগ্র উপত্বকের বিনাশ; আঠা আঠা লালা; * ক্ষতের রূপার ন্যায় উজ্জ্বলতা; গিলিবার সময় কণ্টক-বেধ ও কর্ত্তনবৎ যাতনা, উহার কর্ণ পর্য্যন্ত গতি; শ্বাসের দুর্গন্ধ; হস্তের তালুকার উত্তপ্ততা; সর্ব্বদা অবস্থান-পরিবর্ত্তনের আবশ্যতা। এই সকল লক্ষণে নিউইয়র্ক নগরের একজন চিকিৎসক এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। ফ্যারিংটন বলেন যে ডিপথিরিয়া রোগে ল্যাকক্যানাইনমের ল্যাকেসিসের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। রেইসিগ, বেয়ার্ড, সোয়ান প্রভৃতি আমেরিক চিকিৎসকগণও ডিপথিরিয়ায় ইহার উপকারিতা সপ্রমান করিয়াছেন। জরায়ুর রক্তস্রাব।—উজ্জ্বল লোহিত, রজ্জুবৎ, * অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত, সবেগে নির্গত ও সহজে সংযত রক্ত; ভগ হইতে যেন সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অবিরত আবেগজনক বেদনা। প্রসবান্তিক বেদনা।—উরুদ্বয় পর্য্যন্ত সঞ্চরমান প্রসবান্তিক বেদনা। প্রসবের পরবর্ত্তী স্তন-প্রদাহেরও ইহা প্রতিষেধক। সন্ধ্যাকালে ও যৎসামান্য সংঘর্ষে বৃদ্ধি ও অনধিক প্রদাহ ইহার লক্ষণ। রজোরোগ।—অতিরিক্ত

ঘনঘন অধিক রজস্রাব, উজ্জ্বল লোহিত, দড়িদড়ি রক্ত; রজ-কৃচ্ছ্র, উদরে বস্ত্রের ভারে পর্য্যন্ত অনুভবাধিক্য; যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণ। ডিম্বাশয়ের রোগ।—( ঋতুকালে ) ডিম্বাশয় ও জরায়ু-প্রদেশে উত্তাপ। ঋতুর পূর্ব্বে ডিম্বাশয়ের, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহিত ও রক্তসঞ্চিত অবস্থা এবং ডিম্বাশয়ের অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ ও অনুভবাধিক্য, তজ্জন্য সকল প্রকার সঞ্চলনে ও অবস্থানে, এমন কি শ্বাস ছাড়িতে পর্য্যন্ত যাতনা। স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনার পর গ্রন্থির বিবর্দ্ধন; গণ্ড-মালাগ্রস্ত বালকদিকের অপচ্যমান স্ফীততা। তালুমূল-প্রদাহ।—গল-মধ্যের প্রায় নিকটে তালুমূলের প্রদাহ ও অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ, আরক্ততা ও উজ্জ্বলতা, গল-মধ্য ও গল-গহ্বরের পরিশুষ্কতা; হনু-নিম্নগ্রন্থির স্ফীততা। এই সকল রোগে ডাঃ লিলিয়েন্থাল ল্যাক-ক্যান ব্যবহারের বিধি দেন। ওজিনা।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে উপদংশ জনিত ওজিনা ও এঞ্জাইনা রোগে মুখের কোণ ও নাসিকার পার্শ্ব বিদারিত হইলে এই ঔষধে উক্ত রোগদ্বয় আরোগ্য হয়। স্তন-দুগ্ধ।—স্তনে দুগ্ধ শুকাইয়া ফেলিবার জন্য প্রায় সকল রোগিণীর পক্ষেই এই ঔষধ উপকারী ( এসাফ।—স্তন-দুগ্ধের পুনরুৎপত্তি বা বিবর্দ্ধণার্থে, ল্যাক-ডি )।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* * অতিশয় বিস্মৃতি, * অন্যমনস্কতা, দ্রব্যাদি কিনিয়া তাহা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া ( এগ্নস, এনাকা, কষ্ট, ন্যাট )। লিখিতে অতিরিক্ত অধিক কথা ব্যবহার করা অথবা প্রকৃত কথাগুলি ব্যবহার না করা; শব্দের শেষ অক্ষর বা অক্ষরগুলি ফেলিয়া যাওয়া, পাঠ বা অধ্যয়ন করিতে মনোনিবেশ করিতে না পারা; অতিশয় স্নায়বীয়তা ( বোভ, গ্রাফ, ল্যাক, ন্যাট-কা, সিপি )। নৈরাশ্য; রোগিণী মনে করে যে তাহার রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইবেনা; তাহার কোন আত্মীয় স্বজন জীবিত নাই; তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই; যে কোন মূহুর্ত্তে সে অশ্রুপাত করিতে পারে ( এক্ট, অর, ক্যাল্ক, ল্যাক )। কোপনতা, খিটখিটে স্বভাব; শিশু সকল সময়েই, বিশেষতঃ রাত্রিতে ক্রন্দন ও চিৎকার করে ( জ্যালা, নক্স, সোরি )। একাকী থাকিতে ভয় ( কালী-কা ); মৃত্যু-ভয় ( আর্স ); উন্মাদ হইবার আশঙ্কা ( বোরা )। সৎসামান্য উত্তেজনায় ক্রোধের, অভিশাপের ও শপথের আবেশ ( লিলি, নাই-এসি ); দারুণ কুৎসিততা; ঘৃণাপূর্ণতা। মস্তকাদি।—প্রত্যেক বস্তু এত কৃষ্ণবর্ণ দেখায় যে উহা হইতে আর অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারেনা ( লাই, পলস )। গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহকারে মস্তকের প্রতিশ্যায়। এক নাসা-রন্ধ্রের অবরুদ্ধতা, অন্য নাসা-রন্ধ্রের বিমুক্ততা ও স্রাব নিঃসরণ; এই অবস্থার পর্য্যায়শীলতা; স্রাবের বিদাহিতা; নাসিকা ও ওষ্ঠের অবদরণ ( এরম, সেপা )। ডিপথিরিয়া ও টন্সিলাইটিস; * এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে লক্ষণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন। ঋতু সহকারে গলা-ব্যথা ও কাসের আরম্ভ ও শেষ; ও কাসের আরম্ভ ও শেষ; গলার শ্বেত বা পীতবর্ণ তালীর মত স্থান; বেদনার কর্ণ পর্য্যন্ত

সঞ্চরণ। গল-মধ্যের বহির্দ্দিকে স্পর্শ-দ্বেষ ( ল্যাক ); খালি ঢোক গিলিলে উহার বৃদ্ধি ( ইগ্নে ); অবিরত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি, উহাতে * ব্যথিততা, প্রায় অসাধ্যতা ( মার্ক ); * বেদনার কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারণ ( হিপ, কালী-বাই ); বামপার্শ্বে আরম্ভ ( ল্যাক )। ডিপথিরিয়ার কৃত্রিমঝিল্লীর, উপদংশের ও ক্ষতের * * উজ্জ্বল, চিক্কণ আকৃতি। **পরিপাক-যন্ত্র**।—অতিক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধার পরিতৃপ্তি জন্মেনা; আহারের পূর্ব্বেও যেমন ক্ষুধা পরেও তদ্রূপ ক্ষুধা ( ক্যাস্ক, ক্যাল্ক, সিনা, লাই, ষ্ট্রন )। উদরোর্দ্ধ দেশে নিমগ্নতা; * আমাশয়ে দুর্ব্বলতা। **জনন-যন্ত্র**।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে; অতি প্রভুত পরিমাণে; প্রবল-প্রবাহে, উজ্জ্বল লোহিত, আঠা আঠা, রজ্জুবৎ রজ-নিঃসরণ ( মলিন কাল, রজ্জুবৎ রজঃ, ক্রোক ); স্তনদ্বয়ের স্ফীততা, ব্যথিততা, এবং ঋতুর পূর্ব্বে ও তৎকালে অতিশয় অনুভূতি ( কোনা )। অপত্য-পথ হইতে বায়ু-নিঃসরণ ( ব্রোম, লাই, নক্স-ম স্যাঙ্গ )। স্তনের প্রদাহ ও বেদনা; অত্যল্প সংঘর্ষে ও সন্ধ্যার প্রক্কালে উহার বৃদ্ধি; * সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে স্তনদ্বয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হয় ( ব্রাই )। কোন অপরিজ্ঞাত কারণে স্তন্য-দান কালে দুগ্ধের বিলোপ ( এসাফ )। স্পর্শে, উপবেশন-কালে প্রচাপনে, অথবা হাঁটিবার সময় ঘর্ষণ লাগিয়া সহজে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ( সিনে, কফ, মিউর, প্লাট )। **দেহ ও অঙ্গ**।—বাম পার্শ্বে শয়নে হৃৎকম্পের প্রাবল্য, দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে লাঘব ( ট্যাব )। হাঁটিবার সময় বোধ হয় যেন শূন্যে হাঁটা যাইতেছে; শয়ন-সময় বোধহয় যেন শয্যা স্পর্শ করা যাইতেছেনা ( এসার )। নিদারুণ, অসহ্য, ত্রিকাস্থি-প্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে-অবস্থিত, দক্ষিণ নিতম্ব হইতে দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ-স্নায়ু ( সায়েটিক নার্ভ ) পর্য্যন্ত প্রসারিত; বিশ্রামে ও বিশ্রামান্তে প্রথম সঞ্চালনে বিবর্দ্ধিত; পৃষ্ঠ-বেদনা ( হ্রুঃস ) মস্তিষ্কের ভূমিদেশ হইতে কোকিল-চঞ্চু-অস্থি পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশের অবিরাম বেদনা, * স্পর্শে বা প্রচাপনে উহাতে অতিশয় অনুভূতি ( চিনি-সল, ফস, জিঙ্ক )। লক্ষণের স্থান-পরিবর্ত্তন-শীলতা, বেদনার একস্থান হইতে অন্য স্থানে সতত সঞ্চরণ ( কালী-বা, পলস্ ); * কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিবস পরে পরে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে গতি।

**সমগুণ**।—এপিস, কোনা, মিউরেক্স, ল্যাক, কালী-বাই, পলস, সিপি, সলফ।

# ল্যাক্টুকা ভিরোসা—লেটিউস ওপিয়ম।

কম্পোজিটি জাতীয় এই ওষধি ইউরোপে জন্মে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলে প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া নাড়ীর বল ও দ্রুততার লাঘব জন্মে, এবং নিদ্রা উৎপন্ন হয়; কিন্তু ওপিয়মের ন্যায় এতদ্দ্বারা মস্তিষ্ক কিম্বা রক্ত-

সঙ্কলনের উত্তেজনা জন্মে না। গৌণতঃ ল্যাক্টুকার ক্রিয়ায় পরিপোষণ-যন্ত্র-মণ্ডল ও শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হয় এবং তদনুরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, কিন্তু চিকিৎসা-কার্য্যে এই সকল লক্ষণের অল্প কয়েকটীর মাত্র সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

**আময়িক প্রয়োগ।**—প্রেক-বিদ্ধবৎ তীব্র কপাল বেদনা ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার আনুষঙ্গিক নিদ্রালুতা সংযুক্ত, কোন প্রকার যকৃতের রক্তসঞ্চয়ে ও ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয়ে ডাঃ হিউজের মতে এই ঔষধ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। প্রতিশ্যায় জনিত স্বরযন্ত্র-প্রদাহ ও বায়ু-নলী-ভূজ-প্রদাহে নিম্নোক্ত লক্ষণে ল্যাক্টুকার উপকারিতা লক্ষিত হইয়াছে। হুপশব্দ কাস ; বক্ষঃস্থলের শোথ ; ও হৃৎশূলেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে হৃৎপিণ্ডের নিকটে ভয়ঙ্কর শ্বাস-রোধ অনুভব এবং তজ্জন্য নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করা ল্যাকেসিসাদি ঔষধের ন্যায় লাক্টুকারও হৃল্লক্ষণ।

**মন।**—বদ্ মেজাজ ; বিরক্ত-চিত্ততা, ক্ষণরাগিতা। মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি ; মনের বিশৃঙ্খলা ; চিন্তা শক্তির লাঘব ( জেল, * নক্স, * ফস-এসি )। **মস্তক।**—মস্তকে বিশৃঙ্খলা ; শিরোঘূর্ণন। অনুগ্র শিরঃপীড়া। **চক্ষু।**—* চক্ষুর তারা অতিশয় প্রসারিত ( * বেল, * ষ্ট্রাম )। **আমাশয়।**—আমাশয়ে ঈষৎ বেদনা সহ পশ্চাদ্দিকে আমাশয় গহ্বরের আকুঞ্চন ; প্রচাপনে উহার উপচয়। আমাশয়ে উষ্ণতা অনুভব, তৎসহকারে গলা পর্য্যন্ত উত্থিত বিবমিষা; ও জিহ্বা-মূলে বিরস আস্বাদ, অনন্তর শীঘ্রই উহার আমাশয় ও গলার তুষার সদৃশ শীতলতায় পরিণতি। আমাশয়-গহ্বরে অশিথিলতা, তৎপরে হৃদগ্রের প্রকৃত উৎকণ্ঠা। **উদর।**—উদরে, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণদিকে পূর্ণতা অনুভব, তজ্জন্য শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা ; ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে বায়ু নিঃসরণে উহার উপশম। **মূত্র যন্ত্র।**—মূত্রের বিবর্দ্ধিত নিঃস্রব ( এম্ব্রা, ফস-এসি ) **শ্বাস-যন্ত্র।**—* অবিরত আক্ষেপিক কাস, বুক যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা ; সর্ব্বদা গল-গহ্বরে একপ্রকার বিশেষ তুড়তুড়ি বশতঃ কাসের উদ্রেক, গলার অভ্যন্তরে একপ্রকার শ্বাস-রোধ জন্মিয়া যেন সেই তুড়তুড়ির উৎপত্তি ; ০ তৎপরে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। অল্পক্ষণ পরে পরে শুষ্ক কাসের আবেশ, উহাতে বক্ষঃস্থলে ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ঝাঁকি লাগে। বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা বশতঃ উৎকণ্ঠা সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ ( * একন )। বক্ষঃস্থলের নানাস্থানে থালধরার ন্যায় প্রচাপনী বেদনা। বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগের বামদিকে নখাঘাত ও শস্ত্রাঘাতবৎ অনুগ্র বেদনা। বক্ষঃস্থলের বামদিকে হ্রস্ব পঞ্জরাস্থির নিম্নে সুতীব্র সূচী-বেধবৎ যাতনা। **দেহ।**—অতিশয় শ্রান্তি ও অবসন্নতা। শরীরের অস্বাভাবিক অশিথিলতা অনুভব। ঈষৎ কম্পন। **নিদ্রা।**—নিদ্রাশূন্যতা ; বিশ্রান্তিজনক গাঢ় নিদ্রা। রাত্রিতে জড়বৎ নিদ্রা। রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা।

**সমগুণ।**—কফি, ড্রোস, ওপি।

## ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভেটিকা—কুইন্স রুট।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় এই ওষধি আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—অস্থি-বেষ্টে ও তান্তব বিধান-তন্তুতে ষ্টিলিঞ্জিয়ার সুস্পষ্ট ক্রিয়া দর্শিয়া পুরাতন আমবাত ও গৌণ উপদংশের লক্ষণের অনুরূপ অস্থি-বেদনা, অস্থির অর্ব্বুদ ও আমবাতের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্বর-যন্ত্রের উপাস্থিতে এবং শ্বাস-পথের শৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ইহার ক্রিয়া জন্মে তদ্দ্বারা স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর উপদাহ ও প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় লসিকা-গ্রন্থিগুলি বৃহত্তর হয় এবং উহাদের নিঃস্রব পরিমাণে বিবর্দ্ধিত ও গুণে বিকৃত হয়। চর্ম্মে পামা জন্মে এবং ক্ষত-স্থান হইতে অত্যধিক স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

**অধিকার।**—গৌণ উপদংশ; উপদংশজনিত অস্থি-বেষ্টের বাত; অস্থির অর্ব্বুদ; পুরাতন আমবাত; উপদংশগ্রস্ত রোগীদিগের গৃধ্রসী; উপদংশজ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ; পারদজনিত অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ; মূত্র-মার্গ-প্রদাহ; প্রমেহ; লালা-মেহ; শ্বেতপ্রদর; এবং উপদংশজনিত বা গণ্ডমালা জনিত ক্ষত ও উদ্ভেদ;—এই সকল রোগে লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে ষ্টিলিঞ্জিয়ার সফল প্রয়োগ হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**অস্থি-রোগ।**—উপদংশ বা গণ্ডমালাজনিত অস্থি-রোগে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবহৃত হয়। উপদংশমূলক দীর্ঘাস্থির পীড়ায় অর্থাৎ ফিমর, টিবিয়া, হিউমারস প্রভৃতি অস্থির বা অস্থি-বেষ্টের প্রদাহে, রাত্রি বা অর্দ্ধকালে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে ষ্টিলিঞ্জিয়া অতিশয় উপকারী। অবদরণকর নাসিকার প্রতিশ্যায়ের (ওজিনা) বিদ্যমানতা ষ্টিলিঞ্জিয়ার অতিরিক্ত লক্ষণ। **বঙ্ক্ষণ-রোগ।**—গৌণ বা কৌলিক উপদংশমূলক হিপ-ডিজিজ বা বঙ্ক্ষণ-রোগে বঙ্ক্ষণের অভ্যন্তর দিয়া বেদনা থাকিলে এবং সেই বেদনা রাত্রিতে ও বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি পাইলে ষ্টিলিঞ্জিয়া ফলপ্রদ। **গৃধ্রসী।**—উপদংশজ বামপার্শ্বিক সায়েটিকা; পদ, বঙ্ক্ষণ, জঙ্ঘা, ও বাম নিতম্বদেশে অবিরাম বেদনা; পদাঙ্গুষ্ঠ ও বহির্দ্দিকের গুল্ফে বেদনা; পৃষ্ঠে অবিরাম বেদনা এবং উহার উরু ও জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সঞ্চরণ; টিবিয়ার অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ ও অর্ব্বুদ; এই ঔষধের লক্ষণ। **প্রমেহ।**—ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে যাতনাপূর্ণ লিঙ্গোত্থান, মূত্র-কালে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন; মূত্রাশয়-প্রদাহের আশঙ্কা; এই সকল লক্ষণে প্রমেহ রোগে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবস্থেয়। ডাঃ হেল বলেন যে ষ্টিলিঞ্জিয়ার মুখ্য ক্রিয়ায় মূত্রমার্গ-প্রদাহের লক্ষণ উৎপন্ন হয় অতএব কোন কোন প্রকার প্রমেহে দ্বাদশ বা ত্রিংশক্রমে ইহা ক্যান্থেরিস বা গুজার ন্যায় উপকার করিতে পারে। উপদংশ বা প্রমেহমূলক শ্বেত-প্রদরেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। **উপদংশ।**—উপদংশজ প্রাচীন চর্ম্ম রোগে নিস্তেজ, সশঙ্ক, দুর্দ্দম্য

উদ্ভেদ লক্ষণে ষ্টিলিঞ্জিলিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। কৌলিক উপদংশে ইহা আইওডাইড অব পোটাস, বা মারকিউরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অরম সহকারে ইহা সুন্দর খাটে। অরম নাসাস্থির রোগ, এবং ষ্টিলিঞ্জিয়া চর্ম্মের রোগ দূর করে। **বাত**।—উপদংশ জনিত অস্থি-বেষ্টের বাতে ষ্টিলঞ্জিয়া আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ডাঃ হেল পুরাতন বাতেও এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। ফাইটো ল্যাকা ও আইওডাইড অব পোটাসার ক্রিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন রোগে রসটক্স জ্ঞাপক লক্ষণে রসটক্স ব্যবহারে যখন কোন উপকার লক্ষিত হয় না তখন তিনি উচ্চক্রমে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন। উচ্চক্রমে এক সপ্তাহে কোন ফল না দর্শিলে নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন। **স্বর যন্ত্র-প্রদাহ**। —স্বরযন্ত্রের বিধান-তন্তু, বিশেষতঃ উপাস্থিময় বিধান-তন্তুর সহিত ষ্টিলিঞ্জিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এজন্য উপদংশজনিত স্বরযন্ত্র প্রদাহে এতদ্দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ ও কাস ও এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—চিত্তের অবসাদ, * ও বিষাদজনক ভবিষ্যদ্বাণী। **মস্তক**। —মস্তকের দপদপ ও ঘূর্ণন। ০ মস্তক ও কপালের উপর অস্থিময় স্ফীততা। ০ পারদজনিত করোটির অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ। মস্তকোপরি আর্দ্র, কপিশ, অবদণকর উদ্ভেদ। **চক্ষু**।—চক্ষুর প্রদাহ ও সজলতা, তৎসহ উগ্র শিরঃপীড়া ও সর্ব্বাঙ্গের পেশীর স্পর্শ-দ্বেষ, যেন রোগীর শর্দ্দি লাগিয়াছে। **নাসিকা**।—নাসিকা হইতে প্রথমে জলবৎ তৎপরে শ্লেষ্মা ও পূযাক্ত প্রতিশ্যায়িক স্রাব; নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে ক্ষত। ০ নাসিকার অস্থির প্রদাহ ও নাশ ( নিক্রোসিস ) ( * অর )। **গল-মধ্য**।—গল-গহ্বরে শুষ্কতা, অবদরণ, হুল-বেধন, ও যাতনা। **আমাশয়**।—প্রত্যহ অপরাহ্নে মুখ-প্রসেক, শয়ন-সময় পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। আমাশয় ও অন্ত্রে জ্বালা ( * আর্স, * আইরিস, ক্যান্থ )। উদরোর্দ্ধে যাতনা ও মোচড়ান বেদনা, অন্ত্রে কূজন, তৎপরে আতিসারিক মল নিঃসরণ ( * এলো )। **মল**। —অতিসার; অনিয়মিত, ফেণিল, বিদাহী, পৈত্তিক; শুভ্র, দধিবৎ; মল। কোষ্ঠ-কাঠিন্য। **মূত্র-যন্ত্র**।—বৃক্কক প্রদেশে অপ্রখর দারুণ বেদনা। আরক্ত, ফেণিল, গাঢ় ও দুগ্ধবৎ (ফস-এসি ) মূত্র। সত্বর সঞ্চয়িত প্রচুর শুভ্র অধঃপতিত পদার্থ; শুভ্র, পশমের থোপার আকার; অথবা ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ (লাই ); প্রস্তুতীকৃত মাংসের ন্যায় ঈষৎ কপিশমিশ্রিত লোহিত বর্ণ অধঃপতিত পদার্থ। সমগ্র মূত্র-মার্গের অভ্যন্তর দিয়া প্রবল তীব্র জ্বালা ও যাতনা; মূত্রত্যাগ করিলে উহার বৃদ্ধি, প্রস্রাব করিতে কষ্ট, ও বৃক্কক প্রদেশে অনুগ্র বেদনা, মূত্রমার্গের বেদনা এতই সুতীব্র যে উহাতে ঘর্ম্মোদ্রেক জন্মায়। **স্ত্রী-জননেন্দ্রীয়**।—আমবাতের বেদনা সহকারে, ০ প্রভূত, পূয-শ্লেষ্মাক্ত প্রদর-স্রাব। **শ্বাস-যন্ত্র**।—সন্ধ্যার প্রাক্কালে, কণ্ঠনালী, কণ্ডূয়িত হইয়া উদ্রিক্ত অত্যন্ত শুষ্ক কাস।

দৃষ্টতঃ কণ্ঠনালীর উপাস্থিতে খঞ্জতা অনুভব। গল-গহ্বরে হুল-বেধন ও জ্বালা সহকারে স্বরযন্ত্র-প্রদেশে আকুঞ্চন। হ্রস্ব, গভীর, সরল আক্ষেপিক কাস। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে রন্ধ্র করণের ন্যায় বেদনা ( সেনেগা )। অতি বিষম নাড়ী। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—সায়াহ্নে দক্ষিণ জঙ্ঘায় এক প্রকার অবিরাম ও দপদপকর বেদনা, তৎসহ স্পর্শ দ্বেষ। বাহুতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রসারিত সঞ্চরমান তীব্র বেদনা। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগের তৃতীয়াংশে ও উপরের পার্শ্বে চিড়িক-মারা বেদনা। কুচকি, জঙ্ঘা ও পায়ে অবিরাম বেদনা ; দক্ষিণভাগে উহার আতিশয্য। জানুর নিম্নে জঙ্ঘায় জ্বালা ও কণ্ডূয়ন। অঙ্গে উদ্ভেদ, ক্ষত ও অস্থি বেষ্টের বিবর্দ্ধন। **দেহ।**—গ্লানি ; তন্দ্রালুতা ; সর্ব্বাঙ্গীন যাতনানুভব। ০ গুটিকাকার উদ্ভেদ, উহাতে ক্ষত জন্মে। ০ গ্রীবার গ্রন্থির বিবর্দ্ধন। **জ্বর।**—প্রতিশ্যায়জনিত জ্বরের ন্যায়, বিশিষ্টরূপে মুখমণ্ডলে উত্তাপ। **উপচয়।**—অপরাহ্নে ; আর্দ্র বায়ুতে ; ও সঞ্চালনে ; বৃদ্ধি। **বিশেষ লক্ষণ।**—ষ্টিলিঞ্জিয়ার হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ প্রাতে ও সায়াহ্নে বিবর্দ্ধিত, মধ্যাহ্নে উপশমিত ; এবং চর্ম্ম-লক্ষণ বাতাসে বিবর্দ্ধিত, উষ্ণতায় ও আবরণে উপশমিত হয়। ইহার মস্তক, বক্ষ, ও উপস্থের বেদনা সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে যায়।

**সমগুণ।**—আর্জ্জ, অর, হিপ, কালী-আইও, মার্ক, মেজ, ফাইটো, রসটক্স, সলফ,।

## সম্বল।

মধ্য এসিয়ায় একপ্রকার মূল পাওয়া যায়, মৃগনাভীর গন্ধের ন্যায় উহার গন্ধ, এজন্য প্রতারণাপূর্ব্বক মৃগনাভীর সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই মূলকেই সম্বল বা কস্তূরী মূল বলে। প্রাচীন অধ্যাপক টলি বলেন যে গন্ধ ও স্বাদের সাদৃশ্যে ঔষধ দ্রব্যের গুণেরও কতকটা সাদৃশ্য থাকে। যথা, আরেলিয়া ও ইরিঞ্জয়মের গন্ধ অনেকটা একরূপ, এবং উহারা উভয়েই শ্বাস-রোগে ফলপ্রদ। আবার, মস্কস ( মৃগনাভী ) প্রয়োগোপযোগী অনেকগুলি রোগেই সম্বল ফলপ্রদ। উভয়ের লক্ষণেও বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে এবং স্নায়ুমণ্ডলে এই দুই ঔষধের প্রায় একরূপ ক্রিয়াই দর্শে। কাষ্টরিয়ম, নক্সমশ্চেটা, এম্বারগ্রিস, ও এসাফিটিডা প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্যের গুণের সহিতও সম্বলের গুণের ঐক্য আছে। প্রাতে বুদ্ধি-বৃত্তির জড়তা ও সন্ধ্যাকালে পরিস্ফূর্ত্তি। লিখিতে ও অঙ্ক কসিতে ভুল-পড়া। গল-নলীর শিখর-দেশে গল-রোধজনক আকুঞ্চন, ও অবিরত গলাধঃকরণ সম্বলের বিশেষ লক্ষণ। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার মূলের বল্কলের অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**হিষ্টিরিয়া।**—এই রোগে শিরোঘূর্ণনই এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। মাথা নোয়াইলে, উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে, নড়িলে চড়িলে ; অথবা আসন হইতে উঠিলে শিরো-

ঘূর্ণন জন্মিলে; এবং যৎসামান্য কারণে মূর্চ্ছার উপক্রম উপস্থিত হইলে; ও রোগের আবেশে রোগিণী সম্মুখদিকে পতিত হইলে সম্বল ব্যবহৃত হয়। **প্রতিশ্যায়।**—সম্বল শ্বাম্বুকস-সূচক প্রতিশ্যায়ের ন্যায় নাসিকার ও গলকোষের একপ্রকার প্রতিশ্যায় জন্মায় এবং উহাতে হাইড্রাষ্টিস ও কিউবেবের লক্ষণের ন্যায় আঠা আঠা হরিদ্রা বর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। অতএব ডাঃ হেল বিশ্বাস করেন যে বালকদিগের অতিশয় স্নায়বীয়তা, নিদ্রাশূন্যতা, ও আক্ষেপ-প্রবণতা সংযুক্ত প্রতিশ্যায়ে সম্বল একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। **কৃমি।**—ঢাকের ন্যায় স্ফীত উদর, কোষ্ঠবদ্ধ, নাসা-কণ্ডূয়ন প্রভৃতি লক্ষণে কৃমিরোগে এই ঔষধের পঞ্চদশ ক্রম ফলপ্রদ। কৃমির উপদাহজনিত প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়বীয় লক্ষণেই ডাঃ হেল ইহা উপকারী মনে করেন। **কোরিয়া।**—অবিরত মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপণ, এবং জিহ্বা বাহির করণ; অতিশয় ক্ষুধা; উৎফুল্লভাব, ও সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য; জড়বৎ মুখাকৃতি; উন্মাদ হওয়ার আশঙ্কা; ভুক্তদ্রব্য বমন ও কোষ্ঠবদ্ধ; সম্বলের লক্ষণ। **হৃদ্রোগ।**—ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার জনিত অনেকগুলি রোগে সচরাচর ব্যবহার্য্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে এই ঔষধে উপকার হওয়া সম্ভব। গুল্মবায়ু-গ্রস্তা, বা নিবৃত্তরজস্কাদিগের স্নায়বীয় হৃৎকম্পে ইহা উপযোগী। রজ-নিবৃত্তিকালের উত্তাপাবেশেও সম্বল সদৃশ-মত সঙ্গত। বামদিকেই ইহার অধিক প্রভাব দর্শে। ধমনী অপেক্ষা শিরামণ্ডলীই ইহার অধিক ক্রিয়ায়ত্ত। হৃৎপিণ্ডের শৈরিক পার্শ্বেই প্রধানতঃ সম্বলের ক্রিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় পীড়া; আমবাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের বেগের সবলতা ও উৎক্ষেপ, পরিশ্রমান্তে বা পরিপাক-সময়ে উহার বিশেষ প্রাবল্য; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার পূর্ণতা ও তীব্রতা, সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের বিষমতা, আট দশবার শীঘ্র শীঘ্র, অনন্তর ধীরে ধীরে স্পন্দন; ভস্ত্রার ন্যায় হৃৎপিণ্ডের শব্দ, তৎসহ প্রবল ও বিষম হৃৎস্পন্দন এবং পৃষ্ঠ হইতে প্রবাহবৎ তাপের আবেশ; বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত সদৃশ বেদনা; বাম বক্ষে যাতনা; অবরুদ্ধবৎ অনুভব, মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি; বাম বাহুর অবশতা, গৌরব, ও শ্রান্তি, এবং হস্তাঙ্গুলীতে তারের ন্যায় চিড়িক; গুল্মবায়ুর ন্যায় ভাব; এইগুলি সম্বলের হৃদ্লক্ষণ। **স্নায়ু-শূল।** কোন কোন প্রকার স্নায়বীয় বেদনায় পরিজ্ঞাত অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা সম্ভবতঃ সম্বল অধিক ফলপ্রদ। কখন কখন মুখমণ্ডল, বঙ্ক্ষণস্থল, বা ডিম্বাশয়ের সুতীব্র স্নায়ুশূলে প্রবল প্রভাবশালী ঔষধগুলি বিফল হইলে পর কয়েক মাত্রা সম্বল প্রয়োগে এত শীঘ্র বেদনার বিরতি জন্মে যে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঠিক কোন কোন প্রকার স্নায়ুশূলে যে এই ঔষধ উপকারী তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু স্নায়বীয় ধাতুর সজীব প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই প্রকার স্নায়ু-শূল দেখা যায়। পক্ষান্তরে শ্লেষ্মা-প্রধান-ধাতু ও দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ বিশিষ্টা, গুল্মবায়ুগ্রস্তা-দিগের মৃদু শিরোবেদনায় সম্বল উপযোগী নহে। একজন প্রসিদ্ধ রুস চিকিৎসক বলেন যে বায়ু ও রস প্রধানা, জরায়ুর রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক প্রকার বিশেষ স্নায়ু-শূল হয়, উহাতে বামকুক্ষিদেশ বা বামস্তনের নিম্নস্থ প্রদেশ আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই বেদনা

এত উগ্র যে হৃৎ-শূলের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার সহিত সচরাচর হৃৎকম্পও বিদ্যমান থাকে। ঈদৃশ স্নায়ুশূলে অনেক সময় সম্বলের কয়েকবিন্দু অরিষ্ট মন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া করে। এসম্বন্ধে সম্বল সিমিসিফুগা, পলসেটিলা, ও লিলিয়মের অনুরূপ। **অন্যান্য রোগ।**—গর্ভাবস্থার অস্থিরতায়; দীর্ঘকাল মদিরাপান জনিত অনিদ্রায়; ও পুরাতন বায়ু-নলী-ভুজপ্রদাহেও এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

# সাইপ্রিপিডিয়ম।

মার্কিণখণ্ডে আটপ্রকার সাইপ্রিপিডিয়ম জন্মে। ইহার ফুলগুলি দেখিতে চীনদেশীয় চটিজুতার ন্যায় দেখায় এজন্য ইংরেজীতে ইহাকে লেডিস স্লিপার কহে। সাইপ্রিপিডিয়ম পিউবিসেন্সই হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট, এবং বীর্য্য সাইপ্রিপিডিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

সুস্থশরীরে অধিক পরিমাণে ইহার ফাণ্ট বা উগ্র সার সেবন করিলে প্রথমতঃ মনের ও স্নায়ুমণ্ডলের হৃষ্টতা জন্মে। অনন্তর একপ্রকার শান্তি ও সুস্থিরতা উৎপন্ন হয়; তৎপরে মনের শ্রান্তি ও গৌরব, এবং নিদ্রা-প্রবৃত্তি জন্মে। বহুকাল রোগভোগ ও অতিরিক্ত সবুজ চা বা কাফি পান করিয়া যেসকল স্ত্রীলোকের স্নায়ুমণ্ডল ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহারা সাইপ্রিপিডিয়মের ফাণ্ট সেবন করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা অস্বাভাবিক উপদাহিতা দূরীকৃত হয় কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে পান করিলে ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় যে উপদাহিতা ও দুর্ব্বলতা উপশমিত হয়, গৌণক্রিয়ায় তাহাই বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চা, কাফী, কোকা, প্রভৃতি সাইপ্রিপিডিয়মের সমস্ত সমগুণ ঔষধেরই এই ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। এই সকল ঔষধের গৌণফলে যেরূপ অবস্থা জন্মে সাধারণতঃ সেইসকল অবস্থায়ই ইহারা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে।

**ক্রিয়া।**—মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে, স্নায়ুর বিধান-তন্তুর ধূসরাংশে সাইপ্রিপিডিয়মের ক্রিয়া দর্শে, এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বা প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়বীয় উত্তেজনায় ইহার ব্যবহার হয়।

**অধিকার।**—হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, মদাত্যয়, অবসাদ-বায়ু, স্নায়ুশূল, ও অস্থিরতা প্রভৃতিতে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এই সকল রোগ অত্যন্ত তরুণ না হইলে এতদ্দ্বারা উপশম ভিন্ন সম্যক আরোগ্য জন্মে না। গুরুতর অবস্থায় যে সকল ঔষধের ক্রিয়া প্রগাঢ় তাহাই প্রয়োগ করা আবশ্যক করে। কিন্তু কোন কোন রোগে এই ঔষধে স্থায়ী উপকারও

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**অনিদ্রা।**—ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন যে অধিক রাত্রিতেও নিদ্রা না যাইয়া জাগ্রত থাকিয়া হাস্য ও খেলা করা এবং নিদ্রাবস্থায়ও হাস্যকরা লক্ষণে বালকদিগের অনিদ্রায় সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে নিদ্রা হইতে জাগিয়া অতিশয় প্রফুল্লভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খেলা করা ও পুনরায় নিদ্রা যাইতে অপ্রবৃত্তি দর্শান মস্তিষ্ক-রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই প্রকার অনিদ্রায় যথা সময়ে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ভাবী মস্তিষ্ক-রোগ প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। ডাঃ হেল বলেন যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকার, অথবা মানসিক উত্তেজনা জনিত অনিদ্রা কয়েক বিন্দুমাত্রায় সাইপ্রিপিডিয়মের মাতৃকারিষ্ট বা প্রথম দশমিক ক্রম বারবার সেবনে সত্বর দূরীকৃত হয়। পুরুষাপেক্ষা বালকবালিকা ও ক্ষীণা স্ত্রীলোকদিগের অনিদ্রায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী। স্নায়বীয় অবসন্নতাজনিত, বিশেষতঃ জরায়ু-রোগ, অথবা দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ বশতঃ দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রায়ও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। **জননেন্দ্রিয়ের রোগ।**—শুক্র-মেহ।—অতিশয় স্নায়বীয় অবসাদন ও চিত্তের অপ্রসন্নতা বিশিষ্ট শুক্রমেহে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা অথবা শুক্রমেহ জনিত মানসিক অবসাদ ও উপদাহিতায়; এবং কল্পিত শুক্রমেহ, বা স্বপ্ন-দোষের কুফলচিন্তা জনিত মানসিক নিরাশিতায়ও এই ঔষধ ফলপ্রদ। রজোলোপ।—গুল্মবায়ু সহকারে রজোলোপে অতিশয় স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা ও নিরাশিতা লক্ষণে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবস্থেয়। যোনির স্নায়ুশূল।—কোপনতা ও চঞ্চল-চিত্ততা; গুল্ম-বায়ু; নিদ্রাশূন্যতা, অস্থিরতা, এবং যোনির উপদাহিতা এই ঔষধের লক্ষণ। **শিরোবেদনা।**—সুখকর বিষয়েও অতিরিক্ত মনোনিবেশ বা উত্তেজনা বশতঃ অবসন্নতা, শিরাবেদনা বা অন্যবিধ বিশুদ্ধ স্নায়বীয় লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবস্থা করা যায়। **অপস্মার।**—প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়বীয় উপদাহ জনিত, স্নায়ু-শক্তির অবসাদন সম্ভূত; এবং বালকদিগের মস্তিষ্কের উপদাহিতা হইতে উৎপন্ন অপস্মারে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **মস্তিকের উপদাহ।**—আমাশয়ের বা অন্ত্রের উপদাহের প্রতি-ক্ষিপ্ততা বশতঃ মস্তিষ্ক উপদাহিত হইলে ও আক্ষেপ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা জন্মিলে সাইপ্রিপিডিয়ম অতিশয় ফলপ্রদ। এই রোগে ইহা প্রচলিত বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস, ও ক্যামোমিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ব্রোমাইডস, ক্লোরাল, স্কটেলেরিয়া, ও কুপ্রম এসিটিকমের সমকক্ষ। ইহার মাতৃকারিষ্ঠ বা প্রথম দশমিক ক্রম কয়েক বিন্দুমাত্রায় বার বার প্রয়োগ করিতে হয়। দন্তোদ্ভেদ বা মানসিক উত্তেজনা বশতঃ সাংঘাতিক মস্তিষ্ক-ঝিল্লী প্রদাহের পূর্ব্বরূপ স্বরূপ শিশুদিগের যে মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকার সংক্রান্ত উপদাহিতা উৎপন্ন হয় এবং যে উপদাহ পরিশেষে রক্ত-সঞ্চয় বা আক্ষেপাদিতে পরিণত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনষ্ট করে ও যাহার পূর্ব্বলক্ষণরূপে শিশুর অল্প নিদ্রা, রাত্রিতে জাগিয়া থাকিয়া হাস্য ও ক্রীড়া আলোক ও গোলমালের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ পায় সেই উপদাহ দূরীকরণে

সাইপ্রিপিডিয়ম উপযোগী। কিন্তু উপদাহ স্থায়ী হইয়া মস্তিষ্কের বা পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছের রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মিলে এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শে না। অপর, এই ঔষধে সন্নিপাত জ্বরের স্পন্দন, কম্পন, অস্থিরতাদি উপসর্গে শান্তি জন্মে।

মাত্রা।—শিশুদিগের পক্ষে ইহার প্রথম দশমিক বা দ্বিতীয় দশমিক শক্তির শুষ্ক বটিকা অথবা চারী আউন্স তপ্তজলে দশগ্রেন মূলের ফাণ্ট; এবং বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে মাতৃ-কারিষ্টের দশবিন্দু সাইপ্রিপিডিয়মের মাত্রা।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনের ও স্নায়ুমণ্ডলের উৎফুল্লতা স্থিরতা বা মানসিক অবসাদ অনুভব। অধিক কথা বলা, এবং অধিক কাজ করিতে প্রবৃত্তি। মনের গৌরব অনুভব। সকল বিষয়ে, এমন কি অধ্যয়নে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে, ও সামান্য শিষ্টাচারদিতে পর্য্যন্ত গভীর ঔদাস্য। অধ্যয়ন, চিন্তা, ও বক্তৃতাদি শ্রবন করিতে অশক্তি। অল্প অল্প নিদ্রা-প্রবৃত্তি। নিদ্রা-হীনতা সহ মস্তিষ্কের অল্প অল্প গৌরব ও পূর্ণতা। কোপনতা; বিরক্ত-চিত্ততা; সামান্য বিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক; গুল্মবায়ুর ভাব। ০ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অথবা প্রতি-ক্ষিপ্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ স্নায়ুর ধূসর পদার্থের রুগ্নতা। ০ মদাত্যয়ের মৃদু আক্রমণ। ০ শুক্রমেহরোগে মানসিক বিষণ্ণতা। নিদ্রা।—*আলাপ-প্রবৃত্তি অথবা মনে নানা প্রকার আনন্দজনক ভাবোদয় সহকারে অনিদ্রা। * শরীরের অস্থিরতা; অঙ্গের স্পন্দন সম্বলিত নিদ্রাশূন্যতা। দেহ।—গুল্মবায়ুজনিত উপসর্গ। ০ তাণ্ডব, ও প্রতিক্ষিপ্ত অপস্মার। ০ শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ, বা অন্ত্রের উপদাহ জনিত মস্তিষ্কের উপদাহ। ০ মস্তিষ্ক রোগের পূর্ব্বরূপ, এবং তজ্জন্য বালকের নিদ্রা হীনতা, এবং রাত্রিতে হাস্য ও খেলা করা। ০ টাইফয়েড জ্বরে অঙ্গ-স্পন্দন ও কম্পন। চর্ম্ম।—রসটক্সের বিষ-লক্ষণের ন্যায় চর্ম্ম লক্ষণ। প্রত্যহ অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় চক্ষুতে কণ্ডূয়ন, জ্বালা, ও স্পর্শ-দ্বেষ, কিন্তু স্ফীততা বা আরক্ততা নহে।

সমগুণ।—এম্বার, কোকা, স্কটেলেরিয়া, জিঙ্ক, ভেলেরিয়ান, ব্রোমাইডস।

# সায়েনাইড অব পটাসিয়ম

ফেরোসায়েনাইড অব পটাসিয়ম ও কার্ব্বনেট অব পটাসিয়ম একত্র উত্তপ্ত করিয়া সায়েনাইড অব পটাসিয়ম প্রস্তুত হয়। ইহার স্বাদ ও গন্ধ প্রুসিক এসিডের ন্যায়, কিন্তু একটু ক্ষারাক্ত। সায়েনাইড অব পটাসিয়ম অত্যন্ত তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। ইহার বিষ ক্রিয়া অনেকটা হাইড্রোসায়েনিক এসিডের সদৃশ। তিন গ্রেণেই এতদ্দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হয়।

একজন স্ত্রীলোক ১২ গ্রেণ সায়েনাইড অব পটাসিয়ম খাইয়া বজ্রাহতের ন্যায় পতিত হয় এবং ৪০ মিনিটে তাহার মৃত্যু হয়। হাইড্রোসায়েনিক এসিডে এক মিনিটের ন্যূন সময়েও মৃত্যু ঘটে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে দশগ্রেণ পরিস্রুত জলে একগ্রেণ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ইহার মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়; তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত জলে, এবং তদূর্দ্ধে উগ্র এলকোহলে ইহার ক্রম (ডাইলিউশন) প্রস্তুত হইয়া থাকে। সায়েনাইড অব পটাসিয়মকে কখন কখন সায়েনিউরেট অব পটাসিয়মও বলে।

রক্তের অভ্যন্তর দিয়া মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের স্নায়ু-কেন্দ্রে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের অপরোক্ষ ক্রিয়া এবং ফুসফুসে ও হৃৎপিণ্ডে পরোক্ষ ক্রিয়া দর্শে। সম্ভবতঃ ফুসফুসের ক্রিয়ায় যথোপযুক্ত স্নায়বীয় প্রভাবের অভাব বশতঃ প্রথমে শ্বাসক্রিয়া স্থগিত হয়; অনন্তর, ফুসফুস হইতে রক্তের চলাচল রহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়। সুতরাং শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। এজন্য মৃত্যুর পরে মস্তিষ্ক, ও ফুসফুসাদিতে শৈরিক রক্তসঞ্চয় দেখা যায়। শ্বাস-রোধের পূর্ব্বে অচৈতন্য জন্মে। মস্তিষ্কে রক্তের অভাব বশতঃ এই অচৈতন্য উৎপন্ন হয় না, বিষের অব্যবহিত পক্ষাঘাতজনক প্রভাবেই উহা জন্মিয়া থাকে। সদৃশমতে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের পরীক্ষা-লক্ষণে সায়েনাইড অব পটাসিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। পটাসিয়ম মিশ্রিত থাকাতে কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না, বরং ক্ষারের অতিরিক্ত লক্ষণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতা সায়েনাইডের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**রক্তসঞ্চয়।**—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় রক্তসঞ্চয়ে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর সাংঘাতিক বা সঙ্কটসূচক অচৈতন্য (কোমা) জন্মিলে; অথবা শৈরিক রক্তসঞ্চয় জনিত সংন্যাস রোগের আক্রমণে রোগীর সহসা পতন হইলে সায়েনাইড অব পটাসিয়মে উপকার দর্শিতে পারে।

**স্নায়ু-শূল।**—(১) অক্ষি-গহ্বর ও হনূর্দ্ধদেশে যন্ত্রণাপ্রদ স্নায়বীয় শিরোবেদনা; প্রতিদিন একই ঘণ্টায় বেদনার উপস্থিতি, ও বদনের সেইদিকের অতিশয় আরক্তরাগ। (২) শঙ্খদেশ, ভ্রু-তোরণ ও হনুদেশে সুতীব্র স্নায়বীয় বেদনার আক্রমণ তৎসহ সংন্যাস রোগাক্রান্তের ন্যায় চিৎকার ও দৃষ্টতঃ চৈতন্যের বিলোপ; নাড়ীর ৮০ বার স্পন্দন, মুখ-মণ্ডলের আরক্তরাগ। (৩) শঙ্খদেশে ও বাম হনুর উর্দ্ধাংশে তীব্র স্নায়বীয় বেদনা, প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ন চারিটার সময় বেদনার উপস্থিতি, পরদিন পূর্ব্বাহ্ন দশটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং অপরাহ্ন চারিটার সময় বিরতি; মধ্যবর্ত্তী সময়ে ক্ষুধাহীনতা, জ্বর, শিরঃপীড়াদি। (এই প্রকার বেদনা আর্সেনিক, কুইনাইন, এট্রোপিয়া, চেলিডোনিয়ম, ও নক্স-ভমিকা ব্যবহারেও আরোগ্য হইয়াছে কিন্তু বেদনার আবেশের আকস্মিকতা ও উগ্রতা থাকিলে সায়েনাইড সুব্যবস্থেয়)। এই তিন প্রকার সুতীব্র ও সবিরাম স্নায়ু-শূল এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে। এই সকল বেদনায়, ও অন্যান্য রোগে

সায়েনাইডের প্রথম শততম ক্রমের বিচুর্ণের এক গ্রেণের অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে; বিরামকালে এক দুই ঘণ্টা, ও রোগের আবেশকালে পনর মিনিট অন্তর এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বালকদিগের পক্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শততম ক্রম ব্যবস্থেয়। **গলনলীর-রোগ**।—এই ঔষধের লক্ষণে "বিবমিষা, তরল দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে গল-রোধ অনুভব, তৎপরে অধিক পরিমাণ বমন" আছে। অতএব গলনলীর আক্ষেপিক রোগে উহার পক্ষাঘাত বশতঃ আক্ষেপান্তে বমন হইলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ হেল বিবেচনা করেন আকস্মিক সুতীব্র আমাশয়-প্রদাহেও সায়েনাইডে উপকার দর্শিতে পারে। **শ্বাস-রোধ**।—ফুসফুসে শৈরিক রক্তসঞ্চয় বশতঃ শ্বাস-রোধের আশঙ্কায়; কাসের তীব্র আবেশ সময়ে শ্বাস রোধ লক্ষণাপন্ন হুপশব্দ কাশে; অপর হৃদ্রোগজনিত, ও কোন কোন প্রকার রাত্রিকালীয় আবেশিক কাসে এই ঔষধে উপকার করে। **হৃদ্রোগ**।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকারে, পর্য্যায়ক্রমে ধীর, ও বিষম নাড়ী এবং হৃৎকম্প লক্ষণে ডাঃ হেল কয়েকবার সায়েনাইড ব্যবহারে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বিধান-বিকার বিশিষ্ট হৃদ্রোগে ও স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে এই ঔষধ উপকারী। শৈরিক রক্তসঞ্চয়ের প্রবণতা এবং ওষ্ঠ ও ত্বকের ঈষৎ নীলবর্ণ ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—আকস্মিক অচৈতন্য। **মস্তক**।—মস্তকে অকস্মাৎ তীব্র বেদনা। শিরোঘূর্ণন ও মস্তকে ভারবোধ। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অতিশয় বেদনা। মস্তকের স্নায়ুশূল। **বদন, চক্ষু, ও কর্ণ**।—স্নায়বীয় শিরোবেদনাসহ মুখমণ্ডলের আরক্তরাগ। স্থির চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা; অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। কর্ণে শব্দ। **আমাশয়**।—গলার আকুঞ্চন। আমাশয়ে তীব্র জ্বালা। বিবমিষা, তৎসহ তরল দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে গল-রোধ অনুভব, তৎপরে প্রভূত বমন। **বক্ষঃস্থল**।—দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণে অশক্তি, অথচ কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট বেদনার অভাব। প্রশ্বাস ধীর ও আয়াসিত। ০ বিরক্তিকর কাস, তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত, অঙ্গুলীর আঘাতে বক্ষঃস্থলে ঘনগর্ভ শব্দ। প্রশ্বাসের ক্ষীণতা, কেশ ঘর্ষণ-ধ্বনি ও বায়ুনলী-ভুজের ধ্বনি। **হৃৎপিণ্ড**।—ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপে হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবার দশ মিনিট পরে সমস্ত শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। **দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখা**।—দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক, ধানুষ্টঙ্কারিক স্তব্ধতা, তৎসহ অঙ্গ-কম্প। সন্ধিস্থলের ত্বক বিদারণ ও রক্তক্ষরণ; নখ ও নখ-মূল পর্য্যন্ত সেই প্রদাহের প্রসারণ। হস্তের কোমলাংশের অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষত ও উহাতে অতিশয় বেদনা। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ; চক্ষের স্থিরতা ও আকুঞ্চন। ০ তরুণ সন্ধিবাত।

**সমগুণ**—এসি-হাইড্রোসা, এমিগ, ক্রুন, লরোস, ডিজি।

# সায়েনিউরেট অব মারকিউরি।

ষোলভাগ জলে দুইভাগ ফেরো-সায়েনিউরেট অব পটাসিয়ম দ্রবীভূত করিয়া এবং তাহাতে তিনভাগ শুষ্ক পারসলফেট অব মারকিউরি সংযোগ করিয়া সায়েনিউরেট অব মারকিউরি প্রস্তুত হয়। পরিমাণ করিয়া একভাগে কুড়িভাগ ৮০ ডিগ্রীর এলকোহল সহযোগে ইহার মাদারটিঞ্চার ও সাধারণ নিয়মানুসারে বিচূর্ণ প্রস্তুত করা যায়।

সায়েনিউরেট অব মারকিউরি প্রায় সায়েনাইড অব পটাসিয়মের ন্যায় বিষাক্ত। যদিও এতদ্দ্বারা পটাসিয়মের ন্যায় তত সহসা মৃত্যু হয় না, কিন্তু রোগীর তদপেক্ষা শতগুণ তীব্র যন্ত্রণা জন্মে। সায়েনিউরেট অব মারকিউরির দ্বারা বিষাক্ত হইলে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের সমস্ত বিষ লক্ষণ, অধিকন্তু করোসিভ মারকিউরির ভয়ঙ্কর ফল প্রকাশ পায়। অপর এতদ্দ্বারা অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারের ডিপথিরিয়া রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**ডিপথিরিয়া**।—ডাঃ হেল বলেন যে সায়েনিউরেট অব মারকিউরির মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের বিষ-লক্ষণে ক্ষতসংযুক্ত সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া রোগের প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব ডিপথিরিয়া রোগে রোগের আক্রমণের আকস্মিকতা ও উৎকটতা থাকিলে সর্ব্বোপরি এই ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, আকুঞ্চিত কনীনিকা, মূর্চ্ছা, অচৈতন্য, বমন, অতিসার, ও অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি; এই সকল আনুষঙ্গিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সিকাগো নগরের ডাঃ বার্ট লিখিয়াছেন যে, কি মৃদু কি উৎকট সকল প্রকার ডিপথিরিয়া রোগেই পূর্ব্বরূপ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত সায়েনাইড অব মারকিউরি উপযোগী। সেণ্ট-পিটার্সবার্গ নগরের ডাঃ ভিলার্স এই ঔষধ দ্বারা প্রায় একশত ডিপথিরিয়ার রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন; ইহাদের একজনেরও মৃত্যু হয় নাই। তিনি বলেন যে সায়েনাইড অব মারকিউরি প্রয়োগে ডিপথিরিয়ার সকল রোগীই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। বার্লিন নগরের ডাঃ ট্রাজার এতদ্দ্বারা অনেকগুলি ডিপথিরিয়ার রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ মার্সী লেখেন যে পনিরের ন্যায়, বা মধুচক্রাকার ছিদ্রছিদ্র কৃত্রিম ঝিল্লী দ্বারা গল-গহ্বর (ফসিস) পূর্ণ; ও অতিশয় অবসন্নতাদি থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে সায়েনাইড অব মারকিউরি ডিপথিরিয়া রোগের একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় দুর্ব্বলতা বা সাংঘাতিকতা বিশিষ্ট রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সায়েনাইড অব মারকিউরি হাইড্রোসায়েনিক এসিড ও মারকিউরির সংযোগে প্রস্তুত। সুতরাং ইহাতে হাইড্রোসায়েনিক এসিড থাকাতে যে সকল রোগীর প্রথম হইতেই অতিশয় অবসন্নতা থাকে তাহাদের রোগে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী হয়। নাড়ীর দ্রুততা; এমন কি ১৩০ বা ১৪০ বার স্পন্দন; কিন্তু উহার আয়তনের অভাব; কৃত্রিম ঝিল্লীর প্রথমে তালু ও তালু-

মূল আবৃত করিয়া অবস্থিতি ও শুভ্রবর্ণ; অনন্তর সত্বর গ্রন্থি সকলের স্ফীততা ও তখন কৃত্রিম ঝিল্লীর মলিনবর্ণ, এবং পচিবার আশঙ্কা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শ্বাসে দুর্গন্ধ; জিহ্বার কপিশবর্ণ, বা ( উৎকট রোগে ) কৃষ্ণবর্ণ; ক্ষুধাশূন্যতা; ও সঙ্কটসূচক নাসিকার রক্তস্রাব প্রভৃতি এই ঔষধের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণে সায়েনাইড অব মারকিউরি বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হেল উল্লেখ করেন যে ক্রিয়ার তীব্রতায় ডিপথিরিয়ার অন্য কোন ঔষধই ইহার সমতুল্য নহে। তবে কালী-কষ্টিকম, কালী-বাইক্রমিকম, ও ল্যাকেসিস ইহার অনেকটা সদৃশ বটে। বালকদিগের পক্ষে ইহার ষষ্ঠ ও বয়স্কদিগের পক্ষে তৃতীয় শততম ক্রমের নিম্নে এই ঔষধ ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। কেবল এই ঔষধ বা এতৎ সহকারে ক্লোরাইড অব লাইমের কুলি ( চারি আউন্স জলে এক ড্রাম লাইকার ক্যালসিস ) এক্ষণ ভয়ঙ্কর ডিপথিরিয়া রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ডাঃ এলেন বলেন যে * গল-গহ্বরের উগ্র আরক্ততা, ও গলাধঃকরণে অতিশয় আয়াস; সমগ্র গল-গহ্বরের উপর এবং গল-মধ্যের নিম্ন পর্য্যন্ত কৃত্রিম ঝিল্লীর প্রসারণ; পচা গ্যাংগ্রীণবিশিষ্ট ডিপথিরিয়া, তৎসহ বিগলিত ক্ষত; এবং * অতিশয় দুর্ব্বলতা; মারকিউরিয়স সায়েনাইডের লক্ষণ। তিনি ইহাও বলেন যে যখন এই ঔষধ ব্যাপক আকারে প্রকাশিত ডিপথিরিয়ার লক্ষণের সাদৃশ্যে অমোঘ ঔষধরূপে স্থিরীকৃত হয় তখন অন্যান্য অমোঘ ঔষধের ন্যায় প্রতিষেধক স্বরূপও ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। **ক্রুপ।**—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে স্বরযন্ত্রের ডিপথিরিয়ায় অর্থাৎ কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট সাংঘাতিক ক্রুপ রোগে গাঢ়, রজ্জুবৎ নিষ্ঠীবন; শ্বাসকৃচ্ছ্র, সংযুক্ত কর্কশ, কুক্কুররববৎ, ক্রুপ রোগের কাস লক্ষণে সায়েনাইড অব মারকিউরি প্রয়োগে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় কিন্তু সর্ব্বদা হয় না। ডাঃ হেল বলেন যে ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লি বায়ু-পথে সম্প্রসারিত হইয়াই ক্রুপের এই সকল লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। **বৃক্ক রোগ।**—স্কার্লেটিনা ও ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী কৃত্রিম ঝিল্লিবিশিষ্ট বৃক্কক-প্রদাহে, ও এল্বুমিনুরিয়ায়ও এই ঔষধে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতে পারে। **রক্তাতিসার।**—অতিশয় অবসাদ, পচা রক্তাক্ত বিরেচন, মলদ্বারে কৃত্রিম ঝিল্লির উৎপত্তি, ক্ষত, কোথ এবং পরিশেষে হিমাঙ্গ ও মৃত্যু লক্ষণাপন্ন সাংঘাতিক রক্তাতিসারেও সায়েনাইড অব মারকিউরির অনুরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা। চৈতন্য-বিলোপ; মূর্চ্ছা। সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। **মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন ও কর্ণে জ্বালা সহকারে শিরঃপীড়া। **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও শীর্ণতা; নীলাভা। নাসিকা হইতে অধিক রক্তস্রাব। মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠের নীলবর্ণ। **চক্ষু।**—নিমগ্ন চক্ষু। আকুঞ্চিত কনীনিকা। **মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।**—জিহ্বার পাণ্ডুবর্ণ ও উহার মূলে পীতাভ রেখা; স্ফীততা প্রান্তভাগের আরক্ততা। * গল-মধ্যের বন্ধুর দৃশ্য; গল-কোষের আরক্ততা ও কৈশিকা

নাড়ীতে রক্ত-সঞ্চয়; দন্ত-মূলের স্ফীততা, ও একপ্রকার শুভ্রবর্ণ সংলগ্ন স্তরে আচ্ছন্নতা, উহার নিম্নে বেগুণি রঙ্গের প্রান্তভাগ। * তালু ও তালু-মূলে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ স্তর; দক্ষিণ গালের অভ্যন্তর ভাগে একটী গোলাকার ক্ষত, সেই ক্ষতের নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ; প্রান্তভাগ কর্ত্তিতবৎ ও অতিশয় লোহিত বর্ণে পরিবেষ্টিত। * গল-মধ্যের কৃত্রিম ঝিল্লী বিশিষ্ট প্রদাহ। * ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গালের অভ্যন্তরভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, এবং উহার উপরে ধূসরাভ শুভ্র আচ্ছাদন। গল-মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় আরক্ততা। সমগ্র গণ্ড-গহ্বরের প্রদাহ। লালানিঃসরণ, এক প্রকার পাতলা, দুর্গন্ধি, অবদরণকর স্রাব। গিলিতে অতিশয় আয়াস। ০ কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরঘ্ন (ক্রুপ)। ০ পচা ক্ষত সংযুক্ত সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া। **আমাশয়।**—বিবমিষা, বমন, ও বারম্বার আতিসারিক মল-নিঃসরণ তৎসহ শরীরের তুষারবৎ শীতলতা। পেয় দ্রব্য তখনই উদ্গীরণ। আমাশয়ে জ্বালা অনুভব। গলার প্রবল উপদাহ সহ বিবর্দ্ধিত পিপাসা। সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা বমন। প্রবল উদ্গার। চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিরত হিক্কা। **উদর।**—উদরে অল্প অল্প যাতনা। উদরের প্রচণ্ড বেদনা, প্রতিবার মলত্যাগে উহার বৃদ্ধি। উদর-বেদনা, তৎপরে কঠিন মল, অনন্তর কোমল মল নিঃসরণ। **মল ও মলদ্বার।**—রক্তাক্তিত তরল মল। দুর্গন্ধময়, সবুজ ও চকচকে আতিসারিক মল। আর্দ্র ও তুষার-শীতল গাত্র সহকারে দুর্দ্দম্য প্রভূত অতিসার। বারবার মল-প্রবৃত্তি, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও মলত্যাগ কালে কুন্থন; স্বল্প ও রক্তমিশ্রিত মল। (অবিরত বমন সহকারে) অতিশয় মল-প্রবৃত্তি, তৎপরে তরল মল নিঃসরণ। মলিন বর্ণ মল। মল-ত্যাগের চেষ্টায় বিশুদ্ধ কাল রক্তস্রাব। সরলান্ত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ নিঃসরণ, উহার গ্যাংগ্রিণের ন্যায় গন্ধ, ও উহা লাগিয়া কাপড়ে বড় বড় কাল দাগ। বসিবার সময় সরলান্ত্রে বেদনা, মলদ্বারের চারিদিকেও বেদনা, মলদ্বারের স্ফীততা। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে অর্শবলী, ও উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্রন্থিবৎ স্ফীততা। গালের ন্যায় মল-দ্বারের চারিদিকেও ডিপথিরিয়া জনিত ধূসরাভ স্তর। ০ সাংঘাতিক বা গলিত রক্তাতিসার। **মূত্র-যন্ত্র।**—পাঁচদিন পর্য্যন্ত মূত্রস্তম্ভ। মূত্রনাশ। পীতবর্ণ মূত্র; মূত্রত্যাগে কষ্ট। পরিষ্কার, কিন্তু স্বল্প মূত্র। স্বল্প ও মলিন মূত্র। মূত্রাশয়স্থ মূত্রের অতিশয় অণ্ডলালময়ত্ব। ০ ব্রাইটস ডিজিজ। **জনন-যন্ত্র।**—উপস্থের মলিন বর্ণ, ও অর্দ্ধোত্থিত অবস্থা। অণ্ডকোষের মলিন বর্ণ। **হৃৎপিণ্ড।**—নাড়ী ক্ষুদ্র ও অবসন্ন, স্পন্দন ৭৬। নাড়ী সবলতর ও দ্রুততর, স্পন্দন ৯০। নাড়ী দুর্ব্বল, স্পন্দন ১৩০, তৎসহ শরীর-শাখার শীতলতা ও মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ। নাড়ীর স্পন্দন (কেবল একবার) ১০২, প্রাতে বিষমগতি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের প্রচণ্ডতা ও কর্কশতা। হৃৎপিণ্ডের তীব্র আকুঞ্চন, উপরে হাত রাখিলে হাত প্রতিক্ষেপণ। **নিম্নাঙ্গ।**—বাম জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা, শিরার রজ্জুদ্বয়ের ন্যায় আকৃতি ও উহার গুল্‌ফের সমীপে সংমিলন; অত্যল্প স্পর্শে উহাতে অত্যন্ত বেদনা; জঙ্ঘার অতিশয় স্ফীততা। **দেহ।**—সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, শরীরের তুষারবৎ শীতলতা। অত্যন্ত

অবসন্নতা, বারবার বমন, হিক্কা। অতিশয় শীত শীত অনুভব। লঘু আক্ষেপিক সঞ্চলন বশতঃ শরীর শাখার চঞ্চলতা।

সমগুণ।—এরম ট্রিফ, কষ্ট, হিপার, কালী-বাইক্রম, কালী-কষ্ট, মার্ক-আইওড, ফাইটো, মিউর-এসি, ল্যাকেসিস।

---

## সারাসিনিয়া পারপুরিয়া।

সারাসিনিয়া বা পিচার প্লাণ্ট একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ। ইহা আমেরিকায় জন্মে। সারাসিনিয়ার মূলের অরিষ্ট; এবং সমগ্র বৃক্ষের ফাণ্ট প্রস্তুত হয়। এতদ্দ্বারা বসন্তের প্রারম্ভের ন্যায় জ্বর, অস্থি-বেদনা ও অঙ্গ-গ্রহ জন্মে; সুতরাং বসন্ত রোগের পীড়কা উদ্ভব কালীন ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এই ঔষধ বসন্তরোগে আরোগ্যকর ও প্রতিষেধক; আবার কেহ কেহ একেবারেই ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না। বাস্তবিক অদ্যাপিও বসন্তে সারাসিনিয়ার আরোগ্যকারিতা অবিসম্বাদিত ও সুনিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ডাঃ হেল বলেন যে বসন্তরোগে সারাসিনার উপকারিতার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণগুলি সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বিশ্বাস করেন যে বসন্তে এই ঔষধের বিশেষ আরোগ্য-শক্তি আছে। এতদ্দ্বারা পীড়কার ভোগকালের অল্পতা ও তীব্রতার হ্রস্বতা জন্মে, এবং কোন উৎকট উপসর্গ উপস্থিত হয় না বলিয়া বোধ হয়। অর্দ্ধ আউন্স মূল ও পত্র আট আউন্স তপ্ত জলে ভিজাইয়া ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক চামচ; অথবা দুই ঘণ্টা অন্তর নিম্ন শক্তির কয়েক বিন্দু অরিষ্ট সেবনে এই ঔষধ দ্বারা বসন্তের চিকিৎসায় কৃতকার্য্যতা লাভ হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে বসন্তের মৃদু আক্রমণে, জ্বরের স্বল্পতার বিদ্যমানে সারাসানিয়া প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। পীড়কাগুলি শুষ্ক হইয়া যায় ও রোগের ভোগকাল খর্ব্ব হয়। ডাঃ লিলিয়েন্থাল লেখেন যে বসন্তে সারাসিনিয়ার কোন বিশ্বাসযোগ্য লক্ষণ নাই। তবে উৎকট রোগে ইহার ফাণ্ট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে আমেরিকা ও ইউরোপের এলোপ্যাথেরাও বসন্ত রোগে সারাসিনিয়া বিস্তর ব্যবহার করিতেন। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ পীড়কা উৎপন্ন, অনন্তর পূয়োৎপাদন প্রতিরুদ্ধ হইত, এবং যাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদের বসন্ত উপবসন্তে পরিণত হইত। লণ্ডনের বসন্ত-চিকিৎসালয়ে এই ঔষধে কোন উপকার না দর্শাতে এক্ষণ আর এলোপ্যাথেরা সারাসিনিয়া ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ ইহার ১দ ও ৩শ ক্রম ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত রোগেও সারাসিনিয়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অতিসার।—প্রাতঃকালীন অতিসার; উদর-বেদনা সহ উদরের স্ফীততা; মলত্যাগান্তে শ্রান্তি, মলিন বর্ণ, অনেক সময় বা রক্তমিশ্রিত মল; মলের দুর্গন্ধ বা মৃগনাভীর গন্ধ। শ্বেতপ্রদর।—জলবৎ বা দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর, গাঢ়,

ঈষৎশুভ্র, দুর্গন্ধ স্রাব, তৎসহ জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা; জরায়ুর অর্ব্বুদ বা শোথ জনিত স্ফীততার ন্যায় স্ফীততা ও স্পন্দনকর বেদনা; জরায়ুর দক্ষিণ পার্শ্বের কোষপূর্ণবৎ স্ফীততা; জরায়ুর গ্রীবার স্ফীততা ও উত্তপ্ততা; ভগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ ও উত্তাপ; ঋতু-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে, যথা, রজোনিবৃত্তিকালে রক্তাক্ত স্রাব-নিঃসরণ। **যক্ষ্মা**।—সোরা-ধাতু-দোষ সংসৃষ্ট যক্ষ্মা ও বায়ুনলীর রোগ; ফুসফুস হইতে রক্ত উঠা, গাঢ় কাস; স্বরযন্ত্রে ও বায়ুনলীতে অবিরত কণ্ডূয়ন; বমনেচ্ছা ও বমন সংযুক্ত কাস, শ্বাস-রোধের আবেশ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; কঠিন কাস, কাসিতে বুকে ও অন্ত্রে ঝাঁকি লাগা, এবং খানিকটা আঠা আঠা আঁশ আঁশ তিক্ত, পচা, তৈলাস্বাদ জমাট শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে কাসের বিরতি। **চর্ম্ম-রোগ**।—ক্রষ্টা-ল্যাক্টিয়া, ক্রুরাইগো প্রভৃতি জ্বর-বিবর্জ্জিত পচ্যমান উদ্ভেদ।

# সিনেমোনম—সিনেমন—দারুচিনি।

লরেসী জাতীয় এই চিরহরিৎ বৃক্ষ সিংহল দ্বীপে জন্মে। ইহার বল্কলের স্থূল চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

## ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর রেখা-পরিশূন্য পেশীতে সিনেমনের ক্রিয়া দর্শিয়া রক্ত-স্রাব জন্মে। এজন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জরায়ুর রক্তস্রাবে, রক্ত * প্রভূত ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকিলে, সিনেমোনম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ই, ডারউইন জোন্স লিখিয়াছেন যে সিনেমন টী ( দারুচিনির কাথ ) পান করাতে একজন বালকের অন্ত্র হইতে উজ্জ্বল-লোহিত পরিষ্কার রক্তপাত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তাহার নাকদিয়াও রক্ত পড়িয়াছিল। এলোপ্যাথেরা সিনেমন রক্তবহা নাড়ী ও স্নায়ুমণ্ডলীর সাধারণ উত্তেজক বলিয়া মনে করেন, এবং এতদ্বারা সমীকরণ-ক্রিয়া প্রবর্দ্ধিত হয় বলিয়া উল্লেখ করেন। সিনেমন প্রসব-বেদনা প্রবর্দ্ধিত ও অধিক রজস্রাব প্রশমিত করে, এজন্য এই উদ্দেশ্যে কখন কখন আর্গেটের পরিবর্ত্তে ইহার প্রয়োগ হয়।

**সমগুণ**।—ইরিজারণ, ইপি, মিলি, স্যাবিনা।

# সিফিলাইনঃম।

সিফিলাইনঃম রোগজ ঔষধ। উপদংশের বিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

বেদনা।—* * অন্ধকার হইতে দিবালোক পর্য্যন্ত বেদনা; গোধুলী সময় হইতে আরম্ভ ও দিবালোকে পরিসমাপ্তি ( মার্ক, ফাইটো )। ক্রমে ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস ( ষ্টাণ ); স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা, তজ্জন্য রোগীর বারংবার অবস্থান-পরিবর্ত্তন করিতে হয়। * * রাত্রিতে সমস্ত লক্ষণের আতিশয্য ( মার্ক ); সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। উদ্ভেদ।—নিস্তেজ, আরক্ত, তাম্রবর্ণচিহ্ন, শীতল হইবার সময় নীলবর্ণধারণ। সর্ব্ব শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা ( এব্রোট, আইওড )। হৃৎপিণ্ড।—রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডের ভূমিদেশ হইতে শিখর-দেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা ( শিখর হইতে ভূমি পর্য্যন্ত, মেডো; ভূমিদেশ হইতে কণ্ঠাস্থি, বা স্কন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি )। মন।—স্মৃতিহীনতা; পুস্তক, ব্যক্তি ও স্থানের নাম স্মরণ রাখিতে পারা যায় না, গণিতের গণনা করায় আয়াস জন্মে। অনুভূতি।—যেন উন্মাদ হইবে; যেন পক্ষাঘাত জন্মিবে, এরূপ অনুভব; ঔদাস্য অনুভব। নিদ্রা।—নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা জন্মে বলিয়া রাত্রির ভয়ঙ্কর ভয়; উহা সহ্য হয় না, বরং মৃত্যু শ্রেয়ঃ বোধ হয়। জাগরণান্তে অবসন্নতাজনিত ভয়ঙ্কর যাতনার আশঙ্কা ( ল্যাক )। প্রদর।—প্রদর; * * প্রভূত স্রাব, * নেকড়া ভিজিয়া, গুড়মুড়া পর্য্যন্ত বাহিয়া পড়ে ( এলম )। শিরঃপীড়া।—স্নায়বীয় প্রকৃতির শিরঃপীড়া, উহাতে রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ও প্রলাপ; অপরাহ্ন চারিটার সময় আরম্ভ, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আতিশয্য এবং দিবালোকে নিবৃত্তি ( রাত্রি ১১ বা ১২টার সময় বিরতি, লাই ); * * কেশ-পতন। চক্ষু।—নবজাত শিশুদিগের তরুণ চক্ষু-প্রদাহ; চক্ষুর পাতার স্ফীততা, নিদ্রাকালে উহার সংযোজনা; রাত্রিতে বেদনার তীব্রতা, রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উহার আতিশয্য; প্রভূত পূয নিঃসরণ; শীতল জলে প্রক্ষালনে উপশম। অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত। উপরের তীর্য্যক্ পেশীর পক্ষাঘাত; চক্ষুর পাতা অবনত হইয়া থাকাতে নিদ্রিতের ন্যায় দৃষ্ট হয় ( কষ্ট, গ্রাফ )। যুগল-দৃষ্টি, এক প্রতিরূপের নিম্নে অন্য প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়। দন্ত।—দন্ত-মূলের প্রান্তভাগে দন্তের ক্ষয় প্রাপ্তি ও ভাঙ্গিয়া পড়া; দন্তে গর্ত্ত হইয়া যাওয়া, উহার প্রান্তভাগ করাতের দাঁতের ন্যায় কাটা-কাটা; দন্তের আকৃতির খর্ব্বতা প্রাপ্তি, অগ্রভাগগুলির একই বিন্দুর অভিমুখে গতি ( ষ্টাফ )। স্পৃহা।—* যে কোন আকারে * * এলকোহল পানের আকাঙ্ক্ষা। পিতৃদোষ জনিত মদিরা-দোষের প্রবণতা ( এসার, সোরি, টিউবার, সল, সল-এসি )। মল ও মলদ্বার।—অনেক বৎসর ব্যাপী দুর্দ্দম্য মল-কৃচ্ছ্র; সরলান্ত্র সংবৃতি ( ষ্ট্রীক্‌চার ) দ্বারা অবরুদ্ধ বোধ হয়; পিচকারী দিলে মল-নিঃসরণের যাতনা প্রসব-বেদনার ন্যায় অনুভূত হয় ( ল্যাকেডি, টিউব )। মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে

বিদারণ ( ফিসার্স ) ( থুজা ) ; সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়া ; উপদংশের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত, রোগের দুর্দ্দম্যতা। স্কন্ধ।—স্কন্ধ-সন্ধি, বা স্কন্ধের ত্রিকোণ পেশীর সংযোগ-স্থলে আমবাত, বাহু পার্শ্বের দিকে উঠাইলে উহার আধিক্য। ( রসটক্স।—দক্ষিণ স্কন্ধ, স্যাঙ্গ, বাম, ফির )। উপযোগিতা।—উপদংশজ রোগে অত্যন্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও স্থায়ী উপশম বা উপকারের অভাব। উপদংশ-গ্রস্ত যে সকল রোগীর কঠিন উপদংশ ( শ্যাঙ্কার ) স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসিত হইয়াছে, এবং উহার ফলস্বরূপ যাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত গলার ও চর্ম্মের রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, অন্য কোন ঔষধের সহিত সুস্পষ্ট সাদৃশ্য না থাকিলে, চিকিৎসার প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহারে প্রায়ই তাহাদের উপকার দর্শে। উপচয়।—রাত্রিতে; গোধূলী সময় হইতে দিবালোক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—অস্থি-রোগে ও উপদংশীয় পীড়ায় অরম, এসাফ, কালী-আই, মার্ক ও ফাইটোর সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

---

# সিম্ফাইটম।

সিম্ফাইটম অফিসিনেল অস্থির উপঘাতের উপযুক্ত ঔষধ। যথা, চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অক্ষি-গহ্বরের অস্থি উপহত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। অস্থি-ছেদের পর ছিন্ন অঙ্গের অবশেষাংশের উপদাহিতা দূরীকরণেও সিম্ফাইটম ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা ভগ্নাস্থিও মিলিত হয়। এবং কণ্টক-বেধনবৎ বিশেষ বেদনার লাঘব জন্মে। ডাঃ জার বলেন যে ইহার ত্রিংশ ক্রম আভ্যন্তরিক ও মূল অরিষ্ট-সিক্ত পটি বাহ্যপ্রয়োগ করিলে ভগ্নাস্থি সংযোজিত হয়। কশেরুকার রোগ বশতঃ কটিব্রণ, হনুর অস্থিরপ্রদাহ, ও আভিঘাতিক অস্থিবেষ্টের প্রদাহেও এই ঔষধে উপকার দর্শে। ইহার ২ ও ৩ ক্রম ব্যবস্থেয়। সন্নব্রণের ( উণ্ড ) আরোগ্যের পরবর্ত্তী অস্থি-বেষ্টের স্পর্শ-দ্বেষে ; এবং অস্থি-ভগ্নে বেধনবৎ ( প্রিকিং ) বেদনায় আর্ণিকার পরে সিম্ফাইটম ভাল খাটে।

# সিয়েনোথস এমেরিকেনাস—নিউ জার্সি টী।

এই ক্ষুদ্র গুল্মের নামান্তর সিয়েনোথস বার্জ্জিনিয়ানা। ইহার মূল লোহিতবর্ণ বলিয়া ইহাকে রেড্‌রূটও বলে। ইহা আমেরিকায় উৎপন্ন হয়। বিগত আমেরিক বিপ্লবের সময় চীনদেশীয় চা না পাওয়াতে সিয়েনোথসের পাতা চার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল এজন্য ইহাকে জার্সী-টী কহে। ইহার পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**প্লীহা।**—প্লীহায় এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। প্লীহার প্রদাহ ও বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। পুরাতন প্লীহারোগে প্লীহা কঠিন হইলে সিয়েনোথস ব্যবহারে প্লীহাতে বেদনা জন্মে এবং উহা কোমল হইয়া সত্বর স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। পুরাতন প্লীহারোগে, বামপার্শ্বের পঞ্জরাস্থির নিম্নের স্ফীততায়; অতিশয় কর্ত্তনবৎ বেদনা,—শীতল ও আর্দ্রঋতুতে বৃদ্ধি, এবং রোগীর সর্ব্বদা শীত শীত অনুভব লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ ডনহাম বলেন যে তাঁহার পরিচিত একজন চিকিৎসক সিয়েনোথস প্রয়োগ করিয়া একব্যক্তির অতিশয় বিবর্দ্ধিত প্লীহা আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ বার্ণেট এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কতকগুলি প্লীহার রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। সিয়েনোথসের প্রধান প্রধান লক্ষণে যে সকল আরোগ্যকর লক্ষণ উল্লেখিত হইয়াছে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতেই ডাঃ হেল সেইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ডাঃ বার্ণেট বলেন যে প্লীহার বিবর্দ্ধন নিশ্চিত করিতে না পারিলেও বামকুক্ষিদেশে গভীর-মূল বেদনা লক্ষণে ইহা প্রয়োগকরা উচিত। তিনি সচরাচর একবিন্দু মাত্রায় ইহার প্রথম দশমিক বা শততমিক ক্রম এবং কখন কখন মাদার টিংচার ব্যবহার করেন। প্লীহার উপরে ইহার অরিষ্টের বাহ্যপ্রয়োগও হইয়া থাকে। **শ্বেতপ্রদর।**—প্লীহার আনুষঙ্গিক শ্বেতপ্রদরেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। ডাঃ মার্সী উল্লেখ করেন যে বাম কুক্ষিতে বেদনা বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদরে ইহা ব্যবহার্য্য। ডাঃ হানসেন বলেন যে কুক্ষিস্থলে প্রতিনিয়ত বেদনা, প্রভূত রজঃ, ও পীতবর্ণ প্রদর ইহার লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।** অল্প অল্প প্রফুল্লতা। **মুখ-মধ্য।**—০ জরান্তে মুখ-ক্ষত। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মুখের উপক্ষত। **শ্বাস-যন্ত্র।**—০ পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ। **জননেন্দ্রিয়।**—০ শ্বেতপ্রদর। প্রমেহ। উপদংশ। দশ দিবস পূর্ব্বে প্রভূত রজঃনিঃসরণ। **দেহ।**—শীত ও ক্ষুধাহীনতা সহ অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা। স্নায়ু সকল কম্পিত অনুভব, এবং একদিন আহারকালে ছুরি ও কাটা ধরিতে অপারগতা। প্রধানতঃ পৃষ্ঠের নীচে শীতানুভব। শীত কম্পন। **উদর।**—তরল মল নিঃসরণ। **প্লীহা।**—০ প্লীহার অতিশয় বৃদ্ধি। ০ প্রবল বমন, বামপার্শ্বে বেদনা, নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস, অধিক ঘর্ম্ম, ও জ্বরলক্ষণাপন্ন প্লীহা-প্রদাহ। অতিশয় জ্বর, কাস, বামপার্শ্বে বেদনা, এবং অঙ্গুলীর আঘাতে সেই পার্শ্বে ঘন গর্ভ শব্দ। ০ পুরাতন প্লীহা প্রদাহ। বামপার্শ্বে পঞ্জরাস্থির নিম্নে পুরাতন স্ফীততা এবং উহাতে অতিশয় কর্ত্তনবৎ বেদনা; শ্বাস-কষ্ট, শীতল ও আর্দ্রকালে উহার আধিক্য ও রোগীর শীত শীত অনুভব। দীর্ঘস্থায়ী তীব্র শীত। অধিকাংশ সময় অগ্নির নিকটে থাকিতে হয়। শীতকাল সমাগমে ভীতি। গ্রীষ্মকালে রোগী অনেকটা ভাল থাকে,

কিন্তু প্লীহার স্ফীততা, শীত শীত অনুভব ও বেদনা যদিও দুর হয় না, তথাপি উষ্ণ ঋতুতে উহাতে তত কষ্ট হয় না। বামপার্শ্বে প্লীহাপ্রদেশে তীব্র বেদনা। ০ বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা ও সেইস্থানে বৃহৎ স্ফীততা। ০ সমস্ত কুক্ষিব্যাপী সুবৃহৎ প্লীহা। ০ প্লীহার প্রাচীন বিবর্দ্ধন। ০ বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা বিশিষ্ট পাণ্ডু। ০ বামকুক্ষিতে বেদনা বিশিষ্ট জরায়ুর রক্তস্রাব। ০ পুরাতন প্লীহা, শীত, ও শ্বেতপ্রদর। ০ কয়েক মাস বামপার্শ্বে বেদনা, ও দক্ষিণপার্শ্বের শিরঃপীড়া। ০ বামপার্শ্বে উগ্রবেদনা ও পূর্ণতা, এবং সেই পার্শ্বে শয়নে অসমর্থতা।

# সিরেসস বার্জ্জিনিয়ানা।

এই মার্কিণ গুল্মের ইংরেজী নাম চোক-চেরি। ইহাতে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের উপাদান, ট্যানিন, ও সিঙ্কোনার ন্যায় একপ্রকার তিক্ত বীর্য্য বিদ্যমান আছে। ইহার শীতল ফাণ্টই উৎকৃষ্ট প্রয়োগ-রূপ; অন্তর্ব্বল্কলের অরিষ্টও প্রস্তুত হয়।

মস্তকে গৌরব অনুভব। * ভুক্তদ্রব্যের অম্লত্বজনক অগ্নিমান্দ্য। মুখ-প্রসেক সম্বলিত বিমন্দ পরিপাক-ক্রিয়া। ০ দুর্ব্বল, সবিরাম নাড়ীসহ ক্ষুধাহীনতা। ০ শুক্রমেহজনিত দুর্ব্বলতা। ০ হৃদ্রোগজনিত কাস। ০ হৃৎপিণ্ডের বিষম ও সবিরাম ক্রিয়া, ও বেগের ক্ষীণতা। হৃদ্বৃদ্ধি, ও হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ। দ্রুত, ও বিষম নাড়ী। ০ জ্বর বা অন্য কোন দুর্ব্বলতাজনক রোগের পর, বিশেষতঃ হৃদ্রোগে, দৌর্ব্বল্য। ০ যক্ষ্মা। বিলেপীজ্বর। ০ সবিরামজ্বর (যাপ্যকর)। ০ ক্ষত। গণ্ডমালা। এইগুলি চোক-চেরির লক্ষণ।

ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার শীতল ফাণ্ট দুই ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিয়া অনেকবার হৃৎপিণ্ডের বিষম ও সবিরাম ক্রিয়া, বেগের ক্ষীণতা; এবং হৃদ্রোগ সংসৃষ্ট কাস আরোগ্য করিয়াছেন। কোন রোগের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় নাড়ীর দ্রুততা ও দুর্ব্বলতায়; যক্ষ্মারোগে; এবং প্রসারণ সংযুক্ত হৃদ্বৃদ্ধিতে সিরেসস উপশমপ্রদ। আমাশয়ের অম্লত্ব সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে; মুখপ্রসেকবিশিষ্ট ধীর পরিপাকে; ও ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতিতে ডাইলিউট এলকোহলে প্রস্তুত ইহার অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ। এই সকল রোগে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও উপদাহিতা থাকিলে এই ঔষধ অধিকতর উপকারী। হৃদ্বৃদ্ধিতে, অথবা প্রকৃতজ্বর বিদ্যমানে ইহার নিম্নক্রম ব্যবস্থেয় নহে। অধিক পরিমাণে সিরেসসের ফাণ্ট সেবনে হৃৎপিণ্ডের সবলতা জন্মিয়া মস্তকের পূর্ণতা ও গুরুতা উৎপন্ন হয়। অতএব এই সকল লক্ষণে ডাঃ হেলের মতে এই ঔষধের উচ্চক্রমই উপযোগী।

# সিলফিয়ম ল্যান্সিনিয়েটম।

সিলফিয়ম ল্যান্সিনিয়েটমকে ইংরেজিতে কম্পাস-প্লাণ্ট বা দিগ্দর্শন তরু বলে। ইহার নিম্নতর পত্রগুলির প্রান্তভাগ সর্ব্বদাই উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে থাকে বলিয়াই এরূপ নাম। সিলফিয়ম আমেরিকার তৃণাবৃত প্রান্তরে জন্মে। ইহার রসে অধিক পরিমাণে ধুনা আছে। সিলফিয়মের পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। সিলফিয়ম কোপেবা, টর্পেণ্টাইন, ও কিউবেবসের সমগুণ। ষ্টাণম ও স্থাম্বুকসের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে।

সিকাগো নগরের ডাঃ হল এই ঔষধ আংশিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা গল-গহ্বর ও গল মধ্যের অবদরণ, কণ্ডূয়ন, ও উপদাহ, বিবমিষা, ও উদরোর্দ্ধদেশে শূন্যতানুভব; থক্‌থক্ করিবার ও গলা চাঁচিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি, এবং পাতলা আঠাআঠা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। উপদাহ নাসা-পশ্চাতের রন্ধ্রদ্বয়ে প্রসারিত হইয়া নাসা-পথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাতে হাঁচি, তৎপরে নাসিকা হইতে পরিষ্কার, বিদাহী স্রাবনিঃসরণ, এবং তৎসহকারে অক্ষিগহ্বরের উর্দ্ধদেশে একপ্রকার আকুঞ্চন ও প্রচাপন জন্মিয়াছিল। গলার অভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর যতদূর দেখা যায় ততদূর রক্ত-সঞ্চিত ও স্থূল হইয়াছিল; পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাবী একপ্রকার কর্কশ কাসও ছিল। একরূপ আক্ষেপিক কাসসংযুক্ত ফুসফুসের আকুঞ্চন; জিহ্বার ঈষৎ শুভ্র আঠাআঠা লেপ, ও তপ্তঝোল দ্বারা দগ্ধবৎ পরিশুষ্কতা অনুভব; বারম্বার স্বল্প ও আরক্ত মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগকালে মূত্রদ্বারে জ্বালা; স্বাভাবিক আকারের মল, কিন্তু শুভ্র আঠাআঠা এক-প্রকার শ্লেষ্মা দ্বারা উহার আচ্ছন্নতা; আভ্যন্তরিক জ্বরানুভব, অথচ নাড়ীর অদ্রুততা; এবং ক্ষুধাহীনতা; এই সকল লক্ষণ ও প্রকাশ পাইয়াছিল।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**শ্বাস ( য়্যাজ্‌মা )।**—অধিক পরিমাণে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ; গলার অভ্যন্তরে অবদরণ ও কণ্ডূয়ন অনুভব; বিবমিষা ও শূন্যোদরতা অনুভব; ফুসফুসের আকুঞ্চন ও অবিরত কাসিবার প্রবৃত্তি; সিলফিয়মের লক্ষণ। সকল প্রকার শ্বাস-রোগেই ইহা ফলপ্রদ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। **কাস।**—গল-গহ্বর ও গল-মধ্যের অবদরণ, কণ্ডূয়ন, ও উপদাহ; বিবমিষা, ও উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শ-দ্বেষ; অবিরত থক্‌থক্ ও গলা পরিষ্কার করা, কিন্তু কেবল পাতলা আঠা আঠা শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন; হাঁচি, তৎপরে নাসিকা হইতে পরিষ্কার বিদাহী স্রাবনিঃসরণ, এবং তৎসহকারে অক্ষি-গহ্বরের উর্দ্ধদেশে এক প্রকার আকুঞ্চন ও প্রচাপন; পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাবী কাস; ফুসফুসে আকুঞ্চন ও অশিথিলতা, অবিরত কাসি তুলিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি; আক্ষেপিক কাস;—এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। **ইনফ্লুয়েঞ্জা।**—পূর্ব্বোক্ত কাসাদি লক্ষণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও সিলফিয়ম ব্যবহৃত হয়। **যক্ষ্মা।**—দড়িদড়ি ফেণা ফেণা, ধূসর বা পীতবর্ণ অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ও তজ্জন্য

শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা প্রাপ্তি লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে যক্ষ্মারোগে প্রভূত পরিমাণ, ধূসর বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা-নিঃসরণ ও তজ্জন্য রোগীর দুর্ব্বলতা লক্ষণে তিনি সিলফিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি প্রথমে ইহার দ্বিতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ এক বা দুই গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করেন; তৎপরে নিষ্ঠীবন কম পড়িলে ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল সিলফিয়মের অরিষ্ট তত ফলোপধায়ক মনে করেন না এবং তৃতীয় ক্রমের উপরে বিচূর্ণও ব্যবহার করেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত রোগগুলিতে তিনি দশ বৎসর এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

**প্রতিশ্যায়।**—ডাঃ হেল বলেন যে প্রাতিশ্যায়িক রোগ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগেই এই ঔষধের অধিকার দৃষ্ট হয়। সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহার ক্রিয়াধীন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রাতিশ্যায়িক শ্বাস, পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ, শ্বাস-যন্ত্রের প্রতিশ্যায়, মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, এবং প্রমেহাদি রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। এই সকল রোগের তরুণ অবস্থায় উচ্চক্রম; ও পুরাতন অবস্থায় নিম্নক্রম উপযোগী।

# স্যাণ্টোনিন।

স্যাণ্টোনিন কম্পোজিটি জাতীয় আর্টিমিসিয়া কণ্ট্রা বা ওয়ারম সীড বৃক্ষের মঞ্জরীজাত বীর্য্য। এই বৃক্ষকে স্যাণ্টোনিকা বা সিনাও বলে। ইহা এসিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় জন্মে। আলোক-সংস্পর্শে স্যাণ্টোনিনের শুভ্রবর্ণ দানা পীতবর্ণ হয়, এজন্য উহা অন্ধকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে স্যাণ্টোনিন বিচূর্ণাকারে প্রস্তুত হয়।

তিন গ্রেণের অধিক মাত্রায় স্যাণ্টোনিন দ্বারা বিবমিষা, বমন, তৎসহ উদর-বেদনা, অতিশয় পিপাসা, শিরোঘূর্ণন, ও প্রভূত অতিসার জন্মে। কাহার কাহার অতি অল্প মাত্রায়ই এতদ্দ্বারা বিষাক্ততা উৎপন্ন হয়। বসন্ত রোগ হইতে আরোগ্যোন্মুখ ছয়মাস বয়স্ক একটী বালকের তিন গ্রেণের স্থলে পাঁচগ্রেণ স্যাণ্টোনিক এসিড সেবন করাতে দুই মাস পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত ছিল। দুই বৎসর বয়স্ক অপর একটী সুস্থ বালক দুইগ্রেণ স্যাণ্টোনিন সেবন করিয়াছিল। পনর মিনিটের মধ্যে তাহার আক্ষেপ জন্মিয়াছিল এবং এক ঘটিকার মধ্যে সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তসঞ্চিত, চক্ষু স্পন্দিত, অক্ষিতারা প্রসারিত ও আলোকজ্ঞানপরিশূন্য, মুখ ফেণিল, দন্ত সংরুদ্ধ, শ্বাস সশব্দ, এবং উর্দ্ধাঙ্গ সময়ে সময়ে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ডাঃ হফম্যানও স্যাণ্টোনিকার অতিক্রিয়া বশতঃ দুইজন রোগীর সঙ্কটসূচক মস্তিষ্ক-লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অতএব এলোপ্যাথিমাত্রায় ( বালকের পক্ষে এক হইতে তিনগ্রেণ, ও প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে তিন হইতে আট গ্রেণ ) স্যাণ্টোনিন

প্রয়োগ সকলের পক্ষেই নিরাপদ নহে। অধিক মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিতে হইলে সাবধানে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

ক্রিয়া।—সিনার ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা উগ্রতর। স্যাণ্টোনিনের দশম- ক্রম সিনার প্রায় তৃতীয় ক্রমের সমান। যথোপযুক্ত মাত্রায় স্যাণ্টোনিন অন্ত্রের কৃমি বিনাশক এবং সদৃশমতে ইহা কৃমিজনিত প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ নিবারক। চক্ষে ও মস্তিষ্কেও এই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—কৃমি; দৃষ্টিক্ষীণতা ও দৃষ্টিহীনতা; বিদগ্ধদৃষ্টি ( ক্যাটারাক্ট ), মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় ও মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কৃমি।—স্যাণ্টোনিন কৃমিঘ্ন। মহীলতার ন্যায় কৃমি বিনাশে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সূত্রকৃমি বিনাশে ইহার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, পট্টকৃমি ( টেপওয়ারম ) বিনাশে তদপেক্ষাও কম। এক চামচ মিষ্টীকৃত দুগ্ধে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দুই বা তিন গ্রেণ শূন্যোদরে, অথবা প্রত্যেক বার আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে কয়েক দিবসের মধ্যেই কৃমির লক্ষণ দূরীভূত হয়। মলে সকল সময় কৃমি দৃষ্ট হয় না। আমাশয়ে কৃমি মরিলে প্রায়ই জীর্ণ হইয়া যায়, তবে রোগীর অতিসার থাকিলে মলে কৃমি বা কৃমির অংশ দেখা যাইতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের পক্ষে স্যাণ্টোনিনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবস্থেয়। সূত্রকৃমিতেও স্যাণ্টোনিন সময়ে সময়ে উপকার করে। কিন্তু সেবন ও মলদ্বারে পিচকারী দিলেও সূত্রকৃমি দূরীকৃত ও তাহাদের বৃদ্ধি নিবারিত হয়। অর্দ্ধ বা এক আউন্স শূকরের বসায় কয়েক গ্রেণ নিম্নতর ক্রমের স্যাণ্টোনিনের বিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এক একবার পিচকারী দিলে সূত্রকৃমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। বালকদিগের মধ্যে অনেক সময় কৃমির লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অথচ বমন-বিরেচনে কখনও কৃমি দেখা যায় না। এই সমস্ত লক্ষণের কতকগুলির মস্তিষ্কের উপদাহের লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য আছে। অতএব কৃমির বিদ্যমানতা সুনিশ্চিত না হইলে এই সকল লক্ষণে অধিকমাত্রায় স্যাণ্টোনিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, বৃহৎ মাত্রায় স্যাণ্টোনিন সেবনে মস্তিষ্কের তীব্র উপদাহ, ও আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এই সকল অবস্থায় উচ্চ বা মধ্যক্রমের সিনা বা স্যাণ্টোনিন ব্যবস্থা করা উচিত। কথিত আছে যে ক্যাষ্টর অয়েলে দ্রবীভূত করিয়া স্যাণ্টোনিন প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা অতি সত্বর মহীলতার ন্যায় কৃমি বিনষ্ট ও বিনির্গত হয়।

জ্বর।—অন্ত্রে কৃমি থাকিলে বালকদিগের জ্বর বিবর্দ্ধিত হয়। এরূপ অবস্থায় কয়েক মাত্রা স্যাণ্টোনিনের প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারে উপদাহের কারণ প্রশমিত হইলে অন্যান্য ঔষধ ভাল কাজ করে ও সহজে জ্বর আরোগ্য করিতে পারা যায়।

শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরেও জ্বর কৃমি জন্যই হউক অথবা আমাশয়ান্ত্রের উপদাহ বশতঃই হউক, এই ঔষধে উপকার দর্শে।

**মস্তিষ্ক-রোগ।**—বমন, প্রলাপ, এবং মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়বিশিষ্ট কোন কোন প্রকার শিরঃপীড়ায় স্যাণ্টোনিন ফলপ্রদ। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহেও ইহা উপযোগী হওয়া সম্ভব।

**চক্ষু-রোগ।**—স্যাণ্টোনিনের অতিক্রিয়া বশতঃ দর্শন-স্নায়ুর ( অপটিকনার্ভ ) এক প্রকার পক্ষাঘাত জন্মিয়া নানাপ্রকার দৃষ্টি-বিকার জন্মে। এজন্য এতদ্দ্বারা দৃষ্টিক্ষীণতা ও দৃষ্টিহীনতা আরোগ্য হয়। একজন সম্পূর্ণ অন্ধ বৃদ্ধকে কৃমির জন্য স্যাণ্টোনিন সেবন করান হইয়াছিল; তাহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তিও কতকটা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া স্নায়বীয় দৃষ্টিক্ষীনতা বিশিষ্ট ৩৬ জন রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়, তাহার ২৭ জন সম্যক বা প্রায় আরোগ্য লাভ করে, এবং অবশিষ্ট ৯ জনের বিশেষ কোন উপকার দর্শে নাই। নয়জন বিদগ্ধদৃষ্টি ( ফুলি ) রোগগ্রস্ত রোগীকেও স্যাণ্টোনিন ব্যবস্থা করা হয়, তাহার চারিজনের আরোগ্য লাভ হয়, অন্যান্যের কোন উপকার দর্শে নাই।

**মূত্রযন্ত্রের রোগ।**—রাত্রে মূত্রবেগ; রাত্রিকালে শয্যায় মূত্রত্যাগ; মূত্রকষ্ট; মূত্রকৃচ্ছ্র; ও অবারিত মূত্র বা মূত্র-কৃচ্ছ্র, এক একবার কয়েক বিন্দুমাত্র হরিতাভ মূত্র-পাত-সহ পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহ রোগও এতদ্দ্বারা নিবারিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাচীন মূত্রাশয় প্রদাহগ্রস্ত কয়েকজন রোগী এই ঔষধে সুন্দর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কৃমি জন্য অনিচ্ছায় দিবসে ও রাত্রিতে শিশুদিগের মূত্র-পাতেও ইহা ফলপ্রদ। অন্যান্য সহ-পানে সহজে দ্রবণীয় বলিয়া সম্প্রতি স্যাণ্টোনিনের পরিবর্ত্তে স্যাণ্টোনেট অভ সোডা অধিক ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—* প্রলাপ সহকারে জ্বরের মৃদু আবেশ। * অতিশয় অস্থিরতা সহকারে বিশৃঙ্খল প্রলাপ। * নিরুৎসাহিতা ও স্বীয় কার্য্য করিতে অপারগতা। * অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ। মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা, ভ্রমিবৎ অনুভব, আলস্য, অবসন্নতা।

**মস্তক।**—বমন সহকারে প্রবল শিরঃপীড়া। অত্যন্ত বিবর্দ্ধিত আকারে তীব্র শিরঃ-পীড়া। মস্তকের অবশতা। দক্ষিণ শঙ্খে মৃদু বেদনা। মস্তকের সম্মুখভাগে তীব্র বেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম; সম্মুখভাগে অধিকতর আঠাআঠা ঘর্ম্ম; মস্তকের অতিশয় উত্তপ্ততা। মস্তকে অস্বাভাবিক অনুভব ও বেদনা। মস্তিষ্কোদক রোগের ন্যায় কৃমিজনিত মস্তিষ্ক-লক্ষণ। ০ বর্ণ-বিভ্রম সংযুক্ত মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের শিরঃপীড়া ( হ্যানসেন )।

**চক্ষু।**—পীতবর্ণ লোহিত দেখায়; সকল বস্তু হরিদ্রাবর্ণ দেখায়; সকলই বেগুনি বর্ণ দৃষ্ট হয়; ছায়ার ন্যায় দৃষ্টি। নাসিকা ও ওষ্ঠের চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ সহকারে নিমগ্ন চক্ষু। প্রদীপ্ত চক্ষু এবং অক্ষিপুটের আক্ষেপিক সঙ্কলন। দৃষ্টিবিলোপ; ঝাপসাদৃষ্টি;

ভ্রমিবৎ অনুভব। কনীনিকার প্রসারণ, এবং দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য। চক্ষুর আক্ষেপিক স্পন্দন। মনুষ্য, ভূত হাঁটার ন্যায় দেখায়। ০ স্নায়বীয় দৃষ্টিক্ষীণতা। ০ ছানি। ০ আকস্মিক ঝাপসা দৃষ্টি সহকারে চক্ষুর অতিরিক্ত অনুভূতি ও রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ সূচীজীবিনীদিগের। ০ এম্বিওপিয়া। ০ দুই চক্ষুর ছানি। ০ বর্ণান্ধতা। ০ রেটিনার নীরক্ততা। ০ পীতদৃষ্টি। ০ আহারান্তে সহসা দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, মর্দ্দনে উহার অল্পকাল স্থায়ী উপশম।

**নাসিকা।**—অতিশয় দুর্গন্ধ অনুভব; গন্ধ-বিভ্রম। নাসিকার চারিদিকে নীলাভ পাণ্ডুরতা; নাসিকার কুঞ্চিত আকৃতি। * অতিশয় নাসা-কণ্ডুয়ন; শিশু নাসা ঘর্ষণ করে; ও নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে।

**মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের স্ফীততা ও রক্তসঞ্চয়; ওষ্ঠ ও মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক সঞ্চলন; মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন। মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ত রাগ। কুঞ্চিত ও বিকৃত মুখাকৃতি।

**মুখ-মধ্য ও ওষ্ঠ।**—মুখমধ্যের কুঞ্চিত আকৃতি। ওষ্ঠের অতিশয় স্ফীততা। তিক্ত আস্বাদ; মুখে ফেণা। মুখ-মধ্যে ও ওষ্ঠে জ্বালা ও হুলবেধ অনুভব। মুখ ও নাসিকার চারিদিকে নীলাভ পাণ্ডুরতা। দন্তের উপরে ওষ্ঠের আকৃষ্টতা। স্বাদ বিভ্রম।

**গল-মধ্য।**—* গল-রোধ অনুভব, সময়ে সময়ে উহার অতিশয় প্রাবল্য; সম্যক ক্ষুধাহীনতা। * শুষ্ক, খকখক কাশ, স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে কণ্ডুয়ন। অবিরত পিপাসা।

**আমাশয়।**—আমাশয়ে যাতনা; বিবমিষা, ও বমন। ঈষৎ পীতবর্ণ, আঠা আঠা শ্লেষ্মা বমন। তীব্র শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, প্রসারিত অক্ষিতারা এবং অস্বাভাবিক দৃষ্টি সহকারে বমন। ০ ক্বমিজনিত বমন—দীর্ঘক্বমি প্রভৃতি বমন। * আহার করিলে দূর হয় এরূপ বিবমিষা। আমাশয় ও পার্শ্বে তীব্র বেদনা, তৎসহ বমন। আহারান্তে বিবর্দ্ধনশীল বিবমিষা, আমাশয়িক বিশৃঙ্খলা। অতীব দপদপকর বেদনা, মস্তক অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। স্ফীততা ও স্পর্শ-দ্বেষ। আমাশয় গহ্বরে প্রচাপন। বমন, বিরেচন ও অবসন্নতা। আমাশয়-গহ্বরে অতীব্র বেদনা। ০ ক্বমিরোগ * আমাশয়ের স্ফীততা।

**উদর ও অন্ত্র।**—কোষ্ঠবদ্ধ ও মৃদু বিরেচকের আবশ্যকতা। উদরে অতীব্র দপদপকর বেদনা। উদরের অতিশয় অনুভবাধিক্য, স্ফীততা, কিন্তু কোমলতা। উদরে সুতীব্র বেদনা, তৎসহকারে প্রভূত * অতিসার। জলবৎ, স্তরসংযুক্ত, দুর্গন্ধি মল। ০ শক্ত বা নরম, স্ফীত উদর বিশেষতঃ ক্বমিরোগে। ০ ক্বমিজনিত পীড়া (অন্ত্রাদিতে ক্বমি)।

**মূত্রযন্ত্র।**—সর্ব্বদা মূত্রের এক প্রকার বিশেষ হরিদ্বর্ণ অথবা কমলালেবুর বর্ণমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ। ০ অতিশয় মূত্র-প্রবৃত্তি সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ; প্রত্যেকবার কয়েকবিন্দু মাত্র মূত্র নিঃসরণ। ০ পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ। ০ মূত্রনাশ। ০ অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব। ০ মূত্রকৃচ্ছ্র। স্বল্প মূত্র তৎসহ ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ। রাত্রিতে শয্যায়

মূত্রত্যাগ। ০ দুগ্ধবৎ মূত্র। মূত্র-পথে জ্বালা, দাহ, আবেগ, ও অন্যান্য অসুখ অনুভব। ০ মূত্রে কীটাণুবিশেষের অবস্থিতি।

**ত্বক।**—ত্বকে জ্বালা। শরীরে পীড়কার উৎপত্তি। ত্বকের মৃতদেহের ন্যায় বর্ণ।

**জ্বর।**—০ নাড়ীর অতিশয় দ্রুততা ও গাত্রের ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপবিশিষ্ট প্রবল জ্বর। নাড়ীর ক্ষীণতা। ০ কৃমি-জ্বর। ০ কৃমিজনিত স্বল্প-বিরাম-জ্বর।

**নিদ্রা।**—অতিশয় অস্থিরতা, এক একবার কেবল কয়েক মূহুর্ত্তমাত্র নিদ্রা। অস্বাভাবিক জাগ্রততা; উদর-বেদনা জন্য নিদ্রাভঙ্গ। অস্থির নিদ্রাকালীন মৃদু প্রলাপ প্রকাশ। কৃমিবশতঃ অস্বাভাবিক নিদ্রা; অপিচ রাত্রিতে দন্ত কড়মড়, শয্যায় মূত্রত্যাগ, ভয়ে ক্রন্দনাদি লক্ষণ।

**জিহ্বা ও দন্ত।**—লেপাবৃত জিহ্বা। * গাঢ় লোহিত, লেপাবরণ-পরিশূন্য জিহ্বা। * নিদ্রাকালীন দাঁত কড়মড়ি, ও দাঁত কপাটি।

**ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—হস্ত ও বাহুর আক্ষেপিক সঞ্চালন। ঊর্দ্ধাঙ্গের উৎক্ষেপ। হস্তের শীতলতা।

**নিম্নাঙ্গ।**—অতিশয় অস্থিরতা সহকারে শাখার শীতলতা। শরীরের প্রায় বক্রতা, ও জঙ্ঘার পশ্চাৎ দিকে বক্রতা।

**সমগুণ।**—আর্টিমিশিয়া, চেনোপোডিয়ম, কারকিউবিটা, সিনা, ফিলিক্সমাস, জেলসিমিনম, কসো, স্পাইজিলিয়া, টিউক্রিয়ম।

# স্যালিসিলিক এসিড।

স্পাইরিয়া আলমেরিয়ার ফুল, গলথেরিয়ার তৈল, স্যালিসিন, ইণ্ডিগো, ও ফেনোল হইতে স্যালিসিলিক এসিড প্রস্তুত হয়। ইহার অম্ল মধুর আস্বাদ। এতদ্দ্বারা গল-মধ্যের উপদাহ জন্মে। শীতল জলে অত্যল্প, উত্তপ্তজলে তদপেক্ষা অধিক; এবং এলকোহলে জল অপেক্ষা শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে ইহা দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থ স্যালিসিলিক এসিডের বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**বিষ-ক্রিয়া।**—দশগ্রেণ মাত্রায় স্যালিসিলিক এসিড সেবন করার অব্যবহিত পরেই একব্যক্তির অতিশয় ঘর্ম্ম হইতে থাকে। আরও দুইমাত্রা সেবন করাতে তাঁহার ঘর্ম্ম এতই বর্দ্ধিত ও শক্তি এতই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে চতুর্থমাত্রা ঔষধও দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া তিনি চতুর্থমাত্রাও সেবন করেন। চতুর্থমাত্রা সেবনের পরে তাঁহার বমন ও অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। সমস্ত রাত্রি সেই বমন ও শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। প্রাতঃকালে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কাতরোক্তি করিতে থাকেন। কেবল মূহুর্ত্তমাত্র তাঁহার চৈতন্যোদয়

হয়, তখন উপস্থিত চিকিৎসকদিগের নিকট তিনি "আমার মাথা, আমার মাথা" এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না, এবং প্রথম মাত্রা ঔষধ সেবনের সময় হইতে চল্লিশ ঘটিকার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্যালিসিলিক এসিডের অতিক্রিয়া বশতঃ সাধারণতঃ অতিঘর্ম্ম, ও অতিশয় অবসন্নতা জন্মে।

হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থে বিশুদ্ধ এলকোহলে ইহার প্রথম দশমিক ও অন্যান্য ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। তরুণ আমবাতে অধিক মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিতে হইলে ছয় বা আটগ্রেণ, একড্রাম গ্লিসিরিণে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। পায়িমিয়ায় সমপরিমাণ গ্লিসিরিণ ও ব্রাণ্ডী বা হুইস্কি মদিরায় স্যালিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। এই গ্লিসিরিণ মিশ্রের একড্রামে আটগ্রেণ এসিড দ্রবীভূত হয়, এবং এতদ্দ্বারা ইহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক ক্রমও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সহস্রভাগ জলে একভাগ স্যালিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিলে জলের পচন নিবারিত হয় সুতরাং এতদ্দ্বারা বিগলিত জীব ও উদ্ভিদাদি মিশ্রিত দূষিত জল পরিষ্কার করা যাইতে পারে। একছটাক দুধে একগ্রেণ স্যালিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিলে সাধারণতঃ যে সময়ে দুধ জমে তাহা অপেক্ষা ছত্রিশ ঘণ্টা অধিক সময় থাকে। অতএব গ্রীষ্মকালে দুই একদিন শিশু সন্তান লইয়া জাহাজে বা রেলের গাড়ীতে যাইতে হইলে একপাইণ্ট ( দশছটাক ) দুধে ২ গ্রেণ স্যালিসিলিক এসিড মিশাইয়া রাখিলে শীঘ্র দুধ নষ্ট হয় না। কিন্তু এরূপে ঔষধ দ্রব্য মিশাইয়া সর্ব্বদা দুগ্ধ রক্ষা করা উচিত নহে।

**অধিকার।**—শিরোঘূর্ণন, বামদিকে পতন-প্রবণতা; চারিদিকের বস্তু দক্ষিণদিকে পতনের ন্যায় অনুভব; শিরোবেদনা। কর্ণ-নাদসংযুক্ত শিরোঘূর্ণন। কর্ণনাদ সহ সামান্য বধিরতা। জ্বালা ও দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস বিশিষ্ট মুখ-ক্ষত। অধিক আধ্মান, ও উত্তপ্ত অম্ল উদ্গার বিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্য। শিরঃপীড়া ও বিগলিত ( পচা ) উৎসেচন ( ফার্ম্মেণ্টেশন ) সহ অজীর্ণ। সবুজবর্ণ ভেকের ডিমের অনুরূপ মলবিশিষ্ট আম-রক্ত। বালক-বালিকাদিগের পচা অতিসার। জ্বালাকর বেদনা ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন সায়েটিকা। তরুণ, প্রাদাহিক সন্ধিবাত, স্পর্শে ও সঞ্চালনে উপচয়, প্রভূত ঘর্ম্ম। ( ১—৩ দশমিক শক্তির বিচূর্ণ )। মস্ত নিঃস্রব সংযুক্ত আমবাতিক প্রদাহ। বহুমূত্র।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**অগ্নিমান্দ্য।**—ডাঃ হেল বলেন যে আহারান্তে আমাশয়ে ও অন্ত্রে বাষ্পোৎপন্ন হইয়া উদরের স্ফীততা জন্মিলে অর্থাৎ অন্তরুৎসেচনবিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্যে স্যালিসিলিক এসিড ফলপ্রদ। ডাঃ মার্সী বলেন যে আধ্মানসংযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে ও আমাশয়ান্ত্রের স্ফীততায় স্যালিসিলিক এসিডের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ পরিস্রুত জলে মিশ্রিত

করিয়া সেবনে উপকার দর্শে। আহারান্তে আমাশয়ের অত্যন্ত স্ফীততা, ও দুর্গন্ধি বায়ু উদ্গীরণ, তৎসহকারে আমাশয়ের নিষ্ক্রিয়তা ও ক্ষণিক উপশম; দুর্গন্ধময় অন্তরুৎসেচন-বিশিষ্ট বমন; এই সকল লক্ষণে আধ্মান সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। **অতিসার।**—বিদাহী অগ্নিমান্দ্য; অন্ত্রে ভুক্তদ্রব্য বিসমাসিত হইয়া দুর্গন্ধময় আধ্মান, ও অতিশয় পূতিগন্ধ দুর্দ্দম্য পুরাতন অতিসারের উৎপত্তি লক্ষণে স্যালিসিলিক এসিড ব্যবস্থেয়। ডাঃ হেল বলেন যে শিশু-বিসূচিকায় ও বালকদিগের অন্যান্য প্রকার অতিসারে উদ্গারের এক প্রকার বিশেষ পচা গন্ধ লক্ষণে এই ঔষধ আর্সেনিক অপেক্ষা অধিক উপকার করে। এতদ্দ্বারা দুর্গন্ধ দূরীকৃত ও অন্ত্রের রোগ উপশমিত হয়। **মূত্র-রোগ।**—ডাঃ হেল লিখিয়াছেন যে ফসফেটস্রাবী মূত্রের অতিশয় দুর্গন্ধ লক্ষণে তিনি কয়েকজন রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাদের একজনের মূত্রে অধিক পরিমানে পূয শ্লেষ্মা ছিল। এতদ্দ্বারা মূত্রের দুর্গন্ধ, পূয ও শ্লেষ্মা দূরীকৃত হইয়া তাহার রোগের উপকার হইয়াছিল। আর একজনের মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় রোগে ইহার পিচকারী দেওয়াতে পাঁচ দিবসে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ডাঃ মার্সী উল্লেখ করিয়াছেন যে দশগ্রেন মাত্রায় দিনে তিনবার স্যালিসিলিক এসিড সেবন করাতে মধুমেহগ্রস্ত একজন রোগীর মূত্রের চিনি ও পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত, ও অন্যান্য লক্ষণ উপশমিত হইয়াছিল এবং শ্বেতসারবিশিষ্ট আহার গ্রহণে সামর্থ্য জন্মিয়াছিল। **কর্ণ-রোগ।**—অতি মাত্রায় স্যালিসিলিক এসিড সেবনে শিরোঘূর্ণন ও কর্ণনাদ উৎপন্ন হয়। এজন্য শ্রবণ-স্নায়ুর ক্রিয়া বিকার সংসৃষ্ট শিরোঘূর্ণনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে স্যালিসিলিক এসিড এই রোগ জন্মায় ও আরোগ্য করে। পরিদৃশ্যমান কারণ ব্যতীত ভ্রমির আবির্ভাব ও তিরোভাব; আক্রান্ত পার্শ্বে পতনোক্রম, কিন্তু দৃষ্টবস্তু বিপরীত দিকে পড়িবার মত দেখায়; অনেক সময় মাথাধরা, কিন্তু সর্ব্বদা মাথা ধরা থাকে না; কর্ণে শব্দ; শ্রুতি-ক্ষীণতা; আমাশয়িক লক্ষণের অবিদ্যমানতা বা অত্যল্পতা; চিৎহইয়া শুইয়া থাকিলে অনিশ্চিত প্রকৃতির শিরোঘূর্ণন, কিন্তু মাথা তুলিলে বা উঠিয়া বসিলে উহার আতিশয্য; —এই গুলি স্যালিসিলিক এসিডের লক্ষণ। কর্ণের দুর্গন্ধময় স্রাবে ও ইহার ব্যবহার আছে

**শিরোঘূর্ণন।**—বামদিকে পতনোপক্রম, কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তু দক্ষিণদিকে পতনের ন্যায় দেখায়; মস্তকের শিখরদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, মস্তকঘূর্ণায়ক পেশীর নিম্ন পর্য্যন্ত (দক্ষিণদিকে অধিক) উহার প্রধাবন; কর্ণ-নাদ ও শ্রুতি-ক্ষীণতা; কর্ণে বাদ্যধ্বনি; মস্তকে রক্তের প্রধাবন; উত্তেজিত ভাব,—এই সকল লক্ষণে স্যালিসিলিক এসিড ব্যবস্থেয়। **আমবাত।**—তরুণ, প্রাদাহিক সন্ধিবাত, এক বা অধিক সন্ধি, বিশেষতঃ কফোণি বা জানুসন্ধিতে রোগের আক্রমণ, আক্রান্ত স্থলের অতিশয় স্ফীততা ও আরক্ততা তীব্র জ্বর ও অত্যন্ত অনুভবাধিক্য; এবং নাড়িতে চাড়িতে অশক্তি লক্ষণে তরুণ বাতরোগে এই ঔষধ উপকারী। এলোপ্যাথেরাও তরুণ প্রাদাহিক বাতে বহুল পরিমাণে স্যালিসিলিক

এসিড ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ হেল সন্ধিবাতে ইহার অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কতগুলি রোগী সুন্দররূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ হেল বাতরোগে আদত স্যালিসিলিক এসিড পাঁচ গ্রেণ, বা প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় দুইঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিতে বিধিদেন। ইহা অপেক্ষা উচ্চক্রমে বাতে ইহাতে উপকার দর্শে না। তিনি বলেন যে ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরে কুইনাইন, ও তরুণ প্রাদাহিক জ্বরে ভিরেট্রম ভিরিডি যেমন আদত বা নিম্নতম ক্রমেই ভাল কাজ করে সেইরূপ আমবাতে স্যালিসিলিক এসিডের আরোগ্যকারিণী শক্তি নির্দ্ধারিত পরিমাণ মূল ঔষধে বা প্রথম দশমিক ক্রমেই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, ও মূত্র রোগে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমে উত্তম ফল দর্শে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা স্যালিসিলিক এসিড দশগ্রেণ বা ততোধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ অধিক মাত্রায় সময়ে সময়ে এতদ্দ্বারা শিরোঘূর্ণন, ভ্রান্তদৃষ্টি, কর্ণ-নাদ, গলায় জ্বালাকর কণ্টক-বেধ, প্রভূত ঘর্ম্ম, আংশিক পতনাবস্থা এবং শারীরিক উত্তাপের অতিশয় লাঘব প্রভৃতি বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়। **সায়েটীকা**।—জানু বা পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ সঞ্চরমান বেদনা; পা যেন পিপীলিকার মৃত্তিকা-স্তূপে রহিয়াছে পদাঙ্গুলীতে এপ্রকার জ্বালা; উপরে উঠিতে কষ্ট ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি লক্ষণে স্যালিসিলিক এসিড প্রযুজ্য। সায়েটিকায় ইহার একগ্রেণের দশমাংশ বা একগ্রেণ ৩।৪ঘণ্টা অন্তর ব্যবহৃত হয়। **ডিপথিরিয়া**।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; গিলিতে কষ্ট; কোমল কৃত্রিম ঝিল্লী; এবং কপোল-গহ্বর ও গল-গহ্বরের আরক্ততা লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। জর্ম্মণ চিকিৎসকেরা প্রবলজ্বর, ও শুভ্রবর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লীতে সমগ্র গল-গহ্বরের সমাচ্ছন্নতা লক্ষণে একগ্রেণের ষষ্ঠাংশ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় স্যালিসিলিক এসিড ব্যবহারে অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের কয়েক বিন্দু গ্লিসিরিণে মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়া, এবং একড্রাম জলে দুই গ্রেণ স্যালিসিলিক এসিড ও দুই ড্রাম গ্লিসিরিণ বা এলকোহল মিশাইয়া কুলিব্যবস্থা করিয়া দুই দিবসে কয়েকজন রোগীর কৃত্রিম ঝিল্লী ও দুর্গন্ধ দূর করিয়াছেন। তিনি এই রোগে স্যালিসিলিক এসিডের স্থানিক প্রয়োগ কার্ব্বলিক এসিড অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করেন। **মুখ-ক্ষত**।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন স্যালিসিলিক এসিড জ্বালা ও দুর্গন্ধ নিশ্বাস লক্ষণান্বিত মুখ-ক্ষত জন্মায় ও আরোগ্য করে। **সেপ্টিসিমিয়া**।—প্রসূতিদিগের সেপ্টিসিমিয়া রোগে, উচ্চ গাত্র-তাপ, শীত, ও উদরের স্পর্শ-দ্বেষ লক্ষণে তিনজন রোগীণীকে ডাঃ হেল এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি সত্বর রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে এই রোগেও আমবাতের ন্যায় মাত্রা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—প্রলাপ; মনের অতিশয় জড়তা; ভাবসংগ্রহে অতিশয় আয়াস; অনন্তর অকারণে হাস্য, অবিরত অসংলগ্ন আলাপ, যেন কল্পিত পদার্থ দেখিতেছে এরূপভাবে বারংবার দৃষ্টিপাত। **মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন,—মস্তকের জড়তা। মস্তকে রক্তের প্রধাবন। শিরঃপীড়া। দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস। কর্ণ-নাদ, ও শ্রবণশক্তির লাঘব। কর্ণ-রোগ-জনিত শিরোঘূর্ণন। **গল-মধ্য।**—নিগীরণে কষ্ট সংযুক্ত রক্তস্রাবী গল-কোষ-প্রদাহ। গল-কোষের অতিশয় শুষ্কতা। গিলিতে প্রবল চেষ্টা, কিন্তু গিলিতে অতিশয় কষ্ট, তজ্জন্য নিদ্রা হইতে জাগরণ; গলার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা ও নিগীরণ-কষ্টের নিবদ্ধতা, তৎসহকারে বর্ষা-বেধবৎ যাতনা এবং সেই যাতনার ইউষ্টেকিয়ান টিউবের মধ্যদিয়া কর্ণের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সংপ্রসারণ; দক্ষিণ তালুমূলের স্ফীততা এবং বহির্দ্দিকে হনুর কোণের নিম্নভাগেও উহার প্রকাশ, স্পর্শে উহাতে অনুভবাধিকা, ও সমীপবর্ত্তী স্থানে উত্তাপের আধিক্য; গল-মধ্যের, ও মুখ-মধ্যের পশ্চাদ্ভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আরক্ততা ও স্ফীততা এবং উহাতে আলপিনের মাথার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত; কিছুকাল পরে তীব্র-গন্ধ, পণিরের খণ্ডের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র খণ্ড নিষ্ঠীবন, ও তৎসহকারে খানিকটা নীলাভ লোহিত রক্তপতন; তাহার পরে ক্রমে ক্রমে গল-মধ্যের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি। ০ ডিপথিরিয়া। **আমাশয়।**—আমাশয় ও অন্ত্রে অবদরণ ও ক্ষত। **জ্বর।**—গাত্রের উষ্ণতার আধিক্য। প্রভূত ঘর্ম্ম। কখনও অধিক কখনও অল্প প্রভূত ঘর্ম্ম। **বিশেষ লক্ষণ।**—ভ্রমি। অনেকক্ষণ শয়নের পর সহসা উত্থিত হইলে মস্তকে বিশৃঙ্খলা। কর্ণে গড়গড় ও টুন্‌টুন্ শব্দ। বধিরতা। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাতের বেদনা, সচরাচর উহার অবস্থান-পরিবর্ত্তন। একস্থানে বেদনা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে উহার বিলোপ। স্পর্শে ও সঞ্চালনে স্পর্শ-দ্বেষ। অপচ্যমান, পচ্যমান বা ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ, উহাতে কণ্ডূয়ন। নখ-ঘর্ষণে ও শয্যায় উপশম।

**স্যালিসিলেট-অব-সোডা।**—বৃহৎমাত্রায় ব্যবহার করিলেও বিষ-লক্ষণ উপস্থিত হয় না এবং স্থানিক প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত অল্প উপদাহ জন্মে বলিয়া স্যালিসিলিক এসিডের পরিবর্ত্তে স্যালিসিলেট অব সোডা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পচন নিবারণে এসিডের ন্যায় সোডা তত উপকারী নহে। বাত, স্নায়ুশূল, ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য রোগে স্যালিসিলেট অব সোডা স্যালিসিলিক এসিডের উত্তম অনুকল্প। কর্ণ-রোগজ শিরোঘূর্ণনে ইহার দ্বিতীয় বা ষষ্ঠক্রম সত্বর ফলপ্রদ। কুইনাইনজনিত শারীর বিকারেও ইহার প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ উপকারী। অম্ল বা আমাশয়ে ভুক্তদ্রব্যের অন্তরুৎসেচন ও তজ্জন্য দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ লক্ষণে স্যালিসিলেট অব সোডা অতিশয় ফলপ্রদ। দুর্গন্ধ মূত্রবিশিষ্ট মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়ে; ও পূতি প্রসবান্তিক স্রাবে ইহার পিচকারী স্যালিসিলিক এসিড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

# স্কটেলেরিয়া ল্যাটারিফ্লোরা-স্কংলক্যাপ।

এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আমেরিকায় জন্মে। ইহার বীর্য্যকে স্কটেলেরিণ বলে। স্কটেলেরিয়ার অরিষ্ট এবং স্কটেলেরিণের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

গৃহ-চিকিৎসায় ইউরোপে ভেলেরিয়ানা যেরূপ ব্যবহৃত হয় আমেরিকায় স্নায়ুমণ্ডলের শান্তনার্থে সেইরূপ স্কটেলেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা ইহাকে স্নায়বীয় বলকর ও আক্ষেপ-নিবারক বলেন এবং বিবিধ স্নায়বীয় রোগে ব্যবহার করেন।

ডাঃ হেল পনর বৎসর স্কটেলেরিণ ব্যবহার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে স্নায়ু-প্রধান সুকুমার ব্যক্তিদিগের বিবিধ রোগে এই ঔষধ উপযোগী। তিনি নিদ্রাহীনতা, রাত্রিকালীন ভয়, গুল্মবায়ু মদাত্যয় বেদনা, বা উত্তেজক মনোভাব বশতঃ স্নায়বীয় অস্থিরতা, ও দন্তোদ্গম বা অন্ত্রের উপদাহ জনিত বালকদিগের মস্তিষ্কের উপদাহে ইহার উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে সাইপ্রিপিডিয়মের ক্রিয়ার সহিত স্কটেলেরিয়ার ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এবং সাইপ্রিপিডিয়ম জ্ঞাপক স্নায়বীয় রোগে ও বালরোগে ইহাও তদ্রূপ ফলপ্রদ। তবে উভয়ের মধ্যে সংক্ষেপতঃ প্রভেদ এই যে সাইপ্রিপিডিয়ম অপেক্ষা স্কটেলেরিয়ায় মস্তিষ্কে অল্প ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় অধিক ক্রিয়াদর্শে।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা হইতে উপদাহ জন্মে।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

তাণ্ডব ( কোরিয়া )।—গুল্মবায়ুজনিত তাণ্ডব, রাত্রিতে অস্থিরতা ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন; দিবসে সমস্ত পেশীর স্পন্দন ও কম্পন লক্ষণে স্কটেলেরিয়া ব্যবস্থেয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে কোরিয়া রোগে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। হৃদ্রোগ।—হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু-গুচ্ছের ক্রিয়াবিকার জন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষম্য; হৃৎপিণ্ডের পেশীর স্পন্দন ও কম্পন; হৃদ্প্রদেশে বিদ্ধবৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলে গৌরব অনুভব; হৃৎপিণ্ডের সমীপে দপদপ অনুভব ও তৎসহকারে মুখের আরক্ত রাগ; মনোভাবজনিত উত্তেজনা বশতঃ স্পন্দন, ও কম্পনাদি হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় রোগ; গুল্ম-বায়ু; ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের রোগ বশতঃ প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়বীয় উপদাহ;—এই সকল অবস্থায় স্কটেলেরিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা, ও স্নায়বীয় স্পন্দনাদিতে স্কটেলেরিণের প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে লাইকোপসের সহিত এই ঔষধের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু লাইকোপসের ন্যায় ইহার অবসাদকারিণী ক্রিয়া নাই, বরং অতিরিক্ত অনুভূতির উপর অধিকতর প্রভাব আছে। অনিদ্রা।—মনে আনন্দজনক বিবিধ ভাবোদয়ে রাত্রিতে অনিদ্রায় ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ মার্সী

বলেন যে স্নায়বীয় উত্তেজনা জনিত অনিদ্রায়; এবং মাদাত্যয় রোগে, পুরাতন অর্কাঘাতে, ও গর্ভাবস্থায় অনিদ্রায় স্কটেলেরিয়ার প্রথম দশমিক ক্রমের অরিষ্ট ফলপ্রদ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—অধ্যয়নে মন নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায় না। মনে অধিক ভাবোদয় সহকারে চিত্তের উৎফুল্লতা। শান্তি ও শক্তি অনুভব সহকারে মনের সুখ, সন্তোষ, ও সুস্থিরতা। ০ আকারণে চিত্তের অবসাদ। মৃদুপ্রকৃতির মদাত্যয়। **মস্তক**।—মস্তকের অতিশয় পূর্ণতা ও গৌরব অনুভব; মস্তকের মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ যেন অতিশয় ক্ষুদ্র একস্থানে আবদ্ধ রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব। * অর্দ্ধকপালের শিরঃপীড়া, দক্ষিণ চক্ষুর উপরে উহার আধিক্য এবং অনাবৃতবায়ুতে বিচরণে উপশম। মস্তকে একপ্রকার লঘুতা অনুভব সহকারে শিরোঘূর্ণন। ০ শোক, আনন্দাদি মনোভাবে সমুৎপন্ন স্নায়বীয় শিরোবেদনা। **চক্ষু**।—চক্ষু যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভব। স্নায়বীয়, ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের আলোকাতঙ্ক। কনীনিকার স্বল্প প্রসারণ। **বক্ষঃস্থল**।—বুকাস্থির নিম্নে একপ্রকার মৃদুবেদনার প্রসারণ। হৃদ্‌প্রদেশে বিদ্ধবৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলে গৌরব। হৃৎপিণ্ডের নিকটে দপদপ অনুভব ও মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ। মনোবিকারজনিত উত্তেজনা বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অসম ক্রিয়া, ও কম্পনাদি স্নায়বীয় রোগ। নাড়ীর মৃদুতা ও পর্য্যায়শীলতা। **পরিপাক-যন্ত্র**।—বিবৰ্দ্ধিত ক্ষুধা। নিয়মিত; শুভ্র মল। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্রত্যাগে কষ্ট, বোধ হয় যেন মূত্রাশয়ের দ্বারাবরোধক পেশীর পক্ষাঘাত জন্মিয়াছে। এবং বাম বৃক্কপ্রদেশে তীব্র বেদনা। * শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে স্বল্পমূত্র; শিরঃপীড়ান্তে পরিষ্কার প্রভূত মূত্র। **নিদ্রা**।—* অপ্রীতিকর স্বপ্নবশতঃ সহসা জাগরণ। * রাত্রিতে অস্থিরতা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন জন্য জাগ্রততা। * মনে বিবিধ প্রীতিকর ভাবোদয় বশতঃ নিদ্রাশূন্যতা। **স্নায়ুমণ্ডল**।—শরীরের নানাস্থানের পেশীর স্পন্দন ও কম্পন। ০ বিশুদ্ধ স্নায়বীয় তাণ্ডব (কোরিয়া)। * (টাইফয়েড জ্বরে) স্নায়বীয় স্পন্দন ও কম্প। ০ উপজলাতঙ্ক। ০ গুল্মবায়ু ও গুল্মবায়ুজনিত আক্ষেপিকরোগ। উদরের বিশৃঙ্খলা বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের উপদাহ জন্মিয়া অথবা শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ জনিত আক্ষেপ ও স্নায়ুর উপদাহ। ০ জরায়ুরোগ জনিত স্নায়বীয় উপদাহ। শর্দ্দিগর্ম্মি হইতে উৎপন্ন পুরাতন লক্ষণ। পেশীর স্পন্দন, শরীরের স্থানে স্থানে বিদ্ধবৎ বেদনা, কখনও বা কপালের উভয়পার্শ্বে উহার প্রসারণ সহকারে সর্ব্বাঙ্গীন অস্বচ্ছন্দতা। **উপশম**।—প্রাতে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

**বিশেষ লক্ষণ**।—নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার প্রবল প্রবৃত্তি।

**সমগুণ**।—এম্বার, কফি, ক্যামো, সাইপ্রি, কোকা, ইগ্নে, পলিনিয়া, ভেলের, থিরা, জিঙ্কম, সিনিসিও।

# স্কুইলা—স্কুইল।

লিলিয়েসী জাতীয় স্কুইলা বা সিলা ম্যারিটিমা নামক উদ্ভিদের কন্দকে সচরাচর স্কুইল বলে। ইহার নামান্তর সি-অনিয়ন অর্থাৎ সামুদ্রিক পলাণ্ডু। স্কুইলা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে জন্মে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার সরস কন্দন হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্বাস-যন্ত্র ও পরিপাক-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে স্কুইলার ক্রিয়া দর্শিয়া উপদাহ, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। বৃক্ককেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া অতিশয় মূত্র-নিঃস্রব জন্মায়; কখন কখন রক্ত-মূত্র ও মূত্র-নাশেরও উৎপত্তি করে।

আময়িক প্রয়োগ।—শ্বাস-পথের প্রতিশ্যায়জনিত রোগেই প্রায়শঃ স্কুইলার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা; ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া; প্লুরিসি; প্লুরো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্লুরিসি ও নিউমোনিয়ায়, রক্ত-মোক্ষণের পরে, এতদ্দারা বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া উল্লেখিত আছে। হাম-কালে কাসে; হুপশব্দক কাসে; ও অন্যান্য প্রকার কাসে; শ্লেষ্মার সমধিক ঘড় ঘড় শব্দ, আক্ষেপিক কাস, কাসিতে কাসিতে মূত্র নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধন, শ্বাস-কৃচ্ছ্র প্রভৃতি স্কুইলার লক্ষণ। বৃক্ক-প্রদাহ; মূত্রাশয়-প্রদাহ; বহুমূত্র; স্বল্পমূত্রসম্বলিত উদরের শোথ; এবং কাসিবার হাঁচিবার, বা ফোৎ করিবার সময় মূত্র-পাত লক্ষণাপন্ন মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতায় (কষ্ট); স্কুইলা প্রয়োজিত হইয়াছে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক**।—শিরোঘূর্ণন। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচী-বেধবৎ বেদনা। উভয় শঙ্খ-স্থলে আকুঞ্চনবৎ বেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে, আকস্মিক, ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণবৎ বেদনা। **চক্ষু**।—চক্ষুর তারার সঙ্কোচন। **কর্ণ**।—বাম কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ছেদনকর বেদনা। **নাসিকা**।—প্রাতে নাসিকা হইতে তীব্র, বিদাহী, তরল স্রাব নিঃসরণ; হাঁচি ও অশ্রুস্রাব (* আর্স; * সেপা, ইউফ, মার্ক)। নাসা-রন্ধ্রের প্রান্তভাগে স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব। **গল-মধ্য**।—তালুকায় ও গলার অভ্যন্তরে জ্বালা। গলায় উপদাহ ও কণ্ডূয়ন এবং তজ্জন্য কাসের উদ্রেক। **আমাশয়**।—খাদ্য দ্রব্যের মিষ্ট বা তিক্ত আস্বাদ। দুর্নিবার বুভুক্ষা। মুখে লালাসঞ্চয় সহকারে গলার অভ্যন্তরের পশ্চাদ্ভাগে অতিশয় বিবমিষা। আমাশয়ে পাথর চাপার ন্যায় চাপ। (* আর্স, * ব্রাই, নক্স-ভম, * পল)। **উদর**।—উদরে ও মূত্রাশয় প্রদেশে কষ্টপ্রদ অনুভবাধিক্য। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্রাশয়ে অবিরত, কষ্টপ্রদ চাপ মূত্রত্যাগের অতিশয় ইচ্ছা, জলবৎ প্রভূত মূত্রস্রাব (এপিস, এপোসা)। গাঢ় লোহিতবর্ণ মূত্র (এক, আর্স, ক্যান্থ)। স্বল্প মূত্র। মূত্র-নিঃস্রবণের অতিশয় আধিক্য (এপিস, এপোসা, ফস-এসি)। **শ্বাস-যন্ত্র**।—* পার্শ্বে সূচী-বেধসংযুক্ত প্রবল কাস; ফলকোপাস্থির নিম্নভাগ কণ্ডুয়িত হইয়া কাসের

উদ্রেক ; ও * শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; নিঃশ্বাসগ্রহণে হ্রস্ব, শুষ্ক কাস। * প্রাতে প্রচুর, আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে কাস। উদরে আঘাত ও গলার শুষ্কতা জনক প্রবল, শুষ্ক কাস। আয়াসিত শ্বাস ; বারংবার গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা, ও তাহাতে কাসের উদ্রেক। বক্ষঃস্থলে ভার ও অশিথিলতা। * বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ সহ শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; নিঃশ্বাস গ্রহণ সময়ে উহার আধিক্য। * নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার বা কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে বিশিষ্টরূপে সূচী-বেধ ; ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ (* ব্রাই)। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—গ্রীবার স্তব্ধতা। বাম স্কন্ধাস্থির উর্দ্ধে কষ্টপ্রদ উৎক্ষেপ। বাম স্কন্ধাস্থির উপর বেদনাশূন্য আকর্ষণ। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**।— বাহু ও জঙ্ঘার আক্ষেপিক স্পন্দন। **দেহ**।—নিদ্রাতুরতা ব্যতীত অঙ্গমর্দ্দ ও জৃম্ভণ। * সর্ব্বশরীরের অতিশয় শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা। অঙ্গের অবনতি-স্থানে অবদরণ (গ্রাফ, ম্যাঙ্গ)। **নিদ্রা**।—অতিশয় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন সংযুক্ত অস্থির নিদ্রা। **জ্বর**।—হস্ত-পদের তুষারবৎ শীতলতা, শরীরের অবশিষ্টাংশের উষ্ণতা। শুষ্ক, জ্বালাকর উত্তাপ, অল্পমাত্র গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেই কম্প ও বেদনা।

**সমগুণ**।—এণ্ট-টার্ট, ব্রাই, কষ্ট, সেগা, কালী-কা, নক্স-ভম, রস, সল।

---

# হাইড্রোকোটাইল—ওয়াটার পেনিওয়ার্ট।

হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা অম্বেলিফেরি জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সংস্কৃত নাম মণ্ডুকপর্ণী, বাঙ্গালায় থলকুরি বা থানকুণী বলে। শুষ্ক গাছ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—ত্বকে ইহার একপ্রকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এজন্য, ইহা কুষ্ঠ, লুপাস, ও ঈদৃশ অন্যান্য গুরুতর চর্ম্ম-রোগে উপকার করে।

**অধিকার**।—কুষ্ঠ, গোদ, সগুটিক কুষ্ঠ, লুপাস একজুডেন্স ; পুরাতন পামা, চর্ম্মদল ; রক্তবর্ণ বয়ঃব্রণ ; বিচর্চ্চিকা ; লিম্ফেটিক টিউমারস, প্রভৃতি চর্ম্মরোগে হাইড্রোকোটাইল প্রযোজিত হইয়া ফলপ্রদ হইয়াছে। উপত্বকের স্থূলত্বপ্রাপ্তি ও স্খলিত হইয়া পতন এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**জরায়ু-রোগ**।—ডাঃ অডুইট জরায়ু-গ্রীবার দানাময় ক্ষতে, ও যোনি-কণ্ডুয়নে এই ঔষধের বিশেষ উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ মিচেন বলেন যে হাইড্রোকোটাইল যেমন মূত্রাশয় গ্রীবার উপদাহ, জরায়ু গ্রীবার আরক্ততা এবং যোনির উত্তপ্ততা ও কণ্ডুয়ন জন্মায় তেমন আরোগ্য ও করে। **মুখদূষিকা**।—ডাঃ সালজার একনি রোজেশিয়া নামক মুখদূষিকায় ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। জরায়ু-রোগ সংসৃষ্ট মুখ-দূষিকায় ডাঃ হিউজ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। **বৃক (লুপস)**।—ডাঃ হেলমথ বলেন

যে মরিশস্ দ্বীপের ডাঃ বইলিয়ারো হাইড্রোকোটাইল ব্যবহার করিয়া এই রোগের পঞ্চাশ জন রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। কুষ্ঠ।—ডাঃ অড়ুইট কুষ্ঠরোগে এই ঔষধের উপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপদংশ ও গণ্ডমালার আনুষঙ্গিক কুষ্ঠে ইহা বিশেষ উপযোগী। পামা।—টিনিয়া ফেবোসা নামক পামা রোগে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ও সম্মুখভাগের ত্বকের বেদনা-বিশিষ্ট আকুঞ্চন; এবং সর্ব্বাঙ্গীন আলস্য ও অবসাদ হাইড্রোকোটাইলের প্রয়োগ-লক্ষণ। যকৃদ্রোগ।—যকৃতের সিরোসিস; সংযোজক বিধানতন্তুর বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা; সমগ্র যকৃৎপ্রদেশের অবরোধ; যকৃতের ঊর্দ্ধাংশে ঈষৎ বেদনা; আমাশয়ে বিবমিষাপরিশূন্য থল্লীবৎ বেদনা; হাইড্রোকোটাইলের লক্ষণ। শ্লীপদ (গোদ)।—শ্লীপদ রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। মাত্রা।—সাধারণতঃ হাইড্রোকোটাইলের ষষ্ঠ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—প্রফুল্লতা; বিষাদপূর্ণ চিন্তা। মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, রক্ত-সঞ্চয় ও গুরুত্ব। আমাশয়।—আহারের অপ্রবৃত্তি। উদর।—বায়ু। নানাস্থানে কূজন। ০ যকৃতের সিরোসিস। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—যোনির নিম্নতম অংশে উত্তাপ; মুখে কণ্টক-বেধন ও কণ্ডূয়ন। ০ ভগ-কণ্ডূয়ন। দেহ।—সাধারণতঃ সর্ব্বশরীরে অবসাদ, গৌরব, ও গ্লানি। সর্ব্বাঙ্গীন শ্রান্তি। সমস্ত পেশীতে ঘৃষ্টবৎ অনুভব। ত্বক।—বিসর্পাকার আরক্ততা। অল্প অল্প সমুন্নত সশল্ক প্রান্ত সংযুক্ত, প্রায় সম্যক গোলাকার চিহ্ন। উভয় জঙ্ঘায় ঈষৎপীতবর্ণ চিহ্ন। মুখমণ্ডলে অপচ্যমান উদ্ভেদ। বক্ষঃস্থলে পচ্যমান উদ্ভেদ। নানাস্থানে কণ্টকবেধবৎ যাতনা। কোন কোন স্থানে অসহ্য কণ্ডূয়ন। প্রভূত ঘর্ম্ম।

সমগুণ।—আর্স, সিলি, লাই।

## হাইপোফসফাইট অব লাইম।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসক অধ্যাপক চর্চ্চচিল এই ঔষধ প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে হাইপোফসফাইটের অতিক্রিয়া বা মুখ্যক্রিয়া বশতঃ সুস্পষ্ট স্নায়বীয় শক্তি এবং স্বাস্থ্য ও বল বর্দ্ধিত হয়। এবং স্থির গভীর নিদ্রা; রক্তস্রাব-প্রবণতা সহ রক্তাধিক্য; অর্শ বা অর্শ হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, অতিশয় রজঃস্রাব; ক্ষুধার অতি বৃদ্ধি; এবং হস্তপদের রক্তবহা নাড়ীর রক্তপূর্ণতা জন্মে। অধিক মাত্রায় এতদ্দ্বারা যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের সাংঘাতিক ফুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাঃ ব্যারেট হোমিওপ্যাথিক রীতি অনুসারে ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রম সেবন করিয়া এই ঔষধ কতকটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষায় প্রধানতঃ মস্তকের শিখরে অতীব্র গুরুত্ব বিশিষ্ট বেদনা,

তজ্জন্য অবসন্নভাব, হৃৎপিণ্ডে পূর্ণতা ও গৌরব, মস্তক ও বক্ষঃস্থলে পূর্ণতা; হাত, বাহু, ঘাড় ও মাথারশিরা সকলের রজ্জুবৎ স্ফীততা; শ্বাস-কষ্ট, ও তন্নিমিত্ত জানালা খুলিয়া রাখার প্রয়োজন; সর্ব্ব শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম; পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তিশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

ডাঃ হেল বলেন যে ক্যালকেরিয়া ও ফসফরাসের সমবেত লক্ষণান্বিত রোগে হাইপো-ফসফাইট অব লাইম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগীর লক্ষণ সমষ্টি ক্যালকেরিয়া ও ফসফরাস বা ফসফরিক এসিডের লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে হাইপোফসফাইট অব-লাইম উপযুক্ত ঔষধ। ক্যালকেরিয়া ও ফসফরিক এসিডই হাইপোফসফাইটের প্রধান উপাদান। ক্ষারের সহিত অম্লের সংযোগে সর্ব্বদা যে মিশ্র পদার্থের গুণান্তর জন্মেনা এমন নহে। তবে হাইপোফসফাইট অব লাইমে উহার প্রধান উপদানদ্বয়ের গুণ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি বহুবৎসর এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াই এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**যক্ষ্মা।**—ডাঃ হেল বলেন যে যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ অবস্থায় কাস, জ্বর, নৈশঘর্ম্ম, অতিশয় স্নায়বীয় অবসাদ বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দ্বেষ ও বক্ষের অভ্যন্তরে অবদরণ অনুভব, স্বল্প ও বিলম্বিত রজঃ, ঋতুকালে রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, হস্ত-পদের শীতলতার প্রবণতা, দ্রুতনাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে তিনি এই ঔষধের প্রথম, দ্বিতীয়, বা তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব ও ফুসফুসের প্রদাহ লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিতে হইলে ডাঃ হেল ষষ্ঠক্রমের বিচূর্ণের নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। **গণ্ডমালা।**—ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক গণ্ডমালা-লক্ষণে, অর্থাৎ বালকদিগের অতিবৃদ্ধি, বৃহৎ মস্তক, বিমুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র, স্থূল উদর, লসিকা-গ্রন্থির স্ফীতি-প্রবণতা; মস্তিষ্ক-রোগ, প্রতিশ্যায় জনিত স্রাবনিঃসরণ, ও ব্রণশোথাদির সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে ডাঃ হেল এই ঔষধের সম্পূর্ণ উপকারিতা স্বীকার করেন। যৌবনের প্রারম্ভে শারীরিক অকাল-বিকাশ ও মানসিক অকাল-পক্কতায় হাইপোফসফাইট অব লাইমের ত্রিংশ ক্রমের বিচূর্ণ বিলক্ষণ ফলপ্রদ। **অজাতরজস্কতা।**—লোলিত গাত্র-তন্তু, স্থূলদেহ, স্থূলবুদ্ধি, ও মন্থর রক্ত-সঞ্চালন বিশিষ্টা যুবতীদিগের প্রথম রজঃ দর্শনে অতি বিলম্ব, এই ঔষধের প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ, বা আদত একগ্রেন মাত্রায় আহারের সহিত সেবনে প্রায়ই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। **কাস।**—অবসাদকর রোগের পরবর্ত্তী, বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দ্বেষবিশিষ্ট কাস এই ঔষধে আরোগ্য হয়। **ক্ষয়।**—মধ্যান্ত্রের রোগবশতঃ ক্ষয়ে, বালকের যদি রোগের পূর্ব্বে অতিশয় স্থূলদেহ ও লোলিত মাংস ইত্যাদি লক্ষণ থাকিয়া থাকে, তবে ডাঃ হেল এই ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। **দুর্ব্বলতা।**—রক্ত, শুক্র, শ্লেষ্মা, পূয ও অন্যান্য স্রাবাদির অতি

নিঃসরণ জনিত অপকার নিবারণে কেবল এই ঔষধ অথবা ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে চায়না অত্যন্ত ফলপ্রদ। হস্ত-পদের শীতলতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। **মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ।** —বালকদিগের মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহের প্রচ্ছন্ন অবস্থায়, কতিপয় মাসস্থায়ী শুষ্ক ও আবেশিক কাস, ক্ষুধা ও মাংসহীনতা, এবং চিত্তের অবসাদ; হাঁটিতে অশক্তি; মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা; পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি, অকস্মাৎ অপ্রফুল্লতা হইতে হাস্যের উদ্রেক, ঘন ঘন প্রবল ক্রন্দন; মস্তক ও গ্রীবায় বিমুক্ত ঘর্ম্ম; রাত্রিতে সুনিদ্রাহীনতা চমকিত হইয়া জাগরণ; সহসা তীব্র চিৎকার, তৎপরে একপ্রকার মূর্চ্ছাবেশ; এবং শরীরের পাণ্ডুরতা ও শীতলতা; চক্ষুর অস্বাভাবিক বৃহত্ব ও নিমগ্নতা, এবং নিষ্প্রভ একতান দৃষ্টি, অতিপ্রসারিত কনীনিকা; গাত্র ত্বকের পর্য্যায়ক্রমে জ্বালা ও উত্তাপ, অনন্তর শীতলতা; এই সকল লক্ষণে হাইপোফস-ফেট অব লাইম অর্দ্ধগ্রেন মাত্রায় দিবসে চারিবার ব্যবহার করিয়া ডাঃ হেল ও চর্চ্চিল কয়েকজন রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। **অন্যান্যরোগ।**—অন্ত্র-ক্ষয়ের সন্দেহসূচক পুরাতন অতিসার; শরীর-ক্ষয়কর যোনির বা জরায়ুর শ্বেতপ্রদর; পূয-স্রাববিশিষ্ট অস্থি-রোগ; এবং স্নায়বীয় শক্তির ক্ষীনতাজনিত শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদের বিলম্বে হাইপোফস-ফাইট অব লাইমের ব্যবহার আছে। অস্থি-বিবর্দ্ধনের দোষজনিত দন্তোদ্গম-বিলম্বে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা উপযোগী। পক্ষান্তরে শিশুর স্নায়ুমণ্ডল, ও নাড়ীমণ্ডল উত্তেজিত ও উপদাহিত অবস্থায় থাকিলে এবং রক্ত-সঞ্চয় বা আক্ষেপ, কিম্বা উভয়ই উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জন্মিলে ডাঃ হেল ক্যাল্ক-ব্রোম অন্যান্য প্রকার ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।

# হিড়িওমা।

হিড়িওমা বা আমেরিকান পেনিরয়েল একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুপ। ইহার অরিষ্ট; বা তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী রোগেই এই ঔষধের প্রধান ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ডাঃ হেল কোন কোন স্ত্রী-রোগে হিড়িওমা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ইহা স্যাভাইনার সমকক্ষ। অতিশয় কুন্থনবিশিষ্ট বেদনা তৎসহ নিম্নোদর হইতে বাহিরের দিকে প্রচাপন। * প্রকৃত প্রসব-বেদনার ন্যায় সুতীব্র ও সবিরাম বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি, এবং উহার সহিত নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বা পক্ষাঘাত অনুভব। পৃষ্ঠবংশের ত্রিকাস্থিস্থান হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। * কণ্ডূয়ন ও জ্বালা সংযুক্ত পীতবর্ণ প্রদর। উভয় ডিম্বাশয়েই প্রচাপনে অত্যন্ত অনুভবাধিক্য। ০ জনন-যন্ত্রের ক্ষীণতা বশতঃ রজ-বিলোপ। ০ জরায়ুর আক্ষেপ। ০ গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের রক্ত-সঞ্চয়। ০ কৃত্রিম প্রসব বেদনা। শর্দ্দি লাগিয়া ঋতু বিলোপ। * ০ প্রসবান্তিক স্রাবের বিলুপ্তি। ০ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। এইগুলি হিড়িওমার স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে এই সকল

দৃষ্টে প্রতিপন্ন হয় যে রজ-কৃচ্ছ্র; গর্ভ-পাত-সম্ভাবনা; জরায়ুর রক্তস্রাব; ও বিদাহী প্রদরে হিডিওমা মুখ্যতঃ, এবং ঋতু-বিলোপ; প্রসবান্তিক স্রাব-বিলোপ, এবং গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়ে গৌণতঃ উপযোগী। মুখ্য লক্ষণে ইহার তৈলের তৃতীয় হইতে ষষ্ঠক্রম; ও গৌণ লক্ষণে বৃক্ষের অরিষ্ট প্রথম ক্রম বা মাদার টিঞ্চার প্রযুজ্য। রজ-বিলোপ, বা গর্ভ-স্রাব বশতঃ ডিম্বাশয়ের প্রদাহেও এই ঔষধ আরোগ্যকর হইতে পারে। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন যে জঙ্ঘার অতিশয় দুর্ব্বলতা সংযুক্ত জরায়ুর আবেগ হিডিওমার প্রধান লক্ষণ। "মূত্র-নাশ, কুন্থন; মূত্র-ত্যাগে যাতনা; পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগসহ স্বল্প মূত্র-স্রাব; মূত্র-মার্গ কর্ত্তন ও জ্বালার ন্যায় যাতনা; কাল চার ন্যায় অতিশয় কাল মূত্র।"—এইগুলি হিডিওমার মূত্র-লক্ষণ। গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের প্রদাহেই মূত্র-যন্ত্রের ঈদৃশ প্রদাহিত অবস্থা ও মূত্র-লক্ষণ সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে। কাল চার ন্যায় অতি মলিনবর্ণ মূত্রদ্বারা মূত্রে রক্তের বর্ত্তমানতা বুঝা যায়। স্কার্লেটিনার পরে, ও উৎকট বৃক্কক-রোগে সাধারণতঃ এইপ্রকার মূত্র দৃষ্ট হয়। হানসেন বলেন যে * জঙ্ঘাদ্বয়ের অতিশয় দুর্ব্বলতা, অবদরণকর শ্বেতপ্রদর, এবং প্রচাপনে ডিম্বাশয়ে স্পর্শ-দ্বেষ সংযুক্ত জরায়ুর বেদনা ও আবেগ; মূত্রাশয়ের আবেগ, মূত্র-মার্গে জ্বালকর বেদনা, কাল চার ন্যায় অতি মলিন স্বল্প মূত্র;—এইগুলি হিডিওমার বিশেষ লক্ষণ।

# হিপেটিকা।

লিভার অর্থাৎ যকৃতের সহিত এই উদ্ভিদের পত্রের কল্পিত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নাম লিভার ওয়ার্ট রাখা হইয়াছে। হিপেটিকা ট্রিলোবার সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডাঃ কিম্বাল এই ঔষধ আংশিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। গল-গহ্বরের অত্যন্ত বিরক্তিকর উপদাহ; প্রভূত পীতবর্ণ, * সরবৎ ও সুমিষ্ট নিষ্ঠীবন; বক্ষঃস্থলে তুড়তুড়ি, চুলকানি, ও হাজিয়া যাওয়া অনুভব, আহার করিলে বা নিঃশ্বাসের ধূলি প্রবেশ করিলে উহার আধিক্য; এই সকল লক্ষণে কাসরোগে হিপেটিকা ব্যবহৃত হয়। রক্ত-স্রাবের প্রবণতা সংযুক্ত গল-কোষ ও নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

---

# হেক্লা লাভা।

হেক্লা লাভা হেক্লা নামক আগ্নেয় গিরির ধাতুনিঃস্রব। ইহা আইস্ল্যাণ্ড দ্বীপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পদার্থে সিলিকা, এলুমিনা, চূণ, ম্যাগ্নিশিয়া, অক্সাইড অব আয়রণ, ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত আছে। হেক্লালাভার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে দ্রব ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**ক্রিয়া।**—অগ্ন্যুৎপাতকালে হেক্লা পর্ব্বত হইতে যে সূক্ষ্ম ভস্ম নিম্নস্থ তৃণোপরি নিপতিত হয়, গো-মেষ-অশ্ব প্রভৃতি যে সকল পশুরা সেই ভস্মসংযুক্ত ঘাস ভক্ষণ করে তাহাদের অস্থি বিবর্দ্ধন, অস্থি-ক্ষত প্রভৃতি অস্থি-রোগ জন্মে। মস্তক, হনু, দন্ত, ও জঙ্ঘার অস্থিতেই এই সকল রোগের বিশেষ প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং অস্থিতেই হেক্লালাভার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

**অধিকার।**—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত দন্ত-বেদনা, ও দন্ত পুষ্পুট। আয়াসিত দন্তোদ্গম। দন্তোত্তোলনের পর স্নায়বীয় বেদনা। নিম্ন হনুর অস্থি-প্রদাহ। অস্থি-বিবর্দ্ধন। হুইটলো।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**দন্ত-রোগ।**—ডাঃ উইলকিনসন এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত দন্ত-মূলের ব্রণ-শোথ আরোগ্য করিয়াছেন। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কৃচ্ছ্র ও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ হলকোম দন্তোৎপাটনের পরবর্ত্তী স্নায়ুশূলে ইহার ত্রিংশ ক্রম ব্যবহারে বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। **অস্থি-রোগ।**—একজন গণ্ডমালাগ্রস্তা বালিকার নিম্ন হনুতে উপঘাত লাগিয়া একটা বৃহৎ ব্রণশোথ জন্মে এবং তৎপরে হনুর অস্থি অতিশয় বিবর্দ্ধিত হয়, হেক্লা লাভা ব্যবহার করিয়া ডাঃ হলকোম তাহাকে আরোগ্য করেন। হানসেন বলেন যে এতদ্বারা অস্থি-বিবর্দ্ধন স্থগিত ও উহার বেদনা প্রশমিত হয়। ডাঃ টমসন এতদ্দ্বারা উপদংশজনিত নাসিকাস্থির ক্ষত আরোগ্য করিয়াছেন। **গণ্ডমালা।**—গণ্ডমালাজনিত, উপদংশমূলক অস্থি-প্রদাহ, বা অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ, মুখমণ্ডলের অস্থি ও ঊর্দ্ধ হনুর অস্থি-গহ্বরে উহার বিশিষ্টরূপ আক্রমণ; দন্তোদ্গম-কষ্ট; রেকাইটিস; বজ্ঞ্ষণ-রোগ; শ্বেতবর্ণ স্ফীততা, দন্ত-গহ্বরের রোগ; গ্রীবার গ্রন্থির কঠিনতা ও রস-সঞ্চয়, মুক্তাবলীর ন্যায় সেই সকল গ্রন্থির আকৃতি, হনুর স্ফীততাজনিত দন্ত-বেদনা; ক্ষয় প্রাপ্তিজনিত দন্ত-মূলের ব্রণ-শোথ; এই সকল অবস্থায় ডাঃ লিলিয়েন্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। **পেশী-বেদনা।**—ডাঃ কেট এই ঔষধ প্রয়োগে পর্শুকা-মধ্য-পেশীর বেদনা আরোগ্য করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ

# বিরল ঔষধাবলী

## সূচীপত্র।

### হোমিওপ্যাথিক

# বিরল ঔষধাবলী

অকজিট্রপিস লেম্বারটাই।—বিশেষ লক্ষণ।—ইউরোপের লেথাইরস সেটাইভসের ন্যায় এই ঔষধও পৃষ্ঠবংশের রক্ত-সঞ্চয়, ও পক্ষাঘাত জন্মায়। কোন লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিলে সেই লক্ষণের উপচয়। একাকী থাকিবার ইচ্ছা। কথা বলিতে বা কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি। মল-দ্বার হইতে লেহ-খণ্ডের ন্যায় মল পিছলিয়া পড়া। মল-দ্বারের আবরণী-পেশী (স্ফিঙ্ক-টার্স) শিথিলিত অনুভব। মূত্র-ত্যাগের কথা ভাবিলেই সর্ব্বদা মূত্র-বেগ।

অরম আইওডেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ। হৃদ-কপাটের রোগ; ধমনী-প্রাচীরের দৃঢ়ীভূততা; কর্ণ-মূলের বিবৃদ্ধি; পূতিনস্য; লুপাস; পুরাতন প্রমেহ; ও দুর্দ্দম্য প্লেগ। পারদ অপব্যবহারের পর অস্থি-প্রদাহ; পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ; জরায়ুর পেশীময় অর্ব্বুদ; ডিম্বাশয়ের কোষ; স্তন-বৃন্তবৎ অস্থি-প্রবর্দ্ধনের প্রদাহ সহকারে কর্ণের পূয-স্রাব।

অরম মিউরিয়েটিকম।—বিশেষ লক্ষণ।—নাসিকার বাম পার্শ্বের লোহিত বর্ণ স্ফীততা, নাসা-গহ্বরের গভীর ক্ষত, শুষ্কতা, পীতাভ শুষ্ক চর্ম্ম ও অবরোধ-অনুভব। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ জলবৎ স্রাব। যোনি ও ভগের উত্তাপ ও কণ্ডূয়ন। অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ প্রদর, প্রাতঃকালে উহার আতিশয্য। অন্যান্য বিষয়ে অরম মেট্যালিকমের অনুরূপ লক্ষণ।

অরম মিউরিয়েটিকম ন্যাট্রোনেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত চৈতন্য শূন্যতা, উদরের শীতলতা সহকারে আক্ষেপের আরম্ভ, বিবৃদ্ধ, প্রদাহিত জরায়ু। জিহ্বার কঠিনতা। যোনির পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন সংযুক্ত দুর্দ্দম্য প্রদর। পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ। কন্দ। যোনি, ও জরায়ুর অংশ বিশেষের ও ডিম্বাশয়ের কঠিনতা। জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি, প্রদাহবশতঃ জরায়ুর গ্রীবার ও যোনির ক্ষত। জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন। হরিতের আভাযুক্ত পীত বর্ণ প্রদর।

**অষ্টিয়া বাৰ্জ্জিনিকা।—বিশেষ লক্ষণ।**—জিহ্বার পীতবর্ণ, উহার মূলদেশের লেপাচ্ছন্নতা। প্রাতরাহার ও মধ্যাহ্নের আহারে ক্ষুধার অভাব। সম্মুখ কপালে অতীব্র শিরোবেদনা সহকারে বারংবার বিবমিষা। ( চিকিৎসায় প্রমাণিত )। **আময়িক প্রয়োগ।**—কুইনাইনের লক্ষণ বিশিষ্ট ম্যালেরিয়াজনিত সবিরাম জ্বরের কুইনাইনে অনারোগ্য প্রাপ্তি। আলস্য, অল্প ক্ষুধা ও অধিক অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন পিত্ত-প্রকোপ। ম্যালেরিয়া জনিত নীরক্ততা ( এনিমিয়া ) ( উৎকৃষ্ট ঔষধ )।

**অসনিয়া বারবেরেটা।—আময়িক প্রয়োগ।**—শিরঃপীড়ায় যখন সমগ্র মস্তকে অথবা মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা জন্মে; এবং শঙ্খদ্বয় যেন ফাটিয়া পড়িবে অথবা চক্ষুর্দ্বয় যেন কোটর হইতে ছুটিয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয় তখন এই ঔষধের মূল অরিষ্ট ( মাদার টিঞ্চার ) সুন্দর ফলপ্রদ।

**আইওডোফরমঃম—বিশেষ লক্ষণ।**—বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে বেদনার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহের চিৎকারের ন্যায় চিৎকার দ্বারা নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা। অসমভাবে আকুঞ্চিত কনীনিকা। নৌকাকার উদর। উদরে কর্ত্তনবৎ যাতনা। দক্ষিণ ফুসফুসের শিখরদেশে ক্ষতবৎ বেদনা, শ্বাস-কালে দুইটী ক্ষতগ্রস্ত স্থানের যেন পরস্পর সংস্পর্শ হইতেছে, এপ্রকার অনুভব। গুরুতর শর্দ্দী লাগিলে যেরূপ ( গৌরব ) অনুভূত হয় ফুসফুসে সেইরূপ অনুভব, বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থলের উপর একটা ভার থাকাতে বিমুক্তভাবে উহা প্রসারিত হইতে পারিতেছেনা। দক্ষিণ বাহুতে আমবাতিক বেদনা, বাহু ব্যবহার করিলে উহার আধিক্য। **আময়িক প্রয়োগ।**—মিনিঞ্জাইটিস্ রোগে, ( সগুটিক আকারেও ) এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিধি আছে। কিন্তু ইহার বাহ্যিক প্রয়োগই বিশেষ প্রচলিত। ত্বকের সন্তব্রণে ও ক্ষতে; উপদংশ-ক্ষতে, বিশেষতঃ দুর্গন্ধ ক্ষতে; ভগের কণ্ডূয়নে ও জরায়ুর বিদাহী ক্ষতে; পুরুষাঙ্গের কোমল উপদংশ ক্ষতে, বিশেষতঃ প্রসারণশীল ক্ষতে; আইওডোফরমের ব্যবহার হয়।

**আইবারিস এমারা।—বিশেষ লক্ষণ।**—হৃৎকম্প, হৃৎপ্রদেশে প্রচাপন, এবং প্রবল সূচী-বেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সবিরামতা। নাড়ীর পূর্ণতা ও বিষমতা। নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও বিষমতা সহকারে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন। সঞ্চলনে উপচয়। **আময়িক প্রয়োগ।**—হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ। হৃৎপিণ্ডের পেশীর প্রদাহ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার স্নায়বীয় বিশৃঙ্খলা। বিবর্দ্ধিত হৃৎপিণ্ড সহকারে শোথ।

**আরগোটাইনমঃ (উইগার্স)।—আময়িক প্রয়োগ।**—কাফকা জরায়ুর রক্ত-স্রাবে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন, * প্রতিসঞ্চলনে মলিন, সংযত অথবা তরল রক্ত নিঃসরণ ইহার প্রয়োগ লক্ষণ; অপিচ, প্রসবের পর জরায়ুর অসম্যক সঙ্কোচনে, এবং অনিয়মিত ক্ষীণ, অথবা আক্ষেপিক প্রসব-বেদনায়ও ইহার ব্যবহার হয়। প্রভূত ঋতুস্রাব;

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রক্ত-স্বল্পতা বশতঃ নিম্ন-শাখাদ্বয়ের পক্ষাঘাত; এবং ধ্বজভঙ্গ রোগেও এই ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আর্ব টাইনহম।—আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, মূত্রে প্রস্তর-রেণু ও অনৈচ্ছিক মূত্র-স্রাবে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিকম ব্রোমেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—নাকের উপর ভায়োলেট্ রঙ্গের পীড়কাবিশিষ্ট গোলাপী রঙ্গের বয়স ফোড়া। মধু-মেহ (বহুমূত্র)।

আর্সেনিকম মেট্যালিকম।—বিশেষ লক্ষণ।—দুর্ব্বলতা। জিহ্বায় দন্তাঙ্ক (মার্ক, পড, ইয়ুক্কা, হ্রঃস, ষ্ট্রাম), ও শুভ্রবর্ণ লেপ।

আর্সেনিকম সলফিউরেটম ফ্লেভম।—আময়িক প্রয়োগ।—আয়াস সাধ্য শ্বাস-ক্রিয়া। লিউকোডার্মা বা "ধবল" রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। উপদংশ রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় সশস্ক চর্ম্ম-রোগ।

আর্সেনিকম হাইড্রোজেনিসেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—সাধারণ ক্রিয়া আর্সেনিক এলবমের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর প্রবল। হৃৎপিণ্ডের শিখরে ভস্ত্রার ন্যায় শব্দ (ব্রুট-ডি-সুফলেট) সংযুক্ত রক্ত হীনতা (এনিমিয়া)। উৎকণ্ঠা; বমন করিবার সময় রোগী মনে করে যে তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহার আর ভাল হইবার আশা নাই। রক্ত-মূত্র (ক্যান্থ, ফস, সিনিসিও, টেরেবিন্থ)। লিঙ্গ-মুণ্ড ও উহার আচ্ছাদন-ত্বকে বহুসংখ্যক পচ্যমান পীড়কা, ও তাহা হইতে গোলাকার অপ্রগাঢ় ক্ষতোৎপত্তি।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ এলেন লিখিয়াছেন যে একজন রোগিণীর সহসা ঋতু বিলুপ্ত হইয়া তিনদিন পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক শীত জন্মে, তৎপরে হাত-পায় ছেদনকর বেদনা, মস্তকের বিশৃঙ্খলা, কর্ণ-নাদ, ক্ষুধাহীনতা, পিপাসা, সকল প্রকার ভুক্ত পদার্থেরই বমন, অন্ত্র কুজন, নিদ্রাহীনতা, লোহিতবর্ণ আমবিশিষ্ট অতিসার, শুষ্ক, আরক্ত বিদারিত জিহ্বা; আঠা আঠা, ময়লা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, রাত্রিতে কাসিতে কাসিতে বমনোদ্যম ও বমন। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর্সেনিক এলবম্ ব্যবহারে কোন ফল দর্শেনা। কিন্তু আর্সেনিকম হাইড্রোজেনিস্যাট ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হয়।

ইউজিনিয়া জ্যাম্বোস।—আময়িক প্রয়োগ।—মুখ-মণ্ডলে অপচ্যমান পীড়কার অনুরূপ বয়োব্রণ, উহার চারিদিকে কতকটা দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বেদনা। এবং কঠিন-ব্রণ মুখ দূষিকায় (একি ইণ্ডুরেটা) এই ঔষধ উপকারী।

ইউনিমস ইউরোপিয়স।—আময়িক প্রয়োগ।—যকৃতের পিত্তাধিক্যে অর্থাৎ শিরোবেদনা, মুখ-বৈরস্য লেপাবৃত জিহ্বা ও কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পিত্ত-প্রকোপে ইহা উত্তম ঔষধ। কটি-বেদনা ও অর্শসংযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধতায়ও এই ঔষধ উপযোগী।

ইউপাস টাইয়ুট (এন্টো-প্রয়োজন)।—বিশেষ লক্ষণ।—মুখে চোঁচ ফুটিয়া

থাকার ন্যায় বেদনা। আমাশয়ে গুরুত্ব অনুভব। হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন। আময়িক প্রয়োগ।—অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ। পক্ষাঘাত। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য। নখের প্রদাহিত উঁচা চর্ম্ম ( সুলকানি )। [ ইউপাসের ক্রিয়া কিউরেয়ারের বিপরীত, সুতরাং উভয়ে পরস্পরের বিষমগুণ ]। উপরের ওষ্ঠের বামভাগে দদ্রু।

ইউপিয়ন।—বিশেষ লক্ষণ।—* অত্যল্প শ্রমে দারুণ ঘর্ম্ম, অপিচ নৈশঘর্ম্ম ও যক্ষার ঘর্ম্ম। সমগ্র শরীর যেন লেহ ( জেলি ) নির্ম্মিত এপ্রকার অনুভব। পৃষ্ঠের বেদনার বিরতি জন্মিলে অবিদাহী প্রদরস্রাব নিঃসরণ। আময়িক প্রয়োগ।—জরায়ুর অবস্থানের বক্রতায় ইউপিয়ন একটী উত্তম ঔষধ।

ইউপেটোরিয়ম এরোমেটিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—শিশুদিগের মুখ ক্ষত। পিত্ত-বমন, আমাশয়ে বেদনা, শিরঃপীড়া ও জ্বর।

ইউফরবিয়া ভিলোসা সাইভ পিলভেষ্ট্রিস।—আময়িক প্রয়োগ।—কুকুর দংশন-উন্মাদে ইহার অরিষ্ট বা ক্বাথ ব্যবহারের বিধি আছে। ডাঃ কাকজোয়াস্কির অভিজ্ঞতার পর হইতে এই ঔষধ উত্তম ফলপ্রদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রতিষেধক স্বরূপে অথবা রোগের প্রারম্ভেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ইণ্ডিয়ম মেট্যালিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—নিদ্রালুতা ও বিবমিষা, দুর্ব্বলতা, শূন্যতা, এবং পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময়ে আমাশয়ে যেন কিছু নাই এরূপ অনুভব সহকারে শঙ্খদ্বয়ে ও কপালে অতীব্র শিরঃপীড়া ( অর্দ্ধ-শিরঃশূল ) অতি ঘন ঘন স্বপ্ন-দোষ। মূত্রের অতিদুর্গন্ধ।

ইথি অপ্স এণ্টিমোনিয়্যালিস।—আময়িক প্রয়োগ।—গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহে, বিশেষতঃ চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে ও কনীনিকায় স্বচ্ছ রক্তাম্বুপূর্ণ স্ফোট থাকিলে এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

ইনুলা হেলেনিয়ম।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রসব সময়ের ন্যায় সরলান্ত্র ও জননাঙ্গের অভিমুখে প্রচাপন ও আকর্ষণ অনুভব, বোধ হয় যেন কিছু বাহির হইয়া আসিবে। জরায়ুতে প্রবল বেদনা, ও পৃষ্ঠ-বেদনা, মল ও মূত্রের বেগ। ( সিপিয়া )। আময়িক প্রয়োগ। অতিসারের প্রবণতা সহ পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ।

ইপিজিয়া রিপেন্স।—আময়িক প্রয়োগ।—মূত্র-কৃচ্ছ্র সহ মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, মূত্র-ত্যাগান্তে কুন্থন, মূত্রে শ্লেষ্মা ও পূয এবং উইরিক এসিড অধঃপতন ( তলানি )। শ্রান্তিজনিত শিরঃপীড়া।

ইপিফিগাস ভার্জ্জিনিয়ানা।—আময়িক প্রয়োগ।—সবমন শিরঃপীড়া, শঙ্খদ্বয়ে, বাহির হইতে ভিতরের দিকে বেদনার প্রচাপন, বামভাগে উহার আধিক্য ও আঠা আঠা লালা-স্রাব। অসাধারণ উত্তেজনা বা শ্রান্তি বশতঃ উহার উৎপত্তি।

ইলিইস গিনীন্সিস।—আময়িক প্রয়োগ।—স্ক্লেরোডার্ম্মা ( চর্ম্মের দৃঢ়তা )।

স্ক্লিরিয়াসিস বা কঠিন অর্ব্বুদ ( প্রধান ঔষধ )। এলিফ্যান্টিয়াসিস, এক্কেবাম ( গোঁদ বিশেষ )।

**ইস্কিউলাস গ্লাব্রা।—বিশেষ লক্ষণ।**—মত্ততার ন্যায় আন্দোলিত গতি সহকারে শিরোঘূর্ণন। বিশৃঙ্খল সুপ্তি। মস্তকের গুরুত্ব। বাক্যের স্থূলত্ব। আমাশয়ে থল্লী। অতিশয় দুর্ব্বলতা। কম্পন ও জঙ্ঘা'র আকুঞ্চনের প্রবল প্রবণতা। **আময়িক প্রয়োগ।**—পৃষ্ঠবংশের রোগে দৃষ্টিশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস-প্রাপ্তি সহকারে জঙ্ঘাদ্বয়ের পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত।

**একুইলিজিয়া ভলগারিস।—আময়িক প্রয়োগ।**—বিরজা নারীদিগের হিষ্টিরিয়া জনিত প্রেক-বিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া, তৎসহ বিশেষতঃ প্রাতঃকালে হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন। গুল্ম-বায়ুজনিত গোলক ( গ্লোবংস হিষ্টিরিকংস )।

**একোনাইটম।—আময়িক প্রয়োগ।**—স্নায়ু-শূল, বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের স্নায়ু-শূল ; অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধভাগের স্নায়ুতে বিশেষ বেদনা, সঞ্চলন ও আন্দোলনে উহার আতিশয্য। ডাঃ হিউজ ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন।

**একোনাইটম ফিরক্স।—বিশেষ লক্ষণ।**—শ্বাসকৃচ্ছ্র ; উঠিয়া বসিতে হয়। শ্বাসের দ্রুততা। শ্বাস-ক্রিয়া-নিষ্পাদক পেশীর পক্ষাঘাত অনুভব হইতে শ্বাস-রোধ সহকারে উৎকণ্ঠা। **আময়িক প্রয়োগ।**—হৃদ্রোগ জনিত শ্বাস-কষ্টে এই ঔষধ যাপ্যকর। একোনাইটম নেপেলাস অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিকতর প্রবল ও সাংঘাতিক। ইহাতে অধিক সিউডোএকোনাইটিন নামক বীর্য্য এবং একোনাইটম নেপেলাসে অধিক একোনাইটিন নামক বীর্য্য বিদ্যমান আছে। এতদ্দ্বারা পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের স্নায়ু-শূল জন্মেনা বলিয়া বোধ হয়।

**একেয়া সিলিকেট।—আময়িক প্রয়োগ।**—ক্ষতে, বিশেষতঃ শিরা-স্ফীতি বিশিষ্ট উরুর ক্ষতে অমিশ্রিত বা জল মিশ্রিত আকারে এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ স্থলে ক্ষতের আরক্ততা, ক্ষতাঙ্কুর, ও কেবল অত্যল্পমাত্র আবরণ থাকে।

**এডোনিস ভার্ণেলিস।—আময়িক প্রয়োগ।**—এই ঔষধে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের বল অধিকতর হয় এবং নাড়ীর অধিকতর নিয়মিততা-জন্মে, ইহার ক্রিয়ায় মূত্র অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এল্বুমেন ও শোথ অন্তর্হিত হয়। হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগে ও তৎসহবর্ত্তী শোথে এডোনিস ব্যবহারের বিধি আছে। হৃৎপিণ্ডসংক্রান্ত শ্বাস-কাস। এই ঔষধের প্রধানতঃ মাদারটিংক্চার, ৫—২০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

**এণ্টিপাইরিণ।—আময়িক প্রয়োগ।**—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, থাকিয়া থাকিয়া বেদনার আবেশ। প্রভূত রজঃস্রাব সহকারে রজ-শূল ( উত্তম ঔষধ )। তীব্র প্রসবান্তিক বেদনা। দিবসে ও রাত্রিতে বালক-বালিকাদিগের শয্যা-মূত্র-রোগ ( অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে )। * প্রথমে মুখমণ্ডলে ও বাহুতে, সর্ব্বশেষে জঙ্ঘাদ্বয়ে এরিথিমা ( অরুণিমা );

পুরাতন আর্টিকেরিয়া ( শীতপিত্ত ) বিশেষতঃ স্ত্রী-লোকদিগের, উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন ও কন্দবৎ উদ্ভেদ। ক্রূপঃস ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লীর অনুরূপ তালু-মূলে ও গল-কোষে কৃত্রিম ঝিল্লী এবং অতিশয় অবসন্নতা ও এলবুমিনুরিয়া ( সাণ্ডলাল মূত্র )। নাসিকা হইতে প্রভূত রক্ত-পাতে তুলায় করিয়া ইহার এক হইতে দশবিন্দু মাত্রায় বাহ্য প্রয়োগ করিলে রক্ত-রোধ সংসাধিত হয়।

এণ্টিমোনিয়ম আর্সেনাইটঃম।—আময়িক প্রয়োগ।— * ফুসফুসের এম্ফিসিমা ও কাসে অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট, আহারে ও শয়নে উহার আধিক্য। শ্বাস-কাস ; পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ। প্রতিশ্যায় জনিত ফুসফুস-প্রদাহ। হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ হৃৎ-শূল।

এণ্টিমোনিয়ম সলফিউরেটম অরেটম।—বিশেষ লক্ষণ।— * প্রক্ষালনের অব্যবহিত পরে নাসিকার রক্ত-পাত। নাসিকা; গলা ; ও বায়ু-নলী-ভূজের বিবৰ্দ্ধিত নিঃস্রব। শ্বাস-কষ্ট। আময়িক প্রয়োগ।—নাসিকার ও বক্ষঃস্থলের তরুণ ও পুরাতন প্রতিশ্যায়ের এইটী একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ ; পচ্যমান বয়োব্রণেও ইহা উপযোগী।

এনাকার্ডিয়ম অক্সিডেণ্টেল।—বিশেষ লক্ষণ।—সাধারণতঃ মুখমণ্ডলে ফোস্কা সদৃশ উদ্ভেদ, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানেও উহার উৎপত্তি। অসহ্য কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট বসন্তের পীড়কার অনুরূপ নাভী-সংযুক্ত পচ্যমান পীড়কা। মুখমণ্ডলে বিসর্পজনিত উদ্ভেদ, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে উহার প্রসারণ। বিসর্পজনিত প্রদাহ দক্ষিণ হইতে বামদিকে যায়। গ্রীবার স্তব্ধতা, নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে উহার আতিশয্য। রসটক্স জনিত বিসর্প এনাকার্ডিয়ম অক্সিডেণ্টেল দ্বারা নিবারিত হয়।

এনাথিরম মিউরিকেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রতি মিনিটে মূত্র-বেগ সহকারে মূত্রাশয়ে প্রচাপন ও জ্বালাকর বেদনা ; মূত্রাশয় অত্যল্পমাত্র মূত্রও ধারণ করিতে পারেনা। আবিল, গাঢ়, শ্লেষ্মাপূর্ণ মূত্র। বিচরণ-কালে ও রাত্রিতে নিদ্রা-কালে অজ্ঞাতসারে মূত্র-নিঃসরণ সহকারে অবারিত-মূত্র। জরায়ুতে আকুঞ্চিত ও প্রচাপিতবৎ বেদনা। জরায়ুতে জ্বালাকর বেদনা, বৃক্ক পর্য্যন্ত উহার সংপ্রসারণ। জরায়ুর স্ফীততা ও আক্ষেপ। বন্ধ্যাত্ব। কণ্ডূয়ন, ও লিকেনের ন্যায় উদ্ভেদ। আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রাশয়-প্রদাহ। অবারিত-মূত্র। স্নায়বীয় ও আক্ষেপিক রজ-কৃচ্ছ্র। উপসর্গ শূন্য লিকেন রোগ।

এনিসম ষ্টিলেটম।— * বিশেষ লক্ষণ।— * দক্ষিণ পার্শ্বের তৃতীয় পঞ্জর্কার উপাস্থির বেদনা সহকারে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ।

এন্থ্রাকোকেলাই।—আময়িক প্রয়োগ।—বিচর্চ্চিকা ( সোরিএসিস ) রোগে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারের বিধি আছে।

এপিয়ম গ্র্যাভিওলেন্স।—আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষতাঙ্কুর বিশিষ্ট ক্ষত হইতে প্রভূত স্রাব নিঃসরণ, বুকাস্থির উপর তীব্র আকুঞ্চন, তৎসহ শয়নে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আকর্ষণ অনুভব।

এভিনা সেটাইভা। – আময়িক প্রয়োগ।—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ওলাউঠা প্রভৃতি দৌর্ব্বল্যকর রোগের পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা। ফুসফুসের গুটিকা রোগ, নিদ্রাহীনতা, বিশেষতঃ মর্ফিয়া অপব্যবহারের পর। এক এক মাত্রায় এই ঔষধ ৫ হইতে ১০ বিন্দু মাদার টিঞ্চার ব্যবহারের বিধি আছে।

এমোনিয়েকম।—বিশেষ লক্ষণ।—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, সন্ধ্যাকালে প্রায় দৃষ্টি-হীনতা। শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব। উৎকণ্ঠা ও অস্বচ্ছন্দতা সহকারে হ্রস্ব শ্বাস ফুসফুসের ঊর্দ্ধভাগে উহার আতিশয্য। নিশ্বাস গ্রহণে গৌরব, তৎসহকারে বাম অর্দ্ধ বক্ষে সূচী-বেধবৎ যাতনা। বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে আকুঞ্চন।

আময়িক প্রয়োগ।—শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাস কাসে ও শ্বাস-যন্ত্রের প্রতিশ্যায় জনিত পীড়ায় এমোনিয়কম একটী উত্তম শ্লেষ্মা-নিঃসারক ঔষধ। বিমুক্তভাবে শ্লেষ্মা-নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ, সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া, ও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি লক্ষণাপন্ন তীব্র ব্রঙ্কাইটিস রোগে এতদ্দ্বারা উপশম জন্মিয়াছে। রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বিমুক্তভাবে নিঃসরণ এবং সায়াহ্নে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন কাসেও ইহা ফলপ্রদ। অতি দুশ্ছেদ্য নিষ্ঠীবন, যেন কিছু ছিঁড়িয়া আলগা হইবে এপ্রকার অনুভব; রোগীর বুকাস্থি ধারণ; ও রাত্রিতে বৃদ্ধি লক্ষণ বিশিষ্ট পুরাতন ব্রঙ্কোরিয়া রোগে এই ঔষধ অনেক সময় ব্যবহার হয় এস্থিনোপিয়া রোগে, বিশেষতঃ কৃত্রিম আলোকে চক্ষুর জ্বালা ও যাতনা হইলে ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহারের বিধিদেন। চক্ষুর বিশেষতঃ উহার আভ্যন্তরীণ কোণের রক্তাধিক্য ও দপদপানি। এই ঔষধ বেলেডোনা ও রুটার মধ্যবর্ত্তী।

এমোনিয়ম বেঞ্জোইকম। – আময়িক প্রয়োগ।—স্কার্লেট ফিভারের পরবর্ত্তী শোথে, স্বল্প, মলিন, উগ্রগন্ধ, ধূমবৎ-দৃষ্ট মূত্র লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

এমোনিয়ম ব্রোমেটম। – বিশেষ লক্ষণ —কর্ণদ্বয়ের উপরে ফিতার বন্ধনের ন্যায় অনুভব। প্রাতে মুখ বিবরে দগ্ধবৎ যাতনা। গল-কোষের পশ্চাদ্ভাগে শুভ্র, আঠা আঠা, রক্তের রেখাঙ্কিত শ্লেষ্মা। গল-গহ্বরে উপদাহ ও কাসের প্রবৃত্তি। সন্ধ্যাকালে গলা তুড় তুড় করিয়া কাসের উদ্রেক। শুভ্র, আঠা আঠা শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন। আময়িক প্রয়োগ।—বাম ডিম্বাশয়ের স্নায়ু শূল। বক্তাদিগের স্বর-যন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায়ে ইহা উত্তম ঔষধ; শুষ্ক, আক্ষেপিক, অনবরত কাস, বিশেষতঃ রাত্রিতে, তৎসহ গল-কণ্ডূয়ন, উত্তাপ ও জ্বালা। কৃত্রিম ক্রুপার ব্রঙ্কাইটিস, ডিপথিরিয়া জনিত স্বর-যন্ত্রের ক্রুপ, নাসিকার পশ্চাৎ-রন্ধ্রের পুরাতন প্রতিশ্যায় প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগের তরুণ উপচয়, বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ, আয়াসিত ও যাতনাযুক্ত নিষ্ঠীবন। বক্ষঃস্থলে হাতদিয়া চাপ দিলে বেদনার উপশম; কাসের আক্রমণ বশতঃ সুনিদ্রার অভাব; শীর্ণ মুখাকৃতি।—গল-কোষে জ্বালা, গলার মধ্যে ও গল-কোষে শুভ্র, গাঢ়, ফেণিল ও রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা। খক্ খক্ করিয়া কাসিবার আবশ্যকতা। গিলিবার চেষ্টায় কষ্ট, কিন্তু গিলিতে কষ্টাভাব।

গলা পরিষ্কারের চেষ্টায় ভুক্ত দ্রব্য বমন। প্রাতে লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি। এই সকল লক্ষণে ডাঃ ওয়েগ পুরাতন ক্যারিঞ্জাইটিস রোগে এই ঔষধের জলীয় দ্রব এক হইতে দশ বিন্দু মাত্রায় দিনে তিন বার ব্যবস্থা করিতে বিধদেন।

**এমোনিয়ম আইওডেটম।—আময়িক প্রয়োগ।**—পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ ও বায়ু-নলী ভুজ-প্রদাহ, ক্রুপাস ব্রঙ্কাইটিস, এবং টিউবার কিউলাস ল্যারিঞ্জিস। ইহার ক্রিয়া আইওডিয়মের অনুরূপ বটে, কিন্তু তদপেক্ষা প্রবলতর।

**এমোনিয়ম ফস্ফরিকম।**—হস্তাঙ্গুলী ও হস্ত-পৃষ্ঠের সন্ধির চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয়ে কোন কোন স্থলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। সন্ধিবাত বশতঃ এই সকল সঞ্চিত পদার্থ দ্বারা সন্ধি-স্থানের পুরাতন বিকৃতিতেও ইহা ব্যবহার্য্য। গাউট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। স্কন্ধ-সন্ধির বাত জনিত স্নায়ু-শূল। ( উৎকৃষ্ট ঔষধ )।

**এমোনিয়ম পিক্রিকম।—আময়িক প্রয়োগ।**—নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ু-শূল, কর্ণ, অক্ষি-গহ্বর ও হনু পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত রন্ধ্র করণবৎ বেদনা, উঠিলে শিরোঘূর্ণন, বিশেষতঃ অনিয়মিত ঋতু-লক্ষণাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

**এম্পিলোপসিস কুইংকুই ফোলিয়া।—আময়িক প্রয়োগ।**—যেসকল রোগী বাল্যকালে গণ্ডমালা-দোষ-গ্রস্ত ছিল তাহাদের পুরাতন স্বরভঙ্গ।

**এমিগডালা এমারা।—বিশেষ লক্ষণ।**—গল-কোষ, অলি-জিহ্বা এবং তালুমূলের মলিন আরক্ত রক্তাধিক্য। তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা, তজ্জন্য রোগীকে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে হয়, গিলিতে অতিশয় কষ্ট। সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা। **আময়িক প্রয়োগ।**— ডিপথিরিয়া টন্সিলাইটিস।

**এট্রোপাইনম।—বিশেষ লক্ষণ।**—প্রলাপ; রোগীকে কোন কথা বলিলে সে অনেক সময় উল্টাদিকে মাথা ফিরায়। অচৈতন্য। করোটীর ভূমিদেশে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপরিভাগে, প্রত্যেক বার সঞ্চলনে বিদ্ধবৎ (খোঁচামারারমত) অনুভব, পদবিক্ষেপে উহার আধিক্য। আকুঞ্চিতবৎ অনুভব, হাঁটিলে খোঁচামারার মত বোধ হয়। প্রাতে জাগরণান্তে বাম শঙ্খস্থলে বিদ্ধবৎ যাতনা, কর্ণের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ, খোলাবাতাসে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। প্রসারিত কনীনিকা। দ্বিত্ব-দৃষ্টি অর্থাৎ একটী বস্তু দুইটী দেখা। আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল। উন্মাদবৎ মুখাকৃতি। গলার শুষ্কতা। গলাধঃকরণে শ্বাস-রোধকর আক্ষেপের উৎপত্তি, উহাতে যাতনা ও মুখভঙ্গী ও মুখমণ্ডলের আক্ষেপ। * দুগ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার ভুক্তদ্রব্য বমন। স্পর্শ-দ্বেষ সহকারে আমাশয়-গহ্বরে আকুঞ্চনকর, জ্বালাজনক, ও প্রচাপনবৎ বেদনা। শূন্য উদ্গার। * বামজানু, বামজঙ্ঘা, এবং দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের স্তব্ধতা। মুখমণ্ডল এবং শরীরের উপরের অর্দ্ধাংশের স্কার্লেটিনার ন্যায় আরক্তা; ত্বকের উত্তপ্ততা ও পরিশুষ্কতা। **আময়িক প্রয়োগ।**—অক্ষি-গহ্বরের উপরের

ভাগের স্নায়ু-শূল, মনোভাবে উহার উপচয়, জানুর নিম্নভাগে স্নায়ুশূল, বস্ত্রজড়াইয়া উষ্ণ করিলে উহার উপশম। বেলেডোনার লক্ষণ বিশিষ্ট কর্ণ-বেদনা, মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ, পৃষ্ঠবংশের উপদাহ, ও স্কার্লেটিনা। ক্যাসপার বলেন যে বেলেডোনার লক্ষণের কেবল স্নায়বীয় লক্ষণগুলিতেই এট্রোপাইন উৎকৃষ্টরূপে উপযোগী। আমাশয়ের পুরাতন রোগ, বিশেষতঃ আমাশয়-গহ্বরের ক্ষত, তৎসহ অতিশয় যাতনা ও সকল প্রকার ভুক্ত দ্রব্য বমন। ( বার, কাফকা, হানসেন )। উপদংশ, পিত্তাশ্মরিজনিত শূল-বেদনা, পেরিটোনাইটিস, এবং সবিরাম জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়ও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে।

এরম ম্যাকিউলেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—জিহ্বার এত অধিক স্ফীততা যে কিছু গিলিতে পারা যায় না। জিহ্বায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূচী-বেধের ন্যায় যাতনা, এবং জিহ্বার উপরে জ্বালা, কতিপয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। রক্ত-বমন। প্রায় অদম্য নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ আহারের এক ঘটিকা পরে, তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্ততা।

এরণ্ডো মরিটেনিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—স্তন্যপায়ী শিশুদিগের প্রতিনিয়ত অতিসার। মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্যায়। বক্ষঃস্থল, উর্দ্ধশাখা ও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগের পামা ( একজিমা )। অপচ্যমান পীড়কা, অসহ্য কণ্ডূয়ন ও তুড়তুড়ি অনুভব। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

এরেণিয়া সায়েন্সিয়া।—বিশেষ লক্ষণ।—চক্ষুর নীচের পাতাদ্বয়ের অবিরত স্পন্দন।

এলকোহল।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ প্রভল দেখিতে পাইয়াছিলেন যে এলকোহল দ্বারা ডিপথিরিয়ার ঝিল্লী দ্রবীভূত হয় এবং উহার বৃদ্ধি নিবারিত হয়। জলমিশ্রিত ব্রাণ্ডির আকারে এলকোহল দ্বারা যে কেবল উহার বৃদ্ধি নষ্ট হয় তাহা নহে কিন্তু ভয়ঙ্কর অবসন্নতা ও প্রতিরুদ্ধ হয়।

এলসন রুব্রা।—আময়িক প্রয়োগ।—বিবর্দ্ধিত হনু-নিম্ন গ্রন্থি। জরায়ু-গ্রীবার অবদরণ বিশিষ্ট প্রদর, উহা হইতে সহজে রক্তস্রাব। রজসাভাব, পৃষ্ঠ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত জ্বালাকর বেদনা। পুরাতন ইন্দ্রবিদ্ধ ( হার্পিজ )।

এলষ্টোনিয়া স্কলারিস।—আময়িক প্রয়োগ।—শিবিরে বাস বশতঃ অজীর্ণ দ্রব্য স্রাবী অতিসার, রক্তময় অতিসার। মন্দজল পান জনিত, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ামূলক অতিসার। অবসাদ জনক জ্বরের পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা। ভারতবর্ষের ম্যালেরিয়া জ্বর।

এলিয়ম স্যাটাইভম্।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রাতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে মৃদু মৃদু বেদনা। পূর্ব্বাহ্নে, রাত্রির আহারের পর ও রাত্রিতে মুখে ঈষৎ মিষ্ট অতি প্রভূত লালার প্রসেক। অন্ত্রে অবিরত অতীব্র বেদনাসহকারে কোষ্ঠবদ্ধতা। ঈষৎ শুভ্র অতি প্রভূত মূত্র; নাইট্রিক এসিড সংযোগে উহাতে সরোৎপত্তি; বৃহত্তর ভগাধরে ও অপত্য-পথে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ চিহ্ন, উহাতে কণ্ডূয়ন ও বেধন। * জিহ্বা কণ্টকের বিলুপ্তি সহকারে জিহ্বার

অনুজ্জ্বল লোহিত আকৃতি। বায়ু-নলীতে অবিরত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ। প্রাতে শয্যা-গৃহ পরিত্যাগের পরে অসাধারণ প্রভূত শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, এই শ্লেষ্মা চুশ্ছেদ্য, উহা সহজে উঠেনা। শীতল বায়ুতে অধিক অনুভূতি।

এলুমেন।—বিশেষ লক্ষণ।—গল-নলীর নিম্নভাগে জ্বালাকর বেদনা। শিশুর অতিসারের ন্যায় পীতবর্ণ অতিসার; অনন্তর কোষ্ঠবদ্ধতা। মলের সহিত রক্ত। মূত্র-বেগ। পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগ। গল-কোষে গোঁজের ন্যায় চাপ, তৎসহ পরিশুষ্কতা ও চোঁচ-ফুটা বা ক্ষতবৎ অনুভব। কথাবলিলে স্বরযন্ত্রে সুড়সুড়ি, ও কাসের উদ্রেক। সায়াহ্নে শয়নান্তে শুষ্ককাস (নক্স ভম)। দক্ষিণ পদ-তলে খল্লীবৎ আকর্ষণ। আময়িক প্রয়োগ।—সীসশূল ও কোষ্ঠবদ্ধতা। শুষ্ক ফ্যারিঞ্জাইটিস। টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও অতিশয় রক্ত-খণ্ড নিঃসরণ।

এলুমিনিয়ম মেটেলিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—কেন্দ্র-মূলক দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্য; (এম্ব্লিওপিয়া)। টেবিস ডর্সেলিস (বিনিন ঘোষেণ এলুমিনার লক্ষণ বিশিষ্ট চারিজন রোগী এই ঔষধে আরোগ্য করিয়াছেন)।

এসিমিনা ট্রিলোবা।—আময়িক প্রয়োগ।—বয়োব্রণ; কণ্ডূয়নকর লোহিতবর্ণ ব্রণ, প্রথমে বামদিকে, অনন্তর দক্ষিণ দিকে উহার উৎপত্তি। সায়াহ্নে বস্ত্র পরিত্যাগকালে কণ্ডূয়নকর প্রচ্যমান (যাহা পাকে) বয়োব্রণ।

ওনিস্কসএসেলস।—বিশেষ লক্ষণ।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মুখাকৃতির প্রম-ত্ততা। চিরস্থায়ী বমন। অন্ত্র কূজন ও উদরের প্রসারণ সংযুক্ত সুতীব্র উদর-বেদনা (কলিক) মল-মূত্র ত্যাগ ব্যতীত মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের কুন্থন। অতিশয় শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা সহ মূত্র-মার্গে কর্ত্তনবৎ জ্বালা।

ওনোনিস স্পাইনোসা।—আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহ।

ওনোসমোডিয়ম ভার্জ্জিনিয়ানম।—বিশেষ লক্ষণ।—*প্রাতে জাগরণান্তে, প্রধানতঃ বামদিকে মস্তকের পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগে বেদনা। *মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে, উর্দ্ধ-দিকে প্রচাপন বিশিষ্ট অতীব্র গৌরব সদৃশ বেদনা, তৎসহ শিরোঘূর্ণন (জেল, সিমিসি)। চক্ষুর অতি চালনাবশতঃ শিরোবেদনা, চক্ষুতে শ্রান্তি অনুভব, অধ্যয়নে বা সন্নিকট দৃষ্টিতে উহার আতিশয্য। পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা, সতত সঙ্গমেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, উগ্র উদ্দাম, পদদ্বয়ে ও জঙ্ঘাদ্বয়ে অবশতা ও ঝিন-ঝিনকরা।

অসিমম ক্যানম।—আময়িক প্রয়োগ।—প্রবল বমনসংযুক্ত বৃক্ক-শূল (বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের)। ইউরিক এসিড ধাতুদোষে, অধিক পরিমাণ রক্তবর্ণ রেণু অধঃক্ষেপ লক্ষণে, বিশেষতঃ রোগীর মূত্র-বাহী নালীতে বেদনা থাকিলে, ডাঃ ডনহাম অনেক সময় এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন। বৃক্কদ্বয়ে খল্লীবৎ বেদনা। অধিক পরিমাণে রক্তাক্ত অথবা গাঢ় পুয়াক্ত মূত্রস্রাব।

ককুলিনেলা সেপ টেম্পক্ষটেটা।—আময়িক প্রয়োগ।—দক্ষিণ চক্ষুর উপরে কপালে স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, স্পর্শে উহাতে অতিশয় অনুভূতি। হিক্কা ও আমাশয়ে জ্বালা, কিন্তু বৃক্কক-প্রদেশে বিশেষ বেদনা।* (ডোরিফোরা, ক্যান্থ)। ক্ষয়িত দন্তজনিত দন্তবেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কার্ব্বনিয়ম অক্সিজিনাইসেটঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—মণ্ডলাকারে ঘূর্ণনের প্রবৃত্তি। * হনুদ্বয়ের সুদৃঢ় সংরোধ। ত্বকের স্পর্শ-জ্ঞানের বিলুপ্তি, কিন্তু তপ্ত লৌহদ্বারা অত্যল্প মাত্র সংস্পর্শে পুনরায় স্পর্শ-জ্ঞানের আবির্ভাব। কয়েক দিন পর্য্যন্ত অতিশয় নিদ্রালুতা। আময়িক প্রয়োগ।—হনুস্তম্ভ। সায়েটিক স্নায়ু, ও পঞ্চম স্নায়ু যুগ্মের দীঘাদীঘি স্ফোটকার উৎপত্তি এবং উহার হার্পিজ জোষ্টার (ইন্দ্রবিদ্ধ) রোগের সহিত সাদৃশ্য। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্ফোট বিশিষ্ট পেম্ফিগঃস (ফেরিংটন)।

কার্ব্বনিয়ঃম সংলফিউরেটঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—মিনিয়ার্স ডিজিজ অর্থাৎ শ্রুতিমূলক শিরোঘূর্ণন (কষ্ট, স্যালিসি-এসি)। বধিরতা সংযুক্ত বা বিবর্জ্জিত দীর্ঘকাল-স্থায়ী কর্ণ-নাদ এই ঔষধের প্রথম ক্রম সেবনে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা এই খনিজ পদার্থের কার্য্যকরে তাহাদের ধ্বজভঙ্গ জন্মে (হিউজ)।

কালী আর্সেনিকোজম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শুষ্ক বা আর্দ্র পুরাতন পামা; বাহুর চর্ম্মের স্বাভাবিক আকৃতি অপেক্ষা অধিকতর স্থূলতা ও কর্কশতা, উপত্বক স্খলন, গাত্র উষ্ণ হইলে কণ্ডূয়ন, রোগীর আলস্য, নীরক্ত, মলিন মুখাকৃতি। সর্ব্ব শরীরে সগুটিক পামা, ত্বকের আরক্ততা, হাঁটিবার সময় ও কাপড় ছাড়িলে কণ্ডূয়নের আতিশয্য। শল্ক ও কণ্ডূয়ন সংযুক্ত সোরিএসিস (বিচর্চ্চিকা), চুলকাইলে উহার আধিক্য, শল্কের নীচে অতিশয় আরক্ত চর্ম্মের বিদ্যমানতা। লাইকেন, উদ্ভেদ গুলির বহুত্ব, উহার উপরে ঈষৎ শুভ্র চিপিটিকা (মামড়ি), বাহু ও জানুর অবনতিতে বিদারণ। বয়োব্রণ, বৃহৎ পচাগান উদ্ভেদ, ঋতুকালে আতিশয্য। গভীর তল ও বিপর্য্যস্ত প্রান্তবিশিষ্ট গলিত ক্ষত। সন্ধিস্থানে গাউট জনিত চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয়, বাতাতপের পরিবর্ত্তনে উহার বৃদ্ধি ও তখন উহাতে বেদনা।

কালী পামেঙ্গানিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—ডিপথিরিয়া। গলার অভ্যন্তরের ও বহির্ভাগের স্ফীততা, * কৃত্রিম ঝিল্লীর ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। উপজিহ্বায় জলপূর্ণ স্ফীততা। পাতলা, পূযের মত নাসা-স্রাব, নাসা-রন্ধ্রে, স্বর-যন্ত্র ও কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনার সংপ্রসারণ, অবিরত ঢোক গিলিবার প্রবৃত্তি, কিন্তু গলাধঃকরণে যাতনা। মূত্রাধিক্য; দুর্দ্দম্য কোষ্ঠরোধ ও অতিশয় দুর্ব্বলতা। মলিন-বর্ণ, ও দুর্গন্ধময় অতিসার এবং তৎসহ মুখদিয়া তরল পদার্থ বমন ও উহার নাকদিয়া পতন। অন্যান্য অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বিফলান্তে এই ঔষধে কতকগুলি আশাশূন্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অর্দ্ধগ্লাস জলে তিনগ্রেণ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া একঘণ্টা অন্তর একড্রাম মাত্রায় সেব্য। আট আউন্স জলে কুড়ি সেন্টিগ্রাম (একগ্রামের একশত

ভাগের একভাগকে সেন্টিগ্রাম বলে ) মিশ্রিত করিয়া ক্ষত বিশিষ্ট গলা-বেদনায় ইহার কুলি ব্যবহৃত হয়।

কালী-ফসফরিকম।—ডাঃ স্থসলার বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসা নামে একপ্রকার অভিনব চিকিৎসার আবিষ্কার করেন। তিনি দ্বাদশটী ঔষধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই ঔষধ গুলিকে ইংরেজীতে টীস্থ রেমিডি বলে। মানব-দেহের স্বাভাবিক উপাদান হইতে এই বারটী ঔষধ প্রস্তুত। রাসায়ণিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে এইগুলি বিধান-তন্তুর অণুকোষের লাবণিক উপাদান। ( সেল-সল্টস )। তিনি বলেন মনুষ্য-শরীরের সমস্ত রোগই এই কয়টী ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। ডাঃ হেরিংও এই কথা সমর্থন করেন। ডাঃ স্থসলার তাঁহার ঔষধগুলি বিচূর্ণাকারে ব্যবহার করেন। তৃতীয় দশমিক, ষষ্ঠদশমিক ও দ্বাদশ দশমিক শক্তির বিচূর্ণই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ রোগে তৃতীয় দশমিক; এবং পুরাতন রোগে ষষ্ঠ ও দ্বাদশক্রম ব্যবহৃত হয়। ঔষধগুলি এই :—( ১ ) ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা। ( ২ ) ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা। ( ৩ ) ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা। ( ৪ ) ফিরম ফসফরিকম। ( ৫ ) কালী-মিউরিয়েটিকম। ( ৬ ) কালী-ফসফরিকম। ( ৭ ) কালী-সলফিউরিকম। ( ৮ ) ম্যাগ্নেশিয়া ফস-ফরিকা। ( ৯ ) ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিকম। ( ১০ ) ন্যাট্রম ফসফরিকম। ( ১১ ) ন্যাট্রম সলফিউরিকম। ( ১২ ) সাইলিশিয়া।

বিশেষ লক্ষণ।—* স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা। স্মৃতির অপচয়। সাহিত্যিক বা কার্য্য-জীবিদিগের মস্তিষ্কের অবসন্নতা। * দারুণ সঙ্গম-প্রবৃত্তি। আময়িক প্রয়োগ।—কালী ফস্ফরিকম ডাঃ স্থসলারের বাইয়োকেমিক্যাল চিকিৎসার একটী টীস্থ-রেমিডি। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য। * তরুণ রোগের পরবর্ত্তী পেশীর দুর্ব্বলতা। অপ্রফুল্ল, অবসন্ন, রোষ-প্রবণ মানসিক অবস্থা; রোগীর সকল বস্তুই বিষন্ন ভাবে দর্শন। বালকবালিকাদিগের স্মৃতিহীনতা ও ক্ষণরাগিতা ( খিট্‌খিটে স্বভাব )। বিষাদ-বায়ু, উন্মাদ, অলীক দর্শন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কল্পনা, স্মৃতিকোন্মাদ, পানাত্যয়। * টাইফয়েড জ্বর :—কপিশবর্ণ, পরিশুষ্ক জিহ্বা, * দুরিত অতিসার, নিম্ন-গতি নাড়ী, দন্তে দন্ত-শর্করা ( সর্ডিস )। মূত্রাশয়ের আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ অসাড়ে মূত্রস্রাব, মূত্রধারণ করিতে অসমর্থতা। পৃষ্ঠের বাতজনিত খঞ্জতা, উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিবার পর উঠিবার সময় এবং নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিবার সময় উহার বৃদ্ধি ( রসটক্স ) মুখের পচাক্ষত। শীতাদ। পচনজনিত রক্তস্রাব। স্বর-রজ্জুর পক্ষাঘাত। অঙ্গুরীয়কের ন্যায় ইন্দ্রলুপ্ত। অলকস ভেন্ট্রিকিউলাই।—এই সকল রোগে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

কালীফেরো-সায়েনিকম্।—আময়িক প্রয়োগ।—জরায়ুর আবেগ, পূযসদৃশ প্রদর, স্রাব অধিক বটে কিন্তু উপদাহকর নহে; বিমর্ষতা ও অশ্রুপাত। উদরোর্দ্ধভাগে

নিমগ্নতা ( সিঙ্কিং ) অনুভব। জরায়ুর শৈরিক রক্তস্রাব ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতা। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার সহিত আমাশয়ের নিমগ্নতানুভবের সংস্রব, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যার লাঘব, তৎসহ শীতলতা, শিরোঘূর্ণন ও অবশতা ( কালী-কার্ব্ব )। ফুলাফুলাভাব, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও শোথের প্রবণতা সংযুক্ত ক্লোরোসিস। এই সকল রোগে এই ঔষধে উপশম জন্মে। জরায়ুর স্বাভাবিক সংস্থানের ব্যতিক্রমেও কালী-ফেরো উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কালী মিউরিয়েটিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—কালী মিউরিয়েটিকম্ ডাঃ শুসলারের বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসার অপর একটী টিসু-রেমেডি। চক্ষু, কর্ণ, ও গল-মধ্যের অনেক রোগে এই ঔষধের ব্যবহার হয়। জিহ্বার মূল-দেশে শুভ্র বা ধূসরলেপ। * গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মা বা আঠা আঠা পদার্থ নিষ্ঠীবন। * তন্তুময় একজুডেশন ( ক্ষরণ )। * গ্রন্থির স্ফীততা। অধিক মসলাসংযুক্ত দ্রব্য ও পিষ্টকাদি আহারে উপচয়। কনীনিকার সান্তর-বিধানের ( প্যারেঙ্কাইমা ) প্রদাহ ও ক্ষত। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের তত আরক্ততা নহে; ক্ষতের তলদেশের মলিন পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। সম্মুখবর্ত্তী কক্ষে পূয সহ কিরেটো-আইরাইটিস। ( হিপার )। ইউষ্টেকিয়ান টিউবের স্ফীততা বশতঃ বধিরতা। নাসা-গলকোষ-গহ্বরে একপ্রকার অবরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অনুভব এবং কানে এক প্রকার চট্ চট্ শব্দ। ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস, ধূসর বা শুভ্র ক্ষরিত পদার্থ, পনিরের অনুরূপ দলাদলা নিষ্ঠীবন, তালু-মূলের স্ফীততা ও প্রদাহ, গলার অভ্যন্তরে ধূসরবর্ণ তালি-তালি চিহ্ন। ( এই ঔষধ ডিপথিরিয়ায় উপকারী )। শুভ্র জিহ্বাসহ অগ্নিমান্দ্য, আহারান্তে যাতনা, বসাময় দ্রব্য আহারে উপচয়। একজুডেশন ও হিপেটিজেশন বিশিষ্ট নিউমোনিয়া। ফাইব্রিনাস প্লূরিসি। মুখমণ্ডলের দক্ষিণভাগের স্নায়ুর পক্ষাঘাত, বদনের পেশীর স্পন্দন, আহারে, বাক্যে, অথবা স্পর্শে উপচয়। মুখ-বিবর কিংবা জিহ্বার ঔপত্বকীয় অর্ব্বুদ। ( শুসলার অণ্ড-প্রদাহ, প্রমেহ, ও লালা-মেহ রোগেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন )। কোমল উপদংশ। শ্বাস-কাস। শুভ্র ও দুগ্ধবৎ নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট হুপ-শব্দককাস। সন্ধি-বাতে সন্ধির স্ফীততা। পুরাতন বাত। পামা। দদ্রু। এই সকল রোগে এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

কালী-সলফিউরিকম্ —আময়িক প্রয়োগ।—এটীও ডাঃ শুসলারের দ্বাদশটী টিসু-ঔষধের একটী। * শ্লেষ্মাময় পীতবর্ণস্রাব। * সায়াহ্নে উপচয়, * শীতল বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। বিচর্চ্চিকা। কাস, অল্প বা অধিক কাস সহকারে বুকে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড়ঘড় শব্দ। উষ্ণ গৃহে কাসের বৃদ্ধি, শীতল, বিমুক্ত বায়ুতে উপশম। স্থান-পরিবর্ত্তনশীল বাতের বেদনা, উষ্ণতায় উহার আধিক্য। প্রভৃত, পীতবর্ণস্রাব বিশিষ্ট চক্ষু-প্রদাহ। নবজাত শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহ। অক্ষি-পল্লবে চিপিটিকা। এই সকল রোগে এই ঔষধ উপযোগী। পলসেটিলা নাইগ্রিক্যান্সের সহিত ইহার ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শুসলারের ব্যবহারের পর হইতেই ইহা হোমিওপ্যাথিতে প্রচলিত হইয়াছে।

কালীসায়েনেটম্।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ প্রেট্রোজ এই ঔষধ দ্বারা

( এক গ্রেণের একশত ভাগের একভাগ প্রতি চতুর্থ দিবসে ব্যবহার করিয়া ) দুইমাসে একজন রোগীর জিহ্বায় দৃঢ়, উন্নত, ও গ্রন্থিল প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত আরোগ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতে কষ্ট হইত। অধ্যাপক মার্গোলিন এইক্ষত "ক্যান্সারের ক্ষত, জিহ্বার মূলভাগ আক্রান্ত, শস্ত্র-ক্রিয়া অসাধ্য" বলিয়া রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

কালী সিলিসাইকম।—আময়িক প্রয়োগ।—সন্ধিবাত জনিত চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয়। অঙ্গের বিকৃতিজনক সন্ধিবাত।

কিউকারবিটা পেপো।—আময়িক প্রয়োগ।—গর্ভাবস্থায় বমন। সামুদ্রিক বিবমিষা ( মাদার টিঞ্চার )। পট্ট-কৃমি ( টেপ-ওয়ারম ) রোগে ইহার বীজ অত্যুৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

কিউমেরিনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—ফুসফুসের ক্ষয়রোগে দারুণ শিরো-বেদনা। বায়ুনলিভুজ-সংক্রান্ত শ্বাস-কাস।

কুপ্রম সলফিউরিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—অবিরত খক্ খক্ কাস, উহাতে শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা। আক্ষেপিক কাস, রাত্রিতে উহার আধিক্য, অত্যল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন ( রুমেক্স ), এইপ্রকারের কাসে এই কুপ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ( হ্যানসেন )।

কেইনকা।—আময়িক প্রয়োগ।—শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ রাত্রিতে শ্বাস-কৃচ্ছ্র, সংযুক্ত এলবুমিনুরিয়া ( সাওলাল মূত্র ) রোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে; উদরী ও শোথেও ইহার প্রয়োগ হয়।

কেওলিন।—আময়িক প্রয়োগ।—কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রুপে, ঝিল্লী কণ্ঠনালীর গভীরস্থানে নিমগ্ন থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহেয়। কণ্ঠনালীর লম্বালম্বি এবং বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগে অত্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষ।

কেজিপুটম।—আময়িক প্রয়োগ।—আলাপে, হাস্যে, আহারে, বা কোন প্রকার সঞ্চলনে দুর্দ্দম্য হিক্কায় এই ঔষধ উপকারী।

কোকেনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—ফুসফুস হইতে রক্তপাত, আমাশয় হইতে রক্তস্রাব ( রক্ত বমন ), জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ( বার্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিক ক্রমে ব্যবহারের বিধি দেন )। কোরিয়া, বেপথু, মদিরাপানজনিত কম্পন ও বার্দ্ধক্য জনিত কম্পন। ( বার্ট পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ব্যবহার করিতে বলেন )। হৃদ্রোগ কিংবা ফুসফুসের রোগে কখনও এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া বিধেয় নহে। মর্ফাইনের বিষ-দোষ বিনষ্ট করিবার জন্যও ইহা ফলপ্রদ।

কোচলিএরিয়া।—বিশেষ লক্ষণ।—* মূত্র-ত্যাগকালে, তৎপূর্ব্বে ও তৎপরে লিঙ্গ মণিতে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ যাতনা। * প্রতিদিন আট দশবার মূত্রত্যাগ।

কোটলিডন অম্বিলিকঃস।—স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী ও গল-কোষের প্রতিশ্যায়, তৎসহ হৃৎকম্প। সন্ধিস্থলে হিষ্টিরিয়া জনিত বেদনা।

কোটো বার্ক।—আময়িক প্রয়োগ।—গুটিকাজনিত ( টিউবারকিউলার ) পুরাতন, জলবৎ অতিসার, অতি প্রভুত ও দৌর্ব্বল্য জনক মলস্রাব।

কোবাল্টম।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীরে ও আত্মায় সুখকর অনুভূতি। নিদ্রা আয়াস-সাধ্য বা অতৃপ্তিকর অশ্লীল স্বপ্ন। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে বেদনা, উহার অতিরিক্ত দীর্ঘতা অনুভব। উপস্থের উত্থান ব্যতীত স্বপ্নে শুক্রস্রাব, অথবা বিন্দু-পাত। পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা, উপবিষ্ট অবস্থায় উহার আধিক্য, বিচরণে বা শয়নে উপশম। ( ক্যান-ইণ্ড, সিপি, জিঙ্ক )। আময়িক প্রয়োগ।—শুক্রস্রাবের পর কটি-বেদনা, তৎসহ জঙ্ঘাদ্বয়ের দুর্ব্বলতা।

কোলানঃট ( ষ্টেরকিউলিয়া একুমিনেটা )।—আময়িক প্রয়োগ।—সুরাপায়ীদিগের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। গুটিকাজনিত ( টিউবারকিউলঃস ) অতিসার। মদিরা-মত্ততায় এই ঔষধে ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তি বিবর্দ্ধিত হয়। অধিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র সংযুক্ত শ্বাস-কাস রোগের ইহা অমোঘ ঔষধ, স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া সকল রোগীই এতদ্দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। স্নায়ু-ও-পেশীর দৌর্ব্বল্যে কোলানঃটের ন্যায় কোন ঔষধই রোগীর বলরক্ষায় এত সমর্থ নহে। ইহার ব্যবহার কালে অনাহারে থাকিয়া ও ক্লান্তি অনুভব না করিয়া অনেকক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারা যায়। ২৫ সেন্টিগ্রাম হইতে ৮ গ্রাম পর্য্যন্ত মাত্রায় দিনে তিনবার এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একগ্রাম ১৫·৪৪৪ গ্রেণের সমান। সেন্টিগ্রাম উহার শতাংশ।

ক্যাডমিয়ম সলফিউরিকম।—বিশেষ লক্ষণ।—* শীত ও শীতলতা। শঙ্খদ্বয়ে মুদ্গরাঘাতবৎ বেদনা। শীতের প্রাধান্য ; নিদ্রান্তে, হস্তদ্বয়ের উত্তাপ সহকারে অগ্নির নিকটেও শীতলতা। আময়িক প্রয়োগ।—গণ্ডমালা জনিত কনীনিকার অস্বচ্ছতা। শীতলতাজনিত মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। পীত-জ্বরে কৃষ্ণবর্ণ বমন ( আর্স )। মদ্যপায়ীদিগের দুর্দ্দম্য বমন ( এলেন )। পীতবর্ণ, ফোস্কাবৎ উদ্ভেদ। বক্ষঃস্থলের অতিশয় আকুঞ্চন সহকারে প্রতিশ্যায়জনিত শ্বাস-কাস ( হাপানি ) (ক্যাক্টি, জিঙ্ক )। বিবমিষা, লোণা, পচা, টক ও রক্তাক্ত উদ্গার বা বমন ; প্রচাপনে আমাশয়-গহ্বরে স্পর্শ-দ্বেষ। জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। বিয়ার মদিরা পানের পর আমাশয়ের থল্লী। আমাশয়ের লক্ষণে ক্যাড্‌মিয়ম আর্সেনিকের এবং বিশ্রামে উপশমে ব্রাইওনিয়ার অনুরূপ।

ক্যান্সার ফ্লুভাই এটিলিস।—আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকে স্থূল চিপিটিকা-বিশিষ্ট পামা। লসিকা-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন। প্রবল কণ্ডুয়ন ও লাল দাগবিশিষ্ট তরুণ বা পুরাতন শীত পীত রোগে ( আর্টিকেরিয়া ) অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। * এই সকল রোগে কর্দ্দমবর্ণ মল, ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

ক্যালকেরিয়া আইওডেটা।—আময়িক প্রয়োগ।—হনুনিম্ন-গ্রন্থির প্রদাহিত অবস্থা। মিনিঞ্জাইটিস টিউবারকিউলোসা। পুরাতন হাইড্রোকেফেলাস। নাসিকা ও কর্ণের পলিপাই ( বহুপাদ )। তালুমূলের বিবৃদ্ধি। বিবর্দ্ধিত তালুমূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে

পূর্ণতা ( ব্যারাইটা ) ; পাণ্ডুবর্ণ, স্থূল ও দুর্ব্বল, গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক-বালিকা। পুরাতন কাস, দিবারাত্রি কাস, নৈশঘর্ম্ম, প্রলেপক জর, সবুজবর্ণ, পূযাক্ত নিষ্ঠীবন ; বিশেষতঃ গ্রীবা-গ্রন্থির সমধিক স্ফীততাবিশিষ্ট, ক্ষীণকায়, গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ( বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ )। এই সকল রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মিলি এরিয়া রোগের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ুর তন্তুময় অর্ব্বুদে ক্যালকেরিয়া আইওডেটার প্রয়োগ হয়।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোসা।—আময়িক প্রয়োগ।—ক্যালকেরিয়ার লক্ষণ বিশিষ্ট অপস্মার। রক্তকাস সংযুক্ত ফুসফুসের পুরাতন ক্ষয়-রোগ এবং মধ্যান্ত্র ক্ষয়। ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডজনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্র। তরুণ ও পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহ। ফুসফুসের ক্ষয় রোগে ক্ষুধার অভাব।

ক্যালকেরিয়া এসেটিকা বিশেষ লক্ষণ।—বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে শিরো-ঘূর্ণন। অম্ল ও দুর্গন্ধ উদ্গার। বেদনাশূন্য, প্রভূত, অদৌর্ব্বল্যকর অতিসার। প্রত্যহ প্রাতে ঘর্ম্ম। আময়িক প্রয়োগ।—ঝিল্লীবিশিষ্ট ব্রঙ্কাইটিস। একজন দুরারোগ্য রোগী অনেকগুলি ঔষধ বিফল হইবার পরে এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, ঝিল্লীর খণ্ডগুলি কাসিতে কাসিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ক্যালকেরিয়া প্রয়োগোপযোগী প্রকৃতিবিশিষ্টা রোগিণীদিগের ঝিল্লীবিশিষ্ট রজঃকৃচ্ছ্র। মেদ-রোগ। মস্তকের অতিশয় শীতলতা ও আমাশয়ের সমধিক অম্লত্ব সহ অর্দ্ধ-শিরোবেদনা। বালক-বালিকাদিগের আমাশয় বা অন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্যায়ে ডাঃ বার লক্ষণের সাদৃশ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন।

ক্যালকেরিয়া কষ্টিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগে স্ফোটক ও কার্ব্বঙ্কল বসিয়া যায়। ( ওয়াইল্ডা )।

ক্যালকেরিয়া ক্লোরেটা।—আময়িক প্রয়োগ।—ডিপথিরিয়ায় একবিন্দু বা তদপেক্ষা ন্যূনমাত্রায় এক একবার "লাইকার ক্যাল্‌সিস ক্লোরেটী" ব্যবহার্য্য ( সি, নিডহার্ড )।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—ইহাও সুসলারের টিসু-রেমিডির অন্য একটী ঔষধ। প্রধানতঃ রক্তবহা নাড়ীর রোগ, শীরা-স্ফীতি, রক্তার্ব্বুদ ও অস্থিরোগে ইহার ব্যবহার হয়। তাঁহার মতে এতদ্দ্বারা দেহের স্থিতিস্থাপক তন্তুগুলির শিথিলতা জন্মে এবং নিম্নলিখিত রোগে প্রয়োজিত হয়। ছানি, অপিচ বৃদ্ধ বয়সের ছানি। রক্তবহা নাড়ীর প্রসারণ, তীব্র বেধনবৎ বেদনা সহ শিরার স্ফীততা ও বিবৰ্দ্ধিততা, ভগের শিরারও ; অর্শ ; শিরা-স্ফীতিজনিত ক্ষত ; শিরার অর্ব্বুদ ; মস্তকের অর্ব্বুদ ; কুন্থনবৎ বেদনা সহকারে অধিক ঋতু-স্রাব। জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও কন্দ ; জরায়ু-প্রদেশে ও উরুদ্বয়ে হেঁচড়ানবৎ যাতনা ; জানু-সন্ধির পুরাতন শিথামুণ্ড ( সাইনোভাইটিস ) ; আঙ্গুল-হাড়া।

* কটি বেদনা, প্রথম সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত নড়িলে চড়িলে হ্রাস ( রসটক্স ), অপিচ মচকান জনিত কটি-বেদনা। হাতের তালুতে বিদারণ সংযুক্ত বা বিবর্জ্জিত শক্ত চিপিটিকা ( ক্রষ্ট্স্ )। কণ্ডরার অর্ব্বুদ ( গ্যাংগ্লিয়ন )। অস্থির, বিশেষতঃ দন্তের কুপোষণ উপঘাত প্রাপ্তির পর অস্থির বিবর্দ্ধন। পুরাতন অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ। অস্থির উপর শক্ত, খরস্পর্শ, তরঙ্গায়িত উচ্চতা। অস্থি ক্ষত, তজ্জন্য বস্তি-গহ্বরের ব্রণ-শোথের উৎপত্তি, অপিচ সংক্রামক রোগ অথবা পারদের অপব্যবহার বশতঃ বিশেষতঃ নাসিকার অস্থির ক্ষত। অস্থির অর্ব্বুদ। অণ্ডের দৃঢ়তা। স্তনে গ্রন্থি বা প্রস্তরের ন্যায় শক্ত পিণ্ড। গ্রন্থির প্রস্তরের ন্যায় শক্ত ও দৃঢ় অর্ব্বুদ। দন্তের নালী-ক্ষত। ( শেষোক্ত রোগদ্বয়ে কোপেন-হেগেনের ডাঃ সাইমসেন এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন )।

ক্যালকেরিয়া মিউরেটিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—বালক-বালিকাদিগের আর্দ্র পোরাইগো ক্যাপিটিস রোগে ইহার প্রথম ক্রম উত্তম ফলপ্রদ ( হিউজ )। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের প্রতিষেধক। স্ফোটক বসাইবার জন্য এই ঔষধের জলীয় দ্রবের স্থানিক প্রয়োগ হয়, এতদ্দ্বারা বেদনার শান্তি জন্মে।

ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা—ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা ডাঃ সুসলারের বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসার টিসু-রেমিডির দ্বাদশটী ঔষধের অন্যতম ঔষধ। ব্রণ-শোথে রন্ধ্র জন্মিয়া অথবা কাটিয়া দেওয়ার পর * পীতবর্ণ ও গাঢ় পূয নিঃসরণ হইতে থাকিলে পূয-স্রাবে এই ঔষধ উপকারী। তালুমূলের পূযোৎপত্তি। কনীনিকার ব্রণশোথ। পূযস্রাবী সদ্যব্রণ ( উণ্ড )। ফুসফুসে পূযোৎপত্তি। এই সকল স্থলে ইহার প্রয়োগ হয়। হিপার সলফার অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া গভীরতর, হিপার সলফারের ক্রিয়ার উপকারীতার বিরতি জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্ব্বে পূযস্রাব উদ্রিক্ত বা নিবারিত করিতে সিলিশিয়ার প্রয়োগ হয়। ( ডিউয়ি )। জরায়ুর তন্তুময় বা পেশীময় অর্ব্বুদে দুর্গন্ধ রক্ত-স্রাব লক্ষণে ডাঃ সাইএমসেন ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। দুগ্ধ-পামা ( ক্রষ্টাল্যাক্টিয়া ) এবং গ্রন্থির নিস্তেজ স্ফীততায়ও তিনি এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ হান্সেন বালক-বালিকাদিগের শুষ্ক পামায় ( ড্রাই একজিমা ) এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন।

ক্যালকেরিয়া হাইপোফসফোরোসা।—আময়িক প্রয়োগ—এই ঔষধের ক্রিয়া ক্যাল্ক-ফসের অনুরূপ। অষ্টিওমাইলাইটিস ( অস্থিমজ্জা-প্রদাহ ); ও ফুসফুসের ক্ষয়-রোগে, বিশেষতঃ উহার প্রচ্ছন্ন অবস্থায়; অনেক রোগীর পক্ষে ক্যাল্ককার্ব্ব ও ফস ব্যবস্থেয় হইলেও এতদ্দ্বারা অধিকতর উপকার দর্শে। কোপেনহেগেন নগরের ডাঃ অলসেন ফুসফুসের ক্ষয় রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহার করিতেন এবং অন্যান্য চিকিৎসককেও ব্যবস্থা করিতে বিধি দিতেন। প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম, শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, এবং ক্ষুধা ও প্রজনন শক্তির অসদ্ভাব লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল থা প্যালঃষ্ট্রিস।—আময়িক প্রয়োগ।—পেম্ফিগঃস (বিম্বিকা) রোগে স্ফোটগুলির চারিদিকে অঙ্গুরিয়কের আকার মণ্ডল, ও অতিশয় কণ্ডূয়ন। তৃতীয় দিবসে উহার চিপিটিকায় (ক্রঃষ্টস) পরিণতি।

ক্যাস্টোরিয়ঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—সকল বিষয়েই অসন্তুষ্টতা। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। ছেদনবৎ, প্রচাপনকর শিরোবেদনা, তৎসহ মস্তকের কেশাবৃত অংশে স্পর্শ-দ্বেষ, কিন্তু গভীর চাপ প্রদানে বা ঘর্ষণে প্রায়শঃ উপশম। আধ্মান বশতঃ উদরের স্ফীততা মল-ত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদর-বেদনা, চাপদিলে অথবা মস্তক অবনত করিয়া দ্বিভাঁজ হইলে উহার উপশম (কলোস)। রক্তাক্ত বা হরিদ্বর্ণ আমময়, অথবা মলদ্বারে জ্বালা সহকারে ঈষৎ শুভ্র জলময় মল। উদরে ও মাজায় বেদনা সহকারে অকাল রজঃ। আময়িক প্রয়োগ।—এই ঔষধের ক্রিয়া মস্কঃসের অনেকটা অনুরূপ। সম্পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বে যে সকল স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সকল লক্ষণান্বিতা নারীদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। হিষ্টিরিয়া জনিত শ্বাস-কাস। যে সকল স্নায়বীয়া নারী টাইফয়েড জ্বর অথবা অন্য কোন দৌর্ব্বল্য কর রোগের পরে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করেনা এবং যাহাদের কোপনতা থাকে, ও অবসন্নতাজনক ঘর্ম্ম হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

ক্লোরঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—মস্তকের মধ্যস্থলে এবং নিম্নদিকে বামপার্শ্বে কষ্টকর শ্রান্তি অনুভব। নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাবনিঃসরণ, তৎসহ পাতলা অবদরণকর প্রতিশ্যায়। মুখবিবরে ছোট, পচা-গন্ধ ক্ষত ও পীতাভ শুভ্র উপক্ষত। স্বরযন্ত্র-মুখ ও স্বর-রজ্জুর আক্ষেপ, শ্বাসরোধ সহকারে আকুঞ্চন। * স্বর-রজ্জুর আক্ষেপ বশতঃ আকস্মিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র, তৎসহ একদৃষ্টি, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, গাত্রোপরি শীতল ঘর্ম্ম, ক্ষুদ্র ও কোমল নাড়ী এবং তাপের লাঘব প্রাপ্তি। আবেশে আবেশে শ্বাসরোধ, তৎপরে প্রায়শঃ প্রতিশ্যায়। * নিশ্বাস অপেক্ষাকৃত বিমুক্ত, কিন্তু কাকের ন্যায় শব্দসংযুক্ত, তৎসহ অবরুদ্ধ বা অসাধ্য প্রশ্বাস, সীসবর্ণ মুখমণ্ডল, অঙ্গের আক্ষেপ ও আংশিক তন্দ্রাদোষ। ফুসফুসের বেদনাজনক বাতাধ্মান। ঘড় ঘড় শব্দ সংযুক্ত হ্রস্ব নিঃশ্বাস, আয়াসিত, দীর্ঘকালব্যাপী, অপ্রচুর, উচ্চ ও দীর্ঘ হাঁসফাঁস শব্দ বিশিষ্ট প্রশ্বাস। রোমাঞ্চ। ধ্বজভঙ্গ। আময়িক প্রয়োগ।—ল্যারিঞ্জিসমঃস ষ্ট্রাইডিউলঃস রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্বরযন্ত্র-মুখের আক্ষেপ, নিবারণার্থে য়্যাজমা অর্থাৎ শ্বাসকাসের আক্রমণেও ইহার ব্যবহার হয়। অতিশয় শুষ্ক জিহ্বা, প্রগাঢ় অবসন্নতা, কণ্ডরার আক্ষেপিক স্পন্দন, রোগীর বুদ্ধিভ্রংশ হইবার আশঙ্কা লক্ষণাপন্ন টাইফঃস জ্বর। ক্লোরিণ ওয়াটার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা।—আময়িক প্রয়োগ।—নাতিতরুণ ও পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা (তরল সারের ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার)। প্রসারিত, শিথিল জিহ্বা, উহাতে গাঢ়, পীতবর্ণ লেপ, এবং শ্বাসের দুর্গন্ধ সহকারে আমাশয়িক শিরঃপীড়া। কোষ্ঠ কাঠিন্য সংযুক্ত অর্শ। * দুর্দ্দম্য মল-কৃচ্ছ্র সহকারে পেশীর ও সন্ধির অনতিতরুণ ও পুরাতন বাত।

**ক্যাঙ্কেরিলা।**—**বিশেষ লক্ষণ।**—আমাবৃত গ্রন্থিল মল, উদর বেদনা ও জ্বালা। অন্ত্র হইতে বারবার অনুজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব, রক্তবহা নাড়ীর রোগবশতঃ রক্ত-পাত। উষ্ণ পানীয় দ্রব্য পানে উপশম।

**ক্রমিকঃম এসিডঃম।**—**বিশেষ লক্ষণ।**—দুশ্ছেদ্য শুভ্র শ্লেষ্মা, অনায়াসে কাসিয়া তুলিতে পারা যায় না, প্রাতে উহার আতিশয্য। বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন সহকারে জলবৎ অতিসার। **আময়িক প্রয়োগ।**—ডিপথিরিয়া জনিত গলা-বেদনা। তৎপরবর্ত্তি-নাসার্ব্বুদ। জিহ্বার এপিথিলিওমা। রক্তময়, দুর্গন্ধ প্রসবান্তিক স্রাব।

**ক্রাইসোফেনিক এসিডঃম।**—**আময়িক প্রয়োগ।**—দারুণ কণ্ডূয়ন, এবং প্রভূত ও দুর্গন্ধ স্রাববিশিষ্ট নিম্নাঙ্গের একজিমা (পামা) রোগে এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হয়।

**গলথিরিয়া প্রোকঃম্বেন্স।**—**আময়িক প্রয়োগ।**—তরুণ ও অনতিতরুণ আমবাত ও ফুসফুস-বেষ্টের সম্মুখভাগের আমবাত জনিত বেদনায় গলথিরিয়ার তৈল বিস্তর ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষে এসিডঃম স্যালিসাইলিকম আছে।

**গেটিসবার্গ স্প্রিং ওয়াটার।**—**আময়িক প্রয়োগ।**—কশেরুকা ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধির অস্থির ক্ষত (কেরিজ)। সন্ধির সমীপে কেরিজজনিত ও অন্যান্য ক্ষত। * স্রাব বিদাহী ও অবদরণকর (সিলি)। এই জলে লিথিয়ঃম কার্ব্ব আছে।

**গোয়াকো।**—**বিশেষ লক্ষণ।**—মেরুদণ্ডের নিকটে, বিশেষতঃ উহার ঊর্দ্ধাংশে, অপিচ ঘাড়ে, স্কন্ধ পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত জ্বালা ও অবিরাম বেদনা। গিলিতে কষ্ট, স্বর-যন্ত্রের আকুঞ্চন, জিহ্বার গুরুত্ব ও উহা নাড়িতে চাড়িতে আয়াস। শিরঃপীড়া ও মুখমণ্ডলের উত্তাপ। সঞ্চলনে উপচয়। **আময়িক প্রয়োগ।**—হৃষ্টপুষ্ট ও রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠবংশের উপদাহ। জিহ্বা ও শরীর-শাখার সন্ন্যাস-রোগজনিত পক্ষাঘাত (নাজা)। ত্রিক ও কটিস্থানে বেদনা সহকারে ওলাউঠার অনুরূপ অতিসার (ট্যালবট)। গোয়াকোর মাদার টিঞ্চারের ৫—২০ বিন্দু মাত্রা দ্বারা হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষা-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল। গোয়াকো বিষাক্ত সর্প দংশনেরও ঔষধ।

**গোয়ারিয়া।**—**আময়িক প্রয়োগ।**—কিমোসিস সংযুক্ত, অপর, ছানি তুলিবার পরে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ। * হরিতাল-মিশ্রিত-লোহিতবর্ণ লুপঃস। গোলাপি রঙ্গের বয়স ফোড়া।

**গ্যালিয়ঃম এপেরাইন।**—**আময়িক প্রয়োগ।**—জিহ্বায় গ্রন্থিল অর্ব্বুদ অথবা ক্যান্সারের ক্ষত।

**গ্যাষ্টিন ওয়াটার।**—**আময়িক প্রয়োগ।**—এতদ্দ্বারা শোথ জন্মে ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

**গ্রেণেটঃম।**—**বিশেষ লক্ষণ।**—* জলবৎ লালা-স্রাব। * লালা-স্রাব সহকারে

রিবমিষা, ঘন ঘন থুথু-ফেলা, আমাশয় ও উদরে বেদনা, বিফল মল-বেগ, রুগ্ন মুখাকৃতি, এবং বদ্ মেজাজ। দিবসে পুনঃ পুনঃ মলদ্বারের কণ্ডুয়ন ও সুড়সুড়ি। দীর্ঘনিশ্বাস সহ বক্ষঃস্থলে গৌরব। স্কন্ধে ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভারী বোঝা বহনের পরবর্ত্তী বেদনার ন্যায় ঘৃষ্টবৎ বেদনা, বস্ত্রের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত যাতনা হয়। করতল-কণ্ডূয়ন, তৎসহ মুখমণ্ডলে ও সমগ্র শরীরে নানাস্থানে অপচ্যমান পীড়কা উৎপন্ন হইবার ন্যায় দংশন অনুভব। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বহুল স্বপ্ন, প্রাতে উহা স্মরণ করিতে পারা যায় না। আময়িক প্রয়োগ।—পাণ্ডু রোগগ্রস্তের ন্যায় মুখাকৃতি, উদরে স্ফীততা, জলবৎ তরল দ্রব্য-উদ্গার ও বমন, শিরোঘূর্ণন, চক্ষুর সম্মুখে ঢেউ খেলান, বড় চক্ষুর তারা, আমাশয়ে যেন কিছু নড়িতেছে এপ্রকার অনুভব, হৃৎকম্প, শ্রান্তি। ( জেলসেম্ )। কাফকা গ্রেণেটঃম প্রয়োগে এক জন লালা-স্রাবের রোগীর আরোগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

চিনিনঃম ফেরো-সাইট্রিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—অতিশয় নীরক্ততা সহকারে অনতিতরুণ ও পুরাতন নিফ্রাইটিস। পাপুরা হেমরেজিকা।

চেনোপোডিয়ঃম এন্থেলমিণ্টিকঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নকোণের একটু নীচে, কিন্তু মেরুদণ্ডের নিকটে অল্প অল্প, অনুগ্র বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্ন কোণের নীচে, বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা। শ্রবণ-স্নায়ুর স্তব্ধতা, মধ্য কর্ণ ও অভ্যন্তর-কর্ণের প্রদাহ, মনুষ্যের স্বরে বধিরতা, কিন্তু গাড়ীর বা ঘণ্টার শব্দে অতিশয় অনুভূতি লক্ষণে কর্ণ চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

জিঙ্কঃম ভেলিরিএনিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃদ্শূল। রোগী যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, অথবা অবিরত জঙ্ঘা সঞ্চালন করে তখন হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। জরায়ু-রোগের পুরাতন রোগিণীদিগের এই লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ওভেরির প্রাচীন প্রদাহ; আক্রান্ত পার্শ্বের অঙ্গে, এমন কি পা পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চরণ। অরা ( সরসর ) পরিশূন্য অপস্মার।

জিঙ্কঃম সংলফিউরিকঃম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অঙ্গের কম্পন ও আক্ষেপ, বাহু ও জঙ্ঘার খল্লী। পক্ষাঘাত। জিহ্বার পক্ষাঘাত। পুনঃ পুনঃ কনীনিকার প্রদাহের আক্রমণের পর উহার অস্বচ্ছতা। দানাময় অক্ষিপুট।

জিঙ্কম সায়েনেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—শিশুদিগের আক্ষেপ-রোগ। মস্তিষ্কের ঝিল্লীর সামান্য প্রদাহ ও উহার মূলদেশ-সংক্রান্ত প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস। এপিলেপ্সি ( মৃগি )। কোরিয়া। প্যারালিসিস এজিটান্স (বেপথু)। হিষ্টিরিয়া। এই সকল রোগে এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

জিনসেঙ্গ।—বিশেষ লক্ষণ।—উদরের অশিথিলতা, ব্যাথিততা, ও কূজন। উদরের নিম্নভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে কুচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—ইলিও-সিকেল্সিস-প্রদেশে উচ্চ কলকল শব্দ, পরিশুষ্ক জিহ্বা, নিদ্রা যাইবার সময়ে প্রলাপ।

পেরিটাইফ্লাইটিস অর্থাৎ অন্ধান্ত্রের আবেষ্টনের প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা ও টাইফয়েড্ জ্বরের স্থানিক লক্ষণ। সঙ্গমেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ও পুনঃ পুনঃ শুক্র স্রাবের পর আমবাতিক বেদনা।

জিনিষ্টাটিং টোরিয়া।— বিশেষ লক্ষণ।— * প্রবল মল-প্রবৃত্তি।

জেলাপ্পা।—বিশেষ লক্ষণ।—গাত্র-তাপের হ্রাস, ও দুর্ব্বল নাড়ী সহকারে কয়েক বার জলবৎ, অনেক সময় রক্তাক্ত, অধিক মল নিঃসরণ। সারাদিন ভাল থাকিয়া শিশুর সমস্ত রাত্রি চিৎকার ও অস্থিরতা"। আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন অতিসার, প্রতিদিন ছয় সাতবার মলস্রাব, মলিন, দুর্গন্ধ, মণ্ডবৎ মল, তৎসহকারে অতিশয় পেট-কামড়ানি ও কতকটা কুন্থন; আকস্মিক, জলবৎ, অল্প অল্প রক্ত ও অধিক বাষ্প সংযুক্ত মল; মসৃণ, চিক্কণ ও পরিশুষ্ক জিহ্বা।

টন্কা।—বিশেষ লক্ষণ।—অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধস্থস্নায়ুতে ছেদনবৎ বেদনা, এবং অতিরিক্ত অশ্রুস্রাব সহকারে মস্তকে উত্তাপ ও দপদপকর বেদনা। বঙ্ক্ষণ-সন্ধি, উরুর অস্থি, ও জানু-সন্ধিতেও বিশেষতঃ বামভাগে ছেদনবৎ বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—অৰ্দ্ধ-শিরঃশূল, মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল, কুচকীতে বেদনা।

টঃসিলেগো পিটেসাইটিস।—আময়িক প্রয়োগ।—তরুণ বা পুরাতন প্রমেহে, পীত বা শুভ্র, গাঢ়স্রাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

টার্টারিকঃম এসিডঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে দুর্ব্বলতা, প্রায় শরীর টানিয়া চলিতে পারা যায়না। কপিশবর্ণ ও পরিশুষ্ক জিহ্বা। মলিন হরিদ্বর্ণ বমন। রাত্রিতে অনেক বার মল-ত্যাগ। কাফি চূর্ণের বর্ণ মল।

টিউক্রিয়ঃম স্কোরোডোনিয়া।—শ্লেষ্মা-পূযময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুসের ক্ষয়-রোগে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। অণ্ড-প্রদাহ অথবা গুটিকাজনিত উপকোষ-প্রদাহ, এবং শোথেও ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা ক্রম, বা চা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টিটেনিয়ঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—ঊর্দ্ধভাগের অৰ্দ্ধ-দৃষ্টি।

টেনাসিটঃম ভঃলগেয়ার।—আময়িক প্রয়োগ।—অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গি সংযুক্ত কোরিয়া। নিদ্রাবস্থায় পেশীর অক্ষেপিক আকুঞ্চন এবং ভয়প্রাপ্ত হইয়া জাগরণ লক্ষণাপন্ন কৃমিজনিত পীড়া। কুণ্ঠনবিশিষ্ট বেদনা, স্পর্শ-দ্বেষ ও কুচকীতে আকৃষ্টতা সহ রজ-কৃচ্ছ্র।

টেমঃস কমিউনিস।—আময়িক প্রয়োগ।—সামান্য, অভগ্ন, চিলবেন (শীত-স্ফোট) রোগে ইহার মাদার টিঞ্চারের বাহ্য প্রয়োগের বিধি আছে।

ট্যাক্সঃস ব্যাক্কেটা।—আময়িক প্রয়োগ।—চর্ম্মের পচ্যমান উদ্ভেদ, উদ্ভেদ গুলি চেপ্টা, বৃহৎ ও প্রবল কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে। পদের গাউট রোগ; এবং মন্দ-গন্ধ নৈশ ঘর্ম্মেও ইহার ব্যবহার হয়।

ট্রমবিডিয়ঃম মিউসি ডোমেষ্টিসি।—বিশেষ লক্ষণ।—উত্থানান্তে কপিশবর্ণ আতিসারিক মল সহকালে কুক্ষিতে পরিকর্ত্তন (গ্রাইপিং), মলস্রাবান্তে বেদনার শান্তি।

প্রাতরাহারের পরে প্রবল বেদনার প্রত্যাবৃত্তি, অনন্তর কুন্থনসংযুক্ত মল-নিঃসরণ।

আময়িক প্রয়োগ।—কপিশ, পাতলা, রক্তাক্ত ও সকুন্থন বিরেচন বিশিষ্ট আমরক্ত রোগ। শয্যা হইতে উত্থানান্তে তরল মলের বেগ বিশিষ্ট যকৃতের রক্ত-সঞ্চয়; মলত্যাগকালে বাম পার্শ্বে তীব্র বেদনা, ও উহার নীচের দিকে সঞ্চরণ।

ট্রাইমেথিলেমিনঃম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মণিবন্ধ-সন্ধিতে অতিশয় বেদনা, অধিকন্তু অতিশয় অস্থিরতা, দাঁড়াইলে গুড়মুড়ায় বেদনা, অত্যল্প মাত্র নড়িলে চড়িলে উহার উপচয়। তরুণ বাতে ব্যবহার্য্য।

ডিউবয়সাইন।—আময়িক প্রয়োগ।—অক্ষি-গোলকে সুতীব্র বেদনা। প্রসারিত কনীনিকা। নিউরো-রেটীনাইটিস। বহিরাগত অক্ষি-গোলক বিশিষ্ট গণ্ডমালা।

ডিজিটেলিনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃৎশূল, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বিশিষ্ট বিবৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা সংযুক্ত হৃৎকপাটের পীড়া। স্বপ্নদোষ। অপস্মার। হৃদ্রোগ-জনিত শোথ। অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা বশতঃ মূর্চ্ছার আক্রমণ।

ড্যাফনি ইণ্ডিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আকস্মিক, বিদ্যুদ্বৎ, অতীব্র উৎক্ষেপ।

থাইরয়ডিন।—আময়িক প্রয়োগ।—মাইজিডিমা (গল-গ্রন্থির শীর্ণতা বিশিষ্ট এক প্রকার পুরাতন রোগ)। দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড, চঞ্চল নাড়ী, শয্যায় শয়ন করিতে অসামর্থ্য, অনেক মাস পর্য্যন্ত ঋতুর অবিদ্যমানতা, গল-গ্রন্থি-প্রদেশের স্ফীততা, আশাহীনতা ও নিদ্রাহীনতা। বিচর্চ্চিকা, অপিচ শীতল হস্তপদবিশিষ্ট লসিকা-প্রধান রোগীদিগের রোগ। জরায়ুর তন্তুময় অর্ব্বুদ (ফাইব্রোমা)। পামা (একজিমা)।

থিবেইনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—টঙ্কার। আক্ষেপ একোনাইট, সাইকিউটা, ও হাইড্রোসায়েনিক এসিডের যত অনুরূপ ষ্ট্রিকনিয়ার তত অনুরূপ নহে।

থিয়া।—বিশেষ লক্ষণ।—আমাশয়ে যেন "কিছু নাই" এরূপ অনুভব। একটী ক্ষুদ্র স্থান হইতে বিকীর্ণ সবমন শিরঃপীড়া। বাম ওভেরিতে বেদনা। অস্থিরতা ও অবলুণ্ঠন সহকারে নিদ্রাহীনতা।

থ্যাস্পিয়া গার্গেনিকা।—আময়িক প্রয়োগ—শীঘ্র শীঘ্র পূয পূর্ণ হয় এরূপ পচামাংস উদ্ভেদ। (ক্রোটন)।

থ্যালিয়ঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—কম্পন। আমাশয়ে ও অন্ত্রে তাড়িতাঘাতের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র এক বারের পর অন্যবার ভল্লাঘাতবৎ যাতনা। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। (প্লক্ষম)। আময়িক প্রয়োগ।—টেবিস ডসেলিস রোগের প্রচণ্ড বেদনা এই ঔষধে উপশমিত হয়।

নাইট্রি স্পিরিটস ডাঃলসিস।—বিশেষ লক্ষণ।—অল্প একটু হাঁটিলেই অতি দ্রুত শ্বাস, এবং ক্রমাগত সঞ্চলনে দ্রুত, আয়াসিত ও যাতনাসংযুক্ত শ্বাস, তৎসহ বুকাস্থির

নীচে বেদনাবিশিষ্ট আকুঞ্চন। আময়িক প্রয়োগ।—* ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উদাসীনতা সংযুক্ত টাইফয়েড জ্বরে অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থেয় না হইলে হানিম্যান এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। রোগীর সুপ্তি, তাহাকে জাগরিত করিতে কষ্ট, এবং জাগরিত হইলেও পুনরায় তখনই পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন অবস্থাপ্রাপ্তি; এইসকল লক্ষণে অর্দ্ধগ্লাস জলে ইহার মাদার টিঞ্চারের কএকবিন্দু মাত্রায় প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুইতিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিতে হয়। ( ফসফরিক এসিড ও হেলিবোরাস তুলনা করুন )। হেলোফেজিয়ার মন্দফলে ষ্টকহলম নগরের ডাঃ লাইডবেক প্রতিহারক স্বরূপ এই ঔষধ ব্যবহারের বিধিদেন।

**নাইট্রো-মিউরিয়েটিক এসিড।—বিশেষ লক্ষণ।**—লালাস্রাব, রাত্রিতে উহার আধিক্য। সকল সময়ই আমাশয়ে শূন্যতা ও ক্ষুধা অনুভব, আহারে উহার অনুপশম। ত্যাগ করিলে মূত্র ঘোর হয়, এবং অকজেলেটেসর অবস্থিতি জন্য মূত্র-মার্গে জ্বালা জন্মায়।

**নিকোলাম মেট্যালিকাম ( বা কার্ব্বনিকম )।—বিশেষ লক্ষণ।**— কশের দাঁত ( পেষকদন্ত ) চুষিলে উহা হইতে অম্ল দুর্গন্ধ জলক্ষরণ। সায়াহ্নে পিপাসা ও দারুণ হিক্কা। * আহারের ইচ্ছা ব্যতীত উদরোর্দ্ধস্থানে যেন "কিছুনাই" এইপ্রকার শূন্যতা অনুভব।

**ন্যাট্রম আইওডেটাম।—আময়িক প্রয়োগ।**—পুরাতন ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগের লক্ষণ। প্রতিশ্যায় ও পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ।

**ন্যাট্রম কোলেইনকাম।—আময়িক প্রয়োগ।**—কোষ্ঠবদ্ধতা। অন্ত্রে বায়ু-সঞ্চয়। আমাশয়ের প্রতিশ্যায় ও অন্ত্রের প্রতিশ্যায়ের পুরাতন লক্ষণ, তৎসহ কোষ্ঠ-রোধ ও বায়ুসঞ্চয়। অন্ধান্ত্রের প্রদাহ, প্রতিশ্যায় জনিত পাণ্ডু, পিত্তশিলা জনিত উদর-বেদনা। উদর-শোথসহ যকৃতের সিরোসিস। আমাশয়িক উপদ্রব জনিত শিরোঘূর্ণন। মধু-মেহ।

**ন্যাট্রম ক্লোরেটাম।—বিশেষ লক্ষণ।**—জরায়ুর আবেগ ( বেয়ারিংডাউন ), জরায়ু যেন একবার উন্মুক্ত ও একবার অবরুদ্ধ হইতেছে এরূপ অনুভব। বসিলে জরায়ু যেন উপরের দিকে ধাক্কা মারিতেছে এপ্রকার অনুভব। ( ফেরি-আইওড )। * কপালের আড়া আড়ি বেদনা, ও জরায়ুর আবেগ সহকারে * শিরোঘূর্ণন ও তজ্জন্য পতন। সন্তরণবৎ অনুভব; যেন করোটির শিখরদেশ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। * আহারান্তে তন্দ্রালুতা। ( চিকিৎসায় সপ্রমাণ হইয়াছে )। আময়িক প্রয়োগ।—জরায়ুর ও উহার বন্ধনীর রক্ত-সঞ্চিত ও শীর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থায়, এবং তৎসংসৃষ্ট বক্ষঃস্থলের বেদনায় ও যকৃদ্রোগে লণ্ডন নগরের ডাঃ কুপার এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। বালক-বালিকাদিগের কর্ণের, বিশেষতঃ মধ্যকর্ণের প্রতিশ্যায় জনিত পুরাতন রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। তিনি "লোলিত, দুর্ব্বলীভূত দেহ, রস-প্রধান ধাতুতেই" এই ঔষধের বিশেষ উপযোগীতা স্বীকার করেন, এইপ্রকার ধাতুতেই ইহার বলকর প্রভাব দৃষ্ট হয়। কপালের অনুগ্রন্থে বেদনা সংযুক্ত, পতন-জনক ভ্রমিতে ন্যাট্রাম ক্লোরেটাম ব্যবহার্য্য।

ন্যাট্রাম নাইট্রিকম্ ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ডেরমেকারের চিকিৎসাপদ্ধতিতে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক একোনাইটমের ন্যায় প্রদাহের ঔষধরূপে প্রয়োজিত হয়। স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রদাহ ও ক্রুপ, তরুণ নিউমোনিয়া, হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের আনুকল্পিত রোগ, রক্ত-মূত্র, তরুণ আমবাতিক সন্ধিবাত, প্রতিশ্যায় ও ক্রুপজনিত প্রদাহ, বিবিধ যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ, ব্রাইটডিজিজ; চক্ষুর শুক্র মণ্ডলের প্রদাহ, কনীনিকার প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ইহার বিশেষ ব্যবহার হয়।

ন্যাট্রাম ফসফরিকম্ ।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নাট্রাম ফসফরিকম ডাঃ শুসলারের টিস্যু-রেমিডি গুলির অপর একটী ঔষধ। অম্লাধিক্যে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এজন্য অম্ল অগ্নিমান্দ্য (অম্বলের ব্যারাম), প্রভৃতিতে ইহা অতিশয় উপকার করে। * শরীরের অম্ল অবস্থা। বহুমূত্র। মুখে তিক্তাস্বাদ। * তালু ও মুখ-বিবরে পশ্চাদ্ভাগে গাঢ়, পীতবর্ণ লেপ। * অম্ল উদ্গীরণ, * অম্ল তরলপদার্থ বমন, তৎসহকারে আমাশয়ে বেদনা, ও অতিশয় আধ্মান। অতিসার, অম্ল-গন্ধ, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, মলদ্বার অবদরণকর, * আমময় মল। অন্ত্রের দীর্ঘ বা সূত্র-কৃমি, অম্ল অবস্থা, নাক খুঁটা, তির্য্যগ্দৃষ্টি, মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন। চক্ষু-প্রদাহ, পীতবর্ণ সরসদৃশ স্রাব, অপিচ গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহ। গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাবী নাসিকা ও গল-কোষের প্রতিশ্যায়। শুক্রস্রাব, তৎপরে * পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা, জানু ও জঙ্ঘার কম্পন, বোধ হয় যেন হাঁটিবার সময় উহা ভাঙ্গিয়া আসিবে। ফসফরিক এসিড অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট পাইলাইটিস (বৃক্কক-বস্তির প্রদাহ)। সন্ধিবাত। (পডেগ্রা)।—এই সকল লক্ষণে এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

ন্যাট্রাম সিলিসিকম্ ।—আময়িক প্রয়োগ ।—হিমোফিলিয়া অর্থাৎ ধাতু-দোষ ব কুল-দোষ বশতঃ সামান্যকারণে আভ্যন্তরিক বা বাহ্য রক্তস্রাবের প্রবণতা। ফুসফুসের গুটিকা-রোগ (টিউবারকিউলিসিস)। পুরাতন সন্ধিবাত। অস্থি-কোমলতা রোগ। গণ্ডমালাজনিত অস্থি-রোগ।

ন্যাট্রাম সেলেনিকম্ ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তাক্ত শ্লেষ্মাখণ্ড নিষ্ঠীবন ও অল্প অল্প স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট স্বারযান্ত্রিক যক্ষ্মায় মেহফার এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। রোগের প্রারম্ভ অবস্থায়ই ইহা সবিশেষ উপযোগী।

ন্যাফথালীন ।—বিশেষ লক্ষণ ।—মূত্রত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, মূত্র-মার্গের বাহ্য-মুখের আরক্ততা ও স্ফীততা, এবং মেঢ্র-ত্বকের শোথ। আময়িক প্রয়োগ। ওষধিগন্ধজ জ্বর (হে-ফিভার), দুর্দ্দম্য রোগী; হাঁচি, চক্ষুর প্রদাহ ও যাতনা, মস্তকের উত্তপ্ততা। আক্ষেপিক ব্রঙ্কাইটিস ও য়্যাজমা, অনাবৃত বায়ুতে উপশম, সম্মুখ প্রদেশে পূর্ণতা, বক্ষঃস্থলে ও আমাশয়ে স্পর্শ-দ্বেষ, বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে হয়। বায়ুজন্য ফুসফুসের স্ফীততা (এম্ফিসিমা), অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণবৎ নিশ্বাস, প্রবল সঞ্চলনে উপশম। হুপশব্দ-কাস, কাস, দীর্ঘকালস্থায়ী আবেশ, নিশ্বাসগ্রহণ প্রায় অসাধ্য। তরুণ অবস্থার বিরতিহীন

পর প্রমেহ। এই সকল রোগে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। ফুসফুসের ক্ষয়-রোগে ষ্ট্যাফ-থালীন অতিশয় ফলপ্রদ, বিশেষতঃ উহার প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। ( এতদ্দ্বারা অনেকগুলি রোগীর আরোগ্য জন্মিয়াছে )।

**পপিউলাঃস ক্যাণ্ডিক্যান্স।—বিশেষ লক্ষণ।**—শরীরের ত্বকের স্পর্শ-জ্ঞান-পরিশূন্যতা, পৃষ্ঠে ও উদরে উহার আধিক্য; মর্দ্দন ও পেষণে কোন যাতনা জন্মেনা বরং উষ্ণতা জন্মে বলিয়া উহা ভাল লাগে। হাতের আঙ্গুলের প্রান্ত-ভাগের স্থূলত্ব ও শৃঙ্গের ন্যায় দৃঢ়ত্ব প্রাপ্তি, চিমটি কাটিলে ও কাঁটা বিঁধাইলে বোধ জন্মেনা।

**পলিগোনাঃম এভিকিউলেয়ার।**—ফুসফুসের ক্ষয় রোগে ইহার মাদার টিঞ্চারের ৫-১০ বিন্দু তিন তিনবার ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

**প্যাইনাঃস সিলভেষ্ট্রিস।**—গণ্ডমালাগ্রস্ত ও রিকেটরোগগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা, গুল্‌ফ-সন্ধির দুর্ব্বলতা, এবং হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব। মাদার টিঞ্চারের বাহ্য প্রয়োগও হয়।

**প্যাইলোকার্পিনাঃম** ( জেবোরাণ্ডির উপক্ষার )।—বিবিধ রোগের মধ্য-কালে, এবংক্ষয়-রোগের নৈশ ঘর্ম্মে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হানসেন বলেন যে বহুবৎসর পর্য্যন্ত তিনি শেষোক্ত নৈশঘর্ম্মে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম পাঁচ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া অতিশয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

**পিক্রোটক্সিনাঃম ( ককিউলাসের উপক্ষার ) – আময়িক প্রয়োগ।** – ক্ষয়ী ( কনজম্‌টিভ ) দিগের নৈশঘর্ম্মে শয়ন-সময়ে ব্যবস্থেয়।

**পিচি (ফেবিয়ানা ইম্বি্রকেটা – আময়িক প্রয়োগ।**—অতিশয় অবদরণ-কর মূত্র ও মূত্রাশ্মরি বিশিষ্ট ইউরিক এসিড ধাতু-দোষ। সমগ্র মূত্র-মার্গ-পথের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করার আশুকতা, প্রস্রাব করিবার পর জ্বালাকর বেদনা এবং মূত্রাশয়ের প্রবল কুন্থন। তরুণ বা পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহ, অশ্মরি বশতঃ উহার উৎপত্তি, মূত্র ত্যাগে যাতনা, প্রোষ্টেটের প্রদাহ, অধিক শ্লেষ্মা ও পূয নিঃসরণ ( তরল সারের ১-২০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থেয় )।

**পোথস ফিটিডাস - বিশেষ লক্ষণ।**—শ্বাসের উপদ্রব ও ঘর্ম্ম সহকারে সহসা যাতনা ( চিকিৎসায় সপ্রমাণ হইয়াছে )। শ্বাসকাস ( য্যাজমা ), কোন প্রকার ধূলি নিঃশ্বসনে উহার আধিক্য।

**প্যালেডিয়াঃম—বিশেষ লক্ষণ।**—ক্রন্দন প্রবৃত্তি। * সায়াহ্নের আমোদ-প্রমোদের পর পরদিন লক্ষণ সকলের উপচয়। সহজে অভিমানে আঘাত লাগে। মাথা যেন পশ্চাতে ও সম্মুখে আন্দোলিত হইতেছে এ প্রকার অনুভব। জরায়ুতে ছুরি দিয়া কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা, মল-ত্যাগান্তে উহার শান্তি। দক্ষিণ ওভেরি-স্থানে স্ফীততা, তৎসহ বস্তি-

গহ্বরে বেদনার সঞ্চরণ ও কুন্থন ; ঘর্ষণে বেদনার শান্তি। আময়িক প্রয়োগ।—মস্তক শিখরের অনু প্রস্থে, এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত শিরঃপীড়া ; মাথা যেন পশ্চাতে ও সম্মুখে দুলিতেছে এরূপ অনুভব। দক্ষিণ ওভেরির স্ফীততা ও দৃঢ়তা, নাভী হইতে স্তন পর্য্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষ ও সঞ্চরমান বেদনা দক্ষিণ ওভেরির স্নায়বীয় বেদনা, আবেগ ( বেয়ারিং ডাউন ), দাঁড়াইলে ও নড়িলে বৃদ্ধি, মর্দ্দনে ও শয়নে হ্রাস, অপর তৎসহকারে গলায় চক্‌চকে শ্লেষ্মা এবং চিক্কণ বা লেহবৎ প্রদর-স্রাব।

প্যাসিফ্লোরা ইনকার্ণেট।—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ধনুষ্টঙ্কার এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এলকোহলের ক্রিয়ায়, মর্ফিয়ার ক্রিয়ায় এবং অনিদ্রায় ও ইহার ব্যবহারের বিধি আছে। অনিদ্রায়, বিশেষতঃ বৃদ্ধ দিগের অনিদ্রায় এই ঔষধ মাদার টিঞ্চারের ১০—২০ বিন্দু সেবনে সুন্দর ফল দর্শিয়াছে। ( হানসেন )।

প্লাটিনা মিউরেটিকা—আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উপদংশ-জনিত প্রবল শিরঃপীড়া ( আইওডাইড অব পোটাসিয়ম বিফলান্তে )।লালাস্রাব ও গিলিতে কষ্ট সহকারে গল-মধ্যের উপদংশজ পীড়া। উপদংশজ অপচ্যমান ও ফোস্কাকার চর্ম্ম-রোগ। উপদংশ সম্ভূত অস্থি-বেদনা। অস্থির ক্ষত, বিশেষতঃ নাসাস্থি ও গুল্‌ফাস্থির কেরিজ, অপিচ উপদংশজনিত বাত ; বিশেষতঃ মারকিউরি ও অরম ব্যবহারের পর। রাত্রিতে শয্যা-মূত্র। শ্লেষ্মস্রাব বিশিষ্ট পুরাতন প্রমেহ। মুখ-দূষিকা। ভগ বা গুহ্যদ্বারে আঁচিলবৎ উপমাংস।

পালসেটিলা নাটেলিয়ানা। – বিশেষ লক্ষণ। – জিহ্বায় পীতবর্ণ লেপ। নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে মুখে শুষ্ক ও মণ্ডবৎ স্বাদ, যেন জিহ্বা গাঢ়রূপে লেপাবৃত রহিয়াছে এরূপ অনুভব। অন্যান্য লক্ষণ অনেকটা পালসেটিলা নাইগ্রিকান্সের অনুরূপ। * পলসেটিলা নাটেলিয়ানার লক্ষণ হাঁটিবার সময় উপচিত হয়, কিন্তু কেবল সঞ্চলনের প্রারম্ভেই পালসেটিলা নাইগ্রিকান্সের লক্ষণের উপচয় জন্মে এবং ক্রমাগত সঞ্চলনে উপশম পড়ে।

ফিরাম এসেটিকম। – আময়িক প্রয়োগ।—দুর্দ্দম্য এনিমিয়া ও দুর্ব্বলতা। কৃশ, দুর্ব্বল, ও পাণ্ডুর বালক বালিকা, যাহারা শীঘ্র শীঘ্র লম্বা হইয়া উঠে এবং সহজে শ্রান্ত হইয়া পড়ে তাহাদের রোগ। ফুসফুস হইতে রক্ত স্রাব। নাসিকা হইতে রক্তপাত। দক্ষিণস্কন্ধের ত্রিকোণ-পেশীর বাত। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। কেশ-রোগ ( এস্থলে টিঙ্কচুরা ফেরি এসিটিসাই রূপে প্রয়োগ করিতে হয় )।

ফিরাম কার্ব্বনিকাম। – আময়িক প্রয়োগ।—নীরক্ত রোগীদিগের রক্তসঞ্চয়-জনিত দন্ত বেদনা। ক্লোরোসিস ( হরিৎপাণ্ডু )।

ফিরম পিক্রিকাম। - আময়িক প্রয়োগ।—লণ্ডন নগরের ডাঃ কুপার রক্ত-বহানাড়ী সংক্রান্ত ( ভ্যাস্কি উলার ) বধিরতায় এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

ফিরম মিউরিয়েটিকাম। – আময়িক প্রয়োগ।—অশ্মরী সহকারে বৃক্ক-বস্তি-

প্রদাহ ( পাইলাইটিস )। রক্তহীনতা ( এনিমিয়া )। মলিন, সংযত রক্ত বিশিষ্ট ফুসফুসের রক্তস্রাব ( হিম্ অপ্‌টিসিস )। ইহার নিম্ন ক্রম বা মাদার টিঞ্চার সেবনের পর সোডা-ওয়াটার দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলা উচিত।

ফিরঃম সাইট্রিকঃম।—ক্লোরোসিস ( হরিৎপাণ্ডু )।

ফিরংম হিমেটিনেটঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—গুরুতর রোগের পর, বিশেষতঃ সম্যক অনারোগ্য তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সমধিক রক্তহীনতা ( এনিমিয়া )।

ফেলভংলপাই।—বিশেষ লক্ষণ।—কোষ্ঠ-রোধ। অন্ত্রে বায়ু-সঞ্চয়।

ফ্যাগোপাইরঃম এস্কিউলেণ্টঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—অপ্রসন্নতা, কোপনতা, অধ্যয়নে অসমর্থতা, অথবা যাহা পাঠ করা যায় তাহা স্মরণ রাখিতে অপারগতা। মস্তকের গভীর স্থানে, প্রায়শঃ চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে কপালে, মস্তক যেন ফাটিয়া যাইবে উর্দ্ধদিকে এরূপ প্রচাপন সহকারে প্রচণ্ড বেদনা। চক্ষুর অভ্যন্তরে ও চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়ন। কর্ণদ্বয়ের উত্তাপ ও কণ্ডূয়ন ( এগেরিক )। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ ( পলস )। অলি-জিহ্বার দীর্ঘতা, তালু-মূলের স্ফীততা, আরক্ততা ও অবদরণ অনুভব ( ফাইটো )। * আহারে ক্ষুধার উৎকর্ষ প্রাপ্তি ( এতদ্বিপরীত লাইকো, ও নক্স-মস্চেটা )। আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব (সিপি)। * পীতবর্ণ প্রদরস্রাব সহকারে স্ত্রী-অঙ্গ-কণ্ডূয়ন, বিশ্রামে উহার আধিক্য ও সঞ্চলনে একটু উপশম ( কেবল এই ঔষধেই এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় )। ঘাড়ের পেশীতে স্তব্ধতা ও ঘৃষ্টতা অনুভব এবং তৎসহকারে ঘাড় যেন মাথা রাখিতে পারে না এরূপ অনুভব। হাতের আঙ্গুলে হুল বেধন, ও জ্বলনবৎ বেদনা সহকারে স্কন্ধের আমবাতিক বেদনা, সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি। লাল লাল দাগ ( শীতপিত্ত )। বাহুতে ও জঙ্ঘায় প্রবল কণ্ডূয়ন, সন্ধ্যার প্রাকালে উহার আধিক্য। সন্ধ্যাকালে জৃম্ভণ ও অঙ্গ-মর্দ্দ সহকারে নিদ্রালুতা, কোন বিষয়ে মনোযোগ প্রয়োগে উহার লাঘব। শয্যায়, উপরের তলায় যাইলে, ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপচয়। গভীর শ্বাস। উদ্ভেদের কণ্ডূয়ন। কফি-পানে, শীতল পোল্টিশ প্রদানে, শীতল বায়ুতে সঞ্চলনে ; এবং উষ্ণগৃহে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম।

ফ্রানসিস্কা ইউনিফ্লোরা ( মেনাকা ) —বিশেষ লক্ষণ।—মাথার চারিদিকে বন্ধনের ন্যায় তীব্র শিরোবেদনা, মস্তকে পশ্চাদ্ভাগে, ঘাড়ে, ও মেরুদণ্ডে বেদনা, সর্ব্বত্র ভয়ানক ভল্লাঘাতবৎ বেদনা, তৎসহ সর্ব্বশরীরে অতিশয় উত্তাপ, অনন্তর প্রভূত ঘর্ম্ম, ও সকল যন্ত্রণার বিরাম। আময়িক প্রয়োগ।—তরুণ, অনতি-তরুণ, ও পুরাতন বাতে ও তরুণ বাতে হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহে, এই ঔষধের সমধিক ব্যবহারের বিধি আছে।

ফ্লেরিডজিন।—আময়িক প্রয়োগ।—সশর্ক্কর বহুমূত্রে এই ঔষধের দশমিক তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ ব্যবহারের বিধি আছে।

বেলিস পেরেনিস।—আময়িক প্রয়োগ।—বার্ণেট বলেন যে শরীরের উত্তপ্তাবস্থায় শীতল পানীয় দ্রব্য বা শীতল খাদ্যদ্রব্য সেবন করিলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় ;

অপর, শরীর উত্তপ্ত থাকিলে শীতল বাতাস লাগিয়া যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে বেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। জটুলে ইহার বাহ্য প্রয়োগেরও বিধি আছে।

বোথ্প্স ল্যান্সিওলেটঃস।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ ফ্যারিংটন এফেশিয়া অর্থাৎ বাক্‌শক্তিহীনতায় এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন।

বোরেসিকঃম এসিডঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—ইউরিটার অর্থাৎ মূত্রনালীর প্রদেশে বেদনা। ঘন ঘন মূত্র-বেগ। আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহে বোরাসিক এসিডের জলীয় দ্রবের পিচকারী দ্বারা অনেক সময় উত্তম ফল দর্শে।

বোলটঃম ল্যারিসিস।—আময়িক প্রয়োগ।—যক্ষ্মারোগে নৈশঘর্ম্ম। ক্ষুধাহীনতা, পাণ্ডু, রক্তবর্ণ মূত্র ও অল্প অল্প শীতল লক্ষণাপন্ন প্রাত্যহিক সবিরাম জ্বর। অল্প অল্প ঘর্ম্ম কিন্তু উহাতে অনুপশম।

ব্যারাইটা আইওডেটা।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হেল বলেন যে তালু মূল, অণ্ড, প্রষ্টেট প্রভৃতি গ্রন্থির দৃঢ় অর্ব্বুদে ব্যারাইটা আইওডেটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। লাইবোলড বলেন যে গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীততা ও রোগীর পরিপুষ্টির প্রতিরুদ্ধতা সংযুক্ত গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহে এই ঔষধ উপযোগী।

ব্যারাইটা এসেটিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—পরস্পর বিরুদ্ধ সঙ্কল্পে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করা। কথা বলিবার সময় অথবা বক্তৃতা করিবার সময় শব্দের বিস্মৃতি ( ব্যারা-কার্ব্ব )। মুখমণ্ডলের উপর লূতা-তন্তু অনুভব ( এলুমিনা, গ্রাফ )। নিতম্বদেশে বেদনা সহকারে পুনঃ পুনঃ মল-বেগ। সমগ্র বাম জঙ্ঘার নিম্ন পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা। জ্বালাকর সূচী-বেধবৎ যাতনা সহকারে ত্বকের স্থানে স্থানে সুড়সুড়ি অনুভব। আময়িক প্রয়োগ।—স্নায়ু-শূল। পক্ষাঘাত। হিউজ বলেন যে ব্যারাইটা কার্ব্ব অপেক্ষা এই ঔষধ জ্ঞাপক পক্ষাঘাত অধিকতর উগ্র। দেহ-শাখার পক্ষাঘাত এবং তথা হইতে সমগ্র শরীরে গতি। মস্তিষ্ক অবিকৃত।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—চর্ব্বণে ও গলাধঃকরণে কর্ণে সন্ সন্ ও ভন্ ভন্ শব্দ। তালু-মূলের প্রাচীন ও গণ্ডমালা জনিত বিবৃদ্ধি ( অর্দ্ধ, লাইকার ব্যারাইটা মিউরের একবিন্দু অর্ধবাটী ঈষদুষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে কুলি ) ( কুলকুচা-করা )। গিলিলে ও হাঁচিলে পটাং পটাং শব্দ সহকরে গল-কোষ ও কর্ণ-নলের আংশিক পক্ষাঘাত, অতি সহজে পটহ গহ্বরে বায়ুর সংপ্রবেশ। ( এলেন )। হৃৎকম্প, বক্ষঃস্থলের পূর্ণতা এবং বুকাস্থির নিকটে বুকের স্ফীততা লক্ষণাপন্ন ধমন্যর্ব্বুদ। প্রথম দশমিক ক্রমই এস্থলে উৎকৃষ্ট; অধোগামী এওয়ার্টার ( বৃহদ্ধমনী ) অর্ব্বুদের একজন রোগীর মৃত্যু সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু এই ঔষধ সেবনে ছয়মাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল ( এলেন )। যকৃৎ, ক্লোম, ও মধ্যান্ত্র গ্রন্থির স্ফীততা ও দৃঢ়তা। হস্ত মৈথুন। নারীদিগের স্থানিক উপদাহ জনিত কামোন্মাদে ও পুরুষের

কামোন্মাদে ইহা উত্তম ঔষধ। শ্লেষ্মা ও জল বমনবিশিষ্ট প্রবল জ্বালাকর উদর-বেদনা ( কলিক)। বরফবৎ শীতলতা সহ হস্ত ও পদের পক্ষাঘাত, শরীরেরও পক্ষাঘাত ( ফেসেন )। মূত্রাশয়ের দ্বারাবরণী পেশীর পক্ষাঘাত। স্ক্রিকিউলোসিস ফ্লোরিডা। শুভ্র অর্ব্বুদ। মস্তকের কেশাবৃত অংশে প্রভূত পুযস্রাবী উদ্ভেদ। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার মংল্টিপেল স্ক্লারোসিস রোগে, বিশেষতঃ বালক-বালিকাদিগের পক্ষে, অপর, শিশুদিগের মস্তিষ্কের বিকাশের অসদ্ভাবে ডাঃ হামণ্ড ব্যারাইটা-কার্ব্ব ও ব্যারাইটা-মিউর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ব্যাসিলাইনঃম।—ফুসফুসের টিউবারকোলোসিস ( গুটিকা দোষ ), সগুটিক মস্তিষ্ক ঝিল্লীপ্রদাহ ও সন্ধি-প্রদাহ। সর্ব্বদা শর্দ্দিলাগা। লণ্ডন নগরের ডাঃ বার্ণেট এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন।

ব্লাটা এমেরিকানা।—আময়িক প্রয়োগ।—বৃক্কক-প্রদাহ জনিত উদর-শোথ। হ্যাজমা বা শ্বাস-কাসের আক্রমণ ( ব্রঙ্কাইটিস সহকারে ফুসফুসের এম্ফিসিমা )।

ভেস্পা ক্রেব্রো।—বিশেষ লক্ষণ।—অক্ষি-পুটের বিসর্পজনিত প্রদাহ, মুখ-মণ্ডলের সেই পার্শ্বের স্ফীততা ও বেদনা, শুক্লমণ্ডলের প্রায় সম্পূর্ণ কিমোসিস, স্ক্লারোটিক ঝিল্লীর উপরে উহার উত্থিতি, কনীনিকার প্রান্ত পর্য্যন্ত চক্ষুর অর্দ্ধেকেরও অধিকাংশের উপরে উহার বিস্তৃতি, লসিকা নিঃসৃত হইয়া উহার উৎপত্তি, বোধ হয় যেন উহার তলে বসাময় পদার্থের অবস্থিতি আছে। আময়িক প্রয়োগ।—শুক্লমণ্ডলের থলীর ন্যায় স্ফীততা সহ চক্ষুর প্রদাহ। নারীদিগের মূত্র-ত্যাগে জ্বালা। * জরায়ু-মুখে ক্ষত। স্পর্শ-দ্বেষ, ঘন ঘন মূত্র-ত্যাগ, পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত ত্রিকাস্থি-বেদনা, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট বাম ডিম্বাশয়ের রোগে ভেস্পা উত্তম ঔষধ।

মর্ফিনঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—পেশিমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা। শারীরিক ও মানসিক ঔদাস্য। অস্থির দৃষ্টি। * সরলান্ত্রের অভ্যন্তরভাগের আংশিক পক্ষাঘাত। তির্য্যগদৃষ্টি। অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত। দুর্ব্বল-কুজ্ঝটিকাবৃত দৃষ্টি। বিবমিষা। দারুণ কণ্ডূয়ন। ক্যান্সারের ন্যায় বেদনায় অত্যন্ত অনুভূতি, তজ্জন্য অঙ্গের আক্ষেপ, আকুঞ্চন ও উৎক্ষেপের উৎপত্তি।

আময়িক প্রয়োগ।—আধ্মান। মস্তিষ্ক কুঞ্চিত অনুভব। শ্বাস-কৃচ্ছ্র সহকারে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ভেদনবৎ বেদনা। বাম পদতলের তুষারবৎ শীতলতা উহা যেন অয়েল-ক্লথের উপর রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

মাইমোসা হিউমিলিস।—আময়িক প্রয়োগ।—বাম গুলফের আরক্ততা, অশিথিলতা, ও ছেদনবৎ বেদনা সংযুক্ত স্ফীততা। জানুসন্ধির আরক্ততাবিশিষ্ট আমবাতিক প্রদাহ। চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহ।

মাইসটিস আর্ভেন্সিস।—প্রভূত, পূযময় নিষ্ঠীবন, শীর্ণতা, ও নৈশঘর্ম্ম বিশিষ্ট

মারকিউরিয়ঃস অরেটঃস ।—আময়িক প্রয়োগ।—উপদংশজনিত দুর্দ্দম্য চর্ম্ম রোগ. করতল ও পদতলের বিচর্চ্চিকা, নাসিকার ও গল কোষের দীর্ঘকালস্থায়ী উপদংশজ প্রতিশ্যায়, অস্থির প্রদাহ ও পুযোৎপত্তি।

মারকিউরিয়ঃস এসিটিকঃস ।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রকালে ও তৎপরে মূত্রমার্গে জ্বালা। মূত্রমার্গে অতি বেদনা বিশিষ্ট উপদংশজ ক্ষত। উপদংশ মূলক দারুণক (টিনিয়া ক্যাপিটিস) উপদংশজনিত ক্ষয় (টেবিস) রোগে ভল্লাঘাতবৎ বেদনা।

মারকিউরিয়ঃস ট্যানিকঃস ।—আময়িক প্রয়োগ।—উপদংশজ চর্ম্ম রোগে, * রোগীর আমাশয়ান্ত্রের রোগ থাকিলে. অথবা কোনপ্রকার উগ্রতর পারদ সহ্য না হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

মারকিউরিয়ঃস ফসফরিকঃস আময়িক প্রয়োগ।—উপদংশজনিত স্নায়বীয় রোগ। অপরন্তু মস্তিষ্কের রোগ, ক্ষয়-রোগ (টেবিস), মঃটিপল স্ক্লারোসিস, ইত্যাদি। উপদংশজনিত অস্থি-বৃদ্ধি ও স্থূলত্ব প্রাপ্তি।

মারকিউরিয়্যালিস পেরেনিস ।—বিশেষ লক্ষণ।—* সিঁড়ি বাহিয়া নীচে যাইতে শিরোঘূর্ণন। মস্তকে গুরুত্ব অনুভব, বোধ হয় যেন কোন ভারী বস্তু দ্বারা মস্তক চাপিত হইতেছে. মস্তকের কেশাবৃত ভাগ লঘু, ও অবশ বোধ হয়, এবং উহা নাড়িতে চাড়িতে কষ্ট অনুভূত হয়। উপরের অক্ষিপুটের, বিশেষতঃ বামদিগের অক্ষিপুটের স্পন্দন। রাত্রিতে জাগিবার সময়. চক্ষু মেলিবার পূর্ব্বে, উহা মর্দ্দন করিতে হয়। অক্ষিপুটের গুরুতা ও শুষ্কতা। অতিরিক্ত অশ্রুস্রাব। কনীনিকা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত। নাসিকা হইতে নির্গত বায়ু শীতল। মুখ-বিবরের সমধিক শুষ্কতা, একখণ্ড চিনি গলাইতে পারা যায় না। মুখমণ্ডলে উত্তাপ সহকারে সমস্ত শরীরে শীত। বস্ত্রাবৃত হইলে ও নিদ্রা গেলে উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। বাতজনিত রোগেই এই ঔষধের অত্যধিক ব্যবহার হয়। এই সকল লক্ষণ চিকিৎসায় প্রমাণিত হইয়াছে।

মেডুস ।—আময়িক প্রয়োগ। - ইহার ফল আর্টিকা ইউরেন্সের প্রায় সমতুল্য। ইহাতে শীতপিত্তের উৎপত্তি হয়।

মেনিস্পারমঃম ক্যানেডেন্স।—বিশেষ লক্ষণ।—ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রচাপনবিশিষ্ট শিরঃপীড়া, অঙ্গ-মর্দ্দ ও জৃম্ভণ সহকারে অনেক সময় উহার প্রাবল্য। বিরক্তিকর ও বিশৃঙ্খল স্বপ্ন এবং নিদ্রা হইতে চমকিত-হইয়া-উঠা সহকারে অস্থিরতা। সবমন-শিরঃপীড়া (এক পার্শ্বের), কপালে ও শঙ্খদ্বয়ে সমস্ত দিনব্যাপী বেদনা, সময়ে সময়ে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উহার সঞ্চরণ।

মোমরডিকা ব্যালসামিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—* স্থূলান্ত্রের সহিত প্লীহার সংযোগ স্থলে বায়ু-সঞ্চয়।

ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা।—বিশেষ লক্ষণ।—আর্দ্র বায়ুর যৎসামান্য উপভোগে শরীরের নানাস্থানের স্তব্ধতা, শুষ্ক কালে উহার হ্রাস। সকলকার্য্যেই অপ্রবৃত্তি। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা সহকারে শিরোঘূর্ণনের সূচনা। সর্ব্বাঙ্গীন আলস্য, শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা সহকারে আমাশয়ে শূন্যতানুভব। দ্রুতবেগে হাঁটিলে অথবা বাম* পাশে শুইলে শ্বাস-রোধ। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে আমবাত জনিত সূচী-বেধবৎ বেদনা, তৎপরে মৃত্যুভয় ও সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা সহকারে হৃৎপিণ্ডে সূচী বেধ, বামপার্শ্বে শয়নে ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে উহার উপচয়। শরীর শাখায় তীব্র উৎপথগামী অথবা আমবাতিক বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেদনা, সন্ধিস্থলে আতিশয্য, অবিরত উহার স্থান-পরিবর্ত্তন। ( * পলস )। স্কন্ধাস্থিতে বাতের বেদনা। শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প, শ্বাস-রোধ, বাম উর্দ্ধাঙ্গের অবশতা। হৃদ্‌কপাটের রোগ, হৃৎপিণ্ডে বেদনা জন্য শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং মৃত্যু-ভয়। এণ্ডোকার্ডাইটিস অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের অন্তর্ব্বেষ্টের প্রদাহ, সন্ধির বাত এবং হৃৎপিণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে খল্লীবৎ ও ভল্লাঘাত সদৃশ বেদনা। গলার আকুঞ্চন সহ হৃদ্বেষ্টের প্রদাহ ( পেরিকার্ডাইটিস ) ও হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। বৃহদ্ধমনীর ধমন্যর্ব্বুদ ( এনুরিজম )। হৃৎশূল ( এঞ্জাইনা পেক্টোরিস )।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসফরিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—ম্যাগ্নিসিয়া ফসফরিকা ডাঃ সুস্‌লারের দ্বাদশটী টিস্যু-রেমিডির অন্যতম ঔষধ। আক্ষিপ্ত অবস্থায় ইহা অতিশয় উপকারী ঔষধ। উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে শান্তি ইহার পরিচালক লক্ষণ। প্রতি রাত্রিতে নিয়মিতরূপে স্নায়ুর গতি-পথে * চিড়িক-মারা, আক্ষেপিক বেদনা, উষ্ণতায় ও প্রচাপনে উহার উপশম, ঈষৎ সংস্পর্শে উপচয়। * শূল-বেদনা, অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে ( কলোসিন্থ ) ও উষ্ণতা প্রদানে উহার উপশম ; বেদনা সহকারে শান্তিশূন্য বাষ্প উদগীরণ। অক্ষিপুট অথবা মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষের, হিক্কা ও দন্তোদ্গম-কালে শিশুদিগের আক্ষেপ, মূত্রের আক্ষেপিক অবরোধ ও রজ-কৃচ্ছ্র। উত্তাপে উপশম। আবেশিক ও আক্ষেপিক শুষ্ক কাস। হুপ-শব্দ-কাস রাত্রিতে ও শয়ন করিলে উহার আধিক্য। সন্ধি-বাত। পক্ষাঘাত, টঙ্কার, ও অঙ্গের, স্তব্ধতা, মুষ্টিবদ্ধ হস্তাঙ্গুলী, অভ্যন্তর দিকে অঙ্গুষ্ঠের আকুঞ্চতা। কোরিয়া, লেখক, পিয়নো-বাদক, বা বেহালা-বাদকের খল্লী। রোগীর অবসন্নতা।

ম্যাগ্নিসিয়া সংলফিউরিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রাতে উঠিবার অব্যবহিত পরে মস্তকের গুরুত্ব, এক ঘণ্টাপরে উহার বিরতি। মন্দ অণ্ডের স্বাদের ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট ঘন ঘন উদ্গার।

ম্যাটিকো।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ কাফকা প্রাচীন প্রমেহে অর্থাৎগ্লীট রোগে ইহার প্রথম ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন।

রেণনকিউলাস এক্রিস।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীর নোওয়াইলে ও ঘুরাইলে নিতম্বের পেশীতে এবং সন্ধি-সকলে বেদনা ( চিকিৎসায় প্রমাণিত হইয়াছে )।

রেফেনঃস স্যাটাইভঃস। বিশেষ লক্ষণ।—আধ্মান-জনিত উদরের স্ফীততা, উদর * শক্ত, যেন বায়ুদ্বারা পূর্ণ। * অতিশয় আধ্মান। * ঊর্দ্ধদিকে বা অধোদিকে, কোনদিকেই বায়ু নিঃসৃত হয় না। তরল,* পীতাভ কপিশবর্ণ, ফেণিল, প্রভূত মল। আময়িক প্রয়োগ।—স্নায়বীয় দন্ত-বেদনা, সন্ধ্যাকালে দপদপকর, সঞ্চরমান বেদনা, গর্ভের প্রথমাবস্থায় দন্ত-বেদনা। শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি, হাঁটিয়া বেড়াইলে হ্রাস। আধ্মান বা বায়ু-সঞ্চয়। পাতলা, কপিশ, ফেণিল, পীতাভ অতিসার, উহার সহিত উদর-বেদনা ও অন্ত্র উন্নত হইয়া গদির মত হওয়া, * ঊর্দ্ধ বা নিম্ন কোন দিকেই বায়ু নিঃসৃত হয়না। হরিৎ, তরল, রক্তাক্ত মল বিশিষ্ট ও বায়ু-নিঃসরণ পরিশূন্য পুরাতন অতিসার। প্রদাহ বা বেদনা বিহীন পেম্ফিগাস ( বিস্ফিকা )। তৈলাক্ত ত্বক্ ও বসা-স্রাব ( সেবোরিয়া )।

রোজা ডেমাসিনা।—আময়িক প্রয়োগ।—হে-ফিভার ( তৃণাদিগন্ধজ জ্বর ) রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কর্ণ-নলের আক্রান্তি, শ্রুতি-শক্তির ক্ষীণতা, এবং কর্ণ-নাদ লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী।

লাইনঃম ক্যাথারিটিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—আয়াসে নিঃসারিত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ল্যারিঞ্জাইটিস ও ব্রঙ্কাইটিস। স্কন্ধ-সন্ধির বাত।

লাইম্যাক্স এটার।—আময়িক প্রয়োগ।—আঁচিল ও সূর্য্যোত্তাপে চর্ম্মের বিবর্ণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণদাগে এই ঔষধের মাদার টিঙ্কারের বাহ্য প্রয়োগ হয়।

লিমিউলাঃস সাইক্লপস।—বিশেষ লক্ষণ।—সমুদ্র স্নানের পর অতিশয় অবসন্নতা। হাতের আঙ্গুলে উদ্ভেদ, ত্বক খনিত বা চর্ব্বিত দৃষ্ট হয়।

লুপুলাইনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—মূত্র-মার্গে জ্বালা। রাত্রিতে স্বপ্ন-দোষ। প্রমেহ-রোগে বেদনা বিশিষ্ট লিঙ্গোত্থান

লেথাইরঃস স্যাটাইভঃস।—আময়িক প্রয়োগ।—ত্বকের অতিরিক্ত স্পর্শ-শক্তি সংযুক্ত নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইলে শিরোঘূর্ণন।

লেপেথঃম য়্যাকিউটঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—শিরোবেদনার পরবর্ত্তী নাসিকার রক্তস্রাব। কটি ও ত্রিকাস্থির বেদনা সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

লেমিয়ঃম য়্যালবঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—এই ঔষধ বাহ্যবলি অর্শে ব্যবহৃত হয়। অত্যল্পমূত্র বিশিষ্ট মূত্রাশয়ের কুন্থনেও ইহা উপযোগী।

লোবেলিয়া সিফিলিটিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—বাম স্কন্ধাস্থির অভ্যন্তরপ্রান্তের তলে, কিন্তু নিম্নে নয়, বেদনা, অশ্রু পাতের পর উহার আতিশয্য।

ষ্টিগমেটা মেইডিস ( তরল সার )।—আময়িক প্রয়োগ।—বৃক্কক-শূল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর, আরক্তরেণু, ও রক্ত নিঃসরণ সহকারে বৃক্কের অশ্মরি রোগ। প্রস্তর বশতঃ পুরাতন বৃক্কক-বস্তি-প্রদাহ ( পাইলাইটিস )। মূত্র-ত্যাগের পর অতিশয় কুন্থন সহকারে পুরাতন মূত্র-স্তম্ভ-রোগ। ( রিটেনসন )। নিরেট পদার্থের অসদ্ভাব, ও নিম্ন

আক্ষেপিক গুরুত্ব সহকারে মূত্র-নাশ ( সপ্রেশঃন )। মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় ( ক্যাটার ), মূত্রাশয়ের আবেগ, এমোনিয়া বিশিষ্ট মূত্র, অধিক শ্লেষ্মা। পুরাতন প্রমেহ, মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির আক্রান্তি, মূত্র-ত্যাগে যাতনা। হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ, নিম্নাঙ্গের অধিক শোথ ও স্বল্প মূত্র ( হানসেনের চিকিৎসায় পরীক্ষিত )। ( শেষোক্ত রোগদ্বয়ে ২০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার্য্য )।

ষ্টেণ্শিয়ানা কার্ব্বণিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—* শিরঃপীড়া, ঘাড় হইতে উহার উপস্থিতি এবং তথা হইতে সমগ্র মস্তকোপরি বিস্তৃতি; মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া মাথা উষ্ণ করিলে সমস্ত শিরোলক্ষণের উপশম। ( সিলি, ম্যাগ্নে, মিউ )। মুখমণ্ডলে থাকিয়া থাকিয়া আরক্ত রাগের প্রকাশ, ধমনী সকলের প্রবল স্পন্দন। স্নায়ু-শূল, বিশেষতঃ অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধভাগের স্নায়ুর বেদনা, আস্তে আস্তে বেদনায় হ্রাস-বৃদ্ধি ( ষ্টাণ, প্লাট )। অতিসার, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, * রোগী মল-ত্যাগ-পাত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইবামাত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। * প্রাতঃকালের প্রাক্কালে লাঘব। মাষক-দোষ ( সাইকোসিস ) জনিত আর্দ্র, কণ্ডূয়নশীল ও জ্বালাকর উদ্ভেদ। * অনাবৃত বায়ুতে, বিশেষতঃ উষ্ণ সূর্য্য-কিরণে উপশম। আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকের প্রবল রক্ত-সঞ্চয়, ও রোগী যতবার হাঁটে ততবারই মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে সংন্যাস রোগের আশঙ্কা। গণ্ডমালীয় ধাতুতে অস্থির, বিশেষতঃ উরুর অস্থির কেরিজ, তৎসহ জলবৎ অতিসার, সতত উহার প্রত্যাবৃত্তি ও রাত্রিতে আধিক্য। সন্ধির জলপূর্ণ স্ফীততা ( ইডিমা ) সংযুক্ত পুরাতন বাতকণ্টকে ( স্পেণ ) আর্ণিকা ও রুটা বিফলান্তে এই ঔষধ উপযোগী।

ষ্ট্রোফ্যাণ্টঃস হিস্পিডঃস।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট ও বহির্বেষ্ট ঝিল্লীর প্রদাহ। হৃদ্‌কপাটের রোগ। হৃৎকম্প। হৃদ্রোগে উদরী। হৃদ্রোগজনিত শ্বাস কাস। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, নাড়ীর ধীরতরতা, সবলতরতা, ও অধিকতর নিয়মিততা প্রাপ্তি। পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহের শোথ ( হ্রাস প্রাপ্ত হয় )। উগ্র মদিরা, তামাক ও চা সেবন বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উপদ্রব।

ষ্ট্রিকনাইনঃম ফসফরিকঃম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রক্তস্বল্পতা ( এনিমিয়া ) নিবন্ধন পক্ষাঘাত সহকারে পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুর দুর্ব্বলতা। ( উৎকৃষ্ট ঔষধ )। পৃষ্ঠবংশের জ্বালা, অবিরাম বেদনা, ও দুর্ব্বলতা সংযুক্ত পৃষ্ঠবংশের উপদাহ, বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত বেদনার সম্প্রসারণ। পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ। নিদ্রাহীনতা, শীতল পদ। পা, হাত, ও বগলে আঠা আঠা ঘর্ম্ম।

ষ্ট্রিকনাইনঃম পিউরঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—অস্থিরতা। * অতিরিক্ত কোপনতা ( ইরিটেবিলিটি )। চক্ষে উত্তাপ সহকারে পূর্ণ ও বিদারণবৎ শিরঃপীড়া। পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে সর্ব্বত্র বরফ থাকার ন্যায় অনুভব। অঙ্গ-কম্প। * গ্রীবা ও হনুর স্তব্ধতা। হনুস্তম্ভ। * পশ্চাদ্বক্র টঙ্কার, আবেশের ব্যবহিত সময়ে পেশীর শিথিলতা।

* বৎসামান্য স্পর্শে, শব্দে, গন্ধে, ও গোলমালে উপচয় ; রোগীর গাত্র মর্দ্দন করিলে উপশম। সংসর্গের প্রবৃত্তি, কিন্তু শুক্র-স্রাবের সময় অসামর্থ্য প্রাপ্তি। নারীদিগের শরীরে, যে কোন স্থানে কেন না হউক, যে কোন প্রকার স্পর্শে সুখের অনুভব জন্মে। সর্ব্বশরীরের ত্বকের, বিশেষতঃ নাসিকার কণ্ডূয়ন। আময়িক প্রয়োগ।—ধনুস্তম্ভ। হনুস্তম্ভ। অপস্মার। বেপথু রোগের ন্যায় হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীর অবিরত কম্পন। সশব্দে উদ্গত কাস। আক্ষেপিক শ্বাস-কাস (য়্যাজ্‌মা)। এই ঔষধে আমাশয়িক রসের (গ্যাষ্ট্রিক যুস) পরিমাণ ও সাধারণ অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়।

সঃলফঃর আইওডেটঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—অলিজিহ্বা ও তালু মূলের বৃদ্ধি ও আরক্ততা, বায়ু-নালীতে মলিন, পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চয়, আয়াসে শ্লেষ্মার নিঃসরণ। গলমধ্য যেন ফুলিয়াছে এরূপ অনুভব। কর্ণ ও নাসিকার উপর এবং মূত্রমার্গের মধ্য কণ্ডূয়ন। মুখমণ্ডলের উপর অপচ্যমান উদ্ভেদ। উপরের ওষ্ঠের উপর ঈষৎ পীতবর্ণ, বেদনাসংযুক্ত পচ্যমান উদ্ভেদ, অবিলম্বে শুষ্ক শল্কে উহার তিরোধান। ঘাড়ের সম্মুখভাগে ও মুখ-বিবরের সমীপে স্ফোটক। শীতপিত্তের ন্যায় কণ্ডূয়নকর উদ্ভেদে বাহুদ্বয়ের আবৃততা। আময়িক প্রয়োগ।—জিহ্বার প্রদাহের পর উহার স্থূলতার অবশিষ্টতা। কর্ণমূল-প্রদাহের পরে কর্ণমূলের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন (হাইপারট্রফি)। তালু-মূলের পুরাতন বিবর্দ্ধন। পুরাতন আর্দ্রপামা। অধঃশাখার শিরা-স্ফীতিসংযুক্ত আরক্ত পামা। ক্ষৌর-কণ্ডূ (উত্তম ঔষধ)। যুবক-যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে বড় বড়, বেদনাবিশিষ্ট, ও পচ্যমান বয়োব্রণ (এক্নি)। পুরাতন ও সামান্য লাইকেন।

সাইজিজিয়ঃম জ্যাম্বোলেনঃম।—সশর্কর বহুমূত্র (অত্যন্ত উপকারী ঔষধ)। সকল লক্ষণেরই একসঙ্গে উৎকর্ষ জন্মে। (সম্ভবতঃ বহুমূত্র-মূলক) ত্বকের পুরাতন ক্ষত।

হাইড্র্যাঞ্জিয়া আর্বোরেসেন্স।—আময়িক প্রয়োগ।—কোন কোন প্রকার অশ্মরি-রোগে, বিশেষতঃ মূত্রে প্রভূত পরিমাণ শুভ্রবর্ণ, আকারহীন লাবণিক পদার্থের সঞ্চয়ে (ডিপজিট) এই ঔষধ উপকারী। এতদ্দ্বারা মূত্রাশয়ে প্রস্তরোৎপত্তির প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ এবং বৃককের অশ্মরিজনিত যাতনা, তৎসহ বৃকক-প্রদেশের উপর স্পর্শ-দ্বেষ ও রক্তাক্ত মূত্র উপশমিত হইয়াছে।

হিউরা ব্র্যাসিলাইএন্সিস্।—বিশেষ লক্ষণ।—চর্ম্মে, বিশেষতঃ অস্থির প্রবর্দ্ধিত অংশের চর্ম্মের উপরে, যথা হনুর অস্থির উপরে লাল লাল ফোস্কা। চর্ম্মের অশিথিলতা, এক প্রকার অনমনীয়তা অনুভব (ক্রোট-টিগ)। ফোস্কাগুলি এতই দৃঢ় যে ছাড়াইয়া দিলে উহাদের অভ্যন্তরস্থ রস ছুটিয়া পড়ে। * হাতের অঙ্গুষ্ঠের নখের নীচে চোঁচ ফুটার ন্যায় অনুভব।

হিপার সঃলফিউরিস ক্যাল্‌কেরিনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—এম্পাইমা।

অনতিতরুণ ও পুরাতন নিফ্রাইটিস, এবং পালাইটিস রোগে হিপার সংলফংর অপেক্ষা মূত্র নিঃস্রবে প্রবলতর ক্রিয়া দর্শাইবার অভিপ্রায়ে ডাঃ হেইনিগকি এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন।

**হেলিয়্যান্থুৎস য়্যানিউয়ুঃস।—আময়িক প্রয়োগ।**—সাধারণতঃ এই ঔষধের একভাগ, দশ হইতে কুড়ি ভাগ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃষ্টব্রণ ও রক্তস্রাবী লভ্যব্রণে আর্নিকা ও ক্যালেণ্ডুলার ন্যায় বাহ্য প্রয়োগ হয়।

**হোয়াঙ্গ-ন্যান।—আময়িক প্রয়োগ।**—পক্ষাঘাত, পামা, গাত্রকণ্ডু, পুরাতন ক্ষত, ক্যান্সার, * কুষ্ঠ ( প্রধান ঔষধ ), এবং সর্প দংশনে এই ঔষধ উপকারী। মুখমণ্ডল ঘাড় পৃষ্ঠ ও জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল স্থানে বসাগ্রন্থির আধিক্য আছে সেই সকল স্থানের গাত্রকণ্ডু ও পচ্যমান পামায় ইহার ব্যবহার হয়। স্ফোটক ও কার্ব্বঙ্কলের প্রদাহ এতদ্দ্বারা প্রশমিত, এবং সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণ প্রবর্দ্ধিত হয়। ধাতুগত উপদংশে ও গ্রন্থি মণ্ডলের কর্কটিকায় ( ক্যান্সার ) এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণের উন্নতি জন্মায়। কুষ্ঠরোগ এতদ্দ্বারা নিশ্চয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হয়; রোগীর বল বৃদ্ধিপ্রায়, স্পর্শ-শক্তির অভাব দূর হয়, এবং স্পর্শ-জ্ঞান প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। ক্ষত গুলিতে চর্ম্মোৎপত্তির সূচনা জন্মে। কুষ্ঠরোগে ইহার পাঁচ হইতে দশ বিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার ব্যবহৃত হয়। অতীব বিষধর সর্পের দংশনেও বিষঘ্ন বলিয়া ইহার অতিশয় খ্যাতি আছে।